ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ। ১ সংখ্যা।	১ লা মাঘ, সোমবার ১৭৯৪ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ৩।

বিগত বৎসর।

এই বিশাল বিশ্বের যিনি নিয়ন্তা, তিনি কালেরও নিয়ন্তা। তাঁহারই কৃপায় এই ক্ষুদ্র ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাখানি নবম বৎসর বয়ঃক্রম ধারণ করিল। এই পত্রিকা যে সকলের নিকট ধর্ম্মের সুমন্দ সমীরণ বহন করিয়া সন্তপ্ত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবে এতদূর আমরা আশা করি নাই। আমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব সেই বিশ্ব পিতার যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছে তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করি।

পাঠকগণ আমাদের পত্রিকা দ্বারা কত দূর উপকৃত হইয়াছেন তাহা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু এই বলিতে চাই যে, আমরা ব্রাহ্মমণ্ডলীর আশানুরূপ সেবা করিতে পারি নাই। যদিও আমরা ব্রাহ্মদিগের অমঙ্গল ইচ্ছা করি না সত্য, এবং অনেক সময় অপ্রিয় কঠোর সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু তথাপি আমাদের অপবিত্র হৃদয় ও কলঙ্কিত হস্ত হইতে যাহা কিছু লেখা বিনির্গত হইয়া ব্রাহ্মদিগের নিকট ও ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হইয়াছে তজ্জন্য দয়াময় পিতা আমাদিগকে ক্ষমা করুন। এই পত্রিকা খানি ব্রহ্মনাম প্রচার করিবার জন্যই [illegible] হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের সেবাই ইহার প্রাণ, সত্য শিক্ষা দেওয়াই ইহার লক্ষ্য। অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলিতে গিয়া আমরা ব্রাহ্মদিগের বিরক্তি ভাজন হই; সে জন্য পাঠকগণ সমীপে আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন সত্যকে সমধিক সমাদর করেন। সেই দয়াময় পিতার নিকট আমাদের এই বিনীত ভিক্ষা তিনি কৃপা করিয়া এই পত্রিকাখানি সত্য প্রেম পবিত্রতা ও বিনয় প্রচারের যন্ত্র স্বরূপ করিয়া সমুন্নত করুন। আমাদের কলঙ্ক যেন ইহার সঙ্গে প্রচারিত না হয় এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

যিনি বহির্জগতের অধিপতি তিনিই ধর্ম্মরাজ্যের রাজা। ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্ত বিদ্যমান। ইহার মধ্যে তাবৎ ঘটনা তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহার উন্নতিরাজ্যের নিয়মাবলি প্র[illegible] করিয়া গত বৎসরের ঘটনা সমালোচনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজের অতি গূঢ় প্রদেশে [illegible] প্রেমময় পরমেশ্বর বর্ত্তমান থাকিয়া [illegible] তাবৎ ঘটনা সম্পাদন [illegible]ছেন। [illegible] বিনীত হৃদয়ে ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার [illegible] বিধান দর্শন করেন তাঁহাদের হৃদ[illegible]

ও প্রেমে সমুন্নত হয় এবং কৃতজ্ঞতা ভক্তিতে তাঁহার চরণে প্রণত হয়। প্রথম ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বিধেয়। নরনারীর পবিত্রযোগ ভ্রাতা ভগ্নীর প্রকৃত সেবা না করিলে পরিত্রাণ হয় না এই সত্যটী গতবৎসর বিলক্ষণ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। ইহা বিশ্বাসে ও কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উৎকৃষ্ট উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে। যদিও গভীর সত্যটী জীবনে প্রদর্শন করিবার প্রকৃত অবস্থা হয় নাই এবং তাহার অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু ইহার আবশ্যকতা মধুরতা ও উচ্চতা অনুভব করিতে ব্রাহ্মেরা কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছেন। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সংসার উপাসনা ও জীবন যে এক হইয়া আসিতে পারে নাই ইহার কারণ কেবল ঐ স্বর্গীয় সত্যটী জীবনে বদ্ধমূল হয় নাই। ঐ গভীর ভাবটী সাধন করিতে পারিলে পরিত্রাণের প্রকৃত মীমাংসা হইয়া যায়। এই জন্য গত বৎসরে তাহা সাধন করিবার জন্য অর্থ, পরিশ্রম, সময় অকাতরে ব্যয়িত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতাশ্রম উহারই একটী গূঢ় সাধন। একা উপাসনা করিলে কিম্বা একা সাধন করিলে যে প্রকৃত ঈশ্বর লাভ হয় না একথা ব্রাহ্মদিগের নিকট যদিও নূতন বটে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার কার্য্য অজ্ঞাতসারে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা সমগ্র উন্নতি চাহেন ও পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণভাবে দাস হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা একত্র সাধন ও একত্র উপাসনা না করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার সাক্ষাৎ বিধান, তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ এই দুইটী ভাব গত বৎসর বিশেষরূপে ব্রাহ্মসমাজকে আলোকিত করিয়াছে। এই সকল ভাব ঈশ্বরের সহিত অব্যবহিত যোগ সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মের চির উন্নতির পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছে। তবে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের অবস্থা ধরিতে গেলে উপাসনা ও উৎসাহের ভাব কিছু কম বলিতে হইবে। অনেক ব্রাহ্মেরও পতন হইয়াছে কিন্তু এ সকল সাময়িক।

গতবারে আর একটী গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কোথায় অমিল, এত দিন লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না; কিন্তু এবার তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। উদারতা যাহার স্বর্গীয় বিধান; যাহার আশ্রয়ে থাকিয়া জাতি নির্ব্বিশেষে সত্য নির্ব্বিশেষে সকল জাতি আধ্যাত্মিক সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনে গ্রথিত হইয়া সেই বিশ্বপিতার পূজাতে সম্মিলিত হইবেন। আর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ কেবল হিন্দুদিগকে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত এক ঈশ্বরের পূজায় আবদ্ধ করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে, কলিকাতা সমাজ হিন্দুসমাজের অন্তর্গত এক স্বতন্ত্র শাখা রূপে পরিগণিত। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতিকে গ্রহণ করেন, সমস্ত ধর্ম্ম গ্রন্থের অন্তর্গত সত্যকে সমাদর করেন, দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে সমুদায় সাধুদিগের প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করিতে আদেশ করেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ কেবল হিন্দুজাতিকেই গ্রহণ করেন, হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত সত্যকেই সমাদর করেন, ঋষিদিগকেই বিশেষ ভক্তি করিতে আদেশ করেন। ঈশ্বরের কৃপাতেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়, প্রার্থনাই কৃপা লাভের একমাত্র উপায়, একত্র সাধন ও একত্র উপাসনা ও নর নারীর পবিত্রযোগ সেই কৃপা লাভের একমাত্র সাধন, ইচ্ছাগত পাপের অস্তিত্ব স্বীকার প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করেন। কলিকাতা সমাজ কেবল মোহকৃত পাপ বিশ্বাস করেন, ধ্যান জ্ঞান ও মনুষ্যের চেষ্টাই ধর্ম্মের প্রকৃত

সাধন, একা উপাসনা কর, একা সাধন কর, মুক্তি হইবে এই রূপ মত প্রচার করেন। এখন কোন্ কোন্ স্থলে অমিল ব্রাহ্ম জগতে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

সামাজিক বিষয় আলোচনা করিতে গেলে বিবাহবিধিই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। গত বৎসর ব্রাহ্মদিগের জন্য নূতন বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের আর সামাজিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না, সমাজের উপরে আর কোন দুর্ব্বিপাক আসিবে না, সামাজিক ভাবে ব্রাহ্মদিগের কোন অসুবিধা থাকিল না। গত বৎসরে দুইটি ব্রাহ্ম বিবাহও হইয়া গিয়াছে। পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। এখন ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ পরিবারদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ও মনোযোগী হইয়াছেন। নারী জাতিরাও ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতায় দিন দিন সমুন্নত হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

গত বৎসর অনেক স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। কুমারখালী ও মুঙ্গেরে স্বতন্ত্র উপাসনা মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। বম্বে প্রার্থনা মন্দিরের কেবল ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। লাহোর ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ইহার দ্বারা কি প্রমাণীকৃত হইতেছে না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন ভারতবর্ষে স্থায়ী ভাব ধারণ করিতেছে? এলাহাবাদে উত্তর ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার কারণ কি ? নিশ্চয়ই তৎপ্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইয়া আসিবে বলিয়া এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইল। বম্বে পুনা, সুরাট গুজরাট, আহামেদাবাদ, বরদা, জব্বলপুর্, এলাহাবাদ, আগ্রা, কাণপুর, জয়পুর, বাঁকিপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, ভাগলপুর, কুমারখালি, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রংপুর, কোচবেহার, বগুড়া ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। যদিও মনুষ্যের বলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিন্দু মাত্র প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তিভরে যাঁহারা ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন ও অপরকে শ্রবণ করাইয়াছেন সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তাহার ফল বিধান করিবেন। বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজের আধিপত্য ও ক্ষমতা এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে দিন দিন বিস্তারিত হইতেছে ইহা সংপ্রতি কিজন্য লিখিত হইয়াছে? ব্রাহ্মসমাজের বল ও প্রভুত্ব ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়াছে এই তাহার কারণ। এবার ব্রাহ্মসমাজের একটী নূতন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। জয়পুর ও বরদার মহারাজ দ্বয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় ও শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক মহাশয় বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাদের নিকট পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। অপ্রত্যক্ষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের ভাব স্বাধীন রাজ্যেও বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল। যিনি ধর্ম্মরাজ তিনিই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, মনুষ্য কেবল তাঁহার সেবক। ব্রাহ্মধর্ম্মের চির মঙ্গল সাধন তাঁহারি কার্য্য। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য তিনি প্রচারকদিগকে আরও পবিত্র ও নিঃস্বার্থ, প্রেমিক ও কর্ম্মনিষ্ঠ করুন, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন।

হিন্দুসমাজ।

হিন্দুসমাজ সভ্যতার স্রোতে ভাসমান হইয়া দিন দিন সংস্কৃত হইয়া আসিতেছে। পৌত্তলিকতার প্রতি লোকের বিলক্ষণ বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে যদিও অবিশ্বাস কপটতা ব্যভিচার প্রভৃতি নিতান্ত গর্হিত পাপ সকল বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু গত বৎসর হইতে কতক লোকের

মধ্যে অজ্ঞাতসারে সংস্কৃত ধর্ম্মভাব প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ একেশ্বর-বাদী প্রসিদ্ধ দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা হইতে বিমুক্ত করিতে কৃত-সংকল্প হওয়াতে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে এমত আশা করা যায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে কতক লোকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি পৌত্তলিকতা উন্মূলন করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সত্যের ছায়া যে কতকটা হিন্দু সমাজে পড়িয়াছে তাহা আর কে অস্বীকার করিবে? সাধু ব্রাহ্মদিগের চরিত্রের প্রভাব ও শাসন হিন্দুসমাজে যে আবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ হিন্দু-সমাজের পুরাতন আচার ব্যবহার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং শিক্ষার আলোকে বিশুদ্ধ নীতির প্রভাবে, প্রকৃত ধর্ম্মভাবের স্রোতে ইহার গঠন নূতনতর হইয়া আসি-তেছে। গত বৎসর কুকা সংপ্রদায়ের প্রতি বিশেষ অত্যাচার হইয়াছে। কুকাদিগের প্রবর্ত্তক রামসিংকে গবর্ণমেণ্ট অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা আপনাদের বিশ্বাস বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছে। যাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে ধর্ম্মজগৎ শাসিত হইতেছে, তিনিই কলুষিত হিন্দু সমাজকে সমুন্নত করিতেছেন।

খ্রীষ্টসমাজ।

ইয়োরোপ ও এমেরিকার ধর্ম্মের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় দর্শন ও বিজ্ঞান অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের কুসংস্কার মূলক ভ্রান্তিসঙ্কুল মতের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ভয়েসি সাহেব উদার ভাবে এক ঈশ্বরের সাধারণ উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত আধ্যা-ত্মিক বিষয়ে কতক অমিল আছে, কিন্তু তাঁহারদ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে অগ্রসর ও উন্মুখ হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার স্থাপিত উপাসনা মন্দিরে শুদ্ধ এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা একটী কম আশার বিষয় নহে। জর্ম্মণীপ্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ রূপে সমাদৃত হইয়াছে। ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ইংল-ণ্ডের সমস্ত বক্তৃতা জর্ম্মন্ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ধর্ম্মরাজ্যে চির কুসংস্কার রূপ মনুষ্যের আধি-পত্য বিনষ্ট হওয়া অতিশয় মঙ্গল জনক সন্দেহ নাই। ফ্রান্স দেশের অধিপতির রাজ্য-চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে পোপের প্রতাপ সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দির স্বাধী-নতা ও মহত্ত্বের এরূপ দুর্জ্জয় প্রভাব, যে যাঁহার চরণে সম্রাটগণের মণিমুক্তাখচিত কিরীট সংযুক্ত মস্তক অবলুণ্ঠিত হইত এখন কি না তাঁহার কারাবাস। এমেরিকাতে স্বাধীন ধর্ম্ম সমাজে অনেকে যোগ দিয়াছেন এবং উৎ-সাহের সহিত ধর্ম্মের উদারতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ভারতবর্ষে খৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এবার একটী মহৎ অনুষ্ঠান হইয়া গেল। এলাহাবাদে খৃষ্টীয়ান প্রচারক সভায় ভারত-বর্ষের অতিদূরস্থ প্রচারকগণ ধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচার বিষয়ে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া একটী দৃঢ় যোগে আবদ্ধ হইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

এবার মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্ম্মের আর কোন নূতন সুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ঐ সমাজকে উন্নত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের হস্তে পরিপুষ্ট হইয়া সকল ধর্ম্মকে আকর্ষণ করিতেছেন। দিন দিন সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয়। অসাধুতা পাপ তিরোহিত হইবে, প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত হইবে এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

নিরপেক্ষতার গুণ ও দোষ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যত্ন প্রয়াস ও সাধন অন্যনিরপেক্ষ, কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ হইলেই যে অন্যের সহায়তা নিষ্প্রয়োজন হইল ইহা বলা যায় না। বরং অন্যের সহাতায় বল লাভ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সাধন উহাতে বুঝাইতেছে। অন্যে পরিশ্রম করিবে, আমি সর্ব্ব প্রকার পরিশ্রম বিমুখ থাকিয়া ফল উপভোগ করিব, আত্মনিষ্ঠ উন্নতিসম্বন্ধে ইহা কোন দিন সম্ভব পায় না। অর্জ্জনশ্রম-বিনা এক জন পিতৃ পিতামহের সম্পত্তি লাভ করিয়া ধনী হইতে পারে, কিন্তু সেই ধন আয়ত্ত রক্ষা ও পরিবর্দ্ধন করিতে তাহার উপযুক্ত পরিশ্রম আবশ্যক। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে আমরা এই রূপ জ্ঞান নীতি ও ধর্ম্ম লাভ করিতে পারি, কিন্তু তাহা আয়ত্ত, রক্ষণ, বর্দ্ধন করিতে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শ্রম করিতে হইবে। যে বস্তু যত উচ্চ, তৎ সম্বন্ধে প্রয়াসও তত অধিক। এই নিয়মে আমাদিগকে যদি পার্থিব সম্পত্তি অপেক্ষা জ্ঞানের জন্য, জ্ঞান অপেক্ষা নীতির জন্য, নীতি অপেক্ষা ধর্ম্মের জন্য সমধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা শ্রমাধিক্য বশতঃ জ্ঞান নীতি বা ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা শীল থাকিতে পারি না। এই উনবিংশ শতাব্দিতে জ্ঞান নীতি (১) ও ধর্ম্ম যত দূর উন্নত বেশে পূর্ব্বতনগণ হইতে আমাদিগের নিকট সমাগত হইয়াছে; আমরা যদি সে সকলের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আবার প্রাথমিক অবস্থা হইতে উন্নতির প্রক্রিয়া আরম্ভ করিতাম, আমরা কি না হীনাবস্থ হইয়াই অবস্থান করিতাম।

আমরা স্বীকার করি বা না করি, জ্ঞান, নীতি, ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেখান হইতে আমরা উন্নতি সাধন করিতে আরম্ভ করি, তৎপূর্ব্বের অবস্থার জন্য আমরা পূর্ব্বতনগণের নিকট ঋণ জালে বদ্ধ(২)। আমরা এখানেই পূর্ব্ব পুরুষগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আর তাঁহারদিগের সহায়তা আমাদিগের প্রয়োজন হইবে না, একথা আমরা বলিতে পারি না। সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা উন্নত পবিত্রাত্মা ছিলেন আমাদিগের উন্নতি সহকারে তাঁহাদিগকে আশয় বুঝিতে সমর্থ হই, এবং যতই তাঁহারদিগের গুণ গরিমা বুঝিতে পারি, ততই তাঁহারদিগের নিকটে আমরা চরিত্র গঠনে উপকৃত হই।

---

(১) যাঁহারা নীতির উন্নতি মানেন না, তাঁহারা অতি স্পষ্ট প্রমাণ অগ্রাহ্য করেন। নরমাংসলোলুপ বর্ব্বর সমাজ এবং সুসভ্য নীতিমান্ সাধু সমাজ এ দুয়ের মধ্যে তাঁহারা এতদ্দ্বারা ইতর বিশেষ রাখেন না। বর্ব্বরে কোন প্রকারের নীতি নাই; একথা কেহ বলিতে পারে না, কেনন৷ তাহা হইলে সেই বর্ব্বরগণের একত্র বাস এবং তাহারদিগের বংশ পরম্পরা রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। উহাদিগের মধ্যে নীতির আদেশ প্রথমতঃ অতি অল্প সংখ্যকের মধ্যে রক্ষিত হয়। উন্নত জ্ঞান এবং উন্নত হৃদয়ের অভাবে স্বজন ভিন্ন অন্যত্র তাহার প্রয়োগ করিতে পারে না। যতই জ্ঞান ও হৃদয় উন্নত হইতে থাকে, নীতির অধিকার ততই বিস্তৃত হইতে থাকে। সভ্যদেশে এককালে শত্রুশোণিতে গণ্ডস্থল আরক্তিম করা দূরে থাকুক এখন শত্রুর সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেই নিন্দার পরিসীমা থাকে না। জ্ঞান ও হৃদয়ের উন্নতি সমকালিক। একটী ছাড়িয়া অন্যটীর উন্নতি অস্বাভাবিক এবং সে উন্নতি কখন চির-স্থায়ী হইতে পারে না। ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। নীতি কয়েকটীমাত্র এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কারণ মূলতত্ত্ব অল্প; কিন্তু উহার প্রয়োগ সুবিস্তৃত, ইহাই বিজ্ঞানের পূর্ণতার লক্ষণ।

(২) যাদৃশ সামাজিক অবস্থার অধীনে আমরা অবস্থান করি, আমাদিগের চরিত্র সেইরূপ হয় ইহা স্বীকার করিয়াও একজন বিতর্ক আনিতে পারেন, শৈশব হইতে সেই সকল আত্মস্থ করিতেও আমাদিগকে শ্রম করিতে হইয়াছে। ইহা কে অস্বীকার করিবে; কিন্তু সে পরিশ্রম এমনি অল্প যে স্বয়মুপার্জ্জনের যত্ন ও শ্রম সহ তুলনা করিলে তাহা কিছুই নহে। ফলতঃ সেই সামাজিক অবস্থা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যদি আমরা অবস্থিতি না করিতাম, এত সহজে উহা আমাদের আত্মার অংশ হইয়া যাইতে পারিত না। সুতরাং উহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ হইতে লব্ধ বলিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। সেই সকল গ্রহণ নির্ব্বাচন ও আত্মস্থ করিবার [illegible]ভাবিক সামর্থ্য ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি না থাকিলে আমাদিগের নিকট উহারা মৃতপ্রায় অবস্থান করিত, ইহা বলিয়াও আমরা কৃতজ্ঞতাপাশ হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত রাখিতে পারি না। কারণ সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি বিষয় পাইয়াই প্রস্ফুটিত ও উন্নত হয়।

এক জন ঈশা বা চৈতন্যের ধর্ম্ম বাল্যকাল হইতে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এই দুই জনের চরিত্রের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে তাহা বুঝিতে এবং সেই মহত্ত্বের অধিকারী হইতে তাহার স্বীয় আত্মার উচ্চতা সাধন আবশ্যক। ঈশা বা চৈতন্যের যাঁহারা অনুগামী, তাঁহার দিগের জীবন দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহারা তাঁহাদিগকে না বুঝিয়া অনুসরণ করেন (১)। পূর্ব্ববর্ত্তী মহৎ সাধুগণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সমকালবর্ত্তী মহৎ সাধুগণ সম্বন্ধে তাহাই বুঝিতে হইবে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে চরিত্র সংগঠনে কি প্রণালী অবলম্বন করিলে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালবর্ত্তী, সাধু পুরুষগণের গুণ গ্রহণ করিতে পারি এবং অন্ধ ভাবে অনুসরণ দ্বারা জগতে যে সমূহ অনিষ্ট আনীত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বিমুক্ত থাকিতে পারি। সাধন দ্বারা অন্তর্ব্বর্ত্তী চক্ষুকে বিকশিত করিতে না পারিলে, কাহার সাধ্য যে অনুসর্ত্তব্য মহদ্ব্যক্তির মহত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয়। এই সাধন কি এবং এই সাধনের নিরপেক্ষতাই বা কি এক্ষণে আমাদিগের নির্দ্ধারণ করা সমুচিত।

এই কথা বলিলেই সম্মুখে একটি লক্ষ্য রহিয়াছে তৎসঙ্গে সঙ্গে বলা হয়! এই লক্ষ্য কি, ঈশার এই স্বর্গীয় বাক্য তাহা স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে 'তোমার স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ, তদ্রূপ পূর্ণ হও।' যাঁহারা সংশয়ী, তাঁহারাও মনুষ্যের হৃদয়ে স্বভাবতঃ একটি পূর্ণতার আদর্শ অবস্থান করিতেছে স্বীকার করেন। মনুষ্য যতই আদর্শের নিকটবর্ত্তী ততই উহা আরো উচ্চ হইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হয়। যাঁহারা বলেন এ আদর্শ আর কিছু নহে, এক জন ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তাঁহার অনুরূপ আদর্শ প্রস্তুত করিয়া লইয়া, তাঁহারদিগের নিজের কথা নিজেরাই খণ্ডন করেন। কেননা এক জনকে আদর্শ করিতে গেলেও আমার অন্তরে এমন একটি আদর্শ থাকা চাই যদ্দারা তাহাকে পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। নিজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে উচ্চ বলিয়া গ্রহণ করিলাম, এ যুক্তি আপাততঃ শুনিতে অতিমাত্র যুক্তি যুক্ত প্রতীত হয়, কিন্তু-নিম্ন হইতে নিম্নে যাইতে যাইতে মনুষ্য সর্ব্ব শেষে এমন এক নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করে যেখানে আর অন্যের সহিত তুলনা করিবার কেহ থাকেনা। এই স্থলে তাহাতে একটি আদর্শ স্বভাবতঃ স্বীকার করিয়া লইলে চলে এই রূপ আমরা ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চে এমন একস্থানে উত্থিত হই, যেখানে আর কাহার সহিত তুলনা করিবার কেহ থাকে না। তখন আমার আদর্শ কোথায় লাভ করি? কেহ এরূপ উর্চ্চতায় আসিতে পারেন না, ইহা কেহ বলিতে পারে না। অগস্ত কোমত মানবীয় উচ্চতার মধ্যবিন্দু হইয়া স্বয়ং উচ্চ আদর্শের ক্রমান্বয়ে অনতিক্রমণীয়তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অস্পষ্টতঃ তাঁহার এই আদর্শকে অনন্ত বলা হইয়াছে। জ্ঞানান্ধ মনুষ্যগণ এই আদর্শের বাস্তবিকতা দর্শন করিতে পারে না, সুতরাং তাহারা ঈশ্বরবিহীন হইয়া পরিশেষে আপনাদিগকে ঘোর কুসংস্কার জালে নিপতিত করে। ভক্তি নয়নে এক বার যে এই আদর্শের বাস্তবিকতা দর্শন করিল এবং দিন দিন সেই পিতা তাহার নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে-

(১) আমরা উপরে যাহা নির্দ্ধারণ করিলাম, বহুদর্শী বকল ইহাতেই সমূহ ভ্রম জালে নিপতিত হইয়াছেন। ধার্ম্মিক ও নীতিমান্ হওয়া সাধন সাপেক্ষ, ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু পুর্ব্ব প্রচারিত নীতি ও ধর্ম্ম দ্বারা সমাজ যত দূর উন্নত হইয়াছে, জন্ম গ্রহণান্তর অল্প সময়ের মধ্যে সহজে সেই পর্য্যন্ত তাহাতে সংক্রমণ করিবে ইহা তাঁহাকে [illegible]কার করিতে হইবে। ইহা না হইলে এক জন বর্ব্বর বালক এবং উন্নত সমাজের বালক এ দুইকে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে এত পৃথক জীব রূপে আমরা কখন দেখিতে পাইতাম না।

ছেন বুঝিতে সমর্থ হইল, সে আর একথা বলিতে পারে না, বাহ্য জগৎকে যেরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, পিতাকে আমরা সেরূপ কখন দেখিতে পাই না। ভক্ত সন্তান বর্ত্তমানে তাহার আত্মার অবস্থানুসারে যত টুকু তাঁহাকে দেখিতে পাইল, ততটুকু আপনাকে পূর্ণাবস্থায় উত্থিত করিতে চেষ্টা পাইল। পিতারও পূর্ণতার অন্ত নাই, তাহারও পূর্ণতা লাভের পরিশেষ নাই (১)। ইহাই অন্তর্ব্বর্ত্তী আলোক, ইহার নিকট সমাগত হইলেই সমুদায় বিষয় আলোকিত হয়। এই আলোকে বাহ্য জগতের অন্তর ভেদ করিয়া তাহার পর পারে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তাঁহার সত্য জ্ঞান মঙ্গল সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত দেখি। এই আলোকে মানব প্রকৃতির অন্তরতম প্রদেশ ভেদ করিয়া তাহাতে পুণ্য পবিত্রতা, বিনয়, ক্ষমা, নির্ভর, বিশ্বাস, প্রেম, ও ভক্তি দর্শন করি, তৎসহকারে সহানুভূতি অর্পণ করিয়া আত্মাকে সেই সেই গুণে বিভূষিত করিতে পারি। সাধু সাধকগণের সহিত এক অভেদ্য সূত্রে বদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে কি প্রকারে পিতার বাধ্য সন্তান হইতে হয় শিক্ষা করি। এখানেই সমুদায় বিরোধী ভাবের বিলোপ হয়, এখানে আসিলেই, লোকের পতনাশঙ্কা বিদূরিত হইয়া যায়।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীতে মহদ্ব্যক্তিবিশেষকে গ্রহণ করিতে গিয়া লোকে পাপকুসংস্কারে কেন নিপতিত হইয়াছে? তাহারা অন্তর্নিহিত ঈশ্বরের অলোকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, শুদ্ধ বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল, যাঁহার প্রেরণায় তাহারা সেই মহদ্ব্যক্তির মহত্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল, পরিশেষে তাঁহাকে ভুলিয়া গেল, এই জন্য তাহারদিগের দুর্দ্দশা। অন্তর্নিহিত সেই আলোকে যাহারদিগের দৃষ্টি বিকশিত হয় নাই, তাহারা সাধুগণ হইতে যথার্থ সাধুতা কখন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। সাধুকে দেববৎ পূজা এবং ঘৃণা ও বিদলিত করা এ দুই সমান, কেননা এতদুভয়ই অজ্ঞতামূলক। যে হৃদয়ে ঈশ্বরের আলোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল সেই হৃদয়ই উদারভাবে সকল বিষয় হইতে সত্য জ্ঞান, পবিত্রতা ও সাধুতা সঞ্চয় করিতে পারে। যদি আমরা এই আলোকের প্রতি বিশ্বস্ত হই, তাহা হইলে আর আমাদিগের এরূপ দশা কখন হয় না। পৃথিবীতে অজ্ঞানতা কুসংস্কার যাহা কিছু, এই আলোকের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতেই সংঘটিত হইয়াছে। আমরা অন্য নিরপেক্ষ হইয়া আত্মাকে এই আলোকের অনুসারী করিতে প্রাণগত সাধন করিব, আবার এই আলোকে আমাদিগকে যেখানে লইয়া যায়, সেখানে যাইব, যে পদার্থ বা যে ব্যক্তি হইতে যাহা আমাদিগের নিকট আনয়ন করে, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। এই রূপে সত্য, জ্ঞান, প্রেম পবিত্রতা, সাধুতা লাভের অন্তর্ব্বাহ্য সহস্র দ্বার আমাদিগের নিকট উদ্ঘাটিত থাকিবে। আমরা যাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি, এই রূপে তাহা স্পষ্ট এবং দৃঢ়ীভূত হইবে। অনন্যাপেক্ষতাভিমান অহঙ্কার, অবিনয়, ঘৃণা, বিদ্বেষ অন্ধ প্রভৃতি যে দোষরাশি সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা তাহা এইরূপে আমাদিগের নিকট হইতে তিরোহিত হইবে, বিনয় প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্গুণে আমরা এই প্রণালীতে বিভূষিত হইতে সমর্থ হইব।

(১) ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে কেহ জানিতে পারে না, একথা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু এই ভাণ করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরকে এককালে দুজ্ঞেয় বলিয়া মানবাত্মার নিকট তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চান, সত্য জ্ঞান পবিত্র মঙ্গল বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিলে মানবীয় কল্পনা বলিয়া উহা অপনীত করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের বিতর্ক করিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ মনুষ্যের সমুদায় বিষয়েই আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সেই জ্ঞান ভিন্ন কোন বিষয়েরই প্রমাণ নাই। সেই আপেক্ষিক জ্ঞান এবং অনুভূতিতে যাহা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি তাহাকে যাঁহারা অপ্রমাণ বলেন তাঁহারা সমুদয় দর্শন বিজ্ঞানের মূলোচ্ছেদন করে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

৯ই পৌষ, ১৭৯৪ শক।
রবিবার।

ঈশ্বর সকল স্থানে অবস্থান করিতেছেন এ কথা সকলেই স্বীকার করেন, এ কথার ভাব সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের আবিভাব কি প্রকার এবং সেই আবির্ভাব অনুভব করিলে শুদ্ধ বর্ত্তমানতা স্বীকারের সহিত উহার কত দূর ভিন্নতা এ তত্ত্ব কেবল গূঢ়তত্ত্বদর্শির নিকট প্রতীত হয়। ব্রাহ্মসমাজের যিনি ঈশ্বর, তিনি আমাদের নিকটে কি ভাবে প্রকাশিত হন, তাঁহার লক্ষণ কি, সকলের নিকটেই বা তাঁহার প্রকাশ কি প্রকার, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী প্রতি ব্যক্তির নিকট তাহা প্রচার করা আবশ্যক। তিনি প্রকৃত আনন্দ দান করেন, সকল চেষ্টা সফল করেন, বিবিধ অভাব পুরণ করেন, এ কথা বলিয়া আর হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। সত্তা স্বীকার করিলাম, কিন্তু সত্তার মধুপানে বঞ্চিত হইলাম, ধর্ম্ম বুদ্ধির উপরে জ্ঞানের উপরে ঈশ্বরকে রাখিয়া উপাসনা করিলাম, কিন্তু প্রেমরস পান করিতে পারিলাম না।

ঈশ্বর আবির্ভাবের নিগূঢ় অর্থ কি? ঈশ্বর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন, সমুদায় হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইল, তিনি স্বয়ং ভক্তকে পুণ্য শান্তি বিতরণ করিলেন, ভক্তের হৃদয়ের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল। ঈশ্বর যেরূপ সেই রূপই থাকিলেন, তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন হইল না। শত বর্ষ সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গেল, তিনি যে প্রেমস্বরূপ পবিত্র স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, সেই রূপই অবস্থান করিলেন। পাপী যখন ঈশ্বরকে উদ্যত বজ্রধারী রূপ দর্শন করিল, উহাকি তৎপ্রতি ঈশ্বরের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া? তিনি যেরূপ সেইরূপই রহিয়াছেন, পাপী নিজের হৃদয়ের ভাব অনুসারে তাঁহাকে সেইরূপ দেখিল। হৃদয় পাপ হইতে নিবৃত্ত হউক, ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলিত হউক, তাহার হৃদয় আর তাঁহাকে সেরূপ দর্শন করিবে না। ঈশ্বরের স্বভাব, স্থিতি, ও অবস্থার পরিবর্ত্তন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ। আমি যে ভাব লইয়া ঈশ্বরের নিকট যাই, সেই ভাবে তাঁহাকে দর্শন করি। ব্যাকুল হৃদয়ে উপাসনা করিতে গেলাম, দয়াময় বলিয়া ডাকিলাম, হৃদয় পূর্ণ হইল, সমুদয় মধুময় হইল, ধর্ম্মমধু প্রেমমধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। পাপ প্রলোভনে হৃদয় মুগ্ধ হইল, পাপ বিষে চিত্ত অস্থির হইল, কোথায় ঈশ্বর! কোথায় ঈশ্বরের প্রেম! হৃদয় শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতে লাগিল, একটুও সরসতা নাই, একটুও জল নাই, চতুর্দ্দিক শুষ্ক নীরস দর্শন করিতে লাগিলাম। ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, দেখা দাও দেখা দাও বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম, পুনরায় সরসতা আসিয়া উপস্থিত হইল, শুষ্ক মরুভূমি ফলফুলে পরিণত হইল, কর্ম্ম ক্ষেত্রে গেলাম, কর্ম্মের আড়ম্বরে ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলাম, হৃদয় শূন্য হইল, প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন কাল সায়ংকালের উপাসনা শূন্য ভাব ধারণ করিল। সেই ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমপূর্ণ সত্তা যেমন তেমনি রহিল, যাহা কিছু পরিবর্ত্তন তাহা আমাতেই হইল। চাঞ্চল্য কোথায়? আমার বিশ্বাসে আমার মনে? আমি প্রকৃত মনে প্রকৃত বিশ্বাসে উপাসনা করিতে বসিলাম, পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। আবার যখন আমার কল্পনাকে লইয়া উপাসনা করিতে গেলাম, পাঁচ ঘন্টা বসিয়া উপাসনা করিতেছি কোথায় আমি কোথায় ঈশ্বর! এস্থলে ঈশ্বর আপনি ঠিক পূর্ব্বের মত আছেন কেবল আমিই ঠিক নাই।

দেখ এক দিনের মধ্যে আমাতে কত পরিবর্ত্তন হয়। প্রাতঃকালে পিতার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করিলাম, শান্তি সুখ লাভ করিলাম, উপাসনা সফল হইল। মধ্যাহ্নে বিষয় ব্যাপারে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, উপাসনা করিতে বসিলাম, পিতা পিতা বলিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। সেই উপাসনা, সেই সঙ্গীত, সেই সমুদায় আয়োজনের অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্তু পিতার দেখা পাইলাম না। হৃদয় কোথায় প্রেমে সরস ও পূর্ণ হইবে, না শুষ্কতা আসিয়া অধিকার করিল, মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইল না। কথা আমা হইতে উত্থিত হইয়া আমাতেই বিলীন হইল। সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিতে বসিলাম, আরো হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। দীর্ঘ উপাসনা করিলাম, কোন ফলই হইল না। বলিলাম নাথ! অদ্য প্রেমসূর্য্য কেন মেঘে আবৃত হইল, বিপদের অন্ধকারে কেন চারিদিক আচ্ছন্ন হইল, কেন আজ আনন্দ সমীরণ হৃদয়কে আলিঙ্গন করে না। পিতা একথার কি কোন উত্তর দিলেন না? তিনি কি কথা কহিলেন না? পাপী কি কিছু শুনিল না? অবশ্য তিনি কথা বলিলেন, দৈববাণী হইল ইহা কি আকাশ হইতে উত্থিত হইল? ইহা কি শব্দ যোগে প্রকাশ পাইল? না, কিন্তু তাঁহার বাণী চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত হইল। পিতা যে সংবাদ প্রেরণ করিলেন, সমুদায় জগৎ তাহা বহন করিল। সেই পাপীর নিকটে জগৎ আর পূর্ব্ববৎ থাকিল না। প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক নক্ষত্র তাহার হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করিল। পিতা শব্দে কথা বলিলেন না, অথচ তাহার হৃদয়ের দুর্দ্দশা সর্ব্বত্র দেখাইয়া দিলেন। এখানে পিতা যেমন তেমনি থাকিয়া পাপীর হৃদয়ের অবস্থা প্রদর্শন করিলেন।

ভক্ত যেমন ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন; তেমনি আবার তিনি তাঁহার প্রেমমুখচ্ছবি দর্শন করেন। কোথায় দেখেন; ঈশ্বরের কি রূপ আছে? রূপ নাই, অথচ তাঁহার অরূপ রূপ সৌন্দর্য্য ভক্ত অবলোকন করেন, প্রত্যেক নরনারীর মুখশ্রীতে প্রত্যেক পদার্থে রূপচ্ছবি নিকটে প্রকাশ পায়। এরূপ আধ্যাত্মিক রূপ, কোন রূপের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। মুখ নাই, অথচ তিনি কথা বলেন, জড় নন, অথচ চৈতন্যরূপ তাঁহার সত্তা আছে। হস্ত নাই, অথচ তিনি প্রতিদিন আহার প্রদান করেন, পরিচ্ছদ চাই পরিচ্ছদ দেন, ঔষধ চাই, ঔষধ দেন, স্বয়ং অপরিবর্ত্তনীয় হইয়াও সাধুতা অসাধুতা অনুসারে দণ্ড পুরস্কার প্রদান করেন।

ঈশ্বর সাধুকে পুরস্কার অসাধুকে দণ্ড দেন। ইহাতে কি তাঁহার প্রেমের কোন পরিবর্ত্তন হয়? কে বলে তাঁহাতে পরিবর্ত্তন হয়? দাম্ভিক অবিশ্বাসী নাস্তিক কত তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলে, কত পাপাচরণ করে, ঈশ্বর কি উদ্যত বজ্রে তাহাদিগকে বিনাশ করেন? কে বলিবে, এই সকল পাপাচারীকে বজ্রাঘাতে বিনাশ করিলে অবিচার হয়; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কি বজ্রাঘাতে তাহাদিগকে বিনাশ করেন? কখনই না, তিনি সেই ঘোর পাপাচারির প্রতিও প্রেমের ব্যবহার করিলেন, কুমতি নাস্তিক বলিল কৈ ঈশ্বর কোথায়? পাপাচরণ করিলে কি হয়? কেহ কেহ বলিলেন, ঐ দেখ মহামারী দুর্ভিক্ষ ভূকম্পাদিতে শত শত লোকের প্রাণ বিনাশ হইল, ঈশ্বর এই সকলের মধ্য দিয়া পাপীর উপরে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, তাহাদিগকে এক সময়ে চূর্ণ করিলেন, ইহা যাঁহারা বলিলেন, তাঁহাদিগের উহা ভ্রম। ঈশ্বর কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন না। ঈশ্বরের কখন ক্রোধ নাই। কে বলে ঈশ্বর অধার্ম্মিক গণের উপরে এই রূপে ক্রোধ প্রকাশ করেন। দেখ পাপী অধর্ম্মাচরণ করিয়া ধন সঞ্চয় করিল, সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। কৈ ঈশ্বরত সেই পাপী এবং তাহার সন্তান সন্ততিগণকে বজ্রপাতে দগ্ধ করিলেন না? পাপী বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত কার্য্য করিল; আশ্চর্য্য তাঁহার প্রেম! তিনি তাহাকে ও তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে বিনাশ করিলেন না সুখ সমৃদ্ধিতে রক্ষা করিলেন। অল্প বিশ্বাসী অবিশ্বাসীরা বলিল এই ত তোমাদের রাজা। কৈ তাঁহার শাসন কোথায়? তোমরা ধর্ম্মরাজ্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, এই ত তোমাদের ধর্ম্মরাজ! এ সকল কুবুদ্ধি বিনিঃসৃত যুক্তি। ভক্ত ইহা কখন বলিবেন না। তিনি জানেন ইহার গূঢ় ভাব ও গূঢ় অর্থ আছে, তিনি দেখিতেছেন ঈশ্বর পাপীকে প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহার চরণতলে আনয়ন করিলেন। এ সকলের দ্বারা তিনি ইহাই প্রকাশ করিতেছেন।

ঈশ্বরের ভাব সাধক ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারেন না। সাধক ঈশ্বরকে ডাকিলেন, স্বর্গের সুখ হৃদয়ে প্রকাশ পাইল। একি সময়ে শত সাধক ডাকিলেন, একি ঈশ্বর কাহার নিকট প্রেমপূর্ণরূপে কাহার নিকট শূন্য রূপে প্রতীত হইলেন। ঈশ্বর এক, ভাব ভিন্ন হইল। সরল ভক্তকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, প্রেম দৃষ্টিতে তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। কপটী কপট ভাবে তাঁহার নিকটে গমন করিল। শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। তিনি ইহাতে কি বলিলেন "রে! কপটী তোর কপট হৃদয়ের প্রার্থনা কখন গ্রাহ্য হইবে না" এ কথা কোন ভাষা কোন শব্দ নহে। অথচ ভক্ত তাহা শ্রবণ করিলেন। ভক্তের উপদেষ্টা কোথায়? তাহার আত্মার মধ্যে, ঈশ্বর ভক্তের প্রাণের প্রাণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, উপাসনার সময়ে উপাসনা কর বলিয়া আদেশ করিতেছেন, প্রার্থনার সময়ে প্রার্থনা কর বলিয়া আদেশ করিতেছেন, কার্য্যের সময়ে কার্য্য কর বলিয়া আদেশ করিতেছেন। দেখ এই মন্দিরে উপদেশের সময়ে তিন শত চারিশত লোক একত্র উপাসনা করিল। কিন্তু এক এক জন এক এক ভাব লইয়া গৃহে গমন করিল। কেহ বলিল আর ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে অভিলাষ নাই। সে স্থানে নিতান্ত কঠোর কিছুই সরসতা নাই, আর সেখানে যাইব না। আর এক জন যাই গৃহে প্রবেশ করিলেন অমনি ঈশ্বরের আবির্ভাবে গৃহ পূর্ণ দেখিলেন, ঈশ্বরের অরূপরূপ মাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। প্রেমময়ের নিকট বর্ত্তী হইয়া প্রেমের ভাব লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন, আর ঘরে থাকিতে পারেন না। পুনরায় মন্দিরে যাইবার দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মগণের মধ্যে এরূপ ভিন্নতার কারণ কি? তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিলেন, তিনি আমার প্রার্থনা শুনিলেন না। তিনি কি তোমার প্রতি প্রসন্ন আমার প্রতি অপ্রসন্ন? ইহা কখনই নহে। এক চন্দ্র সর্ব্বত্র উদিত হইল, সর্ব্বত্র জ্যোৎস্না বর্ষণ করিল। চন্দ্র তোমার কাছে এক, আমার কাছে এক ইহা নহে, কিন্তু তুমি এক ভাবে তাহাকে দেখিলে, আমি আর এক ভাবে দেখিলাম। সুতরাং আমার কাছে তাহার এক ভাব তোমার কাছে আর এক ভাব। এক প্রার্থনা সহস্র প্রকারে তাহার উত্তর। তিনি নানা পরীক্ষায় ফেলিয়া সন্তানকে শিক্ষা দিতেছেন। ভক্তের নিকটে কত সময়ে কত [illegible] তাঁহার যে আবির্ভাব তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে?

মাঘোৎসবের নিমন্ত্রণ।

আমার পিতার প্রিয় পুত্র কন্যাগন!
যে যেখানে আছ, লও প্রীতি নমস্কার।
দূর হতে সমাদরে করি নিমন্ত্রণ,
ঘরে এস, মাঘোৎসব আসিল আবার!

দুঃখী হও সুখী হও যে আছ যেখানে,
আনন্দ উল্লাস আজি কর ভাই সব;
জাগুক্ ভারত;—লোক আজ যেন জানে
ব্রহ্মরাজ্যে আসিয়াছে প্রেম মহোৎসব।

আসিতেছে স্বর্গরাজ্য কে আছ কোথায়,
থেক না নিদ্রায় আর প্রিয় বন্ধুগণ!
ব্রহ্মনাম মহামন্ত্রে মরাকে জাগায়,
করুক জগতবাসী আজি দরশন।

মৃত ভারতেরে সবে দিবে যদি প্রাণ,
পাপ কুসংস্কার যদি পোড়াবে সকল,
উড়াও ব্রহ্মের তবে বিজয়-নিশান,
ভারতভবনে জ্বাল বিশ্বাস অনল।

বলোনা অজ্ঞান মোরা ধনমান হীন,
আমাদের সাধ্যে নয় ভারত-উদ্ধার।
জান না বিশ্বাসে হয় বালক প্রবীণ
ভিক্ষুর চরণ উঠে মস্তকে রাজার।

জ্বলিছে যে দীপ শিখা যাহার হৃদয়ে,
এস দেখি সব শিখা একত্রিত করি;
পাপের পাষাণ দুর্গ পুড়িবে সভয়ে,
নিদ্রিত ভারত ভয়ে জাগিবে সৌহরি।

ছোট বড় আলো আজ একত্র মিলায়ে
ভারত কাননে সবে দিব দাবানল;
উঠিবে তাহার শিখা আকাশ ছাড়ায়ে,
সমস্ত জগত হবে আলোকে উজ্জ্বল।

সিংহের বিক্রম লোকে যে বিশ্বাসে পায়,
সে বিশ্বাস কর দেখি জীবনে সাধন,
দেখিব সাহসে কেবা সমীপে দাঁড়ায়,
সত্যের বিজয় ধরে রাখে কোন জন।

নিজের বিজয়-ভেরী নিজে বাজাইয়া
ডাকিছেন বিশ্বপতি; উঠ ব্রাহ্মগণ!
অবিশ্বাস কুতর্কেতে থেকনা পড়িয়া,
সত্যরাজ্য সমাগত, করহে ঘোষণ!

অলস হৃদয় যদি উঠিতে না চায়,
দূর করে ছিঁড়ে ফেল এমন হৃদয়;
ঘুষিতে ব্রহ্মের জয় রসনা না চায়
কেটে ফেল সে রসনা হইয়া নির্দ্দয়।

মাঘোৎসব সমাগত মাত হে সকলে,
ব্রহ্মজয় ব্রহ্মজয় ব্রহ্মজয় বলে;
কর গান প্রতিধ্বনি হোক জলে স্থলে:
ব্রহ্মজয় ব্রহ্মজয় ব্রহ্মজয় বলে।

আহ্বানে ভারতবাসি জাগুক সকলে,
ব্রহ্মজয় ব্রহ্মজয় ব্রহ্মজয় বলে।
দেখাও বিশ্বাস বল গিরি যাক্ টলে,
ব্রহ্মজয় ব্রহ্মজয় ব্রহ্মজয় বলে।

প্রিয় মাঘোৎসবে, এস মাতি সবে,
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
ভারত জননি! পোহাল রজনী
উঠ চেয়ে দেখ কি ঘোষণা হয়;
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
পোহাল রজনী জয় ব্রহ্ম জয়।

টলিছে সাগর, দুলিছে ভূধর,
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
কোথা হিমগিরি কোথা বা কুমারী
প্রাণের সঞ্চার ভারতের হয়।
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
ওই বাজে ভেরী কি আনন্দ ময়

হিন্দু ও যবন করে আলিঙ্গন
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
সঙ্কীর্ণতা যত হলো অপগত
ওই প্রেমরাজ্য আসে মধুময়;
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
উচ্চ নীচ জাতি মিলে এক হয়।

সাগরের পারে শুনি বারে বারে
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!

উঠ ব্রাহ্মগণ, কর না শ্রবণ
ব্রহ্ম নাম শুনে, ভূমি কম্প হয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
ব্রহ্ম নাম ধ্বনি হলো দেশ ময়।

অবিশ্বাসী যারা চেয়ে থাক্ তারা
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
বাজাইয়ে ডঙ্কা দূর করি শঙ্কা
স্বর্গ রাজা এলো করিতে বিজয়
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
অবিশ্বাসী দেখে মানিল বিস্ময়!

বাজাও বাজাও সবে গাও
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
আনন্দিত মনে, পুণ্য নিকেতনে,
ভাই ভগ্নী মিলে যাইব নিশ্চয়।
জয় ব্রহ্ম জয়!
জয় ব্রহ্ম জয়!
ডাকিছেন পিতা নিজে দয়াময়,
গাও রে রসনা আর কারে ভয়,
গাও প্রাণখুলি জয় ব্রহ্ম জয়

সংবাদ।

এবার এক সপ্তাহ ধরিয়া উৎসবের কার্য্য চলিবে। ৮ই মাঘ হইতে ১৪ই মাঘ পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ হইবে।

৮ সোমবার	...	সঙ্গতের সাম্বৎসরিক।
৯ মঙ্গলবার	...	ব্রাহ্মবন্ধু সভার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ।
১০ বুধবার	...	নগর সঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ লোককে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিবেন।
১১ বৃহস্পতিবার	...	উৎসব।
শুক্রবার	...	ব্রাহ্মদিগের সাধারন সভা।
শনিবার	...	ইংরাজী বক্তৃতা।
রবিবার	...	ভারত আশ্রমের সাম্বৎসরিক।

প্রসিদ্ধ দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আসিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার। তিনি পৌত্তলিক নহেন, এবং অদ্বৈতবাদীও নহেন। তিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার করেন এবং এক নিরকার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে বেদের মন্ত্রভাগ অভ্রান্ত। অন্তরস্থ ঐশ্বরিক জ্ঞানকে তিনি বেদ এই আখ্যা প্রদান করেন। মন্ত্রভাগ সেই জ্ঞানের প্রকাশক। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত যুক্তি সঙ্গত, বাল্য বিবাহের নিতান্ত বিরোধী। কন্যার অষ্টাদশ ও পুরুষের ত্রিংশৎ বৎসর বিবাহের প্রকৃত সময় ইহা শাস্ত্রোক্ত বলিয়া তিনি সপ্রমাণ করেন। তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, তবে জ্ঞান ধর্ম্মের তারতম্য অনুসারে বর্ণভেদ বা অবস্থাভেদ স্বীকার করেন। তিনি পুনর্জ্জন্মও যোনিভ্রমণ বিশ্বাস করেন। যে সকল বিষয় জানেন না তাহা তিনি সরল ভাবে বলিয়া থাকেন। লোকটী বড় বুদ্ধিমান, শিষ্টাচারী সদালাপী ও সরল; কিন্তু পৌত্তলিকতার বড় বিদ্বেষী। সংস্কৃত ভাষা তাঁহার নিকট মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে তিনি বড় সহজ শ্রুতিমধুর সংস্কৃত ভাষায় আলাপাদি করেন। তাঁহার সহিত আলাপাদি করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আসে। দুঃখের বিষয় এই যে কলিকাতার বড়লোক কেহই তাঁহার নিকট যান না।

ব্রহ্মমন্দিরের সাহার্য্য দাতৃগণ।

১১ মাঘ প্রায় সমাগত, অতএব স্বদেশি বিদেশিস্থ ব্রাহ্ম বন্ধু দিগের নিকট পুনরায় আমাদিগের নিবেদন যে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া এই কয়েক দিনের মধ্যে নিজ২ সাধ্যমত দেয় টাকা প্রেরণ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরকে অঋণী করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। সকলেই বলিয়াছেন ১১ মাঘের পূর্ব্বে দিব। এই জন্যই এখন ৩০০০ টাকা পূরণ হইতে ১০০০ টাকা বাঁকি আছে। এই কয়েক দিনের মধ্যে যদি সমুদয় টাকা অনাদায় থাকে তাহা হইলে এবার আমাদিগকে বড় দুঃখিত অন্তরে পুনরায় ঋণের বোঝা মস্তকে লইয়া উৎসবের দিন ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। এবার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে ঋণ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতেই হইবে। ঋণ পরিশোধের সংকল্প সিদ্ধ হইল, এই আনন্দ হৃদয় লইয়া কৃতজ্ঞ মনে উৎসব মন্দিরে প্রবেশ করিব এইটি আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। হে কলিকাতা এবং মফস্বলবাসী বন্ধুগণ! অগ্রসর হও, এবার এই আনন্দ বর্দ্ধনে আমাদের সহায় হও! ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থে প্রথমে যাঁহারা দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এখনও একটি পয়সাও দেন নাই এবং পুনঃ পুনঃ পত্র লেখাতেও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই; তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন যেন তাঁহারা এবার তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তিগণ, ব্রাহ্ম কি হিন্দু খৃষ্টান, কি মুসলমান ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ এবং সম্প্রতি ঋণ পরিশোধার্থ অর্থানুকূল্য করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ব্রহ্মমন্দিরের ঋন পরিশোধার্থ সাহায্য দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচরণ শীল	...	...	৫
" " যদুনাথ দে	...	...	৫
" " মধুসূদন বিশ্বাস	...	...	৪
" " কৃষ্ণদাস মল্লিক	...	...	৫
" " মনিলাল মল্লিক	...	...	৫
" " হরিনাথ মজুমদার	...	...	২
" " হরগোবিন্দ চৌধুরী	...	...	২
" " বৈকুণ্ঠনাথ মু[illegible] (কুচবেহার)	...		৫০
" " শিবসাগর ব্রাহ্মসমা[illegible]	...		৮
" " জয়কৃষ্ণ সেন	...	...	১০
" " ভূমেশচন্দ্র বসু	...	...	৫
" " হরিশচন্দ্র বরাট	...	...	

"	"	চাঁদমোহন মৈত্র (ফরিদপুর) ...	৫
"	"	শ্যামাচরণ সান্যাল (ঐ) ...	৩
"	"	শ্রীনাথ গুহ (ঐ) ...	১
"	"	প্রসাদদাস মল্লিক	২
"	"	অমরনাথ বসু	৫
"	"	মতিলাল শীল (চুঁচুড়া) ...	২
"	"	অনন্তরাম ঘোষ (চট্টগ্রাম) ...	১৫
"	"	উপেন্দ্রনাথ মিত্র (ঢাকা) ...	১৫
"	"	রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা) ...	১০
"	"	রাজকুমার গুপ্ত (মাধবদি) ...	৫
"	"	তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (দেরাদুন)	৫
"	"	গোপালচন্দ্র সরকার (ঐ)	৫
"	"	অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আগরা)	১০
"	"	গোপালচন্দ্র ঘোষ (এলাহাবাদ) ...	১০
"	"	গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জব্বলপুর)	৯
"	"	অপূর্ব্ব কৃষ্ণ পাল (মৃজাপুর) ...	৫
"	"	নবীনকৃষ্ণ পালিত (আকনা) ...	২০
"	"	মহানন্দ মুখোপাধ্যায় (শিবসাগর)	১০
"	"	যজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাড়া) ...	২৫
"	"	প্রাণনাথ মল্লিক (বাগ আঁচড়া)	৩
"	"	নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (যোরার) ...	২০
"	"	মাধবচন্দ্র রায় (কুমিল্লা) ...	১০
"	"	কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (বহরমপুর)	৫
"	"	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কুষ্টিয়া)	৫
"	"	দীননাথ দত্ত (হাইলাকান্দি) ...	১০
"	"	চন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫॥০
"	"	গোপালচন্দ্র মজুমদার ...	১০
"	"	যাদবচন্দ্র গোস্বামী (ফরিদপুর)	৫
"	"	বিশ্বম্ভর ঘোষ (শিবপুর) ...	৫
"	"	শূরনাথ চৌধুরী (ইছাপুর) ...	৫
"	"	একজনবন্ধু	১
"	"	রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাগলপুর	১৫
"	"	মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ঐ)...	৫
"	"	রামেশ্বর মালিয়া (হাবড়া) ...	৫
"	"	নিমচাঁদ মৈত্র	৫
"	"	তারানাথ দাস (শ্রীহট্ট	১০
"	"	গঙ্গাচরণ সোম (চুঁচুড়া) ...	৫
"	"	শশীভূষণ বিশ্বাস	১২
"	"	ভুবনমোহন ঘোষ ...	৩
"	"	দেবেন্দ্রচন্দ্র পাল	৫
"	"	উমেশচন্দ্র বসু	১
"	"	বনমালী চন্দ্র...	২
"	"	লালমাধব মুখোপাধ্যায় ...	২
"	"	দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	৩
"	"	কালীদাস সরকার	২
"	"	রামলাল চক্রবর্ত্তী (এলাহাবাদ)...	১০
"	"	নন্দলাল সেন (ঐ) ...	৫
"	"	যদুনাথ ঘোষ (ঐ) ...	৩
"	"	তুলসিদাস দত্ত ...	৫
"	"	কৃষ্ণচন্দ্র রায় (ভবানীগঞ্জ) ...	৫
"	"	ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী (ভবানীগঞ্জ)	৩
"	"	একজন বন্ধু	২
"	"	শ্রীকৃষ্ণ হাজরা	১
"	"	কালীশঙ্কর কবিরাজ (রঙ্গপুর) ...	৩
"	"	উমেশচন্দ্র দত্ত	১০
"	"	কেদারনাথ দে (লাহোর) ...	৫
"	"	একজন ব্রাহ্ম	৫

বিজ্ঞাপন।

মাঘোৎসব উপলক্ষে মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট আসনের জন্য চারিশত নিদর্শন পত্র বিক্রীত হইবে যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট আসন লইতে চান তাঁহারা যেন পূর্ব্বেই মন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষকে জ্ঞাপন করেন। মূল্য ১ টাকা

ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর শেষ হইয়া গেল, আমাদের গ্রাহক গণের মধ্যে আজও অনেকে স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্যপ্রদান করিতে বিমুখ রহিয়াছেন, ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য অতি সামান্য তাহা আমরা নিশ্চয় জানি কিন্তু তাঁহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া একবার আমাদের অবস্থা স্মরণ করিলেই অনায়াসে নিয়মিত সময়ে মূল্য প্রেরণ করিতে পারেন, তবে যে কি জন্য তাঁহারা সেরূপ করিতে বিরত থাকেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এক্ষণে ঐ সকল গ্রাহক মহাশয় দিগের নিকটে বিনীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বাঁকি মূল্য পরিশোধ করত, আগামী বৎসরের পত্রিকা লইবেন কিনা যেন আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়া বাধিত করেন। আমরা আর নিজ হইতে ডাক মাসুল দিয়া পত্রিকা পাঠাইতে পারি না।

মফস্বলস্থ গ্রাহক মহাশয়েরা যেন শীঘ্র বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৩ রা মাঘ তারিখে মুদ্রিত।

আগামী উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ে ৭ ই মাঘ হইতে ১৪ মাঘ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে পুস্তক বিক্রয় হইবেক।

		পূর্ব্বমূল্য	বর্ত্তমান মূল্য
ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন	...		১
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	...	১॥	৸০
ঐ ভাল বাঁধান	...	১৸০	১
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ প্রথম হইতে			
নবম সংখ্যা পর্য্যন্ত একত্র বাঁধান		॥/০	।৶০
ঐ প্রতি খণ্ড পৃথক	...	/	১২
ব্রহ্মোৎসব	...	৶১০	/০
নির্ম্মলার উপাখ্যান	...	।৶০	।০
ব্রহ্মময়ী চরিত	...	।০	৶০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	...	।৶০	।০
ভক্তিবিরোধীদিগের	...		
আপত্তি খণ্ডন	...	।০	৶০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	...	৶০	১০
ব্রহ্ম সংগীত ২য় ভাগ (পুরাতন)		৶০	১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	...	৵০	/১০
প্রার্থনা মালা (পার্কারের অনুবাদ)		৸০	।৶০
সংগীত মুঞ্জরী	...		।০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা	...		।০
প্রচার বিবরণ	...		৵০
ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৯৩ শকের মাঘ হইতে ১৭৯৪ পৌষ পর্য্যন্ত			
একত্রে বাঁধান	...		২৲
সংগীত মালা	...		১০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী	...		৵০

			Rs.	As.	P.
Brahma Pocket Diary or Almanac of 1873	...	...		8	0
Theistic Annual of 1872	...	...		8	0
English visit	...	...	5	0	0
Keshub Chunder Sen's Lectures and Tracts(MissCollet's Edition)			2	10	0
Channing's complete works	...		1	8	0

	As.	P.	Rs.	As.	
Greatmen ...	8	0	...	4	0
Regenerating Faith...	8	0	...	3	0
Jesus Christ Europe and Asia	6	0	...	2	0
Future Church	6	0	...	2	0
Man the son of God	4	0	...	1	0
Destiny of Human Life	4	0	...	2	0
Brahmo Somaj Vindicated	4	0	...	2	0
Popular Tracts No. 1 to 4	4	0	...	2	0
Lecture at the Brahmo School (old) ...	2	0	...	1	0
Deism and Theism ...	2	0	...	1	0
Lecture on Prayer ...	1	0	...	0	6
Appeal to Young India	1	0	...	0	6
Age of Enlightenment	6	0	...	3	0
Progress of Theism ...	4	0	...	2	0
True Faith	4	0	...	2	0
Theists' Prayer Book	2	0	...	1	0
Welcome Soiree ...	2	0	...	1	0
Brahmo Somaj of India	...		...	3	0
Reconstruction of Native Society an address by Baboo K. C. Sen			...	2	0
Improvement of the whole man			...	2	0
The Life of Educated Native			...	2	0
Proceedings of the Town-Hall Meeting				2	0
Lecture on Marriage law	...		...	2	0

প্রস্তাবিত নূতন পুস্তক।

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত শ্লোকসংগ্রহ
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত
সংগীত সংকীর্ত্তন ২য় ভাগ
Theistic Annual of 1873
Historical sketch of the Brahmo Somaj by Miss Collet.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ২৩৩ সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ, ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৭৯৪ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বলে ৩.

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য কি সুন্দর! এই ব্রাহ্মগণ নিতান্ত শুষ্ক ও মৃতাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, কোথা হইতে প্রেমের স্রোতঃ আসিয়া ব্রাহ্মদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। এবার অনেক ব্রাহ্মের ভয়ানক পতন দেখিয়া হৃদয় যে রূপ অবসন্ন হইয়াছিল, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উপাসনার ভাব যে প্রকার নীরস হইয়াছিল, বিবাদ বিসম্বাদ ভ্রাতৃবিচ্ছেদে মন যেরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াই করুণাময় পিতা প্রেমের উৎসব প্রেরণ করিলেন। স্বর্গ হইতে প্রেমধারা অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিয়া প্রাণ শীতল করিলেন। ধন্য তাঁহার করুণা, ধন্য তাঁহার প্রেম।

৮ই সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভবনে সঙ্গত সভার সাম্বৎসরিক হয়। দ্বিতীয় চত্বরের প্রশস্ত প্রাঙ্গন পুষ্প মালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রথম সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রায় দুই তিন শত লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এই সভার কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত এই সভারদ্বারা যে সকল হিতানুষ্ঠান সাধিত হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট রূপে লিখিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই সভারদ্বারাই কতকগুলি লোক একেবারে সামাজিক পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিয়াছেন। এই সভার লোকেই ব্রাহ্ম পরিবারে সম্বদ্ধ হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। এই সভা হইতেই কয়েক জন লোক একেবারে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বিবাহাদি অনুষ্ঠান সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে জীবনে পরিণত করিতে ইহাঁরাই প্রথম অগ্রসর হন; সত্যতঃ বলিতে গেলে এই সঙ্গতসভার কয়েকটী উৎসাহী ব্রাহ্মই ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি। এই বিবরণ পাঠের পর কয়েক জন জীবনের পরীক্ষিত সত্য পাঠ করেন। পরে ভক্তিভাজন সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন কিছু বলিলেন। অবশেষে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হইল।

মঙ্গলবার রজনী ৮ ঘটিকার সময় ব্রহ্মবন্ধু সভার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা হয়। প্রায় ৬০০।৭০০ শত লোক তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। কয়েক জন ইউরোপীয় ভদ্র নরনারীও সমাগত হইয়াছিলেন। উপাসনার প্রথম ও শেষে দুইটী

ইংরাজী সঙ্গীত হয়। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মসমাজের সংগঠন বিষয়ে একটী উপদেশ দেন।

কি হইলে ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হয় এই বিষয়ে তিনি তিনটী উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত সম্বন্ধে একতা ও বিশ্বাস নিতান্ত প্রয়োজন। কতক গুলি সাধারণ সত্য আছে যাহা অবিশ্বাস করিলে, আর ব্রাহ্ম হইতে পারা যায় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পাপ পুণ্যের স্বাভাবিক জ্ঞান, একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাই মুক্তি প্রভৃতি কতকগুলি মূল সত্যে ব্রাহ্ম মাত্রেরই বিশ্বাস থাকা চাই। অন্য সকল বিষয়ে স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা থাকিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মের কয়েকটী মূল সত্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম্মজীবন কিসের উপর দণ্ডায়মান হইবে? সংসারের প্রলোভনের ভীষণতরঙ্গের নিকট কি চঞ্চল স্বেচ্ছাচারি মন তিষ্ঠিতে পারে? অতএব সকল ব্রাহ্মকেই ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ মূল সত্যে বিশ্বাস করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ প্রেম না হইলে শুষ্ক কয়েকটী মত মানিলে কি হইবে? প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকাতে পৃথিবীর কত সম্প্রদায়ের যে কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। মনুষ্যের মধ্যে হৃদয়ের যোগ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভব এই সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, এই ভাব লাভ করিতে না পারিলে ধর্ম্ম মৃতপ্রায়। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মদিগের জীবনই ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি। ব্রাহ্মেরা স্বর্গীয় জীবন প্রদর্শন করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের বল কিসের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে? ব্রাহ্মসমাজের জন্য জীবন না দিলে ঈশ্বরের চরণে প্রাণ উৎসর্গ না করিলে মনুষ্যের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে না। এইরূপ তিনি উৎসাহের সহিত উপদেশটী প্রদান করিলেন। অবশেষে সংক্ষেপে প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ হইল।

১০ই বুধবার প্রাতঃকাল কি রমণীয়, সুমন্দ সমীরণ বহিতেছিল, পূর্ব্বদিক আরক্তিম বর্ণ। ব্রাহ্মেরাও অতি উৎসাহের সহিত ক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বেলা সাত ঘটিকার সময় ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় বেদিতে উপবেশন করিয়া অতি উৎসাহের সহিত উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন। উপাসনাটী অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অনেকের হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইয়াছিল। পরে তিনি "ঈশ্বর আছেন" এই বিষয়ে এমনি একটী আধ্যাত্মিক গভীর উপদেশ দিলেন যে তাহাতে সকলের হৃদয় একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, কেহ ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিল না; বিশ্বাসের আলোক যেন সকলের চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিল। উপাসনারও এমনি সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাঁহার প্রার্থনাটীতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়াছিল, সমস্ত লোক যেন উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। ব্রাহ্মদের মন না কি বহুদিন শুষ্ক নীরস ও উপাসনা বিহীন হইয়াছিল তাই দয়াময় দয়া করিয়া স্বর্গ হইতে প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যখন আমরা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজে নূতন দীক্ষিত হই, তখন জগতের গুরু পরমেশ্বর দুইটী শব্দ বলিয়াছিলেন তাহা গভীর এবং সহজ। ঈশ্বর বলিয়াছিলেন "আমি আছি।" যে কেহ কেবল এই কথাটী শুনিতে পায় তখনই তাহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে বিভাগ করি। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ। উভয় জগতেই "আমি আছি" নিরন্তর এই কথা হইতেছে। বহির্জগতের তাবৎ বস্তুর মধ্যে এই কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জল, বৃক্ষ, পুষ্প, লতা, ইত্যাদি সমুদয়ে জগদীশ্বরের এই মধুর কথা শুনিতেছি। যখন দেখি, পবন প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া বহুকালের প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলি উৎপাটিত করিতেছে এবং সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্তাল তরঙ্গাবলি তুলিয়া বড় বড় বাষ্পীয় পোত সকলও আন্দোলিত করিতেছে, তাহার মধ্যেও গম্ভীরস্বরে ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি আছি;" আবার নির্জ্জনে বসিয়া যখন দেখি চারি দিক নিস্তব্ধ, কোথায়ও কেহ নাই, সেখানেও শুনি ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি আছি।" এই রূপে সমুদয় ঘটনা এবং সর্ব্বস্থানে, কি সৃষ্টির লাবণ্যে কি পুষ্পের

সৌরভে, কি পক্ষীর শব্দে কি বালকের হাস্যে, সর্ব্বত্রই সেই মধুর কথা। "আমি আছি" এই যে সামান্য দুইটী শব্দ, যতই আমরা ইহা স্পষ্টরূপে শুনিতে পাই, ততই, ইহা হইতে, আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের গূঢ় গভীর ভাব বিনিঃসৃত হয়। বিশ্বপতি ধর্ম্মাধিরাজ অন্তরে বাহিরে থাকিয়া চারিদিক হইতে পাপীকে বারম্বার এই কথা বলিতেছেন "আমি আছি।" যে দিকে চাও সেই দিকেই এই কথা, যেখানে যাও, সেখানেই এই কথা। যাই পাপী এই কথা শুনিল, তাহার অন্তরে ভয় হইল, দেখিল আর তাহার পাপ করিবার যো নাই। অন্ধকার হইতে আরও অন্ধকারে পলায়ন করিল, দেখে সেখানেও, জ্বল্ জ্বল্ করিয়া স্বর্ণাক্ষরে "আমি আছি" এই কথা লিখিত রহিয়াছে। যেখানে যায় "আমি আছি" কেবল এই কথা শুনিতে পায়; এই কথা তাহাকে এমনি করিয়া ঘেরিল যে পাপী আর ইহা অতিক্রম করিতে পারিল না। তীব্রবাণের ন্যায় তাহার আত্মাকে বিদ্ধ করিল। পাপী ক্রন্দন করিতে লাগিল, যতই তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল, ততই "আমি আছি" এই দুই শব্দ তাহার কর্ণে স্পষ্টতর, এবং গভীরতর হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশেষে পাপী সেই গম্ভীর "আমি আছি" র তীক্ষ্ণ চক্ষুর নিকট ধারা পড়িল। সেই "আমি আছি" মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। সকল কথা ভুলিল; কিন্তু "আমি আছি" এই কথা ভুলিতে পারিল না। সকল দর্শন ভুলিল; কিন্তু সেই "আমি আছি" র তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভুলিল না। বহির্জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে থাকিয়া যেমন ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি আছি" সেই রূপ অন্তর্জগতে থাকিয়া আরও উজ্জ্বলরূপে স্বষ্ট আত্মাদিগের নিকট তাঁহার সত্তা প্রকাশ করিতেছেন। মনের ভিতর গিয়া দেখি কতগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ভাবফুল, প্রেমফুল, ভক্তি ফুল। যেমন বাহিরে, বাগানের ফুলে সুন্দররূপে "আমি আছি" এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তেমনি হৃদয়ের এ সকল ফুলে আরও মনোহর, উজ্জ্বল, এবং হৃদয়গ্রাহীরূপে তাঁহার নাম লিখিয়া দিয়াছেন। হৃদয়ের এ সমুদায় পুষ্পের মধ্যে থাকিয়া "আমি আছি" কে এই কথা বলিতেছেন? পাপ কোলাহলে বিবেককর্ণ বধির কর, জ্ঞানপ্রদীপ নির্ব্বাণ কর, হৃদয়কে বিষয়াসক্তিতে আচ্ছন্ন কর, তথাপি পাপের সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যেও "আমি আছি" ঈশ্বরের এই স্পষ্ট কথা শুনিতে পাইবে। ভিতরের এই ব্রহ্মাগ্নি কে নির্ব্বান করিতে পারে? আমরা ব্রাহ্ম হইয়াও কতবার ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলাম; কিন্তু তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ "আমি আছি" "আমি আছি" বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা পাপে মত্ত হইয়া তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলাম, বধির হইয়া শুনিলাম না; কিন্তু আবার এমন সময় আনিয়া দিলেন যখন তাঁহার কথা না শুনিয়া থাকিতে পারিলাম না অসহায় হইয়া তখন আবার তাঁহাকে ধরিলাম। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই, কাছে আসিলেও তাঁহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিই; কিন্তু দেখ, মহাপাপী হইলেও ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। তিনি যখন আমাদিগকে গঠন করিয়া এখানে প্রেরণ করিলেন, তখনই আমাদের প্রত্যেক আত্মাতে "আমি আছি" তাঁহার এই সুমধুর নাম লিখিয়া দিলেন। যতদিন এখানে বাঁচিয়া থাকিব, এবং মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পরেও চিরকাল, অনন্তকাল, এই নাম আমাদের অন্তরে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। "আমি আছি" অনন্তজীবন ঈশ্বরের মুখ হইতে এই কথা শুনিতে হইবে। যত কেন, আমরা দূরে যাই না ঈশ্বর চিরকাল এই কথা শুনাইয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন। মহা পাপীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর পরিত্রাণের কি সুমধুর সমাচার হইতে পারে? আমাদিগকে গঠন করিবার সময়েই যখন তিনি এইরূপ গূঢ় ভাবে তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন কে বলিবে আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব? ঈশ্বর স্বয়ং পাপীর অন্তরে থাকিয়া বলিতেছেন "আমি আছি।" তবে ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! আর কেন নিরাশ হও। "আমি আছি" ইহাত পুস্তকের কিম্বা মনুষ্যের কথা নহে। ঈশ্বর যে স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে বলিতেছেন "আমি আছি।" বন্ধুগণ! ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিরূপে অগ্রাহ্য করিবে? তাঁহার নিজের কথা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিবে? হৃদয় কি এমনই পাষাণ হইয়াছে যে প্রাণ সখার কথাও অমান্য করিবে? "আমি আছি" পাপী এই কথা শুনিলে তাহার অন্তরে ভয় হয়, কিন্তু ভক্ত যতই এই কথা শুনেন ততই তাঁহার অন্তরে প্রেমোদয় হয়। ভক্ত বলেন পিতা! আমি আর নিরাশ অপ্রেমিক হইতে পারি না, কেন তুমি ! নিজে বলিতেছ "আমি আছি।" যতদিন বহির্জগৎ থাকিবে, ততদিন তাহার প্রত্যেক পদার্থ "আমি আছি" ঈশ্বরের এই কথা প্রচার করিবে। প্রচারকগণ তবে কি করিবেন? তাঁহারাও দয়াময় পিতার সেই "আমি আছি" এই মধুময় কথা জগদ্বাসীর ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন। প্রচারকগণ! লোকদিগকে এই কথা মানাও, ভাই ভগিনী গুলি যাতে এই কথা শুনিতে পান, তার জন্য প্রাণ দেও। জগৎ বাঁচিবে সেইদিন, যে দিন জানিবে ঈশ্বর আছেন। মনে করিও না যে তোমাদের কথায় কেহ বাঁচিবে। যিনি ঈশ্বরের মুখে শুনিবেন "আমি আছি" তিনি ভিন্ন আর কেহই পরিত্রাণ পাইবেন

না। অতএব জগৎকে বল, হে জগদ্বাসিগণ! যিনি অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত হইয়া তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাঁহাকে কি তোমরা দেখিবে না? এক বার যদি তাঁহার কথা শুন, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। "আমি আছি" যে দিন ভারতবাসিগণ ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিবেন, সে দিন ভারত বাঁচিয়া উঠিবে। পরম পিতা পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন "বৎস! আমি যে বেঁচে আছি, আর নিরাশ হইও না, আনন্দিত হও, হৃদয় ভরিয়া আমাকে ডাক, সকল দুঃখ দূর হইবে।" যতই "আমি আছি" পিতার মুখে এই কথা শুনিবে, ততই অন্তরে প্রেমোদয় হইবে এবং ভক্তিভাবে এই কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে পরলোকে চলিয়া যাইবে। কি আরাধনা, কি ধ্যান, কি প্রার্থনা, কি সঙ্গীত, কি স্তবস্তুতি, কি উৎসব, তোমাদের সমুদয় কার্য্যে ঈশ্বরের মুখে "আমি আছি" এই মহাবাক্য শ্রবণ কর। আজ নগর সংকীর্ত্তনে ভাই ভগ্নীদের কাছে "আমি আছি" এই পরিত্রাণপ্রদ মহামন্ত্র শুনাও, তাহা হইলেই তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবে।

পরে বেলা তিনটার সময় হইতে ব্রাহ্মগণ ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে একত্রিত হইতে লাগিলেন; সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল, উৎসাহে জীবন্ত; ক্রমে লোকে গৃহ পরিপূর্ণ হইল, নহবতের মধুর ধ্বনিতে চারিদিক ধ্বনিত হইল। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় অন্তঃপুরের মধ্যে ব্রাহ্মগণ উপাসনার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। দুইটী নূতন উৎসাহপূর্ণ উদার ভাবের সঙ্কীর্ত্তন হইল, তাহাতে ব্রাহ্মদিগের হৃদয় উৎসাহে আরও জাগ্রৎ হইল। অবশেষে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে আরাধনা করিলে ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় একটী গূঢ়তর হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর এই সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রাহ্মেরা তাঁহার বাটী হইতে বাহির হইলেন।

কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা ওরে রসনা, ছাড়িয়ে সব অসার কল্পনা।

যাঁর গুণ গানে শ্রবণে, পুণ্য শান্তি হয় মনে, দূরে যায় পাপ যন্ত্রণা; ভবে তিনি বিহনে ত্রাণ আর পাবে না।

এক প্রভু যিনি এই বিশ্বমাঝারে; জগতের জ্ঞানদাতা, তিনি হে পরম দেবতা, পরিত্রাতা ভব সাগরে; সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা।

নাই আর অন্য পথ মোক্ষধামে যেতে হে ভক্তবৃন্দের পদচিহ্ন চেয়ে দেখ হে; ভ্রান্ত মত পরিহরি, এস সব নর নারী, কৃতাঞ্জলি হয়ে একবার ডাকি হে, (ও ভাই দয়াময় বলে, প্রাণ শীতল হবে।

মায়ার ছলনে, সুখ সেবনে, ভুলে কত দিন আর থাকবে বল; (সে হৃদয় ধনে) হয়ে ষড়রিপুর বশীভূত, হল দিনে দিনে দিন গত; (রে অবোধ মন) ভজন সাধন কিছুই হল না রে; আর শুন না পাপের কুমন্ত্রণা।

হায়! এমন দিন কি হবে, জগৎবাসী সবে, প্রেম উপহারে (দয়াল পিতা বলে হে) ঘরে ঘরে, জগদীশ্বরে পূজিবে; ব্যাকুল অন্তরে, ডাকিব তাঁহারে, সকলে মিলে বন্ধু ভাবে; (এক হৃদয় হয়ে) "করি কাতরে কর যোড়ে, ভিক্ষা নাথ তোমার দ্বারে, শীঘ্র পুরাও আমাদের এই বাসনা।"

অগ্রে অগ্রে তিন জাতীয় লোক তিনটী পতাকা ধরিয়া যাইতে লাগিলেন। এমেরিকাস্থ ইউনিটেরিয়ান প্রচারক ডলসাহেব, একজন মুসলমান ও একজন হিন্দুস্থানী। প্রায় দুই তিন সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল, সঙ্গীতের সুর সহজ অথচ মধুর। উপাসনাই সর্ব্বস্ব ও জীবনের চির সম্বল এই তাহার প্রকৃত ভাব। গোলদিঘীর ধারদিয়া কালেজের সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাজপথ দিয়া ব্রাহ্মগণ একেবারে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল সিমলার দিকে ও অপর দল কলুটোলার দিকে চলিয়া গেল। ব্রহ্মমন্দিরে যদিও সেদিন উপাসনার কোন কথা ছিল না; কিন্তু এত লোক মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং সকলে উপাসনার জন্য এত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন যে আর উপাসনা বন্ধ হওয়া অসম্ভব হইল। তখন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিলেন। তিনি বিগলিত ভাবে ঈশ্বরের দয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ব্রহ্মনামে নগর কাঁপিয়া উঠিল, সকলে যেন মাতিয়া গেল। সকল জাতির সমান অধিকার এক পিতার রাজ্যে, ইহা কেমন প্রমাণীকৃত হইল; হিন্দু যবন, ইংরাজ বাঙ্গালী ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট এক, দয়াময়ের প্রেম নিকেতনে সকলের একত্র আসন, একত্র উপবেশন ইহা কি

সুন্দররূপে প্রতীত হইল। সেদিন প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত যে কি উৎকৃষ্টভাবে গেল তাহা আর বলিতে পারা যায় না। বহুদিন পরে নাকি ঈশ্বরের কৃপাবারি বর্ষিত হইয়াছে তাই সমুদায় নিম্নস্থান পূর্ণ হইয়া গেল, শুষ্ক কঠোর ভূমি সরস হইল। প্রেমরাজ্যে কেবল আশার-শাস্ত্র; আনন্দ মনে পাঠ কর আর কোন দুঃখ ক্লেশ থাকিবেনা। যতই কেন দুর্ব্বৃত্ত দুরাচারী হও না, ঈশ্বর তোমার হৃদয় কাড়িয়া লইবেনই লইবেন। আমরা ব্রাহ্মদিগকে এবার কেবল প্রেমের উপাসনাতে মোহিত দেখিতে চাই।

১১ই বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন দিবস। এই জন্য এই দিনের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্র ভাবযোগ সকলের হৃদয়ই আকর্ষণ করে। প্রাতে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় সঙ্গীত হয়। সাত ঘটিকার সময় হইতে উপাসনা হয়। প্রত্যুষেই সমস্ত গৃহ লোকে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় এমনি মধুর ভাবে উপাসনা করিলেন যে তাহাতে উপাসকগণ উপাসনার মধুর আস্বাদন লাভ করিলেন। তিনি উপাসনান্তে "ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য" সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট উপদেশ দিলেন। তাহাতে কি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশ পাইয়াছিল! তাহার ভাব অত্যন্ত গভীর, অতিশয় প্রেমপূর্ণ ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। ইহা শুনিয়া উপাসকগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াগেল, সকলে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন, আচার্য্য মহাশয়ও বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন মধুর কথা আর আমরা কখন শুনি নাই। উপাসনাতে ঈশ্বরের উপলব্ধি এত দূর গাঢ় সুন্দর ও সূক্ষ্ম তাহা আর কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় নাই। সঙ্গীতাদি এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে তাহা আর বলিবার নহে। তাঁহার উপদেশের সারাংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

জগতের সকল লোক কেন ব্রাহ্ম হয় না? পৃথিবীতে এতগুলি নরনারী বাস করিতেছে, কেন সকলে ব্রহ্ম নামে মোহিত হইল না? এই নগরে এখনও এত শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ লোক কেন বাস করিতেছে? ব্রাহ্মগণ! আজ উৎসবের দিন, তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাও। তেতাল্লিশ বৎসর গত হইল, এখনও কেন সকলে তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না? এই যে আমাদের প্রিয়তম স্বদেশ, মনের প্রেম, অনুরাগে যে দেশ বাঁধা রহিয়াছে, এ দেশে এখনও কেন এক শত নয়, এক সহস্র নয়; কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক দয়াল নামে বঞ্চিত রহিল? অনেকে ইহার অনেক প্রকার উত্তর দিতে পারেন। কেহ বলিতে পারেন, বহুকাল হইতে এদেশে অজ্ঞান কুসংস্কার চলিয়া আসিতেছে; কেহ বলিতে পারেন, এদেশে ভয়ানক নাস্তিকতা এবং পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অতএব সহজে কি এ দেশের উন্নতি হইতে পারে? মানিলাম এ সমুদায় কথা সত্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সমস্ত ভারতকে পরিত্রাণের সম্বাদ দিতে প্রতিজ্ঞা কর নাই? তবে কেন এত দিনেও কৃতকার্য্য হও নাই? সরল অন্তরে কি এখন এই কথা স্বীকার করিবে না যে ইহা তোমারই দোষ? ব্রাহ্মগণ! তোমরা স্থানে স্থানে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক সত্য প্রচার করিয়াছ, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক পুস্তক প্রচার করিয়াছ, কিন্তু তোমরা কি মনে করিতেছ ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইল? নিশ্চয় জেন, যে অবধি জগৎ তোমাদের জীবন পুস্তকে ঐ সকল সত্য না দেখিবে সে পর্য্যন্ত তোমরা যদি সমস্ত পৃথিবী বেড়াইয়া ধর্ম্ম প্রচার কর এবং পাঁচশত ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া জগতে প্রকাশ কর, তথাপি একটী আত্মারও পরিত্রাণ হইবে না। যে ধর্ম্মে তোমরা আপনারা ভাল হইতে পারিলে না, জগৎ কেন সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? কেন না, জগৎ জানে উপাস্য দেবতা যেমন, উপাসক তেমনি; গুরু যেমন শিষ্যও তেমনি; সুতরাং তোমাদের জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে তোমাদের উপাস্য দেবতা এবং পরম গুরুকে কেন তাহারা গ্রহণ করিবে? ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! তোমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর। জগৎ বলিতেছে তোমাদের ঈশ্বর যদি সত্যই সুন্দর হন তবে তোমাদের জীবন কেন সুন্দর হইল না? ঈশ্বর সুন্দর এখনও কি তোমরা ইহার প্রমাণ চাও? তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া একবারও কি মোহিত হও নাই? সেই প্রেমমুখ কি কখনও তোমাদের পাপ,তাপ, দুঃখ ভয় এবং শোক ভার দূর করেন নাই? কে তাঁর গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারে? তিনি ত সামান্য গুণনিধি নহেন তাঁহার সমুদয় গুণের নাম সৌন্দর্য্য। পূর্ণ "সৌন্দর্য্যে তিনি বাস করেন। পৌত্তলিকেরা তাহাদের দেবতাকে

এমনি সুন্দর করিয়া গঠন করে, যে দেখিলেই মন মোহিত হইয়া যায়। তাহাদের কারীকরেরা সুন্দর সুন্দর রং লইয়া তুলি দ্বারা পুত্তলের মুখ এমনি রূপ লাবণ্যে শোভিত করে, যে পৌত্তলিকেরা দেখিবামাত্র আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কেননা সেই বুদ্ধিমান্ শিল্পকারেরা জানে যে দেবতা সুন্দর হইলে নিশ্চয়ই লোকের মন আকর্ষণ করিবে। উপাস্য দেবতার সৌন্দর্য্য দেখিলে মন মোহিত হইবেই হইবে, এই গূঢ় তত্ত্ব এখন কুসংস্কারে বদ্ধ আছে। কিন্তু যে দিন ইহা ব্রাহ্মদিগের জীবনে প্রকাশিত হইবে, সে দিন জগতের পরিত্রাণ পথ পরিষ্কৃত হইবে। যেদিন ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের নিরাকার ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যাইবেন সেদিন ভারতের দুঃখের নিশি অবসান হইবে। আমাদের ঈশ্বর অন্য কাহারও দ্বারা সুন্দর হইয়া রচিত হন নাই। মনুষ্যের হস্ত তাঁহাকে গঠন করে নাই, কারীকরের তুলি তাঁহার মুখে রূপ লাবণ্য দেয় নাই। কোন চিত্রকর তাঁহাকে চিত্র করে নাই। পৃথিবীর রং কি স্বর্গের রঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিব? ধিক্! আমাদের পিতা আপনি আপনার তুলিতে আপনার মুখকে সুন্দর করিয়া চিত্র করিয়াছেন। একেত তিনি আপনিই সুন্দর, আবার দেখিলেন লোকেত তাঁহাকে দেখিবে না, এই জন্য এক একটী ভক্তকে ডাকিয়া আপনি স্বহস্তে তুলি লইয়া তাহার আত্মাতে আপনার মুখের ছবি আঁকিয়া দিলেন এবং বলিলেন যখন চন্দ্র সূর্য্য নির্ব্বাণ হইবে তখনও এই ছবি উজ্জ্বল থাকিবে। ভক্ত যতই তাহা দেখিতে লাগিল ততই তাহার মন মোহিত হইয়া গেল। আশ্চর্য্য পিতার শিল্পনৈপুণ্য! তিনি আপনি আপনার ছবি আঁকিয়া ভক্তকে তাঁহার অরূপ রূপ মাধুরী দেখাইতেছেন। পাপীর অন্তরেও তিনি আপনার মুখ আপনি আঁকিয়া দিতেছেন। যেখানে চারিদিকে জঙ্গল, দুর্গন্ধ, অন্ধকার, নানা প্রকার কুৎসিত ভাব সেখানেও ব্রহ্মের সুন্দর মুখচ্ছবি। চারি দিকে পাপ কোলাহল, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও ব্রহ্ম "আমি আছি" গভীর মধুর স্বরে এই কথা কহিতেছেন। ব্রহ্মের কথা কি তোমরা শুন নাই? তাঁহার সুন্দর ছবি কি কখনও তোমরা অন্তরে দেখ নাই? এমন সুন্দর ঈশ্বরকে যদি দেখিয়া থাক, তবে কেন তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত না হও? কদাকার দেখিলে প্রেম হয় না, ইহা মানিলাম; কিন্তু এমন সুন্দর পিতাকে দেখিয়া কিরূপে অপ্রেমিক থাকিবে? হায়! পিতার সৌন্দর্য্যের কি কোন আকর্ষণ নাই? পৃথিবীর শোভা মনুষ্যের মন ভুলাইল; কিন্তু ঈশ্বর কি তাঁহার সুন্দর মুখ দেখাইয়া কাহারও মন প্রাণ কাড়িয়া লইতে পারিলেন না? ঐ দেখ পথে যাইতে যাইতে কোন পথিক এক দিকে চাহিয়া রহিল; অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইতে পারে না। পথিক কি দেখিতেছে? উদ্যানের একটী কোমল নবীন সুন্দর পুষ্প। আবার দেখ নবকুমারের মুখশ্রী কেমন গূঢ় ভাবে পিতার চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। পিতা এমনই মুগ্ধ হইয়া সেই শোভা দেখিতেছেন, যে আর অন্যদিকে তাকাইবার সাধ্য নাই। ভ্রাতৃগণ! ভগ্নিগণ! এই রূপে ব্রহ্মের মুখের দিকে যদি এক বার তোমাদের চক্ষু পড়ে, আর কি তাহা তোমরা ফিরাইয়া লইতে পার, তিনি এমনই সুন্দর যে যতই তাঁহাকে দেখিবে, ততই তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া যাইবে। এক বার যদি তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখ আর তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যতই তাঁহাকে দেখিবে ততই তাঁহার মধ্যে গভীর হইতে গভীরতর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। যাঁহাকে আমরা ভাল বাসি, তাঁহাকে বারম্বার না দেখিলে আমাদের প্রাণ অস্থির হয়, এবং যতই তাঁহাকে দেখি ততই তাঁহার মধ্যে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখি। ভাল বাসার স্বভাবই এই। এই যে সুন্দর মন্দির, ইহা যাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে, ইহার দেবতা কি ইহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে সুন্দর নন্? ব্রাহ্মগণ! নিশ্চয় জানিও সেই সুন্দর মুখ দেখিলেই তোমরা প্রচারক হইবে। নগরে যে মধ্যে মধ্যে জন কোলাহল হয় কেন? এই জন্য যে কোন একটী বিশেষ বস্তু প্রথমতঃ কাহারও চক্ষু আকর্ষণ করে, ক্রমে তাহার দৃষ্টান্তে শত শত লোক আসিয়া সেই দিকে তাকাইতে থাকে। ধর্ম্মাকাশেও ঠিক সেইরূপ। ব্রহ্ম মন্দির লোকে পরিপূর্ণ, সংকীর্ত্তনের সময় নগরে লোকারণ্য। কেন? এ সমুদয় লোক কি দেখিতেছে? অবশ্যই কোন স্বর্ণ খনি হইতে রত্ন বাহির হইয়াছে, অবশ্যই কোন সুন্দর পুরুষ ধর্ম্মাকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্যই এত গুলি লোক এক স্থানে একত্র হইয়াছে। কোন বিশেষ ঘটনা না হইলে কখনও এক দিকে এত গুলি লোকের চক্ষু পড়ে না। ধর্ম্ম জগতে কি বিশেষ ঘটনা দেখিতেছ না? ঐ দেখ কল্য যাহার শরীর মন দেখিলে বোধ হইত শীঘ্রই ইহার মৃত্যু হইবে, আজ তার কেমন স্ফূর্ত্তি, তার হৃদয় কত প্রফুল্ল! কোথা হইতে এই পরিবর্ত্তন আসিল? যে জন্মাবধি ঈশ্বরকে দেখে নাই, আজ সে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিল, যে কখনও তাঁহার কথা শুনে নাই, আজ সে তাঁহার কথা শুনিল। ঈশ্বর তাঁহার পুত্র কন্যা সকলকে দেখা দিতে আসিলেন, যুবা বৃদ্ধ, যুবতী প্রাচীনা, সকলকে ডাকিলেন। যে এক বার তাঁহাকে দেখিল, এক বার তাঁহার কথা শুনিয়া, তাঁহার কাছে গেল সে আর ফিরিল না। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ ফেরে। ঈশ্বরকে দেখিলে অন্য দিকে নয়ন ফিরান যায় এ কথা তো বিশ্বাস করা যায়না। ব্রাহ্মগণ! তবে কি এই মনে করিব যাহারা ফিরে তাহারা

হয়তো বুঝি সে অরূপ রূপ দেখে নাই দয়াল প্রভুর প্রেম সুধা বুঝি তারা পান করে নাই? হায়! পিতা তোমার মুখে এত সৌন্দর্য্য থাকিতে ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্গতি হইল! জগদীশ! তুমি যে কেমন সুন্দর জগৎ তাহা দেখিল না। কেন এমন অভক্তদিগের হৃদয়ে তোমার সুন্দর মুখ আঁকিয়া দিলে? জগতের চক্ষে তোমা হইতেও তাহাদের নিজের মন্ এবং পৃথিবীর ধন বড় হইল। ঋণ করিতে গেলে লোককে অধিক মূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখে, তাই ছয়মাস কি এক বৎসরের জন্য তোমার কাছে তাহাদের বহু মূল্য দেহ মন বন্ধক দিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে চায়। নাই তোমার দয়াময় নাম ভাল লাগে না, ক্রমে যখন হৃদয় ধন চায়, মান চায়, স্ত্রীপুত্র চায়, এবং সংসারের সুখ চায় তখন অল্প বিশ্বাসীরা সমুদায় বন্ধক ফিরাইয়া লয় এবং সংসারের পথে চলিয়া যায়। "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" একথা তাহারা মানেনা। কিন্তু ধন্য সেই ব্রাহ্ম যিনি বিনীতভাবে এই কথা বলেন—"সকলেইত বন্ধক ফিরাইয়া লইলেন, কিন্তু আমিত পিতাকে কিছুই দিই নাই কেননা আমার কিছুই ছিল না; আমি কিছুই না দিয়া সর্ব্বস্ব পাইয়াছি। ঈশ্বর যে মন দিয়াছিলেন তাহাও নিজের দোষে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ছিলাম। কিন্তু কেমন অপার তাঁহার করুণা, এক রাত্রির মধ্যেই সেই ভাঙ্গা মনকে তিনি ভাল করিয়া দিলেন।" পাড়ার লোক দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিল, কি সেই তুমি যাহার মুখে আমরা কখনও প্রফুল্লতা দেখি নাই, সেই দুঃখী গরিব তুমি, আজ কোথা হইতে এত ধন রত্ন পাইলে? সেই বিনীত ব্রাহ্ম বলিলেন, যথার্থ, আমি বড়ই দুঃখী ছিলাম, বন্ধক দিয়া ঋণ করি এমন কিছুই ছিল না; অতি দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার দ্বারে আসিয়াছিলাম; কিন্তু পিতার দয়ার কথা কি বলিব— তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী হইয়া দীন হীন অকিঞ্চন বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিলেন না, দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া বলিলেন—"ভক্ত! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমি রাজপ্রাসাদ ভাল বাসি না, আমি পূর্ণ কুটীরে থাকি, যারা ছেঁড়া কাপড় পরে, শাকান্ন খায়, আমি তাহাদের সঙ্গে বাস করি।" ঠিক পিতাত মূল্য চাহিলেন না। বিনা মূল্যে তিনি কাঙ্গালের ঘরে আসিলেন। [এসকল কথা শুনিতে শুনিতে ভক্তদিগের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, চারি দিকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি এবং প্রেমাশ্রুপাৎ হইতে লাগিল; ব্রহ্ম মন্দির তখন বাস্তবিক স্বর্গধাম, প্রেমধাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আচার্য্য অনর্গল গভীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন।] ইহা দেখিয়া পৃথিবীর অল্প বুদ্ধি লোকেরা বলিতে লাগিল, "এই বুঝি ঈশ্বরের মহত্ত্ব, তিনি কিনা ধনী পণ্ডিত ইঁহাদের ছাড়িয়া, নিতান্ত অধম গরিবদিগের ভাঙ্গা ঘরে আসিলেন। পণ্ডিতদিগের স্তব স্তুতি এবং রাজাদিগের বহুমূল্য উপহার তিনি গ্রহণ করিলেন না। ধিক্ তাঁহার বিচার!!" ব্রাহ্মগণ! এমন পিতার প্রেম তোমরা বুঝিলে না। তোমরা কি না তাঁহাকে সাল দিয়া,ধন রত্ন দিয়া ভুলাইতে চাও। তিনি কি তোমাদের কাছে ধন চান্ না জ্ঞান চান্? অবিশ্বাসীগণ! আর বলিও না, তোমরা বড় ধনী, তোমরা বড় জ্ঞানী, ঈশ্বরকে পাইবার জন্য অনেক ধন ব্যয় করিয়াছ অনেক পুস্তক লিখিয়াছ অনেক বক্তৃতা করিয়াছ। আর অহঙ্কার করিয়া বলিও না, এত দিলাম, এত করিলাম, তথাপি কেন ব্রহ্ম আমাদের হইলেন না? তোমরা কি দিয়াছ? কি করিয়াছ? ব্রহ্ম ধনের সঙ্গে তোমাদের ধন,এবং তোমাদের জ্ঞানের তুলনা! সামান্য ধন ও সামান্য জ্ঞান দিয়া ঈশ্বরকে ক্রয় করিবে? এই তোমাদের স্পর্দ্ধা? তিনি কি বলিয়াছেন মূল্য না পাইলে তোমাদের ঘরে আসিবেননা? ভাবুকব্রাহ্ম! তোমাকেও বলি আর এরূপ বলিওনা "এত কাঁদিলাম, নাম শুনিবামাত্র কতবার প্রেমে গলিয়া গেলাম, ভক্তি ভাবে কত বার ডাকিলাম, তথাপি কেন ঈশ্বর আমার হৃদয়ে আসিয়া বাস করিলেন না?" কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মের সঙ্গে কি তোমার সামান্য প্রেম ভক্তির তুলনা? কএক ফোটা চোখের জল দিয়া কি তুমি ব্রহ্মকে কিনিতে চাও? বন্ধক লইয়া মূল্য লইয়া তিনি কাহারও কাছে আসিবেন না; কিন্তু আপনি আপনার প্রেমগুণে তিনি সকলের কাছে আসিয়াছেন, আপনি আপনার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সমুদয় পুত্র কন্যাকে মোহিত করিবেন। তাই স্বদেশ বিদেশে যতগুলি ভাই ভগ্নি বেঁচে আছ সকলকে বলিতেছি,পায়ে ধরে বলিতেছি (প্রেম বিগলিত স্বরে) "তিনি বড় সুন্দর" "তিনি বড় সুন্দর" "তিনি বড় সুন্দর"। "তাঁহাকে কেহ ছেড়না" "তাঁহাকে কেহ ছেড়না" "তাঁহাকে কেহ ছেড়না।" বন্ধক দিয়া ধার কর্জ্জ করিলে চলিবেনা, কিন্তু তাঁহার চরণে জন্মের মত কে আত্ম বিক্রয় করিতে পার এস দেখি। আমাদের পিতা কত সুন্দর একবার যদি নিজের চক্ষে দেখিতে পাও আর কি হৃদয় মন ফিরাইয়া লইতে পারিবে। সে অরূপ রূপ দেখিলেই তাঁহার চিরদাস হইয়া থাকিবে। হে শুষ্ক ম্লানমুখ ব্রাহ্মগণ! কিছু দিনের জন্য পিতার কাছে হৃদয় মন বন্ধক রাখিবে এমন নির্বুদ্ধি কেন তোমাদের মনে স্থান পাইল? তোমাদের চরণ ধরে বলিতেছি এই কুবুদ্ধি ছাড়। দেখ, তোমাদের দশা দেখিয়া জগৎ কি বলিতেছে। বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ, বলিতেছে ব্রাহ্মদের ঈশ্বর যদি সুন্দর হইতেন তবে কি ব্রাহ্মেরা কিছুদিন পরেই তাঁহাকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে পলায়ন করিতে

পারিত? দেখ তোমাদের দোষে পিতার নামে দুর্নাম, তাঁহার সৌন্দর্য্যে অবিশ্বাস, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি রুদ্ধ হইতে চলিল। তাই বার বার তোমাদের পায়ে পড়ে বলিতেছি, পিতাকে ছেড়ন। তিনি সুন্দর নন, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে আনন্দ শান্তি মেলে না, পিতার নামে এ সকল অপবাদ আর সহ্য হয় না। দেশে পিতার নামে কলঙ্ক রটিল ইহা শুনিয়া কি দুঃখ হয় না? হে ভাইগণ হে ভগিনীগণ! তোমাদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি, পিতা বড় সুন্দর, একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখ, দেখিলেই তিনি নিজে তাঁহার স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইবেন। তাঁহাকে দেখিলেই তোমরাও সুন্দর হইবে। সুন্দর রাজার প্রজা গুলিও সুন্দর হইবে। তাঁহাকে দেখিলে কি আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয়? সুধা যে পেয়েছে সে কি আর গরল পান করিতে চায়? মৌমাছি কি মধু ছাড়িতে পারে? ভাই ভগ্নিগণ! এবার তোমাদের এই দীনহীন সেবকের কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর, যে দয়াল প্রভুকে আর কখনও কদাকার কুৎসিত বলিতে পারিবে না। ভক্তবৎসল প্রভু, সন্তানবৎসল প্রেমময় পিতা শুষ্ক, এই নিদারুণ কথা যেন আর কাহারও কাছে শুনিতে না হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিলে রিপু সকল বিনষ্ট হয় না, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। জীবন দিয়া জগৎকে দেখাও তোমাদের ঈশ্বর সত্যই সুন্দর; এমন সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া কেহই দূরে থাকিতে পারিবে না। সকলকে বুঝিতে দাও ব্রাহ্মদের পিতার মত সুন্দর আর কেহ নাই। এখন হাসিবার সময় নহে, যে দিন, প্রেমময় ঈশ্বর বড়ই সুন্দর, এই কথা শুনিয়া দলে দলে জগতের লোক সকল এই পথে আসিবে, সেই দিন তোমাদের আনন্দের দিন। হায়! এমন দিন কি হবে। ব্রহ্মের জয় হউক। ভাই ভগিনীগণ! এবার উৎসাহী হইয়া ব্রহ্মকে ভাল বাস। দয়াল পিতা সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন!

প্রায় ১১টার সময় উপাসনা ভঙ্গ হইল। পরে বেলা ২ টার সময় বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ গুরুনানক ও কবীর হইতে উদ্ধৃত শ্লোক সকল পঠিত হইল। "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার" সংস্কৃতে অনুবাদিত হইয়া পঠিত হইয়াছিল। অবশেষে যে ছয় জন ব্রাহ্ম জীবনের পরীক্ষিত বিষয় লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করা হইলে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী ব্রহ্মসঙ্গীত কয়েকটী অতি চমৎকার লাগিয়াছিল। সকলে এক মনে ভক্তি পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া নাম কীর্ত্তন করিলেন। উৎসাহিত মনে গম্ভীর ভাবে সকলে নাম কীর্ত্তন করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাগ্নি যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সায়ংকালে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় আবার উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনার পর ১৯ জন ব্রাহ্ম দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার মধ্যে একজন ৬০।৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ যখন দণ্ডায়মান হইয়া অস্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া কেহ অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি অন্তিম কালে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন ইহা দেখিয়া সহজেই মনে ভাব উপস্থিত হয়। যথার্থই তাঁহার পরকালের সম্বল হইল। পলিতশিরা, গলিতদেহ, ক্ষীণবল, হীনদৃষ্টি ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া উপাসকগণ বুঝিতে পারিলেন যে অন্তিম কালে ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয়। আর একজন দাক্ষিণাত্যের লোক সম্প্রতি বম্বে হইতে আসিয়াছিলেন তিনিও দীক্ষিত হইলেন। তিনি ইংরাজীতে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিলেন। তাঁহার প্রতি আচার্য্যের উপদেশও ইংরাজীতে হইল। দীক্ষিতদিগের প্রতি যে উপদেশ হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত উৎসাহজনক। নিরুৎসাহ হৃদয় উৎসাহিত হইল, দুর্ব্বল মন সবল হইল।

আজ এই উৎসবে ১৯ জন ভ্রাতা পরিত্রাণার্থী হইয়া ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করিতেছেন, সমস্ত জগতে ও স্বর্গে এই কথা প্রচারিত হউক। এতগুলি ভ্রাতা কুসংস্কার পাপশৃঙ্খল ছেদন করিয়া পবিত্র সত্যধর্ম্ম সাধন করিতে সংকল্প করিলেন ইহা আমাদের পক্ষে মহা আনন্দকর ব্যাপার। জগতে ব্রহ্মের জয় হইবে ইহাতেই তাহার অগ্নিময় প্রমাণ দেখিতেছি। ভ্রাতৃগণ! তোমরা ব্রাহ্ম পরিবারে প্রবেশ করিবার জন্য এখানে দাঁড়াইলে, যতদিন বাঁচিবে আমার এই কয়েকটী কথা রক্ষা করিবে। "শির দিয়া তো রোণা কেয়া" এই কথা বলিতে বলিতে সকল অবস্থায় কি কষ্ট বিপদ, কি রোগ শোক, কি পাপতাপে, জীবনের রণক্ষেত্রে শত্রুদিগের সমক্ষে যুদ্ধ করিবে। ইহাতে তোমাদের কল্যাণ, আমাদের মঙ্গল এবং সমস্ত দেশের কুশল

হইবে। চিরদিন আনন্দ উৎসাহের সহিত ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিবে। শত শত রিপু তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে এবং ভয় দেখাইবে কিন্তু সাবধান এক-পদও পশ্চাৎ গমন করিবে না। সম্মুখ যুদ্ধে সকল শত্রুকে পরাস্ত করিবে। দেখিবে, চারিদিকে ভয়ের ব্যাপার কিন্তু এক জন তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন যাঁহার নামে ভয় দূর হয়। কে তিনি? পরব্রহ্ম! যদি তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার উপর নির্ভর কর, জগৎ দেখিবে ব্রহ্মের কেমন দুর্জ্জয় বল। শত সহস্র লোক তাঁহার নাম লইয়া স্বর্গের দিকে ধাবিত হইবে। যে ধর্ম্ম এক দিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার হইবে, সেই ধর্ম্ম আজ তোমরা এই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে এতগুলি ভ্রাতা ভগ্নীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া স্বীকার করিলে। দারিদ্র্য, দুঃখ, যন্ত্রণা আসিয়া তোমাদিগকে নির্য্যাতন করিতে পারে; কিন্তু কিছুতেই তোমরা ভীত হইবে না, ব্রহ্মপরায়ণকে আপদ মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না। বিশ্বাস বর্ম্মে আবৃত হইয়া, হস্তে প্রার্থনা রূপ অস্ত্র লইয়া ব্রহ্মনামের হুঙ্কার করিতে করিতে বলিবে "দূর হও পাপ প্রলোভন" দেখিবে ব্রহ্মের কৃপায় তখনই পাপ অন্ধকার চলিয়া যাইবে। ব্রহ্মবলে বলীর নিকট মেদিনী কম্পিত হয়, সাগর সমান বিপদ শুকাইয়া যায়। বন্ধুগণ! ইহা আমার কথা নয়—ব্রহ্মভক্তের ন্যায় বল-বান্ জগতে আর কেহ নাই, ইহা ঈশ্বরের কথা। ইহাতে যদি তোমাদের মন সায় না দেয় ব্রহ্মমন্দির ছাড়িয়া যাও। ব্রহ্ম স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন তোমাদের যে আত্মা তাহা কি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে না? "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" তোমাদের হৃদয় কি এই কথা স্বীকার করে না? ব্রহ্ম যদি তোমাদের অন্তরে গুরু হইয়া গোপনে এই মন্ত্র না দেন তবে দীক্ষিত হইয়া কি হইবে? ঈশ্বর নিয়ত গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন "ব্রাহ্মসমাজ আমার সভা। আমার চরণতলে বাস করিয়া আমার পুত্র কণ্যারা পুণ্য শান্তি ভোগ করিবে এই আমার বাসনা।" এই কথা কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না? ঈশ্বরের ভক্ত হইলে দুঃখ পাপ দূর হয় ইহা কি তোমরা মান না? আমি বলিতেছি না যে আমরা একেবারে নিষ্পাপ হইয়াছি. যখন আমাদের পরিবারে তোমরা প্রবেশ করিতেছ ইহা তোমাদের জানা আবশ্যক সময়ে সময়ে আমাদের পাপভারও তোমাদিগকে বহন করিতে হইবে; কিন্তু মোক্ষধামের এই যথার্থ পথ। অনেকে বলিবে ব্রহ্মমন্দিরের প্রয়োজন কি? স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ঈশ্বরের উপাসনায় কোন বিশেষ ফল নাই, নির্জ্জনে বসিয়া ডাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, উপদেষ্টার আবশ্যকতা নাই, ঘরে বসিয়া ভাল ভাল পুস্তক পড়িলেই হইল! এসমুদয় সাংঘাতিক স্বার্থপরতার কথা। ইহা নিশ্চয় জানিও, ভাই ভগ্নীদের প্রতি প্রেমিক না হইলে প্রেম-ময়কে দেখিতে পাইবে না। জগতের ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে পবিত্র প্রেমের যোগ ভিন্ন কেবল জ্ঞান ও কার্য্যে কাহারও মোক্ষ নাই। অতএব এস, সকলে এই পথে অগ্রসর হই। এই পথের শত্রু অনেক, কিন্তু সেনাপতি ব্রহ্ম আমাদের সহায়। একটী দুঃখের কথা বলিয়া তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি, অনেকে এই পথে কত দূর অগ্রসর হইয়া আবার সংসার রূপ মৃত্যুকূপে ফিরিয়া যায়। তোমরা এই প্রতিজ্ঞা কর, লোকভয়, শোকভয়, কিছুতেই এই পথ ছাড়িবে না। দূরে পিতার ঘর। দেখ কেমন আলোকময়, কত সুন্দর, কত প্রেম, কত শান্তি, পুণ্য ঐঘরে নিত্য বিরাজ করিতেছে। পিতা তোমাদিগকে হস্তে ধরিয়া ঐঘরে লইয়া যাউন। অনন্তকাল তোমরা ঐগৃহে শান্তি সম্ভোগ কর।

দীক্ষান্তে আচার্য্য মহাশয় এই ভাবে একটী তেজস্বী উৎসাহোদ্দীপক উপদেশ দিলেন;—

ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার ব্যাপার অবশ্যই তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে। প্রবঞ্চনা নাই, কপটতা নাই, মিথ্যা নাই। ব্রহ্মরাজ্য বিস্তার হইতেছে, ইহাতে কি আর সংশয় করিতে পার? কল্য যখন সংকীর্ত্তন হইতেছিল, তখন আমেরিকাস্থ এক জন নিশান ধরিলেন, অদ্য বম্বে প্রদেশের এক জন প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে আসিলেন। জয় ব্রহ্মের জয়!! ভয় নাই, ভাবনা নাই ব্রহ্মের জয় হইবেই হইবে। "কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা" ব্রহ্ম বাঁচিয়া আছেন, ইহা জানিলেই সমস্ত লোক তাঁহার রাজ্যে আসে। ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে প্রাতে বলিয়াছি, আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি. তোমাদের দৃষ্টান্ত যেন জগতের পরিত্রাণ পথের প্রতিকূল না হয়। তোমরা যদি ভাল দৃষ্টান্ত দেখাও, তোমাদের জীবনে যদি জগৎ ঈশ্বরের পদ-চিহ্ন দেখিতে পায়, তাহা হইলে দেশ বিদেশে ব্রহ্মের জয় হইবে। পরিত্রাণের এই এক পথ। জগতের সকলকেই এই পথে আসিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্য হৃদয়ে লিখিয়া দিয়া থাকেন, তবে এক দিন নিশ্চয়ই ইহা জগতের সমুদয় ভ্রম, কুসংস্কারের উপর জয় লাভ করিবে। জানি না কখন সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম হইবে: কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসাধ্য নাই। আমাদিগকে তিনি তাঁহার দয়াল নাম দিয়াছেন, এই নামের গুণে যে জগতে এক দিন কি হইয়া উঠিবে, তাহা মনেও ভাবিতে পারি না। ব্রাহ্মেরা বড় বড় কথা বলেন বলিয়া জগতের কেহ কেহ তাঁহাদিগকে নিন্দা করেন, কিন্তু আমরা কেমন করিয়া ছোট কথা বলিব। ঈশ্বর যে আমাদিগকে বড়

কথা বলাইতেছেন। তিনি স্বয়ং আমাদের অন্তরে বড় বড় আশার কথা বলিয়া দিতেছেন। আমরা আপনারা ছোট, অপদার্থ আবার শত শত দোষে অপরাধী; কিন্তু আমাদের ন্যায় ধূলি গুলিকে বাছিয়া লইয়া ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, তাহাত ক্ষুদ্র নহে তাহা যে সামান্য নহে। এক দিকে আমাদের আপন আপন পাপ স্মরণ করিয়া যেমন বিনয়ী হইব, তেমনি অন্যদিকে ঈশ্বরের মহত্ত্ব দেখিয়া বীরের ন্যায় তাঁহার সত্য প্রচার করিব। তাহারা অবিশ্বাসী, নাস্তিক, যাহারা ঈশ্বরের সত্য ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয়। অতএব ব্রাহ্মগণ! আজ যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে কখনই আর তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" যাহাদের সমুদয় ধর্ম্মই "যদ্যপি," কি, হয়ত এরূপ সন্দেহের উপর নির্ম্মিত হয়, তাহারা কখনই স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যেক সত্যই অভ্রান্ত। যখন ব্রাহ্ম বলিবেন "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" "সত্যমেব জয়তে" "একমেবাদ্বিতীয়ং" তখন সমুদয় শাস্ত্র এবং সমুদয় পুস্তক লজ্জিত হইবে। জগতে বেদ, কোরাণ বাইবেল ইত্যাদি অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে, কিন্তু আমরা কোনটীকেই ঈশ্বরের হস্ত-লিখিত অভ্রান্ত পুস্তক বলিয়া স্বীকার করিব না, তবে কি আমাদের কোন শাস্ত্র নাই? আমরা যেমন ঐসকল পুস্তক ছাড়িয়াছি, তেমনি জগতকে দেখাইতে হইবে আমরা তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণ দৃঢ় ও অখণ্ড শাস্ত্র লাভ করিয়াছি। তবে কি না আমাদের শাস্ত্র অতি ছোট চারি বর্ণে ফুরাইয়া যায়। "আমি আছি" ব্রহ্মের এই মুক্তিপ্রদ আশাকর কথাই আমাদের শাস্ত্র। এই রূপে তিনি যাহা বলেন তাহাই ব্রাহ্মদিগের অভ্রান্ত সত্য। যদি বল প্রমাণ কি? ব্রাহ্ম বলিবেন ঈশ্বরই ঈশ্বরের কথার প্রমাণ। স্বর্গ হইতে যাহা নির্ব্বিবাদ এবং অভ্রান্ত হইয়া আসিবে তাহাই ব্রহ্মের কথা। যখন ব্রহ্মের কথা শুনিবে তখন সংশয় দূর হইবে। জগতকে সেই কথা বলিতে ভয় কি? যদি অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইতে হয়; কিম্বা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তথাপি নির্ভয়ে ব্রহ্মের সেই কথা বলিবে। "যায় যাক্ প্রাণ কিন্তু পাইব আমি পরিত্রাণ।" ব্রাহ্ম হইয়া এই আশা এই বিশ্বাস ছাড়িতে পার না। যখন এই রূপে তোমরা ব্রহ্মের কথা শুনিবে, নিঃসংশয় ও নির্ভয় হইয়া জগতে তাহা ঘোষণা করিবে, তখন তোমাদের এক এক প্রার্থনায় শত শত লোকের উপকার হইবে। তখন দেখিবে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইবে। অন্ধ চক্ষু পায়, বধির শুনিতে পায়, মরা বেঁচে যায়, এ সকলত সামান্য কথা। ঈশ্বরের কথায় যদি তোমরা বিশ্বাস কর এ সকলত হইবেই; কিন্তু তোমরা যদি তাঁহার চরণে পড়ে থাক ইহা অপেক্ষা আরও মহৎ ব্যাপার সকলে দেখিতে পাইবে। চারিদিকে "কোথায় ঈশ্বর" "কোথায় ঈশ্বর" বলিয়া শত শত দুঃখী কাঙ্গাল কাঁদিয়া মরিতেছে। ব্যাধিগ্রস্তেরা বলিতেছে "প্রাণ কাঁদে মোর বিভু বলে।" প্রচারক! তুমি কি না তাহাদের কাছে গিয়া পরিহাস করিলে। ঔষধ দিয়া কি না বলিলে ইহাতে হয়ত ব্যাধির উপশম হইবে। এই ভাবে কি জগতের পরিত্রাণ হইতে পারে? না ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার হয়? বিশেষ সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! প্রচারকগণ! সাবধান হও, তোমাদের বিশ্বাসের বল পরাক্রম পরীক্ষা হইবে। বিশেষ সাধন চাই, গূঢ়রূপে ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বর শ্রবণ ভিন্ন তোমাদের এবং জগতের পরিত্রাণ নাই। অতএব ঈশ্বরের কাছে তাঁহার কথা শ্রবণ কর, এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হও। প্রতিদিন জয় জগদীশ বলিয়া গাত্রোত্থান করিবে। জয় জগদীশ বলিয়া তাঁহার নাম প্রচার করিবে এবং জয়-জগদীশ বলিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিবে, অবশেষে দেখিবে নিশ্চয়ই তোমরা দিগ্বিজয়ী হইয়াছ। ঈশ্বর তোমাদের দুঃখ দূর করুন! তাঁহার নাম কীর্ত্তনে জগতের পরিত্রাণ হউক।

পরে এই নূতন সঙ্গীতটী হইয়া উৎসব সমাপ্ত হইল।—

ভুলায়ে রাখ হে প্রভু তব প্রেম প্রলোভনে; দেখায়ে স্বর্গের শোভা, এ পাপী দীন সন্তানে। মোহিত হয়ে রহিব, চাহিয়ে তোমার পানে; আনন্দ নীরে ভাসিব, নামামৃত রসপানে।

নব নব ভাব বিকসিত কর হে হৃদিকাননে, গাঁথি প্রেমহার উপহার দিব ও চরণে; চির সেবক হইয়ে, থাকিব তোমার সনে, কাটাব জীবন তোমার শ্রবণ মনন গানে।

অমৃত সাগর তুমি, সৌন্দর্য্যের সার নাথ! প্রকাশ প্রেমের জ্যোতি, এ পাপ মলিন মনে; খুলে দেও প্রেমের স্রোত, মাতায়ে তোমার প্রেমে, জ্বেলে দেও উৎসাহনল দুর্ব্বল মৃত জীবনে।

১২ই শুক্রবার বেলা চারি ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হয়। প্রায় ৩২টী সমাজের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, লাহোর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, মুলতান, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিং, কৃষ্ণনগর, কোন্নগর, হরিণাভি, কুমারখালি, ওয়মানপুর, বাগআঁচড়া,

ধোয়ালিয়া, রঙ্গপুর, কটক, কালীঘাট, বরাহনগর, বম্বে, মান্দ্রাজ, ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আমূল বিবরণ পাঠ করেন। প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত কে কতদিন কোন্ কোন্ স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহা লিখিত হইয়াছিল এবং অনেক স্থানে যাহা প্রচার কার্য্য হইয়াছে তাহা সাধারণ ভাবে বিবৃত হইয়াছিল। পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা বিধেয়। এখন প্রচারকার্য্যক্ষেত্র যাহাতে অত্যন্ত প্রশস্ত হয় সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ উপায় অবলম্বন করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, এইক্ষণে হিন্দু মহিলাগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যাহাতে অন্তঃপুরে জ্ঞান ধর্ম্মের আলোক বিশেষ রূপে প্রবিষ্ট হয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহার বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ উদারভাবে অন্যান্য সমুদায় লোককে দর্শন করেন। উদার হইতে গিয়া লোকে ঈশ্বর বিবেক ও সত্যে জলাঞ্জলি দিয়া দুশ্চরিত্র ও ধর্ম্মহীন হইয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নিজের বিশ্বাস ও মত দৃঢ় রাখিয়া অপর সম্প্রদায় গণের সহিত সাধু অনুষ্ঠান ও হিতকর কার্য্যে যোগ দিবেন। চতুর্থতঃ শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ সেন প্রস্তাব করেন যে, ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা অনেক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত পঞ্চমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে ইংলণ্ডস্থ কুমারী সোফায়া ডব্‌সন্ কলেট, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের অনেক উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ষষ্ঠতঃ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাব করেন যে ইংলণ্ড, এমেরিকা, জর্ম্মনি ও ইটালিস্থ যে সকল মহাত্মাগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের এক যোগে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করা আবশ্যক। অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন যে এখন যেরূপ মদ্যপানের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতেই তন্নিবারণের উপায় করা আবশ্যক। অবশেষে আর কয়েকটী বিষয় নির্দ্ধারিত হইলে রাত্রি ৮ টার সময় সভা ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মদিগের এইরূপ সাধারণ সভা হইলে বড় উপকার। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন সে দিন অনেক বিষয় রহিত হইয়া গেল।

১৩ ই শনিবার। বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় টাউনহলে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে একটী-উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। প্রায় ১৫০০ শত লোকের অধিক শ্রোতা সমাগত হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় প্রত্যাদেশ। প্রথমে বেয়ালা ও হার্ম্মোনিয়মের সহিত একটী সঙ্গীত হয়। পরে তিনি এই ভাবে বলিতে লাগিলেন যে আমি কোন ধর্ম্মের মতামত লইয়া তর্ক করিতে আসি নাই। কেবল ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষিত সত্য আপনাদের নিকট বলিতে আসিয়াছি। প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থাতেই ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য বলে ঈশ্বর শুনেন এবং ঈশ্বর বলেন মনুষ্য শুনে এই অবস্থাই প্রত্যাদেশের অবস্থা। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ভাব কিরূপে লাভ করা যায়? আমিত্ব বিনাশ করিতে না পারিলে প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা ঘটে না, এবং তাঁহার প্রত্যাদেশও শুনিতে পাওয়া যায় না। এই তাঁহার বক্তৃতার সার। সকলে আগ্রহের সহিত শুনিতে ছিলেন। যে

রূপ উৎসাহ ও ভাবের সহিত ঐ বিষয়টী বলিলেন তাহাতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সৌন্দর্য্য প্রতীত হইতে পারে। এই বক্তৃতা ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রকাশিত হইতেছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবারও সংকল্প আছে।

১৪ই রবিবার প্রাতে ভারতাশ্রমে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উৎসব হয়। উপাসনা ও উপদেশটী স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে বড় উপযোগী হইয়াছিল। অনেকে না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন নাই। পরে সাতু বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে বেলা ৩টা হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। প্রায় পাঁচসহস্র লোকে ঐ স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। একদিকে নহবতের মধুর ধ্বনিতে চারিদিক প্রফুল্লিত করিল, শেষে দুই স্থানে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এদিকে "সত্যমেবজয়তে" "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" "একামেবাদ্বিতীয়ং" এই নামাঙ্কিত তিন পতাকা উড্ডীন হইতেছে সঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত, দর্শকগণের মন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার চারিদিকে কত দোকানদার বসিয়া বিক্রয় করিতেছিল। মাঠের চারিদিকের অট্টালিকার ছাদ লোকে পরিপূর্ণ, এমন কি বৃক্ষের উপরও কত লোক বসিয়াছিল। কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই হইয়াছিল! যখন তিনি এক উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকল লোককে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন তখন যেন তাঁহার মুখশ্রীতে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য সত্যের আকর্ষণ! এত লোক কেন যে দণ্ডায়মান ছিল তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। ঈশ্বরের বল যখন মানব হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তাহার দ্বারা কি না সংসাধিত হয়। তিনি একবার দয়াময় বলিয়া নামকীর্ত্তন করিতে বলালই এমনি উৎসাহিতও উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মগণ দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যাহারা পরিহাস করিতেও ব্যাঘাত জন্মাইতে আসিয়াছিল তাহারা পরাস্ত হইয়া গেল! আবার পুনরায় তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, সামান্য লোকদিগকে কেহই দেখে না, তাহাদের দুঃখে কেহই দুঃখী হয় না, যাহারা সামান্য বলিয়া অনাদৃত হয় তাহারাই মানবসমাজের প্রধান অঙ্গ এই ভাবে কিছু বলিয়া শেষে সকলকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। পরে গভীরস্বরে বল, "সত্যমেবজয়তে" বল "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বল "একমেবাদ্বিতীয়ং" ক্রমে ক্রমে যখন তিনি এ কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সহিত সমস্বরে শত শত লোক ঐ কথা বলিতে লাগিল। শেষে কীর্ত্তন হইয়া মহাসভা ভঙ্গ হইল। আমরা নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ দিতেছি।

"ঊর্দ্ধে অধোতে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন তাঁহারই কৃপাতে আজ এত গুলি লোক এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য ইহাঁরা এখানে আসিলেন আমি তাঁহাদের সকলের নিকট অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্য এখানে এই মহা সমারোহ। কেহ বৃথা গোল করিবেন না। স্থির হইয়া আমার কয়েটী কথা শ্রবণ করুন। যে ধর্ম্ম এদেশে বিস্তৃত হইতেছে ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন ব্রাহ্মেরা কেবল সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য আড়ম্বর এবং এত কোলাহল করিতেছে; কিন্তু ভ্রাতৃগণ! তাহা নহে। এ ধর্ম্ম নূতন নহে, অতি পুরাতন বেদবাক্যে আছে, "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং"। সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর এখনও সেই কথা শুনিতেছি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, পৃথিবীর সমুদয় দেশই এই কথা বলিতেছে। সমুদয় দেশ এই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই ঈশ্বরের জন্য সকলে ব্যাকুল। এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর সকলের প্রভু। ইঁহার নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, যুবা বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট যাইতেছে। ভ্রাতৃগণ! তাঁহার আহ্বান শ্রবণ কর। গরিব দরিদ্র বলিয়া তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না; বিশেষ সময় আসিয়াছে, তোমরা সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও। এদেশে অনেক সামান্য লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করে এমন লোক অতি অল্প। ছোট

লোক বলিয়া সকলেই ইহাঁদের ঘৃণা করেন। কিন্তু রেইলওয়ে কোম্পানীকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের যে এত টাকা তাহা কে দিতেছে—প্রথম শ্রেণীর লোক, না দ্বিতীয় শ্রেণীর না তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর লোক? যাহারা নিতান্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে যায়, অতি সামান্য লোক, তাহাদেরই টাকাতে রেইলওয়ে কোম্পানির এত ধন। হিমালয় পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা কর। হিমালয়, তুমি যে এত বড় উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, কিসের উপর তুমি আছ, উচ্চ শিখর গুলি কি তোমার আশ্রয়? না নীচে যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে তাহাই তোমার অবলম্বন? (করতালি) সেই রূপ এ দেশের দুই পাঁচটা ধনী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্য লোকদিগের উপর। দোকানদার না থাকিলে কি সহর এক দিন চলিতে পারে? চাষা না থাকিলে কি দেশ এক দিন বাঁচিতে পারে? (গভীর আনন্দধ্বনি এবং করতালি) এ সকল গরিব দুঃখী চাষা দোকানদার যত দিন গরিব দুঃখী থাকিবে, যত দিন তাহাদের দুরবস্থা দূর না হয় ততদিন এদেশের মঙ্গল নাই। জ্ঞানবিনা, ধর্ম্মবিনা, লক্ষ লক্ষ লোক কাঁদিতেছে। কুসংস্কার ব্যভিচারে কোটি কোটি লোক মরিতেছে। তাহাদের অজ্ঞানতা দূর করে এমন লোক কোথায়? তাহাদের নিকট পরিত্রাণের সম্বাদ দেয় এমন দয়াবান্ কে? আমি বলিতেছি না যে এদেশে জ্ঞানালোক আসে নাই, আলোক আসিয়াছে, কিন্তু দুই পাঁচটী ধনী মানী জ্ঞানী লোকের মধ্যে তাহা বদ্ধ রহিয়াছে, যদি দেশকে উদ্ধার করিতে হয় তবে যাঁহারা কিছু জ্ঞান পাইয়াছেন, তাহা পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে, এবং নগরে নগরে বিলাইতে হইবে। কি জ্ঞান প্রচার করিবে? যাতে দেশ রক্ষা পায়, ভাই ভগ্নীদের দুঃখ চলিয়া যায় এমন জ্ঞান চাই। দেখ পাপে তাপে পুড়ে কত শত শত নরনারী হাহাকার করিতেছে। ইহাঁদের কাছে কি বলিবে? সমুদয় লোককে এই কথা বলিতে হইবে।—'সচ্চরিত্র হও, আর ষড়্ রিপুর বশীভুত থাকিও না, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি রিপু সকল দেখ তোমাদের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে।' দুঃখী ভাইদের দুঃখিনী ভগিনীদের এই সহজ কথা বল, আর অন্য শাস্ত্র শুনাইবার প্রয়োজন নাই। বড় লোকদের জন্য স্কুল আছে, আবার কালেজ হইয়াছে; কিন্তু এই গরিব দুঃখী চাষাদের জন্য কি আছে? ঈশ্বর কি ইহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না? তিনি কি বলিয়াছেন কেবল ধনী পণ্ডিতেরা স্বর্গে যাইবে, আর মূর্খ গরিব চাষা ভুবোরা নরকে যাইবে? না! আমাদের দয়াময় ঈশ্বর এমন কথা বলিতে পারেন না, তিনি যে জগতের ঈশ্বর, ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সাধু অসাধু সকলেই যে তাঁহার সমান আদরের ধন। সকলেই যে তাঁহার কাছে যাইবে, কাহাকেও তিনি ছাড়িতে পারেন না। অতএব দেখ ভ্রাতৃগণ! ধর্ম্ম অতি সরল, ইহা যেমন পণ্ডিতদিগের জন্য তেমনই চাষাদিগের জন্য। ধনী হও, দরিদ্র হও, মূর্খ হও, জ্ঞানী হও, সকলকেই ধার্ম্মিক হইতে হইবে—ঈশ্বর সৃষ্টি করিবার সময় স্বয়ং প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে এই ধর্ম্ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ভিতরে ভক্তি চক্ষু খুলে দেখ ঈশ্বর কি লিখে দিয়াছেন। চক্ষু থাকে দেখ; কাণ থাকে শুন। ঈশ্বর সকল দেশে, সকল কালে বলিয়াছেন, এখনও বলিতেছেন, 'সন্তান! সত্য কথা বল, মূর্খকে জ্ঞান দাও, দুঃখীর দুঃখ দূর কর, পাপীকে পুণ্যপথ দেখাও।' কার কাছে বলিতেছেন? আমার কাছে, তোমার কাছে, সকলের কাছে। যে তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতেছে তাহারই কাছে তিনি আসিতেছেন। সূর্য্য যদি আকাশ হইতে পড়িয়া গুঁড় হয়ে যায় এবং ব্রহ্মাণ্ডও যদি এক দিনে চূর্ণ হয় তথাপি এই ধর্ম্ম থাকিবে। ইহাকেই আমরা যথার্থ ধর্ম্ম বলি। কেহ কেহ বলিতেছে দেশটী নষ্ট করিবার জন্য কতক গুলি লোক ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছে। আমি বলিতেছি, না, না, না। যাতে দেশ রক্ষা পায়, নাস্তিকতা, পাপ ব্যভিচার চলে যায়, তাহারই জন্য আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা নূতন ধর্ম্ম নয়, এই ধর্ম্ম আজকে আবিষ্কার হয় নাই, ইহা মনুষ্য প্রকৃতির সেই পুরাতন ধর্ম্ম। সূর্য্য পুরাতন, চন্দ্র পুরাতন, তাহা বলে কি এখন আর তোমাদের আলোর প্রয়োজন নাই? ভ্রাতৃগণ! এই পুরাতন পবিত্র ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। আর ভাই ষড়রিপুর যন্ত্রণা সহ্য করে না। দেখ ঘরে ঘরে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিচ্ছেদ। সকলেই এক শরীরের অঙ্গ; কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে মিল নাই। এই বিচ্ছেদ, এই অমিলের কারণ কি তোমরা দেখিতেছ না? পাপ, ষড়রিপুর অত্যাচার। তাই বার বার তোমাদের পায় ধরিয়া বলিতেছি, সচ্চরিত্র হও, কাম ক্রোধ দমন কর, সকলের সঙ্গে মিল কর। তোমাদের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান অধিক তাহারা মস্তিষ্ক হউক, যাহাদের বহু দর্শন তাহারা চক্ষু হউক, যাহারা অধিক কায করিতে পারে তাহারা হাত হউক, যাহারা অধিক চলিতে পারে তাহারা পা হউক। এই রূপে সকলে মিলিয়া একটী শরীর হও, দেখিবে ঈশ্বর এই শরীরের প্রাণ হইয়া তোমাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন। আবার বলিতেছি সেই পরম ধনকে ভুলিয়া রিপুর বশীভূত থাকিও না। যারা স্ত্রীলোক তাহাদের প্রতি কখনও অপবিত্র ভাবে দেখতে পারিবে না (করতালি)। স্ত্রীলোককে অপবিত্র ভাবে দেখা মহাপাপ। সকলকে মা ভগ্নীর মত দেখিবে, কার সাধ্য মা ভগ্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করে। ঈশ্বরকে দেখে চক্ষুকে পবিত্র করিয়া তাঁহার

চারিদিকে তাঁহার ছেলে মেয়েদের দেখ। অধর্ম্ম ছাড়িয়া যদি এই রূপে তোমরা নর নারীকে পবিত্রভাবে দেখ, পরিবারের, সমাজের এবং জগতের কল্যাণ হইবে। যাঁহার নামের এ সকল পতাকা উড়িতেছে তিনি সত্য। নিরাকার হইয়াও তিনি আছেন। তিনি সত্য, বিশ্বাস নয়নে তাঁহাকে দেখ। তাঁহার দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিয়া দেশ, তাঁহার দয়াময় নাম করিয়া দেশ মাতাও। এই সময় দুইটী সংকীর্ত্তন হইলে আচার্য্য মহাশয় আবার উঠিয়া বলিলেন।

ভ্রাতৃগণ! গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় হইল, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সন্ধ্যার অন্ধকার আসিতেছে। অনুগ্রহ করে আমার একটী কথা শুনিয়া যাও। ঈশ্বর আছেন, অবিশ্বাস করিও না, পাপাচারী হইও না, নাস্তিক হইও না। দিনের মধ্যে একবার তাঁহাকে ডাকিবে। ধন অর্জ্জন কর ক্ষতি নাই, বিষয় কর্ম্ম কর ক্ষতি নাই, জগতের কায কর ক্ষতি নাই; কিন্তু দিনের মধ্যে এক বার ঈশ্বরকে ডেক। বলো না সময় নাই, সমস্ত দিনের মধ্যে পাঁচ মিনিট সময়ও আছে। একবার দিনান্তে তাঁহার নাম করিলে কিছু ক্ষতি হইবে না, ধনের ক্ষতি, কার্য্যের ক্ষতি কোন ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি অনুগ্রহ করে এই কথাটী গ্রহণ কর। ২৪ ঘন্টার মধ্যে একবার অন্ততঃ ঈশ্বর বলে, দয়াময় বলে ডেক। তোমাদের মঙ্গল হবে, পরিবারের মঙ্গল হবে, দেশের মঙ্গল হবে। আজ এখানে অনেক সুশিক্ষিত লোক দেখিতেছি। ভ্রাতৃগণ। তোমরা যদি এইরূপ কর, তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখে দেশের সকল লোকে ক্রমে ঐরূপ করিবে। তোমরা পাঁচজন পাঁচ ঘরে ঈশ্বরের নাম কর, ক্রমে পাঁচ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার হইতে পাঁচ লক্ষ লোক তাঁহারি নাম করিবে, ক্রমে সমস্ত দেশে ঐনাম ছড়াইয়া পড়িবে। চারিদিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। ব্রহ্মের অগ্নি, ধর্ম্মের অগ্নি, ভক্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। যেমন দাবানলে এখানে একটু অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, ওখানে একটু জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে সমস্ত বন জ্বলিয়া উঠিল ক্রমে সমুদয় আগুনে পুড়িয়া গেল, কিছুই রহিল না তেমনি এখানে একজন ওখানে একজন এবাড়ীতে একজন ওবাড়ীতে একজন ঈশ্বরকে ডাকিলেন। ক্রমে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশে দেশে সেই নামের আগুণ বিস্তার হইয়া পড়িল। দেশের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইল, যত অধর্ম্ম যত কষ্ট দুঃখ সব পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। তোমরা ভাল হইলেই দেশ ভাল হবে, দেশের মঙ্গল হবে। শুনিতে কি পাইতেছ না? চারিদিকে দেশের দুঃখী ভাইগণ দুঃখিনী ভগ্নীগণ জ্ঞান বিনা ধর্ম্ম বিনা রোদন করিতেছে, তাঁহাদের ক্রন্দন শুনিয়া তোমাদের কি প্রাণ ব্যাকুল হয় না? ভাল জিনিষ আপনি খাইলে বন্ধু বান্ধবদিগকে ডাকিয়া তাহা খাওয়াইতে হয়, তোমরা যদি জ্ঞান পাইয়া থাক তোমাদের যে সকল ভাই ভগিনীরা তাহা পান নাই তাঁহাদিগকে তাহা বিলাইতে হইবে। আপনারা যদি ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়া থাক যাঁহারা এখনও অধর্ম্মে ডুবিয়া আছেন তাঁহারা যাহাতে সেই ধর্ম্ম পাইতে পারেন প্রাণপণ যত্ন করিবে। আপনারা যদি দয়াময়ের নামামৃত পান করিয়া থাক যাঁহারা সেই অমৃত পান নাই তাঁহাদিগকে তাহা বিলাইতে হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! যে জ্ঞান পাইয়াছ তাহা ভাই ভগিনীদের নিকট বিলাও, যে ধর্ম্ম পাইয়াছ তাহা কেবল আপনাদের মধ্যে বদ্ধ রাখিওনা, যে নামামৃত আপনারা পান করিয়াছ সমুদয় ভাই ভগিনীদের তাহা বিলাও। জগতের দুঃখ দূর হইবে দয়াময়ের নামে সকলকে মাতাও। বল 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বল 'সত্যমেব জয়তে' 'ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলং' 'দয়াময়ের জয় হউক।'

পরে সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাও অতি গূঢ়তম উপদেশ হয়। শেষে এই সঙ্গীত হইয়া উপাসনা ভঙ্গ হইল।

কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকি আমি বল।
তোমা হেন সখা কে আর কে আর আছে বল বল।

বহুদিন ভগ্ন ঘরে বাস করেছি অনাহারে, কৃপা করে নয়ন ফিরে যদি এলে নাথ; চরণ ধরে সকাতরে বলি দীননাথ; এবার যেন জন্মের মত নিবারি হে চক্ষের জল।

কত দিন কত ক্ষণে, ভাবিয়াছি সংগোপনে, শুভক্ষণে দরশনে জুড়াব জীবন, অকিঞ্চনে কত দয়া দেখিব কেমন; পুরাইলে সকল আশা প্রদানিলে কত ফল।

প্রেম পরিবারের কথা প্রচারিলে যেথা সেথা, এবার বুঝি সে বারতা পূর্ণ করিবারে, বিধানিলে রত্ন সকল যত্ন সহকারে; জেনে শুনে বিদায় দিতে এখন নয়ন করে ছল ছল।

উৎসবেতে পাপী সনে, বসিলে হে একাসনে, দেখাইলে কত ব্যাপার নয়নে নয়নে, প্রাণান্তে সে সব যেন ভুলিনে ভুলিনে, এবার যেন নব বর্ষে পূর্ণ হয় হে এ সকল।

১৫ই সোমবার বেলঘরিয়ার উদ্যানে ভারতাশ্রমের সাম্বৎসরিক হয়। অনেক নর নারী সেখানে সপরিবারে মিলিত হইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। এই রূপে ক্রমাগত এক সপ্তাহ উৎসব শেষ হইল। এবারকার সমস্ত উৎসবের মধ্যে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব বিধান আসিয়াছে, আমরা যদি তাহাই কেবল জীবনের

চির সম্বল করিয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই, পতনও নাই। উপাসনার মধুরতাই সমস্ত উৎসবের সার। আমরা যদি তাঁহার উপাসনাতে মজিয়া যাইতে পারি তাহা হইলেই ব্রাহ্মসমাজে জীবিত থাকিতে পারি। এরূপ সুন্দর উপাসনার অমৃতময় ভাব আর আমরা পূর্ব্বে কখন অনুভব করি নাই। এ স্বর্গের ধনত পাপ হৃদয়ে রাখিবার ক্ষমতা নাই, দয়াময় যদি মুখ তুলিয়া দুঃখী ব্রাহ্মদিগের প্রতি চাহেন তবেইত সম্বল হয়। দয়াময়! তুমিত আমাদের সকলই জান্ এত অমৃত কেন ঢালিয়া দিলে? এ পাপ হৃদয়ে তাহাত রাখিতে পারি না, তুমি কৃপা করিয়া উপাসনার মধুরতা দেও। যেরূপ উপাসনা শিখাইলে এরূপ উপাসনাত আমরা নিজগুণে করিতে পারি না। হে প্রভো! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তোমার ঐ সৌন্দর্য্য হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া রাখ।

ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব।

রবিবার, ১৪ই মাঘ।

সেই সময় আসিয়াছে যখন এই দেশে ঈশ্বরের কন্যাদিগের প্রতি বিশেষ আহ্বান আসিতেছে। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভগ্নীগণ! নিস্তব্ধ হও। চেতাল্লিশ বৎসর অতীত হইল এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছে। পুরুষেরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উন্নত হইলেন, ইহার প্রসাদে তাঁহাদের অন্তরে পুণ্য শান্তি কত বৃদ্ধি হইল, ভগিনীগণ! ইহা কি তোমরা দেখিতেছ না? সেই প্রেমময়ের ঘরে গিয়া তোমাদের ভাইদের কত আনন্দ। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া কি তোমাদের মনে আশা হয় না? এই কয়দিন কি ব্যাপার হইল!! ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং আসিয়া তাঁহার শুষ্ক সন্তানদিগকে প্রেমরসে ভাসাইলেন। দুঃখী ব্রাহ্মেরা কত সুখী হইল; কিন্তু ইহাতেও সম্যক্ রূপে পিতার অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই; কেন না এখনও তাঁহার ঘর পূর্ণ হয় নাই। তিনি বলিতেছেন, দুঃখী পুত্রেরা ঘরে আসিল; কিন্তু আমার দুঃখিনী কন্যারা কোথায় রহিল? এজন্য পিতা বারম্বার তোমাদিগকে গম্ভীর স্বরে ডাকিতেছেন। ঐ শুন প্রেমময় বলিতেছেন 'কন্যাগণ! তোমরাও আমার ঘরে এস, তোমরাও প্রেমধামে আমার কাছে বসিয়া আনন্দিত হও।" ভগিনীগণ! ভাই বিনীত ভাবে তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার সুন্দর মুখের কথা শুনিয়া যদি হৃদয় শীতল করিতে চাও তবে আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র নয়নকে পরিষ্কৃত কর, এবং কর্ণ উন্মুক্ত কর। ঈশ্বর-দর্শন এবং ঈশ্বর শ্রবণ ভিন্ন আর সুখ শান্তি নাই। তোমাদিগকে দেখা দিয়া তোমাদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য দয়াময় ঈশ্বর ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহার কাছে যাইতে প্রতিদিন তিনি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। বঙ্গবাসিনী নারীগণ! তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে ঈশ্বর তোমাদিগকে এবার বিশেষ রূপে জাগাইতেছেন। আমরা দিন দিন ইহার প্রমাণ পাইতেছি; এই যে ভগিনীরা দিন দিন, সপ্তাহে সপ্তাহে, বৎসরে বৎসরে, আগ্রহের সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য আসিতেছেন ইহা ঈশ্বরের বিশেষ দয়া। যে নির্ম্মল জল পান করিয়া স্বর্গে দেবতারা প্রাণ ধারণ করেন ঈশ্বরের সেই প্রেমবারি এখন তাঁহার এই বঙ্গদেশের কন্যারাও পান করিবেন। ভগ্নীগণ! তোমাদের কাছে এই নূতন পরিত্রাণের সমাচার আসিতেছে। এই বিশেষ সময়ে আর তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিও না। ঈশ্বর তাঁহার পূর্ণ পরিবার গঠন করিবেন। সেখানে তাঁহার পুত্র কন্যা দুয়েরই আবশ্যক। এজন্য তিনি তোমাদিগকে বিশেষ রূপে ডাকিতেছেন, তাঁহার গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ কর। ঈশ্বরের কথা ভিন্ন কোন মনুষ্যের আহ্বান কিম্বা কোন পুস্তক তোমাদিগকে জাগাইতে পারে না। কোন সাধু ভ্রাতা তোমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারিবে না; কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে, একবার যদি তাঁহার আহ্বান শুন তবেই তোমরা জাগিয়া উঠিবে। পিতাকে তোমরা আর অগ্রাহ্য করিও না, দেখ তোমাদের ঘরে কে আসিয়া তোমাদিগকে ডাকিতেছেন; দেখ কে ঐ "প্রেমামৃত হাতে লয়ে হৃদয় দ্বারে দাঁড়ায়ে" সুমধুর স্বরে তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। ভগিনীগণ! তোমাদের প্রাণ ত কঠিন নয়, তোমরা কিরূপে তাঁহার মধুর বচন অগ্রাহ্য করিবে। কোমলতা দিয়া মধু দিয়া তিনি নারী হৃদয় গঠন করিয়াছেন, তোমরা যদি তাঁহার কথায় বশীভূত না হও, তবে কে বলিবে তোমাদের প্রকৃতি কোমল। তোমরাই তাঁহার আহ্বান শুনিয়া আগে মোহিত হইবে, ইহা যেমন তিনি চান আমরাও তোমাদের নিকট সেইরূপ প্রত্যাশা করি। যে দিন দেখিব তোমরাও পিতার চারিদিকে মোহিত হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছ সেদিন তাঁহার এবং আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। পৃথিবীতে কি তোমরা দেখ নাই, যখন মার কাছে কন্যারা আসিয়া বসেন তখন মার কত আনন্দ হয়, আবার মা যখন কন্যাদের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করেন তখন কন্যারা কেমন মোহিত হইয়া যান, ক্রমে ক্রমে

এত মুগ্ধ হন যে অবশেষে জননীকে ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব হয়। কোমল হৃদয়ের কথা শুনিলে কোমল হৃদয় হইতে আপনা আপনি প্রেম উত্থিত হয়। এমন কৃপা সিন্ধু পিতার কথা শুনিয়া যদি তোমাদের হৃদয় বিগলিত না হয় তবে নিশ্চয় বুঝিব তোমাদের মন নিতান্ত কঠোর। যদি বল এখনও তোমরা ঈশ্বরের কথা শুন নাই. ইহা যদি সত্য হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় যাতে সেই কথা শুনিতে পার তাহার চেষ্টা কর। সমস্ত ভারতবর্ষে. সমস্ত বঙ্গদেশে ব্রহ্ম এখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমার কন্যাগণ কোথায় গেল ?" কত দুষ্ট দুশ্চরিত্র নরাধম পুত্রেরাও ঘরে আসিল, আমার কত বিপথগামী পাষাণ হৃদয় সন্তানেরা কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নাম করিয়া ফিরিয়া আসিল. যাহারা নিরুৎসাহ মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তাহাদের অন্তরের উৎসাহ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল. যাহাদের স্বর্গরাজ্য দর্শন করিবার কিছু-মাত্র আশা ছিল না, তাহারাও আমার চরণতলে ভক্তি-ঘাটে বসিয়া মহা কোলাহল করিতেছে।" উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক হইতে নিতান্ত ঘৃণিত, জঘন্য লোকেরাও তাঁহার দিকে দৌড়িতেছে কিন্তু এ সকল আনন্দকর ব্যাপারের মধ্যেও ঈশ্বরের এই কথা শুনি-তেছি। "আমার কন্যাগণ কোথায় !" আমার "কন্যারা কেন এথানে অনুপস্থিত ?" নিতান্ত কুপুত্রেরাও তাঁহার নিকট যাইতেছে. কিন্তু অনেক ভাল স্বভাবের নারী সতী কন্যারাও কেন তাঁহার নিকট যাইতেছে না ? কে তাহাদিগকে বাধা দিতেছে ? ইহা দেখিয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, কন্যাদিগকে ঘরে আনিবার জন্য তিনি বাহির হইলেন। ভগিনীগণ ! ঐদেখ তোমাদিগকে লইয়া যইবার জন্য তিনি আসিয়া ছেন। নিরাশ্রয় দুঃখিনী কন্যাদিগের দুর্গতি দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মেয়েদিগকে ঘরে না দেখিয়া মনে করিলেন অবশ্যই তাহাদিগকে কোন শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছে কিম্বা কোন রাক্ষসী মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া আপনার দাসিত্বে নিযুক্ত করিয়াছে অথবা অন্ধ হইয়া কোন পাপকূপে পড়িয়া আছে। ভগিনীগণ ! কতদিন আর পাপের মো-হিনী মায়ায় পিতাকে ভুলিয়া থাকিবে ? দেখ সংসারা-সক্তি তোমাদিগকে এই পৃথিবীর সঙ্গে এমনই দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছে যে তোমরা বারম্বার চেষ্টা করিয়াও ঐশৃঙ্খল ছেদন করিতে পারিতেছ না। অবশ্যই মধ্যে মধ্যে তোমা-দের ভাল হইবার ইচ্ছা হয়. পিতাকে দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে তোমাদের প্রান কাঁদে; কিন্তু দেখ তোমাদের কেমন ভয়ানক দুর্ব্বিপাক, কেমন বিষম দুর্ঘটনা যে কোন মতেই তোমাদের ইচ্ছা সম্যকরূপে চরিতার্থ হয় না। ঈশ্বর দেখিতেছেন তাঁহার অতিস্নেহেরধন নারী জাতির মধ্যে কোন শত্রু প্রবেশ করিয়াছে; এই জন্যই তিনি কন্যাদিগকে বাঁচাইবার জন্য এবৎসর বাহির হইয়াছেন। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তাঁহার এই বিশেষ কৃপার সময়। অনেক দিন তিনি কন্যাদিগকে ভক্তিঘাটে দেখিতে না পাইয়া এবার বাহির হইয়াছেন। ভগিনীগণ ! এমন দুর্লভ সময় তোমরা অবহেলা করিওনা, পরিত্রাণের বার্ত্তা উপেক্ষা করিনো পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাক, অবশ্যই কোন না কোন দিন তিনি তোমাদিগকে দেখা দিয়া ফেলিবেন এবং সহজেই তোমাদের মন প্রাণ কাড়িয়া লইবেন। হয়ত এক দিন সায়ংকালে যখন ছাদের উপর বসিয়া থাকিবে, তখন দেখিবে আর কেহই কাছে নাই কিন্তু ধীরে ধীরে সেই রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী আসিয়া তোমার নিকটে বসিলেন, বসিয়া বলিলেন. "কন্যা ! আজ তোমাকে একাকিনী পাইয়াছি, এত-দিন কেমন করিয়া আমাকে ভুলিয়া ছিলে, আজ তোমাকে আমার ঘরে যাইতেই হইবে।" পিতার একথা শুনিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারিবে ? তোমার হৃদয় যতই কেন পাষাণ হউক না পিতার কথায় গলিয়া যাইবেই যাইবে। তখন কোথায় থাকিবে তোমার স্বামী, কোথায় থাকিবে তোমার পুত্রকন্যা। দয়ালনামের প্রেম এত প্রবল হইবে যে তাঁহার চরণ ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগিবে না. তখন তোমাদের কোমল হৃদয় আপনা আপনি বলিয়া উঠিবে ;—' চাই দয়ালের নাম চাই প্রেম চাই অভয় চরণ চাই ; আমি সামান্য ধন নাহি চাই, আমি অন্য কিছু নাহি চাই, আমি ওপরশে পবিত্র হতে চাই।" কিম্বা হঠাৎ একদিন নিশান্তে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিবে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই জ্যোতির মধ্যে দেখিবে আর একজনের সুন্দর কিরণ পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে থাকিয়া তিনি বলিতেছেন "কন্যা ! আর নিদ্রা যাইও না, উঠ, তুমি বড় দুঃখিনী আমি জানি, তুমি যে ধনের কাঙ্গালিনী হইয়াছ পৃথিবীতে সে ধন নাই, তুমি যে সুখের জন্য কাঁদিতেছ স্বামী কিম্বা জগতের আর কেহই সেই সুখ দিতে পারে না, তাই স্বর্গ হইতে আমি তোমার কাছে আসিলাম, তোমার বড় রোগ হইয়াছে আমি জানি, আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমার দয়ালনামে তোমাকে ভাল করিব।" এইরূপে হয়ত দিনান্তে কিম্বা নিশান্তে কখন যে তিনি আসিয়া তোমাদিগকে দেখা দিয়া ফেলিবেন তাহার ঠিক না নাই, অতএব তাঁহাকে দেখি-বার জন্য সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এমন সুমধুর নিম-ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিওনা। যখন তাঁহাকে দেখিবে তখন আর বলিতে পারিবে না যে,কেন আমি বঙ্গদেশের স্ত্রীলোক হ-ইয়া জন্মিয়াছিলাম পৃথিবীতে বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকের ন্যায়

দুঃখিনী যে আর কেহ নাই। পিতার কথা শুনিয়া তোমাদের প্রত্যেকেরই এক দিন এই কথা বলিতে হইবে "পিতা! আমি তোমার বড় দুঃখিনী কন্যা; কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল! কেন দুষ্টমতি হইয়া এতদিন তোমাকে ছাড়িয়া ছিলাম, পিতা! আজ তোমার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি আর পাপ করিবনা। এখন দয়া করিয়া তোমার এই পাপিয়সী কন্যাকে তোমার দাসী করিয়া লও।" ভগ্নি এমন কথা আর বলিও না যে তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্য কেহ নাই। এইত যখন বড় কষ্টে পড়িয়া ভগ্নি বলিয়াছিলে, আমার কি কেহ নাই তখনই স্বর্গ হইতে পিতা আসিয়া বলিলেন "কন্যা আমি যে তোমার পিতা তুমি কেন কাঁদিতেছ. আমি তোমাকে রক্ষা করিব, কেননা আমার কার্য্যই এই যাহার কেহ নাই. নিতান্ত দুঃখিনী. অন্ন বস্ত্র পায় না, স্বর্গ হইতে চাউল জল আনিয়া দিয়া আমি তাহার দুঃখ দূর করি। একথা শুনিয়া কি পাষাণ হৃদয় গলে না? পিতার কথা শুনিলেই যে তাঁহার ঘরের দিকে দৌড়িতে হইবে। তোমাদিগকে ব্যস্ত দেখিয়া তখ তোমাদের পিতামাতা এবং ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া বলিবে "কন্যা! ভগ্নি! এমন অল্প বয়সে কোথায় চলিলে. কাহার কথায় ভুলিয়া গেলে, সংসারের এমন সুখভোগ. ধন মান ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, না হয় পরে ধর্ম্ম সাধন করিও।" ঈশ্বরের কথার সঙ্গে কি এসল কথার তুলনা হয়? (আচার্য্য মহাশয় এমনই ভাবের সহিত এসকল কথা বলিতেছিলেন, যে অনেক গুলি ভগিনী হৃদয়ের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া অশ্রুপাৎ করিতে লাগিলেন) ঈশ্বরের প্রেম দেখিলে কি পলকের জন্য কেহ এই ভয়ানক পাপপূর্ণ সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করে? ঐদেখ ভগ্নি! না কাঁদিতে কাঁদিতে কে তোমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন ঐশুন তাঁহার ঘরে লইয়া যাইবার জন্য তোমাদিগকে কত প্রকার মধুর বচন বলিতেছেন এমন পিতার সঙ্গে না যাইয়া কেমন করিয়া এই পাপকূপে পড়িয়া থাকিবে? এখন যদি তাঁহাকে চিনিয়া না লও মৃত্যুর সময় কি হইবে। অতএব এসময় তাঁহার মৃত্যুঞ্জয় নাম স্মরণ কর। তিনি বলিতেছেন, যখন আর কেহই সঙ্গে থাকিবে না সেই মৃত্যুকালে, এবং পরলোকে অনন্তকাল তিনি তোমার কাছে থাকিবেন। ভাল করিয়া তাঁহার কথা শুন। তিনি ভিন্ন সেই অন্তিমকালে কিরূপে এই ভব সমুদ্র পার হইবে? যখন সাগরের ঢেউ দেখিয়া বুক কাঁপিবে, যখন নিজপাপ স্মরণ করিয়া দুধারে নয়ন ধারা বহিবে কে তখন অন্তরের ভয় দূর করিয়া তোমাদের অশ্রুমোচন করিবে? কে তখন নৌকা আনিয়া দিবে? এখন যিনি তোমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন সেই বিপদের সময়েও ইনি ভিন্ন আর কেহই কাছে থাকিবে না ইঁহারই নাম ভবের নাবিক। ইনিই তখন বলিবেন;—"কন্যা! ভয় নাই, এই লও আমার চরণ তরী" অতএব ইঁহার চরণতরী এখনই ভাল করিয়া ধর। অনায়াসে হাসিতে হাসিতে ভব পার হইয়া যাইবে। এবার তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সংকল্প করিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া আনন্দ মনে তাঁহার গৃহে চলিয়া যাও। তাঁহার প্রেমের কথা বলিয়া তিনিই তোমাদিগকে কাঁদাইলেন নতুবা কি তোমরা কাঁদিতে পারিতে? তাঁহার কন্যাদিগকে তিনি আরও কত কাঁদাইবেন কে বলিতে পারে? তোমাদের নিজের ইচ্ছায়ত তোমরা তাঁহার কাছে যাইবেনা তাই স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি বাহির হইয়াছে। এবার তিনি তাঁহার প্রত্যেক কন্যাকে নাম ধরিয়া ডাকিবেন, যখন সেই বিশেষ আহ্বান শুনিবে কেহই আর থাকিতে পারিবেনা। ভগিনীগণ! এই কথা যেন তোমাদের মনে থাকে আমাদের একজন বন্ধু বলিয়াছেন যে "আমাদের স্বর্গীয় পিতা স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে খুঁজিতেছেন। আমরা যে অবস্থায় যে যেখানে থাকি কেন আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন।" ভগিনীগণ! একথা ভুলিও না, পিতা বাহির হইয়াছেন. প্রতীক্ষা কর. হয়ত আজই তিনি তোমাদিগকে দেখাদিবেন, ধন্য আমাদের দয়াময় পিতা!! তিনি আপনি আপনার দয়াগুণে তোমাদিগকে দেখা দিতে আসিয়াছেন। আপনি দেখা না দিলে কি কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়? তাঁহাকে দেখিয়া ভগিনীগণ! তোমারাও সুখী হও আমাদিগকেও সুখীকর। তাঁহার চরণতলে বসিলে তোমাদের আনন্দে আমাদের আনন্দ এবং আমাদের আনন্দে তোমাদের আনন্দ হইবে। আর বিলম্ব করিও না. উৎসাহপূর্ণ হইয়া চল সেই অমৃত নিকেতনে যাই। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা কেহ বাকি থাকিও না সকলে যাত্রী হইয়া চল। দুঃখিনী ভগিনীগণ! পিতা নাই, মাতা নাই, স্বামী নাই, এ সকল কথা বলিয়া আর রোদন করিও না। তোমরা কি দেখিতেছ না তোমাদের কাছে একজন আসিয়াছেন যিনি পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মাতা এবং অনাথের নাথ। বিধবা ভগিনীগণ! তোমরাও আর কাঁদিও না; বিধবা কন্যাদিগের উপর দয়াময়ের বড় দয়া, তাঁহার কাছে যাও পিতাকে দেখিলে আর তোমাদের দুঃখ থাকিবে না। তোমাদের ক্রন্দন তিনি শুনেন দুঃখিনী কন্যাদিগের ক্রন্দনের প্রতি তিনি বধির নহেন। তোমাদের দুঃখ দেখিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন "কোথায় আমার দুঃখিনী কন্যা সকল, কোথায় আমার দুঃখিনী কন্যা সকল।" বলিয়া খুঁজিতেছেন। তোমরা স্বর্গে গিয়া বসিলে তাঁহার কত আনন্দ হইবে। ঐ দেখ, তোমাদের জন্য

তাঁহার ঘরে কত সুন্দর সুন্দর আসন খালি রহিয়াছে। তোমাদিগকে নিয়া তাঁহার কাছে বসাইবেন এই জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন। আমাদিগকেও তিনি এই বলিয়া দিয়াছেন "যখন তোমরা আমার কাছে আসিবে, আমার কন্যাদিগকেও সঙ্গে লইয়া আসিবে।" তাই ভগ্নীগণ! তোমাদিগকে বার বার ডাকিতেছি! তোমরা সকলে এস, একত্রে পিতার কাছে যাই, একত্রে তাঁহার পূজা করি, একত্রে তাঁহার গুণ গান করি, একত্রে তাঁহার সেবা করি। তোমরা আসিলেই আমাদের আশা পূর্ণ হয়, এবং পিতাও দেখিয়া বলিবেন "আমার ইচ্ছা সম্পন্ন হইল আমার পুত্র কন্যা সকলেই ঘরে আসিলেন।" পিতার আহ্বানে তোমাদের হৃদয় বিগলিত হউক, তাঁহাকে দেখিয়া তোমাদের মুখ সমুজ্জ্বল হউক, এবার পিতাকে ধরা দাও, আর পলায়ন করিও না, আর আত্ম গোপন করিও না, তোমাদের প্রত্যেকের নাম তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া লইতে দাও। পিতার ঘরে যত খালি আসন আছে, সেখানে গিয়া তোমরা বস। ভাই ভগ্নি মিলে দয়াময় পিতার নাম কীর্ত্তন কর। ভগ্নীগণ! যে দিন দেখিব তোমরাও ব্রহ্মের ঘরে প্রবেশ করিলে, নর নারী সকলে এক প্রাণ হইয়া ঈশ্বরের চরনতলে বসিলেন, সেদিন আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। সেদিন ব্রাহ্মগণের জয় ধ্বনিতে জগৎ কাঁপিবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসবের নূতন বিধান।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথার প্রয়োজন করে না, যত ইহার গভীরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরের সহিত সমস্ত জীবনের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাঁহাতে স্থিত থাকা আবশ্যক। সুপরিষ্কৃত সুমন্দ সমীরণের মধ্যে কখন্ যে সৌরভ আসিয়া হৃদয়কে শীতল করে তাহা কে বলিতে পারে? উৎসবে কল্পনার অতীত ঈশ্বরের সুন্দর ভাব, গভীর সম্বন্ধ, গূঢ়তর সত্তা সাধকদিগের চিত্রপটে প্রতিভাত হইয়া উপাসনার মাধুর্য্য প্রদর্শন করে। এবারকার উৎসব যাঁহারা সম্ভোগ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, প্রকৃত উপাসনার আস্বাদন কি। তোমার উপাসনা যদি সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট না হয়, ইহার আকর্ষণ সকল আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল না হয়, সকল প্রলোভন অপেক্ষা উপাসনার প্রলোভন অধিকতর না হয় তবে তুমি আমাকে লইয়া এই পাপ প্রলোভন পূর্ণ সংসারে থাকিতে পারিবে না, প্রতি সন্তানকে তিনি এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। যে উপাসনাতে পাপ যায়, অন্তরস্থ সমস্ত রিপু সুশাসিত হয়, ঈশ্বরের সহিত নয়নে নয়নে সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার সকল কথাই শ্রবণ করিয়া আত্মা চিরক্রীত দাসত্বে বদ্ধ হয় এবার উৎসবে তিনি সেই উপাসনার আলোক প্রদান করিয়া গেলেন। উপাসনা বিহনে ব্রাহ্মেরা হাহাকার করিতেছিলেন। কত লোক যে উপাসনা বিহনে অবিশ্বাসী হইয়া গেল, কত লোকে সংসারের স্রোতে পড়িয়া পৃথিবীর আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা বহুতর মানিল, কতলোক সমাজ সংস্কারের ভাণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, অনুদারতা বলিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এমন উপাসনার অমৃত তিনি উৎসব ক্ষেত্রে বিতরণ করিলেন।

বস্তুতঃ বলিতে কি ব্রাহ্মেরা উপাসনা করিতে তত ভাল বাসেন না, এই কারণেই তাঁহাদের এত দুরবস্থা। যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারাও আবার কোন মতে নম নম করিয়া পূজা সারিতে চেষ্টা করেন। দুই পাঁচ মিনিট হয়ত উপাসনা করিতে কেহ কেহ বসিলেন; কিন্তু মনে দুই চারিটী যেরূপ ভাবোদয় হয় তাহাই উপাসনা সিদ্ধান্ত করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। এমন যে সরস স্বর্গীয় উপাসনার আভাস লাভ করা গেল, সাধন বিনা ইহার সৌন্দর্য্যত অধিক দিন থাকিবে না, শীঘ্রই বিনষ্ট হইতে পারে। এজন্য নির্জনে গূঢ় রূপে উচ্চ ভাবে আরাধনাটী করিতে হইবে। প্রতি ব্রাহ্মকেই প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের সমুদায় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিমগ্ন হইতে হইবে আমরা জানি যে এই ভাবে অতি অল্প লোকই উপাসনা করেন। সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার যাবতীয় স্বরূপ অন্তরে প্রতীতি করিয়া তাঁহার সত্তার গভীর-

তার মধ্যে প্রবেশ কর আনন্দ আর হৃদয়ে ধরিবে না। অতএব "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ইহার সমুদায় ভাব প্রতি দিনের উপাসনার মধ্যে প্রতীতি করিতে হইবে। ঈশ্বর যে সময়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন প্রতি উপাসকের পক্ষে তাহাই আদর্শ; তাহাই ব্রাহ্মের আশা, তাহাই প্রতি জনের নির্ভরের স্থল। তাহার প্রতি আত্মার চক্ষু নিপতিত হইলে ভক্তি প্রেমে হৃদয় ভাসিয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মগণ! প্রতিদিন যে আরাধনা করিতে হইবে, ঐ মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত স্বরূপের সহিত আত্মার বিশেষ যোগ অনুভব করত উপাসনা সাধন করিতে যত্নবান হও। আপনার রঙ্গ দিয়া ঈশ্বরকে হৃদয়পটে চিত্রিত করি বলিয়া তাঁহার মুখ ঢাকা পড়িয়া যায়। যাহা হউক এবারকার উপাসনার সাধন বিশেষ প্রয়োজন। ব্রাহ্মগণ! যেন আরাধনাটী নিত্য গভীর রূপে সম্পন্ন হয়, ভাল আরাধনা না হইলে গূঢ় প্রার্থনা অসম্ভব। ভাল আরাধনা• ঈশ্বরকে ধারণ করিবার ক্ষমতা। অন্তরে ধারণা শক্তি জন্মিলে উপাসনার সকল দিকেই সুবিধা হইয়া আসে। কেবল চিন্তা করিলেই যে গভীরতর আরাধনা করিতে পারা যায়; তাহা নহে কিন্তু যখন তিনি প্রকাশিত হন সেই সময়ে সমুদায় আত্মার সহিত তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহা হইলে উপাসনার কত দূর মধুরতা তাহা দিন দিন অনুভব করিতে পারিবে। কেবল তাঁহার কৃপার ভিখারী হও, তোমার সমস্ত বিঘ্ন বাধা বিদূরিত হইবে। ঐদেখ তাঁহার আলোক আসিতেছে, আপনার আত্মা খুলিয়া রাখ। সত্য চিন্তা, সত্য কার্য্য সত্য কথা সত্য আশ্রয়, সত্য ভাবনা সকলই সত্যে পরিপূর্ণ কর, তুমি চিন্তা করিয়া যে উপাসনা করিতে অক্ষম তাঁহা ঈশ্বর স্বয়ং কৃপা করিয়া তোমাকে প্রদর্শন করিবেন। উপাসনার শাস্ত্র পাঠ কর, আরও নূতন অমৃত বর্ষিত হইয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিবে।

ভক্ত সঙ্গে উপাসনা করা এরূপ উপাসনার আর একটী সাধন। পিতার মুখচ্ছবি আরও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। তাহা যত দেখিবে ততই আত্মার নিকট আরও নূতন বলিয়া প্রতীত হইবে। এজন্য ভক্তবৃন্দ সহযোগে যে উপাসনার মাধুর্য্য আস্বাদিত হয় তাহা মানবাত্মার পরস্পর সম্বন্ধজনিত ঘণীভূত পবিত্র ভাব ও ঈশ্বরের সুমধুর বিধান। অতএব ব্রাহ্মগণ! ভক্তসঙ্গে সেই ভক্তবৎসলকে হৃদয়ের সহিত ডাক। জীবন যে উপাসনার জন্য লালায়িত তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। আমরা কতক পরিমাণে ইহার ফল দেখিতেছি এই সুবিস্তীর্ণ ভারতের যেখানে যত ব্রাহ্ম আছেন তাঁহারা সকলে এইরূপে ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকুন। এক উপাসনাতেই ভারতের সমুদায় পাপ ভস্মীভূত হইবে, ইন্দ্রিয় সকল সুশাসিত হইবে, মনুষ্য প্রেম যোগ সম্বদ্ধ হইবে, ঈশ্বরের গৃহ-শান্তির আলয় হইয়া প্রতিব্রাহ্মের হৃদয়ে সংস্থাপিত হইবে। ব্রাহ্মগণ! এবার চক্ষু থাকে ত দেখ কর্ণ থাকে ত শুন। পিতার প্রেমরাজ্য শীঘ্র অবতীর্ণ হইবে। কেবল এই স্বর্গীয় উপাসনা সাধন কর। আমরাও বাঁচিব ব্রাহ্মসমাজও জগৎকে জীবন দান করিবে। সেই প্রেমময় প্রতিব্রাহ্মের গৃহদেবতা হইয়া তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করুন!

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক দুর্ঘটনা।

নূতন বৎসর পড়িতে না পড়িতেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক ভয়ানক শোকাবহ ঘটনা হইয়া গেল। বিদেশস্থ স্বদেশস্থ ব্রাহ্মগণ শুনিলেই অবাক্ হইয়া যাইবেন। যে কেহ হউন সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলে আমরা মনুষ্য বিশেষের মুখাপেক্ষা করিব না। সম্প্রতি কলিকাতা সমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পুত্রের উপবীত সহকারে

উপনয়ন দিয়াছেন, এবং তিনি স্বয়ং আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কি সর্ব্বনাশ! আপাততঃ একথা যে বিশ্বাসই হয় না; কিন্তু ব্রাহ্মগণ! আর কি বলিব তিনি ব্রাহ্মসমাজের এত সেবা করিয়া শেষে তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলেন? তিনি এতদিন সত্যের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া অবশেষে নিজেই সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিলেন? তিনি এত সাধক হইয়া অবশেষে কি না ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিলেন? হায়! তাঁর দ্বারা এই ভয়ানক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল? কি দুঃখের কি লজ্জার বিষয়! তিনি বার্দ্ধক্যে বিজ্ঞতায় পরিণত হইয়াছেন, গভীররূপে সাধন ভজন করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই মন সহজেই শঙ্কিত হয়। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে তাঁহার নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী, তাঁহার নিকট আমরা উপাসনা বিষয়ে অনেক শিক্ষা করিয়াছি। অনেক তাঁহার সদ্গুণ, অনেক তাঁহার সাধুতা, অনেক বিষয়ে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এই ভয়ানক অসদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তাহা কি সহ্য করা যায়? যখন দেখি যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা হইয়া ত্রিশ বৎসর ইহাকে রক্ষা করিয়া আসিলেন স্বয়ং উপবীত পরিত্যাগের বিধি দিয়া অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচলিত করিলেন, অবশেষে কি না তিনি হিন্দু সমাজের পদানত হইলেন? তখন সমস্ত শরীর মন উত্তেজিত হইয়া উঠে, আবার যখন দেখি যে তিনি সাধক হইয়া সত্যের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াও এই ভয়ানক জঘন্য কার্য্য করিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তে শত শত দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মের সর্ব্বনাশ হইবে তখন হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়, অশ্রুপাত না করিয়া আর থাকা যায় না। অত্যন্ত উপাসনাও হইতে পারে আর এই গুরুতর পাপকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতে পারে দেবেন্দ্র বাবু যে উপাসকদিগের মনে চিরকালের জন্য এই সংশয় জন্মাইয়া দিয়া গেলেন, উপাসনা ও জীবন স্বতন্ত্র, জীবনের সহিত উপাসনার কোন যোগ নাই এত দিনের পর এই তিনি প্রচার করিলেন, স্বয়ং উপবীতাদি সমস্ত পৌত্তলিক অনুষ্ঠান গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন, আবার নিজেই এক একটী করিয়া গ্রহণ করিতেছেন? তবে ব্রাহ্মজগতে বুঝি সত্য নাই, সরলতা নাই, বিশ্বাস নাই, পবিত্রতা নাই এইটী কি প্রতিপন্ন করা হইতেছে না? ব্রাহ্মগণ কি দুঃখে অশ্রুপাতে ও উৎসাহে এই সত্যের অপলাপ প্রতিবাদ করিবেন না? অসত্য অন্যায়াচরণ দেখিলে যদি মনে ঈশ্বরের জন্য দুঃখ উদিত না হয় তবে নিশ্চয় জানিব যে ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাপি পুণ্যের আস্বাদন পান নাই। ব্রাহ্মগণ! দেবেন্দ্র বাবু প্রধান আচার্য্যও সাধক হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম, পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে দোষ নাই, কপটতা দূষণীয় নয় এই মত স্বীকার করিয়া কি তোমরা ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া যাইবে? ব্রাহ্মসমাজের সেই পুরাতন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল, এত দিনের উন্নতি একেবারে বিলুপ্ত হইল। আর কি বলিব, দেবেন্দ্র বাবুর এই কার্য্যে আমরা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। কেন তাঁহার কি প্রার্থনার বল নাই? ঈশ্বর কি তাঁহার সঙ্গী নহেন? তবে কি জন্য তিনি ভীত হইলেন? ব্রাহ্মগণ! তোমরা পরিষ্কার করিয়া বল ব্রাহ্ম থাকিতে চাও কি হিন্দু হইতে চাও, বল যাহা করিবে তাহা একটী দৃঢ় মত স্থাপন করিয়া সংসাধন কর। হিন্দুও থাকিব অথচ ব্রাহ্মও হইব এরূপ প্রতারণা যেন আর ব্রাহ্মসমাজে না আসে। যিনি সত্যের প্রাণ তিনিই ব্রাহ্ম সমাজকে অসাধুতা পাপ, অসত্য হইতে রক্ষা করুন। যিনি উপযুক্ত সময়ে দেবেন্দ্র বাবুকে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিপোষণ করি-

য়াছেন তিনিই তাঁহার এই ভয়ানক পতন প্রদর্শন করুন।

সম্বাদ।

উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করাতে এবার ১৬ ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের পত্রিকা একত্র প্রকাশ করা গেল। প্রথম ফর্ম্মায় বৃহস্পতিবারের পরিবর্ত্তে ১লা মঙ্গলবার হইবে।

এবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে সাম্বৎসরিক উৎসব সময়ে শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রথমে শঙ্খধ্বনি ও যবনিকার মধ্যে বেদ পাঠ হইত আবার কি পুনরায় পূর্ব্বতন অবস্থা আসিবে? আমরা প্রস্তাব করি এবার হইতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ যেন সমস্বরে একত্র উপাসনা না করেন। তাহা হইলে চূড়ান্ত হয়। আমরা কলিকাতা সমাজের দিন দিন হিন্দুয়ানির বাড়াবাড়ি দেখিতেছি। ব্রাহ্ম মাত্রেরই ইহা নিতান্ত দুঃখের কারণ সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে এত আঘাত কেন?

আমাদের শ্রদ্ধাভাজন কুমারী কলেট ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। তিনি অল্পের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ঘটনাবলি এমন করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ব্রাহ্মেরাও ব্রাহ্মসমাজের বিষয় এতদূর অবগত নহেন, আর তিনি অতি দূরস্থ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থার ভিতরে কতদূর প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের অনেক উপকার করিতেছেন।

ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে, উৎসবের পূর্ব্বে ম্যাঙ্গালোর হইতে তাড়িত যোগে সম্বাদ আসিয়াছিল, "দুঃখী ম্যাঙ্গালোরকে উৎসবের সময় স্মরণ করিবেন।" আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃভাবের কি সুন্দর অবস্থা! সমস্ত ব্রাহ্মদিগের সহিত যখন এই রূপ যোগ হইবে তখনই ব্রাহ্মদিগের প্রকৃত সম্মিলনের চিহ্ন দেখিতে পাইব।

সম্প্রতি লর্ডলরেন্স টাইম্স পত্রিকায় ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবন্ধক কি এ সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে ব্রাহ্মসমাজই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্মে আর লোক দীক্ষিত হইতেছে না। আমরা জানিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের সার গ্রহণ করিয়া উচ্চস্থানে উপবিষ্ট সুতরাং লোকে আর মৃতধর্ম্ম লইয়া মরিবে কেন?

গত ২২ শে মাঘ, ইটালি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তনও হইয়াছিল।

এবার প্রয়োজনানুসারে অল্প সংখ্যক প্রচারক কলিকাতায় অবস্থিতি করিবেন। আর আর সকলে শীঘ্রই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারে বাহির হইবেন। যেরূপ চারিদিকের অবস্থা তাহাতে উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের নাম প্রচার করিলে নীরসভাব অনেক দূর হইবার সম্ভাবনা।

এবার মাঘোৎসব উপলক্ষে মফস্বলের এ সকল স্থানে বিশেষ উপাসনা ও সঙ্কী[illegible]হইয়াছিল। বালেশ্বর, ঢাকা, গৌহাটী, দেরাডুন, চট্টগ্রাম, ও ময়মনসিং। উৎসব সময়ে সমস্ত দেশ একবারে ব্রহ্মনামে মাতিয়া যায় এই আমাদের অভিলাষ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ ১৭৯৪ শক।

আয়।

	ভাদ্র	অগ্রহায়ণ	পৌষ
দানসংগ্রহ	২৭।৶১০	৭৸৹	৭।/৫
নির্দ্দিষ্ট আসন	৫১।০	৭০।০	৪০৲
	৭৮৸৶১০	৭৬।০	৪৭।/৫

ব্যয়।

প্রচার	২৫৲	১৭।৶১০	১৩॥/০
আলোক	১৩৸৶০	১৯।০	১৭৶১৫
বেতন	২৫৶১৫	১৬৲	১৭॥/১৫
দ্রব্যাদি ক্রয়	১২৲	১০৲	৩৶০
ক্ষুদ্র ব্যয়	৭/১০	১০৸৹	
	৮২।৫	৭৩॥৶১০	৫১॥/১০

৯৩ শকের মাঘ হইতে ৯৪ শকের পৌষ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

	আয়।	ব্যয়।
পূর্ব্ববর্ষের স্থিতি	৮।৷৴১০	
মাঘ	২০৩৴১৫	১২১॥৴৫
ফাল্গুন	৭৫৴০	১১১৷৴১৫
চৈত্র	৬৫৸৴১০	১০৪৸১০
বৈশাখ	৫৬।১০	২৮৷৴০
জ্যৈষ্ঠ	৫২৸০	৭৪৸৶০
আষাঢ়	৪১৲	৪০॥৶১৫
শ্রাবণ	৫৮৲	৬৭।৶১৫
ভাদ্র	৭৮৸৶১০	৮২৸৫
আশ্বিন	৬০।০	৭৯৷৴৫
কার্ত্তিক	৪৫৶৫	৬৩৷৴১৫
অগ্রহায়ণ	৭৬।০	৭৩॥৶১০
পৌষ	৪৭।/৫	৫১॥/১০
	৮৪৮৸৴৫	৯৬১॥৫

ঋণ।

ব্রহ্মমন্দিরের ঋণ পরিশোধার্থ সাহায্য দান।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১
" দিবাকর শর্ম্মা ৷৷০
" তুলসীরাম তেওয়ারি ... ৷৷০
" মহেন্দ্রনাথ সিংহ ... ৷৷০
" শ্যামাচরণ সেন ৫
ও তাঁহার স্ত্রী (তেজপুর আসাম) ১
" বলাইচরণ সেন (বেরেলি) ... ১০
" শম্ভুনাথ মল্লিক ৫০
" হরচন্দ্র মজুমদার (লাহোর) ... ৭
" জগবন্ধু লাহা (বরিসাল) ৫
" রাজেশ্বর গুপ্ত (চট্টগ্রাম) ... ৩
" জয়গোবিন্দ চৌধুরী ... ১
" আশুতোষ মল্লিক ২৫
" অতুললাল দে ৬
" কালীনাথ বসু ১২
" রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১
" প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ১
" প্রসন্নকুমার ঘোষ ৪
" দুর্গাদাস দত্ত ২
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২
" দ্বারকানাথ সেন ২
" গঙ্গাদাস সেন ১
" যদুনাথ সেন ১
" প্যারীমোহন বসু ... ৫
" গঙ্গানারায়ণ বসু ২
" রাখালচন্দ্র বিশ্বাস ... ৫
" মনিলাল কয়াল ৬
" ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ৫
" রাজমোহন বসু ১
" নীতিকণ্ঠ মল্লিক ৫
" শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ১৫
" প্রসন্নকুমার ঘোষ (মুঙ্গের) ... ১০
" মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কুণ্ডিগোপালপুর)... ৫
" একজন ব্রাহ্ম (কুণ্ডিগোপালপুর) ১
" কেদারনাথ রায় ... ১০
" হরনাথ দাস (রঙ্গপুর) ... ৩
" দীননাথ গুপ্ত (হাজারিবাগ) ... ১
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ৩
" কালিকুমার মুখোপাধ্যায়
(ডেরাডুন) ... ৫
" অভিমুক্তেশ্বর সিংহ ... ১৫

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় ... ২
" অঘোরনাথ ঘোষ ২
" কান্তিমোহন দাস ১
" একজন ব্রাহ্ম (ময়মনসিংহ) ... ১০
" গোপীকৃষ্ণ সেন ৫
" বেণীমাধব মজুমদার ৪
" কালীকুমার সিংহ ৩২
" ভুবনমোহন সেন ৫
" রত্নমণি গুপ্ত ৫
" দয়ালকান্ত ঘোষ ... ৫
" নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩
" গিরীশচন্দ্র দাস ... ৪
" নবীনচন্দ্র রক্ষিত ৩
" নবীনচন্দ্র সেন ১০
" ত্রৈলোক্যনাথ সিংহ (দমদমা) ... ১
" দুর্গাকুমার বসু (শ্রীহট্ট) ... ৩
" শিবচন্দ্র সেন (লাহোর) ৮
" গুরুপ্রসাদ সেন ... ২০
" নবীনচন্দ্র দে (বাঁকিপুর) ... ১০
" সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
(গাজিপুর) ২০
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত ৫
" কালীমোহন ঘোষ (ডেরাডুন) ... ৫
" পার্ব্বতীচরণ ঘোষ ৫
" সতীনাথ রায় ২
" কালীমোহন মুখোপাধ্যায় ... ৫
" ললিতমোহন রায় ৩
" চন্দ্রমোহন রায় ২
" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪৷৷০
" কৃষ্ণকান্ত দাস ১০
" কৈলাসচন্দ্র সাহা (হাটখোলা) ... ২
" রাধাগোবিন্দ সাহা ২
" অক্ষয়কুমার কর্ম্মকার ৩
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত ৫
" গোপীমোহন ঘোষ ৫
" বিশ্বম্ভর ঘোষ (শিবপুর) ... ৫
" কৈলাসচন্দ্র নন্দী (ঢাকা) ... ১০
" লাডলীমোহন ঘোষ (ভাগলপুর) ৫
" দ্বারিকানাথ রায় ২
" মথুরমোহন ঘোষাল ৩
" দেবেন্দ্রনাথ রায় (টাঁকি) ... ৩৫
" ভগবান্‌চন্দ্র বসু (বর্দ্ধমান) ... ২০

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬ষ্ঠ ভাগ।
৪ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, বুধবার ১৭৯৪ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ৩।০

সত্যই প্রকৃত বল।

মনুষ্যের ভয়ানক গভীরতর পতন দেখিলেই লোকের মনে যে সংশয় উপস্থিত হয় ইহা অপরিহার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে অল্প দিনের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব পতন পরিলক্ষিত হইল তাহার কি কোন মূল নাই? নিশ্চয়ই আছে। এক জন ধর্ম্মের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রচারক ব্রত পর্য্যন্ত অবলম্বন করিলেন, তিনিই আবার সংসারের চরণে আত্ম বিক্রয় করিয়া শেষে কর্ত্তা ভজা হইলেন। এক জন জাতি ভেদ অস্বীকার করিলেন, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইলেন এবং অবশেষে পৌত্তলিকতার চরণে দাসত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাত সামান্য ঘটনা। আর এক জন ঈশ্বর যাঁহাকে মনোনীত করিয়া যাঁহার হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার অর্পণ করিলেন, যিনি প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া আসিলেন, অর্থের দ্বারা মনের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন, কত প্রকারে সাধন করিলেন, কত ধ্যান করিলেন, ধর্ম্মের জন্য অনেক পরিত্যাগ করিলেন; সর্ব্ব শেষে তিনিই আবার ক্রমে ক্রমে অসত্যের পদানত হইলেন। এই সকল অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে নানাবিধ আন্দোলন ও তর্ক উপস্থিত হইতেছে। খৃষ্টীয়ানেরা মনে করিতেছেন, আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে আত্মপ্রত্যয় অথবা সহজ জ্ঞানের উপর কি কখন ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে? বিশৃঙ্খলা, বিবাদ বিসম্বাদ, বিপদ, অস্থিরতা, মনের পরিবর্ত্তন পদে পদেই ঘটিবে। অতএব ঈশ্বর প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মমতের স্থিরতা নাই। চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকে ভাবিতেছেন, ব্রাহ্মেরা কেন বৃথা গোল করিয়া মরিতেছে, সত্যের ত কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ নাই? তুমি যাহাকে সত্য বল, আমি তাহাকে মিথ্যা বলি, আমি যাহাকে সত্য বলি তুমি আবার তাহাকে মিথ্যা বল। অতএব বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে মতামত সিদ্ধান্ত হইবার নহে। হিন্দুরা মনে করিতেছেন, যাহাই কর না কেন, নিরাকার ঈশ্বরকে একেবারে উপলব্ধি করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কেন যে পৌত্তলিকতাকে ধর্ম্মের সোপান স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন তাহার অর্থ আছে, দেখ তোমরাও অশান্তি অন্ধকারে ক্লেশ পাইতেছ বলিয়া এক একটী করিয়া সকলই গ্রহণ করিতেছ। পলায়োন্মুখ ব্রাহ্মেরা ভাবিতেছেন

যে, উপাসনা ও প্রার্থনা কেবল কল্পনা; এক আদ বার ব্রাহ্ম সমাজেও যাইব আর এ দিকের ক্রিয়া কলাপাদিও রক্ষা করিব; আমিত বিশ্বাস করি না, তবে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি করিতে বাধা কি?

এ সকল কথা আমরা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। কেন না ইহার অভ্যন্তরে গভীর অর্থ আছে। খৃষ্টীয়ানেরা যদি ব্রাহ্মদের জীবনের দ্বারা বুঝিতে পারিতেন যে পুস্তক ব্যতীত ব্রাহ্মদের জীবন্ত সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ আছে, তাহা হইলে এরূপ কথা বলিতে তাঁহাদের সাহস হইত না। যাহা হউক ব্রাহ্মদের বিশ্বাসের মধ্যে কি এমন কোন ঐশিক প্রমাণ নাই, যাহা চিরকালের জন্য অকাট্য? আধ্যাত্মিক জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে কি প্রতীত হয় না যে তাহার এক একটী বাস্তবিক ভাবের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইলে পৃথিবীর সর্ব্বস্ব অকাতরে পরিত্যাগ করা যায়? মনুষ্যের অবমাননার তীব্র বাণ তাহাকে আঘাত করিতে পারে না, স্তুতির বিমোহন সুমিষ্ট স্বর তাহার চিত্তকে চঞ্চল করিতে সমর্থ হয় না? বাস্তবিক ঈশ্বরের ধর্ম্মজগৎ কি প্রত্যক্ষ ও কি সুন্দর! ইহা কেবল আত্মার গূঢ় স্থানে বিদ্যমান; সেই স্থানে যাহার নিরন্তর বসতি তাহার নিকট কি কোন বাহ্যিক লক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? ব্রাহ্মেরা কি সেই রাজ্যের প্রজা? তাহা হইলে এরূপ অস্থিরতা কেন? মনোরাজ্যে যে অদৃশ্য পুরুষ বাস করেন তিনি কি ভৌতিক জগৎ অপেক্ষা সত্য নহেন? শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বস্তুর গুণ ও ক্রিয়াকেই সত্য,—অভ্রান্ত সত্য বলিতে কি কুণ্ঠিত হন? তবে মনোরাজ্যের অভ্যন্তরে যাঁহার কার্য্য ও বিশ্বের অন্তর্দেশে যাঁহার প্রত্যক্ষ হস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা সত্য পদার্থ আর কি আছে? ব্রাহ্মদের সংশয় কোথায়? বস্তুতঃ ঈশ্বরতেই এখনও অনেক সন্দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সত্যের বল অনন্ত, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিলে, তাঁহাতে নির্ভর হইলে তাঁহার সহিত আত্মার যোগ হইলে তাহার বল কি সামান্য? লোক স্তব্ধ হইয়া যায়, সকল দুর্ব্বলতা দুরীকৃত হয়; সত্যসাগরে হৃদয় ভাসমান হয়; সে মনে চঞ্চলতা নাই, পশ্চাদ্গমন নাই। এই সত্যসাগরের এক বিন্দু জল পান করিলে, মোহতৃষ্ণা বিদূরিত হয়, কল্পনা ভ্রম ছায়া আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। ঈশ্বরকে ক্রমাগত চিন্তা করিলেই যে সত্যরূপে তিনি প্রতীত হয়েন তাহা নহে। যে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহাকে ডাকে তাহার নিকটেই সেই সত্যের আলোক প্রকাশিত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে যাঁহারা পশ্চাদ্গমন করিতেছেন সে কেবল তাঁহাদের নিজের দোষেই ঘটিতেছে! যাঁহারা কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সামান্য কারণে অস্থিরবুদ্ধি হন। সত্যের বাস্তবিক অপ্রতিহত জ্যোতিতে যাহার চিত্ত আলোকিত হইয়াছে তাহার জীবন উন্নতিশীল এবং ধর্ম্মের সার পূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রধান লোকের পতনে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে সত্যস্বরূপ পবিত্র ঈশ্বরের জীবন্ত উপাসনা থাকিলে ঈদৃশ পতন তাঁহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না? আমাদের এ কথা বলাতে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা প্রকৃত সত্য। চিন্তাগত কল্পনাগত কিম্বা শরীর গত ধর্ম্ম সাধনই মহা অনিষ্টের মূল। যে সকল ব্রাহ্ম এই রূপে সাধন করেন, তাঁহাদের উপাসনা ও জীবন কখনই এক হইবে না, তাঁহাদের নিকট ভাব ও কার্য্যের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। যিনি ইচ্ছাতেও সত্য, চিন্তাতেও সত্য, কার্য্যেও সত্য, ভাবেতেও সত্য; সেই পূর্ণ সত্যকে যাঁহারা উপলব্ধি করেন তাঁহারা জীবনের সকল ঘটনাতে সত্যের অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রত্যক্ষ ব্যাপারের উপর তাঁহাদের জীবন

সংস্থাপিত। আমরা সত্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে এই সকল লোকের মনে কল্পনা বিচিত্র রূপে কার্য্য করিতেছে; সেই জন্য, তাঁহাদের জীবনে শান্তি নাই, পুণ্যবল নাই, সত্যের প্রতি অনুরাগ নাই। সুতরাং সাংসারিকতা আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করে। পরিণামবুদ্ধি, বহুশাস্ত্র দর্শন ভাণ, স্বজাতীয়তা রক্ষা, সমাজভয়, প্রভৃতি অনেক শত্রু হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের গৌরব বিনাশ করে। ব্রাহ্মেরা এই রূপে দিন দিন পতিত হইতেছেন। তবে অনেকে একথা বলিতে পারেন যে, যখন মনুষ্য ভ্রম সঙ্কুল তখন সকলের পক্ষেই একথা সঙ্গত হইতে পারে। আমরা কাহারও বিষয় বলিতে চাহি না; কিন্তু একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, যখন হৃদয়ের পবিত্র উৎসাহ, উপাসনার সরস ভাব, ধর্ম্ম জীবনের গভীর সংগ্রাম, অটলতা ও নির্ভীকতা আর পরিলক্ষিত হয় না তখনই বুঝিব তাঁহার উপাসনার গোল লাগিয়াছে। সেই পূর্ণ পবিত্র সত্যের চির আধার ঈশ্বরের দর্শন হইলে কি হৃদয়ে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে? যাহার আত্মা সেই দর্শন পায়, তাঁহার উপাসনাতে লোক মোহিত হইয়া যাইবে, দেশ সত্যের জন্য উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে, ধর্ম্মের যে কথা বলুন, ভাবসমুদ্র নব নব ভাবে উথলিত হইবে। সত্যের উন্নতিই সমাজের উন্নতি, সত্যের বলই সমাজের বল। সত্যই তাঁহার সুখ, সত্যই তাঁহার আশা। জনসমাজের সাময়িক বিরক্তি বা বিদ্বেষ সত্যকে আরও সমুজ্বলিত করে, ধর্ম্মরাজ্যে লোকের সাময়িক গমনাগমনের উপর তাঁহার জীবনের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে না। তিনি জনসমাজের বাহ্যিক সন্তোষে ভুলিতে চাহেন না, মতের অনুসরণেও আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন না। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তিনি নিয়ত ধর্ম্মজগতে বিচরণ করেন। সংসার, কার্য্য, লোকের সহিত ব্যবহার, এই সমস্ত বিষয়েই তিনি উপাসনার অবস্থা সম্ভোগ করেন। আমরা নিশ্চয়ই একথা বলিব যে ভাল গভীরতর উপাসনা না হইলে যত বড় ব্রাহ্ম কেন হউন না তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন ও পতন হইবেই হইবে। ভাল উপাসনা বিনা সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। চিন্তাশীল শিক্ষিত, কি খৃষ্টীয়ানগণ সত্যের এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও পরাক্রম অনুভব করিতে পারিবেন না। কেন না আত্মার অতি গোপনীয় স্থানে সত্যের প্রতীতি, সেই স্থানে প্রবিষ্ট না হইলে কে তাহার আস্বাদন পাইবে? আমরা বারম্বার এই কথা বলিব যে ভাল করিয়া উপাসনা কর, নিশ্চয়ই অন্য এক অপূর্ব্ব রাজ্যে গমন করিবে। সেই স্থানে গেলে জীবনের সমস্ত বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সেখানে সুখের আস্বাদন, আশার আলোক, আত্মার বল, ধর্ম্মনীতি, চরিত্রের সংগঠন এ সকলই স্বর্গীয় ভাবে নূতনতর হইবে। আর বলিও না যে এরূপ করা উচিত নহে, তোমার আপনার পতনকে উন্নতি বলিও না, হে ব্রাহ্ম! বল যে আমি আর উপাসনা করিতে জানি না, ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতে পারি না।

হে প্রভো! দুঃখের কথা আর কি বলিব! লোকের যখন পতন হয়, তখন আবার তাহা গর্ব্বিত ভাবে সত্য বলিয়া সমর্থন করিতে ইচ্ছা হয়। যখন তোমা হইতেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারি তখন এ নিদারুণ কথা বলিতে আর ইচ্ছা কেন না হইবে? হে প্রভো! ব্রাহ্মসমাজকে পতন হইতে রক্ষা কর। যাঁহাদের দৃষ্টান্ত লইয়া কত লোক ধর্ম্মপথে চলিতে চায় তাঁহাদিগকে তুমি তোমার সত্যে মোহিত করিয়া দেও।

কপটতা।

কপটতাই ধর্ম্ম জগতের সর্ব্বনাশ করে। সকল সম্প্রদায়ের ইহাই পতনের কারণ। মুখে

এক প্রকার, বাক্যে অন্য প্রকার, কার্য্য একরূপ ইচ্ছা অন্যরূপ, চিন্তা একবিধ, লক্ষ্য অন্যবিধ এই অবস্থাই, মনুষ্যের অতি শোচনীয়। এই অপরাধে ব্রাহ্মদিগেরও সর্ব্বনাশ হইতেছে। প্রার্থনা করিতে শিখিয়াও হৃদয় ইচ্ছার দোষে অভিপ্রায়ের দোষে আর ভাল করিয়া প্রার্থনা করিতে পারে না। কপট হৃদয় প্রণালীর অনুরোধে কিছুদিন কোন মতে উপাসনাতে জীবন কাটায়, কিন্তু অবশেষে আপনার প্রিয় দেবতার চরণে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তখন সে মুখে আপনার বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চায়। লোকে ঈশ্বরকে কয়দিন প্রতারণা করিতে পারে? সে ঈশ্বরের বিধানের মধ্যে পড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু আত্মার লক্ষ্য ও ইচ্ছা অন্যরূপ এজন্য তাঁহার আলোক সে অনুভব করিতে পারে না। সত্য দেখিলেও দশজনের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সে আপনার পক্ষে কি শুভ আসিল তাহা দেখিতে সমর্থ হয় না। এখন বড় বড় বিষয় লইয়া অনেকে আলোচনা করিতে চায়, উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মের কথায় প্রার্থনা করিতে ভাল বাসে; কিন্তু নিশ্চয় যে তাহারা বিষয়ের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করে নাই, সে কথার বাস্তবিকতা কিছুমাত্র প্রতীতি করে নাই। যখন দেখে যে বড় বড় ব্রাহ্মেরা এই সকল বিষয় আলোচনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে যোগদিয়া ব্রাহ্মসমাজে চলিতে গেলেই এইরূপ আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ। হা নির্ব্বোধ-হৃদয়! ইহার মত আর নীচতা কি আছে? আপনাকে রঙ্গ দিয়া লোকের নিকট সুন্দর দেখাইবার তোমার কি প্রয়োজন? ঈশ্বর কি রঙ্গে ভুলিবার? তুমি যাহা তাহাই কি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে পার না? স্বভাব অপেক্ষা কি তুমি আপনাকে অধিক সুন্দর করিতে পার? পাপী আপনার পাষণ্ডতা দেখিয়া সকলের নিকট অধম ও বিনীত হইলে এবং দুঃখে ম্লান হইলে তাহার মুখে কি স্বর্গের শোভা প্রকাশ পায় না? তবে কেন নীরস হাস্য, কপট প্রফুল্লতায় ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ঈশ্বরকে ভুলাইতে চাও? কপটতার কি প্রাদুর্ভাব! আপনার ধর্ম্ম আপনার চরিত্র দিন দিন বিকৃত হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও মনুষ্য কতই না ছলনা করিতে ইচ্ছা করে, আর তাহাকে পতন বলিতে চাহে না, বলে এই উন্নতি এই প্রকৃত সত্য। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তিনি স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন? ঈশ্বরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারেন? সময়ে সে ধূর্ত্ততা বাহির হইয়া যায়।

ব্রাহ্মগণ! কপটতা প্রার্থনার পরম শত্রু, ধর্ম্মের প্রধান ব্যাঘাত। পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্যই ঈশ্বরের আশ্রয়, কিন্তু হায়! সেই আশ্রয়ে আসিয়া দোষ গোপন করিয়া আপনাকে ভাল দেখাইব! স্বভাবকে প্রকাশ করাই মনুষ্যের মহত্ত্ব, সে স্বভাবকে ভিন্ন রূপ দেখাইবার প্রয়োজন কি? আপনার যত টুকু, ভাব আছে তাহা লইয়াই চলিতে চেষ্টা করিব, তদনুসারে আপনার জীবনকে পরিচালিত করিব; ইহাই ত প্রকৃত পথ। ইহার মত গৌরব, মহত্ত্ব সৌন্দর্য্য আর কোথায়? যাঁহারা আপনাকে অন্য রূপে দেখাইতে চায় ঈশ্বরের গৃহে তাহার স্থান নাই। কি আশ্চর্য্য! সভ্যতার গৌরবে মনুষ্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াও সংকুচিত হয় না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এ আরও মহাপাপ যে দুষ্কর্ম্ম অন্যায়াচরণ করিয়া আবার তাহাকে নির্ভীক মনে সত্য বলিতে সাহস করে। কপটতার এই চূড়ান্ত! ব্রাহ্মগণ! আপনার আপনার অবস্থা ভাবিয়া দেখ কোথায় তুমি দণ্ডায়মান আছ, তাহা একবার প্রত্যক্ষ কর। যাহা তোমার নাই তাহা আছে বলিয়া কেন ভাণ কর? নাই বলিলেত তোমার কোন অপমান নাই? এবার সকলে কেবল সরল প্রাণে ঈশ্বরকে ডাক। এই সরলতাতেই ব্রাহ্ম সমাজ জীবিত হইবে। সকলকে জাগ্রৎ কর, ঈশ্বরের দ্বারে দণ্ডায়মান হও, আপনার যে

অবস্থা তাহা করিয়া তাঁহার চরণে রোদন কর। তাহা হইলে, বিশ্বাস পাইবে প্রেমিক হইবে, পরস্পের সম্মিলিত হইব। সকলের হৃদয় এক হইবে। এক প্রাণে সংযুক্ত হইয়া পিতার চরণ সেবা কর। আপনার রঙ্গে ঈশ্বরের মুখ ঢাকিও না। সরল হও, তাঁহার আলোক তোমার হৃদয়াকাশকে আলোকিত করিবে; প্রেমরসে আত্মা সহজেই অভিষিক্ত হইবে। দেখ কপট ভাবে কেহ ব্রাহ্মসমাজে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। উপাসনা করিয়াও কোন ফল লাভ হয় না। অতএব আপনার হৃদয়ে তাঁহার আলোক আসিতে দেও।

অদ্বৈতবাদ।

উপক্রমনিকা।

জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থ আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের বিষয়। এই তিন পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞান আমরা প্রমাণান্তর দ্বারা সুদৃঢ় করিতে পারি, কিন্তু উহার একটিরও জ্ঞান প্রমাণান্তর সাপেক্ষ নহে। মনুষ্য যত কাল অবধি আছে, কোন না কোন আকারে এই ত্রিবিধ জ্ঞান তাহারদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যে কোন একটিকে অস্বীকার করিয়া দর্শন শাস্ত্রে নানাবিধ ভ্রান্ত মত উপস্থিত হইয়াছে। যে সময়ে এই পদার্থ ত্রিতয়ের জ্ঞান সমভাবে অবস্থিতি করে, সে সময়ে এক জন সরলবিশ্বাসী কৃষক, আর একজন পদার্থ ত্রিতয়ের তত্ত্বজ্ঞ দর্শনবেত্তা, এ দুয়ের মধ্যে মূল বিশ্বাসে কোন ইতর বিশেষ থাকে না। তবে প্রভেদ এই যে এক জন যাহা অনুভব করে, তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারে না, আর এক জন যাহা বিশ্বাস করেন, তাহার কারণ তিনি প্রদর্শন করিতে পারেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অনেক খানি প্রশস্ত। মনুষ্যগণের জ্ঞান চিরদিন এই পদার্থ ত্রিতয়ের মধ্যে বদ্ধ আছে এবং থাকিবে। আমরা দেখিতে পাই, যখনি এক পক্ষ ইহার একটির জ্ঞান নির্ব্বাপিত করিতে উদ্যম করিয়াছে, অপর পক্ষ অমনি তাহাকে স্থিরতর রাখিবার জন্য তদ্বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়াছে। এমন কি যাঁহারা ঈদৃশ প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা পরিশেষে সংশয়ের ঘোর অন্ধতম কূপে গিয়া নিমগ্ন হইয়াছেন। দর্শন বিজ্ঞান যাহা কিছু আমরা জন সমাজে দর্শন করিয়া থাকি, উহা এই স্বাভাবিক জ্ঞান ত্রিতয়ের সংঘর্ষণে সমুৎপন্ন।

এই জ্ঞান ত্রিতয়ের একটির অস্তিত্বে সংশয় করিলে সমুদায় যুক্তি ও জ্ঞানের মূলোচ্ছেদ হয়, এমন কি পরিশেষে ঘোর সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইয়া 'অনস্তিত্ববাদ'* আসিয়া পড়ে। প্রাচীন কালে এ বিষয়ে প্রমাণের বিরলতা নাই, বর্ত্তমানে সুবিচক্ষণ চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এই ভয়ানক 'অনস্তিত্ব বাদে' নিপতিত হইয়াছেন প্রদর্শন করিবার জন্য, সকলের পরিচিত দর্শনবিৎ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ মিল এবং আলেকজণ্ডর বেনের মত আমরা এ স্থলে উল্লেখ করিতে পারি। কি জানিতে পারা সম্ভবপর? এই প্রশ্নের উত্তরে মিল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, শুদ্ধ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে আমরা জানিতে পারি। কিন্তু যখন তিনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট জড় পদার্থ সমুদায় কিছু নয় রূপে পরিণত হইয়াছে। তিনি বলেন জড় পদার্থের আমরা কি জানিতে পাই, শুদ্ধ কতক গুলি গুণ মাত্র। সেই সকল গুণ তৎসম্বন্ধে আমাদিগের যে প্রতিবোধ হয়, সেই প্রতিবোধ মাত্র। বস্তুতঃ একটি পদার্থ আর কিছুই নহে, কতকগুলি গুণের সমষ্টি। গুণ সমষ্টি আর কিছুই নহে, ইন্দ্রিয়-বিক্রিয়ার মূল। এই মূল কি আমরা কিছুই জানিতে পারি না এবং উহা শুদ্ধ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সুতরাং এই নয়ন সম্মুখবর্ত্তী সূর্য্যের উষ্ণতা উজ্জ্বলতা এবং গোলত্ব যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, উহা আর কিছুই নহে দর্শনেন্দ্রিয়ের তদ্রূপ প্রতিবোধ মাত্র।

আলেকজাণ্ডর বেন প্রথমতঃ ইচ্ছা ভাব চিন্তা প্রভৃতি সমুদায় মানসিক বৃত্তি ইন্দ্রিয় নাড়ী সমূহের

---

* Nihilism কে আমরা 'অনস্তিত্ববাদ' আখ্যা প্রদান করিলাম। কারণ ইহাতে বস্তুর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। 'মায়াবাদ' শব্দ প্রয়োগ করিলে জগৎ কার্য্যে মায়ার প্রেরক ঈশ্বর চাই, সুতরাং সে নাম ইহাতে অর্পণ করা যায় না।

কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন *। অধিক কি বাহ্য পদার্থ এবং তাহার বিস্তৃতির জ্ঞান যেরূপে লাভ করিবার বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সূর্য্য মণ্ডল হস্ত সংস্পৃষ্ট হইতেছে বিশ্বাস না করিলে সূর্য্য জ্ঞান হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। সংক্ষেপতঃ জ্ঞেয় বিষয় মাত্রের সহিত কোন এক প্রকারের শরীরিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলে তাহার দূরত্বাদি পর্য্যন্তের জ্ঞান জন্মে না এই তাঁহার মত। কিন্তু এক দিকে বাহ্য বিষয়কে জ্ঞানবিষয়ে সর্ব্বাধিপত্য অর্পণ করিতে গিয়া তিনি যেমন মনকে কথার কথা মাত্র করিয়া ফেলিয়াছেন, তেমনি আবার অব্যবহিত পরে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব এক কালে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছেন। বাহিরে আলোক অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহার মতে এ জ্ঞান ভ্রান্তি সমুদ্ভূত। আমার মনই সমুদায় জ্ঞানের মূলাধার, আমার মনে আমি যে পদার্থ যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাকে সেই রূপ বলি। সুতরাং আমার মনের অতিরেক তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই, এবং আমার সেই মনের আরোপকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে ‡।

আমরা দেখিতেছি, জগৎ ও মন সম্বন্ধে সংশয় বশতঃ, এই দুই জন সুবিখ্যাত বর্ত্তমান শতাব্দির চিন্তাশীল ব্যক্তি, শুদ্ধ উহাদের একটি বা অপরটিকে জ্ঞেয় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া উভয়েরই অস্তিত্ব বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্বসম্বন্ধেও প্রাচীন এবং বর্ত্তমান কালের জ্ঞানাভিমানিগণের মধ্যে এইরূপই হইয়া আসিতেছে। জড় ও জীবাত্মা ভিন্ন আমরা আর কিছুরই জ্ঞান লাভ করিতে পারি না বলিয়া কপিল যেমন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়াছেন, এখনকার জড়বাদীরাও সেই রূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু অল্প দিন হইল আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিজ্ঞানের আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আবার ঈশ্বর জ্ঞান সমাগত হইতেছে। বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদেরা এখন জগতের মূলে 'অপরিজ্ঞেয় নিয়তি' 'শক্তি' 'বা প্রাণকে' অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছেন। বলিতে কি, সংশয়ী বিজ্ঞানবিদেরা স্ব স্ব প্রকৃতিনিহিত ঈশ্বর জ্ঞানে স্পষ্টতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। প্রোফেসর টিণ্ডল এক জন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ। তিনি বিজ্ঞানবিদ্গণের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, জীবনকে মহৎ উচ্চ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানের আঘাতে ধর্ম্মশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কবিগণ সেই স্থান অধিকার করিয়া "যে শক্তি" 'যিহোবা যোব বা প্রভু' নামে এত দিন মনুষ্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদিগকে বল বিধান করিয়াছে," তাহাকে প্রচার করিবেন *। তিনি অন্যত্র হৃদ্গত অবিশ্বাসজনিত বিষাদে খিন্ন হইয়া আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যখন প্রচলিত ধর্ম্ম মতের উচ্ছেদ সাধন হইয়া যাইবে, "মনুষ্যের মন কি তখন কোন দিকে অবনত না হইয়া সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে?" "এমন কি কোন পুরুষ বা পদার্থ নাই, যে আমা হইতে এই জগতের মর্ম্ম বুঝিতে সমধিক সমর্থ?†" বিখ্যাত কমত শিষ্য লুইস কমতের মানব ধর্ম্মের উপরে অপূর্ণতা দোষ আরোপ করিয়া প্রাণরূপী অনন্ত ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম চির দিনই মনুষ্যের হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিবে, স্পষ্ট বাক্যে প্রচার করিয়াছেন ‡।

এই সকল বিজ্ঞানবিদ্গণের প্রকৃতিস্থ অবস্থাতে প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতে পারি; কিন্তু এখনও তাঁহারা পদার্থ ত্রিতয়কে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এদেশে যেমন জড়বাদ হইতে জড় অদ্বৈতবাদ উৎপন্ন হইয়াছে, বিজ্ঞানবিদ্গণের মধ্যেও বর্ত্তমানে সেই রূপ জড় অদ্বৈতবাদ সমুপস্থিত। তাঁহারা বিজ্ঞানালোকে যে শক্তি ও প্রাণের কার্য্য সমুদায় বিশ্বে অবলোকন করিতেছেন, উহা হইতে সমুদায় জগৎ উৎপন্ন মনে করিতেছেন, পূর্ব্ব অদ্বৈতবাদীগণের ন্যায় উহাকেই জগৎ ও আত্মা নির্দ্ধারণ করিয়া তদতিরিক্ত আর কোন পদার্থ নাই

* Bain's Emotion and Will, p. 32, 193, 230, 94, 238, 232.

† Bain's The Senses and the Intellect p. 382.

‡ P. 384.

* Fragments of Science, p. 105.

† P. 124.

‡ Comtes Philosophy of Sciences by G. H. Lewes, p. 342.

বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রাণ বা শক্তি তাঁহারদিগের নিকট সর্ব্বতোভাবে অপরিজ্ঞেয় পদার্থ, সুতরাং ইহা জড় বা অজড় কিছুই তাঁহারা বলিতে সমর্থ নহেন। ঠিক বলিতে গেলে জড় অজড় প্রভেদ তাঁহাদিগের মতে ভ্রান্তি মাত্র। তবে এই পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারণ করেন, এই প্রাণ বা শক্তিতে জ্ঞানাদি আরোপকরা মনুষ্যের কল্পনা মাত্র। তাঁহাদিগের মতে জ্ঞানাদি গুণ আরোপ করা ঈশ্বরাবমাননা। কেননা অনির্ব্বচনীয় দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে এতদ্দ্বারা মনুষ্যবৎ করা হইতেছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিবাদ চলিয়া গিয়া এখন সেই প্রাচীন বিবাদ উপস্থিত। ঈশ্বর নির্গুণ কি সগুণ? অব্যক্ত কি পুরুষ? তাঁহাকে জানা যাইতে পারে কি তিনি দুর্জ্ঞেয়?

বর্ত্তমান কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেও যখন আমাদিগের দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত ও ঋষিগণের ভ্রান্তি আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছে, তখন বোধ হয়, এ সময়ে সেই মতের সমালোচনা আবশ্যক হইতেছে। আমরা যথাসাধ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ক্রমে তাহার সমালোচনা করিব। মূল বিষয়ের সমালোচনার পূর্ব্বে অন্যান্য দেশেও যে এক সময় অদ্বৈতবাদ বর্ত্তমান ছিল এবং আছে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৪।

অদ্য সাধারণ উৎসব শেষ হইতেছে। ব্রাহ্মগণ! গত সপ্তাহ কিরূপে কাটাইলে, দয়াময়ের প্রেম কেমন আস্বাদ করিলে তাহা একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখ। দিবসের পর দিবস, রজনীর পর রজনী, কত ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়াছ আজ একবার আলোচনা করিয়া দেখ। সমুদয়ে কত টাকা পাইলে একবার গণনা করিয়া দেখ। বিদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! কি দেখিলে, কি শুনিলে একবার আমাদিগকে বলিয়া যাও। এই এক সপ্তাহ যাহা দেখিলাম যাহা শুনিলাম আর এমন দেখি নাই, এমন শুনি নাই, এপাপ জীবনে যে এ সকল দেখিব ইহাত কখন স্বপ্নেও ভাবিনাই, দয়াময় আরও কত দেখাইবেন, আরও কত শুনাইবেন জানি না। অনেক করুণা আসিল কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় তাহা ধারণ করিতে পারিল না। অজস্রধারে বৃষ্টি হইল, কিন্তু নিম্নভূমি দিয়া প্রায় সমুদয় জল সরিয়া গেল। দীনবন্ধু কাছে থাকিয়া আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া করিতেছেন এই কথা আর কেমন করিয়া সংশয় করিব? তাঁহার মর্ম্ম কে বুঝিবে? পাপীদের বাঁচাইবার জন্য তাঁহার আশ্চর্য্য কারখানা দেখিয়া বুদ্ধি পরাস্ত হইল। হায়! এমন পিতাকে কেন অস্ত্র লইয়া বধ করিতে গিয়াছিলাম। এই ৭ দিন পূর্ব্বে আমরা কেমন দরিদ্র, শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ, মলিন ছিলাম; কিন্তু নরকের মধ্যে স্বর্গ যেমন, বহুকাল অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি যেমন, অন্ধকারের পর জ্যোৎস্না যেমন, বহুদিনের রোগের পর প্রতীকার যেমন, আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। এবার যে স্রোত আসিয়াছে প্রবলবেগে তাহা বহিতে দাও। এই সাত দিনের আনন্দ ছবি ভাল করে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখ। এবারকার ব্যাপার দেখিয়া কি ব্রাহ্মগণ! তোমাদের আশা হয় না যে দয়াময় ইহা অপেক্ষা আরও অধিক প্রেমজল স্বর্গ হইতে বর্ষণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আরও গভীরতর এবং মধুরতর স্রোতে আমাদিগকে ভাসাইবেন? একি আনন্দ আরও কত আনন্দ! আনিয়া দিবেন। "কে জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা নিয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।" কি দেখিলাম!! এত লোকের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল!! ব্রহ্ম নামের এতই গুণ ইহাতো আগে জানিতাম না। যেটুকু দেখিলাম তাহাতেই যে আশা তৃপ্তি ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। মহাপাপীরা কেন এত হাসিতেছে? যথার্থই ঈশ্বর আর পাপীদের দুঃখ রাখিলেন না, যাহারা এ জীবনে সুখী হইবে কিছুমাত্র আশা করে নাই, তাহাদিগকেও তিনি হাসাইলেন। জগদীশ! ধন্য তোমার করুণা!! সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাকে ধন্যবাদ করি। এত সুখ কেহ পাইতে পারে জানিতাম না। জগদ্বাসিগণ! আর ভয় নাই তোমাদের দুঃখের নিশি অবসান হইল, এবার তোমরা ঘরে ঘরে ঈশ্বরকে লইয়া গিয়া জন্ম সফল কর। এত গুলি লোকের মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, দেশময় পরিত্রাণ-বায়ু প্রবাহিত হইতে চলিল। এ সকল দেখিয়া আর কিরূপে জগদীশ্বরকে ভুলিয়া থাকিবে? কোথায় হইতে এই বায়ু আসিতেছে? কে এই অগ্নি জ্বালিল? এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল? এই স্রোতের মূল কোথায়? এত আনন্দের কারণ কি? তাহা কি তোমরা জান না? ব্রাহ্মগণ! তোমরা দয়াময়ের অনেক মর্ম্ম বুঝিয়াছ, অনেক জানিয়াছ, তোমাদিগকে বিশেষ রূপে বলি, যে অগ্নি দেখিতেছ, ইহা আরও জ্বালিয়া দাও, যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহাকে আরও প্রবলতর করিয়া দাও। ব্রহ্ম-কৃপায় নিরাশ হইও না। দুরন্ত মনকে বলিতে দিও না আমাদের এই সুখ কি স্থায়ী হইবে? ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন। যিনি জন্ম দুঃখীকে সুখী করিলেন, তিনি কি তাহাকে

চিরসুখী করিতে পারেন না? তাঁহার নামের যে মহিমা দেখিলাম সমস্ত জীবন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। সুখময় মাঘোৎসবের প্রসাদে আমাদের প্রাণ শীতল হইল, পিতার নামের গুণে আরও কত কৃতার্থ হইব জানি না। দেখ, ব্রহ্ম নামের কত পরাক্রম। যে নাম আসিয়াছে; যে ধন পাইয়াছ, তাহা সামান্য নহে। চারি দিকে গিয়া বল এ নামের বলে কি দেখিলে, কি শুনিলে। তোমাদের কথা শুনিয়া দুঃখীরা সুখী হউক। আমাদের ন্যায় গরিবদের হৃদয়ে কেমন করিয়া এত ধন এল, আমাদের ন্যায় দুঃখীরা কি রূপে এত সুখী হইল, একবার গিয়া জগতের সকলকে বল. তাঁহাদের আর দুঃখ থাকিবে না। ঈশ্বর সকলকে সুখী করুন! সকলের মনে পুণ্যের প্রভা প্রদীপ্ত হউক! সকল ঘরে শান্তির উল্লাস প্রবেশ করুক! নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মের জয়ধ্বনি উত্থিত হউক! পিতাকে পাইয়া সমুদয় ভাই ভগিনীরা আমাদের ন্যায় আনন্দিত হউন, ইহা বলি না, যে আমাদের অপেক্ষা অধিক সুখী না হন। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল এবং নিষ্পাপ, সুতরাং ব্রহ্ম নাম পাইলে তাঁহাদের আনন্দ সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইবে। তোমাদের কথায় নয় কিন্তু ব্রহ্ম নামের গুণে তাঁহারা মোহিত হইবেন। ব্রাহ্মগণ! ইহা কি জান না যে আমরা নিজের ইচ্ছায়, এবং সহজে ব্রহ্মমন্দিরে আসি নাই। পিতা যে তাঁহার আপনার নাম শুনাইয়া বলপূর্ব্বক আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রাণের বন্ধুগণ! পিতার দয়া ভুলিও না, এক একটী পাপীকে ঘরে আনিবার জন্য তাঁহার কত যত্ন, কত আগ্রহ, তাহাত দেখিয়াছ। আর তাঁহার ব্রহ্মধাম খালি করে চলে যেও না। এ উৎসবে বার বার তোমাদিগকে বলিলাম, পিতাকে ছেড় না, পিতাকে ছেড় না। যিনি এত দয়া করিলেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে? এমন সুখশান্তির আস্বাদ আর কোথায় পাইবে? তোমাদের সৌভাগ্যের সীমা কি, একে তোমাদের অন্তরে পরিত্রাণের ইচ্ছা, আবার দয়াময় প্রাণেশ্বর স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইলেন; ব্রহ্মধনে তোমাদের লোভ হইল। এ কি দেখিতেছি, ব্রহ্মনাম লইয়া যখন যাহা করিতেছি তাহাতেই যে স্বর্গ, তাহাতেই যে পরিত্রাণ। তাঁহার নাম লইয়া ধূলি হস্তে লইলাম, ধূলি স্বর্ণ হইল। মরুভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নাম করিলাম, শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে দেখি অমৃত বাহির হইতে লাগিল। ব্রাহ্মগণ! বন্ধুগণ! পিতার প্রসাদে এত ধন পাইলে, কোন্ মুখে আর ঘরে বসিয়া থাকিবে। ভাই ভগ্নীদের কি এই অমৃত পান করাইতে ইচ্ছা হয় না? দয়াময়, তাঁহার ভাণ্ডার খুলিয়া তোমাদের হাতে এত ধন দিলেন এই জন্য যে তাহা তোমরা আনন্দ মনে তাঁহার দুঃখী সন্তানদিগের নিকট বিলাইবে। শত শত ভাই দুঃখে কাঁদিতেছেন, যাও তাঁহাদের দুঃখ দূর কর। ভগ্নীদিগকেও ভুলিও না, তাঁহাদের প্রতি আরও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। নারী জাতির মধ্যে—দুঃখিনী ভগ্নীদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রবেশ না করিলে তোমরাও মরিবে, তাঁহারাও মরিবেন। মানব জাতির অর্দ্ধাংশ পবিত্র হইলে কি হইবে? গরিব ছোট লোকদের প্রতিও বিশেষ দয়া করিবে। তাঁহাদের প্রতি দয়া না করিলে কি এবার আমাদের এত সুখ হইত? পিতা যখন এবার এত দেখালেন, এক সপ্তাহে যখন এত ব্যাপার করিলেন, তখন এক সম্বৎসরে, দশ বৎসরে কি না হইতে পারে? ঈশ্বর জীবিত থাকিবেন, তাঁহার সন্তানগণও জীবিত থাকিবে। অতএব প্রচারকগণ! ব্রাহ্মগণ! জগতকে এই কথা বল ব্রহ্ম নামের গুণে এবার আমরা বড় সুখশান্তি পাইয়াছি—তাঁহার নাম মধুময়, সুধা হইতেও অধিক সুধা। ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত হও তোমাদের আনন্দ উল্লাস দেখিয়া চারি দিকে ব্রহ্মপ্রেম প্রবাহ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মের জয় হউক!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২৭শে মাঘ।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যত গুলি সম্বন্ধ আছে তাহার মধ্যে অতি নিগূঢ় এবং গুপ্ত সম্বন্ধ এইটী "ভার দেওয়া এবং ভার নেওয়া।" তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনেক সম্পর্ক। তিনি আমাদের পিতা মাতা, আমরা তাঁহার সন্তান; তিনি আমাদের রাজা, আমরা তাঁহার প্রজা, তিনি আমাদের পরিত্রাতা, আমরা তাঁহার পাপী পতিত সন্তান; তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস দাসী; তিনি আমাদের সৎগুরু, আমরা তাঁহার শিষ্য; তিনি উপকারী বন্ধু, আমরা তাঁহার উপকৃত। তিনি উপাস্য দেবতা, আমরা তাঁহার উপাসক। কিন্তু এ সমুদয় ব্যতীত "ভার দেওয়া এবং ভার নেওয়া" তাঁহার সঙ্গে যে আমাদের এই নিগূঢ় এবং নিকটতম সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহাও সৃষ্টিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি জীবনে এই সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছেন!! এই সম্বন্ধ যেমন নিগূঢ় এবং নিকটতম, তেমনই ইহা মধুর এবং শান্তিপ্রদ। ঈশ্বর আমাদিগকে ভার দেন, আমরা ভার গ্রহণ করি, আমরা ঈশ্বরকে ভার দিই, তিনি তাহা গ্রহণ করেন। যাঁহারা এই সম্বন্ধ সাধন করেন তাঁহাদের কত উচ্চ অধিকার, ভার বহন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমরা একটী ক্ষুদ্র বস্তুর ভারে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু এই মহা ভারী প্রকাণ্ড জড় জগৎ এবং

এই অগণ্য প্রাণী এবং অগণ্য মনুষ্যদিগের ভার কাহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে? এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের ভার ঈশ্বর একাকী বহন করিতেছেন ইহা ভাবিলে হৃদয় স্তব্ধ হয়! কতকাল হইতে তিনি এই ভার বহন করিতেছেন, তাহার সীমা নাই এবং কতকাল ইহা বহন করিবেন তাহারও অন্ত নাই। অনন্তকাল এই ব্রহ্মাণ্ডের ভার তিনি তাঁহার আপনার হস্তে রাখিবেন ইহা ভাবিতে গেলে বুদ্ধি মন পরাস্ত হয়। এমন নয় যে কতকগুলি নিয়ম করিয়া তিনি যন্ত্রের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছেন, কিন্তু যখন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন, তখনই ইহার ভার আপনার প্রেম হস্তে রাখিলেন। সৃষ্টির দিবস যেমন জড় এবং চেতন উভয় জগতে স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ সকল, এবং অগণ্য প্রাণী এবং অগণ্য মনুষ্য সকল পালন করিতে লাগিলেন, আজও তেমনই প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক প্রাণীকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অনন্তকাল তিনি এরূপ সাক্ষাৎ ভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করিবেন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় স্থান, তিনিই সকলের জীবন। আবার যখন জড় ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাণী জগৎ অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করি, তখন দেখি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাণী জগতের কতই বা ভার। পাপী জগতের পাপ ভার এবং দুঃখ ভারের তুলনায় এই ভার কিছুই নয়। এক ব্যক্তির দুঃখ ভার আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কত প্রকার দুঃখে যে এক এক জন দুঃখী কার সাধ্য তাহা গণনা করে? রোগ, শোক, বিঘ্ন বাধা, আপদ বিপদ, চিন্তা দুর্ভাবনা, পাপ তাপ ইত্যাদি কত প্রকার দুর্ঘটনা যে মনুষ্যাত্মাকে দংশন করে তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। এক জনের যদি এই হইল, এক এক নগরের, এবং পৃথিবীর সমুদয় লোকের দুঃখ ভার কত কে তাহা পরিমাণ করিতে পারে? আবার এক এক জনের পাপ ভারই বা কত। এক এক জনের চিন্তার পাপ এবং বাক্যের পাপ ছাড়িয়া দাও, তাহার কার্য্যের পাপই আমরা গণনা করিয়া উঠিতে পারি না; আমাদের মধ্যে যিনি পরম সাধু, তাঁহার কার্য্যগত পাপই এত যে তাহা সংখ্যা করিতে পারি না। যখন এক জনেরই পাপ অসংখ্য হইল তখন সমস্ত নগর কলিকাতায়, সমস্ত ভারতে, কত পাপ চিন্তা কত পাপ বাক্য, কত পাপ কার্য্য হইতেছে কে গণনা করিতে পারে? অঙ্ক শাস্ত্র পরাস্ত হইল। নর নারী সকল মিলিয়া প্রতিদিন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কত পাপ করিতেছে, ভাবিলে মন অধীর হইয়া পড়ে। আবার যখন এই ভারত ছাড়িয়া সমুদয় পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করি, তখন দেখি এক দিনের পাপের নিকটে হিমালয় পরাস্ত হয়। পৃথিবীর পাপ রাশির উচ্চতা, আয়তন এবং গভীরতার তুলনায় পৃথিবীর মহা সমুদ্র গুলিও অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়। পৃথিবীর এক দিনের পাপ ·ত, সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত পাপ হইয়াছে কার সাধ্য তাহা চিন্তা করে? এত গুরুত্ব যে পাপের, সে গুরুত্ব, স ভার কাহার হস্তে সমর্পিত? ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি জান না, যাঁহাকে আমরা প্রাণেশ্বর বলি তাঁহার হস্তে এই ভার। তিনি প্রেমময়; জগৎকে পাপ দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন এই তাঁহার ইচ্ছা, তাই স্বয়ং সন্তানদিগের ভার আপনি গ্রহণ করিলেন মাতা পিতা ভিন্ন সন্তানের দুঃখ ভার আর কে বুঝিতে পারে? সন্তানের শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সমুদয় অঙ্গ ক্ষত হইল, বিষম যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল, এক এক চীৎকার ধ্বনিতে মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সন্তানের দুঃখ জগৎ দেখিল কিন্তু সেই দুঃখ দেখিয়া জননীর যে কি ভাব হইল জগৎ তাহা দেখিল না। শিশু কাঁদিল, মাতার হৃদয় সেই যন্ত্রণার গুরুত্ব বুঝিল। অতএব যন্ত্রণার গুরুত্ব যদি বুঝিতে চাও মাতার হৃদয়ে যাও। সন্তানের যে পরিমাণে দুঃখ সেই পরিমাণে মাতার চক্ষু হইতে জলবিন্দু পড়িতেছে। এই কথা যদি সত্য হয়, হে ব্রাহ্মগণ! একবার ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বরকে আমরা কত কষ্ট দিয়াছি। জননীর ইচ্ছা এই যে আমরা সুখী হই, আমাদের দুঃখ দেখিলেই তাঁহার অন্তরে ব্যথা হয়। পুত্র কন্যা পাপে মলিন হইলে যখন পৃথিবীর পিতা মাতার হৃদয়ই কষ্টে ফাটিয়া যায়, তখন যিনি পুণ্যের আধার, পরম দেবতা, তাঁহার কোটি কোটি সন্তানেরা পাপ করিতেছে, ইহা দেখিলে সেই পিতা, সেই রাজ-রাজেশ্বরের মনে কি ভাবের উদয় হয়? সত্য, মনুষ্যের মত তাঁহার ভাব নয়; কিন্তু তাই বলিয়া কি ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই কথা বলিবে যে আমাদিগকে দুঃখী দেখিয়া তাঁহার দয়া হয় না? সন্তানদিগের দুঃখ পাপ মোচন করিবার জন্য তিনি কিছুই করেন না? না, ইহা হইতে পারে না। তিনি অনন্তগুণে দয়ালু, তাঁহার মত প্রেমিক যে আর কেহ নাই। তিনি যে আপনার স্বভাব গুণেই আমাদের সকলের দুঃখ পাপের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সন্তানেরা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের পাপের পথ পরিষ্কার হইতেছে তাঁহাকে ভুলিয়া, পরকাল ভুলিয়া, জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া, তাঁহার কোটি কোটি পুত্র কন্যা পাপে মরিতেছে এ সকল দেখিয়া কি প্রেমসিন্ধু পিতা উদাসীন থাকিতে পারেন? কিরূপে সন্তানেরা তাঁহাকে দেখিবে, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে, তাহারা আপনারা সুখী হইবে, ভাল হইবে, সৎপথে চলিবে এ সকল তাঁহার নিত্য চিন্তা। কেবল চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, যাই তাঁর চিন্তা তখনই সেইরূপ কার্য্য হইতেছে, কে না

যেমন তিনি অন্তর্যামী তেমনি তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এই ভার তিনি অনন্তকাল বহন করিতেছেন। এই রূপে তিনি সাধারণ ভাবে চিরকাল, জগৎকে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেছেন এবং সকলের দুঃখ দূর করিতেছেন। আবার যখন ভক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম "পিতা! আমার ভার কি এই ভার?" তখন দেখি, তিনি আপনি বিশেষরূপে আমার ভার লইয়াছেন। সকলের উপরেই যাঁহার প্রেম আসিতেছে, যাহারা পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দীন দুঃখীর মত কাঁদিয়া তাঁহার পদতলে পড়িল তাহাদিগের ভার না লইয়া কি তিনি থাকিতে পারেন? একে জগতের দুঃখ পাপ ভার, তার উপর ভক্ত বিশ্বাসী পাপীদের ভার। এ সমুদয় আমাদের দয়াময় পিতা বহন করিতেছেন। কুণ্ঠিত তিনি হন না। এক দিনের জন্য তিনি বলিলেন না, মহাপাপী জগৎ আমাকে চিনিল না, পাপাত্মারা আমার দয়া বুঝিল না, আর আমি তাহাদের ভার বহন করিব না। দুঃখী জগতের ভার বহন করিতে কি দয়াময় বিরক্ত হইতে পারেন? তিনি বিরক্ত হইলে কি জগৎ নিমিষের জন্য বাঁচিতে পারে? ব্রাহ্মগণ! যিনি এত বড় ভার বহন করিতেছেন তাঁহার এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি তোমরা একটু ক্ষুদ্র ভারও বহন করিতে পার না? সকলের ভার তিনি বহন করিতেছেন, অথচ তাঁহার ক্লান্তি কিম্বা অবসন্নতা হন নাই। কোটি কোটি লোকের পাপ অত্যাচার এবং নানাবিধ দুঃখ ভার সহ্য করেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং পূর্ণ আনন্দময়। সন্তানেরা কত প্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধে চলিতেছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অনন্ত প্রেম পরাস্ত হয় না। চিরকাল আনন্দের সহিত, প্রেমের সহিত তিনি অগণ্য প্রজাদিগের পাপ ভার মোচন করিতেছেন। যাই তাহারা পাপ ভার স্কন্ধে লইয়া একবার কাতর ভাবে তাঁহার দ্বারে দাঁড়ায়, তখনই দেখা দিয়া তাহাদের পাপ ভার দূর করেন। জগতের সমুদয় পাপ দুঃখ, রোগ, শোক, যন্ত্রণা, দুর্গন্ধ, তাঁহার নিকট; কিন্তু তাঁহার মুখ কখন বিষণ্ন হয় না, তাঁহার প্রেম চক্ষু কখনও ম্লান হয় না। কষ্ট না পাইয়া তিনি সকলের কষ্ট বুঝিতে পারেন, পাপে লিপ্ত না হইয়া তিনি পাপীদের ভার মস্তকে বহন করিতেছেন। কিন্তু পবিত্র ঈশ্বর যেমন চিরকাল প্রেমময় আনন্দময় থাকিয়া পাপী জগতের ভার বহন করিতেছেন আমরা তেমন পারিনা। আমরা তাঁহার দুর্ব্বল ক্ষুদ্র সন্তান, আবার পাপ ভারে আক্রান্ত। যখন তিনি বলেন "সন্তানগণ! দুঃখীদিগকে দয়া কর। পাপীদিগের পাপ মোচন কর।" তখন ধূলিতে পড়িয়া বলি "পিতা! আমরা আপনাদের দুঃখ পাপই দূর করিতে পারি না, কেমন করিয়া আবার ভাই ভগিনীদের রিপু দমন করিব।" বাস্তবিক পাপ দূর করা অপেক্ষা দুঃসাধ্য এবং কষ্টকর কার্য্য জগতে আর কিছুই নাই। যাঁহারা পাপীদিগকে ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে লইয়া যাইবার ভার পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন ইহা কেমন কঠিন এবং গুরুতর কার্য্য। কিন্তু প্রচারকগণ! ব্রাহ্মগণ! ভয় নাই, ব্রহ্মের জয় ঘোষণা কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর, তোমাদের ভার সহজ হইবে। তিনি প্রত্যেক ভক্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন "সন্তান! আমার কাছে এস, আমি তোমার কষ্ট দূর করিব।" পিতার এই মধুর আহ্বান শুনিয়া যখন পাপ ভারাক্রান্ত দুঃখী সন্তান তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইল, তিনি আবার বলিলেন "বৎস! আমি স্বয়ং তোমার দুঃখ দূর করিবার ভার লইলাম, কিন্তু তোমাকে আমার একটী ভার বহন করিতে হইবে, তাহা সহজ এবং তাহাতে অচিরে তোমার পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি হইবে। এই যে বৎস! তোমার চারিদিকে আমার লক্ষ লক্ষ দুঃখী সন্তান দেখিতেছ ইহাঁদের কাছে যাইয়া বল, আমার কাছে না আসিলে কাহারও দুঃখ দূর হইবে না। অন্ততঃ যদি তোমার পাঁচটী দুঃখী ভাই কিম্বা পাঁচটী দুঃখিনী ভগ্নীকেও আমার কাছে লইয়া আসিতে পার, তোমার সুখ বৃদ্ধি হইবে।" ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! অল্প বিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরের এই কথা অবহেলা করিও না। দেখ পাপ ভারাক্রান্ত হইয়া শত শত ভাই ভগিনী দুঃখে কাঁদিতেছেন। যাও যদি অনেকের না পার অন্ততঃ অল্প কয়েকটী দুঃখী ভাই এবং দুঃখিনী ভগিনীর ভার গ্রহণ কর। দয়াময় তোমাদের জন্য এত করিতেছেন তোমরা কি তাঁহার ৫টী দুঃখী সন্তানের ভারও গ্রহণ করিবে না? আপাততঃ তোমাদের ভার কষ্টকর হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত হইতে যে ভার আসিবে; নিশ্চয়ই এক দিন তাহা হইতে প্রচুর সুখ শান্তি এবং পবিত্রতা বিনিঃসৃত হইবে।

ব্রাহ্ম জগৎ সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে দিন প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা এই রূপে ঈশ্বর হইতে এক একটী ভার পাইবেন। তখন তাঁহারা আনন্দের সহিত এই কথা বলিবেন, আমাদের পিতা কোটি কোটি সন্তানের দুঃখ পাপ ভার বহন করিতেছেন, আর আমরা কি আমাদের পাঁচটী ভাই ভগ্নীর ভারও গ্রহণ করিব না। অতএব যদি ঈশ্বরের হইতে চাও, তবে ভাই ভগিনীর পরিত্রাণার্থী হইয়া তাঁহার চরণতলে ক্রন্দন কর, সমস্ত জীবন দিয়া তাঁহাদের সেবা কর। পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে, যে তোমাদের পিতা অধমতারন। তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর কর, যে তাঁহার পতিতপাবন স্বভাব তোমরা অনুকরণ করিবে। তাঁহার পতিত দুঃখী

সন্তানদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে, তোমাদের প্রত্যেককে তিনি এই ভার দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ভার বহন করিতে কষ্ট মনে করে সেকি রূপে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবে? দয়াময় সকলের ভার বহন করিতেছেন, তোমরা যদি তাঁহার একটী ক্ষুদ্র ভার বহন কর তাহাতেই তোমাদের আনন্দ এবং সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। পিতা যাহাকে যে ভার দিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এ বৎসর তাঁহার ভার বহন করিয়া যেন আমাদের পরিত্রাণ হয়। তাঁহার কার্য্য মধ্যে যাহা তাঁহার আজ্ঞা তাহা পালন করিয়া আমরা প্রফুল্ল হইব। ভাইগণ! ভগিনীগণ! সাবধান হইয়া চিরদিন এই ব্রত সাধন করিবে।

সার কথা।

১। যিনি আপনাকে পিতার কৃপার অযোগ্য মনে করেন, তিনিই কৃপা পাইবার যোগ্য হন।

২। যিনি আপনার সম্বল নিয়া আসেন, তিনি শূন্য হস্তে ফিরিয়া যান, আমার সম্বল নাই বলিয়া যিনি ক্রন্দন করেন, তিনিই অনন্ত কালের সম্বল লাভ করেন।

৩। যখন বলি পিতঃ, আমার ত্রিজগতে যে আর কেহ নাই, তখন দেখি সকলই আছে।

৪। অকিঞ্চন কাঙ্গালই বুঝিতে পারে দয়াল নাম কেমন মধুময়, অন্যে নহে।

৫। তাহাকে কখন নাম কীর্ত্তন বলা যায় না যদি নাম রসে অন্তর অভিষিক্ত না হয়।

৬। নামের ২টী অক্ষরে মানুষকে পরিত্রাণ আনিয়া দিতে পারে না, তাহার ভাবে পরিত্রাণ হয়।

৭। ধর্ম্মের পথ সরল অথচ বক্র। সেই পথে বালক আনন্দ মনে চলিয়া যায়, বলবান্ যুবা যাইতে কত বিভীষিকা দেখে, কতবার পদস্খলিত হইয়া পড়ে, চীৎকার করিয়া ফিরিয়া আসে।

৮। পাপী দিবালোকের মধ্যে অন্ধকারে থাকে, ধার্ম্মিক অন্ধকার রজনীতেও সূর্য্যের আলোক সম্ভোগ করেন।

৯। অধার্ম্মিকের সম্পদেও শান্তি নাই, ধার্ম্মিকের বিপদেও শান্তি।

১০। ধার্ম্মিকের ক্রন্দনেতে সুখ আছে, অধার্ম্মিকের হাসিতেও সুখ নাই।

১১। তখনই পরিবারের সাধন হইয়াছে বলিতে পারিব, যখন নর নারীকে দেখিলেই আমার ভাই আমার ভগিনী বলিয়া তাঁহাদের প্রতি মন টানিবে ও তাঁহাদের মুখ দেখিয়া পিতাকে মনে পড়িবে।

১২। সংসারে ভাই ভগিনীকে লোকে কেমন ভাল বাসে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হয়, এক পরিবারের এক পিতার সন্তান বলিয়া তাহাদের কাছে থাকে, মুখ দেখিতে আনন্দ পায়। আমরা কি পরম পিতার পুত্র কন্যা বলিয়া জগতের লোককে সেই ভাবে দেখিতে পাই?

১৩। তখনই ব্রহ্মোৎসবের ফল ভোগ করিতে পারিবে, যখন বিশ্বাস করিব যে পিতা বিশেষ ভাবে আমার পরিত্রাণ জন্য এই উৎসব পাঠাইয়াছেন এবং স্বয়ং তিনি বিশেষ ভাবে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মহাশয়! গত ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে ও তাহার পূর্ব্বকার "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এত দিনের পর হঠাৎ তাঁহার দুইটী পুত্রের উপনয়নের সঙ্গে উপবীত প্রদান করিয়াছেন, পাঠ করিয়া আমরা অতীব দুঃখিত হইলাম। যিনি ন্যূনাধিক ত্রিংশৎবর্ষ যাবৎ সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং অতি অল্প দিন পূর্ব্বে উপবীত ধারণ করাকে অন্যায় পাপ বলিয়া বিবেকের উত্তেজনায় স্বীয় বহুদিনের পুরাতন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া, তদবধি কোন পুত্রের উপনয়নকালে তাঁহাদিগকেও উপবীত প্রদান করেন নাই, হঠাৎ তাঁহার এই পৌত্তলিক ব্যবহারে আমরা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতর পার্থিব আদর্শ স্বরূপ যাঁহার জীবনকে ব্রাহ্মসমাজ শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বহুল উপকার লাভ করিয়া যাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, আজি তাঁহার জীবন সাংসারিক বিষয় বুদ্ধির অনুগত হইয়া এরূপ অসঙ্গত কার্য্য করিল দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত, দুঃখিত ও শঙ্কিত হইয়াছি; এবং দুঃখের সহিত তাঁহার এই অব্রাহ্মোচিত এবং ব্রাহ্মসমাজের অননুমোদিত ও অগ্রাহ্য আচরণের জন্য হৃদয়ের সহিত সেই ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণ আদর্শ দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি কৃপা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয়কে এই বিষম ভ্রম হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের গৌরব মর্য্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করুন।

আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের অতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্র দেবেন্দ্র বাবুর এতদনুরূপ আচরণ ভারতবর্ষীয় কোন ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃকই অনুমোদিত হইবে না, এবং সকলেই তাঁহার এই বিষম দুর্ঘটনার জন্য মঙ্গল নিধান পরমেশ্বরের নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবেন ইতি।

বেহার ব্রাহ্মসমাজ
মুঙ্গের ৬ই ফাল্গুন ১৭৯৪ শক।

নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীদীননাথ মজুমদার
প্রভৃতি

ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মাবলি।

১। ব্রহ্মমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে কেহ গোলমাল করিবেন না।

২। সিঁড়িতে উঠিবার বা নামিবার সময় শব্দ করিয়া চলিবেন না।

৩। উপাসনা আরম্ভ হইলে নিঃশব্দে প্রবেশ করিবেন।

৪। উপাসনা শেষ না হইলে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ উঠিবেন না।

৫। মন্দির মধ্যে কোন প্রকারে অপরিষ্কার করিবেন না।

৬। প্রতিমাসের শেষ রবিবার প্রাতে মাসিক উপাসনা হয়।

৭। প্রতিমাসের প্রথম রবিবার উপাসনার পর মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান সংগ্রহ হয়।

৮। কোন প্রকারে কেহ কাহার উপাসনার ব্যাঘাত করিবেন না।

৯। নির্দ্দিষ্ট গায়কগণ ব্যতীত অন্য স্থান হইতে কেহ সঙ্গীত করিবেন না।

১০। উপাসনা আরম্ভের অর্দ্ধঘন্টাপূর্ব্বে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে।

১১। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবার পর এবং উপাসনা আরম্ভের অর্দ্ধঘন্টার মধ্যে মন্দির মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া কেহ কোন প্রকার কথোপকথন করিবেন না।

সংবাদ।

বিগত ১১ই ফাল্গুন কালীঘাট ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সায়ংকালে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ দিবস ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজেরও সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও অমৃতলাল বসু তথায় গমন করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্ন লিখিত কয়েক খানি পুস্তক ও পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

ধর্ম্ম সমালোচনা ১ম ২য় সংখ্যা, দাবুদের একেশ্বর প্রতিপাদক বচন সংগ্রহ, ও জ্ঞানাঙ্কুর। আগামী বারে আমরা সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বিগত রবিবার তিনটার সময় দয়ানন্দ স্বরতস্বতী শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ দত্তের বাটীতে সংস্কৃতে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে শব্দ অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই তিনটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, ও ধর্ম্মের একত্ব ও একাদশ লক্ষণও বিবৃত হইয়াছিল। অনেক শ্রোতার সমাগম হয়। আর ও অনেক বিষয়ে তিনি বলিতে চান।

ব্রহ্মমন্দিরের ঋণ পরিশোধার্থ দান।

শ্রীযুক্ত বাবু	কানাইলাল পাইন	৫
"	রসিক পাইন	৫
"	দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	২
"	চুনাপুকুর সমাজ	৩৮৹
"	উমেশচন্দ্র ঘোষ (মুঙ্গের) ...	২৫
"	গদাধরখাঁ	২০
"	দীননাথ চক্রবর্ত্তী (মুঙ্গের) ...	৫
"	ভগবতী ঘোষ (মুঙ্গের)	৫
"	হরমোহন বসু ময়মনসিংহ ...	৩
"	নবকুমার বিশ্বাস (ঢাকা)... ...	৩
"	কু. বিহারী সেন	১৪
"	সীতানাথ ঘোষ (মুলতান) ...	১০
"	দুকড়ি ঘোষ	৫
"	রাধাকিশোর নন্দী	২
"	গোপালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর) ...	২
"	প্রাণকৃষ্ণ শীল ...	২৫
"	কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫
"	চুনিলাল বসু (মান্দাড়া) ...	২
"	সংসারচন্দ্র সেন	৪
"	আশুতোষ শিকদার ...	৫
"	একজন ব্রাহ্ম কানাই পুর) ...	১
"	বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত (সেরাজ গঞ্জ)	৩
"	কালীনাথ ঘোষ	৫
"	শ্যামলাল ঘোষ	৫
"	হারাণচন্দ্র মিত্র	৫
"	বিহারিলাল বসু	৮
"	ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ...	৬
"	দ্বারিকানাথসিংহ (জবল পুর)	৮
"	জামালপুর ব্রাহ্মসমাজ	৪
"	তারিণীচরণ আচার্য্য ...	৫
"	শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়...	১০
"	হরিমোহন বসু ...	১০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬ষ্ঠ ভাগ। ৫ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৭৯৪ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩।০

প্রকৃত কবিত্ব।

বর্ত্তমান সময়ের দার্শনিক ও ভাবাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে জীবনের বাল্যাবস্থাই কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের আলোকে সকলের মন আলোকিত হয় তখন আর কবিতার সৌন্দর্য্য মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। পৃথিবীর আদিম সময়ে কবিতাই সমধিক সমাদরণীয় ছিল। সত্য হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে অজ্ঞানাবস্থায় কল্পনাই ধর্ম্মকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলিতে চায়। সে অবস্থায় কবিত্বের মনোহর ভাব প্রকাশ পায়। অধুনা কল্পনার সৌন্দর্য্যে আর হৃদয় আকৃষ্ট হয় না। বিজ্ঞানজগতের সমুজ্জ্বলিত সত্যসূর্য্য অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে. অতএব এখন কবিত্বের সময় নহে। বর্ত্তমান সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ লোক অগস্ত কোমতের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন যে* মনুষ্যের বাল্যাবস্থা অজ্ঞানতাপূর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল সেই কারণেই তখন কবিত্ব ভাল লাগিত, সুতরাং বাহ্য জগতের বিচিত্রভাব অদ্ভুত শক্তি দর্শন করিয়া তদ্গত অদ্ভুত পুরুষের ক্ষমতা জানিয়া তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইত; সুতরাং যতদিন লোকের মনে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, কল্পনা; রাজত্ব করে ততদিন তাহার হৃদয় কবিত্ব ভাল বাসে। আমরা একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। যাঁহারা মানব জগতে প্রণিধান পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত কবিত্ব কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সত্যই যথার্থ কবিত্ব। সত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এতই মনোহর যে তাহাতেই চিত্ত বিমোহিত হইয়া যায়। যিনি প্রেমের চির আধার, মিলন শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য সংযোগ, যাঁহার একমাত্র কার্য্য তাঁহার মত বাস্তবিক কবি আর কে আছে। সত্যের স্বাভাবিক সরল ভাবই পরম মনোহর, তাহাতেই মনুষ্যহৃদয় আকৃষ্ট হয়, তাহার স্বাভাবিক কমনীয়তা এত যে,এক বার প্রতীতি মাত্র মনুষ্যের ভাবসমুদ্র উথলিত হইয়া উঠে। সত্য যখন কেবল জ্ঞানে আবদ্ধ থাকে তখন কবিতার রসমাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। কিন্তু হৃদয় যখন তাহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয় তখন প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া শতধা তাহার সম্বন্ধ, সৌন্দর্য্য ও তত্ত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়। ইহাই ত প্রকৃত কবিত্ব। যে হৃদয় ঈদৃশ কবিত্বপূর্ণ সেই ব্যক্তিই ধন্য! কে

* Buckle's History of Civilization,

না কবিত্ব ভাল বাসে ? যখন অন্তরের প্রীতি-রস সত্যকে দেখিয়া উদ্বেলিত হয় সেই অবস্থায় কবিতার গভীর অথচ অতি অমৃতময় সুধা পান করিয়া প্রেমিক সাধু আত্মা কৃতার্থ হয়। যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মরূপ উদ্যানেই অধিকাংশ সুন্দর কবিতা কুসুম প্রস্ফুটিত দেখিতে পাওয়া যায় কেবল কল্পনা উহার সৌন্দর্য্য ও শোভা বিধান করে; তাঁহাদের ইহা নিতান্ত ভ্রম বলিতে হইবে। কারণ ধর্ম্ম মনুষ্যের কল্পিত হইতে পারে, কল্পনাও অনেক সময় সুন্দর কবিতাপ্রসবিনী হয় এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এস্থলে আমরা সে কবিতার কথা বলিতেছি না। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন* যখন মানব হৃদয় বর্হিজগতে ঈশ্বরের সত্য সুন্দর সত্তা উপলব্ধি করে তখনই প্রকৃত ভাবরস মানসবেলা অতিক্রম করিয়া বহির্গত হয়। সেকস্‌পিয়ারও সেরূপ কবিত্ব অনুভব করেন নাই, মানব সমাজের উপকারী বন্ধু সেই মহাত্মা যেমন "†ঐ স্থল পদ্মগুলির বিষয় ভাবিয়া দেখ" ইহার মধ্যে কবিতারস-মাধুর্য্যর স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কবিতা ছিলেন। যখন সত্যের প্রতি যথার্থ অনুরাগ জন্মে তখনই কবিতা সহজেই উত্থিত হয়। সত্যের প্রতি প্রীতিই যথার্থ ধর্ম্মের মধুরতা, সত্য আর প্রীতি পরস্পর সম্মিলিত হইলে কবিতারস আপনা হইতে প্রবাহিত হয়। সাধু প্রেমিক হৃদয় কবিত্বপূর্ণ।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কবিতার প্রশংসা তাহা কেবল ভাব ও কল্পনা বিরচিত। এই সকল লোকে ধর্ম্মের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সমাচ্ছাদিত বলিয়া দেখিতে পায় না। যাহারা ঐ কবিতার পক্ষপাতী তাহারা সত্যের স্বাভাবিক মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই অবস্থার লোক অধিক এই জন্য তাঁহারা ভাবের মধ্যে বিচরণ করেন সুতরা

* Carlyle's Lectures on Heroes.

† "Behold the lillies of the field."

সহজে সামান্য কারণে তাঁহাদের পতন হইয়া থাকে। যাঁহারা সত্যের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যান, ভাবসাগর তাঁহাদের নিকট স্থায়ী ভাব ধারণ করে, তাঁহাদের ভাবরস আর কখন শুষ্ক হইয়া যায় না। কিন্তু কল্পনা যাহাদের কবিত্বের মূল তাহাদের কবিত্ব সহজেই পুরাতন হইয়া যায় এবং ভাবও কয়েক দিন পরে চলিয়া যায়।

আর একজন মহাত্মা কোন স্থানে* লিখিয়াছেন যে "যখন হৃদয় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে নিমগ্ন হয় তখন তাহা স্বয়ং কবিতার প্রস্রবণ হয়।" এই কথাটী অত্যন্ত গভীর। যিনি সত্যের আধার তিনি প্রেমে চির সুন্দর, তাঁহার সহিত আত্মার মিলন হইলে তাহা স্বয়ং কবিতার প্রসূতি হয়। সেই কবিত্বই প্রকৃত কবিত্ব, যাহার ভাব আত্মার সমুদায় বৃত্তিকে স্বর্গের দিকে উত্থিত করে। পবিত্র প্রেম, সুকোমল ভক্তিই প্রকৃত কবিতা। সত্য যাহার ভিত্তি নহে, সে কবিতার সৌন্দর্য্য নাই, সে প্রেমেরও গভীরতা নাই। তাহা কেবল কল্পিত ভাবের প্রকাশ মাত্র। যাঁহারা বিজ্ঞানের নিতান্ত পক্ষপাতী তাঁহারা যে কবিত্বকে তুচ্ছ করেন তাহার কি কোন কারণ নাই ? বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ সত্যকে কেবল জ্ঞানে দূরস্থ করিয়া দেখেন; সত্যকে হৃদয়ের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে ও স্বাভাবিক অমৃতময় রসে ও আকর্ষণে বিমোহিত হইতে পারেন না বলিয়া এই জন্যই কবিত্বে তাঁহাদের অরুচি লক্ষিত হয়। কোন বস্তুর সৌন্দর্য্য দর্শন না করিলে হৃদয়ের কবিতা কুসুমনিচয় প্রস্ফুটিত হয় না। যে কারণে কবিত্বের মধ্যে নারী জাতিরা উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তাহা কেবল তাঁহাদের প্রকৃতির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য হৃদয়ের প্রেম চক্ষুকে উন্মীলিত করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য ও তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব না করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ভাষায় যে

* Emmerson's Essay.

সকল কবিতা বিরচিত হইয়াছে তাহাতেই মনুষ্যের সমূহ অপকার হইয়াছে। তজ্জন্য মনুষ্যের রুচি অপবিত্র, ইচ্ছা অপবিত্র চিন্তা পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া যায়। মনুষ্য অন্তর স্বভাবতঃ কবিতা চায় সহস্র দুর্দ্দান্ত কঠোর হৃদয়ও সময়ে সময়ে কবিতা ভাল বাসে।

ব্রাহ্মধর্ম্মে এখনও প্রকৃত কবিত্ব প্রকাশ হইল না কেন? এত দিনে কেবল, ভাব, কল্পনা ও সত্যের জ্ঞান লইয়াই ব্রাহ্মেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু এখন আধ্যাত্মিক জগতের গভীর সৌন্দর্য্য দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে, সত্যের গভীরতর প্রদেশে প্রীতি ও অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা যখন সত্যের স্বাভাবিক শোভায় অনুরক্ত ও মোহিত হইবেন তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনাপনিই কবিত্ব পূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মগণ! মিথ্যা ভাবে প্রতারিত হইও না, প্রকৃত কবিত্ব সত্যের সৌন্দর্য্যে অনুভব কর। সত্যরাজ্যে প্রবেশ কর, তোমাদের হৃদয়স্থ কবিত্ব খুলিয়া যাইবে, ধর্ম্ম মধুময় হইবে, হৃদয়, চিন্তা, কার্য্য জীবন সকলই মধুবর্ষণ করিবে।

ভাবের একতা।

যাহারা আপনার পরিত্রাণের জন্যই ব্যস্ত তাহারা সামাজিক উপাসনার উপযোগিতা বুঝিতে পারে না, তাহাদের ধর্ম্ম বুদ্ধির উপর, স্বার্থপরতারই তাহাদের ধর্ম্মের নেতা। নানাবিধ লোকের সহিত যোগ দিলে বড় কোলাহল হয়, আপনার ইচ্ছার ব্যাঘাত, স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ অনেক সময় বিবিধ লোকের ভাব দেখিয়া মন বড় বিরক্ত হইয়া যায়, কত সময় শান্তি ভঙ্গ হয়, উপাসনারও ব্যাঘাত জন্মে এইরূপ যাহারা বলিয়া থাকে তাহাদের স্বার্থপরতার ধর্ম্ম। হিন্দু ধর্ম্মে ও হিন্দুদিগের মনে এই রূপ স্বার্থপরতা অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, ও রক্তে রক্তে বিরাজ করিতেছে। ঈশ্বরের পিতৃভাব হিন্দুধর্ম্মের নিকট অপরিচিত। ঈশ্বর সম্বন্ধে অবশ্য পিতা মাতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ঈশ্বর পিতা ও পরিত্রাতা ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মের পত্তন ভূমি নহে। এজন্য হিন্দুসমাজের উপাসনার ভাব লক্ষিত হয় না। ব্যক্তিগত পরিত্রাণ ও ব্যক্তিগত সাধনই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে সামাজিক উপাসনার ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা কেবল পাশ্চাত্য ধর্ম্মালোক ও জ্ঞানালোকের ফল। আমরা সেই পুরাতন শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হিন্দু মন লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া সামাজিক উপাসনার গাম্ভীর্য্য উচ্চতা বুঝিতে পারি না। হিন্দুজাতির মনের এমনই গঠন যে সমস্ত লোকের একতাসূত্র ছেদন করিতে সমর্থ কিন্তু তদ্দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। আমাদের এই একই রোগ, কি ধর্ম্মজগতে, কি রাজনীতিতে, কি সামাজিক সংস্কারে, কি সাধারণ সদনুষ্ঠানে সকল বিষয়েই বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই সকল কারণে আমরা সামাজিক উপাসনার উচ্চতর আদর্শ প্রতীতি করিতে পারিতেছি না। হিন্দু মন সম্মিলন ভাল বাসে না, ইহা আপনার ইচ্ছা ও প্রভুত্ব ভাল বাসিতে বিশেষ রূপে শিক্ষিত হইয়াছে। সভ্যতমদেশে লক্ষ লক্ষ লোক সম্মিলিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা পাঁচ জন লোক একত্র সম্মিলিত হইতে পারিতেছি না ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। পরস্পর মিলিত হইয়া একটী কার্য্য করিতে হইলে আমাদিগকে বিষম সঙ্কটে পড়িতে হয়, এমন কি চার পাঁচ জনে যে সুরের মিল করিয়া একটী সঙ্গীত করিব তাহাও পারি না। একথা যদি বল যে আমরা বড় স্বাধীনতার পক্ষপাতী এ জন্যই সংঘর্ষণ হইয়া থাকে; ইহা মানিতে পারি না। কারণ ইয়োরোপীয় মন কি আমাদের অপেক্ষা সহস্র গুণে স্বাধীনতাপ্রিয় নহে? তবে তাহাদের মধ্যে এত সম্মিলন কিরূপে

হইয়া থাকে। আমরা বলি যে আপনার স্বাধীনতা ভাল বাসে সে অপরের স্বাধীনতা কিরূপে ভাল বাসিতে হয় তাহাও জানে। অতএব প্রকৃত স্বাধীনতাতে সম্মিলন অধিকতর হয়, প্রভুত্বই স্বাধীনতা বিনাশ করে।

যাহা হউক হৃদয়ের মিলন ভাবের মিলন না হইলে যে সামাজিক উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে গৃহ উচ্ছিন্ন হইয়া যায় যে গৃহের সকলই কর্ত্তৃত্ব করিতে ভাল বাসে। একের অধীন হইয়া পরস্পর হৃদয় ও ভাবের একতা সূত্রে গ্রথিত হইয়া চলিলে আর কোন অশান্তি বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের এই উদার ব্রাহ্ম পরিবারের কর্ত্তা, তাঁহার অধীন হইয়া পরস্পর ভাবে, হৃদয়ে, ইচ্ছা ও বিশ্বাসে মিলিত হইয়া এস সকলে একত্র উপাসনা করি। সামাজিক উপাসনাতে এখন একহৃদয়ে সম্বদ্ধ না হইলে চলিতেছে না। এই এক ভাবে যদি সকলে উপাসনা করিতে পারি তাহা হইলেই আশা সফল হয়, ব্রাহ্মসমাজের বল হয়, এক পুণ্যস্রোতঃ সকল হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। এক জনের হৃদয়ে স্বর্গের কোন ভাব আসিলে সেটী সকল হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া যায়। আমাদের সামাজিক উপাসনাতে যেমন একত্র আরাধনা ও একত্র প্রার্থনা আছে, তেমনি একত্র সঙ্গীতের প্রয়োজন হইয়াছে। সমস্ত উপাসক গণ এক হৃদয়ে এক ভাবে সঙ্গীত করিলে উপাসনার বিশেষ সৌন্দর্য্য হয়। যখন আমরা ঈশ্বরের চরণে দণ্ডায়মান হই তখন সকল আত্মার এক যোগ হইবে। পরস্পরের স্বতন্ত্রতা বিনাশ করিয়া দিয়া সমষ্টিতে এক ইচ্ছা, সাধন করিতে হইবে। ভাবের স্বতন্ত্রতা বা লক্ষ্যের স্বতন্ত্রতা কিছুই থাকিতে পারিবে না ঈশ্বরের সকল আত্মার মিলন হইবে সেখানে প্রার্থনা, একটী, সঙ্গীত এক ভাবের প্রকাশ। এই যোগ যথার্থ সামাজিক উপাসনার অবস্থা। আমরা এই যোগ বিশেষ রূপে প্রার্থনা করি। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজে যদি এইরূপ এক একটী সঙ্গীত হয় তাহা হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। সামাজিক উপাসনার একটী অভাব দূর হয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য সম্প্রতি সহজ সুরে একটী সঙ্গীত প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা প্রকৃত ভাবের সহিত সামাজিক উপাসনার মধ্যে ঐটী অবলম্বন করেন এই আমাদের ইচ্ছা। আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

গাথা।

কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয় দাও দরশন।

পূরাও মন-সাধ ঘুচাও হে বিষাদ, ভক্তি, উপহার, করিয়ে গ্রহণ।

সংসার তাপে তাপিত হয়ে, লয়েছি শরণ তোমার আশ্রয়ে;

কৃপাবারি দানে বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে দেখ চাহিয়ে;

গতিহীন জনে তোমা বিহনে, আপনার বলে কে আর চাহিবে;

সন্তাপ হর কৃতার্থ কর, অভয় দানে আমাদের সবে।

তুমি গুণনিধান সর্ব্বশক্তিমান, কল্যাণ বিধান কর নিরন্তর;

করুণা তোমার হইলে একবার, অনায়াসে পার হই ভবসাগর।

অনাথ দুর্ব্বল নাহিক সম্বল তুমিই আমাদের ভরসা কেবল;

তৃষিত হৃদয়ে ব্যাকুল হয়ে, করি ভিক্ষা নাথ দাও পুণ্য বল।

সুখ সম্পদে দুঃখ বিপদে যেন তোমাতে থাকে হে মতি;

ইহপরকালে তব পদতলে, নির্ভয় মনে করিব বসতি।

যেন হে সবে মিলে সৎভাবে, নিত্য এই ভাবে করি অর্চ্চনা;

অকিঞ্চন হয়ে এক হৃদয়ে হে প্রভু তোমার করি সাধনা;

পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী।

এই মহাত্মার বিষয় আমরা গতবার সম্বাদ স্তম্ভে লিখিয়াছি। ইনি একটী দিগ্‌গজ পণ্ডিত। তিনি হিন্দু শাস্ত্রে বিশারদ, সংস্কৃত ভাষা ইহাঁর আয়ত্তাধীন। বিশেষতঃ ইহাঁর সংস্কৃত ভাষা এমন প্রাঞ্জল, শ্রুতিমধুর ও সরল যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা কতক পরিমাণে অনায়াসে বুঝিতে পারে। স্বরস্বতীর বুদ্ধি বড় পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ। তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ, লোককে আকর্ষণ করিবার শক্তি তাঁহার বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়॥ তিনি বড় মিষ্টভাষী। এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার ও পৌত্তলিকতা বিনাশ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক আলোকে আলোকিত না হইয়াও তিনি যে প্রকার বিশদ রূপে সকল বিষয়ে উদার মত প্রকাশ করেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। এ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতার মধ্যে তিনটী বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রথম দিনে ঈশ্বরের স্বরূপ ও ধর্ম্ম, দ্বিতীয় দিনে, এক ঈশ্বরের উপাসনা, তৃতীয় দিনে মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন তন্মধ্যে কয়েকটী অতি সূক্ষ্ম ও গূঢ়তর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে সকল বিষয় এমনি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেন যে, সকলের পক্ষেই তাহা বুঝিতে সুগম। তিনি বলেন যে এক অজ্ঞানতা নিবন্ধন ভারতবর্ষীয় লোকের বুদ্ধি জড়প্রায় হইয়াছে আবার জড়ের উপাসনা করিয়া তাহা আরও জড় হইয়া গিয়াছে। এক চৈতন্য রূপ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত মনুষ্যের মুক্তি হয় না এই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। উপাসনার এই কয়েকটী লক্ষণ, চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনঃসংযোগ, প্রীতি, ঈশ্বরগুণকীর্ত্তন ও প্রার্থনা। তাঁহার মতে ভারতবর্ষবাসীর কাহারও হিন্দু বলা উচিত নহে; কারণ যবনেরা বিদ্রূপ করিবার জন্য আর্য্যদিগকে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। মনুষ্য জাতি এক ইহার আর বিভিন্নতা নাই। "ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামেতি শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও শূদ্র হইবে, এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণ হইবে এই পূর্ব্বতন রীতি। ব্রাহ্মণ যদি দুশ্চরিত্র, মূর্খ ও ধর্ম্ম হীন হয় তবে তাহাকে শূদ্র করিয়া দিতে হইবে এবং শূদ্র যদি জ্ঞানী সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক হয় তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ পদে অভিষিক্ত করিতে হইবে।

তাঁহার মতে সন্তানগন প্রথমে মাতার নিকট শিক্ষা লাভ করিবে, পরে পিতাকে শিক্ষা দান করিতে হইবে। ভাষা, ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, দর্শনশাস্ত্র, পদার্থ শাস্ত্র এই কয়েকটী বিশেষ শিক্ষণীয়। নারীদিগকেও সেই রূপে শিক্ষা দিতে হইবে। তাঁহাদিগকে এই কয়েকটী বিশেষ রূপে শিক্ষা দেয়া আবশ্যক। ভাষা, ধর্ম্মশাস্ত্র শিল্প বিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা ও বৈদ্যশাস্ত্র। তাঁহার মতে বৈদ্য শাস্ত্র নারীদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ কোন্ বস্তু আহার করিলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারা যায় তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক। বাল্য বিবাহই অনেক পাপের মূল, একথা তিনি বারবার বলিয়া থাকেন। বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া কন্যাদিগকে অন্ততঃ বিশ বৎসরের সময় বিবাহ দিলে ভাল হয়। যে নারী স্বামী বিয়োগে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে তাহার বিবাহ হওয়া উচিত।

দয়ানন্দ স্বয়ং পরমহংস হইয়াও পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের উপর বিরক্ত নহেন, গৃহস্থের সহিত সন্যাসীর কোন প্রভেদ নাই এই তাঁহার বিশেষ মত। যে বিবাহ করিতে না চায় তাহাকে কেবল জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, এক স্থানে বসিয়া ধ্যান করিলে ধার্ম্মিক হয় না। এমন কি তিনি নর্থব্রুকের নিকট বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য সাহায্য চাহিতে অভিলাষ করেন, এজন্য কেশব বাবুকেও অনুরোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন যে পুরোহিত ও ভট্টাচার্য্যেরা দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অর্থের লোভে সত্যের বিলোপ করিয়াছে, এবং অপরাপর সকল লোককে মূর্খ করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি ঊনবিংশ শতাব্দির উপযুক্ত লোক। যেমন তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তেমনি তাঁহার বহু শাস্ত্র দর্শন। বড় বড় ইংরাজী জ্ঞানাভিমানী লোকেরা তাঁহার নিকট সহজে পরাস্ত হইয়া যায়। জড়বাদী ও সংশয় বাদীরা তাঁহার মহত্ত্ব, ও বুদ্ধির পরিষ্কার ক্ষমতা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ফলতঃ হিন্দু সমাজে ঈদৃশ লোকের অভ্যুত্থান আশ্চর্য্য বলিতে হইবে!

দেখিল তাহার মধ্যে হয়ত দেখিলেন কেবল পঁচিশ জন ঈশ্বরের অনুগত প্রজা। তিনি সেই ২৫ জনকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের মধ্যে লইয়া আসিলেন, এবং সেই ২৫ জনকে লইয়া ব্রহ্মরাজ্য সংগঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তবে পরিবার কোথায়, আমাদের গৃহ কোথায়? ঈশ্বর বলিতেছেন, ব্রাহ্মের পরিবার এবং ব্রাহ্মের গৃহও অন্তরে। অন্তরে গিয়া দেখি, সেখানে প্রেম আছে, পিতা আছেন, নিয়ম আছে। কি নিয়ম? যে নিয়মে সুগৃহস্থ হয়। গৃহের সকলই আছে কিন্তু দেখিলাম একটী অভাব রহিয়াছে। কতকগুলি ভাই ভগ্নী চাই। ভাই ভগ্নী না হইলে পরিবার পূর্ণ হয় না। ঈশ্বর বলিলেন, "সন্তানগণ! যদি গৃহ চাও, যদি পরিবার চাও, হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আশ্রম নির্ম্মাণ কর।" এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, নানা স্থান হইতে ভাই ভগ্নিদিগকে সংগ্রহ করিয়া বক্ষের মধ্যে বাঁধিতে লাগিলেন। সেই ভাই ভগ্নী, দেহ-বিহীন রূপ-বিহীন আকার-বিহীন কতকগুলি আত্মা, ঈশ্বরের বিশ্বাসী অনুগত সন্তান। ভক্তের আশ্রম পূর্ণ হইল, এত দিন তিনি একাকী ভগ্ন গৃহে বাস করিতেছিলেন; এক্ষণে ভাই ভগ্নীদিগকে পাইয়া তাঁহার দুঃখ দূর হইল। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের স্বর্গরাজ্য তোমাদের শান্তি-নিকেতন অন্তরের মধ্যে অতএব, বাহিরের ভাই ভগ্নীদিগকে অন্তরের মধ্যে লইয়া যাও, নতুবা ঈশ্বরের পরিবার সংগঠিত হইতে পারে না। কেননা বাহিরে যদি লক্ষ লক্ষ লোক মিলিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয় অথচ তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আন্তরিক মিল না থাকে, তাহা কপটতা এবং উপহাসের ব্যাপার। যদি স্বর্গরাজ্যের ছবি দেখিতে চাও, তবে ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ কর সেখানে দেখিবে ঈশ্বরের প্রেমিক সন্তানেরা ভক্তের প্রেম অনুরাগে বাঁধা রহিয়াছেন। অল্প বিশ্বাসীরা এই প্রেমরাজ্য দেখিতে পায় না, অৰ্দ্ধ বিশ্বাসীরা ইহা দেখিয়াও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! যদি এই নিগূঢ় পবিত্র প্রেমরাজ্য ভোগ করিতে চাও তবে সংসারের সমুদয় নীচ সম্পর্ক বিনাশ করিতে হইবে। যদি আপনাপনি সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ লুপ্ত না হইয়া থাকে তবে সাবধান করিয়া সে সকল হইতে মুক্ত হও। ধর্ম্মের ভাল ভাল কথায় ভুলিও না। বাহিরের সমুদয় ছাড়িয়া দাও। সুমধুর সঙ্গীত এবং হৃদয়গ্রাহী বাক্যের উপাসনায় নির্ভর করিও না। কথারূপ খোসা পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের শস্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের আত্মা পুষ্ট হইবে। যখন আত্মায় আত্মায় যোগ হইবে, তখন কথা বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না, আপনা আপনি পরস্পরের ভাব পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। সেই অবস্থায় দুই চক্ষু পরস্পরকে দেখিল, অমনই স্বর্গরাজ্যের সেই উচ্চ পবিত্র মোহ আসিয়া পরস্পরকে আকৃষ্ট করিল। কোন কথা বলিলেন না, অথচ অবাক্ হইয়াও ভাবের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিলেন। দর্শনেই শ্রবণ হইল। পরস্পরের চক্ষে এমন কি দেখিলেন, যাহা আত্মাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল? সেই স্বর্গরাজ্যের সম্বাদ পত্র। ভক্তের নয়নে সেই স্বর্গীয় প্রেম জ্বলিতেছে। যাহারা এই প্রেমপ্রভা না দেখিয়া কেবল নরনারীর চক্ষু দেখিয়া ভোলে তাহারা পশু। এইরূপে যখন আত্মার মিলন হয়, তখন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না দেখিবামাত্র আত্মা আত্মাকে চিনিয়া লয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় পরস্পরকে দেখিবারও প্রয়োজন হয় না, তখন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবে আত্মায় আত্মায় মিলন হয় সেই অবস্থায় আমার বন্ধু কি ইংলণ্ড কি পরলোকে যেখানেই কেন থাকুন না আমাদের মধ্যে চুল মাত্র বিচ্ছেদ থাকিবে না; কেননা আত্মা ইহলোকে যাহা পরলোকেও তাহা। আত্মায় আত্মায় কোন শারীরিক ব্যবধান নাই। প্রেমেই আত্মার যোগ, প্রেমের অভাবেই আত্মার বিচ্ছিন্ন অবস্থা সুতরাং যত দিন প্রেম থাকিবে ততদিন বন্ধুর লোকান্তরেও যোগের কোন পরিবর্ত্তন নাই। বাস্তবিক কেবল কতকগুলি শরীর নিকট হইলেই আত্মার মিলন হয় না। তোমরা সংসার সম্বন্ধে কি বল না, ইনি আমার আত্মীয়, ইনি আমার নিকটতর সম্পর্ক, শরীর সম্পর্কে ত অনেকেই তোমাদের নিকট তবে কেন কতকগুলিকে নিকটতর বলিয়া স্বীকার কর? এইজন্য কি নয় যে তাহাদের হৃদয় তোমাদের নিকট? যাহাদের হৃদয় দূরে তাহারা কাছে থাকিয়াও তোমাদের নিকট পর, অনাত্মীয়। পৃথিবীর নীচ মায়ার চক্ষে যদি দূর নিকট হইল তবে স্বর্গীয় প্রেমের নিকটে কি, স্থানের দূরত্ব সম্ভব? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী প্রতিজনের নিকটতমবন্ধু তথাপি কেন তাঁহাকে দূর বোধ হয়? স্থানের সম্পর্কে নয়; কিন্তু প্রেম এবং পবিত্রতা সম্পর্কে। যে পরিমাণে অন্তরে প্রেম পবিত্রতা সেই পরিমাণে ভক্ত ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী। আধ্যাত্মিক রাজ্যে দূর নিকট কিসে হয়? পবিত্রতা সম্পর্কে! যিনি যে পরিমাণে পবিত্র তিনি সে পরিমাণে নিকটবর্ত্তী এবং যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী তিনি আবার সে পরিমাণে ভক্তের নিকটতর। কেননা ভক্ত ঈশ্বরের মন্দিরে বাস করিতেছেন। সেই রাজ্যে যাই দুই জন প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখনই তাঁহাদের মন এক হইয়া গেল। উভয়েই পরস্পরকে মনে মনে বলিলেন তুমি যাঁহার আমিও তাঁহার। ইহাই স্বর্গের যোগ। অতএব কি দূরস্থ কি পরলোকগত কাহাকেও দূরে মনে করিবে না। কেননা হৃদয়ের ঘরে সকলেই নিকটে আছেন। যেখানে হৃদয়ের যোগ সেখানে

কোন ভয় নাই, যিনি যেখানে থাকুন ক্ষতি নাই। প্রচারকগণ বিদেশে চলিয়া যান দুঃখ নাই, কেননা সকলেই হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন। ভক্তেরা, হৃদয়ের ঘরে মিলিত হইলেই পরস্পরের মধ্যে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ভক্তকে ভক্ত স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের চরণতলে প্রণত হন, ভক্ত ভক্তের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হন। বহুকাল পূর্ব্বে কোন মহর্ষি মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জগতের উপকার করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কথা শুনিবা মাত্র কেন ভক্তি হয়? তাঁহার কথায় আমার মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি কি মরিয়াছেন? ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যে কাহারও মৃত্যু নাই। ইহলোকে থাকিয়া ভক্তগণ পরলোকবাসীদের সাহায্য লাভ করেন। অতএব ব্রাহ্মগণ! প্রচারকগণ! যাতে আত্মায় আত্মায় যোগ হয়, তাহার উপায় কর। যদি ৫ জন সাধুকেও হৃদয়ে বাঁধিতে পার স্বর্গরাজ্যের আভাস পাইবে। এখনও পরস্পরের মধ্যে আত্মার যোগ হয় নাই, এজন্যই ব্রাহ্মসমাজ পুষ্ট হইতেছে না। যে অবধি সাধুদের মিলন না হইবে সে পর্য্যন্ত প্রেম রাজ্য কোথায়? শরীরে শরীরে মিলন অস্থায়ী, পরস্পর দূরস্থ হইলেই সেই প্রণয় চলিয়া যায়। শরীর গত যোগ পৃথিবীর সম্পর্ক, বন্ধু পরলোকে গেলেই তাহা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হয়। কিন্তু আন্তরিক যোগ চিরস্থায়ী এই যোগে ভক্তেরা ঈশ্বরের নিকট অভিন্ন হৃদয় এবং অভিন্ন আত্মা হইয়া যান। এক হৃদয় এবং একাত্মা হইয়া যাইবার অর্থ কি? আত্মায় আত্মায় যোগ অথবা হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলন। মনে কর একগৃহে ১০ জন ভক্ত বাস করেন। যে পরিমাণে তাঁহাদের স্বর্গীয় ভাব জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, ভক্তি ইত্যাদি পরস্পরের মধ্যে সংক্রামিত হয় সে পরিমাণে তাঁহাদের আত্মীয়তা। আবার তাহার মধ্যে যদি ৫ জন ভগ্নী থাকেন, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে ঈশ্বর যে সকল মধুর ভাব, প্রেরণ করেন সহজেই সে সকলের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে যতই পরস্পরের পবিত্রতা এবং ভক্তি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে, ততই তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। অতএব যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ অন্তরে। এইরূপ যোগ না হইলে পরস্পরের উপকার হয় না যথার্থ বন্ধুতা হয় না, যাহাদের মধ্যে প্রতিদিন পরস্পরের উৎসাহ পবিত্রতা, এবং শ্রদ্ধা ভক্তি পরস্পরকে নিকটতর করে, সেখানেই যথার্থ আধ্যাত্মিক যোগ। শরীরে শরীরে সংঘর্ষণ সাধুসঙ্গ নহে। কিন্তু পবিত্রভাবে আত্মায় আত্মায় যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাই সাধুসঙ্গ। সেই অবস্থায় পাপ অসম্ভব হয়, পরস্পরকে স্মরণ করিবামাত্র রিপু সকল পলায়ন করে, যাই একটী আত্মার অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তৎক্ষণাৎ সকলের অন্তর ব্রহ্মানলে উদ্দীপ্ত হয়, পাপ আলস্য আপনা আপনি ভস্মীভূত হয়! যতই পরস্পরের সঙ্গে যোগ হয় ততই প্রবল হইয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গসকল উঠিতে থাকে। এইরূপে এক জনের অগ্নি ৫ জনে ৫ জনের অগ্নি ৫ সহস্র জনের এবং ৫ সহস্র জনের অগ্নি ৫ লক্ষ জনে এবং ক্রমে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মরাজ্য বিস্তার করেন!! তাঁহাদের প্রেম বলে শত্রু সকল মিত্র হয়, এবং সহজেই তাঁহারা জগতের ভাই ভগিনীদিগকে লইয়া ঈশ্বরের পরিবার সংগঠন করেন। জগদ্বাসীগণ! তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ভক্তেরা বাহির হইলেন; কিন্তু তোমরা তাঁহাদিগকে চিনিলে না, অন্তরে প্রেমনদীতটে বসিয়া তাঁহারা কে আমাদের প্রেম লইবে, কে আমাদের প্রেম লইবে এই বলিয়া কাঁদিতেছেন; ভাই ভগ্নীরা তাহাদের প্রেম ফুল ভক্তিফুল লইল না, হৃদয় ধনের বিনিময় হইল না অন্তরের যোগ হইল না, ইহাতে কি তাঁহাদের সামান্য দুঃখ? ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! যদি পরিবার চাও যদি শান্তিগৃহ চাও তবে আর সংসার রূপ শ্মসানে ভ্রমণ করিও না। প্রাণের মধ্যে ঘর না পাইলে শ্মসান বাসী হইয়া কে কত দিন থাকিতে পারে? শরীর বিহীন প্রেমিক হৃদয় কোথায় খুঁজিয়া লও। বাহিরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলে মন মলিন হয়, অতএব বলিতেছি জগদ্বাসীগণ! ভক্ত হৃদয় কেমন সুন্দর একবার দেখিয়া চক্ষু সার্থক কর! হৃদয়ে ব্রহ্মরাজ্য লইয়া যাও হৃদয় মন্দিরে বসিয়া নিত্য ব্রহ্মোৎসব কর!!!

সমালোচনা।

'ধর্ম্মসমালোচনা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তক খানি মাহেশ সত্যসঙ্ঘ ক্ষেত্রমোহন শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সংখ্যা ক্রমে বাহির হইতেছে।

লেখক সহজ জ্ঞান যে অসত্য ইহাই সপ্রমাণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। গ্রন্থকার কেবল সহজ জ্ঞান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মনোবিজ্ঞান বিদ্ পণ্ডিতদিগের মত সঙ্কলন করিয়াছেন। নিজের মত বড় প্রকাশ করেন নাই, দুঃখের বিষয় এই যে তিনি নিজে সহজ জ্ঞানের বিজ্ঞান বুঝিতে পারেন নাই। অতএব প্রথমে সহজ জ্ঞানের স্বরূপ সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। মনুষ্য মনে এমন কতক গুলি ভাব ও ও সত্যের মূল আছে যাহা স্বাভাবিক, অযত্নসম্ভূত ও বিশ্বজনীন। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব, আপনার অস্তিত্ব, ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এই ত্রিবিধ বিষয়ক জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি নীতিশাস্ত্র, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভূতত্ত্ব বিদ্যা, কি রাসায়নিক বিদ্যা, কি জন্তু বিজ্ঞান, কি জ্যোতিষ, কি গণিত কি রাজনীতি [illegible] দর্শন শাস্ত্র এ সকলই সহজ জ্ঞান মূলক সত্য ও ভাব অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। সহজ জ্ঞান উপাদান আনয়ন করে' যুক্তি তাহাকে লইয়া দর্শন রূপ গৃহ নির্ম্মাণ করে। ফলতঃ

সহজ জ্ঞান কোন ভাব ও সত্য না দিলে যুক্তি বা বিচার কোন কার্য্যই করিতে পারে না। গ্রন্থকার সহজ জ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিতের মতের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত যে, সহজ জ্ঞানে দ্বিবিধ জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। কতক গুলি সত্যের অঙ্কুরও কতক গুলি ভাব। লেখক বলেন যে সহজ জ্ঞান যদি সকলেরই এক, তবে এক দেশে যাহা ন্যায় বলিয়া গৃহীত হয় অন্য দেশে তাহা অন্যায় বলিয়া পরিত্যক্ত হয় কেন? প্রত্যেক সৎকার্য্য কখন সহজ জ্ঞান সম্ভূত নহে কোন্ কার্য্য ভাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ঐ সকল অভ্রান্ত অবিনশ্বর সত্যের উপর সংস্থাপিত ও কোন, কার্য্য মন্দ ইহা বিচারের বিষয়, কার্য্যগত বিভিন্নতার অন্যতর কারণ। বুদ্ধির ভিন্নতা, রুচির ভিন্নতা মনের ভিন্ন ভিন্ন পাপাসক্তি ও স্বার্থ পরতা নিবন্ধ এরূপ ঘটিয়া থাকে। এক জন [illegible] সহজ জ্ঞান মূলকসত্য বলিতেছে? অপর [illegible] যুক্তিমূলক বলে। অতএব কোন্ [illegible] ও কোন্টীই [illegible] যুক্তিমূলক তাহাকে নির্ণয় [illegible] বলিয়া গ্রন্থকার আর একটী আপত্তি করিয়াছেন। এ স্থলে [illegible] আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, দার্শনিকদিগের মধ্যে সহজ জ্ঞান সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা হইতে পারে কিন্তু কেহ কি সহজ জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন, এবং পারিবেন? বুদ্ধি ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু মানব প্রকৃতি কখনই পারে না। এস্থলে আমাদের একটী পাঠ্যাবস্থার কথা মনে পড়িল। কোন সময়ে এক [illegible] ম হংস আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত [illegible] তিনি অদ্বৈতবাদ মত [illegible] করিলেন [illegible] আমাদের কোন বন্ধুর সহিত তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে প্রশ্ন করিলেন যে এই জগৎ মিথ্যা বন্ধু। বলিলেন তবে আপনিও কি মিথ্যা? পরম হংস বলিলেন নিশ্চয়, বন্ধু বলিলেন তবে আপনি যে এই কথা বলিতেছেন ইহাও কি মিথ্যা? তিনি বলিলেন অবশ্য। বন্ধু বলিলেন তবে আপনার তর্কও মিথ্যা। তবে আর আপনার এত গণ্ডগোল করিবার প্রয়োজন কি? তখন তিনি নিতান্ত অপ্রতিভ মনে ক্রোধান্বিত হইয়া চলিয়া গেলেন। কেবল গ্রন্থকারের কেন, সাধারণ খৃষ্টীয়ান ও অন্যান্য লোকের সংস্কার যে সহজ জ্ঞান স্বীকার করিলে মতের বিভিন্নতা ও কার্য্যের বিভিন্নতা অসম্ভব। এ জন্য আমরা বলিতেছি যে সহজ জ্ঞান লোক মানে আর না মানে তাহাতে কি, কিন্তু তাহার অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে মনুষ্যের জীবন চলিতেছে। অতএব সহজ জ্ঞান সত্ত্বেও যে মনুষ্যের কার্য্যের, মতের, ভাবের, ও বিচারের বিভিন্নতা হইয়া থাকে তাহার অন্যতর কারণ আছে।

জ্ঞানাঙ্কুর নামক মাসিক পত্রিকা খানি ইংরাজী বাঙ্গালা দ্বিবিধ ভাষায় লিখিত হইতেছে। এই পত্রিকা খানি রাজসাহী হইতে বাহির হইয়া থাকে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস জীবনচরিত, পূর্ব্বতন বিবরণ, সমালোচনা, রাজনীতি, শিল্প বানিজ্য এই গুলি ইহার লেখা বিষয়। ইহার প্রস্তাব গুলি প্রায় বিশেষ রূপে উপযোগী। কিন্তু সাধারণতঃ লেখা তাদৃশ সুন্দর নহে, কোন কোন স্থলে এরূপ লেখা প্রণালী যে তাহাকে বাঙ্গালা ভাষা বলা যাইতে পারে না। আমরা অনুরোধ করি লেখকগণ যেন ইহার ভাষা উন্নত করেন। কিন্তু যে সকল প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহার কোন কোনটী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রত্যক্ষ দর্শন ও কমটী এই বিষয়টী দর্শনের সহিত সমন্বয় করিয়া লিখিলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক আমরা আশা করি যে ইহা দীর্ঘ জীবী হয়। ইহার মূল্য ২॥০ টাকা।

ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ পুস্তক খানি প্রাচীনভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। বাইবেল পুস্তকে মহাত্মা ডেবিডের একেশ্বর প্রতিপাদক যে সকল উপদেশ আছে তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া ইংরাজী ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মালোচনা করেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে প্রীতিলাভ করিবেন। ইহার মধ্যে উচ্চতর গভীর প্রার্থনা, নির্ভরের ভাব এতদূর লক্ষিত হয় যে তাহা পাঠ করিলে মনের সাধুভাব উদ্রেজিত হইয়া উঠে। আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা একবার ইহা পাঠ করিয়া দেখুন। ইহার মূল্য ।/০ আনা। প্রচার কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

সম্বাদ।

মান্দ্রাজে গঞ্জামের নিকটবর্ত্তী বাহারাম পুরে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসব হইয়া গিয়াছে। শুক্রবার দুই বেলা উপাসনা হয়, শনিবার ইংরাজীতে বক্তৃতা হইয়াছিল। রবিবার প্রাতে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয় বাঙ্গালা হিন্দি ও পারসি ভাষায় "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি অঙ্কিত কয়েকটী পতাকা ধরিয়া বেহারাস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতারা কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। বিহারীয় ভ্রাতৃগণ যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে আলোকিত হইতে পারেন তাহার এখন বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও ত্রৈলক্যনাথ সান্যাল তথা হইতে মুঙ্গেরে যান সে খানেও উপাসনা ও ইংরাজীতে তাঁহার বক্তৃতা হয়।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী কলিকাতা সমাজ হইতে অবসর লইয়াছেন। এরূপ উপযুক্ত লোককে কেন যে বিদায় দেওয়া হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। কলিকাতা সমাজের ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে ভাল লোক তথায় তিষ্ঠিতে পারেনা।

সম্প্রতি বরাহ নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়া ছিলেন।

বিজ্ঞাপন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

[illegible] ভাগ। [illegible] সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র, শুক্রবার ১৭৯৪ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৲

স্বর্গরাজ্য।

মানবজাতির উন্নতির প্রণালী প্রত্যক্ষ করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলপূর্ণ বিধান যে কিরূপ সুন্দর, তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। উন্নতির নিয়ম বৈজ্ঞানিক চক্ষে বিশেষ রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রতিমনুষ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরের অঙ্গীকারই উন্নতির অব্যর্থ নিয়ম। সেই অঙ্গীকারই মনুষ্য জীবনের নিয়তি। প্রত্যক্ষ বাদীরা যাহাই বলুন না কেন, তাহারই আকর্ষণ ও বলে মানব জাতি সভ্যতা ও জ্ঞান ধর্ম্মের উচ্চতর সোপান হইতে উচ্চতম সোপানে ক্রমিক উত্থিত হইতেছে। ইহাই প্রতিমনুষ্য সম্বন্ধে আশা ও বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমি। প্রতিমনুষ্য সম্বন্ধে পরিত্রাণ যেমন নিশ্চয়, সমস্ত মানবজাতি সম্বন্ধে পরিত্রাণ তেমনি নিশ্চয়। কিন্তু ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে প্রত্যেকের জীবন সম্বন্ধে একটী নিশ্চিত সুস্পষ্ট বিশ্বাস ও ভাব না থাকাতে সামান্য কারণে আমাদের পতন হয়। এবং অপর ব্রাহ্মের মৃত্যু ও পতনে আমরা সহজে নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়ি! বিশ্বাস আশা না থাকিলে উদ্যম চেষ্টা, যত্ন উৎসাহ সকলই চলিয়া যায়। আশা ও বিশ্বাসই মনুষ্যের জীবন, তাহার অভাবে হৃদয় মৃতকল্প। আশা ও বিশ্বাসেই শান্তি। হৃদয়ের সমক্ষে একটী পূর্ণ প্রত্যক্ষ জীবনের ছবি না থাকিলে মনুষ্য কি ধরিয়া চলিবে। সমস্ত পূর্ণ মানবজাতিকে আপনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া জীবন্ত বিশ্বাস ও পূর্ণ আশার সহিত ধর্ম্মপথে চলিতে হইবে। সেই অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে।

ঈশ্বর কতকগুলি আত্মাকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাহেন। এই আত্মার সম্মিলনের নামই স্বর্গরাজ্য। ব্রাহ্মপরিবার বা শান্তিনিকেতন, ইহার অন্যতর প্রকাশ। মতের একতা, বা অবস্থার একতা অথবা ভাবের একতা এই যোগের কারণ নহে; কিন্তু কেবল ঈশ্বরেতে এই মিলন। ঐ গৃহের পিতা এক-মাত্র ঈশ্বর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ যোগই পরস্পরের প্রাণের যোগ। ঈশ্বর যেমন প্রতি আত্মাকে ভাল বাসেন কেহ তাঁহাকে কিছু প্রত্যর্পণ করুক আর না করুক তথাপি তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে প্রীতি করেন ঐরূপ প্রত্যেক আত্মা কোন বন্ধকু না লইয়া পরস্পরে প্রেম দান করেন। এই নিঃস্বার্থ প্রেমই সম্মিলনের কারণ। ঐ স্বর্গীয় ভাবে সম্মিলিত আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মিত হইবে। ঐ

স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে নয়; কিন্তু সম্মুখে, শান্তিনিকেতন বর্ত্তমানে নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে।

পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে কোন ধর্ম্মের দ্বারা এ গৃহ আর নির্ম্মিত হইল না। মানবজাতির পরম হিতৈষী সেই মহত্মার মনে যদিও ঐ গৃহ নির্ম্মাণের ভাব আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। করুণাময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় যদিও ঐ ভবে কতক পরিমাণে কয়েক আত্মা সম্মিলত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আবার সম্পুর্ণ ঈশ্বরকে লইয়া হয় নাই, সুতরাং তাহা অচিরেই ভূমিসাৎ হইল। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম তবে কি করিল? ঐ গৃহের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু উপকরণ হইলে কি হইবে কারীকর না হইলেত গৃহ নির্ম্মিত হয় না? চিরকালের জন্য প্রেমসূত্রে গ্রথিত হইয়া যাঁহারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে পূজা করিবেন তাঁহাদের দ্বারাই ঐ গৃহ নির্ম্মিত হইবে। যাঁহারা ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প তাঁহারাই ব্রাহ্ম এবং ঐরূপ লোকের সমষ্টিতেই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবে। এখনও কি ঐরূপ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে? নিশ্চয়ই তাহার আরম্ভ হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই; কিন্তু তাহার পত্তন আরম্ভ হইয়াছে। স্থপতিগণ গৃহ নির্ম্মাণ সময়ে গৃহের চিত্রখানি সমক্ষে না রাখিয়া যথা স্থানে উপকরণ সকল বিন্যস্ত করিতে পারে না। গৃহনির্ম্মাণ পক্ষে কি স্থপতি, কি ভাস্কর, কি সূত্রধর, কি চিত্রকর, যে যাহা করে তাহা ভাবী গৃহের অনুরূপ ছবি চিন্তাতে চিত্রিত করিয়া গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য সংসাধন করিতে থাকে। একজন সামান্য মজুর যে মস্তকে করিয়া দুই চারিখানি ইট তুলিয়া দেয়, সেও যথোপযুক্ত ভাবে তাহার কার্য্য করে। ঐ গৃহে সকলেরই সমান প্রয়োজন। কার্য্যের উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন কোন গৌরব নাই। একজন সামান্য মজুর হইলে কি হয়; কিন্তু সে দুইখানি ইট তুলিয়া না দিলে কারীকরের কার্য্য বন্ধ হয়, চিত্রকরই বা কিসের উপর চিত্র করিতে পারেন। বিশেষতঃ ঐ মিলনে সকলেই স্বাধীন, সকলের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষভাব রক্ষা হয় অথচ প্রতিজনের আশ্চর্য্য সম্মিলন। ঈশ্বরের গৃহের নির্ম্মাণ কৌশল এইরূপ অপূর্ব্ব। প্রেমে ঐ আত্মা সকল গ্রথিত হইবে। পৃথিবীস্থ সমস্ত আত্মা একদিন ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিবেই করিবে। পরলোকগত আত্মা সকলও ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ গৃহ দুই দিক দিয়া নির্ম্মিত হইতেছে। এক সময়ের দিকে, এক অনন্তের দিকে। এবং ইহলোকস্থ মনুষ্যগণ ঐ গৃহের কিঞ্চিৎ তুলিয়া দিয়া যাইবেন। প্রতি মনুষ্য যাহা করিবেন তাহা জগতের জন্য। যিনি যে ভাব যে সত্য প্রচার করুন না কেন ঐ গৃহের চিত্র অনুসারে তাহা যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে। কেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করিতে পারিবে না, কারণ সকলের নিকট ভাবি গৃহের এক একখানি চিত্র রহিয়াছে। উহার নামই ব্রাহ্মদিগের আদর্শ অথবা লক্ষ্য। স্বর্গ রাজ্যের চিত্রখানি প্রতিব্রাহ্মের চিন্তাতে ভাবেতে ও জীবনে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে। তাহারা যাহা করিবেন তাহা ঐ আদর্শকে অতিক্রম করিয়া কিছুই হইবে না। শান্তি, সদ্ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিনয়, ক্ষমা, পুণ্য দিয়া ঈশ্বর স্বয়ং ঐ গৃহ চিত্রিত করিতেছেন। ঈশ্বর একমাত্র পিতা মাতা হইয়া সকল নর নারীকে ঐ গৃহে আশ্রয় দান করিবেন।

ঐ গৃহই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ। প্রতি আত্মা ঐ নিকেতনের দুই এক হস্ত তুলিয়া দিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন। এই রূপে প্রত্যেক হৃদয় ঈশ্বরের সুন্দর ঘরের কিছু কার্য্য করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু ঐ স্বর্গরাজ্য কত দিনে নির্ম্মিত হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। এমন কি দুই কোটি বৎসরও লাগিতে পারে তাহা কে জানে। কিন্তু ঐ গৃহটী নির্ম্মিত হইবেই হইবে। এ বিষয়ে যদি

আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্ম নই। ঈশ্বর স্বয়ং এই স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা যেমন নিশ্চয়, উহার কার্য্য বহু বিলম্বে শেষ হইবে তাহাও তদ্রূপ নিশ্চয়। ভবিষ্যতের গর্ব্ভে যাহা নিহিত রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানে আনিতে হইবে এবং বর্ত্তিমানকে ভবিষ্যতে লইয়া যাইতে হইবে। যেমন ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে প্রকাণ্ড সুবিস্তৃত পল্লবিত বৃক্ষ নিহিত আছে এবং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান যেমন বর্ত্তমানে অনুভূত হয় তদ্রূপ ঐ চিত্রিত গৃহের জ্ঞানটী বর্ত্তমানে প্রতীতি করা আবশ্যক। ইহাকে বলে জীবনের লক্ষ্য উপলব্ধি। ঈশ্বর স্বয়ং যখন ব্রাহ্মদিগকে চিহ্নিত করিয়াছেন তখন আমরা আর কোথায় পলায়ন করিতে পারি। পৃথিবী হইতে এক দিন কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, অহস্কার নীচতা অসত্য পাপ চলিয়া যাইবেই যাইবে। প্রতি নর নারী পবিত্র, প্রেমিক, ক্ষমাশীল ঈশ্বরের চিরভৃত্য হইবে। ঐ স্বর্গীয় ভাব পূর্ণ সমস্ত মানব জাতিকে আপনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। এবং ঈশ্বরের গৃহে ঐরূপ আত্মার দিন দিন সম্মিলন হইবে। কিন্তু বিচিত্রতা, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব সত্তে সমতা মিলন কি সুন্দর তাহা আমরা প্রকৃত রূপে ঐ স্বর্গরাজ্যেই অনুভব করিতে পারি। ভবিষ্যতে ইহার গূঢ় বিষয় সকল বলিতে ইচ্ছা রহিল। আমরা দেখিলাম যে তাঁহার গৃহের কার্য্য সাধনের জন্য প্রতি আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা আছে এই জন্যই তিনি সকল আত্মাকে সম্মিলিত করিতে চাহেন। ঐ ব্রহ্মনিকেতনই সম্মিলন ও সদ্ভাবের আকর অথচ, প্রতিআত্মার স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব ও বিচিত্রতা রক্ষিত হইবে। ঐ গৃহে সম্প্রদায় অসম্ভব বিচ্ছেদ ও অপ্রণয় অসম্ভব। লোকে প্রতীতি করিতেই পারে না যে, যেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা সেখানেই প্রকৃত যোগ। যাহা হউক এখন প্রতি ব্রাহ্মের হৃদয়ে ঐ গৃহের ছবিখানি চিত্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। আমরা এখন মন্দিরে যে গৃহের কথা শুনিতে পাই তাহা ঐ গৃহ সম্বন্ধে। এই বিষয়টী হৃদয়ে প্রতীতি করিতে পারিলে সমস্ত নিরাশা অবিশ্বাস চলিয়া যায়। ব্রাহ্মগণ! এস সকলে আনন্দ আশার জীবন সম্ভোগ করি। ঐ গৃহের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব, উহার মধ্যে প্রেম, সম্মিলন, পবিত্র যোগ বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিন্দুসমাজ সর্ব্বগ্রাসী।

যখন কোন বিপক্ষ দল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন তাহারা কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা বলবান শত্রু পক্ষের শরণাপন্ন না হইয়া আর বাঁচিতে পারে না। হিন্দুসমাজের ঠিক এই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। হিন্দুসমাজ নাকি এখন অসত্য পাপ, কপটতা, মদ্যপান, দুষ্কর্ম্ম, অজ্ঞানতা কুসংস্কার ও কুপ্রথাতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাই, আর তাহার আধিপত্য খাটে না, আর তাহার তেজ চলে না, সুতরাং যে যে কার্য্য করুক না কেন তাহাকে প্রশ্রয় না দিলে আর কাহাকে বশে রাখিতে পারে না; কাযে কাযেই হিন্দুসমাজকে এখন মৃদু অমায়িক কৌশল অবলম্বন করিয়া চলিতে হইয়াছে। হিন্দুসমাজ বিলক্ষণ দেখিল যে এখন আর অসত্য লইয়া বলবীর্য্য খাটিবে না সুতরাং সকলের পদানত হইয়া চলাই ভাল। বিলাতে যাও ক্ষতি নাই, যবনান্ন গ্রহণ কর তাহাতেই বা আপত্তি কি? গোমাংসাদি ভক্ষণ কর তাহাতে জাতি ভ্রষ্টের কোন কারণ নাই, নাস্তিক হও, অবিশ্বাসী হও তাহাতে বড় আসে যায় না, প্রচলিত ক্রিয়াকলাপাদি করিলেই তোমার সকল দোষ খণ্ডিয়া যাইবে, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্য হইবে। এখন যে সভ্যতার স্রোতঃ প্রবল তাহাতে হিন্দুসমাজ আর সাবেক পুরাতন ভাব লইয়া আপনার অহঙ্কার ও দর্পে স্ফীত থাকিতে পারে না। সভ্যতার

সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজ যেমন পরিবর্ত্তিত হইতেছে বড় বড় জ্ঞানী বিদ্বানদেরও পতন হইতেছে। হিন্দুসমাজ যদি অন্যায় অসত্য পাপের প্রতি আরও ভ্রূকুটি প্রকাশ করিত তাহা হইলে বঙ্গবাসীদের চরিত্র এত দিন গঠিত হইয়া আসিত। হিন্দু সমাজ সর্ব্বগ্রাসী হইয়া সকলকে আপনার দিকে টানিতেছে। তাহার আধিপত্যে কাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। কেহ যদি চতুরতা প্রকাশ করিতে চায় তবে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। যাহারা সমাজ সংসারের জন্য, নিতান্ত আগ্রহ দেখাইয়া থাকে তাহারা ইহার অমায়িকতা ও মৃদু কৌশলে ভুলিয়া গিয়া আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া বসে।

হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদিগের পতনকে আরও অগ্রসর করিয়া দিতেছে। হিন্দুসমাজ আপাততঃ কৌশল জাল বিস্তার করিয়া অনেক ব্রাহ্মকে কাঁদে ফেলিতেছে। সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া, বিবেকে উৎকোচ দিয়া ব্রাহ্মগণ অনায়াসে হিন্দুসমাজে ডুবিয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ কপটাচারী ধূর্ত্ত ব্রাহ্মদিগকে শক্ত কথা ও তিরস্কার করিতে ছাড়েন না; ভ্রূকুটির সহিত সত্য কথা বলিতে ত্রুটি করেন না। সুতরাং তাহাতে ভীত হইয়া আপনার অভীষ্ট অসিদ্ধ দেখিয়া অনেকে হিন্দুসমাজে মিশিয়া যান। যাইবার সময় ব্রাহ্মদিগকে অনেক কটুকাটব্য বলিতে ছাড়েন না। ব্রাহ্মেরা বড় সাম্প্রদায়িক, ক্ষুদ্র দর্শী, বিবাদ বিসম্বাদ প্রিয়, অত্যন্ত অসহিষ্ণু এই রূপ অনেক কথা বলিয়া চলিয়া যান। শিক্ষিত লোক ও ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজের এত বিরোধী কেন? কারণ তাঁহারা দেখেন যে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের দোষ, পাপ কপটতার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন; ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা হিন্দুসমাজ উদার এই বলিয়া হিন্দু সমাজের মায়ার ভুলিয়া গিয়া অনেক ব্রাহ্ম মরিয়া যাইতেছেন। আমরা যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম করি না কেন তাহাতে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। এই রূপ তাঁহারা আশা করেন। কিন্তু অসত্য অন্যায় পাপের প্রতি ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, ভ্রূকুটি প্রকাশিত হইবেই হইবে, ইহাতে আর সংশয় নাই, ব্রাহ্মসমাজের এই গভীর মত। ব্রাহ্মসমাজ যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে সত্য নাই বল নাই, পবিত্রতা, নাই, জীবন নাই, একথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। ক্ষত স্থানে অস্ত্র বসাইতে গেলেই যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণার ভয়ে যদি অস্ত্র চালান না হয় তাহা হইলে আর কাহারও ক্ষত সারে না। ব্রাহ্মসমাজও কোন লোকের দোষ দেখিলে তাহাকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করেন। কোন সম্প্রদায়ের দোষ দেখিলে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই জন্য ভয়ানক আক্রমণ আসিয়া লোককে উত্যক্ত করিয়া তুলে। যাহা হউক হিন্দুসমাজের মধ্যে যাঁহারা ডুবিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা পাপের গভীর কূপে একেবারে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। ব্রাহ্মগণ! এখন অবধি সাবধান হও, হিন্দু সমাজ কিছু বলে না বলিয়া মনে করিও না যে সেখানে, কেমন উদারতা কেমন সহানুভূতি, সে কেবল পতনের পন্থা। দেখ শত সহস্র লোক উহার মায়ায় মোহিত হইয়া সত্যকে বিবেককে ধর্ম্মকে স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়া বসিল। সত্যের আদর্শে হিন্দু সমাজকে ভুলিয়া দেও, কিন্তু তাহার পাপ জনক মোহিনী শক্তিতে আপনাকে পরাজিত মানিও না। ব্রাহ্মদের আর একটী দুর্দ্দশার কারণ এই যে পাপের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে ঢাকিবার জন্য সভ্যতা ও বিদ্যার আশ্রয় লইয়া তাহাকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত হন। কেহ বলেন, জাতি রাখা ভাল, উপবীত দেয়াতে দোষ কি, পৌত্তলিকতায় কোন ক্ষতি হয় না। এই সকল কথা কি ব্রাহ্মের মুখে সাজে? পাপকে পাপ বল, অন্যায়কে অন্যায় বল ইহাতে দ্বিধা করিও না। ব্রাহ্মগণ। হিন্দু সমাজের মোহিনী শক্তিতে ভুলিও না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৭৯৪।

ঈশ্বরকে তোমরা মান বা না মান, তাঁহার অস্তিত্ব তোমরা মুখে স্বীকার কর আর না কর, তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করিতেছেন। তোমাদের রসনা হয়তো বলিতে পারে ঈশ্বর নাই, তোমাদের মন হয়তো তাঁহার সত্তায় সংশয় করিতে পারে, এবং তোমাদের হৃদয় হয়তো নাস্তিক হইতে পারে; কিন্তু তোমাদের প্রাণ নিমেষের জন্যও তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচে না। কি দয়ালু তাঁহার স্বভাব, যাহার জিহ্বা বলিতেছে, তিনি নাই, যাহার মন তাঁহাকে বধ করিতে যায়, তিনি তাহাকেও নিজে রক্ষা করিতেছেন। কেবল রক্ষা করিতেছেন তাহা নহে; কিন্তু সেই শত্রুর ভিতরে তিনি এমনই অটলভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন যে মৃত্যুও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিতে পারে না। অনন্তকাল তিনি তাহার পিতা এবং প্রাণেশ্বর হইয়া বাস করিবেন এই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন আত্মার এইরূপ নিত্য যোগ; ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যে পরস্পর সম্পর্ক তাহাও সেইরূপ চিরস্থায়ী, মরিয়া গেলেও সেই সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আত্মার যেমন বিনাশ নাই, আত্মায় আত্মায় যে সম্বন্ধ তাহারও অন্ত নাই। পিতাকে মানিতে গেলেই ভাই ভগ্নীদিগকে মানিতে হইবে। পিতা এবং ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে যে আমাদের এই সম্পর্ক ইহা চিরকালের। প্রত্যেক মনুষ্য এই দুই সম্বন্ধ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ঊর্দ্ধে তাকাইয়া পিতাকে দেখিলে যেমন ভক্ত পুলকিত হন; তাঁহার চরণতলে ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিয়াও তিনি তেমনি আনন্দিত হন। কোন মনুষ্যই তাঁহার পর নহে। তবে যে মনুষ্যকে পর বোধ হয়, তাহার কারণ সাধনের অভাব। লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয় জন আমাদের আত্মীয়? তন্মধ্যে হয়তো পাঁচজন আমাদের পরিচিত। আবার সেই পাঁচ জনের মধ্যে যে বন্ধুতা তাহাও ক্ষণস্থায়ী, প্রাতে পরস্পরের মধ্যে সুমধুর আত্মীয়তা, সায়ংকালে বিষম শত্রুতা। অতএব কার্য্যতঃ দেখিলে জগতের সকলকেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর পরস্পরের পর বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যেমন তাঁহার কোন সন্তানই পর নহে, ভক্তের নিকটেও কোন ভাই ভগ্নীই পর নহে। সাধনের অভাবে ঈশ্বরকেও দূর ও অনাত্মীয় বোধ হয়; কিন্তু সাধনের দ্বারা তাঁহাকে পলকের মধ্যে পরমাত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং সেই দূরত্ব শীঘ্র চলিয়া যায়। ঈশ্বর যেমন আমাদের প্রাণের প্রাণ নিকটতম বন্ধু, প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর সঙ্গেও আমরা সেইরূপ গূঢ়তম সম্পর্কে আবদ্ধ; কিন্তু যত দিন আত্মা প্রকৃতিস্থ না হইবে, তত দিন আমাদের বিকৃত জীবনে সেই নিত্য সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন থাকিবে। সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে যেমন নিকট হইতে নিকটতর দেখা যায় ভাই ভগ্নী সম্পর্কেও সেইরূপ। যতই আত্মার ভক্তি বৃদ্ধি হয়, ততই ইহা ঈশ্বরের সন্নিহিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর সন্নিহিত হইয়া অবশেষে তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হয়। সাধক তখন ধন্য হইলেন, যখন দেখিলেন, পিতা পুত্র দুই একত্র হইলেন। শত শত যোজনের ব্যবধান বিনাশ করিয়া ভক্ত এবং ভক্তবৎসল একাসনে বসিলেন। ভাই ভগ্নী সম্পর্কেও সেই রূপ। যতই রিপু দমন করি, যতই মন উদার হয়, যতই হৃদয় পবিত্র হয়, ততই শত শত ভাই ভগ্নীর সঙ্গে অন্তরের সম্মিলন হয়। স্বদেশ বিদেশের প্রভেদ থাকে না। আমি এখানে আমার কোন ভাই কিম্বা ভগ্নী ইংলণ্ডে, তাঁহার গুণ শুনিবামাত্র তিনি আমার হৃদয়ের নিকটে আসিলেন। এই রূপে হয়তো বহু দূরস্থ এক জন নিকটের বন্ধুদিগের অপেক্ষায়ও আত্মীয় হইলেন। দূরস্থ সেই বন্ধুর পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয় যত অনুরক্ত হইল হয়তো কাছের এক জনের মধুরতম কথা শুনিয়াও সেই রূপ হয় না। যে পরিমাণে পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের গভীর সাধন সে পরিমাণে দূরতা চলিয়া যায়। সাধনের বলে শত্রু মিত্র হয়, দূর নিকট, এবং নিকট নিকটতর এবং নিকটতর নিকটতম হইয়া যায়। অতএব বন্ধুগণ! সাধনের দ্বারা পরস্পরের নিকটতম এবং অন্তরতম হইয়া পরস্পরের হৃদয়ে পুণ্য শান্তি বিস্তার কর তাহা হইলেই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেম পরিবার সংগঠিত হইবে। ভক্তের সাধন কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। যখন তিনি দেখিলেন ভক্তবৎসল পিতা আসিয়া তাঁহার অব্যবহিত সন্নিধানে একাসনে বসিলেন, তখন তাঁহার অনেক দুঃখ ঘুচিল, হৃদয় প্রফুল্ল হইল; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইল না; পিতাতো কাছে আসিলেন, কিন্তু কিরূপে পিতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন, এই জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা হইল। যতই সাধন করেন, দেখিতে পান আরও সাধন আবশ্যক, সাধনের উচ্চতম অবস্থায়, সাধক স্পষ্ট রূপে দেখিতে পান, "ঈশ্বর আত্মার মধ্যে এবং আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে।" জীবাত্মা যতই ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে ততই আরও গভীরতর দেশে যাইবার জন্য ইহা ব্যাকুল হয়। এই রূপে ক্রমেই ভক্তের ব্রহ্ম-লোভ অধিক হইতে অধিকতর রূপে প্রজ্বলিত হইতে থাকে। কিন্তু সাধকই যে কেবল ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন তাহা নহে, যতই সাধনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন ততই

তিনি দেখিতে পান তাঁহার সমস্ত শরীর, মন এবং সমস্ত প্রাণ ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। দিবা রাত্রি তিনি সেই গম্ভীর সত্তায় পরিবেষ্টিত, ভিতরে বাহিরে দিনান্তে নিশান্তে যে দিকে তাকান দেখিতে পান ঈশ্বর সর্ব্ব মূলাধার হইয়া বর্ত্তমান। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকে না, মন একটী চিন্তা করিতে পারে না, হস্ত একটী কার্য্য করিতে পারে না। এই রূপে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দেখিয়া ভক্তের আনন্দের সীমা থাকে না। রৌদ্রের উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত ও পিপাসাতুর হইলে আমরা কি করি? কেবল মাথায় কিম্বা মুখে কিঞ্চিৎ জল দিয়া আমরা সুস্থির হইতে পারি না, হয়তো প্রচুর পরিমাণে জল পান করি অথবা জলের মধ্যে সমস্ত শরীর নিমগ্ন করি। এবং যখন সেই জল শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন প্রাণ শীতল হয়। শীতল জল মাথায় দিলে কিয়ৎপরিমাণে প্রাণ স্নিগ্ধ হয় সত্য; কিন্তু সেই জলে যিনি অবগাহন করেন তিনিই জানেন তাহাতে কত আনন্দ। সেই রূপ সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত আত্মা কেবল সেই শান্তি জলের নিকটে যাইয়া সম্যক্‌রূপে শীতল হয় না, স্বভাবতই তাহার সেই জলের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রবল ইচ্ছা হয়, অথবা সেই জল আপনার মধ্যে আনিতে ব্যাকুল হয়। শান্তি জল কি? ব্রহ্ম! পাপতাপে দগ্ধ ব্যক্তি যখন সেই ব্রহ্ম রূপ সাগরে প্রবেশ করে, তখন সহজেই তাহার সমস্ত আত্মাতে সেই নির্ম্মল শান্তি বারি সঞ্চারিত হয়। অতএব ব্রাহ্মগণ! যদি শান্তি চাও, তবে কেবল ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিও না, তাঁহার মধ্যে প্রবেশ কর। ঈশ্বর সহবাসী নয়; কিন্তু ঈশ্বরবাসী হইতে হইবে। মৎস্য যেমন জল বাসী, মনুষ্যের আত্মা স্বভাবতই তেমনি ব্রহ্ম-বাসী। যতক্ষণ ব্রহ্মে বাস ততক্ষণ আত্মার জীবন; যাই ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, তখনই আত্মা শান্তি বিহীন, স্ফুর্ত্তি বিহীন, যখন এই রূপ নিগূঢ়তম যোগে ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, ঈশ্বরবাসী হইবে, তখন পাপ অসম্ভব হইবে, সাগরের গভীরতম দেশে রৌদ্রের উত্তাপ নাই। সেই রূপ যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম রূপ গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন, তাঁহাকে পাপ সন্তপ্ত করিতে পারে না। ব্রহ্মভক্ত বাস্তবিক ব্রহ্ম-নিবাসী। সুন্দর সেই অবস্থা যখন ব্রাহ্ম সন্তান নির্ভর মনে ব্রহ্মের মধ্যে বাস করেন। সুমিষ্ট ব্রহ্ম স্বরূপের মধ্যে বাস করিয়া তাঁহার সকল দুঃখ দূর হয় এবং ব্রহ্মের প্রেমরস পান করিয়া দিন দিন সেই আত্মা পুষ্ট ও সবল হয়। এই রূপে ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিলে যেমন সহজেই অন্তরে তাঁহা হইতে পুণ্য শান্তি প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপিত হইলেও সেই রূপ পবিত্রতা ও প্রফুল্লতা সমাগত হয়। সাধকগণ! তোমরা যেমন ভাই ভগ্নীদের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাঁহাদিগকেও সেই রূপ তোমাদের আত্মার মধ্যে লইয়া যাও তাঁহাদের অন্তরে যেমন তোমাদের জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা প্রবেশ করিবে, তোমরাও বিনীতভাবে তাঁহাদের গুণ গ্রহণ কর। প্রত্যেক ভাই এবং প্রত্যেক ভগ্নীকে বল, তোমার মনের মধ্যে আমার মন আমার মনের মধ্যে তোমার মন; তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমার হৃদয় আমার হৃদয়ের মধ্যে তোমাদের হৃদয় এবং তোমার আত্মার মধ্যে আমার আত্মা আমার আত্মার মধ্যে তোমার আত্মা এইরূপে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান প্রেম এবং পুণ্যের বিনিময় কর, তাহা হইলে অচিরে তোমাদের মধ্যে প্রেম-রাজ্য সংস্থাপিত হইবে। যখন এইরূপে পরস্পর পরস্পরের হৃদয় টানিবে তখন বুঝিতে পারিবে অভিন্ন হৃদয় কি। তখন স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। এইরূপে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া, যদি আমার কোন বন্ধু কখনও হিমালয়ে অথবা কখনও সাগর-বক্ষে থাকেন তথাপি আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকিবে না; কেন না তিনি হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। যেখানেই তিনি থাকুন না কেন আমার দুঃখে তাঁহার দুঃখ, তাঁহার দুঃখে আমার দুঃখ আমার সুখে তাঁহার সুখ তাঁহার সুখে আমার সুখ। কে আমাদের পরস্পরের হৃদয় এরূপ গূঢ় সম্পর্কে বাঁধিয়া দিবেন? প্রেমসিন্ধু পিতা। শরীর একত্র হইলে হইবে না, চক্ষে চক্ষে দেখিলে হইবে না, চিন্তা করিলেও হইবে না; কিন্তু পিতার চরণতলে পড়িয়া সেখানে তাঁহার পুত্র কন্যাকে বরণ কর দেখিবে ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদিগের মধ্যে আন্তরিক গূঢ় যোগ স্থাপন করিবেন। অতএব বন্ধুগণ! ভাই ভগ্নীর শরীর একেবারে ভুলিয়া যাও। ঈশ্বরের সন্নিধানে দুই হৃদয়কে একত্র বসাও, তাহা হইলে দেখিবে আপনা আপনি তোমাদের হৃদয় ভাই ভগ্নীদের হৃদয়ে এবং তাঁহাদের হৃদয় তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এবং তখন নিশ্চয়ই তোমাদের পরস্পর হইতে পরস্পরের মধ্যে প্রেমস্রোতঃ এবং পবিত্রতা নদী প্রবাহিত হইবে। ভক্তের হৃদয় হইতে এক একটী প্রবলতরঙ্গ উঠিয়া ঈশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হয় এবং সেখানে আঘাত লাগিয়া আবার প্রবলতর হইয়া ফিরিয়া আসে এবং এইরূপে ক্রমে যতই প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হয়, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ততই তাহা প্রবলতর হইয়া উঠে অবশেষে পিতা যেমন আপনার প্রেমগুণে চিরকাল পুত্রের সঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন পুত্রও পিতার প্রেমে বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা পিতার সঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই ভক্তের শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। নর নারী সম্পর্কেও এই নিয়ম। ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন আমা-

দের নিত্য সম্পর্ক ভাই ভগ্নীদের সম্বন্ধও ঠিক সেইরূপ চিরস্থায়ী। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যেমন সাধন চাই, ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যে স্বর্গীয় সম্বন্ধ, তাহা ভোগ করিবার জন্যও সাধন আবশ্যক। এইটী ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন কথা। ঈশ্বর প্রসাদে এই সাধন দ্বারা ভাই ভগ্নীদিগকে যতই নিকটতর দেখিবে, যতই তাঁহারা ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন ততই তোমরা পবিত্রতর সুখ ভোগ করিবে। এই রূপে যখন তাঁহারা পিতাকে লইয়া তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবেন, এবং তোমরাও পিতার চরণ ধরিয়া তাঁহাদের মনের মধ্যে স্থান পাইবে, তখন পরস্পরের প্রেমোচ্ছ্বাস পরস্পরের হৃদয়ে লাগিয়া প্রবল স্রোতঃ প্রবাহিত হইবে। আত্মাকে ভাল বাসা সামান্য ব্যাপার নহে, যাঁহার অন্তরে একবার সেই নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছে, তিনিই জানেন সেই প্রণয়মধু কেমন পবিত্র। আত্মার একটু সামান্য সৌন্দর্য্য দেখিলেই মন মোহিত হয়, আবার যখন ভাবি, ঈশ্বর কৃপায় সেই আত্মা অনন্ত কাল জীবিত থাকিবে এবং তাহার রূপ লাবণ্য ও গুণ রাশি অনন্তকাল বৃদ্ধি হইবে তখন দেখি আত্মায় আত্মায় যে প্রেম তাহাও অনন্তকাল স্থায়ী। কে বলে মনুষ্যের প্রণয় অস্থায়ী? যাহারা পাপে অন্ধ, আত্মার রূপ মাধুরী দেখিতে পায় না, কেবল মাংস চক্ষে নর নারীকে দেখে, যাহারা পৃথিবীর নিতান্ত জঘন্য কামাতুর ব্যক্তি তাহারাই বলে নর নারীর প্রেম অস্থায়ী এবং অপবিত্র; কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি যেমন অনন্তকালের, এবং পবিত্র ভাই ভগ্নীদের প্রতি প্রেম শ্রদ্ধাও তেমনই স্বর্গীয় ও চিরস্থায়ী। ভক্তকে দেখিলে ভক্তের মন আপনা আপনি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইবে। সেই অনুরাগ চাঁপিতে চাও চাপ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ঈশ্বরের অনিবার্য্য অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবে না। যে যাহাকে ভাল বাসে চক্ষু তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। ভ্রাতৃগণ তোমরা যদি কয়েকটী ভগ্নীর অন্তরে ব্রহ্ম ভক্তি দেখিতে পাও, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সহজেই তোমাদের মন তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইবে। ভগ্নীগণ! তোমরা যদি কয়েকটী ভ্রাতার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস প্রগাঢ় ভক্তি এবং তাঁহার দয়াতে অপরাজেয় নির্ভর, ও নর নারীর প্রতি তাঁহাদের গভীর পবিত্র প্রণয় ইত্যাদি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতি তোমাদের অন্তরের অনুরাগ ধাবিত হইবে। কিন্তু এই অনুরাগের মূল কি? পরস্পরের ব্রহ্ম ভক্তি। ব্রহ্মকে কাটিয়া ফেল, আর ভাই ভগ্নীর প্রতি সেই প্রেম, সেই পবিত্র আসক্তি থাকিবে না। বৃক্ষের শাখা সকল যতক্ষণ বৃক্ষে সংলগ্ন থাকে ততক্ষণই তাহারা সরস ও সজীব। যাই গাছ হইতে ডাল গুলি কাটিয়া ফেলিবে অমনি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া তাহারা মরিয়া যাইবে। সেই রূপ যত দিন ভাই ভগ্নীরা ব্রহ্মরূপ বৃক্ষে সংযুক্ত থাকেন তত দিন এক স্থান হইতে প্রেম ভক্তি ও জীবন্ত ভাব আসিয়া পরস্পরকে একত্র রাখে, যাই তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন আর তাঁহাদের মধ্যে যোগ নাই। ব্রহ্ম ভিন্ন, ব্রহ্ম সন্তানদিগের সঙ্গে যোগ অসম্ভব। তাঁহাকে না দেখিয়া কি কেহ তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে চিনিতে পারে? যদি প্রকৃত রূপে সেই স্বর্গীয় ভাই ভগ্নীদিগকে চিনিতে চাও, তবে পিতার শরণাপন্ন হও। তিনি ভিন্ন সেখানে গভীর অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে যদি অমরাত্মাদিগের মুখ চিনিতে চাও, কোন মতেই তোমাদের চেষ্টা সফল হইবে না। যদি কৃতকার্য্য হইতে চাও, আলোক জ্বালিয়া সেই অন্ধকার দূর কর, সহজেই পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। সেই আলোক কি? ব্রহ্ম প্রেম। এই প্রেমের আলো জ্বালিয়া চল, অনায়াসে ব্রহ্ম নিকেতনে ব্রহ্ম সন্তানদিগকে দেখিয়া ধন্য হইবে। ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইয়া যতই তাঁহার গৃহে ভাই ভগ্নীদের মুখ দেখিবে, ততই তোমাদের আত্মা পবিত্র ও বলিষ্ঠ হইবে, এবং ততই তোমাদের সুখ শান্তি বৃদ্ধি হইবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া যদি ভাই ভগ্নীকে বরণ করিতে যাও, নিশ্চয়ই তাহা হইতে গরল উঠিবে। তাঁহার ভিতরে যে ভাই কিম্বা যে ভগ্নীকে পাইবে, তিনিই পুণ্যের প্রস্রবণ, তাঁহাকে ছাড়িয়া যে নর নারীর সম্পর্ক তাহা নরক এবং বিষপূর্ণ। অতএব যদি ঈশ্বরের পরিবার সাধন করিতে চাও সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার ভিতরে প্রবেশ কর, সেখানে তাঁহার এক একটী পুত্র কন্যার সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন কর। নর নারীর পরম পিতা, তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া তোমাদের ভিতরে আসুন, এবং তোমরাও যাতে তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার পরিবার এবং তাঁহার পুত্র কন্যাকে দেখিলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে পাও, তিনি তোমাদিগকে এই শুভ আশীর্ব্বাদ করুন!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২০শে ফাল্গুন।

ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ অসম্ভব। পিতার সঙ্গে যদি সম্বন্ধ না থাকে সন্তানদিগের মধ্যে মিল হইতে পারে না। মূলের সঙ্গে যদি যোগ না থাকে শাখা প্রশাখার সঙ্গে কিরূপে সম্পর্ক থাকিবে? আমরা পাঁচ জন যদি আগে

ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ভক্তি করিতে পারি, তবেই পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারি। যতই পিতার সঙ্গে যোগ গূঢ়তর হয় সেই পরিমাণেই ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে সম্মিলন গাঢ়তর হয়। ভাই ভগ্নীদের প্রেম পরস্পরের প্রতি সেই পরিমাণে ধাবিত হইবে, যে পরিমাণে তাঁহাদের সকলের প্রেম একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত হয়। শাখায় শাখায় যেরূপ সম্বন্ধ ভাই ভগ্নীদের মধ্যে ও পরস্পরের সেই সম্পর্ক। যত দিন বৃক্ষের সঙ্গে যোগ তত দিন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক। আমরা সকলেই পিতার মধ্যে জীবিত রহিয়াছি, আমাদের প্রতি জনের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার প্রেম পবিত্রতা আসিতেছে। যে পরিমাণে আমরা তাঁহার সঙ্গে এই নিগূঢ় সম্পর্ক বুঝিতে পারি, আমাদের পরস্পরের মধ্যেও সেই পরিমাণে ভাল বাসা। ভক্তেরা এই জন্য পরস্পরকে ভাল বাসেন, যে এক পিতার ভাব তাঁহাদের সকলের মধ্যে আসিতেছে। নর নারীকে দেখিলেই আমরা প্রীতি করিতে পারি না। সুন্দর মুখ দেখিলেই যে প্রণয় তাহা সংসারের নিকৃষ্ট জঘন্য প্রেম। ভাই ভগ্নীর আত্মার মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিভাত দেখিয়া যে প্রেম তাহাই পবিত্র এবং চিরস্থায়ী। তখনই প্রেম সৎপাত্রে অর্পিত হয়, যখন আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিভা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যদি কেবল নর নারীর সঙ্গে প্রেম স্থাপন করিতে যাই, তবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই বিষ উৎপন্ন হইবে। আমাদের জীবন, জ্ঞান উদ্যম, ধর্ম্ম সকলই ঈশ্বর হইতে। অতএব যে পরিমাণে আমরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিব সেই পরিমাণে আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারিব। সেই এক বৃক্ষমূল হইতেই সকলের মধ্যে সার এবং রস আসিতেছে। দুই ভাই কিম্বা দুই ভগ্নী অথবা ভ্রাতা এবং ভগ্নী যদি জ্ঞাতসারে সেই মূল ঈশ্বরের সঙ্গে সংলগ্ন হন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও গূঢ় যোগ সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া পবিত্র ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব অসম্ভব। ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ তাহা পাপ এবং নিতান্ত নিকৃষ্ট সম্পর্ক। অতএব বন্ধুগণ! সাবধান! ঈশ্বরকে ভুলিয়া তোমরা কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইওনা। ঈশ্বর লাভের পক্ষে একমাত্র বীজ মন্ত্র কি? যোগ! পরিবার সাধনের মূলমন্ত্র কি? যোগ! নর নারীর সঙ্গে কিরূপে সেই স্বর্গীয় যোগ সাধন করিবে? ঈশ্বর প্রসাদে যেমন ভ্রাতা ভগ্নী পাইলাম তাঁহারই দ্বারা আবার ভ্রাতা ভগ্নীদের [illegible] যোগ হইবে। তাঁহাকে ছাড়িলে পরিবার সাধন হয় না। বৃক্ষের মধ্য দিয়া যেমন শাখায় শাখায় যোগ, সেইরূপ ঈশ্বরের মধ্য দিয়া পরস্পর ভাই ভগ্নীদের যোগ। যেমন প্রাণের যোগ ভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের স্বতন্ত্র যোগ নাই কেবল যতদিন প্রাণ আছে তত দিন হস্তের সঙ্গে হস্তের যোগ কর্ণের সঙ্গে কর্ণের যোগ চক্ষুর সঙ্গে চক্ষুর যোগ থাকে নতুবা মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের স্বর্গীয় যোগ অসম্ভব। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্য কখনই মনুষ্যের সঙ্গে পবিত্র ভাবে আলাপ করিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন দুটী মনুষ্যাত্মার পরস্পর মিলন অসম্ভব। যেমন একটী বিশেষ বস্তু আঠা মধ্যে রাখিবা মাত্র দুটী প্রস্তর কিম্বা দুখানি ইষ্টক সংলগ্ন হয়, এবং সেই মধ্যস্থ বস্তু বিনষ্ট হইলেই দুখানা আবার দুদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সেই রূপ দুটী আত্মার মধ্যে যদি ঈশ্বর মধ্যস্থ না হন, কদাচ তাহাদের মধ্যে পবিত্র যোগ হইতে পারে না। অতএব ভ্রাতৃগণ! যদি ভ্রাতা ভগ্নীতে সম্মিলিত হইতে চাও তবে ঈশ্বর রূপ মধু দিয়া পরস্পরের সঙ্গে যোগ স্থাপন কর; তাঁহাকে ছাড়িয়া যদি অন্য কোন ভাবে সংযুক্ত হও নিশ্চয়ই তাহা হইতে গরল উৎপন্ন হইবে। ঈশ্বরকে ভুলিয়া ভাই ভগ্নীদের দিকে তাকাইও না; কিন্তু যতবার পরস্পরকে দেখিবে ততবার ঈশ্বর রূপ কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিবে। ঈশ্বরকে মধ্য স্থলে রাখ, কোন বিপদ থাকিবে না। তাঁহাকে মধ্যে দেখিলে আমেরিকার এক জন ভারতবর্ষের এক জনকে ভাল বাসিতে পারেন। পিতার করুণা ভিন্ন কখনই একটী আত্মা আর একটী আত্মার নিকটতর হইতে পারে না। তাঁহার সাহায্য ভিন্ন ভ্রাতা ভ্রাতাকে, কিম্বা ভগ্নী ভগ্নীকে অথবা ভ্রাতা ভগ্নীকে, কিম্বা ভগ্নী ভ্রাতাকে কদাচ কেহই কাহাকে আধ্যাত্মিক ভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। যখন পবিত্র ভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছ, তখন নিশ্চয় জানিও যে ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। যখন তাঁহার আকর্ষণে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হও, এবং পরস্পরের সঙ্গে গূঢ় রূপে সম্বদ্ধ হও, তখন কাহারও সাধ্য নাই যে সে যোগ ছেদন করে। অতএব তোমরা দুজন যখন পরস্পরের হৃদয়ের কাছে আসিতে থাকিবে, ভক্তি চক্ষু খুলিলে দেখিতে পাইবে, তোমরা কাছে আসিতে না আসিতে আর এক জন, যাঁহার নাম ঈশ্বর, তোমাদের উভয়কে তাঁহার নিকট টানিতেছেন। যতই তিনি মধু রূপে তোমাদের পরস্পরকে সংলগ্ন করিতেছেন ততই তোমরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছ। যখন এই রূপে ভ্রাতা ভগ্নীদের যোগের মধ্যেও ঈশ্বরকে মধ্যস্থ বস্তু আঠা মধুরূপে দেখিবে তখন বুঝিতে পারিবে ঈশ্বরের মধ্যে বাস করা কি। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে এবং আমরা উভয় ঈশ্বরেতে। এই তিনের নিগূঢ় যোগ তখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ঈশ্বরের প্রতি যত প্রীতি, পরস্পরের

প্রতিও তত প্রীতি। ঈশ্বর হইতে ক্রমাগত ধর্ম্মভাব আসিতেছে, ভাই ভগ্নীর মধ্যে যতই সেই ধর্ম্মভাব ভাল বাসিবে, ততই তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। এই রূপে যতই ভাই ভগ্নীদের ভাল বাসিবে, ততই ঈশ্বরকে ভাল বাসিবে। ইহারই নাম ভ্রাতার মধ্যে ঈশ্বরকে ভাল বাসা। অতএব ঈশ্বরকে ভাল বাসা যাহা ভ্রাতাকে ভাল বাসাও তাহাই। ইহা ভিন্ন ভাই কিম্বা ভগ্নীর এমন কি রূপ কিম্বা কি গুণ আছে যাহা তোমাদের স্বর্গীয় প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে? সহোদর সহোদরার মধ্যে যে স্নেহভাব তাহার গূঢ় কারণ এই যে তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে এক পিতাকে দেখিতে পান। সেই রূপ ভক্ত ভক্তের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া, পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। পরস্পরের সঙ্গে একত্র থাকিতে কিম্বা একত্র উপাসনা করিতে ইচ্ছা হইল তাহা সাধন নহে। ইহা অন্ধ মমতা হইতে পারে। সেই প্রেম, সেই প্রণয় হয়ত পাঁচ দিন থাকিবে, ছয় দিনের দিন তাহা শিথিল ভাব ধারণ করিবে। সেই প্রণয় অস্থির, কখনও আছে কখনও নাই, তাহা কখনও নিকটস্থ লোকদিগকে, কখনও বা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশের ভাইদিগকে আলিঙ্গন করে। তবে যথার্থ সাধন কি? যখন সাধারণ চিরস্থায়ী উচ্চ ভূমির উপর প্রণয়ের পত্তন ভূমি স্থাপিত হয়, তখনই যথার্থ সাধন আরম্ভ হয়। যখন ভগ্নীর মধ্যে স্বর্গীয় জননীকে এবং ভ্রাতার মধ্যে স্বর্গীয় পিতাকে ভাল বাসিতে পারি তখনই জীবনের মহাযোগ সাধন হয়। ইহাই যথার্থ স্বর্গীয় পরিবারের যোগ। এক গৃহে বাস করিলেই পরিবার সাধন হয় না; শরীর একত্র হইলেই ভাই ভগ্নীর মিল হয় না। যদি ঈশ্বরের পরিবার ভুক্ত হইতে চাও তবে শরীর ভুলিয়া যাও। ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের নিকট যাও, তাঁহাকে ছাড়িয়া ভ্রাতা ভগ্নীর সঙ্গে কথা কহিবার অধিকার নাই। তাঁহাকে ভুলিয়া যে পরস্পরের প্রতি মমতা ও প্রণয় অথবা মতের ঐক্য এবং এক প্রকার অবস্থার জন্য যে পরস্পরের যোগ তাহা বাস্তবিক আধ্যাত্মিক যোগ নহে। দুই জন পরস্পরের সাময়িক ভাবে, কিম্বা পরস্পরের রূপে আকৃষ্ট হইয়া একত্র বাস করেন, একত্র উপাসনা করেন ইহাতেই যে তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় যোগ হইল তাহা নহে। সেই অগতির গতি ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কোন ভাই ভগ্নীর নিকট স্বর্গীয় ভাবে উপস্থিত হইতে পারে না। ঈশ্বরই প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর নিকট যাইবার এক মাত্র পথ। ভগ্নীর কাছে যাইতে হইলে জননীর সঙ্গে যাইতে হইবে। ভ্রাতার কাছে যাইতে হইলে পিতার হাত ধরিয়া যাইতে হইবে। একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নী সামান্য ধন নহেন। অনন্ত কাল যেমন পিতার চরণ সাধন করিতে হইবে, তেমনই অনন্তকাল ইহাঁদের সঙ্গে যোগ সাধন করিতে হইবে। ৪০ বৎসর চলিয়া গেল, একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকে চিনিতে পারিলাম না। ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা। ইহার কি গূঢ় কারণ নাই? এত কাল পরেও যদি দুটী ভাই কিম্বা দুটী ভগ্নী পরস্পরকে চিনিতে না পারিলেন, তবে বন্ধুগণ! আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছ, পরিবার সাধন করিতেছ, ইহা বলিয়া আর দাম্ভিক হও কেন? ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কি? পরিবার সাধন। এই যে শরীর একত্র হইতেছে ইহাতে কি পরিবার হইল? যথার্থ পরিবার কোথায়? আত্মার বাড়ী কি? সেই বাড়ীতে গিয়া কি তোমরা কেহ ভাই ভগ্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছ? যতদিন সেই ঘরের বাহিরে থাকিয়া আলাপ, তত দিন বাস্তবিক আত্মায় আত্মায় মিল হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে যে আমাদের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের আলাপ পরিচয় ইহা কি? পরীক্ষা করিলে দেখিবে, এই চল্লিশ বৎসর মধ্যেও যথার্থ আমি যে আমাকে তুমি চিন নাই, এবং আমিও যথার্থ তুমি যে তোমাকে আমি চিনি নাই। তবে এত কাল কাহার সঙ্গে আলাপ করিলাম, যথার্থ তোমার সঙ্গে নয়; কিন্তু তুমি বলিয়া যে আমি মনে মনে এক ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছি, সেই কল্পিত ব্যক্তির সঙ্গে এত কাল আলাপ করিলাম। হায়! কত কাল আমরা এই রূপ ভ্রমে পড়িয়া কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করিব? এখনও যথার্থ ভ্রাতা যিনি, যথার্থ ভগ্নী যিনি তাঁহার আবিষ্কার হইল না। আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগ্নী যাঁহাদিগকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি তাঁহাদিগকে পাইলাম না। কিন্তু বন্ধুগণ! ইহাতে নিরাশ হইও না ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া ভাই ভগ্নীর দ্বারে আঘাত কর, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যদি আঘাত কর একটী দ্বার খুলিবে, কিন্তু সেই দ্বার খুলিয়া যাঁহারা দেখা দিবেন তাঁহাদের কেহই অনন্তকালের যথার্থ ভাই ভগ্নী নহেন; তাঁহাদিগকে সেই স্বর্গীয় প্রেম দিতে পার না, অতএব যে দ্বারের চাবি স্বয়ং ঈশ্বর সেই দ্বার আঘাত কর, সেই দ্বার খুলিয়া যাঁহারা দেখা দিবেন তাঁহারাই অনন্ত কালের ভাই ভগিনী, রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া যে পরস্পরের মধ্যে যোগ তাহা কদাচ ঈশ্বর প্রেরিত পবিত্র প্রেম নহে। যদি ঈশ্বরের পরিবার চাও তবে সেই আধ্যাত্মিক ভাই ভগ্নীকে ভাল বাসিবে। যদি কোন ভাই ভগ্নীর প্রতি মন্দভাব হয় তৎক্ষণাৎ সেই ভাই ভগ্নীকে লইয়া ঈশ্বরের গৃহে যাইবে আগে পিতার পবিত্র প্রেমমুখ দেখিয়া ক্রমাগত সেই ভাই ভগ্নীর মুখের দিকে তাকাইবে। মন্দ ভাব আপনি চলিয়া যাইবে, অনেক বৎসরের পাপে তোমাদের দৃষ্টি মলিন; কিন্তু ভয় নাই, কাতর প্রাণে

ক্রমাগত ঈশ্বরের চরণ তলে বসিয়া ক্রন্দন কর, তাঁহার পবিত্র নিঃশ্বাসে চক্ষু সমুজ্জ্বলিত হইবে। যদি দেখ তথাপি মলিনতারহিল, আরও ক্রন্দন কর,সেই মলিন চক্ষুতে আর ও তাঁহার আলোক আসিতে দাও, তথাপি যদি রোগ দূর না হয়, আবার সেই রুগ্ন চক্ষু ঈশ্বরের পুণ্য সাগরে নিমগ্ন কর। দেখিবে ক্রমে চক্ষু নূতন এবং পবিত্র হইয়া আসিল, যদি দেখ আবার মলিন হইল, আবার ধৌত কর, বারম্বার প্রক্ষালন কর, তখন দেখিবে অন্তরের গূঢ় পাপ গরলের ন্যায় বহির্গত হইতে লাগিল, ঈশ্বর রূপ পুণ্য সাগরের তরঙ্গ আসিয়া জীবনের কাল দাগ সকল ধৌত করিল, এবং তোমাদিকে পরিষ্কার এবং সুন্দর নব চক্ষু দান করিল। সেই চক্ষু লাভ করিয়া ভাইভগ্নীর প্রতি সহস্র বার দৃষ্টি কর, সহস্র প্রলোভনের বিষয় ভাব, তখন অপবিত্রতা অসম্ভব। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিলে নিশ্চয়ই চক্ষু পবিত্র হয়, এবং এই রূপে তাঁহার প্রেম সলিলে নয়ন ধৌত করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীকে দেখালিই জীবনের মহাযোগ আরম্ভ হয়। অতএব ঈশ্বর ভিন্ন ভাই ভগ্নী দের সঙ্গে যোগ সাধন অসম্ভব। যদি যথার্থ পরিবার সাধন করিতে চাও তবে ঈশ্বর-প্রাণী হইয়া অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে পবিত্রযোগে সম্মিলিত হও। সমস্ত দিন ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে থাকিতে হয়,সুতরাং এই কঠিন ব্রত সাধনে কৃতকার্য্য না হইলে কোন মতে নিস্তার নাই। যাহারা বলে ভাই ভগ্নীকে মন্দ চক্ষে দেখি অথচ ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁহার সেবা করি তাহারা মিথ্যাবাদী। যাহারা ভাই ভগ্নীকে মন্দ চক্ষে দেখে তাহারা কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিবে? ঈশ্বরকে না দেখিলে কেহই পবিত্রভাবে ভাই ভগ্নীকে দেখিতে পায় না। প্রত্যেক ভাই, প্রত্যেক ভগিনী আমাদের অনন্তকালের সঙ্গী। পৃথিবীর প্রেম দিয়া আমরা সেই অনন্তকালের সম্বল ক্রয় করিতে পারি না। ঈশ্বর সেই রত্নের অধিকারী, তিনিই তাহার মূল্য, এবং কেবল সেই মূল্য দিয়াই আমরা ভ্রাতা ভগিনীদিগকে পাইতে পারি। আমরা নিজের ভাবে যথার্থ ভাই ভগিনী দিগকে লাভ করিতে পারি না এবং তাঁহারাও আপনার চেষ্টায় আমাদের কাছে আসিতে পারেন না। আমরা যে সমুদয় ভাই ভগিনীদিগকে পাইয়াছি তাঁহারা পিতার প্রেরিত। সাধুরা এই জন্য আমাদের অধিক ভক্তিভাজন যে তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত। ভাই ভগিনীদিগকে প্রেমসিন্ধু পিতা আমাদের নিকট আনিয়া দিলেন ইহা না বুঝিলে কদাচ আমরা তাঁহাদিগকে পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া না গেলে যেমন কোন নিরাকার ভাই ভগ্নীর স্বর্গীয় প্রেম দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না, সেইরূপ ভাই ভগ্নী গুলিকে ঈশ্বর স্বয়ং পাঠাইলেন ইহা না দেখিলে কদাচ তাঁহারা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারেন না। পিতার কথাতে যখন কোন দুটী ভাই কিম্বা কোন দুটী ভগ্নী, অথবা কোন ভাই এবং ভগ্নী হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া পরস্পরকে দেখা দেন তখনই যথার্থ যোগ আরম্ভ হয়। তখন দয়াময় পিতা এবং তাঁহারা উভয়, এই তিনজন একত্রিত হন, তখন তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে, এবং ঈশ্বর তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। এই অবস্থায় যতই তাঁহারা পরস্পরকে দেখেন ততই তাঁহাদের নয়ন পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহারা ভ্রাতা ভগ্নীর হৃদয় গ্রহণ করিতে যায়, তাহারা চোর, ধূর্ত্ত, কপটাচারী, এবং ব্যভিচারী। চোরের মত গেলে কেহই যথার্থ ভাই ভগ্নীকে পাইতে পারে না।

শোচনীয় পতন।

বর্ত্তমান মাসের তত্ত্ববোধিনীতে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যজ্ঞোপবীত প্রদানের অনুষ্ঠান প্রণালী মুদ্রিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য!! তত্ত্ববোধিনী আবার এই অনুষ্ঠানকে অপৌত্তলিক বলিয়াছেন। যে অনুষ্ঠানে সূত্র, মেখলা, দণ্ড,উপানৎ প্রভৃতি দেবতা, সেই অনুষ্ঠান যদি অপৌত্তলিক হয়, তবে জগতে আর কিছুই অপৌত্তলিক রহিল না। উপনয়ন ব্রতে অধিপতি কাহারা? কাহারা ইহাতে উপাস্য? বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, প্রজাপতি, চন্দ্র, ইন্দ্র, পূষণ, সবিতৃ, অশ্বী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। এমন কি যে মাণবকের উপনয়ন, তন্নামা দেবতাও ইহাতে আছে। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ব্যাহৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কাহারা? অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, প্রজাপতি। যে অনুষ্ঠানে এত দেবতার একত্র সমাবেশ, উহা যদি অপৌত্তলিক হইতে চলিল, পাষাণ মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকা লইয়া যে সকল অনুষ্ঠান হয়, তাহা যে এক দিন তত্ত্ববোধিনী কর্ত্তৃক অপৌত্তলিক আখ্যাত হইবে না কে বলিতে পারে?

উপনয়নের প্রারম্ভে মহাব্যাহৃতি হোম হইয়া থাকে; ইটি উপেক্ষিত হইয়াছে। যে হিন্দুগণের মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য এত প্রয়াস, তাঁহারা ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন, কিন্তু হইলে কি হয়? দক্ষিণার্থী অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা অনায়াসে নিয়মিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা অর্পণ করিবেন। ব্যাহৃতি

হোম পরিত্যাগ করিয়া তন্মন্ত্র পরিত্যাগ করা হয় নাই। কারণ সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে উপনেতব্য সোমেন্দ্রনাথকে গণ্য করিয়া লইবার জন্য তাঁহারদিগের নিকট প্রার্থনা করার পর মাণবক (অল্প বয়স্ক ব্যক্তি) সোমেন্দ্রনাথ এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন " ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদ মহ মনৃতাৎ সত্য মুপৈমি।" "ব্রতানাং" শব্দটি যোগে ব্রতপতি উল্লিখিত হওয়াতে এখানে ইন্দ্রকেই বুঝাইতেছে। কারণ " ব্রতানাং ব্রতপতে " ইন্দ্র মন্ত্রে উল্লিখিত আছে। উপনয়নানুষ্ঠানে ব্রতপতি অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য,চন্দ্র,ইন্দ্র। "ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি" ইত্যাদি ; " ওঁ বায়ো ব্রতপতে " ইত্যাদি ; ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে' ইত্যাদি ; "ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে" ইত্যাদি ; "ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে" ইত্যাদি ; "ওঁ ইন্দ্র ব্রতানাং ব্রতপতে" ইত্যাদি। ইন্দ্র যখন এই শেষোক্ত মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা, তখন কাহার অধিকার নাই, উহাতে অন্য কাহাকেও বুঝায়। অতি প্রাচীন মন্ত্রের মুল বিষয়টিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লোকের নিকট অন্যরূপ প্রকাশ করা ঘৃণ্য মিথ্যাচরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এসকল মন্ত্র কেন উচ্চরিত হইল ? বেদ বাক্যের বিশেষ শক্তি আছে বলিয়া কি ? যদি তাহা হয় তবে,

"মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণোতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ
সবাগ্বজ্রোযজমানং হিনস্তু ॥"

এতদনুসারে মন্ত্রের শব্দ গোপনে পাপ স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি মঙ্গল জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য অমঙ্গলের জন্য হইবে বিশ্বাস করিতে হইবে। কি অসরলতা ! কি কপটতা ! বাস্তব যাহাতে বিশ্বাস নাই, লোকের নিকট তৎপ্রতি বিশ্বাস আছে দেখাইতে গিয়া কি পাপই না অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শুদ্ধ শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে ইহা নহে এক স্থলে "বর" একটি আঁকড়া বৃদ্ধি করিয়া 'ক' করা হইয়াছে। যদি বঞ্চকতা কিছু থাকে, ইহার অপেক্ষা বঞ্চকতা আর কিছুই হইতে পারে না। ওঁ তদুত্তমং করুণ পাশমস্মাদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়।" বাস্তব মন্ত্র "ওঁ তদুত্তমং বরুণ পাশং ;" ইত্যাদি। কি ভয়ানক ! কি ভয়ানক ! যে সকল পণ্ডিত সভাস্থ ছিলেন, তাঁহারা কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া প্রস্থান করেন নাই, নিতান্ত আক্ষেপ। হিন্দু ধর্ম্ম শব মাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহা না হইলে, মন্ত্র সকলের এই রূপে অঙ্গ ভঙ্গ, অনুষ্ঠানের অঙ্গ সকলের অবমাননা কখনই তাঁহারা সহ্য করিতেন না। মন্ত্রস্থ 'বরুণ' দেবতাকে 'করুণ' করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস কেন ?

তত্ত্ববোধিনী মতে "অপৌত্তলিক ভাবে" অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি এতদূর ঘৃণার্হ যে আমাদের আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, নিতান্ত কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা দুচারি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই অনুষ্ঠানে আদিম কালীয় সমুদয় কুসংস্কারই অবলম্বন করা হইয়াছে। ঈশ্বর ভিন্ন সামান্য জড় পদার্থ মেখলা সূত্র দণ্ড উপানৎ পর্য্যন্তের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ সকল উপনয়ন সমাবর্ত্তন ক্রিয়াতে বাস্তব দেবতা; সুতরাং পুরাকালীয়েরা তত্তৎ সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেন। বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এত দিনের পর কি জড়োপাসনা প্রবর্ত্তনায় প্রবৃত্ত হইলেন ?

"এই মেখলা আমাদিগের অযুক্ত বাক্য সকল নিবারণ করিয়া এবং পবিত্র বর্ণকে বিশুদ্ধ করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন করুন।" "তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত রূপ তোমা দ্বারা উপনীত হই।" "হে শোভন ! (বিল্বদণ্ড) তুমি আমাকে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত কর।" " হে চর্ম্ম পাদুক দ্বয় ! তোমরা নেতা " আমাকে ইষ্টদেশে লইয়া যাও।" "হে বেণব দণ্ড ! তুমি গন্ধর্ব্ব * আমাকে রক্ষা কর।" এ সকলের অর্থ কি ? একি সেই জড়োপাসনাতে প্রত্যাবর্ত্তন নহে ?

জলাদিতে ঘোরতর দৈত্য অবস্থান করে আর্য্যগণের এরূপ বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসে হিন্দুগণ প্রতিদিন স্নান পূজাতে কিরূপ অনুষ্ঠান করেন আমরা ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। দেবেন্দ্র বাবু এতকাল " সনাতনের " বিরোধে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে হিন্দু-

* " ওঁ গন্ধর্ব্বোহস্যুপ মাম্ অব।" এখানে গন্ধর্ব্ব শব্দে রক্ষা কর্ত্তা করা হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! বেণু হইতে উৎকৃষ্ট বাদ্য যন্ত্র হয়; সুতরাং গায়ক গন্ধর্ব্ব যে দণ্ডে দেবতা তাহাতে সন্দেহ কি? কাব্যের অনেক স্থলে এই রূপই বর্ণিত দেখা যায়।

ধর্ম্মের অনুরোধে সেই "সয়তানে" বিশ্বাস করিলেন।

"ওঁ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রূরং যদপা মশান্তরূপ মভিতান্ সুজ্ঞাগি।"

কি আশ্চর্য্য! পরিশেষে এত দূর হইল! আরো যে কি হইবে কে জানে?

শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত হইয়াই শেষ হয় নাই। সৃষ্টি, পরলোক, ঈশ্বর,জগৎ সকল বিষয়েই মত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। চন্দ্র লোক সূর্য্য লোক প্রভৃতিতে গমন; বীজস্থ বট বৃক্ষের ন্যায় ঈশ্বরে সমুদায় জগতের আদিতে অবস্থান,পৃথিবী আদি ঈশ্বরের শরীর, জগৎ অনন্ত ইত্যাদি মত সঙ্গে২ আসিয়া পড়িয়াছে। আর দেবেন্দ্র বাবুকে হিন্দু ধর্ম্মী বলিবার কোন বাধা রহিল না। যে ঘৃণ্য অদ্বৈতবাদ অবশেষে ছিল, তাহা যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইল; অথবা এত কাল আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। তিনি পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন,সেই অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া দ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন, ইটি ভ্রম হইতে পারে। তাঁহার কথাতে তাঁহাকে রামানুজের অনুসারী বোধ হইতেছে। রামানুজের অনুসারী হইতে আরো যাহা কিছু চাই, তাহাই যে অবশেষ থাকিবে কে বলিবে?

সংবাদ।

আজকাল ব্রহ্মমন্দিরে যে প্রকার গভীর ভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক উপদেশ হইতেছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। উপাসকগণ তাহার প্রকৃত ভাব জীবনে সাধন করিতে না পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুমধুর আস্বাদন অনুভব করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ গতবারের উপদেশ এত উচ্চ যে তাহার নিয়দংশ জীবনে লাভ করিতে পারিলে পৃথিবী স্বর্গধাম হয়।

দেবেন্দ্রবাবুর কার্য্যে যে সাধারণ ব্রাহ্ম দুঃখিত হইয়াছেন তাহা বঙ্গবন্ধু পাঠে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গবন্ধু বলেন, কলিকাতা "ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে তদীয় পুত্রদ্বয়কে উপবীত সহকারে উপনয়ন দিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা এই ঢাকা নগরস্থ অনেক শিক্ষিত ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি; বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রভৃতি কেহই তাহা অনুমোদন করেন না, এতৎ কার্য্য করিয়া দেবেন্দ্রবাবু তদীয় পূর্ব্বের অবস্থা ও উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন, এই সকলের বোধ জন্মিয়াছে। আমরা ভরসা করি ইহা অবগত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলি দেবেন্দ্র বাবুর কার্য্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য মনে করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, এবং পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে তজ্জন্য কোন অংশে কলুষিত মনে করিবেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব থাকিবেই থাকিবে, তবে যিনি চলিয়া যাইবেন তাঁহারই দুর্গতি, ইহা নিশ্চয় জানিয়া ব্রাহ্মগণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করুন।

প্রেরিত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

একক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে জাতি ভেদ পোষণ ও উপবীত ধারণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা সমুদয় ব্রাহ্ম মাত্রেরই আলোচ্য বিষয়। কতক পরিমাণে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করা, কি উপবীত ধারণ করা অথবা হিন্দু মতে বিবাহ দিয়া পুনরায় ব্রাহ্ম মতে ঈশ্বরোপাসনা করা এ সমস্তই এক জাতিভেদ প্রশ্নের অন্তর্গত। পুরাতন হিন্দুসমাজের একটী অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হইয়া প্রতিবাসী ও আত্মীয়গণের নিকট প্রিয়ভাবে অবস্থিতি করিতে কাহারই বা অনিচ্ছা? কিন্তু একক্ষণে এইটী অনেকের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া ঈশ্বর আদেশ পালন গৌণ উদ্দেশ্য হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ধারণ কিম্বা পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করেন, তাঁহারা নিজে বিলক্ষণ জানেন যে কি জন্য তাহা করেন। কিন্তু নিজে নির্জ্জনে বসিয়া যখন তাঁহারা আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অপক্ষপাতী আত্মা ইহার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া দেয়। জনসমাজের নিকট তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিয়া লোকদিগের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, সেই রূপ উত্তর কি সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট দিতে সাহসী হন? যদি হন তবে তাঁহাদের উৎকোচগ্রাহী অবস্থার দাস বিবেক, ঐশী শক্তি বিহীন হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে।

সম্পাদক মহাশয়! অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আমি যত দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে আমার এই প্রতীত হয় যে,যে সকল ব্রাহ্ম জাতিভেদ রক্ষা করিতে সচেষ্ট আছেন, তাঁহাদের জাতি রক্ষার প্রতি কিছু অস্বাভাবিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এইটী আমার বিশেষ দুঃখ যে যাঁহারা উদার ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিয়া জাতিপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারাই আবার জাত্যভিমান প্রদর্শন করেন। ইহাতে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না? যদি বীরাত্মা ব্রাহ্ম কেহ থাকেন, তবে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমার নিম্ন লিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর দিবেন।

১। ব্রাহ্ম নাম গোপন করিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদিগের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য কি উপবীত ধারণ করা হয় না?

২। পৌত্তলিক ব্যবস্থা মতে সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা কি ব্রাহ্মের বিবেকের আদেশ না তাহা লোকের অনুরোধের জন্য?

৩। এক জন সরল হৃদয় সত্যবাদী সচ্চরিত্র ঈশ্বরোপাসক কি উপবীতধারী না হইলে সাধারণ লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন না? এবং তাঁহা দ্বারা কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অধিক গৌরব প্রকাশ পায় না?

৪। এক জন সম্পূর্ণরূপে সকল পাপ এককালে ছাড়িতে পারে না বলিয়া সহস্র পাপ ও কপটতার কারণ উপবীতকে,ত্যাগ করিবে না?

অকিঞ্চন ব্রাহ্ম।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং ।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৩য় ভাগ। ৭ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, শনিবার ১৭৯৫ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ৩৷০

নববর্ষোপলক্ষে প্রার্থনা।

হে ধ্রুব সত্য সনাতন পরমেশ্বর! তুমি কালের অতীত। পক্ষ মাস ঋতু অয়ন বৎসর যুগ ক্রমাগত এই রূপ পর্য্যায়ক্রমে কাল সাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে; কিন্তু তুমি চিরকাল একভাবে ও একই অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছ। তাই বলি হে পতিতপাবন! আমরা যেন কালের স্রোতে ভাসমান হইয়া না যাই। প্রভো! যেমন কাল চলিয়া যাইতেছে তেমনি যেন আমাদের জীবনতরণী তোমার চরণরূপ কূলে লাগিয়া আশ্রয় পায়। সেই শান্তিনিকেতন যাহা অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছে, প্রভো! বল কতদিনে ঐ গৃহে স্থান পাইব, জীবনতরণী ত ভাসাইয়া দিয়াছি; কিন্তু এত তরঙ্গ মধ্যে তুমি সহায় না হইলে এ ভগ্নতরী এখনই জলমগ্ন হইয়া যাইবে। হে অসহায়ের সহায়! তুমি আমাদের ভগ্ন জীবন-তরীকে তোমার গৃহের দিকে লইয়া যাও। আমরা অকূল সাগরে পড়িয়া অন্ধকার দেখি-তেছি। তুমিই নাথ! অন্ধকারের আলোক, আমরা পাপতিমিরে পথহারা হইয়া বসিয়া আছি; তুমি একবার আসিয়া দয়া কর। যে গৃহে চিরশান্তি চিরপ্রেম ও চিরপুণ্য সেই গৃহে লইয়া যাও। আর কত দিন এই রোগ, শোক, পাপ, তাপ জরা মৃত্যুতে বিচরণ করিব? যে সুন্দর গৃহ তুমি স্বয়ং নির্ম্মান করিতেছ কৃপা করিয়া সেই গৃহে আমারদিগকে একটু স্থান দেও। স্বর্গের বহুমুল্য রত্ন দিয়া যে গৃহ সাজাইতেছ ঐ গৃহে স্থান পাইতে কি আমরা বঞ্চিত হইব? পিতা যেমন তুমি নববর্ষ আন-য়ন করিলে তেমনি এবার আমারদিগকে নুতন গৃহে প্রবেশ করিতে দেও। হে দেব! নূতন প্রেম, নূতন যোগ, নূতন সম্বন্ধে আমাদিগকে আবদ্ধ কর, আমরা অনেক আশা করিয়া তোমার দ্বারে পড়িয়া আছি হে অখিলতারণ! তোমার প্রেমপূর্ণ বাহুযুগে আলিঙ্গন করিয়া আমাদের সন্তপ্ত প্রাণ শীতল কর। আমাদের সক-লই এবার নূতন করিয়া দেও। নূতন মনে, নূতন হৃদয়ে, নূতন উৎসাহে নূতন ভাবে তোমার সেবা করি এবং তোমারে গৃহে বসিয়া তোমার পুত্র কন্যাদের সহিত নুতন ভাবে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের মুখে তোমার নূতন আলোক দর্শন করি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ।

সকলেই মনে করেন যে কেবল পরস্পরের মতের প্রতি রুষ্ট না হইয়া উদাসীন থাকিলেই

বুঝি উদারতা প্রকাশ করা হইল, তাহা হইলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব আসিতে পারে না। এ অতি চিন্তাশূন্য কথা। কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি রাজনীতি, কি বার্ত্তা, কি তর্ক শাস্ত্র, কি ধর্ম্ম, কি নীতি এই সমুদয় বিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের গৃহে যখন প্রকৃত প্রেমে সকল আত্মার সম্মিলন হয় তখনই সমুদায় সাম্প্রদায়িক ভাবের একেবারে বিনাশ হয়। ঈশ্বরের গৃহ কোন্ পদার্থ দিয়া নির্ম্মিত হইবে? মানবাত্মাতে যাহা কিছু উচ্চ ভাব আছে তাহাই ঈশ্বরের গৃহের সামগ্রী। যাহার গভীর জ্ঞান, সত্যপ্রিয়তা আছে, যাহার প্রেম, ভক্তি আছে, কিম্বা, যাহার সরস উপাসনা আছে এ সকলই একত্রিত করিয়া তাঁহার গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য করিবে। যোগ, ও মিলন ঈশ্বরে, ঈশ্বরেতে পরস্পর জীবনের যোগ। সেই প্রাণ সমুদায় প্রাণকে আবদ্ধ করিয়াছে; এক স্থান হইতে সকল হৃদয়ে এক প্রেম, এক বল, একই পুণ্য বিনিঃসৃত হইতেছে। যাঁহারা যতদূর স্বাধীন তাঁহাদের তত মিলন, যাহার আত্মার যত বিভিন্নতা তাহার তত যোগ। এরূপ যোগ আর কোথায়ও সম্ভব নহে। যাহার যেরূপ ভিন্নতা, ঈশ্বরের গৃহে তাঁহার সেই পরিমাণে আবশ্যকতা। পৃথিবীতে সেই আত্মার যোগ যত হইবে সাম্প্রদায়িকতা তত আপনাপনি তিরোহিত হইবে, পৃথিবী হইতে সম্প্রদায় ক্রমে বিনষ্ট হইবে। যে গৃহের সৌন্দর্য্য সমুদায় আত্মার উৎকৃষ্ট বস্তুর সম্মিলনে, ঐ যোগ যত বাড়িবে মনের স্বাধীনতা তত প্রকৃত পথে পরিচালিত হইবে, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তত প্রতিজনের বিশেষ যোগ সম্বন্ধ হইবে, ঐ যোগ ঈশ্বরেতে উজ্জ্বলতর হইবে। ঐ যোগে এক স্বর্গীয় স্রোতঃ সকল হৃদয়ে প্রবাহিত হইবে, সকল আত্মা স্বাভাবিক উন্নতি পথে বিচরণ করিবে। ব্রাহ্মসমাজের গভীর আদর্শ ঐ যোগের মধ্যে বিদ্যমান। যে যত ঐ যোগে আবদ্ধ হইবে ব্রাহ্মসমাজ তাহার মধ্যে তত প্রস্ফুটিত হইবে। ইহাও পৃথিবীতে পরীক্ষিত হইল যে কেবল এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কিম্বা এক পুস্তক প্রত্যাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেও সাম্প্রদায়িকত্ব বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব। কেন না বুদ্ধি ও রুচির বিচিত্রতা কে বিনাশ করিতে পারে? মনের প্রকৃতিতে বিভিন্নতা মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা ঈশ্বরের হস্ত রচিত। সেই বিভিন্নতা অনুসারে মনুষ্য সত্যের প্রতিকৃতি আংশিক পরিমাণে দেখিতে পায়; কি আশ্চর্য্য পৃথিবীতে এই আংশিক ভাব লইয়া তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। আবার আর দিকে দেখা যায়, যে সকল উপকরণ লইয়া সম্প্রদায় নির্ম্মিত হয় তাহা প্রতি মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীর কোন ইতিবৃত্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতে পারিল না। যাহারা সম্প্রদায় ভাঙ্গিতে গিয়াছিল তাহারা আবার দুই চারিটী নূতন দল করিয়া বসিয়াছে। যতদিন মনুষ্য বুদ্ধি মত বা জ্ঞানের উপর যোগ সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে ততদিন শত শত সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবে। ঈশ্বরেতে যোগ, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ভাব সকলের নেতা এইরূপে যখন সকলে ঈশ্বরের সিংহাসনতলে উপস্থিত হইবে তখনই মনুষ্যের স্বতন্ত্র হইবার ইচ্ছা একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে। এই স্বতন্ত্রতাই সম্প্রদায় উৎপাদনের বীজ স্বরূপ; ইহা থাকিতে মনুষ্যের সহস্র চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের উন্নত আদর্শ, যে উচ্চতম ভাবি গৃহ ব্রাহ্মসমাজ এখন প্রদর্শন করিতেছেন সেই গৃহেই কেবল সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ হইবে, সেই উচ্চতম আদর্শ অনুভব করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজও বিবিধ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিতে থাকিবেন। এখনকার ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায় বিনাশ করিবার জন্য নয়; কিন্তু সম্প্রদায় উৎপাদন করিবার জন্য। সেই পবিত্র গৃহ যাহা

এখনও আসে নাই; সেই গৃহেই মনুষ্যের বিচিত্রতা স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হয়, সেই গৃহেই সকলের যোগ ও মিলন সংস্থাপিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ এই সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করিবার জন্য দয়াময় পরমেশ্বরের হস্তদ্বারা রক্ষিত ও গঠিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার প্রত্যক্ষ দয়া ইহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, এরূপ বিশ্বজনীন উদার ভাব কখন পূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই। এইজন্যই আশা হয় যে অদ্যাপি যাহা অন্যত্র হয় নাই ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে। ইহাতে সকলের সম্মিলন স্বভাবতঃ হইয়া আসে। অবস্থার প্রভেদে কিম্বা বুদ্ধির তারতম্যে, অথবা সাধুতা বা ভক্তির পার্থক্যে এই মিলন অসম্পন্ন থাকে না। ঈশ্বর তাঁহার নিজের আকর্ষণে সকল আত্মাকে আকৃষ্ট করিয়া লন। যতদিন মনুষ্য অন্য দিকে চাহিবে ততদিন সাম্প্রদায়িকতা থাকিবেই থাকিবে। কেবল মাত্র যাহারা সেই এক প্রাণে জীবিত, এক আকর্ষণে আকৃষ্ট, এক সম্বন্ধে আবদ্ধ তাঁহাদের মিলন অজ্ঞাতসারে আপনাপনি হইয়া যাইবে, কেহ তাহা বুঝিতেও পারিবে না। ঈশ্বরের গৃহে যে সম্মিলনের কথা হইতেছে তাহা স্বর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মানবজাতির পূর্ণতাতে যাহা বিদ্যমান, সেই ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অনুস্যূত করিয়া স্বভাবতঃ হৃদয় এই প্রার্থনা করে "স্বর্গে যেমন, তেমনি পৃথিবীতে তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক"। ভবিষ্যৎ এত উজ্জ্বল রূপে প্রতীত হয় যে, যাহা বহুদূরে তাহা বর্ত্তমানেতে অনুভূত হয়। "স্বর্গরাজ্য সম্মুখে কিন্তু পশ্চাতে নয়, স্বর্গরাজ্য নিকটে কিন্তু দূরে নয়" এই সকল কথার গভীর অর্থ কি? যাঁহারা মানবাত্মার পূর্ণতাতে যাহা সম্পন্ন হইবে তাহা এখনই এত সুস্পষ্ট দর্শন করেন যে, তাহাতেই তাঁহাদের সুখ আশা, শান্তি ও তৃপ্তি। ঐ গৃহে ঈশ্বরের সহিত যোগে সকল সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ এইটী এখন কেমন জীবন্ত সত্যের কথা। ইহা কেমন বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আমরা যাহা কিছু করি না কেন ঐ পূর্ণতা আমাদের সমুদায় জীবনকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের কামনার সমুদায় বিষয় উহাতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজ এখন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই উচ্চতর ব্রাহ্মসমাজে সম্প্রদায়ের বিনাশ হইবে অর্থাৎ সকল আত্মার ব্যক্তিত্ব সত্ত্বে একটী আশ্চর্য্য মিলন হইবে। ঐ আদর্শের নিকট সকল অমিল চুর্ণ হইয়া যাইবে, সকল বিচ্ছেদ তিরোহিত হইবে, সকল অপ্রণয় বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই যোগ আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া সকলকে ভাবে মিলনে বন্ধনে গ্রথিত করিবে। এই জন্য ঈশ্বর এখন বিশেষরূপে তাঁহার গৃহে স্বর্গের রত্ন বিধান করিতেছেন। এই নিঃস্বার্থ প্রেমই সাম্প্রদায়িকতা বিনাশের কারণ, অবস্থার একতা দেখিতে পাইবে না, মতের মিলনও প্রত্যাশা করিতে পারিবে না, অন্যের প্রীতি শ্রদ্ধা অনুরাগও চাহিতে পারিবে না; সহস্র অসদ্ব্যবহার, অত্যাচার পাইলে তোমাকে প্রেম দিতেই হইবে। এই প্রেমে সম্বন্ধ না হইলে ঈশ্বরের পরিবার নির্ম্মিত হইবে না। ঐ প্রেমে সাম্প্রদায়িকতা একেবারে অসম্ভব। মনুষ্যের যতদিন অবস্থার একতায় প্রেম, মতের মিলনে ভালবাসা, কিম্বা সমান রুচি নিবন্ধন হৃদয়ের মিল হইবে ততদিন মনুষ্যের নিকৃষ্ট যোগ সহজেই সম্পাদিত হইবে এবং ঐ যোগেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। বলিতে লজ্জা হয় বকল ও অগস্ত কোমত প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অত্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন কিন্তু তাঁহারাই আবার অতি নীচ ধর্ম্মহীন সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, কতকটা সে বিষয়ে কৃত কার্য্যও হইলেন। ফলতঃ মনুষ্যের ঈদৃশ স্বর্গীয় প্রেমে বন্ধন না

হইলে অপর সম্প্রদায় উৎপন্ন হইতে রহিত হইবে না। ব্রাহ্মসমাজও এখন এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন যে, যতদিন ব্রাহ্মেরা ঐ রূপে অপরকে প্রেম দান না করিবেন ততদিন তিনি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। বন্ধক নাই, ছলনা নাই, ঋণ নাই। কোন প্রত্যাশা না করিয়া অবাধে প্রীতি করিতে হইবে। সে প্রেমের হেতু নাই, কারণ নাই, কেবল এই মাত্র যে এই রূপে প্রেম না দিলে তুমি ঈশ্বরের নিকট গৃহীত হইবে না, তুমি তাঁহার মুখ দেখিতে পাইবে না।

কি ভাবে, কি জ্ঞানে, কি উপাসনায় কি কার্য্যে, কি বিশ্বাসে সকল প্রকার অমিল সত্বে তাঁহার গৃহের লোকদিগকে প্রীতি দিতেই হইবে। এই রূপ প্রেম স্বর্গের, ইহা পৃথিবীর ব্যাপার নহে। পৃথিবীতে প্রেম দিলে প্রেম পাওয়া যায়, না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা হৃদয়ের সহিত এইটী জীবনে গাঁথিয়া রাখিতে চাই। ঐ প্রেম ঈশ্বরের অনুরূপ। আমরা যত এই ভাবে অপর ব্রাহ্মকে প্রীতি করিতে সমর্থ হইব। ততই তাঁহার গৃহে স্থান পাইব, ততই আমাদের মধ্যে এক উদার পরিবার নির্ম্মিত হইবে।

শান্তিনিকেতনে প্রবেশ।

গতবারে আমরা ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণের বিষয় বলিয়াছি। দয়াময় পিতা তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন। যে চিরদিনের জন্য বিশ্বাস অঙ্গীকার, ও আশাতে আবদ্ধ না হইবে সে এই শান্তিধামে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আমি যদি নিশ্চয় জানি যে কিছুদিনের পর ঈশ্বরের গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, এই সব ভাই ভগ্নীকে রাখিয়া স্থানান্তরিত হইব, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল পণ্ডশ্রম, ভ্রাতৃভাব বিড়ম্বনা। কিন্তু আমাদের সকলের এই অঙ্গীকার চাই আমরা নিয়ত ভাই ভগ্নীদিগের সহিত কুশলে সম্মিলিত হইব। যাবজ্জীবন এই গৃহবাসী ভাই ভগ্নীদিগকে চির প্রেম সূত্রে আবদ্ধ রাখিব। যাঁহারা প্রকৃত ভাবের সহিত এই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের দ্বারাই প্রথমে এই গৃহের সূত্রপাত হইবে। দুর্ব্বল অসমর্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে না চাও ঈশ্বর তোমার নিকট হইতে অঙ্গীকার পত্র লেখাইয়া লইবেন। হৃদয়পটে এই অঙ্গীকার স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে বিশ্বাসে এতদূরে থাকিয়াও উজ্জ্বলতর রূপে তাহা পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবে। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, কেহ ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে নাই, ঈশ্বর হাতে ধরিয়া অনেককে এখানে আনিয়াছেন। পড়িয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আবার গৃহে স্থান দান করিবেন। কিন্তু যতক্ষণ কেহ চির অঙ্গীকারে আবদ্ধ না হইতেছেন ততক্ষণ কেহ ঐ গৃহের উপযুক্ত হইতেছেন না। যিনি আপনার অনুপযুক্ততা দেখিয়া ঈশ্বরের কৃপার প্রতি চাহিবেন তিনিই আশান্বিত হইবেন। যাঁহার আশা উজ্জ্বলতর তিনি সহজেই এই অঙ্গীকার করিতে সাহসী। ঐ গৃহের ছবি অত্যন্ত উজ্জ্বলতর রাখা চাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আশা ও বিশ্বাসই ঐ গৃহ প্রবেশ করিবার অবস্থা। নিঃসন্দেহ ঐ গৃহ পূর্ণ হইবে। আমি যত পাপী, জঘন্য নারকী হই না কেন ঈশ্বরের করুণায় আমি ঐ গৃহের কিছু করিবই করিব। আমার দ্বারা তিনি ইহার কোন কার্য্য করিয়া লইবেনই লইবেন এইরূপে সকলে বিশ্বাস ও আশার সহিত তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে, জীবন ঈশ্বরের প্রকৃত পথে বিচরণ করিবে। ব্রাহ্মগণ। এস সকলে এইরূপে অঙ্গীকার করি চিরকালের জন্য ঐ হৃদয়স্থ গৃহের মধ্যে বাস করি, ঈশ্বরকে সেই গৃহে দেখিয়া পূজা করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ॥

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৮২৮।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্য পরিবারের মূল। শাখা প্রশাখা যেমন এক মূল হইতে রস আকর্ষণ করে, সেইরূপ অগণ্য মনুষ্য চারিদিকে ধাবিত হইয়া, যদিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই, সেই এক প্রেমস্বরূপ পুণ্যস্বরূপ শান্তিস্বরূপ ঈশ্বর হইতে, সার এবং জীবন আসিয়া পরিপুষ্ট করিতেছে। সেই এক মূল হইতে প্রেমস্রোতঃ আসিয়া জনসমাজে শত শত মঙ্গল ভাব প্রস্ফুটিত করিতেছে। ঈশ্বরই ভাবতের মূল। আমরা সকলেই ঈশ্বরেতে জীবিত সুতরাং আমাদের যাহা কিছু ভাল সকলই তাঁহার কৃপায় লাভ করিতেছি। তাঁহারই দয়াতে আমরা পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমযোগে বদ্ধ হইয়া একদিন স্বর্গের পরিবার কাহাকে বলে তাহার পরিচয় দিব। ঈশ্বরকে ছাড়িলে আমাদের মধ্যে যোগ হয় না, এই কথার গূঢ় মর্ম্ম জগৎ এখনও বুঝিতে পারে নাই। যদিও "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে" "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে" বারম্বার এই কুশল বার্ত্তা জগতে ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এই সুন্দর রাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাহারা এই রাজ্য আনিবেন বলিয়া দম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ও সম্প্রদায় হইয়াছে। এক সম্প্রদায় দশ সম্প্রদায়ে এবং দশ সম্প্রদায় বিশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। কেবল এক ধর্ম্ম সম্পর্কে নয়, কিন্তু সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্পর্কেই এই কথা ঠিক। তবে কি জগতের আশা নাই? এই কয়দিন যে পরিবারের কথা বলা হইল ইহা কি কেবল মনের একটী ভাব? ইহা কি কল্পনাতেই থাকিবে না একদিন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিব যে ইহা যথার্থই ঘটনাতে পরিণত হইয়াছে? এত শতাব্দিতে যাহা হইল না ব্রাহ্মসমাজ তাহা সম্পন্ন করিবে, এতদিন পরে ভক্তের ভাবের অনুরূপ যথার্থ একটী স্বর্গীয় পরিবার সংগঠিত হইবে, বন্ধুগণ! ইহা কি তোমরা বিশ্বাস কর? পরিবার ভিন্ন পরিত্রাণ নাই, কিন্তু পরিবার সাধনের মূল মন্ত্র কি? মতের একতা হইলেই কি এক পরিবার হইবে? আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিবে না ইহা কি আমরা আশা করিতে পারি? ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির স্বতন্ত্রতা থাকিবেই থাকিবে। যেমন দুটী শরীরকে এক প্রকার করিতে পারি না, তেমনই কল্পনাতেও আমরা ভাবিতে পারি না যে, সকলের বুদ্ধি একপ্রকার হইবে। অতএব ব্রাহ্মসমাজ যদি মতের ঐক্য চান তবে ইহা দ্বারা কখনও এক পরিবার হইবে না। ভয় কিম্বা লোভ দেখাইয়া কি কেহ স্বাধীন-চিত্ত নরনারীকে বদ্ধ রাখিতে পারে? যেমন শরীরের অঙ্গ সকল ভিন্ন ভিন্ন অথচ সমুদয় অঙ্গের মূলে এক ভাব, সেইরূপ যদিও সমস্ত পরিবার মধ্যে সাধারণতঃ এক ভাব কিন্তু পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি ভিন্ন। বুদ্ধির ভিন্নতা এবং মতভেদ অনিবার্য্য। মনুষ্য প্রকৃতির লক্ষণ এই। মনুষ্য-বুদ্ধির এই প্রকৃতি যখন প্রবলবেগে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে তখন কাহার সাধ্য বলে "এই পর্য্যন্ত ইহার এই দিকে আর আসিতে পারিবে না।" এই ভিন্নতাতেই বুদ্ধির সৌন্দর্য্য। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, বিভিন্নতা সত্বেও কিরূপে পরিবার হইবে? যতদিন বুদ্ধি আছে ততদিন ভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে, তবে কি বুদ্ধিকে বিনাশ করিতে হইবে? বাস্তবিক, বুদ্ধির উপর যে বন্ধন তাহা কখনই চিরস্থায়ী নহে; ব্রাহ্মের যোগ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, বুদ্ধিতে যতই কেন প্রভেদ হউক না, যাই ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে পিতা এবং সমুদয় নরনারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রাণের যোগ আরম্ভ হয়। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ হইলেই কোটি কোটি আত্মার মিলন হয়, এইরূপে যখন অসংখ্য নরনারী সম্মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরে বাস করেন তখনই আধ্যাত্মিক পরিবারের সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য হয়। শরীর মন লইয়া ঈশ্বরের পরিবার হয় না। এই পরিবার গঠন করিবার জন্য সকলের মুখশ্রী এবং সকলের বুদ্ধি এক প্রকার হওয়া আবশ্যক করে না। এ সকল নীচ উপকরণ লইয়া স্বর্গীয় পরিবার নির্ম্মিত হয় না। শরীরের আকার এবং রূপ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি লোকের বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে। দেহ মনের বিভিন্নতা কখনও আধ্যাত্মিক যোগের প্রতিবন্ধক নহে। এক প্রকার রূপ কিম্বা এক প্রকার মত, এ সকল সামান্য নীচ ভূমির উপর, আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হয় না। সেই ভূমি অতি উচ্চ এবং অপরিবর্ত্তনীয়, যাহার উপর আত্মায় আত্মায় যোগ হয়। সেই ভূমি ছাড়িলে অন্য স্থানে যোগের বৃক্ষ জন্মে না। যে ভূমির যে বৃক্ষ সে ভূমিতে সেই বৃক্ষ রোপিত হইলেই তাহা সারবান হইয়া ক্রমে ক্রমে ফল ফুলে সুশোভিত হয়। যে ক্ষেত্রতত্ত্ব জানে সেই জানে কোন্ ভূমি কোন্ বৃক্ষের উপযোগী। গাছ হইলেই হয় না, কিন্তু উপযুক্ত ভূমিতে রোপণ করিলেই তাহা সফল হয়। বালুর উপর কখনই চিরস্থায়ী ব্রাহ্ম পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। জগতের সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় এই অস্থায়ী বালুর উপর প্রেম স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। যে ভূমি পরিবার সংগঠনের ভয়ানক প্রতিকূল, তাহার উপর তাঁহারা যোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন। মতের উপরে যদি প্রণয় নির্ভর করে,

মতভেদ হইলেই তাহা চলিয়া যাইবে। ঐকমত্যের উপর যদি পরিবার স্থাপন করিতে চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ হইতে শত সহস্র সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবে। যাঁহারা এখন পরস্পর অত্যন্ত অন্তরের বন্ধু তাঁহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে বিবাদ হইয়া অবশেষে ঘোর বিচ্ছেদ হইবে। সেই উচ্চ ভূমি প্রাণযোগ ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মায় আত্মায় চিরস্থায়ী যোগ হইতে পারে না। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, তাঁহার সঙ্গে প্রাণযোগে আমরা প্রাণী কেবল এই যোগেই আমরা তাঁহার চরণে চিরকাল একত্র থাকিতে পারি। মুখ যে দিকে থাকে থাকুক, হস্ত যাহা করে করুক, বাসনা যে দিকে যায় যাক্, মত ভিন্ন হয় হউক, কিন্তু সকলেরই প্রাণ সেই এক সাধারণ উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত। ঈশ্বর সকলের প্রাণের প্রাণ। আমরা সকলেই ঈশ্বর প্রাণী ; আর সহস্র বিষয়ে প্রভেদ থাকুক না কেন, এই প্রাণযোগে কাহারও সঙ্গে ভিন্নতা নাই। ইহার উপর আমাদের কোন হস্ত নাই। মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, ভাবের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, অভিসন্ধির স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে ; কিন্তু প্রাণযোগ চিরকালই ঈশ্বরের চরণে এক প্রকার থাকিবে। অতএব যদি ঈশ্বরের চিরস্থায়ী পরিবার গঠন করিতে চাও তবে এই নিগূঢ় নিত্যকালস্থায়ী প্রাণযোগে বদ্ধ হও। যখন এই যোগ স্থাপিত হয়, আর আর সহস্র প্রকার ভিন্নতা ইহা ভাঙ্গিতে পারে না। চিন্তা, মত, ভাব, ইচ্ছা এবং কার্য্য ইত্যাদি সম্পর্কে চিরকালই মনুষ্যের প্রভেদ থাকিবে এবং সেই প্রভেদ থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং নিতান্ত আবশ্যক এবং কল্যাণদায়ক। বুদ্ধি কখনই ব্রাহ্ম পরিবারের নির্ম্মাতা হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ বুদ্ধিকে রাজা করিয়া একটী বৌদ্ধ পরিবার রচনা করিবার জন্য সংস্থাপিত হয় নাই। বুদ্ধিগত সহস্রপ্রকার মতভেদ হউক না কেন, পরস্পরের প্রাণের যোগ হইলেই ব্রাহ্ম পরিবার সংগঠিত হইবে। একজন ল্যাপলাণ্ড বাসী এবং আর একজন ভারতবর্ষ বাসী, হয়ত তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ, কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগ সেই গূঢ়তম স্থানে যাও, দেখিবে তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যখন "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও" এসকল প্রার্থনা করি, তখন শত শত লোকের প্রাণ এক প্রাণ হয়, শত শত লোকের রসনা এক রসনা হয়। কারণ মূলেতে এই কথা ঠিক যে আমরা সকলেই ঈশ্বরেতে বাঁচিয়া আছি। বৃক্ষের প্রত্যেক ডালকে জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যেকেই এই কথা বলিবে যতক্ষণ বৃক্ষের মূল আমাকে পুষ্টি ও বল দেয় ততক্ষণ আমার প্রাণ—ইহা ভিন্ন আমি বাঁচি না। ব্রহ্ম-সন্তানকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিও সেইরূপ বলিবেন যতক্ষণ ব্রহ্ম আমার জীবন, ততক্ষণ আমি প্রাণী। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি এক পলক বাঁচি না। সকল বিভিন্নতা ঘুচিয়া যায় যখন ব্রহ্ম ভূমিতে দণ্ডায়মান হই। এই ভূমিতে দাঁড়াইয়া ইংলণ্ড কি পরলোক যেখানেই কেন যাও না, বিচ্ছেদের ভয় নাই। এই উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে পরস্পরের সঙ্গে যোগ তাহার বিনাশ নাই। এই ভূমির উপর যে প্রেম বৃক্ষ তাহার আর মৃত্যু নাই। কিন্তু সেই স্বর্গীয় বৃক্ষ আনিয়া যদি বুদ্ধি ভূমিতে রোপণ কর তবে নিশ্চয়ই তাহা শুকাইয়া যাইবে। বন্ধুগণ! সাবধান, বুদ্ধির উপর কখনও তোমাদের যোগ স্থাপন করিও না। আমাদের যাহা কিছু সাধুতা এবং পবিত্রতা সকলই এক উৎস হইতে আসিতেছে, তবে কেন আমরা অহঙ্কার করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মরি। জন্ম যখন হইল তখন যিনি আমাদিগকে সৃজন করিলেন, দ্বিজ যখন হইলাম, তখনও সেই ঈশ্বরই আমাদের প্রাণরূপে প্রকাশিত হইলেন তিনি যেমন প্রতিজনের জীবনের মূল, তেমনই আবার আমাদের পরিবারের মূল। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারা শাখা প্রশাখার ন্যায় তাঁহাতে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের চরণতলে ভিন্ন আর কোথায়ও এই পরিবারের বন্ধন হইতে পারে না। বুদ্ধি এবং বুদ্ধি রচিত পুস্তক রজ্জু কি স্বাধীন মনুষ্যকে বদ্ধ রাখিতে পারে? অতএব বারম্বার তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সেই গূঢ়তম প্রাণযোগে বদ্ধ হও। এই যোগে ভিন্নতা নাই। যখন এই যোগে সকলে সংযুক্ত হইবে তখন তোমার আমার বলিবার থাকিবে না সকলই ঈশ্বরের। তুমি সুন্দর হও, আমি বিশ্রী হই ; তুমি ধনী হও, আমি দরিদ্র হই ; তুমি জ্ঞানী হও, আমি মূর্খ হই, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, যদি কেবল আমাদের মধ্যে প্রাণযোগ থাকে। সে স্থানে এ সকল নীচেকার স্রোত উঠিতে পারে না। সেই ভূমি অতি উচ্চ। সে ভূমিতে বিবাদ নাই, বিরোধ নাই, বিচ্ছেদ নাই, সেখানে নিত্য শান্তি, নিত্য পুণ্য, নিত্য প্রেম বিরাজ করিতেছে। এক ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা, এবং তাঁহার সঙ্গে এই সম্পর্ক চিরকাল থাকিবে। শরীর পড়িয়া থাকিবে শ্মশানে ; কিন্তু আত্মা চিরকাল ঈশ্বরেতে বাঁচিয়া থাকিবে, এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। এই সংসারের যাহা কিছু দেহ কিম্বা মনের দ্বারা গ্রহণ করি সকলই পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু পিতার সঙ্গে যে আমার প্রাণের যোগ তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। অতএব যদি যথার্থ ঐকমত্য স্থাপন করিতে চাও তবে আগে পিতার চরণে এক প্রাণ হও। সেই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক যোগ সাধন কর। সম্পূর্ণ রূপে

তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ কর, তোমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দাও, সকলেই যাঁহার সন্তান তাঁহার কাছে মনের কথা বল, তিনি জানেন কেমন করিয়া পরিবার করিতে হয়। মত ভেদ অথবা দলাদলি যাহাকে বলে তাহা স্বর্গরাজ্যের নয়, মতের একতার উপর কখনই ব্রাহ্ম পরিবার সংগঠিত হইবে না। অতএব বুদ্ধি এবং মতের সহস্র প্রকার প্রভেদ সত্ত্বেও জগতের সমুদয় নর নারীকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া গ্রহণ কর। যেমন ঈশ্বরকে অস্বীকার করা মহা পাপ, কোন ভাই ভগিনীকে হৃদয় হইতে কাটিয়া ফেলাও তেমনি পাপ। জগতের সমুদয় নরনারী অভিন্ন প্রাণ, যেখানে থাকি না কেন, কি ইহলোক কি পরলোক ঈশ্বরের সমুদয় নর নারীদের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা প্রার্থনা করিতে হইবে। নতুবা ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করিতে পারি না। এই প্রকার নিগূঢ় প্রাণযোগ হইলেই জগতের পরিত্রাণ হইবে। কোন্ শতাব্দিতে হইবে জানি না; কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানগণ, এই যোগে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই এক দিন একটী স্বর্গীয় পরিবার সাধন করিবেন। দয়াময় পিতা জানেন ইহা ভিন্ন তাঁহার কোন সন্তানই বাঁচিবে না। এই রূপ আধ্যাত্মিক ভাবে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যোগ সাধন করা সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা অতি গুরুতর এবং কঠিন ব্রত, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা ছাড়িলে চলিবে না। কোন ভাই কিম্বা কোন ভগিনীকে সহস্র দোষ কিম্বা সহস্র মতভেদ সত্ত্বেও হৃদয় হইতে, প্রাণের মূল হইতে কাটিয়া ফেলিতে পার না। সকলে সেই সর্ব্ব মূলাধার এক প্রাণকে ধারণ কর, পরিবার সাধন সহজ হইবে। ঈশ্বর প্রেমরাজ্যের রাজা। তিনিই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩১ চৈত্র।

প্রকৃত উদ্বাহতত্ত্ব এখনও আমাদের পাঠ করা হয় নাই। ব্রাহ্মগণ! যথার্থ বিবাহ পদ্ধতি এখনও তোমাদের মধ্যে সংস্থাপিত হয় নাই। তোমরা যে বিবাহ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা তোমাদের মধ্যে নির্ম্মলতর, উচ্চতর বিবাহ চাই। সেই বিবাহ কখন্ হইবে জানি না; কিন্তু তাহা ভিন্ন কাহারও অন্তরে যথার্থ শান্তি আসিতে পারে না। সেই বিবাহের লক্ষণ কি এবং সেই বিবাহ কাহার সঙ্গে, তোমরা কি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ? সেই বিবাহ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। "আমার পরিবারের সঙ্গে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হও।" প্রত্যেক নর নারীর প্রতি ঈশ্বরের এই গম্ভীর আদেশ। যত দিন এই প্রকৃত বিবাহ না হইবে সে পর্য্যন্ত কাহারও আত্মার মঙ্গল নাই। বন্ধুগণ! এই বিবাহ কতদূর নিকটতর হইতেছে তোমরা প্রত্যেকে ভাবিয়া দেখ। লোকে জানে তোমরা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, ব্রহ্মমন্দিরে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্ম পরিবার ভুক্ত হইয়াছ, এসকল পৃথিবীর নীচ ইতর কথা ইহাতে যে তোমাদের কাহারও ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে যথার্থ উদ্বাহ হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। এসকল কথাতে কোন গভীরতা, উচ্চতা এবং মিষ্টতা নাই। তোমরা একটী সভার সভ্য হইয়াছ। সাক্ষী কে? কএকজন নর নারী এবং ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তক। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কি তোমাদের সেই প্রকার সম্বন্ধ যেমন পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষুদ্র সভার সঙ্গে তোমাদের যোগ। পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিলে অথবা কতকগুলি লোকের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করিলে কি জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, না ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যথার্থ যোগ সংস্থাপিত হয়? যাহারা কেবল কতকগুলি মতের ঐক্য দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়, তাহারা বাস্তবিক যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ চিনিতে পারে নাই। তাহারা কিছুদিনের জন্য আপনাদের কল্পিত একটী সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়াছে, যাই পরস্পরের মতের অমিল হইবে অমনই পলায়ন করিবে, তখন দেখিবে কাহারও সঙ্গে কাহারও যোগ নাই, সেই কল্পিত সভা বায়ুতে বিলীন হইয়াছে। তাহাদের যে যোগ দেখিয়াছিলাম তাহা ঐহিক, বাহ্যিক এবং নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। সভা কি? লোকের সমষ্টি। মতে কতকগুলি লোকের ঐক্য হইল, অমনই তাহারা এক দল হইল, এবং জগতে তাহারা ব্রাহ্মদল বলিয়া পরিচিত হইল; কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও ইহা সেই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ নহে। যদি যথার্থ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতে চাও, তবে সেই কল্পিত ইতর সম্পর্ক ছাড়িয়া উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রেমমন্ত্র শুনিয়া তাঁহার পবিত্র পরিবারের সঙ্গে উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইবে। ব্রাহ্ম হও, ব্রাহ্মিকা হও, তোমাদের প্রতি জনের হৃদয় সেই আদর্শ সমাজের সঙ্গে পবিত্র উদ্বাহযোগে আবদ্ধ করিতে হইবে। সেই যোগ এমনই নিগূঢ় এবং অটল, সেই সম্পর্ক এমনই বিশুদ্ধ এবং মধুর, যে আমাদের পতিত দেশ তাহা বুঝিতে পারে না। কেবল শরীর মনের যোগ, অথবা কেবল হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ, বিবাহ নহে; কিন্তু আত্মায় আত্মায় যে চিরকালের বন্ধন তাহাই যথার্থ বিবাহ। ঈশ্বরের প্রেম এই বিবাহের মন্ত্র, এবং তিনিই স্বয়ং এই আধ্যাত্মিক বিবাহের পুরোহিত। এই রূপে যাহাদের বিবাহ হয় নাই, তাহারা কেন পরস্পরকে ভাল বাসে, এবং কি ভাবে তাহারা পরস্পরের সেবা করে, তাহা তাহারাই জানে। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম এবং যথার্থ

ব্রাহ্মিকা কখনই নিকৃষ্ট অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য কাহাকেও আপনার হৃদয় প্রাণ দিতে পারেন না। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পারেন না. তাঁহাদের যে যোগ তাহার মূলে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম বিদ্যমান। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদে, সেই যোগের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সেই যোগ হইলে দুঃখী ম্লান বলিয়া কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, সহস্র দোষ দেখিলেও কেহ কাহাকে ঘৃণা করেন না; কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাদের মধ্যে ক্ষমা বিরাজ করে। স্ত্রী পুরুষে কি বিবাদ হয় না? কিন্তু সেই বিবাদ, এবং সেই বিচ্ছেদের পর তাঁহাদের প্রণয় আরও দৃঢ়ীভূত হয়। তাঁহাদের যোগ পাঁচ বৎসর কিম্বা দশ বৎসরের জন্য নয় কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিনের জন্য. ততদিন প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সাহায্য দিবেন। মুখে না বলুন, অন্তরে অন্তরে তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের যোগ কখনও বিনষ্ট হইবার নহে; জীবনের শেষ হইলেও তাঁহাদের প্রণয়ের হ্রাস হইবে না; তাঁহাদের যোগ এমনই নিগূঢ় এবং বদ্ধমূল যে দূর দেশে থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরের মনের মধ্যে বাস করেন। যদি অন্তরের যোগ থাকে, কখন কখন অপ্রণয় কিম্বা প্রণয় শিথিল হইল তাহাতে ক্ষতি কি? যদিও এইরূপ আধ্যাত্মিক বিবাহের পবিত্রতম আদর্শ অদ্যাবধি পৃথিবীতে দেখিতে পাই না; কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রত্যেকের উদ্বাহ না হইবে, ততদিন পরিত্রাণের দ্বার বন্ধ থাকিবে। এই প্রকার যোগ আমাদের মধ্যে কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মসমাজ কি? ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের পরিবার, ঈশ্বরের ঘর, যাহা তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ, সেই আদর্শ ঈশ্বরের সন্তানমণ্ডলীকে আমরা স্বর্গ বলি, ব্রাহ্মসমাজ বলি। সেই ব্রাহ্মসমাজ, এদেশে, লাহোরে কিম্বা বঙ্গে নাই। ঈশ্বরের সেই আদর্শ পরিবার, তাঁহার সেই ব্রাহ্মসমাজ কোন দেশ কিম্বা কোন কালে বদ্ধ হইতে পারে না। তাহা অতি প্রশস্ত এবং চিরস্থায়ী। সমুদয় মনুষ্য জাতি ইহার সভ্য। সেই আদর্শ পরিবার সেই ব্রাহ্মসমাজ একদিন যথার্থই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার সঙ্গে যে দিনে কোন আত্মার পবিত্র উদ্বাহ হইবে সেই দিনেই তাঁহার স্বর্গের মিলন হইবে। সেই মিলনের লক্ষণ কি? চিরস্থায়ী প্রেম এবং নিঃস্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা সেই স্বর্গীয় বিবাহের বিষম কণ্টক। বন্ধুগণ! যদি সেই যোগ সফল করিতে চাও তবে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইয়া সেই ব্রাহ্মসমাজের পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। নিজের কুটিল অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ দেখাইলে চলিবে না। স্বামী স্ত্রী যেমন সম্পদ বিপদ এবং সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় বিবাহের প্রতিজ্ঞা পালন করেন, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকেও সেইরূপ সকল অবস্থায় সেই স্বর্গীয় উদ্বাহের অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে। প্রত্যেকে নিয়ত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ প্রার্থনা করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ আমার, আমি ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া কোন মতেই আমি বাঁচিতে পারি না. ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এই প্রকার নিগূঢ় যোগ স্থাপন করিতে হইবে। তোমরা জানিতে পারিবে না কেন তোমাদের মন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। যে বিবাহ করিয়াছে. যে যথার্থ রূপে ব্রাহ্মসমাজকে বরণ করিয়াছে সে জানে যে সে চিরদিনের জন্য ইহা বরণ করিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় যে সরল ভাবে চিরকালের জন্য তাঁহার ব্রাহ্মসমাজকে বরণ করিয়াছে, অঙ্গীকার লঙ্ঘনের পাপ তাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। তবে যে মতভেদ কিম্বা অন্য কোন সামান্য কারণে অনেক লোককে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়, তাহার নিগূঢ় কারণ এই যে, তাহাদের যোগ বাস্তবিক সেই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের পাণিগ্রহণ করিয়া আবার তাহা ছাড়িতে পারে ইহা নিতান্ত উপহাসের কথা। ক্রোধ, লোভ কিম্বা হিংসায় পড়িয়া অথবা অন্য কোন পাপের বশীভূত হইয়া যাহারা সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তাহারা ব্রাহ্ম নহে, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক শত্রু। ব্রাহ্ম বলিলেই কেহ ব্রাহ্ম হয় না, অথবা তোমার আমার কথায় কেহই ব্রাহ্ম হইতে পারে না। যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একবার বিশুদ্ধতম প্রাণ যোগে আবদ্ধ হইয়া কেহই আবার তাহাহইতে প্রাণ কাড়িয়া লইতে পারে না। কিছু দিনের জন্য হৃদয় প্রাণ বন্ধক দিয়া কেহই যথার্থরূপে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারভুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যিনি চিরদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তিনিই কেবল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী কি বলিতে পারেন "আমি কেবল কিছু দিনের জন্য স্বামীকে হৃদয় দান করিয়াছি ইচ্ছা হইলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারি"। স্বামী রোগী হউন, দরিদ্র হউন, মূর্খ হউন, কিম্বা অধার্ম্মিক হউন, স্ত্রী যদি সতী হন তাঁহাকে বলিতেই হইবে যে আমি স্বামীর চিরদিনের। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যাঁহার যথার্থ বিবাহ হইয়াছে, রোগ শোকে পাপ দুঃখে, চিরকালই তিনি ব্রাহ্মসমাজের থাকিবেন। সতী স্ত্রী যেমন স্বভাবতঃই এই কথা বলেন যে, "আমি স্বামীর চিরদিনের," সেইরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা অসংকুচিত হইয়া বলিতে পারেন যে আমি চিরদিনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের। কোন পুস্তক কিম্বা কোন্

মনুষ্য এই কথা শিখাইয়া দিতে পারে না ; কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় যাঁহার আত্মা স্বভাবতঃই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে তিনিই কেবল সাহস করিয়া এই কথা বলিতে পারেন। জগৎ এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না ; ইহা পরিহাস করিয়া বলে, আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আবার উদ্বাহ কি? যাঁহার আত্মা পিতার পরিবারের সঙ্গে এক-প্রাণ হইয়া গিয়াছে তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিতে পারেন যে, আমি চিরদিনের জন্য এই পরিবারের। স্ত্রী তখন পর্য্যন্ত পতি পরায়ণা সতী হন নাই, যদি, এক মিনিটের মধ্যে নিশ্চিত রূপে এই কথা বলিতে না পারেন যে, আমি চিরদিনের জন্য স্বামীর। সেই রূপ তিনি যথার্থ ব্রাহ্ম কিম্বা ব্রাহ্মিকা নহেন যিনি সহজেই এই কথা বলিতে না পারেন যে, "আমি চিরকালের জন্য ব্রাহ্মসমাজের। এবং আমি কখনও যে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িতে পারি ইহা অসম্ভব।" যথার্থ ব্রাহ্ম সমাজ ঈশ্বরের নিরাকার সন্তানদিগের সমষ্টি। সেই আধ্যাত্মিক সমাজকে বিবাহ করা সামান্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যে দিন কাহারও জীবনে এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, সেই দিনেই পৃথিবীতে স্বর্গ এবং তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মপরিবারের মহাযোগ আরম্ভ হইবে। একবার যদি এই বিশুদ্ধতম বিবাহ প্রণালী সংস্থাপিত হয়, পরে বংশ পরম্পরায় সকলের জীবনে এই বিবাহ সম্পন্ন হইবে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এখানেই সেই স্বর্গীয় যোগের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া যাইবেন !! কিন্তু পৃথিবীতে এই বিবাহ অতি বিরল। ব্রাহ্ম সমাজে যদি ইহার ৫টী কিম্বা ১০টী দৃষ্টান্তও দেখাইতে পার, তাহা হইলেও আশা করিতে পারি যে পৃথিবীতে অচিরেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ধন্য জগদীশ !! তাঁহার কৃপায়, আশাতে আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত হইতেছে। আশানয়নে আমরা দেখিতেছি সেই দিন নিকট হইতেছে যখন জগতে শত শত লোক এই বিবাহ করিয়া পৃথিবীকে ধন্য করিবে। এইরূপ আধ্যাত্মিক পবিত্র বিবাহ ভিন্ন কখনই মনুষ্যজাতি একটী সুন্দর পবিত্র পরিবারে পরিণত হইতে পারে না। ইহার অভাবেই জগতে এতকাল সম্প্রদায় হইয়া আসিতেছে, এবং যেখানে ইহার অভাব সেই স্থানে নিশ্চয়ই শত শত সম্প্রদায় হইবে। ইহা ছাড়িয়া যাহারা মতের দ্বারা ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে যোগ করিতে যায় তাহারা শীঘ্রই প্রবঞ্চিত হয়। পৃথিবীতে কত জাতি বারম্বার এইরূপে প্রতারিত হইয়াছে। এই পথ ছাড়িয়া যদি তোমরা অন্য পথ অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে একদিন ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ হইবে এবং তাহা হইতে শত শত সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবে। অতএব বন্ধুগণ! আর জ্ঞানের অহঙ্কার করিয়া সম্প্রদায় সৃজন করিও না। প্রাণের যোগ যেখানে মতের অমিল সেখানে কিছুই করিতে পারে না। প্রাণের যোগে চিরদিনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হও দেখিবে কোন প্রকার বিভিন্নতা তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। যদি পৃথিবীর সামান্য বিবাহ চিরদিনের জন্য হইল, তখন স্বর্গরাজ্যের ধর্ম্মের বিবাহ অস্থায়ী হইতে পারে, ইহা কোন মতেই আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বর যে বিবাহের পুরোহিত সে বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে পারে, ইহা কখনই মনে করিতে পারি না, তিনি স্বয়ং যাহাকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন, সে আবার ছাড়িয়া যাইতে পারে ইহা অসম্ভব। অতএব ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! মিনতি করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, আর বিলম্ব করিও না, ঈশ্বর যে মন্ত্র দান করিতেছেন তাহা গ্রহণ কর, তাঁহার বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিবাহের প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর কর। জগতে এই স্বর্গীয় বিবাহ তোমরা প্রচার কর। যেদিন এইরূপে আত্মায় আত্মায়, ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, এই উদ্বাহতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে, সে দিন পৃথিবীতে এক নূতন শোভা হইবে। সাধন কর, সাধন ভিন্ন এমন গূঢ় বিষয় কখনই কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছ, এই বলিয়া আর দম্ভ করিও না। কে বলিতে পারে যে তোমরা সেই কল্পিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাঁচদিন কিম্বা পাঁচ বৎসর পরে ছাড়িয়া যাইতে পার না। কত লোককে দেখিলাম যাই একটু সামান্য অসুবিধা হইল অমনই ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এই কি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার কথা? ব্রাহ্মসমাজকে যে একবার গ্রহণ করে তাহার আর ইহা ছাড়িবার অধিকার নাই। এখান হইতে পলায়ন করিবার সাধ্য নাই। যদি প্রয়োজন হয় রক্ত দিতে হইবে, তথাপি ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কোন ব্রাহ্ম কিম্বা কোন ব্রাহ্মিকা আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে ছাড়িয়া যান নাই, তবে যে অনেকের পতন দেখিতেছি তাঁহারা কেহই বাস্তবিক ব্রাহ্ম ছিলেন না। যাহারা, দল বাড়াইবার জন্য কিম্বা টাকা পাইবার জন্য অথবা অন্য কোন অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারাই বন্ধুদিগের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া পলায়ন করে। যাঁহারা ঈশ্বরের সন্নিধানে চিরস্থায়ী অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা হইয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রহরী তাঁহাদিগকে যাইতে দেন না। ইহ পরলোকে যেখানে চলিয়া যাউক কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারেন না। সহস্র মতভেদ ও সহস্র দোষ সত্ত্বেও তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্ধনে সংযুক্ত। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা চির-

দিনের জন্য পবিত্র মায়ায় বদ্ধ থাকিবেন। ঈশ্বর মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই পবিত্র উদ্বাহ যোগে যে দিন সমুদয় জগদ্বাসিগণকে বদ্ধ করিবেন তখনই পৃথিবী স্বর্গ হইবে।

অদ্বৈতবাদ।

প্রাচীন পার্সী মিসর গ্রীক এবং য়িহুদাগণের মত।

প্রাচীন কালের মতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া মিসর, জোরেস্তার শিষ্য পার্সী এবং গ্রীক ও য়িহুদাগণের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে নিপতিত হয়।

পার্সী।

জোরেস্তার শিষ্য পার্সিগণ একমাত্র অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বর স্বীকার করে। ইঁহার কোন নাম নাই, অথচ সকল দেবগণের নামেই ইঁহাকে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইনি পুরুষরূপে প্রকাশিত হইয়া অরমজদ আখ্যা ধারণ করেন। ইনি আলোকের অধিপতি। অহির্মান অন্ধকারের অধিপতি। ইহা হইতেই সমুদয় অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। মিত্র (সূর্য্য)(১) অরমজদের রাজ্য সংস্থাপনের সহায়ক এবং প্রতিদিন অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দেন। বস্তুতঃ মিত্র এ দুয়ের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী। পরিশেষে ইনি অন্ধকারকে সম্যক্ পরাস্ত করিয়া তাহাকে চিরদিনের জন্য বিনষ্ট করিয়া অরমজদের অখণ্ড রাজ্য সংস্থাপন করিবেন। হনবর নিত্যজ্ঞান ঈশ্বরের বাক্য, ইহা হইতেই সমুদায় সৃষ্টিক্রিয়া সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অংসম্পন্দ ইজেদ এবং ফেরেয়ুর এই তিন হইতে সমুদয় সৃষ্টি। অংসম্পন্দ সাতটি অমর আত্মা। স্বয়ং অরমজদ ইহাঁদেরই এক জন। ইহাঁ হইতেই অবশেষ ছয়টি উৎপন্ন হয়। ইজেদ আটাইশটি। ইহারা পৃথিবীর লোক সকলের রক্ষয়িতা অর্থাৎ লোকপাল এবং কালাধিপতি ফেরেয়ুর অসংখ্য। কারণ যাহা কিছু আছে সকলই এই সকলের আশ্রয়ে আকার ধারণ করে। ইহারা অনাদি। অরমজদ হইতে অতি নিম্ন শ্রেণীর জীব ও পদার্থ মাত্রই ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হয়। অনাদিপুরুষ বাক্যে আপনাকে প্রকাশ করেন, এই বাক্যই অরমজদের ফেরেয়ুর। ফেরেয়ুরগণ যজ্ঞাদি নিষ্পন্ন করে, পৌরহিত্য কার্য্য করে, সাধু লোকগণের জীবনকে সাধুত্বে রক্ষা করিয়া পরলোক বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে যে সেতু আছে ইহারা উত্তীর্ণ করিয়া লয়। যত সকল বিধি ফেরেয়ুর এবং এই ফেরেয়ুর ঈশ্বরের বাক্য(১)।

অরমজদের সৃষ্টির ন্যায় তদ্বিরোধী অহির্মানের সৃষ্টিও ঐরূপ। সপ্ত এরজদেও এবং অসংখ্য দেও অহির্মান হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহারা অরমজদ এবং অংসম্পন্দগণের সঙ্গে সর্ব্বদা সমরে প্রবৃত্ত। ইহারা সমুদায় সৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে(২)। ইজেদগণ মৃত আত্মা সকলকে অগ্নিতে বিশুদ্ধ করিয়া লন, এবং তাহারা পর্ব্বতশ্রেণীর গলিত ধাতু রাশির মধ্য দিয়া গিয়া পাপ ও কলুষ বিমুক্ত হয়। অহির্মান পরিশেষে গলিত ধাতু দ্রবের মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত হয় এবং সেখানে সে ভস্মীভূত হইয়া যায়, এক আলোকের রাজত্বই বিস্তৃত হয়, মানবমূর্ত্তিধারী মিত্রই এই একতা সম্পাদন করেন(৩)। ইনিই ব্রহ্মার ন্যায় বেদ প্রকাশক।

মিসর।

জোরেস্তার শিষ্য পার্সিগণ এবং মিসরগণের মত অনেকাংশে এক মত। পার্সিগণের মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর আলোকে অবস্থিত, মিসরগণের ঈশ্বর গভীর অন্ধকারে অধিষ্ঠিত(৪)। হারমিস ত্রেসমেজিস্তস্ মিসর ধর্ম্মের মর্ম্ম লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখা অনুসারে জগৎ ও ঈশ্বর এক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তিনি সমুদায় সৃষ্ট পদার্থকে ঈশ্বরের অংশ এবং অঙ্গ বলিয়াছেন। মিসরেরা প্রধানতঃ আমন এবং অসিরিস্ ও ইসিসের পূজা করিত। আমন আর কিছুই নহে, অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বর; অসিরিস্ ইসিয়স পুরুষ প্রকৃতি। আমন ব্যতিরেকে গুহ ও নীত(৫) ঈশ্বররূপে পরিগৃহীত হয়। টাইফন পার্সি-

(১) ঋগ্বেদের মিত্র সহকারে ইহার এত সৌসাদৃশ্য যে ইহা হইতে দুই আর্য্য শাখার একত্র অবস্থান এবং এক সময়ে এক দেবতার অর্চনা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়।

(১) এই সৃষ্টি প্রণালীর সহিত হিন্দুগণের সৃষ্টি প্রণালীর সৌসাদৃশ্য দেখিয়া উভয় জাতির এক সময়ে একতা ছিল অনেক পরিমাণে অনুভব করিতে পারা যায়। বেদকে অবলম্বন করিয়া তদনুসারে সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে ইহা হিন্দুগণেরও মত। বোধ হয় ফেরেয়ুর এবং মুসলমানগণের ফেরেস্তা একই।

(২) বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্যে সৃষ্টি প্রকরণে ঠিক এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে। বিবাদই ইহার মূল।

(৩) য়িহুদা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মত সকল জোরবস্তারের মত হইতে সংগৃহীত নিঃসন্দেহ।

(৪) মিত্র ও বরুণ এই দুই দেবতা হিন্দু ও পার্সিগণের সাধারণ দেবতা। বরুণকে লইয়াই বিবাদ হয়। এই জন্য বরুণ (অহির্মান্) পার্সিগণের দ্বেষ্য হইয়াছে। বরুণ রাত্রি। মিসরগণ অন্ধকারকে পূজ্য করিয়া রাখাতে এ বিবাদ তাহাদিগকে গিয়া স্পর্শ করে নাই, বিলক্ষণ প্রতীত হয়।

(৫) "গুহ" শব্দ আগুঃ বা আত্মন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন প্রতীত হয়। নীত জ্ঞানের অধিশ্বরী। নীতি নীত হওয়া অসম্ভব নহে।

গণের অহিমানের ন্যায় ইহাদিগের বিরোধী। হারমিস অজ্ঞেয় ঈশ্বর আমনের জ্ঞানের প্রকাশ। জ্যোতিষাদি সমুদায় বিজ্ঞান ইহাঁরই আবিষ্কৃত। ইনিই মনুষ্যগণকে জ্ঞান প্রদান করেন, সকলকে দয়া করেন। মিসরগণ নিকৃষ্ট প্রাণিসকলের পূজা করিত, কিন্তু এ সকল পূজা ঈশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞানে নিঃসন্দেহ।

গ্রীস।

মিসরগণ অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সকলের পূজা করিত, গ্রীকগণ সৌম্য মনুষ্যমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিত। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে গ্রীকগণও চতুর্ভুজ ত্রিভুজ ত্রিমস্তক সাত-মস্তক দেবতার আরাধনা করিত জানা যায়। সে যাহা হউক গ্রীকগণও এই দুই জাতির ন্যায় এক অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বর স্বীকার করিত এবং তাঁহা হইতে সমুদায় জগৎ এবং এই জগৎ তাঁহা হইতে অভিন্ন মনে করিত। গ্রীকগণের জিয়স ও পান জগতের সহিত অভেদ ঈশ্বর। গ্রীক পণ্ডিতগণ হিন্দুগণের ন্যায় ঈশ্বর সত্তামাত্র নির্দ্ধারণ করিতেন।

গ্রীক দর্শন।

আয়োনিক।

রোমীয় ধর্ম্ম গ্রীকধর্ম্মেরই প্রতিকৃতি। তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।. আমরা গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কারণ আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত উহার সমধিক যোগ আছে। •আয়োনিক, ইটালিক, এলিয়াটিক, গ্রীক দর্শনশাস্ত্র এই ত্রিবিধ। মিলেটস প্রদেশের থেলস জ্ঞানান্বেষী হইয়া মিসর দেশে গমন করেন। সেখান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি "অপরিজ্ঞেয় অন্ধকার" হইতে "জল ও বালুকা" উৎপন্ন হয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। থেলসের মতে জলই মূল পদার্থ, তাহা হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে ইহাঁকে সাংখ্যের ন্যায় নিরীশ্বরবাদী অনুমান করেন। কিন্তু আরিষ্টোটল, লারেটিয়স্ এবং সিসিরোর বাক্যে বিশ্বাস করিলে থেলস জলের অতীত ঈশ্বর সত্তা স্বীকার করিতেন বিশ্বাস করিতে হয়।

থেলসের শিষ্য আনাক্জিমণ্ডার তাঁহার মতে দোষ প্রদর্শন করিয়া এক অনন্ত হইতে সমুদায় সমুৎপন্ন নির্দ্ধারন করিয়াছেন। এই অনন্ত তিনি জড় কি চৈতন্য স্বীকার করিতেন ইহা লইয়া সংশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। আনাক্জিমণ্ডারের শিষ্য আনাক্জামেনিস শ্বাস প্রাণ বা আত্মাকে এই সমস্ত নির্দ্ধারন করেন। তাঁহার শিষ্য ডাইয়োজনিসকৃত ব্যাখ্যানে আমরা ইহা বুঝিতে পারি এবং তিনি ঈশ্বরকে শ্বাস বায়ু চেতনরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ইটালিক।

আয়োনিকগণ বাহ্য জগৎ হইতে তাহাদিগের দর্শন শাস্ত্র আরম্ভ করিয়া, তদন্তর্গত জগতে গিয়া উপস্থিত হয়, ইটালিকগণ গণিত হইতে তত্ত্বান্বেষণ প্রবৃত্ত হয়। আয়োনিকগণ সমুদায় জগৎ এক নির্দ্ধারণ করে. পিথাগোরস শুদ্ধ এক নির্দ্ধারণ করেন। এই এককে তিনি মোনাড আখ্যা অর্পণ করিয়াছেন। এই মোনাড হইতে দ্বৈত উৎপন্ন হয়। এই দ্বৈতই সমুদায় জগতের মাতা। পিথাগোরসের মোনাড চেতন কি জড় ইহা লইয়া সংশয় সমুপস্থিত হয়। কিন্তু পিথাগোরসের মতাবলম্বী ফিলোলস এক হইতে বহু কিরূপে উৎপন্ন হইল প্রদর্শন করিয়াছেন। আরিষ্টোটল ফিলোলসের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তদনুসারে তিনি সীমাবিশিষ্ট দ্বৈত এবং অসীম অদ্বৈত (এক) ইহার অতিরিক্ত অনাদি মানিতেন। এই অনাদি সমুদয়ের সার ও সত্য। পিথিগোরস্ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ এই আদি কারণকে জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ইহাঁরা দশটি ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্ব স্বীকার করেন। এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সাধারণ মধ্যবিন্দু আছে, এই মধ্য-বিন্দুতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্থান। এই মধ্য হইতে আলোক সমাগত হয়, এই আলোকের বহির্দ্দেশে নক্ষত্র রাজি, এই নক্ষত্ররাজি মধ্যে দেবগণ অধিবাস করেন। ইহার নিম্নে অপ্সরাদি, তাহাদিগের নিম্নে মনুষ্য এবং তৎপরে ইতর জীবমণ্ডলী। এসকলেতেই সেই এক (অদ্বিতীয়)।

ইলিয়াটিক।

ইলিয়াটিকগণকেই সর্ব্বাপেক্ষা দার্শনিক বলা যাইতে পারে। আইয়োনিকগণ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, পিথিগোরস এবং তাঁহার শিষ্যগণ চৈতন্য স্বীকার করিয়া তাহাকেই জড়ের সারভূত পদার্থ বলিতেন, ইলিয়াটিকগণ দ্বিত্ব দূর করিয়া দিয়া চৈতন্য এবং সত্তা এ দুইকে এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জিনোফেনিস যিনি এই মতের সংস্থাপক, তিনি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন এমত নহে। তিনি বলেন ঈশ্বর অনন্ত। তিনি আমাদিগের চিন্তা বা অনুভূতির কর নহেন, তিনি সমুদায় চিন্তা ও অনুভূতির অতীত। তাঁহার কোন আকার নাই; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই; অথচ তিনি দেখেন শুনেন। তিনিই মূল সত্তা, যাহা কিছু অবস্থান করে তাঁহাতেই অবস্থান করে, এবং যাহা অবস্থান করে তাহাই নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়। উৎপন্ন এবং উৎপাদক এ দুয়ে অভিন্ন। এরূপ না হইলে এই হয়, এমন কিছু হইয়াছে যাহা কারণে ছিল না। ইহা অসম্ভব। অতএব সকল বস্তুই ঈশ্বর, তিনিই এক, তিনিই সকল (১)।

(১) এই জিনোফেনিসই বলিয়াছিলেন, "যদি বৃষভ বা সিংহ ঈশ্বর অনুভব করিত, তবে তাহারাও তাঁহাকে তাহাদিগের মত করিয়া লইয়া অনুভব করিত"।

পারমিনাইডেস্ যথার্থ মায়াবাদ সংস্থাপন করেন। তাঁহার মতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই মায়া। জন্ম মৃত্যু অস্তিত্ব অনস্তিত্ব স্থান ও অবস্থা পরিবর্ত্তন সকলই নাম মাত্র। যাহা আছে, তাহা চিরদিনই আছে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ এক বিষয়ে উৎপন্ন অনুৎপন্ন এ দুই অসম্ভব এবং সত্তার উৎপত্তির পুর্ব্বে অসত্তা বুঝায় সুতরাং সত্ত্বা অসত্তা হইয়া যায়। মনুষ্য জ্ঞান দ্বারা এই জানা কাল দেশ দ্বারা অপরিবর্ত্ত্য এক বিশুদ্ধ সত্তা আছে। তবে ইন্দ্রিয়গন যাহা বহু রূপে দর্শন করে উহা ভ্রম মাত্র। বাহ্য জগৎ বা আত্মা যাহা দৃষ্ট হয় উহা আর কিছুই নহে ঐ একের গূঢ় শক্তির বিকাশ। সমুদায় আত্মার তিনি এক সূক্ষ্মতত্ত্ব (মনাড), তাঁহাতেই সকল প্রবিষ্ট হয়। তিনিই সকলের আদি, তিনি এক। জিনো এবং মেলিসস পারেমনাইডেস যাহা কিছু দ্বৈতবাদের ভুমি রাখিয়াছিলেন তাহা বিনষ্ট করিয়া সকলই ভ্রান্তি বলেন। মেলিসস বলেন যাহা কিছু দৃষ্ট হয় উহা আমারদিগেতে বস্তুতঃ উহা কিছুই নয়। জিনো বলেন সকল পদার্থ বিভাগ করিতে করিতে আমরা এমন এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হই, যাহা গনিত বিজ্ঞানের বিন্দুবৎ, বস্তুতঃ কিছু নহে, সুতরাং যাহা কিছু দৃষ্ট হয় সকলই ভ্রান্তি ও মিথ্যা। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

রাণীগঞ্জে একটী নুতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ৩০ জন ব্রাহ্ম উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। শুনিলাম অধিকাংশ লোক রেলওয়ে কর্ম্মচারী। প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেসনের লোকে চরিত্র বিশুদ্ধ করিবার ও ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য যদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করেন তাহা হইলে রেলওয়ে কর্ম্মচারিদের অনেক উপকার হয়। মদ্যপান ও ব্যভিচার অনেক কমিয়া যায় ভদ্র লোকদের অল্প বেতনে বেশ সুখ স্বচ্ছন্দতাও হইতে পারে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সারদাকান্ত হালদার সম্প্রতি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন হইতে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। এইক্ষণে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়া শান্তি পাইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য অনেক প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে শান্তি ক্রোড়ে স্থান দিয়া পরিতৃপ্ত করুন। তাঁহার অল্পবয়স্কা ভার্য্যার জন্য সকলেরই ক্লেশ হয়। তিনি যেন ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া শোক তাপ বহন করিতে সমর্থ হন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পরলোক সম্বন্ধে অতি গুরুতর তিনিটী বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ঈশ্বর ও পরলোক এক সূত্রে গ্রথিত। কোন যুক্তি বা বহির্জগতের প্রমাণ পরলোক সম্বন্ধে প্রচুর নহে, এ সকল পরীক্ষার সময় থাকে না, ইহা বিশ্বাসের ভুমিও নহে। ঈশ্বর ব্যতীত আত্মার কোন শক্তি প্রকাশ পায় না। তাঁহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ চিরস্থায়ী, তাঁহা ব্যতীত আমার আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাঁহাতে আত্মা জীবিত থাকে, তাঁহাতেই ইহা বিচরণ করে ও তাঁহাতেই ইহার অধিষ্ঠান। ইহাই পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্রাহ্মের বিশ্বাসের ভুমি। এই সম্বন্ধ যত অনুভূত হইবে পরলোকের অস্তিত্ব জ্ঞান তত সুস্পষ্ট হইবে। ব্রাহ্মের নিকট পরলোক সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ দৃঢ়তর নহে। ঐ সম্বন্ধ প্রতীতিই প্রকৃত বিশ্বাসের ভুমি। যাঁহারা এটী অনুভব করিতে না পারেন তাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস অটল নহে। আমরা সকল ব্রাহ্মকেই অনুরোধ করি তাঁহারা যেন ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধ অনুভব করিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ়তর করেন।

বিগত রজনী সাড়ে দশ ঘটিকার সময় বর্ষ শেষ উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। উপাসনা অতি গম্ভীর ভাবে হয়, উপদেশটী বড় উপযোগী হইয়াছিল। পুষ্পের সৌরভে জ্যোৎস্নার আলোকে যেন সকলই মধুর বেশ ধারণ করিয়াছিল।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। — তাল ঝাঁপতাল।

চল সেই অমৃতধামে চল ভাই যাই সকলে, নাহি যথা ব্যবধান ইহকাল পরকালে।

ঘুচিবে দুঃখ ভাবনা; না রবে ভব মন্ত্রণা, নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।

যেখানে নাহি ক্রন্দন, পাপ তাপ প্রলোভন, প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তি সলিলে; অনন্ত জীবন স্রোতঃ, নিরন্তর প্রবাহিত, প্রেমের লহরী তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।

যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ সাধনে, আছেন মগন হয়ে, জীবনজলধি জলে, প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্ম সমর্পণ করে, অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্ম কৃপা বলে

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬ষ্ঠ ভাগ।
৮ সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, রবিবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বল ঐ ৩৷০

ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয়।

বর্ত্তমান সময়ের তত্ত্বদর্শী হারবার্ট স্পেনসার ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয় বলিয়া উপাসনা ও ধর্ম্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন; এবং তিনি বিবেকের বাণীও মানেন না, ফলাফল দর্শনই কর্ত্তব্যের নেতা এইটী বিশেষ তাঁহার মত। এই মতের পোষকতা এক্ষণে অনেকেই করিয়া থাকেন। "কন্টেম্পোরারি রিভিউ" নামক পত্রিকায় স্পেনসারের মত বিশেষ সমালোচিত হইয়াছে। অধ্যাপক হক্‌সিলি ও মিলও এই কথা বলিয়া থাকেন, যাহা মানবীয় বোধ শক্তির অগম্য তাহার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব লইয়া বিচার করা কেবল পণ্ডশ্রম। বিজ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে 'অনন্ত' এই কথাটী লইয়া বিশেষ তর্ক বিতর্ক হইতেছে। অনন্তের স্বাভাবিক ভাব ও জ্ঞানের উপর সমস্ত ধর্ম্মবিজ্ঞান নির্ভর করিতেছে। যাঁহার অন্ত পাওয়া যায় না তাঁহার বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান ত মনুষ্যের সম্ভবপরই নহে, সুতরাং তবে তাঁহার উপর মনুষ্যের মন সুখ শান্তি ও জীবনের জন্য কিরূপে নির্ভর করিবে? মনোবিজ্ঞানের মূল দেশে প্রবেশ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে অনন্তের জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক ও স্বতন্ত্র। বাস্তবিক ঐ অনন্তের ভাব প্রত্যক্ষ। ইহা কোন একটী অনিশ্চিত ভাব নহে। অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন যে পরিমিত মনে পরিমিত বস্তুর জ্ঞানই স্বাভাবিক; সেই জ্ঞানে আপনার ভাব ও কল্পনা সংযুক্ত করিয়া গণনা করিতে করিতে যাহা বুদ্ধির অতীত তাহাকেই অনন্ত বলা যায়। কিন্তু ইহার কোন স্বাভাবিক স্বতন্ত্র জ্ঞান বা অস্তিত্ব প্রতীত হয় না। কিন্তু "অল্প হইতে সমস্ত বৃহৎ" এই যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে অপূর্ণ মনুষ্যের পূর্ণজ্ঞান স্বতঃসম্ভূত? অতএব ঈশ্বর অনন্ত হইলেও তাঁহার অনন্তত্ব বোধ করা আমাদের আলোচনা বা চিন্তার ফল নহে, ইহা আমাদের বহুদর্শন হইতেও সমুত্থিত হয় না। বস্তুতঃ ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয় ইহার বিপরীতার্থ করিয়াই এখন অনেকে নাস্তিকতা ও সংশয়জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে তুমি কি তোমার বন্ধুকে অধিক জান? যাহা জান তাহা তোমার পক্ষে যৎসামান্য। তবে কি তুমি অপরিজ্ঞেয় বলিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে চাহ না? ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত সার আইজাক্ নিউটনের মহত্ত্ব কি আমাদের ন্যায় সাধারণ জীবের অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক নহে?

কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব আমরা সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলেও যে তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব তুমি তোমার বন্ধুকে যত দূর জানিতে পার ঈশ্বরকেও তত দূর জানিতে পার। সহজ জ্ঞানে যতদূর ঈশ্বরের ভাব ও অস্তিত্ব মনে উপস্থিত হয়, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, অনন্ত ইহা স্বভাব সম্ভূত জ্ঞান, এই জ্ঞানের যিনি বিষয় তিনিই আমাদের উপাস্য, তিনিই সকলের পূজ্য। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই তাঁহার চরণে প্রণত। যেমন অনন্তজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি তাঁহার জ্ঞান শক্তি প্রেম ও পবিত্রতার জ্ঞানও স্বাভাবিক। অনন্তের সহিত এই সকল স্বাভাবিক ভাবের যোগ করিলেই ঈশ্বরের সাধারণ জ্ঞান মনুষ্য মনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। যাঁহার অনন্ত স্বরূপ, তাঁহার জ্ঞান শক্তি দয়া পবিত্রতা সম্বন্ধে জ্ঞান হৃদয় নিহিত,ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল। অতএব যাঁহারা অনন্তের জ্ঞান ও ভাবটী বিশেষ রূপে স্বতন্ত্র ও স্বাভাবিক জ্ঞানে প্রতীতি করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মের সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। আপনার স্বভাবকে যে অস্বীকার করে, ধর্ম্ম তাহার নিকট আর স্থান পায় না। আমরা এখন সংশয়ীদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান না যে ঈশ্বরের ভাব ও জ্ঞান তাঁহাদের হৃদয়পটে কেমন সুন্দর রূপে চিত্রিত? তাহা যেমন দেখা যায় এমন আর কোন্ বস্তু দেখিয়া হৃদয় মোহিত হয়? বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবকগণ এ বিষয় ভাল করিয়া চিন্তা করিবেন। ধর্ম্মশূন্য হইলে তাঁহাদের জীবনে অশান্তি ও দুঃখের অবধি থাকিবে না। ঈশ্বরের সমুদায় স্বরূপের ইয়ত্তা কেহ করিতে পারে না এই জন্যই তিনি অপরিজ্ঞেয়। তাঁহার অনন্ত ভাবের ছবি মনুষ্য হৃদয়ে চির মুদ্রিত, সেই কারণে তিনি অপরিজ্ঞেয় হইয়াও মনুষ্যের নিকট কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত। যখন প্রাণের প্রাণ তখন তিনি অগম্য হইয়াও হৃদয়ের সহিত গূঢ় সম্বন্ধে এত নিকটস্থ যে এমন আর কোন পদার্থই নাই। যখন অনন্ত ব্যাপ্তি ভাবি, তখন হৃদয়স্থ অনন্তের ভাব উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পায়। আবার যখন অনন্ত কালের বিষয় চিন্তা করি, তখনও সেই অনন্ত জ্ঞান আরও সুস্পষ্ট হয়। এই রূপে বিস্তীর্ণ সাগর, উচ্চতর হিমগিরি, প্রকৃতির এই সকল মহত্ত্ব অবলোকন করিলে আত্মা অনন্ত সাগরে ভাসমান হয়। আমরা এই জন্যই বলি, ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয় বলিয়া যে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ জনিত যোগে তাঁহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না তাহা নহে। অতএব যাঁহারা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া ধর্ম্মের অস্তিত্ব ও উপাসনার আবশ্যকতা উঠাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের মহা ভ্রম। হারবার্ট স্পেনসার প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয়তা দ্বারা ধর্ম্মের আবশ্যকতা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ঐ ভ্রমটী যেন সকলে বুঝিতে পারেন। ঈশ্বরের সহিত হৃদয়ের যে মধুর সম্বন্ধ, তাহাতেই তাঁহার বিশেষ পরিচয়। সেই সম্বন্ধেই তিনি মনুষ্যের নিকট পরমাত্মীয়।

সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা।

পরম প্রিয় পরমেশ্বর যাঁহাদের একমাত্র আরাম স্থান, তাঁহাদের পক্ষে নিত্য উপাসনা প্রতি দিনের উপজীবিকা স্বরূপ। প্রতি দিনের ভোজ্য অন্নে অরুচি হইলে যেমন জীবন ধারণ অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে, তেমনি উপাসনায় অরুচি হইলে ধর্ম্মজীবনে কিছু মাত্র শান্তি লাভ করা যায় না। কিন্তু নিত্য আহারীয় বস্তুতে অরুচি জন্মিলে আমরা যেরূপ ব্যগ্রতা সহকারে অন্নের সরসতা সম্পাদনে যত্নশীল হই, উপাসনায় তৃপ্তি না হইলে সেরূপ যত্নশীল কেন আমরা হই না? ভাবের উৎস বন্ধ, অনুরাগের দ্বার অবরুদ্ধ, বিশ্বাসের

স্রোত শুষ্ক, এমন অবস্থাতে ঔষধ সেবনের ন্যায় প্রণালীগত উপাসনার অনুসরণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এমন সময় আছে যে, সে ঔষধে আর কোন প্রকারেই রোগ আরোগ্য হয় না। সুতরাং তখন মারীভয় পীড়িত দেশের প্লীহা জ্বর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমাদের জীবন হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের সকল সময়ে সকল অবস্থার মধ্যেই আমরা এই রোগের প্রাধান্য দেখিয়া আসিতেছি। অথবা এই সাংঘাতিক রোগ নাশ ও বৃদ্ধির উপরেই আমাদের জীবন মৃত্যু অবস্থিতি করিতেছে।

ধর্ম্ম পথে চিরদিন থাকিতে হইলে তাহার প্রধান সম্বল এবং উপজীবিকা এই নিত্য উপাসনাকে সরস করিতেই হইবে। তাহা না হইলে অল্প বিশ্বাসী হইয়া ক্রমে অনেকে নাস্তিক হইয়া যাইবেন। বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ, সকল প্রকার লোকের সহিত ব্যবহার, সংসার প্রতিপালন, এ সকলের মধ্যে যদি সত্য দয়া পবিত্রতাকে রক্ষা করিতে হয়, তবে উপাসনার জীবনী শক্তি ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। ধর্ম্মের সঙ্গে যাঁহাদের কার্য্যের যোগ আছে তাঁহাদিগকে এই গুরুতর বিষয়ে না ভাবিলে চলে না। কিন্তু কেবল ভাবিলেও কিছু হইতে পারে না। সেই পুরাতন ঈশ্বরকে সেই পুরাতন পাপী আত্মা পুরাতন প্রার্থনা আরাধনা সঙ্গীতের দ্বারা প্রতিদিন পূজা করিবে, অথচ তাহাতে নিত্য নূতন ভাবের প্রয়োজন। অনেক সহৃদয় ব্রাহ্ম ইহার দোষ আবিষ্কার করিয়াছেন,কিন্তু তাহা অপনয়নের কোন পন্থা উদ্ভাবন করিতে কেহ সচেষ্ট নহেন। কেহ বলেন অধিক উপাসনায় ধৈর্য্য থাকে না, কেহ বলেন আরাধনাতে অনেক বাক্য ব্যয় হয়, কেহ বলেন সঙ্গীত উৎকৃষ্ট হয় না এবং তাহা অনেক হয়; এই রূপে অনেকে অনেক প্রকার অভাবের কথা সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ সকল অভাব পূর্ণ করিতে না পারিয়া শেষ অনেককে উপাসনার নিকট বিদায় লইতে হয়; কিন্তু আমরা ত বিদায় কিছুতেই লইতে পারি না। প্রাণের সঙ্গে যে উপাসনার গূঢ় যোগ অবস্থিতি করিতেছে, কেমন করিয়া আমরা তাহার কেবল অভাব গুলি বলিয়াই বা নিশ্চিন্ত থাকিব? অতএব সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা সম্বন্ধে দুই একটী প্রস্তাব করা এ স্থলে আবশ্যক হইতেছে।

উদ্বোধন হইতে শান্তিবাচন পর্য্যন্ত বাক্যের সারবত্তা এবং ভাবের গাঢ়তা রক্ষা করিতে হইবে। কেহ কেহ উদ্বোধন আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা এবং শান্তিবাচন এই কয়েকটী অংশকে এক একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতার মত করিয়া তোলেন, কিন্তু তাহাতে উপাসক মণ্ডলীর হৃদয়ের ভাব সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। উদ্বোধনে এমন কথা ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে ঈশ্বরের গম্ভীর সত্তার বিদ্যমানতা সকলের মনে জাগ্রত হয়। আরাধনায় ঈশ্বরের স্বরূপ কয়েকটীর সমান রূপ উজ্জ্বলতা যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাই করিতে হইবে। কোন স্বরূপের বর্ণনা অতি দীর্ঘ, কোনটীর অতিশয় সংক্ষেপ, এরূপ না হইলে ভাল হয়। আরাধনার সময়েতেই অনেকের নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে, এই জন্য এই স্থানে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ধ্যানের সময়ও অনেক কথার কোন আবশ্যক করে না। যাহাতে কেবল উপাস্য দেবতার জীবন্ত ব্যক্তিত্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় তাহাই ভাল। প্রার্থনায় যেন বক্তৃতার ভাব না থাকে। সকলের সাধারণ অভাবের সহিত সমভাবী হইয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করত প্রার্থনা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে ভাবের প্রতি আরও অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্বাভাবিক ভাবের স্রোতে উপাচার্য্য আপনাকে ছাড়িয়া দিবেন, অভাবানুযায়ী বাক্য সকল আপনিই বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু উপাসকগণের মনের অবস্থা যদি অত্যন্ত

শোচনীয় হয় তবে এ প্রকার ব্যবস্থাতেও কিছু হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলাও যাইতে পারে না। যত্ন করুন, চেষ্টা করুন, ব্যাকুল হউন, আপনার দুরবস্থা দীনতা এবং জীবনের উচ্চ আদর্শ স্মরণ করুন এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু অধিক বলিবার আছে; কিন্তু এ প্রস্তাবে তাহার উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতা সম্পাদনের উপর বিস্তারিত রূপে আমরা কিছু বলিব না। এই মাত্র বলিব যে কখন অনেক সঙ্গীত হইল কখন কিছুই হইল না, এই অসম ভাব নিবারণের জন্য উপাসনা প্রণালীর সঙ্গে অন্ততঃ পাঁচটী সঙ্গীত যাহা মনের সাধারণ অবস্থার উপযোগী হয় তাহা যোগ করিয়া দিতে হইবে। অভাব পক্ষে যে কয়েকটী সঙ্গীত হইবেই। আর আমরা এই বলিব যে ইহার অভ্যন্তরে উন্নতি সাধনের অনেক স্থান আছে। আপাততঃ এইটী আমাদের প্রার্থনা যে এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণ একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ভাবের উত্তেজনায় পতিত হইয়া যেন সঙ্গীতকে আকাশে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া না হয়। এ স্থলে আবার যেন এমন কেহ মনে না করেন উত্তেজিত ভাবকে আমরা অনাদর করিতেছি। কেবল উহাকে সংযত করিতে আমরা বলিতেছি। কেন না সঙ্গীতে যেমন ভাবের প্রয়োজন, তেমনি শব্দ উচ্চারণের একতা সুরের পরিমাণ ও মিল রক্ষা একটু তাল জ্ঞান থাকা এ সমস্তই প্রয়োজন। প্রশান্ত উৎসাহ সহকারে সমস্বরে সঙ্গীত সকল উত্থিত হইয়া যোগের সহিত লীন হইয়া যাইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবন ঈশ্বরেতে প্রবেশ করিবে তবে ইহার সফলতা হইবে। গায়কগণের ভাবের প্রবাহ সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রণালীর অধীন হইয়া এক তানে সমুত্থিত হইবে। অভ্যাস বলে এই অধীনতাকে সহজ ভাবের অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে। এরূপ করিলে অনুরাগের প্রগাঢ়তা জন্মিবে এবং অনুরাগের প্রগাঢ়তা জন্মিলেই তদ্দ্বারা জীবন পুষ্টি লাভ করিবে। সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আমরা এই জন্য রাখিতে অনুরোধ করি যে ইহার অভাবে উপাসনা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত নীরস হইয়া উঠে। এই জন্য কিছু বাদ্য যন্ত্র এবং সঙ্গীত অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হয়। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া ইহার উন্নতি সাধনে সকলে যত্নবান্ হউন।

কিন্তু উপাসনাকে সকল প্রকার বাহ্য অনুকূলতা হইতে এরূপ স্বাধীন করিতে হইবে যে কেবল সেই অমৃতময় পুরুষের সৌন্দর্য্যেতেই মন মোহিত হইয়া যাইবে। সেই প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণের সহিত যদি আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের স্রোতঃ একবার সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের বিশ্বাস ভক্তির স্রোতঃ আর কখন বন্ধ হইতে পারে না। কিন্তু ইহার উপর যদি আবার ঐ সকল বাহিরের অনুকূলতা পাওয়া যায়, তাহাতে আনন্দ উৎসাহ আরও অধিক হয়। অতএব সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগ সমাধান আবশ্যক; তাহা না হইলে কিছুতেই শান্তি অনুভব হইবে না। বিপদ্ কালে কোথায় আমাদের বাহিরের সাহায্য সকল থাকিবে? কেবল দয়াময় ঈশ্বরেতেই অভয় লাভ করিয়া তাঁহাতেই আমোদিত হইতে হইবে। উপাসনার সরসতা সম্পাদন সম্বন্ধে আমাদের পাঠকগণ যদি কোন প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে আমাদের উৎসাহ আশা অনেক বৃদ্ধি হয়। দুঃখের বিষয় এই যে এত বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ সকল ধর্ম্মতত্ত্বে বাহির হইতেছে কোন ব্রাহ্ম তাহার উপর কিছু বলিতে চাহেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের উত্তর পাইলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা জীবিত আছেন। আধ্যাত্মিক জগৎ কি এতই জীবন শূন্য হইয়াছে যে সেখানে কোন ব্যক্তির সরল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইলে কোন দিকে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবে না। অথবা তাহা হয় কিন্তু আমরা শুনিতে পাই না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ॥

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১১ ই চৈত্র. ১৭৯৪।

স্বর্গরাজ্য।

আমাদের প্রতি জনের গতি উন্নতির দিকে, সমস্ত মনুষ্য জাতির গতি উন্নতির দিকে; কোন্ দিকে, আমরা যাইতেছি, এবং আমাদের সম্মুখে কি? বিশ্বাস নয়ন খুলিলে প্রতি জন দেখিতে পাইবেন, বহু দূরে সুন্দর স্বর্গরাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। সেখানে সমুদয় মনুষ্য জাতি সুখ শান্তি এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত। ভক্তকে উৎসাহী এবং সুখী করিবার জন্য দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট এই রাজ্য প্রকাশিত করেন। ভক্ত যতই আশা নয়নে ইহার সৌন্দর্য্য দেখেন ততই তাঁহাকে ইহার শোভা মোহিত করে। কোথায় এই রাজ্য? পশ্চাতে নয়; কিন্তু সমক্ষে। বর্ত্তমান কালে নয়; কিন্তু ভবিষ্যতে। বর্ত্তমান কালে শান্তি নাই, বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে এমন সুখী কেহই নাই যাঁহার সমুদয় আশা চরিতার্থ হইয়াছে। ভবিষ্যতে সুখী হইব ইহাই সকলের আশা, এই আশাতেই সকলের আনন্দ। যে স্বর্গ রাজ্যের কথা বলিতেছি, ইহা লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে দুইটী আশা দিয়াছেন। একটী নিজের সম্পর্কে, অন্যটী জগতের জন্য। প্রত্যেক সাধক এই দুটী বলের সাহায্যে সম্মুখে এমন একটী ঘর দেখিতে পান যাহা সকলের মন আকর্ষণ করে। মনুষ্যের আশা কি? ভবিষ্যতে এই ঘরে গিয়া সুখী হইব। ইহা কেবল আশা নহে; কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর এই শান্তি নিকেতনের যথাই পূর্ব্বাভাস এখনেই দিতেছেন। এবং আমাদের প্রত্যেকের এই আশা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি আপনি আপনার প্রেম গুণে দায়ী রহিয়াছেন। যদিও এই ঘর এখন আমাদের পক্ষে অনেক দূরে; কিন্তু দূর হইতেই ঈশ্বর আমাদিগকে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন। জ্যোৎস্না আসিয়া যেমন আমাদের চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ ভবিষ্যতের সেই স্বর্গরাজ্য যদিও অনেক দূর, ঈশ্বরের কৃপায় এখনই আমরা ইহার আভাস পাইতেছি। এই পৃথিবীর মধ্যে রাখিয়াই তিনি আমাদিগকে স্বর্গের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। সেই স্বর্গ কি কেবল আমার নিজের জন্য? তাহা নহে। কেননা ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন প্রকৃতি দেন নাই যে সে কেবল এক দিকে আপনারই উন্নতি করিবে। তিনি আমাদের অন্তরে দুটী আশা অথবা দুটী বল প্রদান করিয়াছেন, সেই দুই শক্তি আমাদিগকে দুদিকে ধাবিত করিতেছে। একটী সময়ের পথে, অন্যটী অনন্তকালের পথে। অথবা একটী নিজের দিকে, অন্যটী জগতের দিকে। এক দিকের স্বর্গরাজ্য অর্থাৎ পরলোকের স্বর্গ সম্পূর্ণ রূপে নিরাকার এবং অদৃশ্য, আর এক দিকের, অর্থাৎ এই পৃথিবীর স্বর্গ যদিও আপাততঃ সাকার; কিন্তু গূঢ় রূপে দেখিলে ইহাও নিরাকার। এই দুদিক্ হইতেই শৃঙ্খলা আসিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ভবিষ্যতে ঈশ্বর আছেন, মৃত্যুর পরেও পরলোকে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকিলেই মৃত্যুর সময় আনন্দ মনে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া যাইতে পারি। একাকী পরলোকে চলিয়া যাইব, সেখানে কেবল তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন, এবং তাঁহারই আশ্রয়ে অনন্তকাল সুখী হইব। যদিও এক দিকে ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে এই স্বার্থপর স্বর্গ সাধন করিবার জন্য সৃজন করেন নাই। আমাদের প্রকৃতিতে তিনি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ সকল দান করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে আমরা সমুদয় ভাই ভগিনী মিলিয়া তাঁহার চরণ তলে বাস করি, ভাই ভগিনীদিগকে ছাড়িয়া একাকী তাঁহার নিকট যাই, ইহা কখনই প্রেমসিন্ধু পিতার ইচ্ছা হইতে পারে না। অতএব তিনি যেমন আমাকে টানিতেছেন, তেমনি আবার আর একটী শৃঙ্খলা দ্বারা সকলকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদের প্রতি জনকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমাদের উপরে তিনি এই দুই বল প্রয়োগ করিতেছেন, এবং আমাদের অন্তরে তিনি এই দুই আশা প্রেরণ করিতেছেন। এক, আমি নিজে পরিত্রাণ পাইব, দ্বিতীয়, সকলের সঙ্গে আমি সেই পরিত্রাণ লাভ করিব। প্রাণের ভাই ভগিনীদের ছাড়িয়া একাকী স্বর্গে যাইব,—এই বেদী হইতে বারম্বার বলা হইয়াছে, সেই কল্পিত স্বার্থপরতার স্বর্গ ব্রাহ্মদিগের গম্যস্থান নহে। স্বর্গ কেবল আমার নিজের সুখের স্থান, ব্রাহ্মেরা কখনই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। মাতা, পিতা, স্ত্রী পুত্র, এবং আর আর সমুদয় ভাই ভগিনীদিগকে ফেলিয়া, ত্বরায় পরলোকে গিয়া কেবল আমি স্বর্গ ভোগ করিব, যে এরূপ মনে করে, কল্পনা তাহার সাধনের আরম্ভ, এবং কল্পনা তাহার সাধনের শেষ, কেননা সে যে স্বর্গ অন্বেষণ করিতেছে, সে স্বর্গ বাস্তবিক কোথায়ও নাই। কল্পনাতে তাহা নির্ম্মিত এবং কল্পনাতেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জগতের ভাই ভগিনীদের সেবা করিতে গেলে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ যন্ত্রণা, এবং নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় এই ভয়ে যাঁহারা জগতকে ছাড়িয়া কেবল একাকী স্বর্গ অন্বেষণ করেন তাঁহাদের সেই স্বার্থপর চেষ্টা কখনই সফল হয় না। কারণ তাহা ধর্ম্ম সাধন নহে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে কেবল সুখ অন্বেষণ করা। শত শত দুঃখী ভাই এবং শত শত দুঃখিনী ভগিনী যাঁহাদের সঙ্গে এত কাল বাস করিলাম

এবং যাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মযোগে বদ্ধ হইবার জন্য কত যত্ন করিলাম, একটু দুঃখ হইলেই অনায়াসে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া একাকী ধর্ম্মসাধন করিব, যাঁহারা এরূপ মনেও ভাবিতে পারেন তাঁহারা ঘোর স্বার্থপর এবং কোন মতেই তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যের উপযুক্ত নহেন। যদি একাকী ধর্ম্মসাধন করিতে হইত তবে ঈশ্বর কি জন্য আমাদিগকে শত সহস্র ভাই ভগ্নীদিগের মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন? ইঁহাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? যত দিন ইঁহাদের সঙ্গে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন পরস্পরের জন্য কি কিছুই করিতে হইবে না? প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন। যিনি এই পৃথিবীতে পয়সা দেন, এখানে যিনি রক্ত দিয়া শস্য বপন করেন, এবং প্রাণ দিয়া জগতের সেবা করেন ঈশ্বর তাহা স্মরণ করিয়া রাখেন এবং পরলোকে তিনি সহস্র গুণে তাহাকে পুরস্কার বিধান করেন। এখানে যে পরিমাণে জগতের ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে আন্তরিক যোগ, জগতের অতীত সেই পরলোকেও সেই পরিমাণে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যথার্থ যোগ এবং সেই পরিমাণে ঈশ্বর-স্থাপিত সেই যোগ-জনিত সুখ শান্তি। ভাই ভগ্নীদের সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের এক একটী বিশেষ কার্য্য আছে। জগতের সমুদয় ভাই ভগ্নীদের লইয়া দয়াময় পিতা একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন এই জন্যই তিনি প্রত্যেকের মধ্যে এই গৃহের কিছু না কিছু উপকরণ রাখিয়া দিয়াছেন। কাহারও মধ্যে জ্ঞান, কাহারও মধ্যে বিশ্বাস, কাহারও মধ্যে প্রেম, কাহারও মধ্যে ভক্তি, কাহারও মধ্যে উৎসাহ, কাহারও মধ্যে পবিত্রতা, কাহারও মধ্যে বিনয়, কাহারও মধ্যে কৃতজ্ঞতা এইরূপে অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের অন্তরে তিনি এ সকল স্বর্গীয় ভাব প্রেরণ করিতেছেন। এ সমুদয় উপকরণ একত্র করিয়া ঈশ্বর একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। কবে এই গৃহ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইবে আমরা জানি না, অঙ্কশাস্ত্র সেই সময় গণনা করিতে পারে না, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বৎসর চলিয়া যাইবে, তথাপি হয়ত দেখিব ইহা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হয় নাই; কিন্তু এক দিন ইহা পূর্ণভাবে সংগঠিত হইবেই হইবে। এই গৃহ নির্ম্মাণ কি আরম্ভ হয় নাই? বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে, এই গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষে মনুষ্য প্রকৃতি ক্রমশঃ কেমন অনুকূল হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টি অবধি যুগে যুগে সকল দেশের লোকেরা কেমন আশ্চর্য্যরূপে ইহার আয়োজন করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় দেখিলে মন পুলকিত হইবে, এবং সহজেই আশা ও উৎসাহে আত্মা পরিপূর্ণ হইবে। যতই ঈশ্বর প্রেরিত প্রেমরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া মনুষ্যজাতির প্রতি দৃষ্টি করিবে, ততই স্পষ্টরূপে দেখিবে যে সকলেরই হস্তে এক এক খানি প্রস্তর রহিয়াছে। সকলেই আপনার ক্ষমতানুসারে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। প্রত্যেকের দ্বারা কোন না কোন বিশেষ কার্য্য সাধিত হইতেছে, কাহার হাতে ঈশ্বর কি ভার দিয়াছেন, তাহা তুমিও দেখিতে পাও না, আমিও দেখিতে পাই না; কিন্তু এমন মনুষ্য পৃথিবীতে নাই যাহাকে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ঈশ্বর একটী না একটী বিশেষ ভার অর্পণ করেন নাই। প্রত্যেকের অন্তরে তিনি স্বর্গরাজ্যের আদর্শ রাখিয়া দিয়াছেন, কেননা তিনি জানেন ইহা ভিন্ন মনুষ্য সন্তান কখনই স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে পারে না। সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া যান; তাঁহাদের দ্বারা কতদূর কার্য্য হইল হয়ত তাঁহারা নিজেই বুঝিতে পারেন না, যখন তাঁহারা পৃথিবী হইতে চলিয়া যান, তখন বিশ্বাসী জগৎ দেখিতে পায় অমুক ব্যক্তি এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এই করিয়াছে। যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের এই কার্য্য সাধন করেন তিনি সে পরিমাণে ধন্য। অতএব দাম্ভিক হইয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না এই স্বর্গ রাজ্য নির্ম্মাণ করিবার জন্য একটী গরিব বিধবা যদি একটী পয়সা দিতে চায়, তাহাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবে। অতি সামান্য লোককেও তোমরা বিদায় করিয়া দিতে পার না। কাহাকেও তোমরা অহঙ্কার করিয়া ঘৃণা করিতে পার না। সকলেই ঈশ্বরের দাস দাসী। তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য, কেহ পথ পরিস্কার করিতেছে, কেহ ধূলি আনিতেছে, কেহ গাছ আনিতেছে, কেহ প্রস্তর আনিতেছে, এই রূপে প্রত্যেকেই অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে কোন না কোন কর্ম্ম করিতেছে। ঈশ্বর কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সকলকেই তিনি তাঁহার কর্ম্মকার বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন, জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে সকলে তাঁহারই কার্য্য করিতেছে; কেহ জানিয়া শুনিয়া করিতেছেন, কেহ অন্ধ হইয়া করিতেছেন। জন্তু যেমন কাহার দ্রব্য কোথায় হইতে আসিল জানে না, সেই রূপ আমাদের মধ্যেও অনেকে জানেন না, কাহার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সমুদয় দাস দাসীরাই তাঁহার গৃহে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু ধন্য তাঁহারা যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পিতার স্বর্গ রাজ্য নির্ম্মাণ করেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই চান, তিনি জানিয়া শুনিয়াই আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন; কোন পুত্র কন্যাকেই তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, আমরা কি তাঁহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হইলাম, যে

সামান্য দোষে আমরা পরস্পরকে বিদায় করিয়া দিব? যে একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীকেও হৃদয় হইতে কাটিয়া ফেলিতে পারে, সে বিশ্বাসঘাতক, এবং ঈশ্বরের নিকট ঘোর অপরাধী। নির্ব্বোধ মনুষ্য! তুমি কি জান না, যে একাকী তুমি কিছুই করিতে পার না; ঐ যে বালক ধূলি আনিয়া দিতেছে, তাহাকে ছাড়িলেও তোমার গৃহ নির্ম্মাণ হয় না, নিতান্ত সামান্য কারীকর যে তাহাকেও তুমি বিদায় করিয়া দিতে পার না। এ রাজ্যের গৃহ তেমন নহে যে কাহারও সাহায্য ভিন্ন অথবা কাহাকেও পরিত্যাগ করিলে ইহা নির্ম্মিত হইতে পারে। তবে কেন আর অহঙ্কারী হইয়া আমার কার্য্য কেমন সুন্দর, অন্যের কার্য্য অপেক্ষা আমার কার্য্য কেমন মূল্যবান্‌, এ সমুদয় নীচ ভাবে আপনার মনকে কলুষিত কর? সকলেই এক প্রভুর কায করিতেছ এবং সকলে তাঁহারই উপকরণ দিয়া তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছ, তথাপি কেন তোমাদের অহঙ্কার এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা দূর হয় না? অতএব সাবধান ঈশ্বরের চিহ্নিত কোন কারীকরকে তোমরা নীচ বলিয়া ঘৃণা করিও না। শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমরাও সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশ দেখিবে যে এই বৃহৎ গৃহের কেবল এক হস্ত মাত্র প্রাচীর উঠিয়াছে। সম্পূর্ণ রূপে ইহা প্রস্তুত হইতে কত কাল লাগিবে কে জানে। কিন্তু প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর যদি যথার্থই ন্যায়বান্‌ এবং অনন্ত জ্ঞানপূর্ণ হন, পৃথিবীতে এক দিন নিশ্চয়ই এই ঘর হইবেই হইবে। ইহাতে যাঁহার বিশ্বাস নাই, এই ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে যিনি অন্ধকার দেখেন, তিনি কখনই চিরস্থায়ী ব্রাহ্ম নহেন। তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান যতই কেন চাকচক্যময় হউক না, ভবিষ্যৎ অন্ধকারপূর্ণ। যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিল তাহার পক্ষে বর্ত্তমান কালের সৌন্দর্য্য কি হইবে? অতএব ভ্রাতৃগণ! যদি তোমরা চিরদিন ঈশ্বরের হইয়া থাকিতে চাও, তবে প্রাণের সহিত এইটী বিশ্বাস কর যে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। আজ আমরা পাঁচ শত ভাই ভগিনী মিলিত হইয়া ব্রহ্মকে ডাকিতেছি, ভবিষ্যতে কোটি কোটি লোক আমাদের অপেক্ষা সহস্র গুণ বিশ্বাস লইয়া এই ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। সে দিন মনে কর, সেই প্রেম রাজ্যের সৌন্দর্য্য একবার ভাবিয়া দেখ, অন্তরে আশা এবং উৎসাহ অগ্নির মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। কোথায় প্রাচীন কালের, কোথায় এখনকার; কোথায় ভারতবর্ষ কোথায় ইংলণ্ড, সমুদয় কালের এবং সকল দেশের মনুষ্য জাতি একপ্রাণ হইয়া আমাদের প্রেমসিন্ধু পিতার চরণতলে উপস্থিত হইবে, ইহা ভাবিলে কাহার মনে না জীবন সঞ্চারিত হয়? ইহা কি কল্পনা? আমরা যদি নিশ্চয় রূপে বলিতে না পারি যে এই পৃথিবীই স্বর্গরাজ্য হইবে, এই দুঃখ পাপে জর্জ্জরিত নর নারী সকলই দেব ভাব ধারণ করিবে, তবে এখনও আমাদের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সারতত্ত্ব প্রবেশ করে নাই। নিরাকার স্বর্গত পরলোকে আছেই; এই পৃথিবীতে যদি সাকার মনুষ্যদিগের মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইল, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন কি? সেই নিরাকার স্বর্গে যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে এখানেও তেমনই তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে, ইহাই ব্রাহ্মদিগের আশা ভরসা। পৃথিবীতে অনেক ভ্রম এবং অনেক পাপ আছে, ইহা যথার্থ; কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখ, সেই সময় আসিতেছে যখন পৃথিবী হইতে পৌত্তলিকতা কুসংস্কার, এবং ব্যভিচার পলায়ন করিবে। তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা, হিংসা দ্বেষ একেবারে চলিয়া যাইবে। কোন পুরুষের কোন স্ত্রীর প্রতি একটীও অপবিত্র ভাব থাকিবে না। সকল অপবিত্রতা চিরকালের জন্য বিদায় লইবে। যিনি যেখানে থাকুন না কেন সকলের হৃদয় এক ঈশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইবে। সমুদয় পৃথিবী একটী আশ্রম হইবে। যদি এইরূপ শত সহস্র ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়া অবশেষে সমুদয় পৃথিবী একটী ব্রহ্মমন্দির না হয়, তবে ধর্ম্মের জন্য আমাদের এই ১০।১২ টী লোকের জীবন দান করিবার প্রয়োজন কি? আমরা যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি, সমস্ত জগৎ যদি এক দিন তাঁহাকে না দেখে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা, এবং আমাদের জীবন অর্থ শূন্য। অতএব কেহই নিরাশ হইও না, ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার জন্য একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই গৃহে বসিয়া চিরদিন আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিব এবং তাঁহার অগণ্য সন্তানদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইব। এস, সমস্ত কারীকর, সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে ডাকিতেছেন। তাঁহার এই সাধারণ এবং বিশেষ নিমন্ত্রণ শুনিয়া, ভাই ভগ্নী তোমরা সকলে ঈশ্বরের প্রেম পরিবার সংগঠন কর। এই পরিবার নিশ্চয়ই হইবে। কেহই এই বিষয়ে নিরাশ হইও না। মনুষ্য তিনি যিনি ভবিষ্যতে বাস করেন, এবং তাঁহার আনন্দ এবং উৎসাহের সীমা কি, আশা যাঁহার জীবন। জগতকে ঈশ্বর প্রেমে বাঁধিতেছেন, তোমরা কেহই প্রতিবন্ধক হইও না, স্বার্থপর হইয়া বলিও না আমি একাকী পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিব। এক স্বর্গরাজ্য পরলোকে, আর এক স্বর্গরাজ্য এই পৃথিবীতে। এই পৃথিবীতেই তোমা-

দের প্রত্যেককে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নাম লইয়া তাঁহার গৃহে এক খানি ইট দাও, একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কর। ভবিষ্যদ্বংশ দেখিবে তাহা হইতে কোটি কোটি ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া অবশেষে সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে। একটী বৃক্ষ যদি রোপণ করিতে পার কোটি কোটি বৎসর পর হয়ত অসংখ্য লোক তাহার ছায়াতলে বসিয়া শীতল হইবে। সামান্য লোক তোমরা নও; ঈশ্বরের নামে তোমরা এখন যাহা করিবে কোটি কোটি বৎসর পরে মনুষ্য জাতি তাহার ফল ভোগ করিবে; তোমাদের কএক জনের চেষ্টায়, তোমাদের রক্তে এত বড় কার্য্য, ঈশ্বরের এত বড় ঘর প্রস্তুত হইবে, ইহা দেখিয়া কি তোমাদের মনে আশা এবং উৎসাহ সঞ্চারিত হয় না? তোমাদের জীবনের দ্বারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। কে এই কথা বলিতে পারেন? ভক্ত! কেহই বাঁচিবে না যে এই ভবিষ্যদ্বাক্যে বিশ্বাস না করে। পরলোকের স্বর্গ দূরের কথা। এখানেই স্বর্গ হইবে, এখানেই ভাই ভগিনী সকল পবিত্র হৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে দেখিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় এই দুই আশা, এই দুই বল তোমাদিগকে উন্নতির দিকে এবং যথার্থ স্বর্গের দিকে ধাবিত করুক!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

শুক্রবার, ৩০শে চৈত্র, ১৭৯৪ শক।

নিশীথ সময়।

তিন শত পঁয়ষট্টীদিন গত হইল, আমরা বার্ষিক জীবন তরী এক ঘাট হইতে খুলিয়া ক্রমাগত এখানে চলিয়া আসিলাম, সমস্ত বৎসর নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এখানে আসিলাম, এই এক বৎসর অকুল সাগরে ভাসিতেছিলাম। এক এক সময় চন্দ্র জ্যোৎস্না বিকসিত করিয়া গভীর সমুদ্র কেমন সুন্দর এবং সুস্থির হইতে পারে তাহা নয়নকে বুঝাইতেছিল, কখনও আকাশ ঘন মেঘাবৃত হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে ভয়ানক বাত্যা উঠিল। সাগর বক্ষ তরঙ্গায়িত হইল; পূর্ব্বের সুন্দর দৃশ্য সকল বিলুপ্ত হইয়া গেল, জীবনতরী টলমল করিতে লাগিল। এক একবার ভয়ানক বেগে তরঙ্গমালা উঠিয়া নৌকা বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তখন কোথায় মাতা, কোথায় পিতা, কোথায় বন্ধু বান্ধব, ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলাম, এক একবার মনে হইল বুঝি এই যে সমক্ষে ভীষণ তরঙ্গ, ইহাতেই জীবনতরী চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে; ব্যাকুল হইয়া ভবের নাবিক দীনবন্ধুকে বলিলাম, দয়াময় রক্ষা কর, দয়াময় রক্ষা কর বলিতে না বলিতে দেখি বাত্যা স্থগিত হইল। বাত্যাও নাই আর সেই উচ্চ তরঙ্গও নাই। এইরূপে কখনও ধার্ম্মিক হইয়া নিজেও হাসিতেছিলাম, অন্যকেও হাসাইতেছিলাম, কখনও ঘোর অধার্ম্মিক হইয়া আপনারাও কাঁদিয়াছি এবং কত ভাই ভগ্নীদিগকেও কাঁদাইয়াছি। কখনও দেখিলাম ৪০০।৫০০ ভাই ভগ্নীর নৌকা একত্র হইয়া এক ঘাটে আসিল, এবং জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয় সকলের মুখ হইতে এই গম্ভীর উচ্চধ্বনি উঠিল, সকলে নামের সারি গান করিতে করিতে শান্তি ধামের উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম অনেক গুলি নৌকা যাহা আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়াছিল তাহার নিদর্শনও নাই। এক বৎসর অকুলসাগরে ভাসিতে ভাসিতে কত মহাজনের ধর্ম্মধন গেল কে তাহার সংখ্যা করে? অনেক ধন হারাইয়া যাহার যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা লইয়া সকলে এই ঘাটে আসিল। এখানে আসিয়া কি দেখিলাম, সমক্ষে ভয়ানক শ্মশান। এই শ্মশানের মধ্যে আমাদের জীবন তরীতে যাহা কিছু দুর্গন্ধময় এবং বিপদের কারণ আছে সে সমুদয় দগ্ধ করিতে হইবে। নতুবা এস্থান হইতে নৌকা খুলিয়া দিবার আদেশ নাই। ভাই ভগ্নীগণ! অতএব বলিতেছি, এই বৎসরান্তে কাহার মনে কি ভার আছে, কাহার হৃদয়ে কি দুর্গন্ধ আছে এবং কাহার মধ্যে কি পাপ আছে, সমুদয় খুলিয়া এই শ্মশানে দগ্ধ কর। দুঃখ পাপ ভার দগ্ধ হইলে জীবনতরী তোমাদের লঘু হইবে এবং অনায়াসে চলিতে পারিবে। এখানে যাহা দগ্ধ হইবে তাহা প্রাণ নহে; কিন্তু তাহা মৃত্যু, স্বর্গীয় বস্তু নহে কিন্তু পৃথিবীর আসক্তি। আজ যাঁহারা এই অগ্নিকুণ্ডে, পাপ, অধর্ম্ম, এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা দগ্ধ করিবেন তাঁহাদের হৃদয় উল্লাসে পরিপূর্ণ হইবে। আজ পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিবার সঙ্গে সঙ্গে যিনি পুরাতন পশুজীবন পরিত্যাগ করিবেন, এবং নব বর্ষ আলিঙ্গন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন মন লাভ করিবেন এবং নব জীবন রূপ নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন তিনিই ধন্য। বন্ধুগণ! আজ তোমরা পুরাতন মলিন বস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দ মনে ঈশ্বর হইতে নূতন উজ্জ্বল হৃদয় গ্রহণ কর। পরিবর্ত্তিত পবিত্র মন লইয়া এই ঘাট হইতে জীবনতরী খুলিয়া দাও। সম্পূর্ণ রূপে মনকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া লও, কারণ তাঁহার দিকে মন উন্নত না হইলে কখনই যথার্থ রূপে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কেবল একটী কি দুটী দুর্দ্দান্ত রিপুকে দমন করিলে হইবে না; কিন্তু সমুদয় রিপুর মূল উৎপাটন করিতে হইবে। একটী পাপ দমন করিলে, আর একটী বলবান্ হইল, আবার সেইটী পরাজয় করিতে গিয়া আর একটী প্রবল শত্রুর হাতে পড়িলে, এই রূপে কেহই

যথার্থ রূপে হৃদয় শাসন করিতে সমর্থ হয় না। যদি পবিত্র হৃদয় চাও, তবে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তুমি যাহা সহস্র বৎসরে পারিবে না, তাঁহার কৃপাতে নিমেষের মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইবে। যে আত্মাতে তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা সেখানে কি আর পৃথিবীর জঘন্য পুরাতন মনুষ্য কামী, ক্রোধী, লোভী, অহঙ্কারী, এবং দ্বেষী থাকিতে পারে? ঈশ্বরের পবিত্র অগ্নিতে তাহার সমুদয় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব যে কেহ আজ পাপ লইয়া আসিয়াছ, তাহা এই অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দাও। রসনা যদি অপবিত্র হইয়া কাহাকেও শক্ত কথা শুনাইয়া থাকে, চক্ষু যদি কাহারও সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা করিয়া থাকে, কর্ণ যদি পর নিন্দা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকে, তবে সেই রসনা, সেই কর্ণ ছেদন এবং সেই অপবিত্র চক্ষু উৎপাটন করিয়া এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। পরে ব্রহ্মবাজারে যাইয়া কোমল রসনা, পবিত্র চক্ষু এবং পবিত্র কর্ণ ক্রয় কর। এই রূপে যদি কাহারও কোন অঙ্গে কোন দোষ থাকে, তাহা লইয়া সাবধান কেহই ফিরিয়া যাইও না। সমুদয় পাপ সমুদয় দুর্গন্ধ এখানে ভস্ম করিয়া যাও। নূতন অঙ্গ দিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে এখানে আনিলেন, তোমরা তাঁহার সেই লক্ষ্য সাধন না করিয়া চলিয়া যাইতে পার না। যদি পৃথিবীর ধূলিতে তোমাদের নয়ন মলিন এবং পুরাতন হইয়া থাকে এই শ্মশানের অগ্নি দ্বারা তাহার সৎকার কর যতক্ষণ না চক্ষু নূতন এবং পবিত্র হয় ততক্ষণ ক্রমাগত ইহার সৎকার কর। এইরূপে তোমাদের যে কোন অঙ্গ পৃথিবীর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে সে সমুদায় এই অগ্নি দ্বারা সংশোধন কর। সৎকার করিতে করিতে যখন চক্ষু, কর্ণ, সমস্ত দেহ এবং সমস্ত মন সৎ হইবে তখন জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া এই ঘাট হইতে জীবনতরী খুলিয়া দিলে আর বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। আজ ব্রহ্মমন্দিরে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিতেছে, যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন কুচিন্তা, কোন কুকথা, কিম্বা কুকার্য্য, করিয়া থাক সে সমুদয় এই কুণ্ডে ফেলিয়া দাও। নিমেষের মধ্যে সমুদয় জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। হৃদয়ের মধ্যে যাহা কিছু পৃথিবীর নীচ এবং অপবিত্র ভাব আছে তাহা দগ্ধ হইবে, যাহা ঈশ্বরের, স্বর্গীয় এবং চিরস্থায়ী তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এবং অবশেষে সাধু নব জীবন পাইয়া ধন্য হইবে। তখন দেখিবে পুরাতন অঙ্গ সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের কৃপাবলে নবীন অঙ্গ সকল দেখা দিতেছে। তখন সহজেই ভাই ভগ্নীদিগকে নূতন চক্ষে দেখিবে, নূতন কর্ণে তাঁহাদের বিষয় শুনিবে এবং নূতন ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবে। পরস্পরের মুখে নূতন ভ্রাতৃভাব নূতন ভগ্নীভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। অনেকে বলিতে পার দশ বৎসরে যাহা হয় নাই, একদিনে তাহা হইবে ইহা নির্ব্বোধের কথা; কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা আমাদের দ্বারা দশ বৎসরে হয় না তাহা দশ মিনিটে হয়। অধিককালের সাধন মনুষ্যের হস্তে, অল্প কালের সাধন ঈশ্বরের কৃপাহস্তে। এক ব্যক্তি শত বৎসর কঠোরসাধন করিয়া কাম ক্রোধ লোভ হিংসা ইত্যাদি পরাজয় করিতে পারিল না, কেননা সে আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু আর এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের শরণাগত হইল, এবং হৃদয় মন সকলই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিল, এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মন ফিরিয়া গেল, অন্তরের গূঢ়তম পাপ সকল আপনা আপনি পলায়ন করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহার নিকট যাহা চাই তিনি তখনই তাহা দিতে পারেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি আমাদিগকে সুখী করিতে পারেন। অতএব এই শ্মশানে আজ পুরাতন জীবন বিনাশ না করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইও না। বিশ্বাস এবং আশাপূর্ণ হৃদয় লইয়া অগ্নিময় উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও, তাঁহার কৃপায় পুরাতন রোগ দূর হইবে, নূতন চক্ষু লাভ করিবে, তখন পরস্পরের চক্ষে চক্ষে সম্মিলন হইলেই ভাই ভগ্নী বলিয়া চিনিতে পারিবে, মুখের দিকে তাকাইলেই স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় ভগ্নীভাব দেখিতে পাইবে। আজ পুরাতন পাপ, পুরাতন অশান্তি, পুরাতন বিবাদ কলহ দূর না করিয়া কেহই ঘরে ফিরিয়া যাইও না। যতক্ষণ তোমরা শত্রুকে মিত্র করিতে না পারিবে ততক্ষণ তোমরা অব্রাহ্ম, এবং অব্রাহ্মিকা। যদি ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর কর নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়ের অভাব মোচন হইবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া বল ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে নিশ্চয়ই পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হইব, স্বর্গীয় ভাবে তাঁহাদিগকে বরণ করিব। তোমরা একেবারে নিষ্পাপ হইয়া নিষ্পাপ পরিবার হইবে তাহা বলিতেছি না; কিন্তু পুরাতন বৎসরে যে সকল পাপ করিয়াছ তাহা আর করিতে পারিবে না। নতুবা পুরাতন বৎসর গেল; কিন্তু তোমাদের পুরাতন দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিল না। কত লোক আজ এই শ্মশানে অসাধুতাকে দগ্ধ করিয়া পবিত্র পথে চলিয়া যাইতেছেন, আমরা কি তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহী হইব না? আবার সকলের নিকট নূতন বৎসর আসিবে কি না কেহই নিশ্চয় বলিতে পারি না, কোন্ দিন দেখিতে দেখিতে জীবন চলিয়া যায় তাহার কিছুই ঠিক নাই। অতএব পরলোকের যাত্রীগণ! এই কথা শুনিয়া কম্পিত হও, যাতে এই বৎসর জীবনের লক্ষ্য সাধন করিয়া লইতে পার সেই জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হও। নিরাশ হওয়া মহাপাপ, ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইলে, শত্রুকে মিত্র করা যায়, মহাপাপীদিগের দ্বারা তাঁহার সুন্দর প্রেম পরিবার হইবেই। এই পুরাতন বৎসর আমাদিগকে ভাল মন্দ উভয় পথেই লইয়া গিয়াছিল, সৎগুরু হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিয়াছিল, আবার অসৎগুরু হইয়া আমাদিগকে পাপপথে লইয়া গিয়া বিষম দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া অনেক শিক্ষা দিয়াছে। আমাদের পাপের তুলনায় হিমালয় কিছুই নহে, দয়াময় নামের কত কলঙ্ক করিলাম ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়, এমন কৃতঘ্নদিগকে দয়াময় কেন এত রত্ন দিলেন? পুরাতন বৎসরে যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আর সেজন্য কাঁদিয়া কি করিবে? নববর্ষের সুপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পুরাতন পাপ পরিত্যাগ করিয়া নূতন এবং পবিত্র ভাবে দয়াময়ের সেবা করিতে পার তাহার জন্য প্রস্তুত হও। আবার ৩৬৫ দিন চলিতে হইবে। ঐ যে আনন্দ বাজার দেখিতেছ, যেখানে ভক্তেরা পূজার সামগ্রী সকল কিনিতেছেন, সেখানে গিয়া প্রেমফুল, ভক্তিফুল, এবং পুণ্যপুষ্প ক্রয় কর। সমস্ত বৎসর ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া ঐ দেখ ভক্তেরা দোকান হইতে আত্মার অন্ন জল কিনিয়া লইতেছেন। পিতার ঘরে যাইবার জন্য কত আয়োজন করিতেছেন। চল আমরাও

তাঁহাদের ন্যায় উৎসাহের সহিত ঐ দোকানে গিয়া পথের সম্বল ক্রয় করি। বিনামূল্যে দয়াময় তাঁহার রত্ন সকল বিতরণ করিতেছেন। এবার সমুদায় ভাইভগ্নীকে বরণ করিয়া চল, অসার সংসার বাসনা ছাড়িয়া আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিতে করিতে ভবসিন্ধুর উত্তালতরঙ্গ সকল পরাজয় করিয়া চল গিয়ে পিতার শান্তিধামের উপকূলে উপস্থিত হই।

অদ্বৈতবাদ।

প্রাচীন পার্সী মিসর গ্রীক এবং য়িহুদাগণের মত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ)

হেরাক্লিডস এম্পেডক্লিস আনাক্সগোরস, সক্রেটিস প্লেটো এবং ষ্টোয়িকগণের বিষয় এস্থলে শুদ্ধ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইলিয়াটিকগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে বিশ্বাস করেন নাই, হেরাক্লিডস এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের দ্বার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মন এবং বিশ্বজননী জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এমন কি মনুষ্য যখন নিদ্রিত হয়, তখন ইন্দ্রিয় দ্বার বন্ধ থাকাতে কোন জ্ঞানই থাকে না, প্রবুদ্ধ হইলে পুনরায় চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী সূক্ষ্ম তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। ইহাঁর মতে বিশ্ব সত্তাও নহে অসত্তাও নহে। উৎপত্তি হইবামাত্র সত্ত্ব, সত্তা মাত্রেই তাহার বিনাশ। সুতরাং কিছুরই স্থিরত্ব নাই। নিত্য উৎপাদ্যমান অবস্থাই বাস্তবিক। এম্পেডক্লিস চারিটি নিত্য মূল তত্ত্ব মানেন, ইহা সেই একে সংস্থাপিত। এই চারি মূল তত্ত্ব জড় নহে, মনোময় ঈশ্বরের মনোভাব মাত্র। বাহ্য জগৎ তাঁহারই প্রতিরূপ মাত্র। বাস্তব জগৎ সেই মনোভাব। আনাক্সগোরস দার্শনিক ছিলেন না। তিনি বাস্তব জগতের বাস্তবিকতা স্বীকার করিতেন। ঈশ্বর মনোময়, তিনি যন্ত্রনির্ম্মাতা মনুষ্যের ন্যায় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং জগতের অতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। যখন সংশোধন আবশ্যক হয়, সংশোধন করিয়া দিতেছেন। সক্রেটিস এই মতের সহিত অনৈক্য হইয়া নির্দ্ধারণ করেন, মনোময় ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তিনি এই জগতের কার্য্য স্বয়ং বিধাতা হইয়া প্রতি নিয়ত বিধান করিতেছেন। প্লেটো জগৎকে মনোভাবে পরিণত করেন এবং জড়রূপী অসৎ পদার্থে সেই মনোভাব মুদ্রিত হইয়া জগৎ হয় সিদ্ধান্তিত করেন। আরষ্টোটল এই মতে অসন্তুষ্ট হইয়া আকৃতি ও জড় দুই নিত্য পদার্থ একত্র হইয়া সমুদায় সৃষ্টি হয় মীমাংসা করেন। সমুদায় জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ, সুতরাং আত্মা পদার্থের জ্ঞান জন্মিতে পারে না, এই যুক্তিতে ষ্টোয়িকগণ অশরীরী পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। চেতন ও অচেতন হইতে এই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন। এই চেতন শরীরী কিন্তু স্থূলবৎ শরীরী নহে। সাধারণকে বুঝাইবার জন্য অগ্নির সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

যেখানে দর্শন শাস্ত্রে এত সকল পরস্পর বিরোধী মত উত্থিত হইয়াছিল, সেখানে নানা প্রকারের সংশয় মতও সমুত্থিত হইবে ইহা নিতান্ত সম্ভব। সংশয়ী প্রোটেগোরস বলিয়াছেন, "মনুষ্যই সমুদায় বিষয়ের প্রমাণ। সে যাহা অনুভব করে, তাহাই আছে: কিন্তু এই অস্তিত্ব শুদ্ধ মনের ব্যাপার, উহা কেবল তাঁহারই পক্ষে আছে।" সর্ব্বত্র এই নির্দ্ধারণটির প্রয়োগ করিয়া গ্রীক এক সময়ে পূর্ণ সংশয়ে নিপতিত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা জ্ঞান ইচ্ছা ধর্ম্ম কুসংস্কার, বল অধিকার, বিধি শাসনকর্ত্তাগণের ঐচ্ছিক বিধান মাত্রে পর্য্যবসান হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মত এবং গ্রীকগণের মত মূলতঃ এক বর্ত্তমানে মনুষ্য মণ্ডলীর চিন্তাও সেই স্রোতেই ধাবিত হইতেছে প্রদর্শন জন্য গ্রীকগণের দার্শনিক মত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যত দূর উচিত তদপেক্ষা বিস্তৃত করিয়া লেখা গেল। এই অধ্যায়টি শেষ করিবার পূর্ব্বে একেশ্বরবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ য়িহুদাগণ সম্বন্ধে দুএকটি কথা না বলিয়া ইহার শেষ করা যায় না। য়িহুদাগণ পৌত্তলিকতা হইতে সমুত্থিত হইয়া পুনরায় পৌত্তলিকতাতে নিমগ্ন হয়, এরূপ বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবের সঙ্গে যে অংশের যোগ আছে, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করা যাউক। য়িহুদাগণের কারাবাসের সময় হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের সমালোচনা আরম্ভ হয়। হেলেনিষ্ট য়িহুদাগণ পশ্চাৎ যে বাইবেল সংগৃহীত করেন, তাহাতে গ্রীকগণের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিলন হয়। ইহাতে ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া তদ্দ্বারা সমুদায়ে সৃষ্টি হইয়াছে লিখিত আছে। ফিলো যে প্রকার ঈশ্বর এবং সৃষ্ট্যাদি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তাহাতে নিঃসংশয় প্রতীত হয়, তিনি বাইবলকে বুদ্ধি বলে গ্রীকগণের দার্শনিক মতের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন। পার্সিগণের ন্যায় তিনি একমাত্র অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বর স্বীকার করিয়া সৃষ্ট্যর্থ মিত্র বা বাক্যের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী, লোগস (বাক্য) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি পার্সিগণের অদ্বৈতবাদে পর্য্যন্ত নিপতিত হইয়াছেন। য়িহুদাগণের কেবালা নামক যে গ্রন্থ আছে, রাবিগণ ইহাকে তাহাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম প্রকাশক বলিয়া মান্য করে। এই কেবালা স্পষ্ট অদ্বৈতবাদ। ইহাতে আত্মা জগৎ ঈশ্বর কি প্রকারে এক এবং কি প্রকারেই বা উহারা দৃশ্য জগৎরূপে পরিণত হয়, প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রাচীন কালের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষীয় অদ্বৈতবাদের উল্লেখ হওয়া সমুচিত। কিন্তু উহার বিশেষরূপে উল্লেখ এবং খণ্ডন আবশ্যক জন্য আমরা অগ্রে নিও প্লাটোনিষ্ট এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে অদ্বৈতবাদ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব।

সংবাদ।

লণ্ডন নগরে ব্রহ্ম-বাদী মেঃ ভইসি যথেষ্ট উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার উপাসনা মন্দিরে নিয়মিত রূপে প্রায় আড়াই শত উপাসক উপস্থিত হন। ক্রমেই তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। শ্রোতাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক অনেক আছেন। ইনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মসমাজ হইতে তাড়িত হইয়া অধিকতর বল লাভ করিয়াছেন, এবং নির্ভয় অন্তঃকরণে খৃষ্টধর্ম্মের যে সকল ভ্রমপ্রমাদ আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিতেছেন। ইংলণ্ডের ধর্ম্মসমাজে যে একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন আসিতেছে ইহা তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ।

বিগত ১১ বৈশাখ রজনী যোগে শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর

নাথ গুপ্ত উড়িষ্যা প্রদেশে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন। সে দেশে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। অনেকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম আছেন তাঁহারা এক জন প্রচারকের জন্য অনেক দিন হইতে প্রার্থনা করিতেছিলেন।

গয়া ও হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য্য করেন। হাজারিবাগে এই উপলক্ষে দুই দিন উপাসনা হয় এবং দরিদ্রদিগকে খাদ্য সামগ্রী বস্ত্র এবং পয়সা বিতরণ করা হয়। উক্ত উভয় স্থানেই উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত আছে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মত ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দুই জন কর্ম্মচারীকেও পদচ্যুত করা হইয়াছে। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বেই বিদায় করা হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম উক্ত সমাজের প্রচারক বাবু ঈশানচন্দ্র বসুও নিষ্কাশিত হইয়াছেন। শ্রুত হওয়া গেল ইনিও পাকড়াশী মহাশয় দেবেন্দ্র বাবুর সন্তানের উপবীত অনুষ্ঠানে অসম্মত হওয়ায় দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হন।

শাখারিটোলা, শান্তিপুর ও কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে। সাম্বৎসরিকের সময় একবার গত জীবনের দিকে যেন ব্রাহ্মগণ চাহিয়া দেখেন এক বৎসরে কি করিলেন। ইহা যেন সাপ্তাহিক উপাসনার মত না হয়। পুত্র কন্যার জাতকর্ম্মে বা নামকর্ম্মে কিম্বা সাধারণ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আমরা ব্রাহ্মগণকে আর সুখ্যাতি করিতে ইচ্ছা করি না। ইহা অপেক্ষা উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া আবশ্যক।

জনরব উঠিয়াছে যে বাবু রাজনারায়ন বসু স্বদেশে গমন করিয়া জাতে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কি আক্ষেপের বিষয়! দুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগের পক্ষে ইহা কি অসদ্দৃষ্টান্ত! " হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা " প্রভৃতি বক্তৃতা দেওয়ার মধ্যে এই সকল অভিপ্রায় নিহিত ছিল আর কি। এ সকল কার্য্যের দৃষ্টান্ত যে কত দূর অনিষ্টকর তাহা আর বলা যায় না। লাহোর ব্রাহ্মসমাজের বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্ম যে দিন শুনিলেন দেবেন্দ্র বাবুর পুত্রের যজ্ঞোপবীত হইয়াছে, সেই দিন তিনিও পৈতা পুনঃ গ্রহন করিলেন। ইনি এক সময় এলাহাবাদের এক জন ভয়ানক তেজস্বী ব্রাহ্ম ছিলেন। আমরা যেমন সমাজের উন্নতির সংবাদ দিব, তেমনি সময়ে সময়ে ব্যক্তি বিশেষের এই সকল পতনের সংবাদও দিব। কেন না উভয়েতেই ব্রাহ্মগন শিক্ষা পাইতে পারিবেন।

জর্ম্মণ দেশে " প্রটেষ্টাণ্ট এসোসিএসেন " নামক এক ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য ঠিক ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের মত। সহস্র সহস্র লোক তাহার সভ্য শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের কোন বন্ধু উক্ত সমাজের অন্তর্গত ক্রেক্কেল নামক এক জন সভ্যের নিকট হইতে জর্ম্মন ভাষায় এক পত্র পাইয়াছেন। তাহার উথলিত উৎসাহকর ভাব পাঠ করিলে হৃদয় সজীব হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কত রূপে কত স্থানে গুপ্ত ভাবে যে কার্য্য করিতেছে তাহা আমরা ইহা দ্বারা অনেকটা বুঝিতে পারি। ইনি আমাদের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের " ইংলিশ ভিজিট " নামক বৃহৎ পুস্তক জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং অন্যান্য গ্রন্থ যাহা আমাদের আছে তাহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ইনি ষোলো বৎসর পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এত দূর অধ্যবসায়। আমাদের বন্ধুকে সে দেশে যাইবার জন্য তিনি যেরূপ আদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আহ্লাদে হৃদয় পূর্ণ হয়।

রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর দাস বাবু রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে রাজনারায়ণ বাবুর মতের অসারতা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। কালীশঙ্কর বাবু যে সকল সরল যুক্তি এ সম্বন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদের সহজ জ্ঞান আছে তাঁহারা অনায়াসে ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন, যে হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। পুস্তক আমাদের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে মূল্য অতি যৎসামান্য।

বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত অতিশয় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে বালিতে অবস্থিতি করেন।

আগামী ২০শে বৈশাখ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্রের বাটীতে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপাসনা হইবে।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের নব্য ব্রাহ্মগণ গত রবিবারে এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন উক্ত সমাজগৃহে অধিকার পাইবার জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ করিবেন।

"ভারতসংস্কারক" নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে রাজকীয় সামাজিক ও সাধারণ বিষয় সকল বিশুদ্ধ রীতিতে উত্তম ভাষায় লিখিত হয়। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা মাত্র। ব্রাহ্মগণ ইহা পাঠে সন্তোষ লাভ করিবেন। আমাদের নিকট পত্র লিখিলেই পাইতে পারিবেন।

প্রেরিত।

হিন্দু সংজ্ঞা সম্মানের কি না।

আজ কাল কোন কোন ব্রাহ্ম হিন্দু নামে পরিচিত হইতে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতে গৌরব মনে করেন। হিন্দু সংজ্ঞা কি বাস্তবিক গৌরবের? "হিন্দু" পারস্য শব্দ। তাহার অর্থ ক্রীতদাস। মুসলমানেরা এ দেশ জয় করিয়া এ দেশের আর্য্য জাতিকে হিন্দু বলিয়া বিদ্রূপ করিত। পারস্য পুস্তকেও হিন্দু শব্দ অবমাননার ভাবে, ক্রীতদাস অর্থে অনেক স্থানে ব্যবহৃত দেখাযায়। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ সেকন্দরনামার এক স্থানে গ্রন্থকার নেজামী দুইজন পারস্য কবিকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে দুই হিন্দু হিন্দুস্থান হইতে আসিয়াছে। উক্ত পুস্তকের শেষ ভাগে এক কবিতায় হিন্দু শব্দ গোলাম শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। সরায় (টীকাতে) "হিন্দু" এই শব্দের অর্থ গোলাম অর্থাৎ দাস বলিয়া উল্লেখ আছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী গড়পারে বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছেন হিন্দু নামে পরিচিত হওয়া আমাদের অবমাননার বিষয়। আরবেরা কাকের ও দুষ্টকে হিন্দু বলে। বিদ্বেষী যবন হইতে আমরা এই গ্লানিকর নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা হইতেই ভারত

বর্ষের নাম হিন্দুস্থান হইয়াছে। "হিন্দু" এই শব্দ সংস্কৃত মূলক নহে। আমরা আর্য্য, ইয়োরোপেও আর্য্য বলিয়া সম্মানিত। আর্য্যদিগের নিবাস ভূমি এই জন্য এ স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে হিন্দু এই অপমানজনক নাম আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

একজন ব্রাহ্ম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ ১৭৯৪ শক।

এককালীন দান।

আয়

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন	...	৫০
" কানাইলাল পাইন	...	৪
" রাধা গোবিন্দ চৌধুরী	...	১৪

	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
নির্দ্দিষ্ট আসন	১৪২	৬৩॥৩	৪২
দান সংগ্রহ	৩৬।০	১০।০	১১৴৫
এক কালীন দান	৫০		১৮
	২২৮।	৭৪	৭১৴৫

ব্যয়

	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
প্রচার	১২	২৯॥৶০	১০॥০
আলোক	১৩।০	৩০/১৫	১৪॥০
বেতন	৩১॥৫	১৮।৶০	১৬৸/১০
দ্রব্যাদিক্রয়	৫৬৵১৫	১০	২৯৸/১০
ক্ষুদ্র ব্যয়	২৮।/০	২।৵১৫	১৭॥০
	১৪১।০	৯০॥৵১০	৮৯৶০

আয়	...	৩৭৩.৫
ব্যয়	...	৩২১/১০

গতবর্ষের ১১২॥৵০ ঋণের মধ্যে ৫২৵১৫ শোধ।

ব্রহ্মমন্দিরের ঋণ পরিশোধার্থ দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দে (ভগলপুর)		৪
" মতিলাল ঘোষ (সাহেবগঞ্জ)	...	৫
" প্যারীরিমোহন বসু	...	৫
" জগবন্ধু গুহ (মৈমনসিংহ)	...	৫
" চন্দ্রকান্ত ঘোষ (ঐ)	...	৫
" গোবিন্দচন্দ্র গুহ (ঐ)	...	৫
" দীননাথ ঘোষ (ঐ)	...	১
" গুরুচরণ গণ (লকনাউ)	...	৫
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	...	২৫
" ক্ষেত্রচন্দ্র মজুমদার	...	১
" গুরুপ্রসাদ সেন (বাঁকিপুর)	...	৫
" হরকুমার সরকার (নাটোর)	...	৫
" রাজকুমার সরকার (ঐ)	...	৫
" হরচন্দ্র চৌধুরী (শেরপুর)	...	২৫
" কিশোরলাল ঘোষ	...	৫
" বামাচরণ ঘোষ (ভগলপুর)	...	৫
" হারাণচন্দ্র সরকার (ঢাকা)	...	৫
" আনন্দনাথ ঘোষ (মৈমনসিংহ)	...	২
" কালীচরণ সরকার	...	১
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	৫
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ হাজরা	...	২
" রামনাথ বসু (মজফরপুর)	...	৭
" হরমোহন গাঙ্গুলি (ঐ)	...	৩
" মোহনচন্দ্র গুপ্ত (ঢাকা)	...	২
" পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত ঐ	...	৫
" শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (গয়া)	...	৫
" অধরচন্দ্র বসু	...	২
" দীননাথ দত্ত (ধর্ম্মতলা)	...	২
" পূর্ণানন্দ সাহা (কুমারখালি)		৫
" কৃষ্ণদয়াল রায়	...	২॥০
" আশুতোষ সিংহ	...	১০
" ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ (পাঁচকুড়া)		৫
" মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী	...	২০
" দীন বন্ধু	...	৩
" কিশোরলাল সরকার (রাজসাহি)	...	১০
" কালীনাথ দত্ত	...	১০
" নলিনবিহারি সরকার	...	১০
" ঠাকুরদাস সেন	...	২
" জয়গোপাল সেন	...	৫০
" দীননাথ মজুমদার (মুঙ্গের)	...	১০
" মধুসূদন সরকার (আলিপুর)	...	৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১০
" হিরালাল ঘোষ	...	২॥
" তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী	...	৩)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রেয় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক।

সংগীত সংকীর্ত্তন ১ম ভাগ ভাল বাঁধান*	...	১)
ঐ ঐ কাগজের মলাট*	...	৸০
ঐ ঐ ২য় ভাগ*	...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বাঁধান*	...	১)
ঐ ঐ কাগজের মলাট*	...	৸০
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ একত্রে ৯ খণ্ড	...	।৶০
ঐ প্রতি খণ্ড পৃথক	...	/১৫
ব্রহ্মোৎসব	...	/০
নির্ম্মলার উপাখ্যান	...	।৶০
ব্রহ্মময়ী চরিত	...	৶০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	...	।০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন		১০
প্রার্থনা মালা (পাকারের অনুবাদ		।৶০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা		।০
প্রচার বিবরণ		৶০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী (নূতন সংস্করণ)		৵০
ঐ ঐ হিন্দি	...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার		/০
ঐ ঐ (সংস্কৃত	...	/০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	...	/১০
সংগীত মঞ্জুরী	...	৩।০
গত বৎসরের ধর্ম্মতত্ত্ব একত্রে বাঁধান	...	২)

* নগদ মূল্যে শতকরা ১২॥ হিসাবে এবং ১২ খানার বেশী লইলে শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

[illegible] ভাগ। ১ সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৭৯৫ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩৷০

কম্‌টিকৃত দর্শন।

জগতের বাহ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সর্ব্বত্রেই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এই পরিবর্ত্তনই বিচিত্রতার নিদান। ইহারই মধ্য দিয়া জগৎ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া আসিতেছে। এই সমুদায় পরিবর্ত্তনের মূলে কি কিছু নাই? নিত্যতাই সমুদায় পরিবর্ত্তনের মূল। নিত্য এবং পরিবর্ত্ত্য লইয়াই সমুদায় জগৎ। এই আমাদিগের অধিষ্ঠানভূত পৃথিবী কত শত পরিবর্ত্তনের অন্তে বর্ত্তমান অবস্থায় সমাগত হইয়াছে। কিন্তু প্রাণিজগতে যে শক্তি প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত, সেই এক শক্তি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া সমুদায় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান উচ্চৈঃস্বরে সপ্রমাণ করিতেছে। নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় যে শক্তি হইতে উহা সমুৎপন্ন, তাহার যেমন বিরাম নাই, ইহারও তেমনি বিরাম নাই। চিরদিন আপনি অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া সকল পরিবর্ত্তন সাধন করিবে। আধার ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান এই শক্তির একতা প্রদর্শন করাই বিজ্ঞানের উচ্চতর লক্ষ্য। বিজ্ঞান যত দিন এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে না পারিবে, তত দিন উহা স্থিরতর ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইতেছে না।

জড় জগৎ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য শক্তির কার্য্যে বিচিত্রতা অবলোকন করি, প্রাণিজগতে প্রাণের কার্য্যে, মানব মণ্ডলীতে মনের কার্য্যেও সেইরূপ স্থায়ী মূল এবং তৎসম্ভূত পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া থাকি। মনুষ্যের আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত যত কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, তাহার মূলে এক একটি স্থায়ী স্বাভাবিক মনোবৃত্তি ছিল। ইহাদিগের দ্বারা যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, কাল সহকারে তাহার পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ইহাদিগের স্থায়িত্ব বিনষ্ট হয় না। এই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ উন্নতির দিকে হইয়া থাকে, কিন্তু এই উন্নত বেশের নিম্নে সেই মনোবৃত্তিই উন্নত বেশে বাস করিতেছে। এই বৃত্তি সকলের উন্নতি তাহাদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন নহে, ক্রমে বিকাশ লাভ। সুতরাং উহাদিগের নিত্যত্বে কোন দোষ স্পর্শে না। এই সকল মনোবৃত্তির একটিরও আমরা বিলোপ সাধন করিতে পারি না। কারণ উহাদিগের সমতাবস্থায় অবস্থিতি না হইলে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কম্‌টের দর্শন লিখিবার পূর্ব্বে আমাদিগের এই কয়েকটি কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ এই লইয়াই আমাদিগের তাঁহার সহিত

বিরোধ। কমৎের প্রতি আমাদিগের কোন প্রকার অসম্মান বা অসমাদর নাই! তিনি যে সিদ্ধান্তের উপর তাঁহার সমুদায় দর্শনশাস্ত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত মূলতঃ ভ্রান্তিসঙ্কুল হওয়াতেই, তাঁহার সমগ্র গ্রন্থ মহদনিষ্টের মূল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সমুদায় বিজ্ঞানকে যেরূপ এক সূত্রে অনুস্যূত করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ নূতন না হইলেও কে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসাবাদ না করিবে? সামাজিক বিজ্ঞান সংস্থাপন করিতে তিনি যদ্রূপ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। কমৎ এই সুমহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিয়া যে গুরুতর ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করা প্রধানতর উদ্দেশ্য। আনুষঙ্গিক তিনি বিজ্ঞানকে যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সহজ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর জটিলতা অনুসারে, কমৎ বিজ্ঞান সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। জ্যোতিষ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান, সমুদায় বিজ্ঞানকে তিনি এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গণিতবিজ্ঞানকে তিনি এ সকলের মধ্যে গণনায় না আনিয়া উহাকে সমুদায় বিজ্ঞানের শীর্ষদেশে স্থাপিত করিয়াছেন। গণিতবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অংশ নহে, উহার মূল, উহার উন্নতি সাধনে প্রধান সাধন, এই জন্য কমৎ উহাকে পঞ্চ বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত না করিয়া সকলের আদিতে উহাকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। কমৎ যে ক্রমে বিজ্ঞানসকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, ইতিহাসে উহারা ঐ ক্রমই অনুসরণ করিয়াছে, উহাদিগের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ এবং পরস্পরের উপর নির্ভর ঐ ক্রম অনুসারেই।

গণিতবিজ্ঞান,—সংখ্যা বিস্তৃতি এবং গতি লইয়া গণিতবিজ্ঞান। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে এই গণিতবিজ্ঞান দ্বিবিধ। ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং গতিবিজ্ঞান স্থূল, শুদ্ধ গণনা সূক্ষ্ম। দুইটি পদার্থের যাহা বাস্তবিক সম্বন্ধ তাহার বিচার দ্বারা একটি হইতে আর একটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, গভীরতা প্রভৃতি পরিমাণ করা গণিতবিজ্ঞানের সাধারণ উদ্দেশ্য। সংখ্যা সম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয় সূক্ষ্ম গণিতের অন্তর্ভূত। স্থূল গণিত হইতে যে সকল গণনা সমুত্থিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা উহার লক্ষ্য। বিষয় মাত্রের সহিতই সূক্ষ্ম গণিতের সম্বন্ধ আছে, তবে শারীর পদার্থ অপেক্ষা অশরীরি পদার্থের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ ব্যক্ততর। বিস্তৃতির পরিমাপ ক্ষেত্রতত্ত্ব। বিস্তারের ইয়ত্তা নাই, সুতরাং উহার বিষয়েরও ইয়ত্তা নাই। যে স্থলে একটি একটি গতি হইতে কি হয় জানা আছে, সে স্থলে তাহারা একত্র বিমিশ্র হইয়া কি ফল উৎপাদন করে তাহা নির্দ্ধারণ করা অথবা যে স্থলে বিমিশ্র গতি জানা আছে, সে স্থলে একটি একটি গতি নির্ণয় করা গতিবিজ্ঞান। জড়ের স্বয়ং চলিবার সামর্থ্য নাই, চালিত হইলে নিজ হইতে স্থির হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত হইতেই গতিসাম্য এবং গতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্থির ভাবে এক অবস্থায় অবস্থান গতিসাম্য; শক্তি সমুদ্ভূত জড়ের ক্রিয়া গতি।

জ্যোতিষ—গ্রহনক্ষত্ররাজি দ্বারা ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং গতিবিজ্ঞানসম্পর্কীয় যে ব্যাপার প্রকাশ পায়, তাহার নিয়ম সমূহ প্রকাশ করা জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। সাক্ষাদ্দর্শন, পরীক্ষণ, এবং সাদৃশ্যীকরণ এই ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে জ্যোতিষে কেবল প্রথমটি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। একটি পদার্থ আমাদিগের নিকট যেরূপ দেখায় তাহাকে তদ্রূপে গ্রহণ করিয়া সমালোচন—সাক্ষাদ্দর্শন। কৌশলে অল্প বিস্তর অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া পরীক্ষা—পরীক্ষণ। কতক গুলি সদৃশ বস্তু একত্র করিয়া সহজটি হইতে তুলনা আরম্ভ করিয়া নির্ণয়করণ—সাদৃশ্যীকরণ। জ্যোতিষ কেবল প্রথমটিতে

নিবন্ধ জন্য উহা শুদ্ধ জ্ঞানসম্ভূত বিজ্ঞান। পৃথিবীর আকার অথবা গ্রহের গতি সময়ে যে বক্রাকৃতি পন্থা হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না অথচ আমরা তাহা নিঃসন্দেহ নির্ণয় করি। আমরা জ্যোতিষে গ্রহের কেবল আকৃতি বিস্তৃতি গতি নির্ণয় করি এই জন্যই উহা গণিতপ্রধান বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানশ্রেণী জ্যোতিষে আরম্ভ, সামাজিক বিজ্ঞানে পরিসমাপ্ত। প্রথমটিতে আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রপুঞ্জের নিয়মাবলী, শেষটিতে মানবমণ্ডলী যে নিয়মাবলীতে নিয়মিত হইয়া অগ্রসর হইতেছে সেই সকলের নির্দ্ধারণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং শারীর বিজ্ঞান (বস্তুতঃ প্রাণিবিজ্ঞান) এই দুয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া, প্রথমটি এই পৃথিবীর গূঢ় বিষয় যত দূর জানা যাইতে পারে তাহা, দ্বিতীয়টি শারীর প্রাণের বিষয় যত দূর জানা যায় তাহা নির্দ্ধারণ করে। এই দুয়ের মধ্যে আবার পরমাণুর ক্রিয়া প্রকাশক রসায়ন বিদ্যা দুয়ের সঙ্গে অভিন্নরূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাই সমুদায় বিজ্ঞান শ্রেণী। আমরা সংক্ষেপে এই সকলেরও উল্লেখ করিব। প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইবে বলিয়া অদ্য কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় লিখিত হইতেছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—ভার, তাপ, শব্দ, বর্ণ, তাড়িত এবং চৌম্বক আকর্ষণ এই সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়। সমগ্র প্রাকৃতিক পদার্থ যে অবস্থায় অবস্থিতি থাকিয়া পরমাণুপুঞ্জে একত্র সম্বদ্ধ রহিয়াছে, ঐ অবস্থাতে তাহার সাধারণ গুণ সমূহ কি কি নিয়মে নিয়মিত তাহা এবং অধিকন্তু সময়ে তাহাদিগের এই পুঞ্জীকৃত অবস্থা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করা যায়। অল্প সংখ্যক নির্দ্ধারিত বিষয় হইতে বহু সংখ্যক ফল নিষ্কর্ষণ করিয়া সাক্ষাদ্দর্শনের প্রয়োজন নিরাস বিজ্ঞানের কার্য্য। সংক্ষেপতঃ, যাহাতে অল্প কিছু দেখিয়া তাহা হইতে কি হইবে ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় এরূপ সামর্থ্য অর্পণ করা বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এতদনুসারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এই যে একটি পদার্থ কোন একটি অবস্থায় অবস্থাপিত হইলে যেরূপ হইবে, উহা দ্বারা তাহা অগ্রে যথাসম্ভব জানা যাইবে। অবশ্য এরূপ স্থলে যাদৃশ অবস্থায় উহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, তাহা তৎকালে থাকিবে না। এই বিজ্ঞান এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই। জ্যোতিষে শুদ্ধ সাক্ষাদ্দর্শন। ইহাতে সাক্ষাদ্দর্শন এবং বিশেষতঃ পরীক্ষণ প্রয়োগ হয়। গণিত বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াপ্রয়োগ অনুসারে ইহার পূর্ণতা। আলোকের প্রতিফলিত এবং প্রসারণ ইত্যাদিতে স্পষ্ট ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রক্রিয়া, ভার অথবা একত্র সামঞ্জস্য অবস্থাতে অবস্থান ইত্যাদিতে স্পষ্ট গতিবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তবে জ্যোতিষে যেমন উহার সম্যক্ প্রয়োগ হয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তত দূর নয়। কারণ ইহাতে অগ্রে নির্ণীত বিষয়ের বাস্তবিকতা অবধারিত না হইলে উহা কখন প্রয়োগ হইতে পারে না।

সচেতন উপাসনা।

চেতনাবান্ ঈশ্বরের উপাসনায় আত্মাকে সতর্ক এবং জাগ্রত করিয়া না রাখিতে পারিলে জীবনে বল লাভ করা যায় না। একদিকে সাংসারিক চিন্তা বিষয় বাসনায় মনকে নিরন্তর চঞ্চলতার মধ্যে লইয়া যাইতেছে, অপর দিকে আলস্য অবসন্নতা এবং শারীরিক সুস্থতা আসিয়া অলক্ষিত ভাবে নিদ্রায় অচেতন করিয়া ফেলিতেছে, ইহারই সন্ধি স্থলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের আত্মা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, অন্তরাত্মা সেই ঈশ্বর আবার সূক্ষ্ম হইতেও অতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থ, এ স্থলে জড়প্রকৃতি অনাবিষ্টচিত্ত মনুষ্য কিরূপে চেতন থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা

করিতে সক্ষম হইবে? মানসিক প্রবৃত্তি সকল যে যে বিষয় লইয়া জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে, অবসর কালে সেই সেই বিষয়ক চিন্তা সকল মনোমধ্যে কার্য্য করিতে থাকে। বিশেষতঃ যে বিষয়ে যত অধিক ভয় ভাবনা কিম্বা আশা সংযুক্ত আছে তাহার প্রভাব তত অধিক দৃষ্ট হয়। এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। উপাসনা কালে এই সকল চিন্তা আশা ভয় ও ভাবনার সহিত ক্ষণকাল সংগ্রাম না করিলে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করা যায় না। এই সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া যখন নিরাপদ হওয়া যায় তখন আবার নিদ্রা আসিয়া অন্যদিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে। অতএব এই দুইটীকে উপাসনার প্রধান প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে।

কিন্তু হৃদয়ে ঈশ্বরস্পৃহা যখন বলবতী হয়, তখন এ সমস্ত প্রতিবন্ধক আর থাকে না, বৃথা চিন্তা অমূলক ভয় বিভীবিকা সকল দূরে পলায়ন করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্মিলন না হয়, ততক্ষণ নানা দিক্ হইতে নানা বিপদ আসিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে; যখন তাঁহার সঙ্গে একবার যোগ সম্বন্ধ হইয়া যায়, তখন এক অভাবনীয় শক্তি আসিয়া আত্মাকে সজীব করিয়া দেয়। এ অবস্থাতে নিদ্রা বা অবসন্নতা আর আসিতে পারে না। উপাসনা কালে এক দৃষ্টিতে স্থির ভাবে সম্মুখস্থ এবং নিকটস্থ সেই জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহা হইতে জীবনী শক্তি আসিয়া আত্মাতে সঞ্চারিত হইবে। একটুমাত্র দক্ষিণে কিম্বা বামে মনকে ফিরাইলে আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। একবার হারাইলে আবার শীঘ্র দর্শন লাভও সহজ নহে। অতএব মনের সমস্ত বলকে একত্র করিয়া তাঁহার দিকে ক্রমাগত যাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সম্পাদিত হইবে। সে মিলন একবার হইলে ক্ষণকাল আপনা হইতেই স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন অধ্যবসায় চেষ্টা উদ্যম উৎসাহ পুনঃপুনঃ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, ইহাতেও সেইরূপ আবশ্যক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক।

স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, উৎসাহী হও, আনন্দিত হও, অনেক বার পৃথিবী এই শুভ সমাচার শুনিয়া আশাপূর্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরপ্রেরিত কত মহাজন এই কথা বলিয়া কত লোকের মনে আশাদীপ প্রদীপ্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু অনেক শতাব্দী চলিয়া গেল, তথাপি স্বর্গরাজ্য আসিল না এবং তাঁহাদের সেই কথা সফল হইল না, ইহা দেখিয়া জগৎ নিরাশ হইল। সকলেই মনে করিতেছে পুরাকালে যাহা পূর্ণ হয় নাই এখনও তাহা পূর্ণ হইতে পারে না। পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের জন্যই হউক, অথবা ঈশ্বরশূন্য বিদ্যা এবং সভ্যতা প্রচার জন্যই হউক, ঊনবিংশতি শতাব্দীর বর্ত্তমান অবস্থায় স্বর্গরাজ্য অসম্ভব। এখনকার লোকের ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই, তাহাতে আবার নাস্তিকতা এবং ধর্ম্মশূন্য সভ্যতার উৎপাত। অতএব স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে পুরাকাল যেমন বিরোধী, মানব জাতির বর্ত্তমান প্রকৃতিও তেমনই প্রতিকূল, তবে যে "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে," "স্বর্গরাজ্য আসিতেছে," এই কথা উঠিল, ইহা কি মিথ্যা? ইহার গূঢ়তত্ত্ব অবধারণ করিলে দেখিবে যে হৃদয়ের মধ্যে পরিবার না হইলে বাহিরে কখনই যথার্থ স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব হয় না। অন্তরের স্বর্গরাজ্য আগে, বাহিরের স্বর্গরাজ্য পরে, যখন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য ভক্তের আত্মাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আপনাপনি তাহা যথা সময়ে বাহ্যিকরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের পরিবার এখানে নয়, ওখানে নয়, হিমালয়ে নয়, ইংলণ্ডে নয়; কিন্তু মনুষ্যের অন্তরে। এই জন্যই তোমাদিগকে বারম্বার বলিতেছি আগে হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের সেই আদর্শ ভাল করিয়া দেখ, ভক্তি প্রেম নয়নকে তদুপরি স্থির করিয়া রাখ; এইরূপে যতই সুন্দর এবং পরিষ্কাররূপে সেই আদর্শ দেখিতে পাইবে ততই প্রবল বেগে তোমাদের সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রেম, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় উদ্যম এবং সমস্ত জীবন বাহিরে তাহা সাধন করিবার জন্য নিযুক্ত হইবে। অন্তর ভাবপূর্ণ হইলে আপনা আপনি তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইবে। গর্ভস্থ সন্তান

যখন সম্পূর্ণাবয়ব লাভ করে, তখন আর ইহা সেই অন্ধকারময় জরায়ু মধ্যে থাকিতে পারে না, দশমাস যে পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, যাই তাহার সমুদয় অঙ্গ পূর্ণ হইল তখনই সে পৃথিবীতে আসিয়া প্রকাশিত হইল। সেই শিশুকে দেখিয়া সকলের হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইল। সেইরূপ যখন ভক্ত হৃদয়ে স্বর্গরাজ্যের ছবি সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হয়, যথা সময়ে তাহা আপনি পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধুগণ! তোমাদের আত্মাতে সেই শান্তিনিকেতনের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দাও, তাহা হইতে যথাসময়ে নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্য প্রসূত হইবে। এইরূপে যদি দশটী আত্মা হইতে ঈশ্বরের এই স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হয়, পৃথিবী নূতন ভাব ধারণ করিবে। তখন যাহাদের হৃদয় হইতে তাহা প্রকাশিত হইবে তাহাদেরত আনন্দ হইবেই, আবার তাহা দেখিয়া জগতও প্রফুল্ল হইবে। আমাদের মনের ভিতর আদর্শ স্থির হয় নাই, এই জন্যই এ পর্য্যন্ত জগতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যতদিন এই আদর্শ সম্পর্কে জগতের সংশয় থাকিবে, এবং ইহার সঙ্গে পৃথিবীর ধূলি মিশ্রিত থাকিবে ততদিন কোন মতেই স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবার নহে, অথবা একজন কিম্বা দুইজনের দ্বারাও ইহা হইতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীতে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহা কি দুই এক জনের অনুরাগের দ্বারা হইতে পারে? যে দিন একই সময়ে সকলের হৃদয়ে প্রেম এবং প্রণয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে সেই দিন দেখিবে স্বর্গ কেমন। স্বর্গ সাধনের প্রথম মন্ত্র, স্বর্গের আদর্শ দর্শন, দ্বিতীয় মন্ত্র বাহিরে তাহার অনুরূপ অনুষ্ঠান, তৃতীয় মন্ত্র ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস। অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কখনই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন বিশ্বাস করিলেই স্বর্গরাজ্য আসিবে এ কথা নিতান্ত অমূলক এবং ইহা স্বপ্নের কথা; কিন্তু এখনই এক ঘন্টার মধ্যে সমুদয় ভাই ভগ্নীদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে, মহাপাপী স্বার্থপর ব্যক্তিরা প্রেম পরিবার হইবে যদি তোমরা বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর এখনই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাঁহার একপ্রাণ এবং একহৃদয় হইয়া বলিতে পারেন স্বর্গরাজ্য না দেখিয়া আজ ঘরে ফিরিয়া যাইব না, নিশ্চয়ই তাঁহাদের নিকট এখনই স্বর্গরাজ্য আসিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখ বিশ্বাসের বল কেমন বল, বিশ্বাসই আমাদের পরম বন্ধু, অবিশ্বাসই আমাদের পরম শত্রু। কত মহাত্মা জন্ম ধারণ করিলেন, কত বড় বড় শাস্ত্র প্রণীত হইল, কত মহাজন পরাস্ত হইলেন; কিন্তু এত শতাব্দী অতীত হইল, তথাপি কিছুই হইল না, আর আজ কোথায় বঙ্গদেশের কয়েক জন সামান্য লোক পৃথিবীতে স্বর্গ আনিয়া দিবে ইহা কি সম্ভব? এই অবিশ্বাস মহা শত্রুই আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, যাহারা স্বর্গরাজ্যকে পরিহাস করে তাহাদের কাছে কিরূপে সেই রাজ্য আসিবে? যদি তোমাদের মধ্যে সর্ষপ কণার ন্যায়ও বিশ্বাস থাকে, পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, পর্ব্বত অমনই স্থানান্তরিত হইবে। যেখানে বিশ্বাসের বল সেখানে বিঘ্ন বাধা কি করিতে পারে? তোমরা কি জান না যে প্রকৃত বিশ্বাসের মূলে সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত বল রহিয়াছে? স্বর্গীয় বিশ্বাস হইতে স্বর্গীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে ইহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? অতএব কেবল ইচ্ছা করিলে হইবে না; কিন্তু যথার্থ বিশ্বাস চাই। এতদিন যে পৃথিবী স্বর্গ হয় নাই ইহার কারণ লোকে ইহা বিশ্বাস করে নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্ম সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে বিবাহ করিতে পারেন, পৃথিবী হইতে নিশ্চয়ই সকল প্রকার পাপ অশান্তি চলিয়া যাইবে, এ সকল সত্যে বিশ্বাস কর, দেখিবে অচিরে তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসে কি না। বিশ্বাসের অর্থ কেবল জ্ঞান গত কতকগুলি শুষ্ক মৃত মত নহে; কিন্তু যাহা দ্বারা কোন বিষয়ে, সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় আত্মা এবং সমুদয় জীবন পরিচালিত হয় তাহাই বিশ্বাস। পৃথিবীকে আমরা বিশ্বাস করি, ইহার অর্থ এই যে আমাদের মন, হৃদয়, ইচ্ছা, জীবন সমুদয় ইহাতে নিযুক্ত হইয়াছে; সেইরূপ তিনিই স্বর্গরাজ্যের প্রকৃত বিশ্বাসী যাঁহারা জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, এবং সমুদয় জীবন স্বভাবতঃই সেই দিগে ধাবিত হয়। যাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস হয় তিনি নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয় প্রাণ আকর্ষণ করিবেন, যেখানে অবিশ্বাস সেখানে টান নাই; এইজন্য ঈশ্বর বলিতেছেন, আগে বিশ্বাসী হও, পরে স্বর্গরাজ্য আপনা আপনি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যদি সাহস করিয়া বলিতে পার কালই কলিকাতা নগরে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে নতুবা আমাদের সুখশান্তি নাই, কালই তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এখানে এই মন্দিরে আছেন, তাঁহাদের হৃদয় মন নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন যে কল্য প্রাতেই স্বর্গরাজ্য আসিবে, তাঁহারা আজই তাহার পূর্ব্বাস্বাদ ভোগ করিতেছেন। বিশ্বাস করিবার পক্ষে ব্যাঘাত অনেক, যদি কাহাকেও একটু রাগ করিতে দেখ অমনই বলিয়া উঠিবে স্বর্গরাজ্য আসিতে আরও ৩০০০ বৎসর বিলম্ব আছে। আবার যখন দেখিতে পাও, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের পরিবার সাধনের জন্য সমস্ত জীবন সমর্পণ করিলেন, সে সমুদয় প্রচারকদিগের মধ্যেই যখন সম্পূর্ণ কুশল এবং প্রণয় নাই, তখন অন্য লোকের মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেম কি রূপে

সম্ভব। যাহারা দিবা রাত্রি স্বর্গীয় প্রেমের কথা বলিতেছে, তাহাদের মধ্যেই যখন তেমন একটী নিগূঢ় স্বর্গীয় বন্ধন হয় নাই, তখন কিরূপে অন্য লোকের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিতে পারে? যাহারা অবিশ্বাসী এবং নিরাশ হইয়া এই রূপ বৃথা আলোচনা করে, যাহাদের মধ্যে এক বিন্দু ক্ষমা দয়া নাই, তাহাদের মধ্যে কিরূপে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিন্তু বন্ধুগণ! যদি প্রেমরাজ্যে বিশ্বাস না কর, তোমাদের মধ্যে যে টুকু প্রেম আছে তাহাও শীঘ্র শুকাইয়া যাইবে। ঘোরান্ধকার ও মহাবিপদ দেখিয়া, প্রচারক! তুমি ভীত হইও না, আজ রজনীর অন্ধকার, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই প্রেম সূর্য্য প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বর বলিতেছেন, পৃথিবীর সমুদয় নর নারী, তাঁহার সমুদয় পুত্র কন্যা আর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না, শীঘ্রই স্বর্গীয় প্রেম যোগে তাহারা সম্মিলিত হইবে। ক্ষুদ্র মনুষ্য! তুমি কে যে তাঁহার কথা অস্বীকার করিবে? পাছে অপবিত্র সুখ হইতে বঞ্চিত হই, পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব এবং স্ত্রী পুত্রের প্রেম হারাইতে হয় এই ভয়ে আমরা কয়েকজন স্বর্গ চাই না; কিন্তু এই জন্য কি তোমরা মনে করিয়াছ পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য আসিবে না? এক দিন আমাদের পাপাসক্তি চূর্ণ করিয়া নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে। অতএব সাবধান হও, কেহই এই রাজ্যের প্রতিবন্ধক হইও না, প্রতিবন্ধক হইলে আপনারাই মরিবে, তাহাতে ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি হইবে না। অবিশ্বাসের কথা চির দিনের জন্য গঙ্গা জলে নিক্ষেপ কর। তুমিই বা কে আমিই বা কে, স্বর্গরাজ্য যিনি আনিবেন তিনিই আনিবেন। ঈশ্বরের অধীন না হইলে আমরা কেহই বাঁচিব না; পাপের দাসত্ব করিতে করিতে মরিলাম, এখন যদি দয়াময়ের রাজ্য দেখিতে না পাই তবে আর নিস্তার নাই। স্বর্গরাজ্যের আদর্শ দৃঢ় করিয়া ধর। বলিও না ইহা বুঝি কল্পনা, কেননা যাই বলিবে, ইহা কল্পনা, অমনি তোমার সম্পর্কে ইহা কল্পনা এবং অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। যতক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে এই রাজ্য দেখিতে না পাইবে, ততক্ষণ নিশ্চয় জানিও কোন মতেই ইহা তোমার বাহিরে দেখিবার সময় হয় নাই। আগে অন্তরের মধ্যে এই রাজ্য সাধন কর, পরে দেখিবে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মধ্যে ইহা আসিয়াছে। ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস কর, জগৎকে বিশ্বাস কর। একটু দয়া করিয়া পৃথিবীকে ভাল বাস, ঈশ্বরের পুত্র কন্যার দুঃখ দেখিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাত কর, দেখিবে প্রত্যেক নিরাকার ভাই ভগ্নী তোমার হইয়াছেন। ভাই ভগ্নীদের জন্য না কাঁদিলে কখনই তাঁহাদিগকে পাইবে না। পর হইয়া আর পরস্পরকে দূরে ফেলিয়া রাখিও না। আর কোন ভাই ভগিনীকে এরূপ বলিও না যে ১০ বৎসর যাউক, পরে পরীক্ষা করিয়া তোমাকে ভাল বাসিব, না জানিয়া শুনিয়া আর কাহাকেও স্বর্গীয় প্রেম ঢালিয়া দিতে পারি না। কিন্তু তুমি কে যে ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে লইয়া এই রূপ ক্রীড়া করিবে? ঈশ্বর কি তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে যথা সময়ে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া তুমি তাঁহার সন্তানদিগকে ভাল বাসিবে? ভাই ভগিনীদের পাপ পুণ্য বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে ভাল বাসিবে, কে তোমাদিগকে এই কুৎসিত ভাব শিক্ষা দিল? ঈশ্বর বলিতেছেন, "এখনই আমার পাপী সন্তানদিগকে প্রেম শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" তোমরা কে যে ঈশ্বরের এই কথা লঙ্ঘন করিয়া তোমাদের নিজের বুদ্ধি মতে উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ দিতে চাও? এখনই যদি প্রতি জনকে ঠিক ভাই এবং ঠিক ভগ্নী বলিয়া ভাল বাসিতে না পার, তবে ঈশ্বরের পরিবার পাইলে না, শ্মশানে পড়িয়া কাঁদিতে হইবে। যদি পিত্রালয়ে ঈশ্বরের গৃহে বাস করিতে চাও, পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না; কিন্তু একটু দয়া করিয়া তাহার জন্যও পিতার কাছে কাঁদিতে হইবে। যদি তোমরা পরস্পরের দুঃখ দেখিয়া এরূপ দয়ার্দ্র হও, দেখিবে শীঘ্রই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাওয়া দূরের কথা, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের গুণে ইহলোকে থাকিয়াই আমরা স্বর্গ ভোগ করিব। একবার বিশ্বাস করিলেই, একবার ডাকিলেই যদি স্বর্গরাজ্য আসে, তবে কেন বিশ্বাস কর না, কেন ডাক না, কেন আর অচেতন হইয়া থাক? অন্তরের সহিত বল ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা হইলে শীঘ্রই জগতের দুঃখ দূর হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৬শে চৈত্র, ১৭৯৪।

যিনি যাহা বিশ্বাস করেন তিনি তাহা দেখিতে পান, এবং যথা সময়ে তিনি তাহা লাভ করেন। যাহা বাঞ্ছা করি তাহা পাইতে পারি না, যতক্ষণ তদুপরি বিশ্বাস না করি। বিশ্বাস ভিন্ন ঈশ্বরকে পাইতে পারি না, বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহার পরিবার পাইতে পারি না। আমরা পাপী সুতরাং পবিত্র ঈশ্বরকে পাইতে পারি না, যত দিন এই সংস্কার থাকিবে ততদিন তাঁহাকে পাইতে পারি না। সেই রূপ যত দিন মনে করি এই যে ভাই ভগিনী, ইঁহা-

দের সঙ্গে আমার এত বিভিন্নতা আছে, যে যত কেন যত্নবান হই না কোন মতেই ইহাঁদের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা নাই, তত দিন কখনই আমরা একটী পরিবার হইতে পারি না। বিশ্বাস মনের একটী সামান্য মত অথবা বুদ্ধির সিদ্ধান্ত কিম্বা মুখের কথা নহে। ইহা সমস্ত আত্মা এবং সমস্ত জীবনের একটী অবস্থা। যে দিকে বিশ্বাস সে দিকে জীবনের সমস্ত স্রোত প্রবাহিত হয়। যদি একবার তাহাতে অবিশ্বাস হয় কোন মতেই আর তাহা জীবনের দ্বারা সাধন করিতে পারি না। জগতের পিতা ঈশ্বর আছেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহাকে পাইবার জন্য, এজন্যই আমাদের এত চিন্তা, এত অনুরাগ, এবং এত উদ্যম। তাঁহার অস্তিত্বে যদি বিশ্বাস না থাকিত, কেবা ধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিত, কে বা ধর্ম্ম প্রচার করিত, এবং কেবা উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিত? সেই রূপ যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে অনন্তকালের সহযাত্রী ভাই ভগিনী আছেন, তাঁহাদিগকে পাইবার জন্য সহজেই তাঁহাদের জীবন আকৃষ্ট হইবে। অতএব বিশ্বাসই ঈশ্বরের পরিবার প্রাপ্তি সম্বন্ধে মূল মন্ত্র এবং ইহাই সাধকের প্রথম প্রয়োজনীয়। যখন আমার বিশ্বাস হইল যাঁহারা এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আছেন ইহাঁরা আমার ভাই ভগিনী, এবং চির কাল আমরা সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের ঘরে বসিতে পারিব, তখন সহজেই ইহাঁদিগকে লাভ করিবার জন্য আমার অন্তরে স্বর্গীয় বাসনা উদিত হইবে। আমরা যে পরস্পরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করি না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে এত বিরোধ এবং এত অপ্রণয়, ইহার মূল অবিশ্বাস। এখনও আমরা পরস্পরকে ঠিক ভাই ভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করি না। পরস্পরকে পর জ্ঞান করি, এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগ সাধনের ইচ্ছা নাই। কেহ কেহ বলেন আমাদের ইচ্ছা আছে, কিন্তু এত দূর বল নাই, যে বিবাদ মীমাংসা করিয়া শীঘ্র সম্মিলিত হই। অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছার তেমন বল নাই। কিন্তু যে যথার্থই ভ্রাতাকে ভ্রাতা, এবং ভগিনীকে ভগ্নী বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে, সে কি উদাসীন থাকিতে পারে? ভাই ভগিনীদিগকে লাভ করিতে কেন ব্রাহ্মের অনিচ্ছা হইবে? ভাই ভগিনীকে ছাড়িয়া কি মানবপ্রকৃতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ঈশ্বর কি মনুষ্যকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে সৃষ্টি করিয়াছেন? তবে কেন পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হয় না? এই বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই স্বাভাবিক সাধু ইচ্ছার শত শত শত্রু আছে। যে সকল হৃদয়ে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, পরের প্রতি ঔদাসীন্য এবং নিষ্ঠুরতা আছে, সে সমুদয় হৃদয়ে কোন মতেই এই শুভ ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। এই শুভ ইচ্ছা এবং ভাল বাসা এক; কিন্তু ভাল বাসা অসম্ভব যদি অপরের সুখ ও ধর্ম্ম দেখিয়া ঈর্ষা হয়। যত দিন বৈরনির্য্যাতন করিবার ইচ্ছা আছে, তত দিন কাহারও সঙ্গে আমাদের যথার্থ মিলনের সম্ভাবনা নাই। যত দিন মনের মধ্যে অপবিত্র ভাব থাকে, ততদিন পরস্পরের মধ্যে স্বর্গীয় যোগ অসম্ভব। কোন নারী কিম্বা কোন পুরুষের প্রতি যদি মলিন ভাব থাকে, তাহাদের মধ্যে কখনই মিল হইতে পারে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মনুষ্যের আন্তরিক শত্রু সকল পরস্পরের প্রতি এই শুভ ইচ্ছা বিনাশ করিতেছে। এ সকল শত্রু দ্বারা প্রত্যেকের হৃদয়স্থ সহজ এবং নিঃস্বার্থ প্রেম বিনষ্ট হইতেছে। এ সকল শত্রুই পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। যে বল পরস্পরকে সংযুক্ত করে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখনও তাহা নিতান্ত ক্ষীণ; কিন্তু যাহা বিচ্ছিন্ন করে তাহাই প্রবল রহিয়াছে। ভাই ভগিনীদিগকে চিরদিনের জন্য প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া লই সময়ে সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে এবং উপাসনার সময় এরূপ ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাই সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখনই তাঁহাদিগকে পর বোধ হয়, তখন তাঁহাদের সুখ্যাতি শুনিলে অমনই হিংসা হয়। সেই শুভ ইচ্ছা বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া অমনই চলিয়া যায়; কিন্তু বিদ্যুতের আলোকে কখনই পরিবার বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয় না। সেই শুভ ইচ্ছা চিরস্থায়ী না হইলে কোন মতেই আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু যত দিন আমাদের মনের ভিতরে এ সকল শত্রু থাকিবে, তত দিন সহস্র উপদেশ শুনিলেও পরের দুঃখে আমাদের দুঃখ হইবে না। আমাদের নিজের সুখ হইলেই হইল, অপর এবং যাহারা আমাদের ছোট তাহাদের জন্য আমরা কি করিব যত দিন এই ভাব থাকিবে, তত দিন আমাদের মধ্যে প্রেমের রাজ্য আসিতে পারে না। কি ছোট কি বড়, দুঃখী ভাইদিগকে যত দিন ভাল বাসিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন কোন মতেই আমাদের অন্তরে পরিবারের ভাব উপলব্ধ হইবে না। ভাই ভগিনীরা পর রহিলেন ইহাতে যদি যন্ত্রণা না হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিব যে তাঁহাদিগকে আমরা চাই না। যাই কোন ভাই ভগিনী পর হইলেন, অমনই তাঁহাকে তোমাদের ঘরে লইয়া গিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বল, এই যে ইহাঁকে অন্তরে বাঁধিলাম আর কখনই ছাড়িব না। এই রূপ প্রতিজ্ঞাকে এক বার অন্তরে স্থান দাও, দেখিবে ভাই ভগিনীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অশান্তি অসম্ভব হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে যেরূপ স্বভাব দিয়াছেন, তাহাতে কখনই আমরা ভাই ভগিনীদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু এ সমুদায় শত্রুকে যত দিন অন্তরে স্থান দিব, ততদিন

স্বীকার করিতে হইবে যে ভাই ভগিনীদের প্রতি ভাল বাসা জন্মে নাই। যত দিন পিতার জগৎকে ভাল বাসিতে না পারিব, তত দিন ইহা নিশ্চয় যে এক জনও পৃথিবীতে নাই যাহাকে আমরা যথার্থরূপে ভাল বাসি। কাম, ক্রোধ, এ সমস্ত নির্ম্মূল করিয়া না ফেলিলে কখনই নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার সন্তানদিগকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা জন্মে না।

অতএব যদি অন্তরের এই পশু ভাবকে জয় করিতে পার, তবে ইহলোকেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে। এক একটী করিয়া যে রিপু দমন করিতে হইবে তাহা নহে; কিন্তু ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া ক্রন্দন কর,তিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি প্রেরণ করিয়া সমুদয় রিপুর মূল ভস্মীভূত করিবেন। তাঁহা হইতে জলন্ত অগ্নি আসিয়া অন্তরের সমুদয় পাপ দগ্ধ করিবে। তাঁহার শ্রীচরণ হইতে প্রেম স্রোত আসিয়া অন্তরের সমুদয় মলা প্রক্ষালন করিবে। "সেই প্রেমসিন্ধু, জীব যদি পায় তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু হয় সিন্ধু প্রায়, তরঙ্গেতে পাপ পুঞ্জ ভেসে যায়।" সেই প্রেমের তরঙ্গ আসিয়া যাহার হৃদয়ে লাগে সেখানে কি আর মলিনতা থাকিতে পারে? অনেকে বলেন আমরা দুই চার জনকে ভাল বাসিতে পারি; কিন্তু সমস্ত জগৎকে আমরা কোন মতেই ভাল বাসিতে পারি না; ইহা মিথ্যা কথা, যাহারা ঈশ্বরের সমস্ত জগতকে ভাল বাসিতে পারে না তাহারা বাস্তবিক কাহাকেও ভাল বাসে না। তবে যে তাহারা অনেকের প্রতি ভাল বাসা দেখায়, তাহার মূলে নিশ্চয়ই স্বার্থপরতা রহিয়াছে। যথার্থ স্বর্গীয় অকৃত্রিম ভাল বাসা পক্ষপাতী নহে, ইহা দোষ গুণ নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তানকেই আলিঙ্গন করে। তবে পাত্র এবং ঘনিষ্টতা বিশেষে প্রেমের অল্পাধিক্য থাকিবেই। একবার যদি ঈশ্বরের প্রেম আমার অন্তরে আসে, নিশ্চয়ই ইহা জগৎকে আলিঙ্গন করিবে। কেননা তাহা আমার প্রেম নহে। যিনি জগতকে ভাল বাসেন, তাহা তাঁহার প্রেম। যাহাদের প্রেমের মূলে স্বার্থপরতা তাহারা কেবল আপনার লোককেই ভাল বাসিতে পারে। আপনার মুখের অন্ন যদি অন্যকে দিতে হয় তাহারা কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু যাহারা ঈশ্বর হইতে প্রেম পাইয়াছে তাহাদের প্রেম বাহির হইবেই হইবে। যেমন কৃপাসিন্ধু জগদীশ্বরের প্রেম জগতের জন্য, তেমনই তাঁহার ভক্তের প্রেমও জগতের জন্য। এই জন্যই ভক্তেরা একটী একটী রিপু দমন করিতে চেষ্টা না করিয়া একেবারে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া প্রেম স্রোত ভিক্ষা করেন। পিতার নিকট প্রার্থনাই তাঁহাদের বল। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট কেবল এই চান আমাদের পরস্পরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা দাও। এই ভাল বাসা যত বলের সহিত হৃদয়ে প্রবেশ করে, তত বলের সহিত ইহা জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সংগ্রাম করিয়া তিনি রিপু দমন করিতে চেষ্টা করেন না; কিন্তু ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া গোপনে তিনি জগতের ভাই ভগিনীদিগকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করেন। জগতের পরিত্রাণের ভার নিজের হাতে লইয়া তিনি পথে পথে দেশে দেশে যাইয়া ভাই ভগিনীদের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করেন না, কেননা তিনি জানেন যে নিজের বলে তিনি কাহারও মধ্যে শান্তি রাজ্য আনিতে পারেন না।

বাস্তবিক আমরা নিজে কাহাকেও সদ্ভাব দিতে পারি না, আপনার বলে মাতা পিতা স্ত্রী পুত্রকেও ভাল বাসিতে পারি না। পৃথিবীর প্রেম কৃত্রিম এবং অল্প কাল স্থায়ী, তাহার মধ্যে কলহ বিবাদের কারণ বিদ্যমান, পৃথিবীর প্রেম পাইয়া কেহই সুখী হইতে পারেন নাই। আমাদের মধ্যে যথার্থ নিঃস্বার্থ দয়া মায়া হওয়া কত কঠিন; কিন্তু ঈশ্বরকে দেখিলে নিমেষের মধ্যে হৃদয় প্রেমিক হইয়া যায়। তাহাদেরই মধ্যে যথার্থ প্রেম যাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম। যথার্থ রূপে স্ত্রী পুরুষ কিম্বা ব্রাহ্ম পরিবারকে ভাল বাসার মূলে ঈশ্বরের প্রেম। এই প্রেম ভিন্ন সহস্র যুক্তি দ্বারা কাহাকেও বন্ধু করিতে পারিবে না। কাম ক্রোধ ইত্যাদি এক একটী রিপু দমন করিয়া এক এক বার বন্ধুতা পাইলে আবার তাহা হারাইলে; এই রূপে যত দিন নিজের হাতে পরিত্রাণের ভার রাখিবে, তত দিন তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিতে পারে না। কেননা জগতকে ভাল বাসিতে তখন পর্য্যন্ত তোমাদের ইচ্ছাও হয় নাই। আগে অমুক ব্যক্তির প্রতি অমুক দেশের প্রতি তোমার ভাল বাসা হউক এই জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। তোমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া যথার্থই ভাই ভগ্নীদিগকে ভাল বাসিতে প্রস্তুত কি না, আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখ। ঈশ্বরকে হৃদয়ের শুষ্কতা দেখাইয়া বল ইহাদের প্রতি যেন আমার প্রেম হয়। এই রূপে যথার্থই যদি তোমাদের অন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রেম ভিক্ষা করে নিশ্চয়ই তোমরা মহাশত্রুকেও ভাল বাসিতে পারিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমাদের মন এখনও তেমন করিয়া প্রেমের সাগর পিতার কাছে প্রেমের জন্য কাতর হইয়া প্রার্থনা করে না, তাই এত দিন পরেও তোমাদের মধ্যে প্রেম রাজ্য আসিতে পারিতেছে না। এত দিন পর বুঝিলাম তোমাদের ইচ্ছা যে আমি দূর হই, আমার ইচ্ছা যে তোমরা দূর হও। পরস্পরকে ভাই ভগ্নী বলিতে যদি তেমন ইচ্ছা থাকিত, তবে কি আর এ দুর্গতি থাকিত। কাহাকেও প্রেম দিবার জন্য আমাদের অভিলাষ নাই, তাই আমাদের মিলন হয় না।

যাহাকে দেখিলে তুমি বিমুখ হও, কিরূপে তুমি

তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। যাহার সুখে তোমার দুঃখ এবং ঈর্ষা হয় এবং যাহার দুঃখে তোমার আনন্দ হয়, কিরূপে তুমি তাহার শুভ ইচ্ছা করিবে। ভাল বাসা সামান্য ব্যাপার নহে। যাহার অন্তরে যথার্থ ভাল বাসা আছে সে মহাশত্রুকেও ভাল বাসিতে পারে। দূরের ৫টীর সঙ্গে থাকিতে তোমার ইচ্ছা হয়; কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাক, একত্র আহার কর, একত্র জ্ঞান ধর্ম্ম সাধন কর তাহাদিগকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে না, ইহা কি মনুষ্যের স্বভাব না ঈশ্বরের অভিপ্রায়? পরস্পরকে ঠিক ভাই ভগিনী বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না এবং পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভাল বাসিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, এই অবিশ্বাস, এবং অনিচ্ছা এই দুই মহা শত্রুই আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। যে দিন আমি সমুদয় ভাই ভগিনীকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করিব এবং তোমরাও সকলকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করিবে, যখন আমাদের এই ইচ্ছার বিনিময় হইবে তখনই আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে;

THE PAST AND THE PRESENT.

THE religious beliefs of almost all men seem to centre in the past. Their faith recalls to them a bygone age when the Eternal God vouchsafed to speak with sorrowing mortals—to elect His prophets, and choose the interpreters of His will. To them the heavens blazed with the living glory of the Divine countenance; the winds breathed an articulate whisper; the hill-tops were a glow with an unspeakable presence; the mysteries of human fate stood suddenly revealed; and within them they heard the unmistakable voice "Lo, I am with Thee." Led by that voice they went far and near, spoke strange words, suffered strange sufferings, and moved human society to its very foundations. Mighty revolutions followed their steps, empires rose and fell at their command, nothing seemed impossible to them. To them belonged all inspiration; all real and living communion with God was theirs; they it was who received the tidings of the kingdom of heaven direct, and spoke those tidings, as man never spake before With their death, the living waters of paradise have ceased to flow; the golden gates of Eden have closed to the wandering spirits of mankind. God speaketh no longer; there can be no fresh revelations, there can be no conscious realization of Divine activity moving and breathing in the soul. All the saving dispensations of Providence are in the the past, the present is a dark and dreary blank in which men's allegiance to the history of God's will is to meet its trial in various ways. Thus all faith is confined to the past. The facts of Divine wisdom and mercy, the striking manifestations of God's will and activity among men at the present time, in our own hearts, in the spirits of those among whom we live and move, are blindly and cruelly ignored. Doubt and disbelief fasten upon every one who professes, or manifests any tendency jarring against our self-complacent judgments about the relation between man and God. Every claim to inspiration is an imposture. Every new movement, or organization that is contrary to our experience is worthless and hollow. In principle or in idea, in feeling or in conception, in life, in character, in the thousand relations wherein man stands to his Maker and to his fellowmen, there can be no grandeur, no beauty, no heavenliness, no vital spirituality compared to what the past manifested, or rather to what we think belonged to the past. The prophets' voice is hushed in death; "the fathers have fallen asleep." God has retired behind the gloom of ages, it is the power of evil that is paramount. Believe, as we believe in the facts of Divine dispensation recorded in the past; distrust the present, or perish everlastingly. To such men God is dead, religion is dead, and as a punishment for their scepticism and unbelief, their hearts, and their lives, their prayers, and their practices, show perpetual deadness, or unnatural distortion.

To Brahmos, and to all *really* prayerful men, this worship of the past is gross idolatry, and great dishonor to God. If to man, God is real, He is a Present Reality, not transmitted by the experience of foregone ages, but living, immanent, active, now, and here, within every one of us. If ever God worked any miracle, His wonderful actions are not to be sought in the pages of history, in the extraordinary feats which some men are said to have achieved, or in the disorders of natural law, but in those ever-memorable acts of Providence, which every religious man remembers either in the sacred experiences of his own life, or in the careers of others with whom he has associated. If God speaks at all, He has spoken to you, in response to your weeping appeals when the whole world refused peace and comfort to you. How can the man that knows not the voice of His Father who is by his side, recognize the echo of Divine utterances from a vast distance of time and space? How can a man who is blind to the living hand that hourly weaves around him the web facts and events that guide and regulate his destiny, how can he know the hand that acted in the past, but is inactive now? To banish God into the regions of history, or into the gloom of the past, is only next to banishing Him out of creation altogether. To deny Him the power of offering living, real, and ready inspiration into every waiting soul, is only one step removed from utter atheism. Alas! how many men, apparently devout, are guilty of this secret atheism! No man's faith is safe unless he can recount to himself the undoubted instances of God's profound and living action within his spirit, unless he can still hear that voice calling out to him, leading him, helping him, and giving him hope and light, No church is safe, whose career is not based upon some crowning act of God's special providence, upon recurring, and startling acts, divine dispensation whose whole sweep embraces the past, present, and eternal future. If you find God to be silent in the present history of your soul, or in that of your church, rest assured, with all your belief in dogma, and with all your self-righteousness, your fall is not distant. You may keep up the

corpse of a religion, you may vaunt and denounce, but the holy spirit of truth and love has fled from you. The greatest discipline of a religious life lies not in a blind recognition of doctrine, in a dead allegiance to the attributes of an absent God, but in the felt and conscious reality of his ever-active dispensations in individual history and in the fraternal relations that constitute the church and the household of God. We are not unaware of the past. Rich in an almost inexhaustible mine of spiritual experiences, from which we can draw the resources of our impoverished souls; full of the lives, trials, and triumphs of men whose like we seldom find again; containing the source of those mighty religious movements, which have more than anything else changed the affairs, and destinies of mankind, the past history of Heaven's dispensations offers a spectacle before the grandeur, sublimity, and sacredness of which we bend and uncover our heads with reverence. It is true that those dispensations supply us at many a moment, with the anchor of our faith and hope, and fill our souls with a promise, and with an assurance of all that is highest and holiest in our aspirations. It is true that to many the past explains the present, and without the guarantee that God has given us in the lives of those who suffered as we suffer, and rejoiced, as we hope one day to rejoice, we would sink under the heavy load of sorrows that we bear. But it is equally true that the present explains the past, and he that is a stranger to the work of grace, as it is going on directly within him, and around him among his fellows, can never appreciate the depths and riches of God's infinite wisdom and love in ages gone by. Nay we further believe that the world instead of going behind, has advanced forward since the prophets spoke. And he that fails to discover that progress, and spiritually partake of it in an intenser and more living communion with the spirit of God than many, the very best among forefathers could enjoy, are as unworthy of the past, as of the present. He that fails to discover as great if not greater miracles in the present than those which were wrought in the past, will not find much to mature his faith, or keep it steady against the assaults of an unbelieving, and hard-reasoning world. The discipline of facts would then embrace both the present and the past, the present much more than the past, because God is an Ever-present Reality filling all space and time. No profusion of feeling, no height of occasional enthusiasm, no correctness of doctrine can protect our faith, and save us at the time of difficulty and unprecedented trials, except the hard everlasting rock of facts and dispensations which have undeniably proceeded from the supreme will of Him who is the Auther and Ordainer of all spiritual life. Let our church stand on the creed of acknowledged facts, both present and past, let us believe our Father speaketh unto us, as He spake unto His prophets and servants in olden times; let us not distrust God's action upon the spirit, and our faith shall bear fruit into salvation.

প্রার্থনা।

হে ব্রাহ্মদিগের পিতা, মনে করিয়াছিলাম আমি আর সকলের সঙ্গে মিলিয়া ধৰ্ম্ম সাধন করিব না; তাহাতে কেবল দশ জনের মন রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, মন রক্ষা করিতে না পারিলে তাঁহাদের বিরক্তিভাজন হই, পাপি-সন্তপ্ত হৃদয় কত সময় তাঁহাদের রূঢ় বাক্য শুনিয়া আরও জর্জ্জরিত ও দগ্ধ হয়, আমিও তাঁহাদের রীতি নীতিতে সন্তুষ্ট নহি, তাঁহারাও আমার রীতি নীতিতে সন্তুষ্ট নহেন। আমি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপনি যেমন বুঝি সেই রূপ চলিতে দৃঢ়সংকল্প হইলাম। পিতা, তুমি জান তাহাতে আমার প্রথমে কত উৎসাহ বাড়িল, কত ভক্তির সহিত তোমার উপাসনা করিতে লাগিলাম, আপনাকে কতই স্বচ্ছন্দ অনুভব করিলাম, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিয়া কতই সুখী হইলাম। কিন্তু যেমন শুষ্ক পত্র রাশি প্রজ্বলিত হইয়া পরক্ষণেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেই রূপ আমার উৎসাহ ভক্তি শান্তি অল্প কালের মধ্যেই কমিয়া আসিল, হৃদয় ফাঁক হইয়া পড়িল, কেবল বলপূর্ব্বক মিথ্যা উৎসাহ দেখাইয়া আপনাকে প্রতারিত করিতে লাগিলাম। সংসারের সম্পূর্ণ জয় হইল আমার হস্ত পদ ভাল করিয়া বাঁধিতে সংসারকে অনুমতি দিলাম। হে বিশ্বপতি, তোমার দুর্ব্বল সন্তানের এক্ষণে কি রূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে একবার দর্শন কর। সকল ভাইকে ছাড়িয়া আপনার পথে চলিয়া দেখ এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। সে ভক্তি উৎসাহ কোথায় গেল, রিপু সকল দিন দিন কি ভয়ানক বল ধারণ করিয়া আমাকে তাহাদের পদানত করিতেছে, এক সময়ে কত আশা কত বিশ্বাস করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম এ জীবন নিশ্চয়ই তোমার আদেশমত অতিবাহিত করিব, কিন্তু দেখ সে স্বর্গীয় আশা প্রভৃতি অন্তরের অমূল্য রত্ন সকলকে কোথায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম ধৰ্ম্মের আশ্রয়ে থাকিব, দেখি এখন সংসারের সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। পিতা, তুমি আপন পথে চলিতে দিয়া কি আমার বল পরীক্ষা করিলে? পিতা তুমি কি জানিতে না যে আমি সে পরীক্ষার উপযুক্ত নহি? হে পিতা, আমার অপরাধের কি ক্ষমা হইবে না? তুমি দয়া করিয়া আমার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে আমার দুঃখের দিকে তাকাইতে বল, যাহাতে তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পুনর্ব্বার টানিয়া লন এই কর। পিতা আমি এক্ষণে একবারে বলহীন হইয়া পড়িয়াছি, আমার এমন শক্তি নাই যে আমি আপনার বলে তাঁহাদের একজন হইয়া আবার সুখ সূর্য্যের মুখ দেখিতে পারি। পিতা আমাকে এই হীন অবস্থা হইতে উত্তোলন কর, আমাকে আবার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের আশ্রয় প্রদান কর। তুমি দয়া করিয়া এই ব্রাহ্ম সন্তানকে রক্ষা কর।

যজ্ঞোপবীত পৌত্তলিক চিহ্ন এবং পৌত্তলিকতা কি না?

যজ্ঞোপবীত আর্য্যজাতির জাতীয় চিহ্ন, উহার সহিত ধৰ্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই, অনেকের মনে এই অলীক সংস্কার বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে। কতকগুলি অগ্রসর

হইতে অসমর্থ অথচ দেশসংস্কারক বলিয়া অভিমানী ব্যক্তি প্রথমতঃ এই অযথা সংস্কার প্রচলিত করেন। আমরা অদ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যজ্ঞোপবীত যে শুদ্ধ আর্য্যজাতিনির্দ্দেশক চিহ্ন নহে, উহার সহিত ধর্ম্মের সবিশেষ যোগ আছে ইহা প্রদর্শন করিব। পাঠকবর্গ একটু মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবেন প্রচলিত সংস্কার কতদূর অমূলক।

বিষয়টি বুঝিবার পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং তৎসাধক উপকরণ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝা নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দুগণের সকল অনুষ্ঠানেই সমুদায় উপকরণ সামগ্রী দেবতা। যজ্ঞের উদুখল দণ্ডাদি এমন কি উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত একএকটি দেবতা। অথর্ব্ববেদে ইহাদের নামে গাথা পর্য্যন্ত আছে। হিন্দুগণ এরূপ কেন মনে করেন? তাঁহারা মনে করেন, এই সকল সাধনের আশ্চর্য্য লোকাতীত শক্তিতে তাঁহারা আরাধ্য দেবতাকে বশীভূত করিবেন, তাঁহাদিগের কর্ম্ম সফল হইবে। অনেক সময়ে এই সকল সাধন সামগ্রীর পূজা এবং চৈতন্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে। সকলেই জানেন যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থি অর্পণ সময়ে তাহার চৈতন্য সম্পাদন জন্য অর্থাৎ তাহাকে দেবতা করিয়া তুলিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করা হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞোপবীতাদি হিন্দুগণের নিকট এক একটি জড়োপাসকগণের দেবতা।

অনেকে যজ্ঞোপবীতকে রাখা না রাখা সমান মনে করেন। এটি তাঁহাদের ভ্রম। যাঁহারা পরমহংস ব্রত অবলম্বন করেন নাই অর্থাৎ যাঁহারা সমুদায় বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মভূত হন নাই, তাঁহাদিগের ইহা পরিত্যাগে অধিকার নাই। কর্ম্মানুষ্ঠান এই যজ্ঞোপবীত ভিন্ন কখনই হইতে পারে না। যে সকল পরিব্রাজক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী এবং বেদাদি অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা কখন যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ পরিব্রাজক ধর্ম্মে কথিত হইয়াছে,

"উপাসনে গুরূণাং বৃদ্ধানা মতিথীনাং হোমে জপ্যকর্ম্মণি ভোজনে আচমনে স্বাধ্যায়ে চ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ।"

বেদাধ্যয়ন যজন যাজনে যজ্ঞোপবীত আবশ্যক। বেদাধ্যয়ন না করিলে শূদ্রত্ব লাভ হয়। সুতরাং বেদত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"বেদসংন্যাসনাচ্ছূদ্র স্তস্মাদ্বেদংন সংন্যসেৎ।"

"স্বাধ্যায় এবোৎ সৃজমানো বাচমিতি।" আপস্তম্বঃ।

"ব্রহ্মোজ্ঝাং বেদনিন্দা চ কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতান্নাদ্যযোর্জ্জগ্ধিঃ সুরাপানসমানি ষড়্।"

বেদপাঠ যজন যাজনে যজ্ঞোপবীত আবশ্যক ইহার স্পষ্ট বিধান দৃষ্ট হয়।

"যজ্ঞোপবীতোবাধীয়ত যাজয়েদ্যজেত বা।"

অনেকে মনে করিতে পারেন, যদি এই সকল বিধি শাস্ত্রে স্পষ্ট অবস্থান করিল, তবে দণ্ডী এবং অন্যান্য নিরাশ্রম ব্যক্তিগণ উহা কেন পরিত্যাগ করেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যজ্ঞোপবীত কর্ম্মানুষ্ঠানের সাধন। যাহারা সংসারে থাকিয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে "আমি ব্রহ্ম" এরূপ জ্ঞান বিরহিত, তাহাদিগের যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগে অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে এত দূর কঠোর শাসন যে যদি আহারে পর্য্যন্ত "আমি ব্রহ্ম" জ্ঞান ক্ষণ কালের জন্য বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে আহারও পরিত্যাগ করিবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম ব্রাহ্মণে

"অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা" ইত্যাদি শ্রুতির ভাষ্যে* শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,

"তথাপি কিং তেনেতি চেৎ। যদি স্যাদ্বাঢ়ং।"

তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দগিরি এই ভাষ্যের এই রূপ অর্থ করিয়াছেন।

"তথাপীতি। যদি নিষ্ক্রিয়াত্মজ্ঞানাদশেষনিবৃত্তিঃ স্যাত্তর্হি তদস্মাভিরপি স্বীক্রিয়তে। সত্য মিত্যঙ্গীকরোতি যদীতি। যদি তু ক্ষুদাদিদোষপ্রাবল্যাদাত্মানং নিষ্ক্রিয়মপি বিস্মৃত্য প্রার্থনাদিপরো ভবতি, তদা নিবৃত্ত্যুপদেশোঽপি ভবত্যর্বানিতি ভাবঃ।

নিষ্ক্রিয় আত্মজ্ঞান হইলে অশেষ বিষয়ের নিবৃত্তি হয় ইহাতে ভিক্ষাচর্য্যে প্রয়োজন কি? এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কারণ যদি ক্ষুদাদি দোষের প্রাবল্যে আত্মা নিষ্ক্রিয় ইহাও বিস্মৃত হইয়া ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সমুদায় হইতে নিবৃত্তি হইবার উপদেশই যুক্ত।

"অহং ব্রহ্ম" অভিমানী ব্যক্তিরা সমুদায় প্রকারের অনুষ্ঠান এবং তৎ সাধনকে অজ্ঞানতা মূলক মনে করিয়া থাকেন। এই অজ্ঞানতা "অহং ব্রহ্ম" জ্ঞানের বিরোধী, সুতরাং কর্ম্ম এবং তৎ সাধন সকল পরিত্যাগ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। আধুনিক বৈষ্ণবগণ "অহং ব্রহ্ম" মতাবলম্বী নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও "শিখা-সূত্র" পরিত্যাগ আছে। যাঁহারা আশ্রমপরিত্যাগী এবং সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠান বিরহিত, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃকই উহা অনুসৃত হয়। বাস্তব হিন্দু শাস্ত্র মতে পরমহংস পরিব্রাজ্য বা ত্যাগীরই যজ্ঞসূত্রাদি পরিত্যাগে অধিকার, গৃহী কর্ম্মানুষ্ঠায়ী অপরাশ্রমীর প্রতি তত্তৎ পরিত্যাগে অধিকার নাই ইহা নিশ্চয় কথা। কর্ম্মানুষ্ঠানে যজ্ঞসূত্র অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, উহা দেবতাবিশেষ। সুতরাং কর্ম্ম ফল আনয়নে সমর্থ। এই জন্যই সমাবর্ত্তনে উল্লিখিত হইয়াছে,

"প্রজাপতি ঋষি র্যজ্ঞোপবীতং দেবতা সমাবর্ত্তনে যজ্ঞোপবীতদ্বয়পরিধাপনে বিনিয়োগঃ।"

শুদ্ধ দেবতা বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া হয় নাই, উহাকে চেতনবৎ সম্বোধনও করা হইয়াছে,

"ওঁ যজ্ঞোপবীত মসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপ নেহ্যামি।"

এখন এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও আর কে যজ্ঞোপবীতকে নিম্নতর পৌত্তলিকতা এবং পৌত্তলিক চিহ্ন স্বীকার না করিবেন! যাঁহারা নিলর্জ্জ ভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু আদির পূজাকে (এরূপ হইবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম) বালকসুলভ যুক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম পূজা বলিয়া প্রচার করিতে পারেন, তাঁহারাই এই অধমতর জড়োপাসনার অনুসরণ করিতে পারেন, অন্যে নহে। এ কথা বলা অতিরিক্ত যে, যাঁহারা ব্রহ্ম হইতে চান, তাঁহাদিগের এই অধমতর পৌত্তলিকতা এবং পৌত্তলিক চিহ্ন সর্ব্বথা দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য।

সংবাদ।

গত ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮ টার পর ভারতাশ্রমে একটী ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

* উপরোদিত প্রমাণ সকল ঐ স্থলেই সংগৃহীত হইয়াছে।

ব্রাহ্মিকাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বিস্তারিতরূপে শিক্ষা দেওয়া এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন উপদেশ প্রদান করিতেছেন। সপ্তাহে দুই দিন মঙ্গলবার এবং শুক্রবার রাত্রি ৮ টার সময় উপদেশ হইয়া থাকে। উপদেশ গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার মধ্যে তিনটী উপদেশ হইয়াছে, দুইটী মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য প্রতি উপদেশ /০ মাত্র।

গত ১৬ বৈশাখ লাহোরের নূতন ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সকলে সমবেত হইয়া সেখান হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সহরের বাহিরে নূতন গৃহে গমন করেন। একজন বাঙ্গালী, একজন পাঞ্জাবী নিশান ধরিয়াছিলেন। পথি মধ্যে প্রায় ৬০০।৭০০ সে দেশীয় লোক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। প্রাতে হিন্দী এবং উর্দ্দুতে উপদেশ হইয়াছিল, অপরাহ্নে ভজন ও উপাসনা হইয়াছিল, রাত্রিতে ইংরাজিতে বক্তৃতা হয়। রাত্রি ৯ টার সময় সকলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে গমন করেন। সেই দিন অনেক গুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করাও হইয়াছিল। আমরা আশা করি মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লাহোরের ভ্রাতাদিগের উৎসাহ ভক্তিও চিরস্থায়ী ভাব ধারণ করিবে। দুঃখের বিষয় কোন প্রচারক তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে পারেন নাই।

১৫ বৈশাখ শনিবার রজনীতে বালিয়াটী নিবাসী মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূরচন্দ্র রায়ের হাটখোলার ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন উপাসনা করেন।

২০ শে বৃহস্পতিবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের দশম সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে।

কটকের ব্রাহ্মগণ যাহাতে উপাসনাশীল হন শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত সে বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। তিনি একটী ব্রাহ্মবিদ্যালয়ও খুলিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষণে অমৃতসরের নিকট ধর্ম্মশালায় বাস করিতেছেন।

ভারতবর্ষে রোমান কাথলিক ধর্ম্মের প্রভাব বাড়িতেছে। প্রটেষ্টান্টেরা ভয় করিতেছেন, তাঁহাদের দল ভাঙ্গিয়া পাছে রোমান কাথলিকেরা পরিপুষ্ট হন।

বিলাতের সাহেবেরা বৎসরের মধ্যে ১০০ এক শত কোটি টাকার উপরে খরচ করেন। ধর্ম্মার্থে তাঁহাদিগের দুই কোটি টাকা ব্যয় হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের যে সাংঘাতিক পীড়ার কথা আমরা গত বারে লিখিয়াছিলাম, তাহার অনেকটা শান্ত হইয়াছে।

অনেকের ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য আগামী বৎসরে শেষ হইয়া গিয়াছে. আশা করি সকলে তাঁহাদের এ বৎসরের মূল্য ত্বরায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত অবস্থা কি এ বিষয় জানিতে অনেকেরই বাসনা। অনুন ৪২ বৎসর হইল এ দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে দেশের অবস্থা কতদূর উন্নত করিয়াছে ইহা পর্য্যাবেক্ষণ করা কি প্রত্যেক ব্রাহ্মের উচিত নহে? ধর্ম্মভাব কি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এ প্রকার বদ্ধমূল হইতেছে যে হিন্দুসমাজের উত্তাল তরঙ্গমালা ইহাদিগকে সময়ে গ্রাস করিতে পারিবে না? যথার্থ বটে ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মের সংখ্যা কত অধিক বৃদ্ধি হইতেছে? অন্য অন্য নগরীর কথা দূরে রাখিয়া আমাদিগের রাজধানীর প্রতি দৃষ্টি করিলে এই কথা কি অনেক পরিমাণে সাধারণের নিকট সত্য বোধ হয় না যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম লোপ হয়? যাহারা এক সময়ে সাধারণের নিকট ব্রাহ্ম বলিয়া গৌরব করিয়া ভারতসংস্কারে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে কোথায়? দেখুন আপনাদিগের মধ্যে ধন পদ বা জ্ঞানাভিমানী যত গুলি ছিলেন ক্রমে ক্রমে একে একে সকলেই বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। কেনই বা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন আর কেনই বা পরিত্যাগ করিলেন ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা কি নিতান্ত বিধেয় নহে? উহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই যে নিঃস্বার্থ ভাবে ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন তাহা কে সন্দেহ করিতে পারেন? তবে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের সুমধুর ভাব অপেক্ষা কঠিন ভাব এত প্রবল যে তাহাদিগের জীবন কঠোর ভাবে শুষ্ক হইয়া গেল? ইহা যদ্যপি সত্য হয়, তাহা হইলে মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে কোন কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা সন্দেহ। কিন্তু আপনারা, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছেন, কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুরতা যে কঠিনতা অপেক্ষা ন্যূন ইহা স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যত কেন কঠিন হউক না ইহার মধ্যে যে অপূর্ব্ব মিষ্টতা নিহিত রহিয়াছে ইহা আপনাদিগের নিকট বিশেষ জীবন্ত সত্য। তবে আবার প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইলাম ঐ সকল লোক কেন চলিয়া গেল? কোন্ মনুষ্য অমৃত আস্বাদন করিয়া সংসারের দুর্গন্ধে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? শারীরিক সম্বন্ধে পীড়া যে প্রকার, অধ্যাত্ম সম্বন্ধে ধর্ম্মের বিকৃতি সেইরূপ এবং সমাজ সম্বন্ধেও ততোধিক। শরীরকে নিয়ম দ্বারা শাসন না করিলে যেমন কষ্ট করে ও অকালে কাল গ্রাসে নিপতিত করে, সেইরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়ম দ্বারা শাসিত না হইলে কখন প্রতিষ্ঠিত বা স্থায়ী ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। বলুন দেখি মহাশয়, আমাদিগের ধর্ম্মে বা সমাজে কি প্রকার নিয়ম দ্বারা আমরা শাসিত যে আমরা চিরকাল সুস্থ থাকিব? অথবা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কয় জন ব্রাহ্ম আছেন (প্রচারক ভিন্ন) যাঁহারা শাসিত হইলেও পলায়ন করিবেন না?

আপনার নিকট, আপনার সমুদায় ব্রাহ্ম পাঠকবর্গের প্রতি বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আর উদাসীন না থাকিয়া যাহাতে ব্রাহ্মেরা পরস্পর জীবন সূত্রে গ্রথিত হন ও ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজ আমাদিগের প্রিয়তম ভ্রাতাদিগকে গ্রাস করিতে সক্ষম না হয়, ইহার প্রতিবিধান জন্য আপনারা তৎপর হউন। নিশ্চিন্ত থাকিলে কখনই ভারতের দুঃখ দূর হইবে না।

কলিকাতা,
২৭শে বৈশাখ, ১৭৯৫। } ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬ষ্ঠ ভাগ।
১০ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বল ঐ ৩৷৹

কম্‌ট কৃত দর্শন।

গতবারে কম্‌টকৃত বিজ্ঞানবিভাগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। অদ্য কেবল রসায়ন বিজ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করিতে আমরা অভিলাষ করিতেছি। কোন প্রকারের উপকার বা অভিপ্রায় সাধন জন্য প্রাকৃতিক বিষয় সকলের পরিবর্ত্তন সাধন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতেই আরম্ভ হয়। নিম্ন ও ঊর্দ্ধশ্রেণীর বিজ্ঞাননিচয়ের সহ পরস্পর একতান সম্বন্ধ এবং অল্প কিছু দেখিয়া তাহা হইতে কি হইবে নির্দ্ধারণ করিবার সামর্থ্য এই দুইটী হইতে বিজ্ঞানের পূর্ণতা অবধারিত হয়। বিজ্ঞানে আনুমানিক সিদ্ধান্ত (Hypothesis) প্রযুক্ত হয় না, এরূপ নহে। অনেক বিধ আবিষ্কার এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া সাধিত হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে এই দেখিতে হইবে যে উহার সিদ্ধান্ত এরূপ হওয়া চাই যে উপযুক্ত অবস্থা উপস্থিত হইবা মাত্র উহার যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে। আনুমানিক সিদ্ধান্ত ঠিক পরিদর্শন ও যুক্তি সম্ভূত হইলে নিয়ত যথার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি শেষবৎ (Induction) পূর্ব্ববৎ (Deduction) সাধন বিজ্ঞানে দুইই প্রয়োগ হয়। সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

রসায়ন বিজ্ঞান—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে ইহাতে জটিলতা অধিক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে দুইটী পদার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া একটির উপরে আর একটি কার্য্য করে, উহাদের দুইটির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট বুঝা যায়। রসায়ন বিজ্ঞানে পরমাণু সকল একটির উপরে অন্যটি কিরূপে কার্য্য করে জানা যায়, কিন্তু উহাদিগের স্বতন্ত্রত্ব অলক্ষিত। সুতরাং উভয় বিজ্ঞানই পুঞ্জীভূত বস্তু লইয়া। যে প্রণালীতে এই পুঞ্জীভূত বস্তুনিচয়ের গতি হয় বিজ্ঞান তাহা নির্ণয় করে, কিন্তু জ্যোতিষ শুদ্ধ উহার গতি এবং রসায়ন গতিজন্য উহার সংযোগ নির্দ্ধারণ করে। এক অপরিজ্ঞেয় শক্তি এই সকলের মধ্যে সংস্থিত থাকিয়া তাহার আভিমুখ্য অর্থাৎ শক্তি যে অভিমুখে গমন করে তাহার বিচিত্রতা অনুসারে পরিদৃশ্যমান বিষয় সকলের বিচিত্রতা সম্পাদন করে। স্বাভাবিক বা মনুষ্যকল্পিত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আণবিক এবং বিশেষ বিশেষ গুণ জন্য ক্রিয়া হইতে যে সংযোগ এবং বিয়োগ উপস্থিত হয়, তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণ করা রসায়ন বিজ্ঞানের সাধারণ উদ্দেশ্য।

অল্প কিছু দেখিয়া কি হইবে নির্দ্ধারণ করা

বিজ্ঞানের লক্ষণ। রসায়ন বিজ্ঞানে উহা এই-রূপে নির্দ্ধারিত হয়। অমিশ্র বা বিমিশ্র যে যে পদার্থের গুণ জানা আছে, সেই সকলকে লইয়া নিশ্চিত অবস্থাধীনে রাসায়নিক সম্বন্ধে সংস্থাপন করিলে, তাহা হইতে কি রূপ ক্রিয়া উপস্থিত হইবে এবং সেই নূতন পদার্থের কি কি প্রধান গুণ হইবে, নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়। রসায়ন বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য—যে যে অমিশ্র পদার্থের গুণ জানা আছে, তাহা হইতে যে যে গুণবিশিষ্ট মিশ্র পদার্থ হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা। মিশ্র পদার্থ সকল দুই শ্রেণীর (১) মুল সংযোগ সকলের অল্প বিস্তর বিমিশ্রতা, (২) সংযুক্ত মুল পদার্থ সমূহের অনেকের একত্র সমাবেশ।

জ্যোতিষে শুদ্ধ দর্শনেন্দ্রিয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শে-ন্দ্রিয়, রসায়ন বিজ্ঞানে অবশেষ রসনেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহ পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য একত্র দৃষ্ট হয়। জ্যোতিষে সাক্ষাদ্দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সাক্ষাদ্দর্শন এবং পরীক্ষণ, ইহাতে সাক্ষাদ্দর্শন, পরীক্ষণ এবং সাদৃশ্যীকরণ এ তিনেরই একত্র যোগ। রসায়ন বিজ্ঞানে অবিমিশ্রীকরণ (Analysis) বিমিশ্রীকরণ (Synthesis) এ দুয়ই প্রযুক্ত হয়। একটি পদার্থ অবিমিশ্র অবস্থায় আনয়ন করিতে গিয়া সেই অবিমিশ্র করিবার প্রণালীতেও অন্য পদার্থ সহ মিশ্র হইয়া পড়ে, সুতরাং পদার্থের উচ্চতর নিম্নতর বিমিশ্রতা জানিয়া রাখা আবশ্যক। ইহা হইলে অবিমিশ্রতা আমরা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (ইহার মধ্যে জ্যোতিষও অন্তর্ভূত) এবং রসায়ন বিজ্ঞানে (অশারীর এবং শারীর) এই প্রভেদ যে, প্রাকৃতিক দৃশ্যমান বস্তুতে বস্তুন্তর হইতে শক্তি সংক্রামিত হয়, রাসায়নিক পদার্থে শক্তি সেই পদার্থের অন্তর্নিহিত। উহা আর একটি শক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া উভয়েরই পরিবর্ত্তন এবং সেই দুইটি হইতে অন্য বিধ একটি পদার্থ উৎপাদন করে। রসায়ন বিজ্ঞান সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত যেমন এক দিকে সম্বদ্ধ, অন্যদিকে আবার উহা অমনি শারীর বিজ্ঞানের মূল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞানের ফল সাপেক্ষ নহে, কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানের প্রত্যেক ফল প্রাকৃতিক ফল সাপেক্ষ। এইরূপে রসায়নবিজ্ঞান পাকতঃ জ্যোতিষ এবং গণিত বিজ্ঞানের সহায়তা সাপেক্ষ। রসায়ন বিজ্ঞানে পরিবর্ত্তন সাধন করিবার সামর্থ্য আরো বর্দ্ধিত হয়।

শারীর রসায়ন—ইটি দুই ভাগে বিভক্ত। (১) ঠিক রসায়ন বিজ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ (২) শারীর বিজ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ। শারীর এবং অশারীর রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে প্রভেদ করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, উপস্থিত নির্ণেয় বিষয়-টিতে শুদ্ধ রাসায়নিক মুলতত্ত্ব নিয়োগ করিলে চলে অথবা উহাতে কোন শারীরিক ক্রিয়া অবস্থান করিতেছে। শারীর অশারীর এ দুয়ের মধ্যে মুলপদার্থগত কোন ভিন্নতা নাই, কেবল সমাবেশের তারতম্য। শ্বেতসার, কাষ্ঠ, চিনি, এই তিনটি গুণে ভিন্ন, মুল পদার্থ সং-যোগে এক। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় একটি পদার্থের পরমাণুর সমাবেশ পরিবর্ত্তিত হইলে উহা আর সে বস্তু অবস্থান করে না, অন্য বস্তু হইয়া যায়*। প্রাণের ক্রিয়া-দ্যোতক শারীর বিজ্ঞান হইতে ইহাকে ভিন্ন করিবার কারণ এই যে একটি পদার্থ শারীর হইলেও উহা অপ্রাণ হইতে পারে। ঐ শারীর পদার্থ বিনিহিত শক্তিই বিশেষ প্রণালীতে প্রকাশ পাইয়া প্রাণরূপে অভি-ব্যক্ত হয়।

* পারা এবং গন্ধক দুইটি বর্ণাদিতে ভিন্ন, উহা একত্রে মিশ্রিত হইয়া অত্যুজ্জল কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলী হয় তাহাই আবার পুট দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ হিঙ্গুল হইয়া যায়। এখানে পরমাণুর সমাবেশের পরিবর্ত্তনে এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

শারীর এবং অশারীর পদার্থের মধ্যে সাধারণ ভিন্নতা এই যে অশারীর পদার্থে দুইটি, শারীর পদার্থ তিনটি চারিটি মূল পদার্থের যোগ হয়। শারীর অশারীর পদার্থে মূল পদার্থ এক, ভিন্নতা এই যে অশারীর পদার্থ অপেক্ষা শারীর পদার্থে পরমাণুর সংখ্যা* অধিক। যেমন জল অশারীর পদার্থ। উহাতে হাইড্রোজেন অক্সিজন এই দুইটি মূল পদার্থ আছে। হাইড্রোজেন এক, অক্সিজেন † এক। কিন্তু আমরা উপরে যে শ্বেতসার, চিনি ও কাষ্ঠের দৃষ্টান্ত দিয়াছি, উহা শারীর পদার্থ। উহাতে জলের ন্যায় দুইটী পদার্থ না থাকিয়া কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন তিনটি পদার্থ আছে। চিনিতে উহা চব্বিশ চব্বিশ, শ্বেতসারে ২৪, ২০, ২০, কাষ্ঠে কার্ব্বণের ভাগ অধিক। মূল পদার্থের যোগ গুণিতক প্রক্রিয়াতে হয়। গুণিতক প্রক্রিয়া এই রূপ, যেমন নাইট্রোজন (যবক্ষার জান) অক্সিজেনের (অম্লজান) সহিত সম্মিলিত হইয়া যে ভিন্ন ভিন্ন মিশ্র পদার্থ হয়, তাহাতে একই পরিমাণ নাইট্রোজনের সঙ্গে অক্সিজেন ৮,১৬,২৪,৩২,এবং ৪০, এই গুণিতক প্রক্রিয়াতে সংযুক্ত হয়। সুতরাং শারীর অশারীর পদার্থ বিভেদ করিবার প্রথম নিয়ম, —শারীর অশারীর পদার্থের মূল পদার্থ এক, শারীর পদার্থ অধিক গুণিত অর্থাৎ উহাতে পরমাণুর সংখ্যা অধিক। দ্বিতীয় নিয়ম এই— যেখানে অধিক গুণিত অর্থাৎ পরমাণুর সংখ্যা অধিক সেখানে মিশ্রণেরও ইয়ত্তা নাই, এবং সকল মূল পদার্থ গুলি পরস্পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিলিত হয়। শারীরিক পদার্থ সমূহে এই সকল দেখা উচিত। (১) মূল পদার্থ কি কি? (২) এই সকল কি প্রণালীতে সংযুক্ত, (৩) এই সকলের আকার। অশারীর হইতে একেবারেই শারীর পদার্থ হয় না। অশারীর হইতে শারীরপ্রায়, শারীরপ্রায় হইতে শারীর। জল অশারীর, বীজাভ্যন্তরস্থ পুষ্টিসাধক রস শারীরপ্রায়, সেই রস বৃত্তাকৃতি ধারণ করিয়া শারীর হয়। সুতরাং তৃতীয় নিয়ম এই— শারীরপ্রায় পদার্থসকল বৃত্তাকার হইয়া শারীর পদার্থ হয়। শারীর পদার্থ সকলের মধ্যে অনেক প্রকারের ভিন্নতা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূল পদার্থ সকলের মিশ্রণ এবং আকারের ভিন্নতাতে উহা হইয়া থাকে। নূতন নূতন সংযোগে নূতন ভিন্নতা উপস্থিত হয়, সহজ হইতে ক্রমে জটিল হইয়া পড়ে।

* পরমাণুর সংখ্যা অধিক বলাতেই বুঝা যাইতেছে, অশারীর পদার্থে যে পরমাণুর শক্তি অবস্থিতি করিতেছে, শারীর পদার্থে তাহারা শক্তি তদপেক্ষা সমধিক। রাসায়নিক মূল পদার্থের সংযোগ যেমন গুণিতক প্রক্রিয়াতে, উহার শক্তিও তেমনই সেই প্রক্রিয়াতে উত্তরোত্তর অধিক হয়।

† অক্সিজেন হইতে হাইড্রোজেন লঘু। ভারত্বে অক্সিজেন হাইড্রোজেন অপেক্ষা আট গুণ। অতএবই বলা হয়, ৮ ভাগ অক্সিজেন একভাগ হাইড্রোজেনে মিলিত হইয়া জল হয়। এক পদার্থের একটি সহ অন্য পদার্থের এক বা দুই বা তিন ইত্যাদি পরমাণু মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণের ভাগকে সম (Equivalent) বলে।

সমাজ সংগঠনের আবশ্যকতা।

অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মসমাজের যে আদর্শ ভবিষ্যতে একদিন জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই আপন ক্রোড়ে স্থান দিয়া এক পরিবারে বদ্ধ করিবে, তাহার প্রথমাবস্থা কিরূপ এবং তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় কত দূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, ব্রাহ্ম মাত্রেরই তদ্বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সেই সার্ব্বভৌমিক সমাজের ভিত্তি স্থাপনের জন্য এ তাবৎ কাল নানা স্থান হইতে যে সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে কি না ইহা একটী গুরুতর চিন্তার বিষয়। কিন্তু পূর্ণ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া যদি রীতিমত একটী পৃথক্ সমাজ সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হওয়া যায়, তাহা হইলে অতি উদার মতাবলম্বী ব্যক্তিরা হয়ত ঈষৎ হাস্য করিয়া গর্ব্বিতভাবে বলিয়া উঠিবেন যে

হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন করিতে গেলে জগতে আর একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা হইবে, অতএব তাহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ভাব। হিন্দুসমাজের অভেদ্য অঙ্গ হইয়া অবস্থিতি করিব এবং ক্রমে সমস্ত হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজ করিয়া তুলিব ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। এই কথা বলিতে বলিতে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কত লোক আমাদের চক্ষের সম্মুখে পৌত্তলিকসমাজের সহিত একীভূত হইয়া গেলেন। যাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল হিন্দুসমাজে আবদ্ধ তাঁহারা চিরকালই এই কথা বলিবেন; এবং সেই মত ঘোষণা করিতে করিতে একদিন হিন্দুসমাজের উদরস্থ হইবেন। কিন্তু মনুষ্যসমাজকে ব্রাহ্মসমাজ করা যাঁহাদের ধর্ম্মের আদেশ, তাঁহারা সেই সমাজের পূর্ণ আদর্শের সমীপে উত্থিত হইবার জন্য তাহার প্রথম সোপান নির্ম্মাণ না করিয়া আর এখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ইহাতে ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে মিশ্রিত অমিশ্রিতের তারতম্য কিছু স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইবে, কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না। কারণ যাঁহারা সরলভাবে আন্তরিক যত্ন সহকারে ব্রাহ্মপরিবার ভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ইহাতে কখনই দুঃখিত হইবেন না; আর যাঁহারা অগ্রসর হইবেন না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অথচ অন্যে অগ্রসর হইলে তাহাতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইতে পারেন; কিন্তু তাহার আর কোন উপায় নাই। যতদূর তাঁহাদের সঙ্গে যোগ রাখা সম্ভব, তাহা রাখিয়া পৃথক্ রূপে একটী সমাজ সংগঠন করা সর্ব্ব বিধপ্রকারে সঙ্গত বোধ হইতেছে। আমরা হিন্দুসমাজের বক্ষস্থলে বসিয়া একটী অসাম্প্রদায়িক বিশুদ্ধ সমাজ নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রত্যেক নরনারীকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে যদি আহ্বান করিলাম, তবে আর তাহার সাম্প্রদায়িকতা কোথায় রহিল? ইহাকেও যদি কেহ সাম্প্রদায়িক বলিতে চাহেন বলুন। যত দিন পাপ-পুণ্যের প্রভেদ থাকিবে, সামাজিক শাসন থাকিবে, তত দিন এ পার্থক্য ভাব কেহ বিনাশ করিতে পারিবেন না।

এই প্রস্তাবিত সমাজের আবশ্যকতা অদ্যাপি অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। কেহ বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতার সহিত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, কেহ বা হিন্দুসমাজের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় আছেন, আবার কেহ কেহ নিঃশব্দে দুই এক পদ করিয়া পশ্চাতের দিকে প্রতিগমন করিতেছেন। এই অবস্থা কি ব্রাহ্মদিগের নিরাপদ অবস্থা? কখনই নহে। যাঁহারা চির জীবনের জন্য ব্রাহ্ম হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া জগতে পরিচিত এবং চিহ্নিত হইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে আর কাহার নিকট সহানুভূতি লাভ করিবেন? সুতরাং এ সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাঁহাদিগকে একত্রে সমাজ বদ্ধ হইতে হইবে। যে কোন কার্য্য হউক তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকা আবশ্যক। কোন্ সকল ব্যক্তিকে আপাততঃ আমরা আমাদের বলিয়া বুঝিতে পারিব যদি কোন একটী সমাজ বন্ধন না থাকে? ধর্ম্মের জন্য একজন লোক তাড়িত হইলে সে ব্যক্তি যায় কোথায়? অন্ততঃ এক শত সমরনিপুণ সাহসী সৈন্য যদি আমরা পাই, তাহা হইলে আমাদের বল উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা আমরা কোথায় পাইব? এ প্রকার ব্রাহ্ম একজন যে দেশে বাস করেন সে অঞ্চলের লোক কি তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে না? ব্রাহ্মেরা কেন্দ্র বিমুখ গতিতে ধাবিত হইয়া মধ্যবিন্দু পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পরস্পর হইতে দূরেই গমন করিতেছেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? বহু বিপদা-

কীর্ণ ধর্ম্মপথে একাকী গমন করে কাহার সাধ্য? এইরূপ উদ্ধত স্বভাব ব্যক্তিগণ দেখিতে দেখিতে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। কি জন্য তাঁহারা এরূপ করিতেছেন? স্বাধীনতা বিলোপের আশঙ্কায়। অনেক যত্নে যে স্বাধীনতা তাঁহারা পাইয়াছেন, একত্র সমাজ বদ্ধ হইলে পাছে তাহাতে বঞ্চিত হন, এই জন্যই তাঁহাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত যোগ সংস্থাপিত হইল না। যাহা হউক, এক্ষণে যদি সকলে বাঁচিতে চাহেন তবে একত্রিত হউন। যাঁহারা এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ধর্ম্ম সমাজ সম্বন্ধে হিন্দু নহেন, যাঁহারা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অমিশ্রিতভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালনে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারা একত্রিত হইয়া একটী পৃথক্ সমাজ রচনা করুন। এই সমাজে আপেক্ষিক ভাবে পূর্ণ আদর্শের সমস্ত লক্ষণ অবস্থিতি করিবে।

SPECIAL PROVIDENCE.

THE greatest amount of difficulty practically felt in connection with this subject of Special Providence, is the confusion generally made between chance, and Divine Providence. Striking events in individual or social life are generally ascribed to a combination of circumstances which are supposed to act independent of God's will, perhaps according to certain fixed and universal laws, but having no necessary or direct connection with the Deity. For those who disbelieve in a living and active God, and confine His being to a sort of inanimate essence, hardly separable from the design which pervades the universe, or the law which guides the same, such a conclusion might not be unnatural. But those who believe in a Personal, and Active God, who plans, sees creates, and executes, as He ever did before, whose intelligence and immutableness are the self-imposed laws of his own being, who looks over all and each of his created objects, and sets right things when they go wrong, for such men it is impossible to hold the conclusion. Who can say that the fountain of creation has ceased to flow, that new forms and combinations of existence are not even now perpetually produced which defy man's power to observe and calculate, —forms and combinations which require as much intelligence, and power, and guiding will to produce and sustain them, as those higher and more familiar orders of being that strike us with so much wonder in their arrangement? Above all when we reflect upon the disjointed phenomena of human history and individual life, and find out from what perplexity, uncertainty, and evil what exquisite consequences are everywhere produced, we are irresistibly led to infer that we, and all things, are in His hands formed and moulded like potter's clay. His will presides over all, acts in and through all, closely and infinitely related to all things that are. And if so, how can it be denied for a moment that it is providence that encompasses us, and rules the destiny of every man. Every man according to his particular condition, and measure of free will, is the object of his special care. God's general and special providence unite in their action, support and confirm each other. The very existence, attributes, and relation of God with the world necessitate a belief in His general action upon the harmony, life, relation and guidance of all objects and events. Man's spontaneous craving of conscious dependence upon His beneficent will; man's natural and irresistible faith in his dispensations, and righteous government; man's simple heart-felt and real prayer to Him in sorrow, difficulty, danger and death, all gratitude, praise, piety, and spiritual triumph meet with their living and thrilling response from the unspeakable contiguity of God's spirit to our own. The Father's almighty arms are ready-stretched to rescue the son, the Saviour hastening to redeem the sinner, and all creation filling with the cry.—"Nay, fear not, for I am with thee alway!"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২রা বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের অভাব কি এবং তন্নিবারণের উপায় কি এ সকল গুরুতর বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। পরিবার সাধন সম্পর্কে অনেক কথা শুনিলাম কিন্তু পরিবার সাধনের সঙ্গে যে সকল দুর্দ্দান্ত রিপু এবং ভয়ানক বিপদ রহিয়াছে সাবধান হইয়া প্রত্যেককে সে সমুদয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সকলের প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, যেমন বড় বড় পাপ সকল পরিত্যাগ করিবে, তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রু গুলিকেও বিনাশ করিতে হইবে। অন্যথা প্রবল শত্রুদিগকে দমন করা

তোমাদের পক্ষে অসাধ্য হইবে। জীবনকে ঈশ্বরের প্রেম স্রোতে ঢালিয়া দাও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ গুলি আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। যাঁহার সামান্য রিপুকে বিনাশ করিতে ক্ষমতা আছে,তিনি প্রকাণ্ড রিপুকেও জয় করিতে পারেন। কেননা যাহাতে তিনি ক্ষুদ্র রিপু পরাজয় করেন, সে বলও তাঁহার নিজের নহে; কিন্তু তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বল, ঈশ্বরের প্রেমতরঙ্গে কি ক্ষুদ্র কি প্রকাণ্ড সকল পাপ চলিয়া যায়। যাহারা আপনার হস্তে পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে, তাহারাই এক একটী পাপ দমন করিতে যায় এবং অবশেষে নিরাশ হইয়া কল্পিত ধর্ম্মের অনুসরণ করে। আমাদের অভাব অনেক, কেন তাহা যায় না? তাহার প্রধান কারণ এই যে আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই না, গূঢ়রূপে মনে করি নিজের বলেই আমরা ভাল হইব। কেহ কেহ পাপ দূর করিয়া ঈশ্বরের দয়াময় নামে বিগলিত হইবার জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু যে পরিমাণে তাঁহারা আপনাদের উপর নির্ভর করেন সেই পরিমাণে তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। যত দিন আমরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ না করিব, তত দিন আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব এবং ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা। যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ কোথায়? এ দেশে নাই, পৃথিবীর কোথায়ও নাই. যে ব্রাহ্মসমাজ দেখিতেছি ইহা সেই ভবিষ্যতের ব্রাহ্মসমাজের বীজ মাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ এখনও সংস্থাপিত হয় নাই। যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ, তোমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছি, ঈশ্বরের সমাজ যাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন। পৃথিবীতে এক দিন সেই ব্রাহ্মসমাজ আসিবে চারিদিকে তাহারই আন্দোলন হইতেছে, এবং তাহারই জন্য বিশ্বাসীদিগের মধ্যে এত আশা এবং আনন্দ ধ্বনি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যে আদর্শ দেখিতেছি, ইহা অতি সামান্য এবং অপূর্ণ, ইহার মধ্যে এখনও সত্য এবং মিথ্যা, প্রেম এবং ঘৃণা, পুণ্যজ্যোতিঃ এবং পাপের অন্ধকার, কপটতা এবং সরলতা, সংসার এবং স্বর্গ, দুই মিশ্রিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যে সমাজে এখনও ধনের অহঙ্কার, গৌরবের অহঙ্কার এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের অহঙ্কার ইত্যাদি গুরুতর পাপ সকল আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, কিরূপে বলিব যে ইহাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ। নিতান্ত কঠোর হৃদয় মহাপাপীকেও যদি স্বর্গ নিবাসী ভক্ত বলা যায়, তবেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজকেও ভাষার অনুরোধে প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ বলা যায়। বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজ ভবিষ্যতে। ইহা যদি বিশ্বাস না কর,তোমাদের মতে ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং অপবিত্র। যেখানে প্রত্যেক স্ত্রী ভগ্নী এবং প্রত্যেক পুরুষ ভাই এবং পরস্পর স্বর্গীয় প্রেমে সম্মিলিত হইয়া নিরন্তর পরমানন্দে বাস করেন তাহাই যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ। সেই ব্রাহ্মসমাজ এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এত দূর প্রভেদ, যেমন আলোক এবং অন্ধকার। যে সকল নরনারী ধর্ম্মেতে স্বাধীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করিবেন তাঁহারাই কেবল যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন করিবেন। তাঁহারাই জগতকে, স্বর্গধাম অথবা প্রেম ধামের ছবি দেখাইবেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজকে যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ বলিলে অযথার্থ বলা হয়, কেননা এখন কতগুলি লোক সেই ব্রাহ্মসমাজ আনিবার জন্য কেবল চেষ্টা করিতেছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কি কিয়ৎপরিমাণেও আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই? হাঁ হইয়াছে! আমাদের জীবনে সেই প্রেম পরিবারের কিঞ্চিৎ ভাব আসিয়াছে; কিন্তু তাহা এত ক্ষীণ অল্পস্থায়ী যে তাহাতে কোন মতেই আমাদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারি না। অতএব বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ যেমন কখন কখন যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা আবার তেমনই অব্রাহ্মসমাজ। যখনই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ না করিয়া, নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করি, মনুষ্যের প্রেম অভিলাষ করি, তখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং ব্যভিচারী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্খলিত হই। যে যখনই কোন পাপ চিন্তা, কিম্বা কোন পাপ কার্য্য করিতেছে সে তখনই অব্রাহ্ম হইতেছে। যাহার বিশ্বাস, প্রীতি এবং উৎসাহ যত অল্পকাল স্থায়ী সে তত অল্প পরিমাণে ব্রাহ্ম। আমরা মনে করি ৪০ বৎসর অগ্নিময় উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিলাম, এখন বয়স হইয়াছে, একটু নিরুৎসাহ হইলাম তাহাতে ক্ষতি কি। আগে প্রেমময়ের নাম শুনিবামাত্র চক্ষে প্রেম ধারা বহিত, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম শুনিলে মন উৎসাহ পূর্ণ হইত, কিন্তু এখন আর সেই বালকত্ব এবং যৌবনের বলবীর্য্য নাই, এখন প্রাচীন এবং প্রবীণ হইয়াছি, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্মের প্রতি হৃদয়ে তেমন নব অনুরাগ এবং উৎসাহ নাই সত্য; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব অতি গূঢ় এবং গভীর হইয়া আসিতেছে. এখন বিশ্রামের দিন; আমাদের আর তেমন উৎসাহ উদ্যমের দিন নাই। যাঁহারা একথা বলিতে পারেন,তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহু দূরে পলায়ন করিয়াছেন। যাঁহাদের অনুরাগ উৎসাহ এরূপ অস্থায়ী, তাঁহারা কখনই যথার্থ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের নিজের কল্পিত; ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানগণের সহিত যথার্থ যোগ হইতে যে প্রেম উৎসাহ বিনিঃসৃত হয়, সেই নিত্য প্রেম উৎসাহে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। পৃথিবীর লোকদিগের ন্যায় স্বার্থ সাধনের জন্য তাঁহারা অল্পকাল উৎসাহী; কিন্তু ইহা ব্রাহ্মের লক্ষণ নহে। প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়া কোন ব্রাহ্ম নব উদ্যম এবং উৎসাহের সহিত

দেশ দেশান্তরে যাইয়া কিছু কালের জন্য ঈশ্বরের জীবন্ত সত্য সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্ব এবং ক্ষমতা দেখিয়া মনুষ্য সকল মোহিত হইল। সাধু সাধু প্রচারক বলিয়া চারিদিগে তাঁহার প্রশংসা ধ্বনি উঠিল। সংবাদপত্র সকল তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুদিন পর দেখ কোথায় তাঁহার সেই অনুরাগ, কোথায় তাঁহার সেই উৎসাহ, ক্রমে ক্রমে সকলই শুকাইয়া গেল কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। এই ব্যক্তি কি জন্য এত দূর উঠিয়া আবার পড়িয়া গেল? পৃথিবীকে ঠকাইয়া ইনি আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহাই কি এই পতনের কারণ? অতএব বন্ধুগণ! কিছু দিনের উৎসাহে তোমরা বিশ্বাস করিও না, কেবল উৎসাহ হইলে হইবে না, কিন্তু চিরস্থায়ী উৎসাহ চাই, বিষয়ীদিগের মধ্যেও উৎসাহ আছে, বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহারা রাত্রি দুঘণ্টা পর্য্যন্ত কার্য্য করে; কিন্তু সেই উৎসাহের মূল অল্পকাল স্থায়ী স্বার্থ। ব্রাহ্ম হইয়াও যদি তোমরা কিছু কালের জন্য সেইরূপ স্বার্থমূলক প্রেম উৎসাহ দেখাইয়া আবার নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হও, জগতের কে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? যথার্থ ব্রহ্মরাজ্যে প্রেম এবং উৎসাহ এরূপ চঞ্চল এবং অস্থায়ী নহে। ব্রহ্ম-প্রেরিত প্রেম এবং উৎসাহের আড়ম্বর অতি অল্প; কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী। এমন কত লোক আমরা দেখিলাম, যাঁহারা পিতা মাতার আর্ত্তনাদ শুনিয়াও বীরের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে আবার তেমনই উৎসাহের সহিত পৌত্তলিকদিগের পদানত হইয়া তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ইহা কি ব্রাহ্মের উৎসাহ? বস্তুতঃ যাঁহার যে পরিমাণে স্থায়ী জ্ঞান, স্থায়ী প্রেম, এবং স্থায়ী উৎসাহ, সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। পাপ করিয়া এক মাস অনুতাপ না করিয়া যে থাকিতে পারে, অথবা উপাসনা না করিয়া যে সমস্ত দিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে পারে, কে বলে সে ব্রাহ্ম। হৃদয়কে ঢাকিয়া রাখিয়া যে কত গুলি মুখের কথা বলিয়া উপসনা করে, সে কখনই ব্রহ্মোপাসক নহে। সে ঈশ্বর এবং জগত উভয়ের কাছে ধূর্ত্ত এবং প্রবঞ্চক। ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিয়া কেহ যেন কদাচ অনুতাপ শূন্য হইয়া হাস্য না করে। ১০ বৎসর উৎসাহের সহিত উপাসনা করিলাম, ক্রমে তাহা নীরস হইয়া আসিল, এবং অবশেষে উপাসনা ছাড়িয়া দিলাম, ইহা ব্রাহ্মের অবস্থা নহে। উৎসাহ সামান্য ব্যাপার নহে। ইহা ধর্ম্ম জীবনের প্রধান লক্ষন। উৎসাহ চলিয়া যাওয়া আর ধর্ম্ম জীবন নষ্ট হওয়া একই কথা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎসাহ গাঢ়তর এবং বৃদ্ধি না হয় তবে তাহা কখনই ব্রাহ্মের উৎসাহ নহে। তোমরা স্বীকার কর আর না কর, হে উৎসাহহীন ব্রাহ্মগণ! তোমাদের ম্লান মুখ বলিয়া দিতেছে যে তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছ; কেন আর তোমাদের অন্তরের দুরবস্থা ঢাকিয়া রাখ; কেন আর ধার্ম্মিক বলিয়া অহঙ্কার কর, যখন আবার ঈশ্বরে জীবিত এবং জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তখন ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিও, যথার্থ উৎসাহ এবৎসরের নহে; তাহা চিরকালের। যাহারা বলে আমরা এখন নিরুৎসাহ, কেননা আগে আমাদের খুব উৎসাহ ছিল; এখন প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু আমরা প্রশংসার পাত্র, তাহারা ব্রাহ্মনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মনে কর আমি যদি বলি কাল আমি সুস্থ ছিলাম, আজ কেমন রোগী হইয়াছি, কাল আমি ভাল ছিলাম, আজ কেমন মন্দ হইয়াছি, দেখ এই জন্য আমাকে সুখ্যাতি কর, এ সকল কথা শুনিয়া তোমরা কি মনে করিবে? অতএব যখন দেখিবে হৃদয়ে প্রেম নাই, উৎসাহ নাই, তখন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া ধর্ম্মের গৌরব পাইতে ব্যাকুল হইও না; কিন্তু কাতর প্রাণে যথার্থ ধর্ম্মজীবনের জন্য প্রেম সিন্ধু ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিও, যাহারা একবার জাগিয়া আবার নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তাহারা কেন ধর্ম্মাভিমান করিবে। একবার ভাল হইয়া যাহারা আবার মন্দ হয়, একবার প্রেমিক হইয়া যাহারা আবার শুষ্ক হয়, তাহারা কেন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়। অতএব তুমিও ব্রাহ্ম নহ আমিও ব্রাহ্ম নহি; কিন্তু আশা আছে যে ঈশ্বরের কৃপায় আমরা চিরকালের জন্য ব্রাহ্ম হইব, ইহলোকে কিম্বা পরলোকে নিশ্চয়ই আমরা চিরদিনের জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব। অস্থায়ী প্রেম এবং অস্থায়ী উৎসাহ লইয়া কেহই আর অধিক দিন জগতকে ঠকাইতে পারিবে না, ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর চিহ্নিত প্রেম, এবং ঈশ্বর চিহ্নিত উৎসাহ চাই, সেই প্রেম, সেই উৎসাহ কখনই শুষ্ক হয় না। স্বার্থের অনুরোধে যাহারা কিছুদিনের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রেম এবং উৎসাহ বন্ধক দেয় এবং ঈশ্বরের গৃহে যাহারা এইরূপে প্রেমের বিনিময় এবং বানিজ্য করিতে চায়, তাহাদের দ্বারা কখনই চিরস্থায়ী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইতে পারে না। কত লোক দেখিলাম যাহারা কিছুদিন ধর্ম্মের জন্য বীরত্ব এবং পরাক্রম দেখাইয়া অবশেষে নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়া মহাশীতল হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে আর তাহাদের নাম পর্য্যন্ত নাই। অতএব বন্ধুগণ! সাবধান হও, নিঃস্বার্থ হইয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন কর, উৎসাহের সহিত পরোপকার করিতেছ বলিয়া বেতন চাহিও না, তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিতে অধিকার পাইতেছ ইহাই তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার।

যদি এইরূপ স্বার্থ শূন্য হইয়া, ঈশ্বরের গৃহে দাসত্ব করিতে পার তবে সুখ দুঃখে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় তোমাদের প্রেম এবং উৎসাহ চির উজ্জ্বল, এবং চিরস্থায়ী থাকিবে এবং তোমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই পিতার প্রেম পরিবার সংগঠিত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৫।

ব্রাহ্মদিগের আর একটী দোষ এই যে মিথ্যা সর্ব্বদাই প্রবলভাবে ইহাঁদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। ব্রাহ্ম হইয়া যথার্থই আমরা সত্যের রাজ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি একথা শুনিলে আপাততঃ ভীত এবং চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের মধ্যে এখনও অনেক প্রকার অসত্য এবং কল্পনা বিরাজ করিতেছে। অনেক প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মেরা ছায়াকে সত্য এবং সত্যকে ছায়া বলেন। ইহাঁদের মধ্যে মিথ্যার যেরূপ প্রাবল্য দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে যথার্থতা এবং সরলতা অনেক দূরে রহিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম সকল অপেক্ষা উচ্চ এবং গভীর এইজন্য যে ইহা সত্য ধর্ম্ম; এবং ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর যথার্থ সত্য ঈশ্বর। যিনি জগতের যথার্থ ঈশ্বর, তিনিই ব্রাহ্মদিগের ঈশ্বর। অণুমাত্র অসত্য ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পায় না। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহা বুঝিতে পারেন যে যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা মিথ্যা, কল্পনা তাহা কখনই ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে, অতএব অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষাও ব্রাহ্মদিগের উপর এই গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে যে তাঁহাদিগকে সত্যের অনুসরণ করিতেই হইবে। ব্রাহ্মের প্রথম প্রার্থনা এই "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও" সত্যেই আত্মার মুক্তি, সত্যেই জগতের পরিত্রাণ। যখন যাহা কিছু অভ্রান্ত সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র,তখন আমাদিগের নিকট ঈশ্বর কি চান্ এবং জগৎ কি প্রত্যাশা করে? সত্য! সকল বিষয়ে ব্রাহ্মকে সত্য পালন করিতে হইবে। কি তাঁহার চিন্তা, কি তাঁহার বাক্য, কি তাঁহার কার্য্য কিছুই অযথার্থ হইতে পারে না। মিথ্যার সঙ্গে ব্রাহ্মের কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে না। অসত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্তার পাওয়াই ব্রাহ্মের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এই প্রত্যাশিত অবস্থা বহুদূরে রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এবং জগতের অনেক উপকার করিতেছেন সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি ইহাদ্বারা পৃথিবীতে একটী সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। এখনও ব্রাহ্মেরা বদ্ধপরিকর হইয়া সম্পূর্ণ রূপে অসত্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সত্যের প্রতি যথার্থ সম্মান না হইবে সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দূর হইবার নহে। বন্ধুগণ! সকলেই সত্যের জন্য জগতে আসিয়াছ, অতএব আর মিথ্যাবচন কহিয়া জীবন বিনষ্ট করিও না, সত্য,তোমাদের লক্ষ্য, সত্য তোমাদের শাস্ত্র, সত্য তোমাদের উপাসনা প্রণালী, সত্য তোমাদের মন্ত্র। সত্য তোমাদের জিহ্বার ভূষণ হউক, সত্য তোমাদের মনের চিন্তা, হৃদয়ের প্রেম, এবং প্রাণের প্রাণ হউক। সত্যে তোমরা জীবিত হও, সত্যে তোমরা সন্তরণ কর, এবং সত্যে অবস্থিতি করিয়া তোমরা সুখশান্তি এবং পরিত্রাণ উপভোগ কর। এইরূপে যখন এক এক জন ব্রাহ্ম সত্যের অবতার হইবেন, তখনই বুঝিব যে পৃথিবীতে যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! তোমাদের বিশেষ কার্য্য কি? প্রাণপণে অসত্য চূর্ণ করা এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন করা, এ কথা বলি না যে তোমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের সমুদয় এবং পূর্ণ সত্য জানিতে হইবে; কিন্তু যে পরিমাণে তোমরা সত্য জানিয়াছ, তাহা পালন করিতে তোমাদের লক্ষ্য আছে কি না একবার তাহা আলোচনা করিয়া দেখ।

প্রথমে ধর কথা—জগতে সর্ব্ব প্রথমে তোমাদের কথার বিচার হয়। তোমরা যথার্থই সত্যবাদী কি না জগতের লোক ইহাই সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখে। অতএব সমস্ত দিন তোমরা কি ঈশ্বর কি মনুষ্যের নিকট যে সকল কথা উচ্চারণ কর তাহার মধ্যে মিথ্যা থাকে কি না তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। অনৃত বচনের অপরাধে তোমরা কি পরিমাণে অপরাধী একবার বিচার করিয়া দেখ। অনৃতবচন কি? মনের ভাব গোপন করিয়া রসনায় যে তাহার বিপরীত কথা বলা তাহাই অনৃতবাক্য। আন্তরিক কুটিলতা ভিন্ন রসনা কদাচ কপট ব্যবহার করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের নিকট যে সকল কথা বলিয়া তাঁহার আরাধনা এবং প্রার্থনা কর, সাবধান হইয়া দেখিবে যে তাহা সরল হইল কি না? মুখে বলিলে পাপের জ্বালায় অস্থির হইলাম, কিন্তু অন্তরে যদি পাপতাপ না থাকে, তবে তোমরা তাঁহার নিকট মিথ্যাবাদী হইলে। কথার অনুরোধে তোমাদের মিথ্যা বলিবার অধিকার নাই। সঙ্গীত করিবার সময়েও পদ কিম্বা সুললিত স্বরের অনুরোধে তোমরা মনের বিপরীত কথা বলিতে পার না, ব্রাহ্ম যিনি ঠিক অন্তরে যে ভাব তাঁহার রসনা বাক্যদ্বারা তাহাই বাচনা করিবে। অন্তরে প্রেম নাই, পুণ্যভাব নাই কিন্তু উপাসনা কি সঙ্গীতের সময় দেখাইলে যেন তুমি কতই প্রেমিক এবং কতই পুণ্যবান্, এই কপ-

টতা এবং অনৃতবাক্যের শাস্তি নিশ্চয়ই তোমাকে সহ্য করিতে হইবে। বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার সময় যেমন লোক সতর্ক হয়,তোমাদিগকে তেমনি ঈশ্বর এবং জগতের নিকট সতর্ক থাকিতে হইবে। তোমাদের কথাতে সামান্য পরিমাণেও অসত্য আসিতেছে কি না তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তোমাদের কথায় যদি প্রবঞ্চনা থাকে তবে কাহারও নিকট ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিও না। অসত্যের ছায়া যেখানে, সেখানেও তোমরা যাইতে পার না অতএব যেখানে পূর্ণ এবং অমিশ্রিত সত্য এবং সত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে সেখানেই তোমাদের রসনা বাস করিবে। বক্তৃতার আড়ম্বরে ব্রাহ্মেরা অনেক কথা বলিয়া ফেলেন ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও তাহার মধ্যে যদি একটী কথাও অসত্য থাকে, তোমাদের উৎসাহ দেখিয়া ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করিবেন না। ঈশ্বর যদি অসত্য উপেক্ষা করিতে পারেন তবে আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাঁহার প্রধান স্বরূপ এই যে তিনি সত্য স্বরূপ। ধর্ম্মজীবনের সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহাকে সত্য স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, তোমাদের চিন্তা কি যথার্থই সত্যের অনুসরণ করে? চিন্তা সম্পর্কে অসত্য কি? কল্পনা! ঈশ্বর এবং মনুষ্য সম্পর্কে কি তোমাদের মনে কোন প্রকার কল্পনা হয় না? যদি কখনও মনে কর ঈশ্বর বুঝি এখানে নাই, তখনই তোমাদের মন ঈশ্বর সম্পর্কে দূষিত কল্পনার অধীন হইল। যিনি মনে করিলেন, এই সংসারই সার এবং ইহাতেই সকল প্রকার সুখ শান্তি মিলে, তখনই অলীক চিন্তা,তাঁহার মনকে স্পর্শ করিল। পৃথিবীর নরনারী সম্পর্কে কি তোমাদের কোন প্রকার অপবিত্র কল্পনা হয় না? কত লোকের নিকট তোমরা কল্পিত সুখ প্রত্যাশা কর, কত লোকের বিরুদ্ধে তোমাদের মিথ্যা চিন্তা সকল রহিয়াছে, এ সকল দেখিয়া কি তোমাদের লজ্জা হয় না? মোহ, মায়, সংসার, পাপ ইত্যাদি বড় বড় শব্দদ্বারা হৃদয়ের দোষ ঢাকিলে কি হইবে? বাস্তবিক যে তোমাদের অন্তরে নরনারী সম্পর্কে অনেক অসার কল্পনা রহিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সরলভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। কখনও মনে করিও না যে এ সমুদয় মিথ্যা চিন্তার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে দণ্ড দিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। তিনি দেখিতেছেন যে তোমাদের মধ্যে এখনও পর্য্যায় ক্রমে অসত্য চলিতেছে, এখনও তোমাদের হৃদয় মিথ্যাকে আলিঙ্গন করিয়া অসাড় এবং অচেতন হইয়া রহিয়াছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কল্পনা বৃথা আশা ইত্যাদি তোমাদিগকে অলস এবং জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে নিঃসংশয় বিশ্বাস এবং সচ্চিন্তা নিতান্ত আবশ্যক। সন্দেহ এবং চঞ্চলতাই ব্রাহ্মদিগের মহাব্যাধি। সন্দেহ যথার্থকে মিথ্যা মনে করায়। ঈশ্বর, পরলোক এ সমুদয় মূল সত্য সম্পর্কে যাহার সংশয় হয়, সে হৃদয় নিশ্চয়ই পাপ গরলে জড়িত। ঈশ্বর আছেন, আত্মা অমর, ইহাতে অনুমান কি? যাহা সত্য তাহাতে দৃঢ় এবং অটল বিশ্বাস চাই। ইহা বলা হইতেছে না যে ভূতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পর্কে যত সত্য আছে তোমরা সমুদয়ই জানিবে, কিন্তু যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া জানিয়াছ তাহাতে কখনও অণুমাত্র সন্দেহ করিতে পারিবে না। যদি একবার জানিয়া থাক ঈশ্বর তোমার অন্তরে যে স্বর্গীয় বল বিধান করেন তাহা দ্বারা কি ক্ষুদ্র কি বড় সমুদয় রিপু পরাস্ত হয়, তবে আর কখনই অনুমান করিতে পারিবে না, বুঝি সংসারের বলের নিকট ইহা পরাজিত হইবে। যে মনে করিল ঈশ্বরের ক্ষমতা অল্প পৃথিবীর ক্ষমতা অধিক, অথবা পাপের ক্ষমতা অধিক পুণ্যের ক্ষমতা অল্প সেই মরিল। কিন্তু যে ক্রমাগত বলিতেছে স্বর্গের বল অধিক, প্রত্যেক পদে তাহার জয়, অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমরা অনুমান এবং মিথ্যা চিন্তাকে পরিত্যাগ কর।

তৃতীয়তঃ তোমাদের অনুষ্ঠান কি অনেক সময় মিথ্যা হয় না? অনেক সময় কি তোমরা লোক ভয়ে বিশ্বাস এবং ভাবের বিপরীত কার্য্য করিতে বাধ্য হও না? মনে ভাব নাই অথচ বন্ধুর অনুরোধে উপাসনা করিতে বসিলে, হয়ত শরীর উপাসনার জন্য ভাণ করিতেছে, মস্তক ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইতেছে ; কিন্তু যথার্থতঃ মন সংসারের পদানত। ইহা কি সত্য কার্য্য না সদনুষ্ঠান? পাড়ার সকল লোক বলিতেছে, তোমরা ব্রহ্ম মন্দিরে আসিয়া বসিয়াছ ; কিন্তু তোমাদের মন কি যথার্থই ব্রহ্ম মন্দিরে রহিয়াছে না অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। কার্য্য এক প্রকার এবং ভাব অন্য প্রকার হওয়া উচিত নয় ইহা কি তোমরা জান না? অতএব যখন উপাসনার সময় প্রণাম কর, সাবধান লোক দেখাইবার জন্য প্রণত হইও না। যেমন ঈশ্বর সম্পর্কে তেমনই মনুষ্য সম্পর্কে। মনে ভাব নাই অথচ মনুষ্যকে প্রণাম কিম্বা আলিঙ্গন করা নিতান্ত ভীরুতা এবং নীচতার লক্ষণ। প্রণাম কিম্বা আলিঙ্গন যদি শ্রদ্ধা এবং প্রেমব্যঞ্জক না হয়, সেই কপট ব্যবহারে প্রয়োজন কি? দয়া অল্প পরিমাণে হইয়াছে, দেখাইলাম যে অনেক হইয়াছে ইহাতে লাভ কি? অতএব সকল প্রকার বাহ্যিক অনুষ্ঠান, এবং সামাজিক ব্যবহার সম্পর্কে তোমাদিগকে বিশেষ রূপে সতর্ক হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে মিথ্যা অনুষ্ঠানের কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয় তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! যদি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ চাও তবে মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা চিন্তা, এবং মিথ্যা কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে দূর করিয়া দাও। আমরা যে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যার অন্ধকূপে ডুবিলাম, শত শত ভাই ভগিনী যে মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা বাক্য এবং মিথ্যা কার্য্যে বিবেককে নিস্তেজ করিয়া আত্মার চৈতন্য বিনাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি তোমাদের ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয় না? ব্রাহ্ম যাহা করেন হৃদয়ের ভাব হইবে। যেমন বিশ্বাস তেমন কার্য্যে। ইহার বিপরীত হইলেই ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে। আমাদের চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্য যদি অসৎ হয় তাহেই আমরা ঈশ্বর এবং জগতের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইব এবং তাহা হইলে কে আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে? অতএব সকল বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সত্যকে রক্ষা করিতে হইবে, অবশেষে সত্যই আমাদিগকে রক্ষা করিবে, এবং সত্যই আমাদের পরিত্রাণ হইবে। প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক ভগ্নী এমন শাসন করুন যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ হইতে শীঘ্র অসত্য এবং অসরলতা চলিয়া যায়। ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকার কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জগৎ বিশ্বাস করিবে। কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করে। যদি এরূপে সত্য পরায়ণ না হইলে, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইল? জিহ্বাকে এবং মনকে সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যার জড়ত্ব হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। মিথ্যা বলিতে পারি এরূপ মনে করাতেও পাপ। ঈশ্বরকে সত্যরূপে এবং তাঁহার সন্তানদিগকে ঠিক ভাই ভগ্নীরূপে বরণ করিতে হইবে। এ সকল সম্পর্কে এমনি শাসন বিস্তার কর, যে সকলের শাসনে অনুশাসিত হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাকে সত্য সাধন করিতেই হইবে। অভক্ত হইয়া কেহই মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্ত বলিয়া ভাণ করিতে পারিবে না। এই রূপ কপট ব্যবহার করিয়া দেখিলাম কত যুবা মরিয়া গেলেন। তাঁহারা নব উৎসাহে উন্নত হইয়া প্রথম প্রথম উচ্চতম শ্রেণীর ভক্ত বৃন্দের সঙ্গে সঙ্গীত এবং উপাসনায় সমান ভাবে যোগ দিতে বাঞ্ছা করিতেন; কিন্তু হৃদয়ের অসারতা কত কাল গোপন থাকিতে পারে, অচিরেই তাঁহারা সেই প্রবঞ্চনার বিষময় ফল লাভ করিলেন। সমুদয় বাহিরের উৎসাহ হারাইয়া মৃত প্রায় হইলেন। সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার হইতে পারে না। অতএব সকলেই সরল অন্তরে সত্যের অনুসরণ কর। ঈশ্বর সত্যের রাজা, তিনি সত্যবাদী, সচ্চিন্তাশীল, এবং সদনুষ্ঠায়ীদিগের মস্তকে নিশ্চয়ই জয় মুকুট দিবেন।

MR. BUCKLE'S BELIEF IN THE IMMORTALITY OF THE SOUL.*

THOUGH this essay has been prolonged much beyond my original intention, I am unwilling to conclude it just at this point, when I have attacked arguments which support a doctrine that I cherish above all other doctrines. It is, indeed, certain that he who destroys a feeble argument in favour of any truth, renders the greatest service to that truth, by obliging its advocates to produce a stronger one. Still, an idea will prevail among some persons that such service is insidious; and that to expose the weak side of a cause, is likely to be the work, not of a friend but of an enemy in disguise. Partly, therefore, to prevent misinterpretation from those who are always ready to mis-interpret, and partly for the satisfaction of more candid readers, I will venture to state what I apprehend to be safest and most impregnable ground on which the supporters of this great doctrine can take their stand.

That ground is the universality of the affections; the yearning of every mind to care for something out of itself. For, this is the very bond and seal of our common humanity; it is the golden link which knits together and preserves the human species. It is in the need of loving and of being loved, that highest instincts of our nature are first revealed. Not only is it found among the good and the virtuous, but experience proves that it is compatible with almost any amount of depravity, and with almost every form of vice. No other principle is so general or so powerful. It exists in the most barbarous and ferocious states of society, and we know that even sanguinary and revolting crimes are often unable to efface it from the breast of the criminal. It warms the coldest temperament, and softens the hardest heart. However a character may be deteriorated and debased, this single passion is capable of redeeming it from utter defilement, and rescuing it from the lowest depths. And, if from time to time, we hear of an apparently well attested case of its entire absence, we are irresistably impelled to believe that, even in that mind, it lurks unseen, that it is stunted, not destroyed; that there is yet some nook or cranny in which it is buried; that the avenues from without are not quiet closed; and that in spite of adverse circumstances, the affections are not so dead but that it would be possible to rouse them from their torpor, and kindle them into life.

Look now at the way in which this godlike and fundamental principle of our nature acts—as long as we are with those whom we love, and as long as the sense of security is unimpaired, we rejoice, and the remote consequences of our love are usually forgotten. Its fears and its risks are unheeded. But when the dark day approaches, and the moment of sorrow is at hand, other and yet essential parts of our affection come into play. And if perchance, the struggle has been long and arduous, if we have been tempted to cling to hope when hope should have been abandoned, so mnch the more are we at the last changed and humbled. To note the slow, but inevitable

* Extract from his Essay on "Mill on Liberty" reprinted in his Miscellaneous and Posthumous Works from "Fraser's Magazine" for May 1859,

march of disease, to watch the enemy stealing in at the gate, to see the strength gradually waning, the limbs tottering more and more, the noble faculties dwindling by degrees, the eye paling and loosing its lusture, the tongue faltering as it vainly tries to utter its words of endearment, the very lips hardly able to smile with their wonted tenderness;—[illegible] this is hard indeed to bear, and many of the strongest natures have sunk under it. But whenever this is gone; when the very signs of life are mute; when the last faint tie is severed; and there lies before us nought save the shell and husk of what we loved too well, then truly, if we believed the separation were final, how could we stand up and live? We have staked our all upon a single cast, and lost the stake. There where we have garnered up our hearts, and where our treasure is, thieves break in and spoil. Methinks, that in that moment of desolation, the best of us would succumb, but for the deep conviction that all is not really over; that we have as yet only seen a part; and that something remains behind. Something behind; something which the eye of reason cannot discern, but on which the eye of affection is fixed, What is that, which, passing over us like a shadow, strains the aching vision as we gaze at it? Whence comes that sense of mysterious companionship in the midst of solitude, that ineffable feeling which cheers the afflicted? Why is it that at these times, our minds are thrown back on themselves, and being so thrown, have a forecast of another and a higher state? If this be a delusion, it is one which the affections have themselves created and we must believe that the purest and noblest elements of our nature conspire to deceive us. So surely as we loose what we love, so surely does hope mingle with grief. That if a man stood alone, he would deem himself mortal I can well imagine. Why not? On account of his loneliness, his moral faculties would be undeveloped, and it is solely from them that he could learn the doctrine of immortality. * * * And of all the moral sentiments which adorn and elevate the human character, the instinct of affection is surely the most lovely, the most powerful, and the most general. Unless, therefore, we are prepaired to assert that this, the fairest and choicest of our possessions, is of so delusive and fraudulent a character that its dictates are not to be trusted, we can hardly avoid the conclusion that, in as much as they are the same in all ages, with all degrees of knowledge, and with all varieties of religion, they bear upon their surface the impress of truth, and are at once the conditions and consequence of our being.

সম্বাদ।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ঝাড়কাটা গলিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাটীতে সাম্বৎসরিকোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন উপাসনা করেন।

গত শনিবার বহুবাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমচাঁদ বড়ালের বাটীতে সাম্বৎসরিক উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহিত করেন।

গত মঙ্গলবার কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেকে কোন্নগরে গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমুদায় দিনের উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। রজনীতে শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

লাহোর হইতে আমাদিগের এক জন বন্ধু লাহোর ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার বিশেষ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্র হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"১৬ বৈশাখ রবিবার লাহোর ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা শুভকর্ম্মটী সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৫।০ ঘটিকার সময় সহরের অভ্যন্তরে পুরাতন সমাজস্থলে ব্রাহ্মগণ ও অপরাপর ব্যক্তি সমবেত হইয়া কিয়ৎক্ষণ ভজন হয়। হিন্দি ভাষায় যে নগর সংকীর্ত্তন হয়, তাহা গান করিতে২ সকলে নগরের ভিতর দিয়া চলিলেন। তিনটী পতাকার মধ্যে "সত্যমেব জয়তে" ও "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম" এই দুইটী পতাকা একজন পাঞ্জাবী ও একজন বাঙ্গালী হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। পথে কতকগুলিন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া ঐ গানটী আপনারা গান করিতে লাগিলেন। ইহা একটী নূতন ও বিস্ময়কর ব্যাপার বলিতে হইবে। তৃতীয় পতাকা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্দিরের উপরে স্থাপিত করা হইয়াছিল। মন্দিরের ললাটে উজ্জ্বল বড় বড় অক্ষরে "ব্রহ্মমন্দিরম" লিখিত হয়। এই কয়েকটী অক্ষর ঘোর লাল সালুর উপর মূল্যবান্ রেশমী কাপড়ে সোণার জরিতে লিখিত, অতি সুন্দর হইয়াছিল। পল্লবে ও ক্ষুদ্রকায় বৃক্ষ লতাতে মন্দিরের বাহ্য শোভা অতি রমণীয় হইয়াছিল। সহর হইতে সংকীর্ত্তন করিয়া আসিতে দুই ঘন্ট হইয়াছিল। সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বে অনেকের মনে অনেক আশঙ্কা হইয়াছিল, এমন কি অনেকে ভগ্নোদ্যম হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর যাহা দৃষ্ট হইল তাহাতে সকলের মন হইতে সংশয় দূর হইল এবং ভক্তদিগের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইল।

তৎপরে বেলা প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাসনা হইল। প্রায় ২০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে এক উৎসাহী ব্রাহ্ম গুজরাটী পণ্ডিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। ১১টা হইতে বেলা ১২ টা পর্য্যন্ত দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তিদিগকে আটা চাউল দেওয়া হয়। ইহাতে প্রায় ২০০।৩০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পর পাঠ হইতে লাগিল। বেলা প্রায় ৫টার সময় বাঙ্গালাতে উপাসনা হইল। বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান প্রাতঃকালের ন্যায় হিন্দিতে হইয়াছিল। পরে

Registered No.25

ভজন আরম্ভ হইল। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভজন হইয়া দিবসের কার্য্য এক প্রকার শেষ হইয়া আসিল। সন্ধ্যার পর ইংরাজীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম মত বিষয়ক একটী বক্তৃতা হইয়া উক্ত দিবসের কার্য্য শেষ হইল। রাত্রিতে ব্রাহ্মগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুরাতন সমাজের নিকট দিয়া শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটী যাইয়া সকলে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিবস এক জন মুসলমান আসিয়া স্ব ইচ্ছায় কত গুলিন মুদ্রিত বিজ্ঞাপন লইয়া লোকদিগকে বিতরণ করিয়াছিল।"

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

মহাশয়।

১৬ ই বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে উপাসনা বিষয়ক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া উপাসনার সরসভাব সম্বন্ধে আমার মনে কিছু কিছু ভাবের উদয় হইল। তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম, উপযুক্ত বোধ করিলে প্রকাশ করিবেন।

জীবনের সহিত ধর্ম্মের যোগ না হইলে উপাসনার সরসতা রক্ষা পায় না। জাতিভেদ পরিত্যাগ করিলাম, স্ত্রীকে স্বাধীনতা দান করিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্মমতে দুই একটি অনুষ্ঠান করিলাম. ব্রাহ্মগণ ইহাকেই জীবনের সহিত ধর্ম্মের যোগ বলেন। কিন্তু আমি তাহা স্বীকার করি না। ইহা বাহ্য আনুষ্ঠানিক যোগ। এ প্রকার যোগে উপাসনাকে সরস ও জীবন্ত রাখিতে পারে না। যাঁহারা শুষ্ক আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, তাঁহাদের মধ্যে উপাসনার সরস ভাব নাই. এমত কি অনেকের জীবন অত্যন্ত শোচনীয় প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। আমি যে যোগের কথা বলিতেছি, তাহা ঈশ্বর হইতে জীবনের একটী বিশেষ ব্রতের ভাব গ্রহণ করা, চির জীবন তজ্জন্য দয়াময়ের চরণে আপনাকে গুরুতর রূপে দায়ী বিশ্বাস করিয়া তাহার সাধনা করা। এই মহাব্রতের সঙ্গে জীবনের যোগ না হইলে উপাসনা সরস থাকিতে পারে না। সাগরের সঙ্গে যোগ থাকিলে নদী যেমন কখন শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বর আদিষ্ট জীবনের কর্ত্তব্যের সঙ্গে যোগ থাকিলে উপাসনা শুষ্ক হইতে পারে না। দয়াময়ের অর্পিত বিশেষ ভার আমি মস্তকে বহন করিতেছি, আমার প্রতি সেই প্রেমময় প্রভুর যাহা আদেশ, আমি স্বাধীন ভাবে নিঃস্বার্থ বিনীত ভৃত্য হইয়া প্রাণপণে পালন করিতেছি, যখন জীবন ইহা উপলব্ধি করিতে থাকিবে, তখন উপাসনা কখন কঠোর হইতে পারিবে না। পিতার সঙ্গে পুত্রের এই জীবনগত কার্য্যের যোগ, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের এই সেবার যোগই উপাসনার সঙ্গে মিলিত হইয়া ভক্তিরসে তাহাকে সরস রাখে। এই যোগ ছাড়িয়া দাও, সমুদ্র সংযোগ বিহীন সরিতের ন্যায় উপাসনা শুষ্ক হইয়া পড়িবে। চির জীব[illegible]র অনুগত ভৃত্য হইয়া থাকিব এরূপ সরল ই[illegible] ও প্রার্থনা হইলেই পিতা ভক্তি বারি বর্ষণ করিয়া সাধকের উপাসনাকে সরস করেন।

প্রথম অবস্থাতে ব্রাহ্মদিগের উপাসনাতে কত ভাবের স্রোতঃ দেখা গিয়াছে। এইক্ষণ তদ্রূপ দেখিতে পাইনা কেন? সাধারণতঃ ব্রাহ্মদিগের উপাসনা শুষ্ক, অনেকের উপাসনায় বিলক্ষণ অরুচি, অনেকে তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে পড়িতেছেন, অনেকের ভয়ানক দুর্গতি হইতেছে এরূপ কেন হয়? তাঁহারা জীবনের সহিত ধর্ম্মের যোগ রক্ষা করেন না, প্রতি জনের প্রতি যে ঈশ্বরার্পিত বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার, দয়াময়ের বিশেষ বিশেষ আদেশ আছে, তাহা জীবনে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন না, তাহারই জন্য। কেবল সাময়িক ভাব উপাসনাকে কত দিন সরস রাখিতে পারে, কেবল বর্ষা জলে নদী কত দিন সজীব থাকে? আমরা যত দিন স্বার্থপর হইয়া নিজের নিজের কার্য্য সংসারের কার্য্য করিতে থাকিব, জীবনের সহিত সেই মহাযোগ সাধন না করিব, তত দিন কখন উপাসনা সরস থাকিবে না, ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। উপাসনাতে ঈশ্বর দর্শন, তাঁহার সাক্ষাৎবাণী প্রত্যাদেশ শ্রবণ হইলেই উপাসকের হৃদয়ে ভক্তি রস উথলিয়া উঠে, উপাসনা মধুময় সরস হয়। চির শরণাপন্ন দীন ভৃত্যের সঙ্গেই ঈশ্বর কথা বলেন, তাঁহার বিনীত হৃদয়েই দয়াময় প্রকাশিত হন, ধর্ম্ম জগতের সত্য সকল প্রকাশ করেন। এই অবস্থাতেই উপাস্য উপাসক উভয়ের প্রেমের পরস্পর সঙ্ঘাতে আনন্দ লহরী উঠে, যতদিন ব্রাহ্মগণ সেই প্রকার স্ব স্ব ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বর দর্শন, বিবেক কর্ণে প্রত্যাদেশ শ্রবণ না করিবেন, তাঁহাদের উপাসনা কল্পনা হইবে, ব্রাহ্ম জীবনের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইবে না, ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা, আমার ভয় হয় ২।৪টী লোকের মধ্যেই বা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত উপাসনা থাকে, এইক্ষণ হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমানদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা, সেই প্রকার আর সকলে কেবল নাম ধারী ব্রাহ্ম।

পাঁচদোনা
৩০শে বৈশাখ } একজন ব্রাহ্ম।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩য় ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১লা আষাঢ়, শনিবার, ১৭৯৫ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥৹ মফস্বল ঐ ৩৲

কম্‌ট কৃত দর্শন।

ক্রমে দুই প্রবন্ধে আমরা কম্‌টকৃত বিজ্ঞান বিভাগ পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। এখন শারীর বা প্রাণ বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করিলেই কম্‌টকৃত দর্শনের সমগ্র উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞানের কাঠিন্য অনুসারে কম্‌টকৃত বিজ্ঞানবিভাগ অত্যন্ত সুকঠিন, আমরা যত দূর পারি সহজে উহার উল্লেখ করিয়াছি। যাঁহারা উল্লিখিত বিজ্ঞানগুলির বিষয় অগ্রে পাঠ চিন্তা বা আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে উহার সংক্ষেপ উল্লেখ অত্যল্প কার্য্যকর হইবে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের উদ্দেশ্য এই পাঠকগণ যথাসম্ভব ঐ সকল বিজ্ঞানের আলোচনা করেন। যাউক, আমরা যে নিয়মে লিখিয়া আসিয়াছি তাহাতে অদ্য প্রাণবিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে হয়, কিন্তু কম্‌টের বিশেষমতের সঙ্গে এই দুই বিজ্ঞানের নিতান্ত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। সুতরাং আর আমরা সে নিয়মের অনুসরণ করিতে পারিলাম না। অদ্য আমরা তাঁহার বিশেষমত এবং সেই মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, আমরা ভরসা করি পাঠকগণ মানোনিবেশ পূর্ব্বক এই অংশ পাঠ করিবেন।

সকলেই জানেন, কম্‌ট মনুষ্যমণ্ডলীর ক্রমোন্নতির তিনটি সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১—দৈব (Theological) ২—তাত্ত্বিক (Metaphysical)* ৩— স্থায়ী (Positive) মনুষ্য অতি প্রথমাবস্থায় কারণ অন্বেষণ করে, সকল পদার্থের মুল অবগত হইতে যত্নশীল হয়, সমুদায় কার্য্য দেব কার্য্য মনে করে, সুতরাং এই সকলের মধ্যে সেই দেবগণের সন্তোষ এবং অসন্তোষের চিহ্ন অবলোকন করে। দ্বিতীয় সোপানে শক্তি বা প্রতি পদার্থে কতকগুলি সূক্ষ্মতত্ত্ব (Entities) কল্পিত হয়। এই সকল তত্ত্ব পূর্ব্ব সোপানের দেবগণের স্থান অধিকার করে এবং সমুদায় পদার্থ উৎপাদন করিবার শক্তি এই তত্ত্ব সকলেতে আরোপিত হয়। দৃশ্য পদার্থ সকলের পরিদর্শন, শ্রেণীবদ্ধ করণ এবং এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর অপরিবর্ত্তনীয় সাদৃশ্য এবং পর্য্যায়সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ, সংক্ষেপতঃ দৃশ্য পদার্থনিচয়ের নিয়ম নির্ণয় করাতেই তৃতীয় সোপান পর্য্যবসিত হয়। প্রথম সোপান

* কম্‌ট যাহাহাকে Metaphysical বলেন 'তাত্ত্বিক' বলিলে তাহাও বুঝায়। কারণ এতদ্দেশীয়েরা মহত্তত্ত্ব অহংকারতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি মনঃকল্পিত কতক গুলি তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া সমুদায় পদার্থের মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল তত্ত্বই Entities, তত্ত্ব শব্দে চিন্তার স্থায়ী মূলকেও বুঝায়। তাত্ত্বিক সোপানকে যখন আমরা নিত্য বলিব এই অর্থে উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

হইতে এককালে তৃতীয় সোপানে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এইজন্য দ্বিতীয় সোপানটি প্রথম সোপানকে পরিবর্ত্তন করিয়া তৃতীয় সোপানের সমাগমের পন্থা প্রস্তুত করে।

কমৃটের মতে অগ্রবর্ত্তী দুইটি সোপান অস্থায়ী, শেষটি স্থায়ী। আদিমাবস্থায় মনুষ্য স্বভাবতঃ পদার্থ সমূহকে আপনার ন্যায় প্রাণবান্ মনে করে ; সুতরাং ঐ সমুদায় পদার্থে আত্মসদৃশ ইচ্ছা ও বৃত্তি সকল আরোপ করে। ইহা হইতেই জড় পদার্থ সকলের পূজা প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমতঃ অপ্রাণী পদার্থ ; অপ্রাণী পদার্থ হইতে প্রাণী এবং প্রাণিগণ হইতে নক্ষত্রবগুলীর পূজাতে জড়পূজা পর্য্যবসান হয়। শেষোক্ত অবস্থাতে চিন্তাশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জড় পদার্থ একই প্রকার প্রতীত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে এক এক শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া তাহাদিগের উপরে এক এক জন দেবতাকে অধিপতি করা হইল। ইহা হইতেই পৌত্তলিকতা বা বহুদেবপূজা সংস্থাপিত হইল। জড়পূজাতে প্রত্যেক জড় পদার্থ চেতন ছিল, বহুদেবপূজাতে ঐ সকল জড়পদার্থ জড়রূপে গৃহীত হইয়া স্বতন্ত্র দেবতাবিশেষ উহার অধিপতিরূপে গৃহীত হইল। যেমন—প্রথমতঃ একটি একটি বৃক্ষ পূজার বিষয় ছিল, পশ্চাৎবৃক্ষ সমূহকে বনরূপে গ্রহণ করিয়া সমুদায় বনের উপর এক জন বনদেবতা স্থির হইল। এই বনদেবতা যখন সকলের পূজার বিষয় হইল, তখন প্রতি সাধকের সম্বন্ধে উহা দূর সম্বন্ধে সম্বন্ধ হওয়াতে এই সময়ে দেবতা এবং সাধারণ লোকের মধ্যবর্ত্তী পুরোহিত শ্রেণীর উৎপত্তি হইল। ক্রমে যখন মনুষ্য ক্ষেত্রতত্ত্ব জ্যোতিষসম্পর্কীয় জ্ঞানে উন্নত হইতে লাগিল, এবং সর্ব্বত্র নিয়মের রাজ্য কিছু কিছু করিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিল, তখনি একেশ্বরোপাসনার সময় সমাগত হইল*। কারণ সর্ব্বত্র নিয়মের একত্ব অনুভব করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছাবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক জগৎ শাসিত, ইহাতে মনুষ্যের বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িল। কমৃটের মতে জড়োপাসনার সময়ে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল, বহুদেবোপাসনার সময়ে উহা ন্যূন হইয়া একেশ্বরোপসনাসময়ে উহা একেবারে অবনতি লাভ করিয়াছে।

চিন্তাশক্তি ক্রমে যত উন্নত হইতে থাকে, মনুষ্যের ততই দৈব শক্তির উপরে বিশ্বাস শিথিল হইতে থাকে, অথচ হঠাৎ এক কালে স্থায়ী সোপানে আসিয়া উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এ জন্য দৈব এবং স্থায়ী এই দুয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক সোপান দেখিতে পাওয়া যায়। দৈব সোপানে সমুদায় দৃশ্য পদার্থের পরিবর্ত্তন ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল ইচ্ছাবান্ পুরুষের দ্বারা সংঘটিত হইত মনে করিত। এখন সেই সকল পদার্থের অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্র কোন শক্তি নিয়তি বা ইচ্ছার দ্বারা পরিবর্ত্তন সাধিত হয় লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। ইহাতে অল্প একটু পরিবর্ত্তন দ্বারা স্থায়ী সোপানে আসিবার জন্য মনুষ্যের মন প্রস্তুত হইল। কারণ সেই সকল অজ্ঞাত শক্তি নিয়তি প্রভৃতির স্থলে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের স্থান পাওয়া অনায়াস সাধ্য।

কমৃট ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি ; কিন্তু তিনি অগ্রবর্ত্তী সোপানদ্বয়কে যে এককালে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে আমরা কোন প্রকারে সায় দিতে পারি না। যে প্রথম সোপান সমগ্র ইতিহাসের মূল, যাহা অবলম্বন করিয়া মনু-

* অতি আদিমাবস্থা হইতে ক্রমে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, পর পর পরিবর্ত্তনে তাহার একটিকেও হিন্দুশাস্ত্রে পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায় না। এই জন্য তত্ত্ব এবং তাহাদিগের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সকলের একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাহাদিগের উচ্চ নীচ শ্রেণীতে ভুক্ত হওয়া এই রূপ ক্রমিক পরিবর্ত্তনেই হইয়া আসিয়াছে। আমরা এই জন্য দেখিতে পাই, একেশ্বরবাদের সঙ্গেও এই দেবতা সকলের অমাত্যবর্গের ন্যায় কার্য্য করা বর্ণিত আছে।

ষ্যের সমুদায় উন্নতি, তাহা কল্পনা, তাহা মিথ্যা, তাহা অস্থায়ী ইহা আমরা দর্শনের নামে কখন গ্রহণ করিতে পারি না। যাহা ইতিহাসের মূল, তাহা চির দিনের জন্য মানবীয় মনের [illegible] হইয়া অবস্থান করিবে! দ্বিতীয় সোপানকেও আমরা কোন কালে পরিহার করিতে পারিব না। কেননা আমাদিগের সমুদায় জ্ঞান সেই সোপানের সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে এবং চির দিন থাকিবে। তবে এ দুই সোপানের মূল হইতে যে সকল সাময়িক পবিবর্ত্তসহ ফল হইয়াছে, তাহা অবশ্য পরিবর্ত্তিত হইবে, কিন্তু বাস্তবিক মূলের পরিবর্ত্তন কোন কালেই হইবে না।

কমট সূক্ষ্মদর্শী যথার্থতত্ত্বগ্রাহী ব্যক্তি হইয়াও এরূপ ভ্রমে কেন নিপতিত হইলেন? তাঁহার ভ্রম কোথায়? ইচ্ছা ও অনিয়ততা এই দুইকে এক করাতেই তাঁহার ঈদৃশ ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে*। স্থায়িতা দৃঢ়তা অচঞ্চলতাই যে ইচ্ছার পূর্ণতার লক্ষণ ইহা তিনি বুঝিতে সক্ষম হন নাই। সকল কালের জ্ঞানী লোক ভিন্ন সাধারণে ঈশ্বরেচ্ছাকে অনিয়ত মনে করিত। কম্‌টও সাধারণ লোকের সিদ্ধান্ত মূল করিয়া জগৎ হইতে পূর্ণ ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব তিরোহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইচ্ছা যদি কোন নিয়মের অনুসরণ না করে, তবে তাহার সমুদায় সামর্থ্য যে এক কালে ব্যর্থ হইয়া যায়। একটি কার্য্য করিল, আবার তাহাকে অন্যথা করিল, ইহা পূর্ণ ইচ্ছার আদর্শ নহে। পূর্ণ ইচ্ছা এবং নিয়ম এদুই এক কথা। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে স্থিরতর প্রণালীতে কার্য্য করে তাহাকেই নিয়ম বলা যায়, অন্যথা নিয়মকে নিয়ন্তা করিলে কম্‌ট তত্ত্ববাদীগণকে যে দোষে দোষী করেন, তিনিও সেই দোষে দোষী হইয়া পড়েন*। কম্‌ট্ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে স্থির নিত্য নিয়ত রূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, এই জন্যই তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ব্বাচনে ক্ষান্ত হইয়াছেন, অন্যথা তাঁহার দর্শন শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরোধী নহে †। বরং তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন জগতের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর স্বীকার ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই ‡। প্রোফেসর টিণ্ডাল হক্‌সলে প্রভৃতি তাঁহার সতীর্থ ব্যক্তি। দৈবতত্ত্বের বিরোধী হইয়াও তাঁহারা এই জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই §।

* এই স্থলে কম্‌টকৃত দর্শনের সুমহৎ ভ্রান্তি "Reign of Law." গ্রন্থ কর্ত্তা দেখাইয়া দিয়াছেন। দৈব হইতে স্থায়ী দর্শনের প্রভেদ প্রদর্শন জন্য মিল বলিয়াছেন "সমুদায় পরিদৃশ্যমান বিষয় অপরিবর্ত্ত্য নিয়মে নিয়মিত হয়, ইহার বাধস্থল নাই এবং এই নিয়ম সকলেতে কি স্বাভাবিক কি দৈব কোন প্রকারের ইচ্ছাই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না" ইহাই স্থায়ী দর্শনের লক্ষণ। তিনিই অন্যত্র বলিয়াছেন, "তৎকালে সমুদায় পরিদৃশ্যমান বিষয় সকলকেই দৈবকার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা সাধারণ ছিল। কেবল যে সকল বিষয় মনুষ্যের ইচ্ছাতে নিয়মিত হইতে পারিত, তাহাই তৎকালীন স্থায়ী দর্শনের প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইত।" এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধমত! কারণ এক স্থানে ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতে না পারা, অন্য স্থলে ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতে পারা এই দুই পরস্পর বিরোধী লক্ষণ দ্বারা স্থায়ী দর্শনের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক এই রূপ নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল, পরিদৃশ্যমান বিষয় সকল অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অনুগত; এই জন্য উহাদিগের উপরে ইচ্ছার সামর্থ্য সম্ভব পায়।

* "Laws of Nature" is a subtle, a more impersonal substitute for the Supernatural Power. It is objectionable therefore in Positive philosophy. * * *

"Nevertheless, that the Creator has subjected matter to certain immutable laws, is a conception which most men of science loudly proclaim; and however they may refine upon terms, and sublimate the idea of law, its human element cannot always be eliminated. But this seems to me a mechanical theory of the universe, both sterile and irreligious, it makes God necessary as a postulate, and there leaves him! He having legislated for the universe once for all, the laws are now sufficient to sustain the great life of the universe! * * * *

"I propose to call the relations of co-existence and succession, usually named Laws, by the name of method. Etimologically, Method is a path leading onwards, a way of transit. The Method of Nature would, therefore, express the path along which the activities of Nature travelled to result (phenomenon)—Comte's Philosophy of the Science, by Mr. Lewes.

† Positivism does not exclude the idea of a God, "provided," says Mr. Mill "we admit that the intelligent Governor adheres to fixed laws, which are only modified or counteracted by other laws of the same dispensation and are never either capriciously or providencially departed from"—Mr. Mill on Auguste Comte and Positivism.

‡ The order of Nature, is doubtless very imperfect in every respect (mark well his metaphysical assumption), but its production is far more compatible with the hypothesis of an intelligent will than with that of a blind mechanism. Persistent atheists therefore would seem to be the most illogical of theologists: because they occupy themselves with theological problems and yet reject the only appropriate method of handling them. But the fact is that pure atheism even in the present day is very rare. What is called Atheism is usually a phase of Pantheism, which is really nothing but a relapse disguised under learned terms, into a vague and abstract form of Fetichism."—A general view of Positivism, by Anguste Comte.

§ A writer in the Spectator was thus rebuked by Professor Huxley 10th February 1866. "I do not know," he says," that I care very much about popular odium, so that there is no great merit in saying that if I really saw fit to deny the existence of a

বস্তুতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিরোধী ইহা এখন জ্ঞানী মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আমাদের প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইল, আমরা বারান্তরে এ সম্বন্ধে পুনরায় সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

সমাজ সংগঠন প্রণালী।

পাপ কপটাচার ও অসত্য ব্যবহারের উপর সমধিক শাসন রাখিয়া এবং কৃপাপাত্র দুর্ব্বলদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিয়া উদারভাবে এই সমাজ সংগঠিত হইবে। কোন সভ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন স্পষ্টবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি তাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যান এবং অহঙ্কারপূর্ব্বক সমাজের নীতির শাসনকে অগ্রাহ্য করেন, তবে যতদিন তাঁহা-কর্ত্তৃক অনুতাপ সহকারে সেই অন্যায় কার্য্য সকল স্বীকৃত না হইবে, তত দিন তাঁহাকে কোন বিশেষ অপমানজনক সামাজিক দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি কোন কালেই পরিত্যাজ্য নহেন। কখন তিনি ফিরিয়া আসিবেন এই প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে। কেহ কোন অবলম্বিত বিধির বিরুদ্ধাচার করিলে যে সমাজ তাহাকে এককালে পতিত বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করে, এবং সামান্য সামান্য নিয়মপালনসম্বন্ধে লোকের উপর অধিকতর কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করে, সেই খানেই সঙ্কীর্ণতা অনুদারতা আইসে। যেখানে মঙ্গলভাবের পরতন্ত্র হইয়া ন্যায়ের শাসন স্থাপন করা হইবে। সেখানে সাম্প্রদায়িকতা আসিবে না, কিন্তু উদারতা এবং পবিত্রতা সংস্থাপিত হইবে। যথেচ্ছাচার এবং কপট ব্যবহার এ সকল বিনা বাধায় যদি প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে কোন কালে ব্রাহ্মদিগের জীবন বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিবে না। এই জন্য স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ সংগঠনের আবশ্যকতা আমরা পূর্ব্ববারে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এই প্রস্তাবিত সমাজের অন্তর্গত হইবার জন্য যাঁহারা অদ্যাপি উপযুক্ত সাহস এবং ধর্ম্মবল লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গে যত দূর যোগ থাকা সম্ভব তাহা থাকিবে, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে সহানুভূতি দানে কখনই পরাঙ্‌মুখ হইবেন না; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা জ্ঞাতসারে যে সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে তৎসম্বন্ধে প্রশ্রয় দেওয়াও হইবে না, বরং বন্ধুভাবে তাহার উপরেও শাসনপ্রণালী বিস্তার করিতে হইবে। জানিয়া শুনিয়া কুসংস্কারে উৎসাহ দেওয়া এবং পৌত্তলিক ব্যবহারে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি কার্য্যকে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী বলেন না, প্রত্যুত তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে আমাদের বিশেষ বলিবার কিছু নাই। যে সকল ব্যক্তি পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্য মিথ্যা সরলতা কপটতা ন্যায় অন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম উপধর্ম্মের প্রভেদ স্বীকার করেন তাঁহারাই আমাদের লক্ষ্য।

শাসনসম্বন্ধে যেমন দুইটী বিষয় কথিত হইল, তেমনি মত সম্বন্ধেও দুইটী সার কথা আছে। যাঁহারা এক ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্মগত জাতিভেদ স্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে এক পিতার পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিবেন, তাঁহাদেরই দ্বারা এই সমাজ নির্ম্মিত হইবে। এক ঈশ্বরকে প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কি উপাসনা কি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহাকে গৃহদেবতা জানিয়া তাঁহার সিংহাসন পরিবার মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। উপাসনা এক ঈশ্বরের করিবেন এবং সামাজিক ক্রিয়ায় তেত্রিশকোটি দেবতাকে আহ্বানে করিবেন তাহা হইতে পারে না। ঈশ্বর পিতা, মনুষ্য ভ্রাতা এই মূল বিশ্বাস জীবনে পরি-

God. I should certainly do so, for the sake of my own intellectual freedom and be the honest atheist you are pleased to say I am. As it happens however, I cannot take this position with honesty, inasmuch as it is, and always has been, a favorite tenet of mine, that Atheism as absurd, logically speaking, as Polytheism."

গত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যাঁহারা "ব্রাহ্ম" নাম গ্রহণ করিবেন তাঁহারাই এ সমাজের সভ্য হইবেন। সেই ব্রাহ্ম এখন হিন্দুপরিবার মধ্যেই থাকুন আর যেখানেই থাকুন, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব থাকিবে না; এবং এক ঈশ্বরের জয় তাঁহাকে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে হইবে। এই মূল মত অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত নীতির শাসনের অধীনে থাকিয়া স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের নিকট এই প্রস্তাব আমরা করিলাম। ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী ব্যক্তিগণ শীঘ্র এ বিষয়ের কোন মীমাংসা করেন এই আমাদের প্রার্থনা। আপাততঃ আমরা যদি একশত পরিবার লইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তাহাতেও অনেক উপকার আছে। ইহার মধ্যে যে সকল লোক প্রবেশ করিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারের জন্য তাঁহারা বিশেষরূপে দায়ী থাকিবেন। অদ্য যাঁহারা ব্রাহ্ম আছেন, দুই বৎসর পরে হিন্দু হইবেন, তাঁহাদের উপর আমরা অধিক নির্ভর করিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা মরণ পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম পালনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন কিম্বা হইবেন, তাঁহাদিগের উপর ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিকার আছে। কেননা তাঁহারা চির দিনের নিমিত্ত ঈশ্বরের চরণে বিক্রীত হইয়াছেন। এই প্রস্তাবের অন্যায় অর্থ যদি কেহ গ্রহণ করেন, তিনি আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই।

THE SPIRIT OF GOD IN MAN.

It is wonderful to contemplate how man has always sought God out of his own soul. There seems to be a delight in finding the Supreme Spirit at a distance, and a danger in viewing Him too close to ourselves. We are fond of beholding His glory in the gorgeous clouds, and starry heavens; we admire His design, and goodness in the universe without; we reverently read of his works, and His dispensations in the pages of history, but we will not find Him immanent in our own souls. It does not require many words to prove that the perception of the Divine spirit is nowhere possible except in the heart of the seeker. We start with faith, and end in faith throughout our religious career. If this faith means anything, it is the deep conviction that the Divine nature is represented in our secret consciousness. It is this consciousness that raises us above the rest of the creation, and points us to an eternal destiny. It is this consciousness that is mirrored forth in the glorious fields of nature, and magnified in the wonders of the universe. We find its testimony in history; it is fed by the life and precepts of holy men; our hopes, aspirations, joys, sorrows and experiences confirm it; it meets with a proof everywhere. The finite knows not, yet can not do without the conception of the Infinite. The infinite embosoms us in time, space, and spirit. Rob me of the secret faith that God dwells within my heart, and I become dead and lost for ever to all sense of religion. Let me realize, if only for a moment, that the Supreme Spirit of purity and truth has made His abode in me, inspires, and leads me; all fear, and all doubt is it an end, sin becomes impossible, and humanity becomes divine. The numberless degrees of religious development which the world has yet shown, range within the extremes of belief and unbelief in this great truth. If there is any hope for corrupt humanity, it is this,—that the Spirit of God is in Man, and will save it yet. If there is any assurance in the words and actions of those who have lived and died for God, it is this—that the spirit of the Lord has been in them. All those philosophies and sciences, all those discourses and reasonings, all those men and events that appeal to the heart to awaken a latent sense of the Father's love there, prove and assume that the Spirit of God is in Man.

If this be so, if the Indwelling Spirit of the Supreme lies thus at the root of our being, why is it that we find Him so rarely if at all in this life of sin and sorrow? Why is it that our soul strays to find its latent God so distant in space and time? Why so often we see that He is pourtrayed on the inanimate form of nature, while the living and divine image of the soul is gloomy, and void of his presence? Yes, it is really strange that He should always be in us, should be the Life of our life, and that yet we should see Him not, or see Him so dimly and rarely. Did we find Him oftener, are we sure it would be to our good? Merged in doubt, despair, and

sin, there are not many of us willing to welcome our God within our daily life, even if perchance we saw Him. There are not many of us ready to forsake their favorite schemes of interest and advancement, if the Great Spirit, who is so unlike them, appeared, and pointed out a different course of life. It were better, if man had no free will, that God appeared to him. Having free will it is better that God should not appear. Because is it not safer for man that he should not see his Lord within himself,than that seeing Him, render Him a dishonor and a disobedience most perilous to his future destiny? Ah, how often the false devotee explains away the blessed vision of God's face as a dream, on an eccentricity of thought! How often will he not see, or seeing will not believe, though his Father stands so close to him! We would make a God for ourselves, a golden calf of fancy, and would not accept the real veritable Almighty One, only because we have set our face against Him. No wonder then that in such a mood of mind the Blessed Spirit, though dwelling within us, should be invisible. We have grieved Him away. He loves us too well to allow the dishonor with which we would regard his continued presence. Yet He leaves us not without some guidance and some light of His holy face. He approaches us from a distance. Our God throws forth the immensity of His being from the depths of our souls, into the vast mirror of creation. We wonder to behold Him there, symbollized in great and glorious objects, enthroned in mighty wisdom and power. We adore and kiss the dust to recognize who is it that rules the universe. But we seem not to be aware that the mighty flame of Divinity enkindled in the heavens is only a spark of that Eternal Light that reposes within the sleep of our unconscious souls. The soul is enlarged and ennobled by the great conception, and God in His goodness, re-enters from without the temple within the heart, where He always dwells unseen. The heart thus learns to adore its Deity within itself. God appears in and fills the whole creation that sin-stricken, and self-forgetful as we are, we may behold Him first as the Source and Soul of the universe, and then know Him to be the living God of our lives the Soul of our souls.

But it is not all who stray from home to view God's spirit in man. There have been men in whom the Divine Spirit wells up from deep and secret fountains, which an unseen hand opens into activity. As the body by its own growth bursts into beauteous youth, so in certain souls the presence of the Spirit manifests itself early, and the relations between the soul and its Lord instinctively blossom forth. The heart finds itself transformed into a new image, and transplanted into a new world. The pure and cloudless atmosphere of heaven-sent faith encirles it, and the child of God beholds the Spirit of his Father descend upon him. Unearthly impulses of love seize the wondering young heart, its great mission is declared from on high, the flame of holy enthusiasm burns fierce and unchecked, the destiny of all mankind is grasped in its reach—"The Spirit of the Lord is upon me" cries the chosen servant of Heaven Onward flows the stream of life. The young prophet joyously speaks forth the good news entrusted to him, and his voice rings with gracious sound among men far and near. What is the world, with its vanities and temptations to him? It is all unspeakably unreal and little before the awful reality that sways his destiny. He builds the monument of God's service for all ages, yet it is not he that does so, but the Spirit within him that dictates the work. And that work is *therefore* imperishable. Time brings on change. The joy of his heart is overclouded, thick mists gather round the serene soul, disappointment seems to lurk in the distance. Friends become foes, the whole world is armed into hostility, dark doubts and defiances gather in the way, the sun seems to go down at noon. Into solitude and silence he retires, into fear and agony. "Why hast thou forsaken me O my God?" crieth the perturbed soul. "Can the woman forget the suckingchild that she should not have compassion on the offspring of her own womb? Yea she may forget, yet I will not forget thee, saith the Lord." No, God has not forsaken him. He still finds the spirit of the Father within his soul.

But slowly the ministry of mortal life draws to its close. Weakness and ailments have commenced to gather round the flesh. God's field of work has been ploughed and watered, God's seed of truth has been sown at the sweat of the brow. But time is short, the labour is long, and the day far-spent. God calls the weary labourer home. Fain would he work longer, fain would the servant be more worthy of his wages. The helplessness of those about him moves him deeply But the Spirit beckons, the Voice within whispers him to bid farewell, the souls of the righteous

invite him to the feast of eternal life. He departs with sorrow and joy,—joy because he knows Who calls him away, sorrow because he knows whom he leaves behind. Looking to God and to Man only one wish, one thought fills the heart of the departing saint :—"Abide in me, and I in you!"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

সত্য যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বিশেষ লক্ষণ ও ভূষণ হয়, প্রেম ইহার আর একটী প্রধান ভূষণ। সত্য ধর্ম্মই প্রেমের ধর্ম্ম। সত্য এবং প্রেম এই দুয়ের সমষ্টিতেই অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন, এবং এইদুটী লক্ষণের দ্বারাই আবার ইহার সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মের মিল। যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং যে ধর্ম্মে যে পরিমাণে সত্য আছে, সেই পরিমাণে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ উদারতা এবং প্রশস্ততা। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, যাঁহার অন্তরে যে পরিমাণে সত্য সে পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম, কি কথাতে কি চিন্তাতে, কি কার্য্যেতে যিনি যে পরিমাণে অসত্যের অনুসরণ করেন, সে পরিমাণে তিনি অব্রাহ্ম। অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই শীঘ্র সকল প্রকার অসত্য দূর করা কর্ত্তব্য ইহা গত রবিবারে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্ম যেমন সত্যের অনুসরণ করিবেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই তাঁহাকে প্রেম সাধন করিতে হইবে, জগতের নরনারীদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রেমে সম্মিলিত হইবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। যে পরিমাণে তিনি প্রেমিক সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন দুটী অঙ্গীকার করিয়াছ, একটী কায়মনোবাক্যে সত্য পালন, দ্বিতীয় প্রেম সাধন। এই দুটী অঙ্গীকার পালন ভিন্ন ধর্ম্মগৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। জিতেন্দ্রিয় হও, পিতা মাতাকে ভক্তিকর এ সকল উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ কি? পিতামাতার অবাধ্য এবং অসচ্চরিত্র হওয়া সকলেরই পক্ষে পাপ; কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা কি জন্য বিশেষরূপে চিহ্নিত? এই জন্য যে তাঁহারা সত্য এবং প্রেম এই দুই একত্র সাধন করিবেন। ইহাই ব্রাহ্মজীবনের প্রধান লক্ষণ, সত্য এবং প্রেম অথবা পবিত্রতা এবং উদারতা এই দুটী বিশেষ লক্ষণ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জীবন দেখিয়া সাবধান কেহই ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ মনে করিওনা। পূর্ণ সত্য এবং পূর্ণ প্রেমই ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ অবস্থা। এখনও ব্রাহ্মসমাজের সেই অবস্থা আসে নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে এই পূর্ণ আদর্শের ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চয়ই আসিবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি দৃঢ়রূপে এই দুটী লক্ষণ সাধন করেন, তবে শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দূর হয়। প্রত্যেকে যদি এই প্রতিজ্ঞা করেন, সত্য চিন্তা, সত্য কথা, এবং সত্য কার্য্য করিব, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম চিন্তা, প্রেমালাপ এবং প্রেম কার্য্য করিব, তবে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে পুণ্য পথ পরিষ্কার হইবে। যে ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতার নহে, ইংলণ্ডের নহে, যাহা সময়ে কিম্বা স্থানে বদ্ধ নহে; কিন্তু যাহা সমস্ত জগতের, এবং যাহা ঈশ্বরের ব্রাহ্মসমাজ, তাহার আদর্শ কখনই অপূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণ সত্যের আকর না হইলে যেমন ঈশ্বর ঈশ্বর হইতে পারেন না সেইরূপ যদি তাঁহার প্রেম খসিয়া পড়ে, আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। আমরা অসত্য এবং অপ্রেমের উপাসক নহি আমরা যাঁহার উপাসনা করি, তিনি অনন্ত সত্য এবং অনন্ত প্রেমের আধার। তিনিই আমাদের অন্তরে সত্য এবং প্রেম এই দুই একত্রে স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মের রসনা যেমন সত্য বলিবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই ইহা প্রেমবাক্য বলিবে। ব্রাহ্মজীবনে এই দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। জগতের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে এই দুয়ের একত্র সাধন দেখা যায় না। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে কেহ সত্যের দিক রক্ষা করিতে গিয়া প্রেমের দিক হারাইয়াছে, কেহ প্রেমের দিক রক্ষা করিতে গিয়া সত্যের দিক হারাইয়াছে। এইরূপে প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই আংশিক উন্নতি দেখিতে পাইবে। কেহ দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, সেই দোষী ভ্রাতাকে কাটিয়া ফেলিল, কেহ ভ্রাতাকে ভাল বাসিতে গিয়া তাহার পাপকে প্রশ্রয় দিল। এই-

রূপে প্রেমবিহীন পবিত্রতা এবং পবিত্রতাহীন প্রেম জগতের যে কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে কাহার সাধ্য তাহার পরিমাণ করে? দোষ নাই এমন মনুষ্য কোথায়? আবার দোষ দেখিলেই জগতের লোকে সেই দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে পারে না। দোষের প্রতি উদাসীন থাকা মনুষ্যের স্বভাব নহে। ভাই ভগিনীদের দোষের প্রতি উদাসীন থাকিব, সুন্দর এবং মধুর কথায় কেবলই তাঁহাদের মন তুষ্ট করিব, সহস্র দোষ দেখিলেও কিছু বলিব না, ইহাই যদি আমাদের প্রকৃতি হইত এবং ইহা যদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম হইত, তবে সকল পাপী যার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, কেননা প্রত্যেকে জানিত আমি যত কেন অপরাধ করিনা, ভাই ভগিনী বলিয়া সকলেই আমাকে ভাল বাসিবে এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে। কেহই কোন স্থানে আমার গ্লানি প্রকাশ করিবে না। কিন্তু ব্রাহ্ম যত কেন প্রেমের উপাসক হউন না, তিনি আবার সত্যের উপাসক। অসত্য, প্রবঞ্চনা, কপটতা ইত্যাদিকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। জ্বলন্ত অগ্নির মত সতেজ হইয়া তিনি ভাই ভগিনীদের পাপ অপবিত্রতা দগ্ধ করেন। কিন্তু পবিত্রতার অনুরোধে কি আমরা পাপীদিগকে দূর করিয়া দিতে পারি? না আবার আমরা পাপীদিককে ভাল বাসিতে গিয়া পাপের সাগরে ডুবিতে পারি? যাই কোন ব্যক্তি একটী মিথ্যা কথা বলিল, অমনই তাহাকে সর্ব্বত্র মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করিলাম; যাই কাহারও অহঙ্কার দেখিলাম অমনই ভয়ানকরূপে তাহাকে আক্রমণ করিলাম এবং যাই কাহারও ইন্দ্রিয় দোষ আছে জানিলাম, অমনই প্রহার করিতে করিতে তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিলাম, সে বাঁচিল কি মরিল তাহাতে আমার ভ্রূক্ষেপও নাই। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের জন্য একজনকে মারিলাম তাহাতে ক্ষতি কি? অথবা ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য কএকজন ভাই ভগিনীকে হারাইলাম তাহাতেই বা দুঃখ কি? পুত্র কন্যার বিবাহোপলক্ষে জাতি রক্ষা করিতে গিয়া যাই কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ লঙ্ঘন করিল, তখনই তাহার বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অনেকে বলিতে লাগিল এইরূপ কপট ধূর্ত্ত ব্রাহ্মের মুখ দেখা পর্য্যন্ত পাপ। তিল তাল হইয়া উঠিল। ফলতঃ সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ এত দূর যাইতে পারে যে যদি অপরাধী ভ্রাতার মৃত্যু হয় তথাপি তাহার ক্ষতি বোধ হয় না। ভাই ভগিনী সকলেই যে এক সাধারণ শরীরের অঙ্গ, কেহ চক্ষু,কেহ কর্ণ,কেহ হস্ত, ইহা আর তখন স্মরণ থাকে না। চক্ষু যদি রুগ্ন হয় তাহা উৎপাটন করিতেই হইবে। যিনি সুচিকিৎসক তিনি হয়ত কিছু কাল ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু যখন রোগ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া এতদূর প্রবল হইল যে রোগীর প্রাণ থাকা সংশয় তখন তাঁহার মতেও আর সেই রুগ্ন চক্ষু রাখা যায় না। সেইরূপ একজন কপট ব্যক্তি থাকিলে যদি ব্রাহ্মসমাজ দূষিত হয়, অথবা একজন জঘন্য চরিত্র নারী থাকিলে যদি সমস্ত নারী জাতি কলঙ্কিত হয় তাহাকে দূর করিতেই হইবে। মানুষ থাকুক আর নাই থাকুক, ৫ জন লোক বাঁচিবে কি মরিবে এই ফলাফল ব্রাহ্মেরা বিবেচনা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিতেই হইবে। বাস্তবিক এরূপ যাঁহাদের ভাব, তাঁহারা কখনই যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন না। যাঁহারা বলেন,লোককে পাই আর না পাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেই হইল, তাঁহারা কদাচ ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত নহেন। সত্যের সঙ্গে যদি প্রেমের বিবাদ হয় তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য নহে। সত্য কি? পূর্ণ সত্য। প্রেমবিহীন সত্য অসত্য, এবং সত্য বিহীন প্রেম অপ্রেম। যেমন ঈশ্বর ছাড়া প্রেম হইতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বর ছাড়া সত্য হইতে পারে না। সত্যের উৎস ঈশ্বর! প্রেমের উৎস ঈশ্বর! প্রেম সত্য তাঁহা হইতে একত্র আসিতেছে। সত্য বিহীন প্রেম ভয়ানক বিষ, অতএব অসত্য দিয়া যদি জগৎকে ভাল বাসিতে চাও তুমি জগতের মহাশত্রু। মা যদি বিষ জানিয়া সন্তানকে বিষ দেন তিনি কি মা? জগতের প্রতি যদি তোমাদের যথার্থ হিতৈষণা থাকে তবে তোমরা কখনই অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে পার না। জগতকে যে অসত্য দেয়, সে অপ্রেম দেয়। প্রেম কি? যথার্থ শুভ ইচ্ছা। অতএব জগতের প্রতি যার শুভ ইচ্ছা আছে সে কি জানিয়া শুনিয়া অসত্য পাপকে প্রশ্রয় দিতে পারে? ধন্য সেই পিতা যিনি

আরও দৃঢ়তররূপে বুকে বাঁধিবার জন্য সন্তানের প্রতি কঠোর শাসন করেন। সেইরূপ ধন্য সেই ব্রাহ্ম, সেই আচার্য্য, অথবা উপাচার্য্য কিম্বা প্রচারক যিনি কাহারও দোষ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রাণের ভাই ভগিনী অসত্য আচরণ করিতেছে ইহা দেখিলে যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আর এক ব্যক্তি পাপ করিতেছে, আমার কি, আমিত আর প্রচারকের পদ গ্রহণ করি নাই যে লোকের কিসে পরিত্রাণ হইবে, কেবল তাহাই ভাবিব' প্রকৃত ব্রাহ্মের মুখ হইতে কদাচ এরূপ বিষ বহির্গত হইতে পারে না। কোন ভ্রাতার মনে অধর্ম্মের অনল জ্বলিয়া উঠিল তাহাতে তাঁহার স্ত্রী, পরিবার এবং বন্ধু বান্ধব সকলেই জ্বলিতে লাগিল, ইহাতে যে উদাসীন থাকিতে পারে সে ঘোর পাষণ্ড সে কখনই ব্রাহ্ম নহে। যাহার অন্তরে অণমাত্র ভক্তি, অনুরাগ আছে, সে অসঙ্কুচিত ভাবে বলিবে, ঈশ্বর আমার হাতে ভার দিয়াছেন, আমি কাহারও দোষে প্রশ্রয় দিব না। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ কঠোর শাসন আরম্ভ করে। কিন্তু কাহারও ক্রোধান্ধ হইবার অধিকার নাই। প্রেম বলিতেছে "পাপীকে ফিরাইয়া আন এবং যখন তুমি অন্যের দোষ সংশোধন করিবে সাবধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিও না। কেননা ঈশ্বর ভিন্ন উহাতে আর কাহারও বসিবার অধিকার নাই।" পরস্পরের চরিত্র ভাল করিবার সময় সর্ব্বদা এইটী মনে রাখিবে যে তুমিও সেই বিচারের অধীন; এবং অতি সামান্যতম ব্রাহ্মও তোমাকে শাসন করিতে পারেন, এবং ক্ষুদ্রতম পাপকেও তুমি উপেক্ষা করিতে পার না; কেননা সেই গরল ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবশেষে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিতে পারে এবং হয়ত সেই সামান্য চোর তোমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারে। কিন্তু সাবধান দোষ বিনাশ করিতে যেন ভ্রাতার মৃত্যু না হয়। ভাইকে চিরকালই প্রেম এবং ক্ষমা করিতে হইবে। পাপী বিনীত হইয়া যখন অকৃত্রিম অনুতাপ করে, এবং সেই অনুতাপ জল হইতে পুণ্যফুল ফুটিবে যখন এই আশা থাকে তখন পাপীকে ক্ষমা করা সহজ; কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ করিতেছে, অথচ ধর্ম্মসাধন এবং উপাসনাকে বালকত্ব এবং বাতুলতা বলিয়া উপহাস করে এবং অনুতপ্ত না হইয়া বরং আপনার পাপ কার্য্যে দম্ভ করে তাহাকে ক্ষমা করা কঠিন; কিন্তু ব্রাহ্মগণ; ঐ সকল ব্যক্তিকেও ক্ষমা করিতে হইবে, কেননা যদি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর কত বার ক্ষমা করিবে, তিনি বলিবেন যতবার আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করি। লক্ষবার তুমি পাপ করিয়াছ লক্ষবার তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। যদি তাঁহার প্রকৃতি অনুকরণ না, কর তবে কিরূপে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবে? কোন ক্ষমাবিহীন অসুর আমাদের হৃদয় গঠন করে নাই যে ইহা চিরকালই অপ্রশস্ত থাকিবে। সহস্র পাপ করিলেও যিনি ক্ষুধার সময় অন্ন এবং তৃষ্ণার সময় জল দেন এমন প্রেমসিন্ধু ঈশ্বরের পুত্র কন্যা হইয়া আর তোমরা পরস্পরকে অক্ষমানলে দগ্ধ করিও না। ভাই ভগিনীর দোষ দেখিলে রাগ করিও না কিন্তু দুঃখ কর। বিকারী রোগীকে দেখিয়া কি প্রতিবেশীরা রাগ করে না দুঃখ করে? সেইরূপ যে ব্রাহ্ম পাপ করিয়াও দাম্ভিক হয় সে বিকারী ব্রাহ্ম। তাহাকে রোগী বলিয়া ক্ষমা কর, তাহার প্রতি দয়া কর। সকল অবস্থায় ঈশ্বরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জগতের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৩ বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের অনেক দোষ আছে যাহা শীঘ্রই সংশোধন করা আবশ্যক। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে উপাসনা অপেক্ষা উচ্চতর ব্রত আর কিছুই নাই। মনুষ্য জীবনে উপাসনার ন্যায় গুরুতর ব্যাপার আর কি আছে? কেবল যে পৃথিবীর মনুষ্য উপাসনার অধিকারী তাহা নহে, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা ইহাতে যোগ দেন। উপাসনা সামান্য কার্য্য নহে, আমরা মনুষ্য হইয়াও ইহা দ্বারা স্বর্গে বসিবার অধিকার পাইয়াছি। উপাসনা দ্বারা পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ইহা অপেক্ষা আর আমাদের পরম সৌভাগ্য কি হইতে পারে? অতএব উপাসনাতে যদি

অসত্য, অধর্ম্ম এবং কপটতা প্রবেশ করে, তবে আর আমাদের দুঃখের অবধি নাই। ঈশ্বরের কৃপায় উপাসনাশীল হইলাম, প্রতিদিন সজনে নির্জ্জনে উপাসনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুকাল পরে আর উপাসনা ভাল লাগিল না হৃদয়ের ভাব শুকাইয়া গেল; নিয়মের নিতান্ত বাধ্য হইয়া কোন মতে কতগুলি অভ্যস্ত বাক্য বলিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, উপাসনা সম্পর্কে এই রূপ যাহাদের অবস্থা, ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। যে উপাসনা দ্বারা মনুষ্য পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে উপস্থিত হয়, সেই উপাসনায় অধিকার পাইয়া যাহারা আবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাদের ন্যায় দুঃখী এবং হতভাগ্য আর কে আছে? কিন্তু অতি নিকৃষ্ট ব্রাহ্ম হইতে উচ্চতম ব্রাহ্ম পর্য্যন্ত এই দোষে দোষী। এত কাল সাধনের পর এখনও প্রত্যেক ব্রাহ্মের উপাসনা দোষমূলক রহিল, ইহা বাস্তবিক নিতান্ত লজ্জার বিষয়। আমাদের প্রতি জনের উপাসনা যদি ঠিক হইত, তবে হৃদয়ে যে নরকের এত দুর্গন্ধ তাহা অসম্ভব হইত। যে উপাসনা দ্বারা পাপের আসক্তি বিনষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, আমাদের জীবনে যদি প্রতি দিন সেই উপাসনা হইত; তবে কখনই ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা থাকিত না। যথার্থ উপাসনা করিতেছি কি না কিরূপে জানিব? জীবনের দ্বারা। এত কাল উপাসনা করিয়া যদি এখনও পাপী এবং দুঃখী রহিলাম, তবে আর কি রূপে বলিব যে আমার উপাসনা ঠিক হয়। ঈশ্বরের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে অপরাধী; কিন্তু সেই অপরাধরাশি হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে এক মাত্র ঔষধ উপাসনা তাহাই যদি আমরা প্রতিদিন ব্যবহার না করি তবে ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রণালী অনুসারে কতগুলি শব্দ উচ্চারণ করা উপাসনা নহে, কিন্তু যাহাতে পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে পহুঁছিতে পারি, এবং আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সুখী এবং পবিত্র হই তাহাই যথার্থ উপাসনা। যাঁহারা যথার্থ উপাসনাশীল, কোন নর নারীর বিরুদ্ধে পাপ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব, বরং তাঁহাদের উপাসনা বলে জগতের সমুদায় নর নারী ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অচিরে পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য আনয়ন করে। জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া ঘরে বসিয়া কেবল নিজের জন্য উপাসনা করা কখনই যথার্থ ধর্ম্ম সাধন নহে। কেন না ঈশ্বর মনুষ্যকে এরূপ স্বার্থপর করিয়া সৃজন করেন নাই। যখন পৃথিবীর স্বার্থপরতাকেই আমরা ঘৃণা করি, তখন ধর্ম্মের নামে যাহারা কেবল নিজের স্বার্থ সাধন করে, তাহারা যে কত দূর ঘৃণিত এবং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করে তাহা আর বলিবার নহে। অন্যেরা পাপের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মরিয়া যাক্ তাহাতে আমার ক্ষতি কি, আমি একাকী ঈশ্বরের প্রেম সুধা পান করিলেই হইল, যিনি এরূপ মনেও ভাবিতে পারেন উপাসনাতত্ত্ব কি তিনি জানেন না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে যাঁহার উপাসনা হয়, তিনি স্বভাবতঃ অপর ভাই ভগিনীদিগকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লইবেন। অতএব ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! যদি যথার্থই উপাসনাশীল হইতে চাও তবে নির্জ্জনেতে প্রতিদিন উপাসনা করিতে হইবেই, আবার সময়ে সময়ে সামাজিক উপাসনাতেও যোগ দিতে হইবে। এবং উভয় স্থলেই সরল সাধকের ন্যায় সত্যভাবে উপাসনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ কি জন্য উপাসনা করিবে সর্ব্বদা তাহা চক্ষের সমক্ষে স্থির রাখিবে। সংকল্পবিহীন উপাসনা কখনই ব্রাহ্মোচিত কার্য্য নহে। তাড়াতাড়ি উপাসনা সারিয়া লইলেই হইবে না; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল উপাসনাপ্রণালী রক্ষা করিলে হইবে না, কিন্তু যে জন্য উপাসনা করিবে ঈশ্বরের নিকট তাহা চাহিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট যাহা চাই তাহা কথা প্রকাশ করিল; কিন্তু হৃদয়ের ভাব এবং জীবন তাহার প্রতিকুল, এরূপ কপট উপাসনায় কিছুই হইতে পারে না। উপাসনার সময় এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যতক্ষণ ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে না পাইব অথবা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিব, ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। মনুষ্যজীবনে

যদি উপাসনাই উচ্চতম কার্য্য হয়, তবে অন্য সকল কার্য্য ছাড়িয়া যাহাতে ভাল উপাসনা হয় সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল ব্রাহ্ম মনে করেন কোন মতে উপাসনা সারিয়া দৈনিক কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহাদের না ভাল উপাসনা না ভাল মতে সাংসারিক সুখ কিছুই লাভ হয় না। যিনি বলেন প্রকৃত উপাসনা না করিয়া আমি কোন কার্য্যই করিব না, এবং জীবনেও তাহা সাধন করেন, কার্য্য এবং উপাসনা উভয়ই তাঁহাকে শান্তিদান করে। আমাদের প্রতিজনের উচিত, সমস্তদিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার যেন যথার্থ উপাসনা দ্বারা প্রাণকে শীতল করি। ঈশ্বরকে পাইব এবং তাঁহার প্রেমে মোহিত হইলে আমাদের চরিত্র ভাল হইবে, এই জন্য উপাসনা। সম্পূর্ণরূপে আমার পাপ চলিয়া যাউক, শীঘ্র সুখের জীবন আসুক এই জন্য যদি প্রতিদিন প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা উপাসনা করেন শুভদিন শীঘ্রই আসিবে। উপাসনার প্রতি যাহাদের হৃদয় অনাসক্ত রহিয়াছে, তাহাদের দুঃখ কিরূপে দূর হইবে। প্রতিদিন উপাসনা না করাতে অনেকের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, উপাসনার সময় যাহাদের কখনও নিদ্রা আসিত না, এখন তাহারা কখন্ উপাসনা শেষ হইবে, কখন্ উপাসনা শেষ হইবে কেবল এই কামনা করে। প্রতিদিন যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে কে বলিল, পাপী মনুষ্যের পক্ষে সপ্তাহের মধ্যে একদিন উপাসনাই যথেষ্ট। এইরূপ কুযুক্তি করিয়া তাহারা দৈনিক উপাসনার আবশ্যকতা অস্বীকার করে। উপাসনার প্রতি তাহারা এরূপ অনুরাগশূন্য, এবং উপাসনার সময় যাহারা একবার পরলোক এবং একবার স্ত্রীপুত্র পরিবার ইত্যাদি ভাবে তাহাদের নিকট ঈশ্বর এবং পরলোক শীঘ্রই যে স্বপ্নের ব্যাপার হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মদের দেবতা নিরাকার, বাহ্য জগতে তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, এক মাত্র উপাসনা-দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়, যখন আত্মা উপাসনা শূন্য হয়, তখন আর কিরূপে ঈশ্বরের সত্তা বিশ্বাস করিবে? যাই আমাদের উপাসনায় শিথিলতা হইবে, তখনই আমাদের মস্তকের উপর মহা বিপদ আসিবে। যে ব্যক্তি ভবাবিহীন হইয়া কেবল কতগুলি কথা দিয়া ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে পারে, সে কোন্ মহাপাতক না অনুষ্ঠান করিতে পারে? যে উপাসনার আস্বাদ পায় নাই সে যে পাপের সুখ অন্বেষণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব তোমরা সকলেই ভাল উপাসনা করিতে যত্ন কর। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই প্রাণের মধ্যে পুণ্য শান্তি আসিবে। যদি যন্ত্রণা দূর না হয়, তবে কেন লোকে ব্রহ্মোপাসনা করিবে? ঈশ্বরকে যদি বিশ্বাস ভক্তির সহিত পূজা করি নিশ্চয়ই অন্তরের দুঃখ দূর হইবে। আবার যখন ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর হইবার জন্য সকলে মিলিয়া পিতার পূজা এবং সেবা করিব, তখন আরও শীঘ্র সুখ বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা যে আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করি। একাকী সাধন কখনই ব্রাহ্মদিগের নিকট সুখপ্রদ হইতে পারে না। নির্জ্জনেও ব্রাহ্ম একাকী নহেন। কেননা, ঈশ্বর কোথায়, প্রাণের ভাই ভগিনী সকল কোথায়, এবং আমিই বা কোথায়? আধ্যাত্মিক ভাবে সকলেই পরস্পরের নিকট রহিয়াছি, পিতাকে ছাড়িয়া সন্তান বাঁচিতে পারে না, এবং সমুদায় সন্তান এক প্রাণ-সূত্রে সেই পিতার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছি, এই দৃশ্য যাঁহারা অনুভব করেন তাঁহাদের সুখ শান্তির সীমা কি? তাঁহার সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকে দেখিলে পাপের বন্ধন আপনা আপনি ছিঁড়িয়া যায়, এবং স্বর্গের শোভা দেখিয়া মন চিরকালের জন্য তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়। তখন উপাসনা এত সুখদায়ক হয় যে ভক্ত আর উপাসনা ছাড়িতে পারেন না। বন্ধুগণ! যখন তোমরা ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরের কাছে বস, তখন কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না যে আরও ভাই ভগ্নীদিগকে ধরিয়া আনি। যদি না হয় তবে বুঝা গিয়াছে সে উপাসনাতে অবশ্যই দোষ আছে। বিশ্বাসনয়নে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা অপেক্ষা সুন্দর আর জগতে কি আছে? যে উপাসনাতে ঈশ্বর এবং স্বর্গ নিকটে দেখিবে, সাবধান বন্ধুগণ! কদাচ তাহার প্রতি উপেক্ষা করিও না। উপাসনা করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত মন সৎ না হয় সে অবধি উপাসনা ছাড়িও না। ধন, মান, প্রাণ ইত্যাদি সমুদয় অনিত্য বিষয় চলিয়া যাক্ ক্ষতি নাই; কিন্তু সাব-

ধান উপাসনা ব্রত যেন কোন মতেই ভঙ্গ না হয়, উপাসার সময় যেন কাহারও নিদ্রা না আসে। প্রতি দিনের উপাসনা ভাল না হইল তাহাতে ক্ষতি কি, এরূপ সাংঘাতিক যুক্তি যেন তোমাদের মনে স্থান না পায়। প্রতি দিন অন্ততঃ একবার সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে হইবে। সেই দর্শন দর্শন নহে যাহাতে সংশয় থাকে। উপাসনার আস্বাদন কোন দিন অধিক কিম্বা কোন দিন কম মধুর হইতে পারে। কিন্তু প্রতি দিনের উপাসনা সরল এবং সত্য হওয়া চাই। প্রত্যেক দিন ভক্তি বৃদ্ধি না হইলে উপাসনা মিথ্যা। প্রতি দিন স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইবে, নিজে তাঁহার আজ্ঞা শুনিবে। প্রতি দিন অন্ততঃ একবার ভালরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। সকালে না হয়, অপরাহ্ণে, অপরাহ্ণে না হয়, রজনীতে উপাসনা করিবে। ক্রমে উপাসনাতে আসক্তি জন্মিলে, ইহাতে এত আনন্দ পাইবে যে আর কিছুই ভাল লাগিবে না। তখন দেখিবে জগতের সকল মুখ ঈশ্বর অপেক্ষা কম মনোহর, এবং সমুদয় রত্ন তাঁহা অপেক্ষা কম মূল্যবান্। উপাসনাতে যখন তোমরা এরূপ সুখী হইবে তখনই জগতে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে। কি দৈনিক, কি সাপ্তাহিক, কি মাসিক, কি উৎসব কোন উপাসনাতে ব্রাহ্মদের প্রবঞ্চনা আছে, জগতের কেহ যেন এই কথা বলিতে না পারে। উপাসনাতে আমাদের সকল দুঃখ দূর হউক, এবং উপাসনাতে আমরা স্বর্গের শান্তি লাভ করি।

সংবাদ।

প্রয়াগে কর্ণেলগঞ্জে দ্বিতীয় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসংখ্যা অধিক নহে, কিন্তু সকলেই উৎসাহী। আমরা ভরসা করি, তত্রত্য উপাসকগণ যাহাতে তাঁহাদিগের এই নব উদ্যম জন্য উৎসাহ চিররক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্নশীল হইবেন। স্বর্গীয় উৎসাহ ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন রক্ষা পায় না, দিন দিন জীবন ঈশ্বরানুরাগে অগ্রসর না হইলেও উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এই রূপে অনেক স্থানে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে৩ এই সকল দেখিয়া আমাদিগের সকলেরই সতর্ক হওয়া সমুচিত।

গত ১৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে যাদৃশ উৎসাহ দৃষ্ট হয়, উহা আত্মার স্থায়ী ভাব হইয়া যায়, উৎসব সকলের উদ্দেশ্য এই। উৎসাবান্তে নূতন উদ্যমে জীবন নির্ব্বাহিত না হইলে সকলই শুষ্ক ব্যর্থ হইল তাহা নহে, উহাতে জীবনের হীনতা উপস্থিত হয়। উহাকেই উৎসবাপরাধ বলা যায়। আমাদিগের অনেকেরই দুর্দ্দশা এই অপরাধের ফল।

আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্ম সভার" পঞ্চম সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এ বৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা বক্তৃতাদির সংখ্যা অল্প; কিন্তু যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীত হয়, দিন দিন ইহার কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তার করিবার জন্য যত্ন হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরে তিন জন মাত্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভাপতি ছিলেন, এবার বার জন হইয়াছেন। সভা স্বাধীন মতের পরিপোষক হইলেও উহার নামের সঙ্গে "ধর্ম্ম" এই শব্দ সংযুক্ত থাকাতে ঈশ্বরবাদী ভিন্ন অন্যের ইহাতে যোগ দেওয়ার পন্থা নাই অনেকে সংশয় করাতে, এবার একটি নির্দ্ধারণের অঙ্গ পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, কেহ মত বিষয়ে নাস্তিক হইলেও সভার সঙ্গে যোগ দিতে পারিবেন। সমুদায় প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট করিয়া স্বাধীনভাবে সকলে এক স্থানে একত্র হইয়া নিজ নিজ মত প্রকাশ করিবেন এবং এই প্রণালীতে সর্ব্বত্র অসম্প্রদায়িক ভাব প্রচারিত হইবে সভার এই উদ্দেশ্য। সভার সংস্থাপন হইতে এপর্য্যন্ত যত সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সকলি ধর্ম্ম সম্পর্কীয়। কোন সময়ে কোন নাস্তিক বা সংশয়ী সভায় আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের মনে পড়ে না। যাঁহারা ধর্ম্মের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সংশয়ী নাস্তিকগণের যুক্তিতর্কে কখন ভীত হইবেন না সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম সম্পর্কীয় সভায় সংশয়ী নাস্তিকগণের মত প্রচারের প্রয়োজন কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সভাকে তর্কসভায় পরিণত করাতে কোন সার্থকতা নাই। বাস্তবিক কথা এই "স্বাধীন ধর্ম্মসভা" এখনো বৈনাশিক কার্য্যে ব্যাপৃত; সহৃদয়তাসূত্রে একত্র বদ্ধ হওয়ার সময় এখনও উহার উপস্থিত হয় নাই।

পাটনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব অতি উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু উপাসনাদির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তথায় আটজন কলেজের ছাত্র দীক্ষিত হইয়াছেন।

মুঙ্গেরে একদিন ইংরেজীতে বিশেষ উপাসনা হইয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান পোপ পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার জীবন আশা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

বিলাতে বাইবেলের ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক আবার নূতন করিয়া অনুবাদ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর দাস প্রণীত "ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার" বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। যাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা মিসন আফিসে প্রাপ্ত হইবেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কালকাতা মির্জাপুর ষ্ট্রীটে হাওয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ। ১২ সংখ্যা। } ১৬ই আষাঢ়, রবিবার, ১৭৯৫ শক। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥ মফস্বল ঐ ৩।

ব্রাহ্ম সংখ্যা।

কিয়দ্দিন হইল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে ভিন্ন২ স্থানে যে পত্র লেখা হইয়াছে তাহা আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিলাম। দৈনন্দিন এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দর্শনে অনেকবার আমরা চিন্তা করিয়াছি যে এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের বিশেষরূপ সমাজবদ্ধ হইবার সময়। পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ বিলুপ্ত হইতেছে; বিশুদ্ধ নিয়মে উৎসাহী ব্রাহ্মেরা আপনাদের পারিবারিক আচার ব্যবহার সংস্কৃত করিতেছেন; সাধারণ লোকে ও তত্তৎ আচার ব্যবহারে ক্রমশঃ অনুমোদন করিতেছেন; এক একটী পরিবার সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন; অনেক গুলি নারী এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছেন; বহু পরিমাণে ব্রাহ্মদিগের সন্তান সন্ততিও জন্মিতেছে, এবং ক্রমে শিক্ষাও ধর্ম্ম উপদেশের উপযুক্ত হইতেছে। এখন বিধি পূর্ব্বক সম্বদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের ও স্ব স্ব পরিবারের ভাবী মঙ্গল সাধনে উদ্যোগী না হইলে, তাঁহাদিগের ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে স্থায়িত্বের উপর পর্য্যন্ত আমাদের সংশয় জন্মে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি জানিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী কতগুলি লোক এদেশে বাস করে; প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা যদি জানিতে পারেন স্বদেশ মধ্যে আর কতগুলি রমণী তাঁহার ন্যায় একেশ্বর পরায়ণা; প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবার যদ্যপি কৃত নিশ্চয় হইতে পারেন যে প্রয়োজন অনুসারে তাঁহারা আর কতগুলি পরিবারের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভে সক্ষম, তাহা হইলে সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ অনুভব করিবেন সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এই জন্যই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা অতি গুরুতর কার্য্য; কেবল উক্ত সমাজের দুই এক জন কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া উঠা সুকঠিন। সকল স্থানের ব্রাহ্মদিগেরই ইহাতে সাহায্য আবশ্যক। মফস্বলস্থ সমুদায় ব্রাহ্ম সমাজের নিজ নিজ বিবরণ এই জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা উচিত। যে যে ব্রাহ্মসমাজে এতন্নিবন্ধন পত্র লিখিত হইয়াছে, সকল স্থান হইতে এখন পর্য্যন্ত উত্তর আইসে নাই। কি জন্য যে ব্রাহ্মেরা বিলম্ব করিতেছেন বলিতে পারি না, বোধ হয় প্রশ্নের আবশ্যকতা এখনও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যতদূর পর্য্যন্ত উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ ফল আমরা পাঠকদিগকে অবগত করি,

বোধ হয় তদ্দ্বারা তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারিবে। প্রায় একশত সমাজে পত্র লিখিয়া ত্রয়োদশটী সমাজ হইতে অদ্যাবধি উত্তর লাভ করা গিয়াছে। অন্যান্য স্থান হইতে ত্বরায় উত্তর আসিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহাতে শীঘ্র আসে এই আমাদিগের অনুরোধ। এ পর্য্যন্ত অবধারণ করা গিয়াছে যে ৬৮টী পরিবার ব্রাহ্মসমাজের শরণাপন্ন হইয়াছে, এবং বহু পরিমাণে পৌত্তলিকতার সঙ্গে সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছে। আপাততঃ প্রাপ্ত ব্রাহ্মিকাদিগের সংখ্যা ১০২। সকল সমাজ হইতে পত্রের উত্তর আসিলে যে ব্রাহ্মিকা সংখ্যা ও ব্রাহ্মপরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, যতদূর জানা গিয়াছে তদ্দ্বারা এই পর্য্যন্ত।

অনেকেই ভাবী বিপদ ও রোগের সম্ভাবনা স্মরণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতে কুণ্ঠিত হয়েন। পুত্র কন্যার বিবাহের সময় কি হইবে? দারিদ্র শঙ্কটে কি হইবে? হঠাৎ কোন দারুণ অমঙ্গল ঘটনা ঘটিলে ব্রাহ্মদিগকে কে সাহায্য করিবে? মনে কর আমার মৃত্যু হইল, আমি ধন সম্পত্তিও কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। আমার বিধবাকে কে রক্ষা করে, কে প্রতিপালন করে, আমার পুত্র কন্যাদিগকে কে শিক্ষা দান করিবার ভার গ্রহণ করে? এক জন সাধু ব্রাহ্মের মৃত্যুর পর যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পুনরায় হিন্দু সমাজে প্রবিষ্টা হইয়া বিধি মতে লাঞ্ছিত হইবেন,এবং কপটভাবে পুনর্ব্বার দেব দেবীর পূজা করিবেন, ইহা মনে হইলে বিস্তর ক্লেশ হয়। ইহাতে কেবল পৌত্তলিকতায় উৎসাহ দান হইল এমত নহে, একেবারে অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করা হইল। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস বর্জন করিয়া এক বার ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে উপাসনা ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা যে আবার লোক ভয়ে পুত্তলিকা সাজাইয়া পূজা করিবেন, এবং করিয়া আপনার ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিতে পারিবেন, ইহা কখন সম্ভব নহে। চির দিন তাঁহাদিগকে কপটতার দাসত্ব করিতে হইবে। কপটতা হইতে কোন্ পাপ না জন্মিতে পারে? তবে যদি পরিবারদিগের ভাবী হিতসাধন আশায় ব্রাহ্মেরা এখন হইতে এই বিপদের নিরাকরণ চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষম অনিষ্টের হস্তে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা হয়। এই ভয়ানক কার্য্যে কি ব্রাহ্মেরা প্রস্তুত? অতএব যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরায়ণ ব্রাহ্ম, এবং যাঁহারা ইচ্ছা করেন যে স্বীয় স্ত্রী পুত্র সেই ধর্ম্ম চিরকাল অবলম্বন করিয়া থাকিবে, তাঁহারা যেন আর উদাসীন না থাকেন। যাহাতে সমাজবদ্ধ হইয়া স্বদল সংখ্যা সবিশেষ জানিতে পারেন, সে বিষয়ে প্রতি জনে যত্ন করুন,এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজকে সাহায্য করুন। যাহাতে সমুদয় ব্রাহ্ম একত্র হয়,ব্রাহ্ম পরিবার সংযুক্ত হয়,সুপরিচিত হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব, সহানুভূতি, ও স্নেহ বিস্তার করিতে পারে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম তদ্বিষয়ে বিশেষ মনযোগী হউন। যাহাতে ব্রাহ্ম বংশজ পুত্র কন্যা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হয় এবং সদভ্যাসে সমুন্নত হয় তাহারও উদ্যোগ করুন। বিশেষতঃ যদ্দ্বারা ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে একটী সুদৃঢ় যোগ, ভগিনী ভাব, এবং ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃত অভ্যুদয় নয়নগোচর হয়, বিধি মতে তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এই পবিত্র যোগের মধ্যবিন্দু হউন। একাল পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম সমাজ সংগঠিত হইয়াছে নারী জাতি তাহার স্তম্ভ ও তাহার বন্ধন স্বরূপ। ভক্তি,নিষ্ঠা, ব্রতপরায়ণতা, দয়া ইত্যাদি পুরুষের কঠোর অন্তঃকরণ পরিত্যাগ করিয়া নারী হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে যে বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বর কন্যাগণ কুসংস্কার বিহীন হইয়া তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা কি পর্য্যন্ত শুভ চিহ্ন বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু

স্বভাবতঃ নারী জাতি দুর্ব্বল, তাহাতে আবার বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণ অতিশয় হীনাবস্থা বিশেষরূপে তাহাদিগের হিত চেষ্টা না করিলে কোন স্থায়ী ফল হওয়া সুকঠিন। ব্রাহ্মিকাদিগের উন্নতি বহু পরিমাণে ব্রাহ্মদিগের হস্তে নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মপরিবারদিগের ভাবী মঙ্গল বহু পরিমাণে ব্রাহ্মিকাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মেরা যদি এই সময়ে উদাসীন হয়েন, মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মেরা যদি উৎসাহী হইয়া আপনাদিগের মধ্যে, স্বকীয় পরিবারদিগের মধ্যে,এবং সমুদয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সদ্ভাব, স্নেহ, সহায়তা ও সামাজিক যোগ সংস্থাপন করেন অচিরে প্রভূত মঙ্গল সমুৎপন্ন হইবে। আমরা প্রার্থনা করি এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হউক।

মনষ্য আপন পাপের জন্য আপনিই দোষী।

বর্ত্তমান কালে জড়বাদের এত দূর প্রাদুর্ভাব যে অনেক সুশিক্ষিত লোকেরা অজ্ঞাতসারে আত্মার অস্তিত্ব ও ইহার স্বতন্ত্রতার উপর সন্দিহান হইয়া পড়িতেছেন। এক দিকে বকল ও তাঁহার ন্যায় ভ্রমান্ধ সুবিদ্বান্ লোকেরা এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের গুরু হইয়া এই সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিতেছেন যে মনুষ্যের স্বাধীনতা নাই, বাহ্যিক অবস্থাই তাহাকে শাসন করে সুতরাং নরহত্যা, ব্যভিচার, এবং অন্যান্য সকল প্রকার দোষ,এমন কি পত্র লিখিয়া তাহাতে নাম সাক্ষর করিতে ভ্রম পর্য্যন্ত একটী নিয়মে হইয়া থাকে, ইহাতে মনুষ্যের কিছু মাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। অপর দিকে পাপাসক্তি লোকদিগকে নানা প্রকার ভ্রম পূর্ণ অনর্থক যুক্তি শিক্ষা দিতেছে এই সমস্ত কারণেই আমরা দেখিতে পাই কত কত ব্রাহ্ম এক সময়ে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া অবশেষে পৌত্তলিকতা ঘৃণিত দেশাচার ও অবিশ্বাস অথবা ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতির হস্তে আপনাদিগকে চিরজীবনের জন্য সমর্পণ করিয়া অতি নীচ ভাবে এই কথা বলিয়া থাকেন। "আর কত দূর করিয়া উঠিব ; পিতা মাতা, দেশীয় লোক স্ত্রী পুত্র যাহাদের এত বিরোধী তাহাদের কি সকল কর্ত্তব্য সাধন করা সম্ভব ? এত দিন পাপাচরণ ইন্দ্রিয় সেবা করিয়া আসিলাম এখন এক কথায় কি সে সমস্ত কখনও ত্যাগ করা যায় ?"

সত্য বটে আমরা স্বীকার করি চিরজীবন যে পাপ করিয়া আসিয়াছে অথবা যাহার আষ্টে পৃষ্ঠে, গৃহে বাহিরে পৌত্তলিকতা, অবিশ্বাস তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়া সহজ নহে ; কিন্তু মনুষ্য অত্যন্ত হীনাবস্থায় নীত হইলেও তাহার প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় সঙ্কল্পে যে আশ্চর্য্য কার্য্য সফল হইয়া যায় একথাটীও আবার অগ্রাহ্য করিতে পারি না। প্রতি সাধু কামনার সিদ্ধিদাতা, প্রতি সৎপ্রতিজ্ঞার সহায় স্বয়ং ঈশ্বর এইটী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা। তিনি মনুষ্যাত্মা সৃষ্টি করিয়া নিজে তাহার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন। ভয়ানক মহাপাপী এমন কেহ হইতে পারে না যাহার আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব নাই, যে ইচ্ছা করিলে পাপ ত্যাগ করিতে পারে না। আমরা মুক্ত কণ্ঠে এই কথা বলিতেছি যে লোকে অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া পাপ করে না, সুখাসক্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কেবলই আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপ করিয়া থাকে। সম্মুখে সহস্র প্রলোভন থাকিলেও মনুষ্য সেই প্রলোভনে সম্মতি না দিলে কে তাহাকে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারে ?

বর্ত্তমান সময়ে আমরা অনেক দিন হইতে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি অথচ পুরাতন পাপেও পড়িয়া রহিয়াছি, সেই আকাঙ্ক্ষানীয় উচ্চতম অবস্থা যাহার একটু একটু আভাস সময়ে সময়ে আমরা পাইতেছি তাহাতে উপনীত হইতে এখনও সক্ষম হইতেছি না; ইহার প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই মাত্র সহজ উত্তর

দিতে হয় যে কেবল আমরা ইচ্ছা করি না বলিয়া আজও এই হীনাবস্থায় পড়িয়া আছি। পুরাতন পাপ ছাড়িতে গেলে কষ্ট ও দুঃখ হইবে কেবল এই আশঙ্কায় আমরা জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিতে চাই না। কপট ভাবে "হে পিতা আমাকে রক্ষা কর, পবিত্র কর" এই বলিয়া প্রতি দিন প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে যাই। কিন্তু পাপ ছাড়িয়া পরিত্রাণ লইতে ইচ্ছা করি না। আমরা আশা করি যে আমরা পাপ ছাড়িব না পাপের সুখটুকু ভোগ করিব একটু মাত্র কষ্ট লইব না অথচ ঈশ্বরের কৃপা আসিয়া আমাদিগকে অমনি অমনি পবিত্র করিয়া দিবে, আমরা নিজে নিজে নিদ্রা যাইব এবং কোন অনির্দ্দিষ্ট কালে কৃপা আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে স্বর্গধামে লইয়া যাইবে। এই প্রকার দুরাশা, অবিশ্বাস, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও নিরাশায় পড়িয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ভ্রমপূর্ণ বিষময় মত অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই আমাদের দিন দিন এত দুর্গতি হইতেছে। পাপের সহিত সন্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাল হইব, কিন্তু এত পাপ কি এক দিনে যায়, এই ভয়ানক কথায় আপনাদের সর্ব্বনাশ আমরা আপনারাই করিতেছি। কিন্তু যদি ভাল হইবে তবে এখনই উত্থান কর, মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল এখনই ভাল হইলাম আশ্চর্য্য ফল দেখিবে ঈশ্বর এই আদেশ করিতেছেন না শুনিলে কি মনুষ্য কখন আপন কল্পনায় পরিত্রাণ পাইতে পারে? যে নিজে নিজের শত্রু তাহার আর গতি কোথায়?

প্রচারের কার্য্য বিবরণ।

পূর্ব্ব অঞ্চলে শ্রীবাটী, গোয়ালন্দ ও কুমারখালি এবং পশ্চিম অঞ্চলে বাঁকিপুর, মুঙ্গের, জামালপুর ও রাণীগঞ্জে, গত কয়েক সপ্তাহে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু নিম্ন লিখিত মত প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

১ লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, শ্রীবাটী গ্রামে প্রাতঃকালে উপাসনা সন্ধ্যাকালে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা।

২ জ্যৈষ্ঠ, উৎসব—প্রাতঃকালে উপাসনা ও "ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই আমিও তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ না করি" এই বিষয়ে উপদেশ; মধ্যাহ্নে ধর্ম্মালোচনা; সন্ধ্যার পর উপাসনাও "ভক্তের সহিত অধ্যাত্মিকযোগ ধর্ম্মসাধনের সহজ উপায় ও ব্রাহ্মসমাজেই একমাত্র চির বাসস্থান এই" বিষয়ে উপদেশ।

৩ জ্যৈষ্ঠ, প্রাতঃকালে উপাসনা; অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন ও সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ।

৪ জ্যৈষ্ঠ, গোয়ালন্দ গ্রামে "ধর্ম্মের অনতিক্রমনীয় শক্তি ও ব্রাহ্মধর্ম্মই মনুষ্যাত্মার অনন্ত উন্নতির উপযোগী" বিষয়ে বক্তৃতা ও বক্তৃতান্তে উপাসনা।

৫ জ্যৈষ্ঠ, কুমারখালি গ্রামে সন্ধ্যার পর স্তোত্র ও প্রার্থনা।

৬ জ্যৈষ্ঠ, সামাজিক উপাসনা ও "ধ্যানযোগে ঈশ্বরের সকল স্বরূপ অনুভব দ্বারা আত্মার পূর্ণ উন্নতি বিষয়ে উপদেশ।

১১ জ্যৈষ্ঠ, বাঁকিপুরে "সত্যধর্ম্মে আত্মার পূর্ণ উন্নতি" সাধন বিষয়ে বক্তৃতা।

১২ জ্যৈষ্ঠ, সাম্বৎসরিক উৎসব—প্রাতঃকালে উপাসনা ও "সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগে আত্মা অনন্ত উন্নতি লাভ করে" এ বিষয়ে বক্তৃতা। সন্ধ্যার পর উপাসনা ও "সত্য শিব সুন্দর পরমেশ্বরের সাধন" বিষয়ে উপদেশ।

১৩ জ্যৈষ্ঠ, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ সেনের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা ও "ঈশ্বর আমাদের গৃহ দেবতা" বিষয়ে উপদেশ।

১৪, ১৯, জ্যৈষ্ঠ. প্রতিদিন সন্ধ্যার পর যেমন আত্মপ্রত্যয় প্রত্যাদেশ, পরলোক আত্মার অমরত্ব পূর্ব্বজন্ম, উপাসনা, প্রার্থনা, ধর্ম্মদীক্ষার আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও সঙ্গীত ও প্রার্থনা।

২০ জ্যৈষ্ঠ, প্রাতঃকালে গুরুপ্রসাদ বাবুর বাটীতে উপাসনা ও সন্ধ্যার পর সামাজিক উপাসনা ও "ঈশ্বর মহাপাপীকেও পরিত্যাগ করেন না আমরা ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না" বিষয়ে উপদেশ এবং ৬ জন যুবার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা।

২২ জ্যৈষ্ঠ, মুঙ্গের ব্রহ্ম মন্দিরে ইংরাজি উপা-

সনা ও "Come unto me all ye that labour and are heavy laden" বিষয়ে বক্তৃতা।

২৩ জ্যৈষ্ঠ, সামাজিক উপাসনা "মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব অবস্থা এবং তাহার নিকট ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রত্যাশা।"

২৪ জ্যৈষ্ঠ, প্রাতঃকালে জামালপুরে উপাসনা "ঈশ্বরকে জড় পদার্থের মত প্রত্যক্ষ দর্শন বিনা ব্রাহ্ম হওয়া এবং থাকা অসম্ভব" বিষয়ে বক্তৃতা। সন্ধ্যার পর মাঠে সঙ্কীর্ত্তন "ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ের উন্নতির ফল রূপ সহজ ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ভক্তিভাজন বিজয় বাবুর কন্যার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

২৭ জ্যৈষ্ঠ, বাঁকিপুর সমাজে উপাসনা "পরব্রহ্ম সাধনেই আত্মার পরম শান্তি" বিষয়ে উপদেশ।

৩০ ঠ, মুঙ্গের ব্রহ্ম মন্দিরে সামাজিক উপাসনা "আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের অনুভূতিতে প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে," বিষয়ে উপদেশ।

১ আষাঢ়, বাঁকিপুরে "ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত ব্যক্তির কর্ত্তব্য" বিষয়ে কথোপকথন, সঙ্গীত ও প্রার্থনা।

২ আষাঢ়, প্রাতঃকালে গুরুপ্রসাদ বাবুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা, সন্ধ্যার পর সামাজিক উপাসনা "ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের লক্ষণ" বিষয়ে উপদেশ।

৩ আষাঢ়, মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ ঘোষের পুত্রের জাত কর্ম্ম "ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য" বিষয়ে উপদেশ।

৫ আষাঢ়, রাণীগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা "নিরাকার ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন সম্ভব ও তাঁহার সহজ সাধন" বিষয়ে উপদেশ।

৬ আষাঢ়, মাঠে সঙ্কীর্ত্তন ও সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ।

৭ আষাঢ়, অপরাহ্ণ ৫টার সময় শিয়ারশুল গ্রামে মৃত গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিত মহাশয়ের বিদ্যালয়ে "ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা, সন্ধ্যা ৭॥ টার পর রাণীগঞ্জ স্কুলে "প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও তৎসাধনের উপায়" বিষয়ে বক্তৃতা।

৮ আষাঢ়, "সামাজিক উপাসনাও ধ্যান যোগে ঈশ্বর সহবাস দ্বারা আত্মার উচ্চ লক্ষ্য সাধিত হয়" বিষয়ে উপদেশ।

বিশ্বাসী প্রচারক।

একজন বেতনভোগী খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক একদা বাইবেল পুস্তকের মথির ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে তাহার শেষ ভাগে এই কথা গুলিন দেখিতে পাইলেন "অতএব আমরা কি আহার করিব, কি পান করিব, অথবা কি পরিধান করিব, বলিয়া ভাবিত হইও না। কেননা তোমাদের যে এই সকল অভাব আছে, তাহা তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন। ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কল্যকার নিমিত্ত ভাবিও না, কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিবে। প্রত্যেক দিনের কষ্ট তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।"

এই কথা গুলিন পাঠ করিবা মাত্র প্রচারক মহাশয়ের হটাৎ চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে কথা আমি পাঠ করিলাম তাহা কি বাস্তবিক সত্য! যদি তাহা সত্য হয়, তবে আমি এমন করিয়া কেন মরি? আমি আমার ভরণ পোষণের জন্য কেন এত ভাবিত হই? আমি মনে করিতেছি যদি আমার কোন অন্নের সংস্থান না থাকে, তবে আমি নিতান্ত নিরাশ্রয়। নিশ্চয় আমার প্রভুর কথা অপেক্ষা আমার কথা কখনই সত্য হইতে পারে না। এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি বেতন পরিত্যাগ করিয়া আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সভাকে পত্র লিখিয়া বেতন ত্যাগ করিলেন এবং ঈশ্বরের হস্তে আপনার ও স্ত্রী পরিবারের ভার দিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন; ক্রমে ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধীয় ভাব তাঁহার জীবনকে গাঢ়রূপে অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অন্ন বস্ত্রের অভাব কোন রূপে না কোন রূপে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিছু দিন গত হইলে একদা তিনি পথ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া একটী অনাথ ক্ষুধিত বালককে দেখিতে পাইলেন, দেখিবা মাত্র কি প্রকারে তাহাকে খাওয়াইবেন, তাহা না ভাবিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। পর দিনে আবার সেইরূপ আর কয়েকটী অনাথা বালিকাকে দেখিয়া তাহাদিগকেও গৃহে লইয়া আসিলেন। ক্রমে তিনি যুক্তির শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিলেন। বিশ্বাসরূপ

চক্ষের দ্বারাই আপনাকে চালিত করিতে লাগিলেন। পরে এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার গৃহ একটী বৃহৎ অনাথালয় হইয়া উঠিল। শত শত পিতৃ মাতৃহীন বালক ও বিধবা তথায় পরমসুখে আশ্রয় লাভ করিল। আকাশের পক্ষিরা যেমন অনায়াসে ঈশ্বর কর্ত্তৃক লালিত পালিত হয়, এই বিশ্বাসী ব্যক্তি সপরিবারে তাঁহার বৃহৎ অনাথালয়ের সহ সেইরূপ অন্ন বস্ত্র সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি বেতন লইতেন তখন আপনার দুই তিন জন পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য কত কষ্ট অভাব ও ভাবনার মধ্যে তাঁহার থাকিতে হইত। এখন ঈশ্বর স্বহস্তে সেই বিশ্বাসীর বৃহৎ পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়া সকল অভাব পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পত্র।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

বিগত মাঘোৎসবে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত হয় যে বর্ত্তমান বৎসরে যত দূর সাধ্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী লোকদিগের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হইবে। অতএব আমি মহাশয়ের নিকট অনুরোধ করি, আপনি নিম্ন লিখিত প্রশ্ন কএকটীর উত্তর ত্বরায় পাঠাইয়া দিয়া আপ্যায়িত করিবেন।

১। আপনাদের সমাজে স্বাক্ষরিত ব্রাহ্ম কত গুলি এবং অস্বাক্ষরিত অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী লোকদিগেরই বা সংখ্যা কি?

২। আপনাদের সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত কোন বিদ্যালয় ও সভা আছে কি না।

৩। আপনাদের সন্নিকটস্থ এমন কোন্ কোন্ স্থানের নাম করিতে পারেন, যেখানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অদ্যাপি হয় নাই?

৪। আপনাদিগের সমাজে কত গুলি স্ত্রীলোক সাধারণ উপাসনায় যোগ দেন?

৫। কোন্ কোন্ জাতীয় লোক আপনাদের সমাজে যোগ দিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক জাতীয় * লোকের সংখ্যা কি?

৬। সামান্য লোক এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের কি কি উপায় আপনারা অবলম্বন করিতেছেন?

৭। বিগত তিন বৎসর মধ্যে কত গুলি লোক আপনাদের সমাজভুক্ত হইয়াছেন এবং কত গুলি লোকেই বা সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন?

৮। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একতা এবং কার্য্যের সহায়তা সংস্থাপন জন্য আপনারা কি কি উপায় প্রস্তাব করিতে পারেন?

৯। স্থানীয় জনসমাজ কি আপনাদের ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একাল পর্য্যন্ত আপনারা কত গুলি লোকের সামাজিক আচার ব্যবহার কি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন?

১০। আপনার জানত স্থানীয় কয়টী ব্রাহ্ম পরিবার আছেন, এবং ইহাঁরা কতদূর ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সমুদয় পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত?

১১। এই সমস্ত পরিবারের প্রত্যেকটীর মধ্যে কত গুলি লোক আছেন? তাঁহাদিগের মধ্যে কয় জন পুরুষ, ও কয় জন স্ত্রী; কয় জন বিবাহিত, কয় জন সধবা; কয় জন বিধবা; কয় জনের স্ত্রী আছে, কয় জনের নাই; তাঁহাদিগের নাম কি, এবং বয়ঃক্রম কত? *

নিতান্ত বশম্বদ।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

* জাতি অর্থে বর্ণ অথবা caste নহে; কিন্তু race, অথবা ...

* এই পত্রের উত্তর যাহাতে শীঘ্র আইসে সমুদয় মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদিগের এই নিবেদন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৭৯৫ শক।

যদি ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় তোমাদের জীবনের আদর্শ কি স্থির হইয়াছে? অতি অল্পলোকে ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন। কেননা এখনও অনেকের জীবন সংসারের স্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আত্মানুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি, আমাদের জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য কি এবং কি হইলে আমরা সুখী হইতে পারি। কিন্তু কোন পুস্তক কিম্বা কোন গুরু ইহা শিক্ষা দিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা প্রকাশ করেন। কেননা তিনি জানেন আমরা নানাবিধ হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এখানে অনেক বিপদের সম্ভাবনা, অনেক ভ্রান্ত গুরু এবং ভ্রান্ত মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বিপথে যাইতে পারি, এজন্য দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে যথার্থ জীবনের পথ দেখাইয়া দেন। মনের মধ্যে যতই কেন ঘোরান্ধকার থাকুক না, তাঁহার কৃপাতে এক এক বার বিদ্যুতের ন্যায় আলোক আসিয়া, আমরা কোন্ পথে যাইব, দেখাইয়া দিতেছে। যেখানে ক্রমাগত অন্ধকার, কেবলই নিরাশা, এবং অস্থির চিহ্ন মাত্র নাই, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা যদি ব্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাস হয়, তবে তাঁহাদের মধ্যে কখনই চিরকাল শীতলতা এবং ঔদাসীন্য থাকিতে পারেনা। ঈশ্বর কাহাকেও ছাড়িয়া চলিয়া যান নাই। যে ধর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর জগৎকে পরিত্রাণ দিবেন, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কি কেহ ঈশ্বরের জীবন্তভাব অস্বীকার করিতে পারে? জীবন্ত ঈশ্বরকে কে দূরে বিদায় করিয়া দিতে পারে? কে বলে ঈশ্বর ভূতকালের ঈশ্বর, এবং এখন তাঁহার সঙ্গে তেমন জীবন্ত সম্পর্ক নাই? কিন্তু ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস অন্য প্রকার। তাঁহারা

বলেন, ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান আছেন, তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি নড়িতেছেন, প্রতি জনের আত্মার মধ্যে তিনি অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, মৃত্যু নাই, সর্ব্বদাই তিনি সচেতন এবং সর্ব্বদাই তিনি জীবন্ত। সাধকের জীবন পাঠ করিলে দেখিবে হয়ত তাঁহার কোন পরিচ্ছেদ অন্ধকারময়, এবং কোন পরিচ্ছেদ আলোকময়, কোন অংশে পাপ এবং কোন অংশে পুণ্য, কোথায়ও আধ্যাত্মিক নীচতা কোথায়ও আধ্যাত্মিক উচ্চতা; কিন্তু সাধকের সকল পরিবর্ত্তন এবং সকল অবস্থার মধ্যেই ঈশ্বর জীবন্ত থাকিয়া তাহার কাছে স্বর্গের বিশেষ বিশেষ আলোক প্রকাশ করিয়াছেন। সাধক যখন কোন্ দিকে যাইবে পথ দেখিতে পায় নাই, তাহাকে তখন যথার্থ কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিলেন, যখন নিতান্ত অসহায় এবং অনাথ হইয়া কাঁদিতেছিল, তখন স্বয়ং কথা বলিয়া দুঃখসাগর হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে যতই তাঁহার জীবনের ইতিহাস পাঠ করিবে, দেখিতে পাইবে, বড় বড় বিপদে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। পাছে আমরা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হই, এইজন্য তিনি স্বয়ং সময়ে সময়ে আমাদের গম্যস্থান দেখাইয়া দেন। সেই লক্ষ্য মনে রাখিয়া অন্ধকার মধ্যেও আমরা চলিয়া যাইতে পারি। এইরূপে তিনি পথ দেখাইয়া না দিলে পাপীর সাধ্য কি যে যথার্থলক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কাল সর্পরূপ মহাপাপের দংশনে যে আত্মা অচেতন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কে তাহাকে জাগাইতে পারে? যখন দেখিলেন তাঁহার সন্তান পাপের আঘাতে একেবারে নির্জীব এবং অসহায় হইল, স্বর্গ হইতে তখন তিনি তাহার অন্তরে উৎসাহ এবং অগ্নি প্রেরণ করিলেন এবং বজ্রধ্বনিতে কথা বলিয়া তাহার মৃতপ্রায় বধির বিবেক জাগাইয়া দিলেন। পাপী জাগ্রত হইয়া বুঝিল যে বল আমাকে জাগাইল, ইহা পৃথিবীর বল নহে। যতই সে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, ততই তাহার অন্তরে আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন আবার তাহার জীবন নব উদ্যম, নব উৎসাহ এবং নবভাবে পরিপূর্ণ হইল এবং তাহার আত্মাতে নিয়ত শান্তিপুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তখন অসত্য, অন্ধকার এবং মৃত্যু আপনা আপনি চলিয়া গেল। তাঁহার অন্তর, সত্য, আলোক এবং অমৃতেতে পরিপূর্ণ হইল। হয়ত আবার সেই ব্যক্তির পতন হইল; কিন্তু ইহা এত ভয়ানক হইল যে, সে যে কখন ভাল ছিল তাহাও তাহার স্মরণ রহিল না এবং ঈশ্বর যে কখনও তাহার অন্তরে দেখা দিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন তাহার চিহ্নও রহিল না। আগেকার পাপাভ্যাস সকল আবার আসিয়া তাহাকে অধিকার করিল এবং তাহার জীবনে যাহা ভাল ছিল, একেবারে সমুদয় চলিয়া গেল ইহাই ব্রাহ্মদিগের মহাব্যাধি। যদি বাঁচিতে চাও ব্রাহ্মসমাজ হইতে সম্পূর্ণ রূপে এই রোগ দূর করিতে হইবে। প্রাণান্তেও তোমরা এক বার যাহা দেখিয়াছ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম জগতেও দিবা রাত্রি আছে, সময়ে সময়ে অন্ধকার, নিরাশা আসিবে; কিন্তু সেই ঘোরতর বিপদের মধ্যেও এক দিন যে তোমরা স্বর্গ দেখিয়াছ ইহা মানিতেই হইবে। এটী মানানাই ভয়ানক পতনের কারণ। অতএব সাবধান অন্ধকারে রাশি রাশি পাপ করিয়া মন অসাড় হইয়াছে; কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন একটী পাপ করিলেই অমুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছ। ঈশ্বর দেখা দেন এবং তিনি কথা বলেন এখন বুঝিতে পারিতেছ না; কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন প্রতিদিন নূতন নূতন ভাবে তোমার ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর শ্রবণ হইত। জীবনের পরীক্ষিত বিষয় অস্বীকার করিও না। সত্য বটে, ব্রাহ্মেরা ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন না; কিন্তু তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস অগ্রাহ্য করিলে, তোমরা ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করিলে। প্রত্যেক সাধকের জীবন রূপ মনোহর ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার অনেক সত্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কিরূপে পুণ্যবান্ হইব, কোথায় গেলে সুখী হইব, ঈশ্বর বলিতেছেন নিজের জীবন পাঠ করিয়া দেখ, কিসে একবার পুণ্যবান্ এবং সুখী হইয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। যদিও বারবার পাপাচরণ করিয়া নরকের কীট হইয়াছ, তথাপি এক একবার যে স্বর্গে বাস করিয়াছ কখনও তাহা ভুলিও না। ভক্তি-নয়নে পিতাকে দেখিয়াছ, স্বীয় বিবেক কর্ণে তাঁহার কথা শুনিয়াছ, কদাপি এ সকল গূঢ় কথা অস্বীকার করিও না। আবার যদি ৫ জন বন্ধু মিলিয়া ভাল উপাসনা করিয়া থাক, তবে স্বর্গ দেখিয়াছ এবং পিতার চরণ তলে, দুটী ভাই, কিম্বা দুটী ভগ্নী মিলিয়া যদি শান্তি পাইয়া থাক তবে মনুষ্য জাতির আদর্শ কি জানিয়াছ। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যদি তাহাদের মধ্যে কেহ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক বিশ্বাস না করে তাহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া ঘৃণা করে, কিন্তু ব্রাহ্মেরা যদি জীবন পুস্তকটীও বিশ্বাস না করেন, তাঁহাদের উপায় কি? আমাদের বাহিরের আলোকে প্রয়োজন নাই, কেন না আমরা কোন্ পথে যাইব ঈশ্বর স্বয়ং দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ের রজ্জু প্রতি দিন তিনি আপনার হস্তে টানিতেছেন কেন না আমাদিগকে পুণ্য শান্তি পথে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের অপেক্ষাও তিনি অধিকতর ব্যস্ত। অতএব জীবনে যাহা দেখিয়াছ, অধিকতর বিশ্বাস ভক্তির সহিত তাহা রক্ষা কর। অপর ব্যক্তি যাহা দেখিয়াছে তাহার বর্ণনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না তোমাদের নিজের চক্ষু, কর্ণ আছে, অতএব যাহা নিজের চক্ষু কর্ণে দেখিয়াছ শুনিয়াছ, সাবধান! কখনই তাহা ছায়া মনে করিও না। একবার ও যদি ঈশ্বর বজ্র ধ্বনিতে তাঁহার আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, আর কেন নিদ্রিত থাক? যেখানে জীবিতেশ্বর নাই সেখানে জীবন নাই, চৈতন্য নাই; কিন্তু যখন ঈশ্বর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছেন, তখন আর কিরূপে অচেতন থাকিবে? যে দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলেন অথচ যাঁহার পা নাই, যিনি সকলকে দেখেন অথচ যাঁহার চক্ষু নাই, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কেন আর নিরুৎসাহ থাকিবে? তাঁহার সহবাস অপেক্ষা পবিত্রতর আর কি স্বর্গ আশা করিতে পার, যথার্থ স্বর্গ যদি তোমাদের মন আকর্ষণ করিতে না পারে, কল্পিত স্বর্গ লইয়া কে কত দিন সুখী থাকিতে পারে? ঈশ্বরের কথা শুনি নাই, পরে শুনিব এখন যাহাকে আমরা ঈশ্বর দর্শন বলি তাহা কল্পনা, যাহারা এ সকল কথা বলিতে পারে, ৫০ বৎসর পরেও যে তাহারা এ সকল কথা না বলিবে কে বলিতে পারে? আজ যিনি ঈশ্বরকে কল্পনা বলিতে পারেন, তিনি যে আর একদিন ঈশ্বরকে কল্পনা না বলিবেন কে বলিল?

মুখ ভোগ করিয়া কি তাহা নরক বলিবে? এমন সকল পরীক্ষিত সত্যের পর কি জীবন আবার কল্পনার পথে যাইবে? ম'রতে মরিতে বলিব যাঁহাকে দেখিয়াছি তিনি সত্য সত্যই প্রেমের ঈশ্বর। চিরকাল উৎসাহী রাখিবার জন্য তাঁহার প্রেম মুখ দেখাইয়াছেন এবং চির জীবন সেই মুখ দেখিবার জন্য আমরা লালায়িত থাকিব, ইহাই জীবনের আদর্শ। জীবন পুস্তকে স্বর্গের কলম লইয়া তিনি এই আদর্শ চিত্র করিয়া দিয়াছেন। ইহা যদি বিশ্বাস না কর, এবং যদি বল ভবিষ্যতে আরও ভাল ঈশ্বর আরও ভাল ইতিহাস পাইব তবে তোমরা ঈশ্বরকে চাওনা; কিন্তু তোমাদের আপনার কল্পনাকে চরিতার্থ করিতে চাও। ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ কি আর কিছু আছে? বর্ত্তমান ঈশ্বরকে বরণ না করিলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকার এবং নিরাশা পূর্ণ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিয়া কিনা বলিলে, হে ঈশ্বর! তুমি পুরাতন হইয়াছ, তোমাকে দেখিলে আর আমাদের ভক্তির উদয় হয় না, অতএব তোমা অপেক্ষা যদি আর কোন ভাল ঈশ্বর থাকে, তাঁহাকে আনিয়া দাও নতুবা আর তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মগণ! সাবধান এরূপ ভয়ানক দুর্ঘটনা যেন আর কাহারও না হয়। যে অমৃত নিজে পান করিয়া এবং যে স্বর্গ নিজে দেখিয়া সুখী হইয়াছ, সেই অমৃত যাহাতে সমুদয় নরনারী ভোগ করিতে পারে এবং সেই স্বর্গ যাহাতে সমস্ত জগতে বিস্তৃত হয় ইহার জন্য সমস্ত জীবন দান কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক।

মনুষ্যের মনকে যদি একটী প্রশস্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে বলিতে হইবে সে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগ মৃত্যুর অধীন। মনের মধ্যে কোন স্থানে সংশয়, কোন স্থানে বিশ্বাস, কোন স্থানে পাপ, কোন স্থানে পুণ্য, কোন স্থানে নরক, কোন স্থানে স্বর্গ, কোন স্থানে অশান্তি, কোন স্থানে শান্তি ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব এবং অভাব রহিয়াছে; কিন্তু বাহিরে যেমন সকলের উপরেই মৃত্যুর আধিপত্য, কি সুস্থ, কি জীর্ণ শীর্ণ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি ধার্ম্মিক কি অসাধু কেহই মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিতে পারে না, মনের বিবিধ বিভাগ সম্পর্কেও সেই রূপ। কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হওয়া মৃত্যুর স্বভাব নয়, দেখ মৃত্যু সকলকেই গ্রাস করিতেছে। ইহারস্পর্শে কল্য যাহা ছিল,অদ্য তাহা নাই। মন সম্পর্কেও সেই রূপ। কে বলিতে পারে আমাদের এই যে উপাসনার ভাব এবং সাধুতা ইহার উপর মৃত্যুর ক্ষমতা নাই? মনুষ্যের জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্য ভাব যে কেমন অস্থায়ী, তাহা কি তোমরা জীবনের পরীক্ষায় জান নাই? এই যে হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি ফুলটী, ফুটিল আর শুকাইবে না, আমাদের মধ্যে কে এই কথা বলিতে পারেন? জগতের ইতিহাস পাঠ কর, নিজের জীবন দেখ, দেখিবে সর্ব্বত্র মৃত্যুর অধিকার; কিন্তু প্রতি জনের আত্মার মধ্যে একটী স্থান আছে যেখানে মৃত্যু যাইতে পারে না, সেই স্থান অমর, মৃত্যু বরং মরিতে পারে; কিন্তু মনের সেই বিভাগ কখনই মরে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা অমর করিয়া সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি? কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু সেই স্থানে আসিবার জন্য মনুষ্য-স্বভাব সর্ব্বদা ব্যস্ত কেহ কেবল প্রেমিক হইবার জন্য সাধন করেন, কেহ কেবল পবিত্র হইবার জন্য ব্যাকুলিত হন, কিন্তু এই উভয় সাধনই অস্বাভাবিক এবং নিষ্ফল যে পর্য্যন্ত সাধক সেই অমর বিভাগের উপর স্থাপিত হইতে না পারেন। আত্মাকে সেই স্থানে লইয়া যাওয়াই যথার্থ উন্নতি। সেই স্থানে পৌঁছিবামাত্র মন রূপ মুখের উপরে স্বর্গের জ্যোৎস্না পড়ে, নিতান্ত কদাকার মুখ সেই স্থানে পৌঁছিলে, স্বর্গীয় কান্তি লাভ করে। সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক পরিবার এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি সৃজিত হইয়াছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ হয়। ধর্ম্মজগৎ কোথায় যাইতেছে? সেই স্থানে 'সেই অলক্ষ্য স্থানটী সকলেই অন্বেষণ করিতেছি, যাই মনে হয় আমরা সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, তখন আশা আনন্দে আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়। এই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য যে ব্যগ্রতা তাহাই স্বাভাবিক উন্নতির লক্ষণ; ইহা ভিন্ন এক একটী পাপ দমন করিয়া কেহই শান্তিপাইতে পারে না। সেই স্থান না পাইলে পরিত্রাণার্থীর আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই। ব্রাহ্মসমাজের এমন অবস্থা ছিল যখন এই গূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য কাহারও তেমন ব্যাকুলতা হইত না। তখন, বাহ্য জগৎ আছে, অতএব ইহার কারণ এবং কর্ত্তা একজন ঈশ্বর আছেন এইরূপ আনুমানিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা হইত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমার অস্তিত্ব, এই যুক্তি যে, সকল যুক্তি অপেক্ষা প্রবল সেই দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিলনা। যাহারা ভূগোল জানে তাহারা বলিয়া দিতে পারে পৃথিবীর অমুক স্থানের ঐ দিকে অমুক স্থান আছে, তেমনই আত্মার ভূগোলবেত্তা মনের আনন্দে বলিতে পারেন আত্মার ঐস্থানে ঈশ্বরও আছেনই, ঈশ্বর প্রাণে আমি প্রাণী হইয়াছি; ঈশ্বর নাই অথচ আমি আছি ইহ ভাবিতেই পারি না। এই যে মনে ভাবা যায় না, ইহাই স্বর্গীয় বিশ্বাস, জ্যোতিষ পড়, বিজ্ঞান পড়, কিম্বা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়, কিছুতেই এই বিশ্বাস পাইবে না। ব্রাহ্মগণ! কোন্ সূত্রে তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর আজ একবার আলোচনা করিয়া দেখ, স্বভাব পুস্তক কিম্বা ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পড়িয়া কি

তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছ, না অন্য কিছু তোমাদের বিশ্বাসের পত্তন ভূমি? বাহ্য জগৎ কখনই প্রকৃত বিশ্বাসের পত্তন ভূমি হইতে পারে না; যখন অন্তর্জগতে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান করেন, তখন যে বিশ্বাস হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হইতেই জীবনে যথার্থ পবিত্রতা বিনিঃসৃত হয়। যখন দেখিব ঈশ্বর ছাড়া আমার সত্তা আমি ভাবিতে পারি না, তখনই বুঝিব যে আমার বিশ্বাস অটল হইয়াছে। নতুবা বহির্জগৎ দেখিয়া, শাস্ত্র পাঠ করিয়া কিম্বা গুরুর উপদেশ শুনিয়া যে বিশ্বাস, একদিন মৃত্যু আসিয়া নিমেষের মধ্যে তাহা গ্রাস করিবে। যাঁহার বিশ্বাস সূক্ষ্ম কেশের ন্যায় হৃদয়ের সেই অলক্ষিত স্থানে রহিয়াছে, তিনিই সংশয় এবং পতনের অতীত, কাহার সাধ্য তাঁহার সেই প্রাকৃতিক অমর বিশ্বাস দূর করিয়া দেয়? এই প্রকাণ্ড জগৎ ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার সেই কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম বিশ্বাস ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আগে ঈশ্বর বলেন "আমি আছি" তবে আমি বলি আমি আছি, এই যে মহাগূঢ় যোগের কথা তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন। অন্য সকল বিশ্বাস মরিবে, চন্দ্র, সূর্য্য নিবিয়া যাইবে; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস মরিবে না। এই বিশ্বাসের গুণে সেই অমৃতরাজ্য—স্বর্গের সঙ্গে ব্রাহ্মের যোগ হয়। জীবিতেশ্বরের সঙ্গে যাহার এইরূপ প্রাণের যোগ না হয়, সে কদাপি ভাই ভগিনীকে ভাল বাসিতে পারে না এবং সে জগৎকে প্রেম চক্ষে দেখিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। কেহ কেহ বলেন সমস্ত জগৎকে ভাল বাসিয়া পরে ঈশ্বরের কাছে যাইতে হয়, ইহা কখনই সত্য কথা নহে। কেননা আগে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত না হইলে হৃদয় কখনই পবিত্রভাবে প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমময়ের কাছে গাইবামাত্র হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়, এবং তাঁহাকে প্রেম করিলে, তাঁহার সমস্ত জগৎ মধুময় বোধ হয়। তখন যাহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিতে পারি নাই, তাহাদের প্রতিও ক্ষমা এবং প্রেমের তরঙ্গ সমুত্থিত হয়। তখন হৃদয়-উৎস হইতে জগতের প্রতি প্রেম এবং দয়া দুর্জ্জয় বলের সহিত বাহির হইতে থাকে। প্রেমবল মনের সমুদয় রিপুকুলকে ধ্বংস করে। প্রাণযোগে যেমন ঈশ্বরকে ছাড়া অসম্ভব, প্রেমযোগে তেমনই চারিদিক সুধাময় বোধ হয়। তখন কি মনের মধ্যে কি বাহিরে সকলই প্রফুল্লকর স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসে তাহাতে মালিন্য নাই, স্বার্থপরতা নাই বরং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা এবং পুণ্যভাব আসিয়া নরকের মধ্যেও স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করে। যে মহারাগী, অভ্যাস দ্বার ক্রমাগত ক্রোধ রিপুকে পুষ্ট করিয়াছে, যে লোভী এবং অহঙ্কারী চিরকাল তাহাদের রিপু চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে, কিরূপে সে ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হইবে? সেই ব্রাহ্ম কোথায়, যিনি সম্যক্‌রূপে পুরাতন শত্রুদিগকে নিপাত করিয়াছেন? পরীক্ষাতে কি আমাদের মধ্যে অনেকে দেখি নাই যে সেই শত্রু সকল কেবল নিদ্রিত ছিল। কিন্তু ১০ বৎসর কিম্বা ৪০ বৎসর সাধনের পরেও যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলাম, তবে কি নিরাশ হইব? না, যেখান হইতে পুণ্য স্রোত আসিতেছে, সেই স্রোতের নিকট আত্মাকে ধরিয়া রাখ সেই অনুকূল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দাও, দেখিবে পাপাভ্যাস সকল আপনাপনি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শীতল সমীরণ ভোগ করিলে যেমন নিকটে বৃষ্টি হইতেছে, অথবা নদ নদী আছে বুঝিতে পারি, তেমনই হৃদয়ের প্রেম ভক্তি রূপ পুষ্পের সৌরভ পাইয়া বুঝিতে পারিব যে আমরা যথার্থই স্বর্গের দিকে যাইতেছি। পৃথিবীর মলিন পথে দিন রাত্রি বেড়াইয়া অনিত্য ধন অর্জ্জন করিলে কি হইবে? ব্রাহ্মগণ! সেই অমৃত ধামে যাও, ঈশ্বরের প্রতি নিগূঢ় প্রেম হইবে। স্থানের মাহাত্ম্য আছে, পৃথিবীর তীর্থ সম্পর্কে নয়; কিন্তু মনের সম্পর্কে। যেখানে মরিবে, মূঢ় ব্রাহ্ম! সেখানে বসিয়া কেন হাসিতেছ? স্বভাবের সঙ্গে যোগ না হইলে উন্নতি হইতে পারে না। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতেছ কেন? সেই যে বিন্দু রূপ একটী স্থান সে স্থানে দাঁড়াও। সহস্র ধারে সুখ শান্তি উৎসারিত হইবে। তখন বলিবে ধন্য জগদীশ! পৃথিবীতে থাকিয়া অমর হইলাম। তখন তোমাদের মুখে ঈশ্বরের অমৃত নাম মহীয়ান্ হইবে।

সম্বাদ।

—বিগত ৯ আষাঢ় বারুইপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে তথায় একটী ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা ও অপরাহ্নে ধর্ম্মালোচনাও বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

— শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে সম্প্রতি কৃষ্ণনগর গমন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর হইতে তিনি ফরিদপুর হইয়া ঢাকা শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন।

—আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত কটক হইতে পুরীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কএকটী বক্তৃতা প্রদান ও অন্যান্য উপায় দ্বারা লোকদিগকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগের প্রচারকদিগের সহিত ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের কার্য্যকে আশীর্ব্বাদ করুন।

— বিগত ২৯ জ্যৈষ্ঠ আসামস্থ মওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে একটী আসামী ব্রাহ্ম আসামী ভাষায় উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে বঙ্গ ভাষায় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

—সিন্ধু প্রদেশে শিখ সভা নামে একটী ।

সংস্থাপিত হইয়াছে। শুক নামকের একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম সংস্কারই ইহার উদ্দেশ্য, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম অনেক লোকে এই সভায় আসিয়া যোগ দিতেছে। সত্যই পঞ্জাব প্রদেশ ভারতের ধর্ম্মের আবাস স্থান। কত কত নূতন সম্প্রদায় আজও তথায় উৎপন্ন হইতেছে। তথাকার একটী অতি সামান্য শকটচালক যে সমস্ত উন্নত ধর্ম্মের কথা কহে, আমাদিগের এ প্রদেশের ধর্ম্ম যাজকেরা ও তাহাতে বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহাত্মা নানক তত্রস্থ লোকদিগের মনকে যে প্রকার প্রবল বেগে ধর্ম্মের দিকে চালাইয়া দিয়াছেন, তাহা সহজে শেষ হইবার নহে।

— এত দিনের পর একটী বিশেষ অভাব পুর্ণ হইল, ইণ্ডিয়ান মিরার সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র থাকিতে ইহাতে অনেক ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব ও সংবাদাদি লিখিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের অশেষ উপকার সংসাধন করিত কিন্তু ইহা দৈনিক কাগচ হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সে উপকার হইতে বঞ্চিতপ্রায় হইয়া আসিয়াছিলাম। অনেক ব্রাহ্ম অনেক বার এ জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন এক্ষণে আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে এখন হইতে রবিবারে মিরার অন্য প্রকার আকারে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ও সংবাদাদি অধিকাংশই থাকিবে। সমাজ সংগঠন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কেহ কোন প্রস্তাব জিজ্ঞাসা করিলে তাহার ও আলোচনা হইবে। অদ্যকার কাগচ খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলাম। আমরা ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে রবিবারের মিরার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং মিরার সম্পাদক মহাশয়কেও বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে মিরারে প্রবন্ধাদি লিখিতে কৃপণতা করিয়া আমাদিগকে যেন আর উপকার হইতে বঞ্চিত না রাখেন।

—ইণ্ডিয়ান মিরারে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার পত্র প্রেরকের পত্র পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। সভ্যদিগের মধ্যে মনান্তর জন্য বম্বাই ব্রহ্মমন্দির, যাহার ভিত্তি সেদিন আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সংস্থাপিত করিলেন, তাহার কার্য্য এখন স্থগিত রহিয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, ব্রাহ্মদিগের মধ্য হইতে অসম্মিলন মনান্তর শীঘ্র দূর হইয়া যাক এবং তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় সদ্ভাবও একতা বিরাজ করুক।

—উক্ত সংবাদ পত্রে আমরা নিম্নলিখিত উদারতার দৃষ্টান্ত পাঠ করিলাম "কিছু দিন পূর্ব্বে এমেরিকা প্রদেশে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তিনি জীবদ্দশায় ঈশ্বর পরলোক কিছুই মানিতেন না এবং কখনই মানিতে চাহিতেন না। আমাদিগের সুবিখ্যাত থিয়েডার পার্কর তাঁহার মৃতদেহের উপর প্রার্থনা করিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে ঈশ্বর! যদিও আমাদিগের বন্ধু তোমার অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেন কিন্তু তিনি তোমার আদেশ মত কার্য্য করিতেন"।

— সম্প্রতি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই কথা বলিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষস্থ সভ্য জাতিদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু অসভ্য আদিমজাতি সকল যাহাদের কোন ভাল ধর্ম্ম নাই, তাহাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে না। কেবলই শুষ্ক জ্ঞান ও বাহ্যিক সভ্যতা ইহাদিগকে শিক্ষা দিলে আমরা আমাদের শিক্ষার সহিত সভ্যতাসুলভ পাপ ও রোগের স্রোত আনিয়া দিব। উন্নত ধর্ম্ম তাহাদিগকে না শিখাইলে তাহাদিগের বিষম অনিষ্ট করিব, এই কারণে ঐ সমস্ত অসভ্য দেশে বাহ্যিক উন্নতির সহিত খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষার সহায়তা করা গবর্ণমেন্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ক্যাম্বল সাহেবের বিজ্ঞতা দূরদর্শিতাও সাধু ইচ্ছা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এই কথা বলি, গবর্ণমেন্টের প্রজাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রতিজ্ঞা সত্বে কোন কোন জাতির নিকট একটী প্রচলিত সাম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। পবিত্র ধর্ম্মনীতি এবং স্বাভাবিক বিশ্বজনিন ধর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রেম দয়া প্রার্থনা বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকিতে পারে না। গবর্ণমেন্টেরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অপরাধ হইবে না। অথচ ইহা দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইবে। আমরা আরও জিজ্ঞাসা করি, যদি ব্রাহ্মসমাজ তথায় প্রচারক পাঠান গবর্ণমেন্ট কি তাহাতেও সহায়তা করিতে প্রস্তুত ?

প্রেরিত।

সাগরোপকূলে ব্রহ্মোপাসনা।

আমরা এক দিবস কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া সমুদ্রের উপকূলে উপাসনা করিতে যাই। পুরীর নিকটবর্ত্তী সমুদ্র অত্যন্ত তরঙ্গায়িত। উপকূলবর্ত্তী স্থান কঙ্করময় বালুরাশিতেই পরিপূর্ণ। আমরা এমন স্থানে উপবিষ্ট হইলাম যে তরঙ্গের আঘাত আর আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। রজনীর নিস্তব্ধতায় প্রকৃতি শোভমানা আবার বিশদ চন্দ্রমার শুভ্রজ্যোৎস্নাতে ভুবন আলোকিত হওয়াতে প্রকৃতি আরও সুন্দর বেশধারণ করিয়াছিল। সুশীতল নির্ম্মলবায়ু হিল্লোলে শরীর শীতল হইতে লাগিল। গভীর গর্জ্জিত ভীষণ সাগরের উত্তাল তরঙ্গাহত ধ্বনিই কেবল আমাদের কর্ণকুহরে নিয়ত প্রবেশ করিতে লাগিল। এক একটী তরঙ্গ প্রায় দশ বার হাত হইবে। স্ফাটিককান্তি সম ঐ ঊর্ম্মিরাজি শুভ্রবর্ণা—তাহাতে আবার চন্দ্রের কিরণ পড়াতে বিবিধ বর্ণে সংযুক্ত হওয়ায় যেন সে সকল রত্নমণি খচিত বোধ হইতে লাগিল। তরঙ্গ সকল এত বেগে তর্জ্জন গর্জন করিয়া আসিতেছে, বোধ হয় যেন তাহারা প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে ব্যস্ত। এরূপ নূতনতর মনোহর দৃশ্য আমরা কখন দেখি নাই। প্রকৃতির কল্পনাতীত অমায়িক সৌন্দর্য্য! এরূপ স্থানে প্রেমিকের প্রেমরসে হৃদয় বিগলিত হয়, ভাবুকের ভাবরস উথলিত হইয়া উঠে, কবির কাব্যরস ঐ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন হইয়া অমৃতময়ী কবিতা প্রসব করে।

এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে পড়িয়া আমাদের মন সহজেই মুগ্ধ হইয়া গেল। সমক্ষে অপার জলধি, ঊর্দ্ধে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা, চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, ঈদৃশ প্রলোভনে পড়িলে কাহার চিত্ত না উপাসনায় নিমগ্ন হয়? পৃথিবী নীরব হইল, জীবজন্তু পশুপক্ষী অচেতন হইল, কেবল আমরাই সেই প্রান্তরে প্রকৃতির সহিত কথোপকথন

করিতে লাগিলাম। সেই অনন্ত গাম্ভীর্য্যে চিত্ত বিস্মিত হইল, সেই মহাম্বু ঈশ্বরের সত্তা সাগরে হৃদয় সহজেই ডুবিয়া গেল। আমরা আপনাদিগকে হারাইলাম, আমাদের বাক্য নীরব হইল, চিন্তাও বিশুদ্ধ হইল। হায়! এমন ঈশ্বরে হৃদয় মোহিত ও আনন্দিত হইতে চাহে না! আমাদের মন এত বিকৃত, এত পাপাসক্ত! এত যাঁহার শক্তি এত যাঁহার প্রেম, জলধিও যাঁহার গভীরতা পাইল না, মনুষ্যের সাধ্য কি যে তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকে? বাস্তবিক এমন উপাসনা বুঝি আর জীবনে কখন সম্ভোগ করি নাই। সমুদায় প্রকৃতি যেন মধুবর্ষণ করিতে লাগিল, এমন যে ভীষণসাগরের উচ্চরব তাহাও অমৃতময় বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম ব্রাহ্মধর্ম্মের আর কোন ভাবে লোকে পরাস্ত হউক আর নাই হউক কিন্তু এই উপাসনাতেই লোকের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে, পৃথিবীতে যদি কিছু সুখ থাকে তাহা কেবল এই সুমধুর উপাসনাতে। মনুষ্যের হৃদয় যদি সম্পূর্ণ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, তবে কেবল এই স্বর্গীয় উপাসনা দ্বারাই হইবে।

উপাসনান্তে কেবল ভাবেতেই মন নিমগ্ন রহিল, সে স্থান ছাড়িয়া আর আসিতে ইচ্ছা হইল না। সেই প্রসিদ্ধ কবির নিম্ন লিখিত পঁক্তি গুলিন মনোহয় সৌন্দর্য্য ও সত্যে পরিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল।

"These are thy glorious works, Parent of good!
"Almighty! Thine this universal frame,
"Thus wondrous fair; thyself how wondrous then!
"Unspeakable! who sitt'st above these heavens,
"To us invisible, or dimly seen
"In these thy lowest works; yet these declare
"Thy goodness beyond thought, and power divine.
"Speak, ye who best can tell, ye sons of night
"Angels! for ye behold him, and with sons
"And choral symphonies, day without night,
"Circle his throne rejoicing:—ye in Heaven;
"On Earth join all ye creatures to extol
"Him first, him last, him midst, and without end!

রপ্সী।

১লা আষাঢ়, ১৭৯৫।

SEEING GOD.

"OH that I might see Him!" Has not this been the involuntary cry of many a desponding heart, when the light of God's love has seemed to be withdrawn, and the darkness of spiritual desertion has gathered over the soul? "Oh that I might know where I might find him, that I might come even to his feet! I go forward, but He is not there; and backward, but I cannot perceive Him. He hideth Himself that I can see Him. Strange that he should be ever near, yet ever distant; that the Being for whom my heart longs, should be always beside me, and yet communication with Him be impossible; that in every movement of nature, in every passing breeze, in every glancing sunbeam, nay, in every throb of my pulse, and every thought of my mind there should be the indication of a Father's nearness, whose face yet I cannot see!" But in vain such longings. Neither to convince the erring, nor to comfort the desponding, nor to arouse the ignorant and the profane, does God break through the awful seclusion of the universe, or withdraw for a moment the veil that hides Him from human sight. We may linger at the foot of the mount, but it is a light inaccessible and full of glory that rests on its summit, and even the most favored of mortals, in the hour when holy contemplation brings them nearest to the throne, are debarred from all further approach by the stern prohibition, "thou canst not see my face; for there shall no man see God and live." To the bodily eye then, God is invisible.

But a direct and intuitive perception of God by the mind is possible. "It is possible for spritual beings to *see into each other*; for we know that He to whom all hearts are open, reads *our* unuttered thoughts and feelings, and there is nothing to hinder Him from bestowing on us an inferior measure of the same mysterious power of soul—vision, so that the soul might be rendered capable of seeing into God, as God sees into it, of "knowing even as it is known." Now if we entertain for a moment the idea of one gifted with this power of soul-vision, who should be permitted to see immediately into the mind of God, to gaze directly on the thoughts and conceptions of that Infinite Mind which is the origin of all truth, beauty, goodness, we shall have before us what is represented as constituting the chief element of the felicity of saints in heaven, the vision of Deity. The veil that hides from us the all-glorious Father shall one day be withdrawn. The spiritual eye shall be quickened to look into the heart and life of the universe. The intercepting medium of sense shall be swept away and the soul of the redeemed laid bare to the ineffable brightness and beauty of God streaming full-orbed around it. "Blessed are the pure in heart" it is written "for they shall see God." "Beloved, now we are the sons of God; and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is."

The faculty by which God is to be discerned is yet even in the holiest of men, imperfect and undeveloped, and to the immature moral sensibility the full vision of God, if possible at all, would be intolerable as the blaze of the noonday sun to the weak or diseased organ of sight. For it must be considered that, in order to the perception and enjoyment of spiritual objects, there must be a previous preparation in the soul of the percipient. To know and appreciate Mind—its greatness, goodness, beauty—there must be kindred spirit, a type of these same qualities in the soul of the beholder. The irrational recognises his master's person; but that which truly constitutes the man—the mind, spirit, character—is, and ever must be, to the lower nature, invisible. Thought, reason, purity, reverence—intellectual and moral qualities, though incessantly displayed before it, are a blank to the mere animal; and before it can perceive such qualities it must become possessed of them; it must be raised to rationality before it can know and appreciate the rational. So again, a child, or a man of grovelling and uncultured mind, though living in immediate contact with one lofty, thoughtful, refined nature, cannot truly be said to see or know him. Present to each other from day to day, it is yet only a bodily contiguity which obtains between natures

so opposite; there is no spiritual communion or recognition, no vision of soul by soul. Above all, moral natures must be a like, in order to know each other. To the impure, the sensual, the selfish, the perception of the holy and pure is an impossibility. Amidst worldly and evil natures, holiness isolates the good. Selfishness is a non-conductor of the divine. In the closest local proximity to the unholy, a pure and heavenly spirit is removed more widely beyond their range of vision than if oceans rolled between them; it preserves amidst them a divine incognito. And before the veil can be dropped, and the pure soul reveal its inner beauty to the morally defiled, the latter must needs undergo a complete renewal of nature, transformation and discipline into kindred goodness. Now, much more, without holiness, must it be impossible to see God. No external vision or revelation could disclose the Infinitely Holy to natures imperfect and sinful. They might be taken to heaven, and stand beside the everlasting throne, yet would the lustrous purity of its great Occupant be all dark and unapparent to them. Divine Being, in its wondrous manifestations might play around the unrenewed mind, but it would be as a luminous atmosphere bathing blind eyes, or sweet music rippling round deaf ears; the heavenly effluence could not pass inward, could wake no thrill of appreciation, no sympathetic delight within the soul. There must, in short, be something godlike in us before we can see and know God; we must be "like Him" before we can "see Him as He is." And into this divine affinity, this penetrative moral insight, it is one great end of man's life on earth to train him. By every holy deed, by every spiritual aspiration, by each sacrifice of inclination to duty, of passion to principle, of the wayward human will to God's, the spiritual instincts of the believer are becoming more refined, his spiritual perceptions more acute. Not one fervent prayer, not one act of earnest thoughtful intercourse with God in holy ordinances, but is strengthening the wing of aspiration and purifying the eye of faith,—training the spirit to rise nearer to the region of eternal light, and to bear its divine effulgence with more undazzled gaze. The time will come when this process shall be completed—when love shall be refined from all admixture of selfishness—when purity, freed from all disturbing objects, shall quiver true to the centre of right, and the soul to its inmost depths, in heart, breath, and being, assimilated to God, shall be prepared to reflect, without one diming shadow, the beams of infinite beauty. But meanwhile, and so long as aught of earthly imperfection adheres to it, not only is the soul unprepared for the full enjoyment of God, but it is probable that immediate vision would involve emotions to overwhelming for its feeble capacities. As there is a degree of light which, to human eye, is equivalent to darkness; so there are thoughts and conceptions under which man's feeble apprehension sinks, and emotions too big for human heart to hold. Even in our earthly experience there have been occasions in which great and sudden illapses of feeling—the joy, for instance, of unexpected meetings with lost or long-absent friends, or the thrilling sense of escape from seemingly inevitable danger or death—have proved too much for the heart's capacity of emotion, and the weight of rapture has broken the cup which it filled. Indeed it is just because the greatest minds approach most nearly the limits of human reason, and converse with thoughts which strain by their grandeur the very largest capacity of thinking their great wit is, proverbially, to madness near allied. But all thoughts, all emotions, possible to man on earth, make but slight demand upon his powers compared with those which, were the barriers thrown down that now shut out God and eternity, would come rushing in upon the soul! What mind, what heart, would be able to endure such august revelation? Surely we may well believe that such a vision is only for the soul that has been trained, purified, enlarged by long-continued fellowship with God on earth; that while our spiritual education is yet incomplete, it is in mercy that the curtain of sense is kept drawn, and that there is compassion to our earthly weakness in the law, apparently so stern, "that no man shall see God at any time"*

DESCRIPTION OF THE PERSON OF JESUS CHRIST.

THE following was taken from a manuscript now in the possession of Lord Kelly, and in his library, and was copied from an original letter of Publius Leutiellus, at Rome. It being the usual custom of Roman Governors to advertise the Senate and people of such material things as happened in their provinces, in the days of Tiberius Cæsur, Publius Lieutiellus, President of Judea, wrote the following epistle to the Senate concerning Jesus Christ.

"There appeared in these our days, a man of great virtue, named Jesus Christ, who is yet living among us and of the Gentiles is accepted for a Prophet of truth; but his own disciples call him the son of God—he raiseth the dead and cureth all manner of diseases. A man of stature somewhat tall and comely, with very revered-countenance, such as the beholders may both love and fear—his hair of the color of a chesnut full ripe plane to his ears, whence about his shoulders. In the midst of his head is a seam or partition in his heir, after the manner of the Nazarites. His forehead plain and very delicate, his face without spot or wrinkle, beautified with a lovely red; his nose and mouth so formed as nothing can be reprehended; his beard thickish, in color like his hair—not very long, but forked; his look innocent and mature; his eyes grey clean and quick. In reproving he is terrible in admonishing courteous and fair-spoken, pleasant in conversation, mixed with gravity. It cannot be remembered that any have seen him laugh but many have seen him weep. In proportion of body most excellent; his hands and arms most delicate to behold. In speaking very temperate, modest, and wise. A man for his singular beauty, surpassing the children of men."

* The above piece is brought to its present shape by extracts from different parts of the same book on the same subject.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬ষ্ঠ ভাগ।
১৩ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।।
মফস্বল ঐ ৩।

ব্রাহ্ম পারিবারবর্গ।

প্রায় এক শত পঞ্চাশৎটী ব্রাহ্মিকার নাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকবদ্ধ হইয়াছে। এবং ব্রাহ্ম বংশস্থ সন্তানদিগের সংখ্যা ততোধিক হইবে। ঈদৃশ অনেক মহিলা আছেন যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী কিন্তু পরিবারবর্গের ভয়ে স্বীয় বিশ্বাস প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে পারেন না। আমরা পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা এই সমস্ত ব্রাহ্মিকাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে কি ব্যবস্থা করিতেছেন? কেবল হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাস জন্মিলে কি ব্রাহ্মিকাদিগের প্রচুর ধর্ম্মোন্নতি হইল; না আর কিছু আবশ্যক? সকলেই স্বীকার করিবেন আর কিছু আবশ্যক। যাহা আবশ্যক তাহা কি রূপে লাভ করা যাইতে পারে? প্রত্যেক উন্নতিশীল ব্রাহ্ম অবগত আছেন যে অনেক সময়ে ধর্ম্ম পথে প্রধান প্রতিবন্ধক তাঁহার নিজের পত্নী। আমরা ইহা বলিতেছি না যে স্ত্রী উপাসনাতে ব্যাঘাত সংঘটন করেন, কি ব্রাহ্ম সমাজে যাইতে নিষেধ করেন, কাহারো কাহারো সম্বন্ধে এরূপ সম্ভব, সকলের সম্বন্ধে নহে। অনেক ব্রাহ্মের পত্নীই প্রচলিত পুরাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, ও স্বামীর মতে মত দিয়া থাকেন। কিন্তু স্বামীর ধর্ম্মভাব প্রতিবন্ধক উপস্থিত করে, যখন স্বামী বিবেকানুবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীর ইচ্ছার বিরোধী হয়েন, কি তৎপ্রতি এরূপ কোন কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন যাহা সুপ্রাচীন অভ্যাস বা অভ্যস্ত প্রথার বিপরীত, তদ্দণ্ডেই পত্নীর ভাবান্তর হয়, তিনি স্বামীর বিরুদ্ধাচারিনী হইয়া উঠেন। বরং কুসংস্কারাবিষ্ট জ্ঞাতি বন্ধুদিগের উৎপীড়ন হ্রাস হয়, কিন্তু কুসংস্কার বিহীনা সহধর্ম্মিনীর মনঃ পীড়া দায়ক ব্যবহার অপরিবর্ত্তিত থাকে। আমরা অনেক উন্নতিশীল ব্রাহ্মের নিকট এই অভিযোগ বারম্বার কর্ণগোচর করিয়াছি। এ বিষয় আলোচনা করিলেই এই দুর্ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। ব্রাহ্মেরা যখন কোন কার্য্য করেন তাঁহারা কেবল মতের বশবর্ত্তী হইয়া করেন না। তাঁহাদিগের শিক্ষা, তাঁহাদিগের নীতিজ্ঞান, স্বভাব-দর্শন, ধর্ম্ম ভাব ইত্যাদি সমুদয় গুণ সেই কার্য্যেতে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করে। তাঁহাদের সমস্ত জীবন, সমস্ত চিন্তা, প্রতিজ্ঞা ও অভ্যাস নানা প্রকারে নীয়মান হইয়া সেই পথে তাঁহাদিগকে প্রধাবিত করে। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেও কি সেই রূপ? ভাল, মানিলাম তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম আর বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই বিশ্বাসের অভাব কি তাঁহাদের

ও জীবনের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছে? যদি না করিয়া থাকে তবে পূর্ব্বে তাঁহারা যে অবস্থায় ছিলেন, এখনও অবিকল সেই অবস্থায় আছেন, কেবল লাভের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহাদের একটু সরল বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাস টুকু হারাইয়াছেন। ইহার স্থানে আর কোন সরল বিশ্বাস পাইয়াছেন কি না সে বিষয়ে বড সন্দেহ। কেহ কেহ বলিবেন "কেন তাঁহারা তো উপাসনা করেন।" মানিলাম তাঁহারা উপাসনা করেন; কিন্তু কি উপাসনা করেন, কাহাকে উপাসনা করেন, উপাসনার সময় কি ভাবেন, কি বলেন, উপাসনার সঙ্গে কার্য্যের কোন সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করেন কি না, এ বিষয় কি কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছেন? ব্রাহ্ম স্বামী স্ত্রীকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তিনি দিনের মধ্যে এক বার উপাসনা করিতে বসেন, কিন্তু এই উপাসনা করিয়া কি উপকার হইতেছে, তাহা স্বামীও বুঝিতে পারেন না, স্ত্রীও বুঝিতে পারেন না। কেবল উভয়ে ইহা দেখিতে পান যে এক দিনের জন্য পারিবারিক সুখ ভোগ দুই জনের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। স্বামীর অভ্যাস ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, তাঁহার জীবনের অবস্থা উর্দ্ধগামী হইতেছে, তিনি নিয়ত সাধু সহবাস করিতেছেন, সদ্গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, সদ্দৃষ্টান্ত দর্শন করিতেছেন, আর দুঃখিনী স্ত্রী যেখানকার সেই খানেই আছেন, তাঁহাকে কেহ উপদেশও দেয় না, দৃষ্টান্তও দেখায় না, কোন পুস্তক পাঠ করিয়াও তিনি মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহাকে কেহ উপাসনা শিক্ষা দেয় না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে উৎসাহ দেয় না, পরম পিতা কি অমূল্যধন কেহ বুঝাইয়া বলে না, সুতরাং কি রূপে তিনি ধার্ম্মিকবর স্বামীর সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া ধর্ম্ম পথে তাঁহার সহায়তা করিবেন, কি রূপেই বা স্বামীর রক্ষা করিবেন? ব্রাহ্মদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কেন নিজ নিজ পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বদ্ধ মূল না করেন, কেন আপনাদিগের সহধর্ম্মিনীকে ধর্ম্ম জ্ঞানে বঞ্চিত রাখেন। তাঁহারা উত্তর করেন আমাদের হস্তে সময় নাই। আমরা কর্ম্ম স্থলে থাকি, সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে পরিশ্রম করি, আমরা কাহারো ধর্ম্ম শিক্ষার গুরু ভার হস্তে গ্রহন করি এরূপ অবকাশও নাই, ক্ষমতাও নাই; যত টুকু সময় পাই আত্মোন্নতি করিতে পরিসমাপ্ত হয়; এ কথাও অযথার্থ নহে। কিন্তু তবে কি ব্রাহ্মিকাদিগের গতি নাই? তাঁহারা কি বিশ্বাসচ্যুত হইয়া, অসদভ্যাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া, পারিবারিক সুখে বঞ্চিত হইয়া, চিরকাল দুঃখে দিন যাপন করিবেন? যদ্যপি তাহাই ঘটে তবে ব্রাহ্মেরা জানিবেন তাঁহাদিগেরও আর মঙ্গল হওয়া সুকঠিন। কারণ তাঁহাদিগের মঙ্গলের বিরুদ্ধে স্ত্রী জাতি খড়্গহস্ত হইলে এক পদ অগ্রসর হওয়া নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে।

এক্ষণে উপায় কি? যদ্যপি কতক গুলি মহচ্চরিত্র ব্রাহ্ম সপরিবারে স্থানে স্থানে একত্রিত হয়েন, এবং অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের পরিবারস্থ স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সকলের মঙ্গলের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, যদি তাঁহাদের সমুদয় মন ও সময় এই মহাব্রতে উৎসর্গ করেন, তবে নিশ্চয়ই কিয়ৎপরিমানে উন্নতির সম্ভাবনা, যে শিক্ষা ব্রাহ্ম নিজ পরিবারে প্রদান করিতে পারিলেন না, যে দৃষ্টান্ত সেখানে প্রদর্শিত হইল না, যে সাধু সহবাস সেখানে দুর্লভ, সে দৃষ্টান্ত, সে শিক্ষা, সে উপদেশ, ও সে সহবাস কি ব্রাহ্মসমাজ আর কোন প্রকারে দিতে পারিবেন না? যদি না পারেন তবে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা হওয়া ভার। যত দিন ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্মদের গৃহ না হইতেছে, সেখানে যত দিন নিজের পরিবারস্থ স্ত্রী

পরিবর্ত্তন

বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বর্দ্ধনের উপায় না হইতেছে, তত দিন কোন ব্রাহ্মের জীবন নিরাপদ নহে। আমরা অনেক দিন অবধি শুনিয়া সুখী হইতেছি যে কতক গুলি ব্রাহ্ম এই উদ্দেশে আপনাদের পরিবারগণকে একত্র করিয়াছেন, এবং অন্যান্য অনেক গুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাকে তাঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত করিয়াছেন। এই মঙ্গলকর কার্য্য যে এখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ সুসিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদিগের অনুমাত্র সন্দেহ নাই যে যদ্যপি সকল ব্রাহ্ম এ কার্য্যের মহদভিপ্রায় বুঝিয়া উৎসাহের সহিত সপরিবারে ইহার সঙ্গে যোগ দেন, তবে নিশ্চয়ই এতদ্দ্বারা মহা কুশল সংঘটিত হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ অভাব নিজ নিজ পরিবারের উন্নতি। সেই কার্য্যে সকলে বদ্ধ পরিকর হউন, সেই কার্য্যে সকলে একত্র হউন, এবং যাঁহারা একত্র হইয়াছেন তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত সহায়তা করুন।

রাজা ও কৃষক।

দীনাত্মারা ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য
তাঁহাদেরই জন্য।

অনেক গুলিন কৃষক এক রাজার উদ্যানে কার্য্য করিত। এই কৃষকদিগের পরিশ্রম, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতিতে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষকগণ কিছু দিন একান্ত পরিশ্রম করিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ আপনাদের কার্য্যদক্ষতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অহঙ্কারী হইয়া উঠিল। অনেক দিন ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সুখপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া অপর কেহ কেহ একেবারে প্রবল বেগে নানা প্রকার সুখভোগের দিকে ধাবিত হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট কেহ কেহ নিরাশা অন্ধকারে অনেক দিন পরিশ্রম করিয়া একেবারে আলস্য নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল কাহারও আর রাজার উপর পূর্ব্বের মত বিশ্বাস রহিল না। সকলেই মনে মনে তাঁহার বিরুদ্ধে কত কথা বলিতে লাগিল, অসন্তুষ্ট ও প্রভুবিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এমত সময়ে রাজা নানা প্রকার সুখদ আহারীয় দ্রব্য ও বিপুল অর্থ লইয়া তাহাদিগের পরিশ্রমের জন্য যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে আসিলেন। রাজা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কাহারও আর সে প্রকার ভাব নাই। আলস্য, ঔদাস্য, অবসন্নতা, অহঙ্কার, স্বার্থ ও সুখ-প্রিয়তা আসিয়া সকলকেই অধিকার করিয়াছে। কেহই প্রকৃতিস্থ নহে। তথাপি স্নেহ ও ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া রাজা সকলকেই পরিশ্রমের পুরস্কার লইবার জন্য বার বার ডাকিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বের মত কার্য্যে মনোযোগী হইতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষকেরা সকলেই বিকৃত ও নীচ স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কার্য্যে পুনর্নিযুক্ত হইতে অথবা পরিশ্রমের পুরস্কার গ্রহণ করিতে স্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিল, অপর কেহ কেহ রাজার মনস্তুষ্টির জন্য কতক গুলিন মিথ্যা খোসামোদের কথা কহিতে লাগিল বটে, কিন্তু আসল কথায় কর্ণপাত করিল না। এ সমস্ত আচরণ দেখিয়া রাজা দাসদিগকে আদেশ করিলেন "আমি ইহাদিগের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছি, তাহা আর গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইব না। তোমরা রাজপথ ও অপরাপর প্রকাশ্য স্থানে গমন কর এবং ঘোষণা পত্রদ্বারা অন্ধ খঞ্জ দীন দুঃখি যত লোক আসিতে ইচ্ছা করে সকলকে ডাকিয়া আন, আমি তাহাদিগকেই এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এবং অর্থ সামগ্রী দিব। এসমস্ত অকর্ম্মণ্য অহংকারীদিগকে এখান হইতে বিদায় করিয়া দিব। এই কথা বলিবা মাত্র ঘোষণা পত্রে আহুত হইয়া অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য দীন দুঃখী আস্তে ব্যস্তে রাজার নিকট উপনীত হইল। রাজা

সকলকেই সুখী করিলেন, সকলেরই দুঃখ ঘুচিল। কিন্তু সেই নির্ব্বোধ নীচ প্রকৃতি অহঙ্কারী কৃষকগণ, যাহারা আপনাদিগকে রাজার প্রিয়পাত্র মনে করিয়াছিল, তাহারাই দুঃখ হইতে দুঃখে, দুরবস্থা হইতে দুরবস্থায় দিন দিন অবনত হইতে লাগিল।

দীনাত্মা প্রকৃত প্রার্থীদিগের জন্যই ধর্ম্ম-রাজ্য। যাঁহারা দীনভাবে প্রার্থনা করেন, এবং স্বর্গরাজ্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেন, সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন, এবং আশাও বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বদা অপেক্ষা করিয়া থাকেন, উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর তাঁহাদিগকেই স্বর্গরাজ্যে লইয়া যান। এখানে বিদ্যা বুদ্ধি ধন সভ্যতার কোন গৌরব নাই, অনেক দিন হইতে সৎকর্ম্ম করিলেও এখানে গ্রাহ্য হওয়া যায় না। অনেক দিন হইতে ইহার দ্বারে বসিয়া লোকের নিকট দম্ভ করিলেও ইহাতে প্রবেশ করা যায় না। যিনি যত আপনাকে বড় মনে করেন তিনি ইহা হইতে তত দূরে গমন করিবেন।

তিনটী আশ্চর্য্যের বিষয়।

এক জন অতি সুবিজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি একদা এই কথা বলিয়া ছিলেন যে ঈশ্বর কৃপায় আমি যদি স্বর্গে গমন করি, তবে তথায় তিনটী বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইব। প্রথম আশ্চর্য্যের কারণ এইটী হইবে যে এখানে মনে করিতেছি, যাহারা কখনই তথায় যাইতে পারিবে না তাহাদিগকে তথায় দেখিতে পাইব; এখন যাহাদিগকে তথাকার উচ্চতম আসনের অধিকারী মনে করিতেছি তাহাদিগকে সেখানে না দেখিতে পাওয়া আশ্চর্য্য হইবার দ্বিতীয় কারণ হইবে; এবং আমার ন্যায় নরাধমকে তথাকার এক জন দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য হইব।

চিন্তা।

পাপ কি ভয়ানক পদার্থ। ইহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই কিন্তু পাপীর নিকটে ইহার ন্যায় আর অধিক সত্য কিছু নাই। সেই তো আমি আছি, আর সেই তো আমার পুরাতন দয়াময় পিতাও আছেন। পূর্ব্বে যখন আমার এমন দুর্দ্দশা হয় নাই কতবার সহজে তাঁর চরণতলে পড়িয়া হৃদয় ভরিয়া শান্তিসুধা পান করিয়াছি, তাঁর সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। এখন সকলি সেইরূপ রহিয়াছে তথাপি কেন আমি তাঁকে দেখিতে পাই না, সে আলোক কোথায় গেল? প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, শরীর বিবর্ণ হইতেছে তথাচ কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না? একটী দুর্ভেদ্য পর্ব্বত যেন আমার ও তাঁহার মধ্যে আসিয়া বসিয়াছে, কোন উপায়েই তাহা স্থানান্তরিত হইবার নহে। কি আশ্চর্য্য সকলই পূর্ব্বের মতন রহিয়াছে তথাপি কেন এমন হইল, কঠোর মন কি চূর্ণ হইবে না? পাপ পিসাচ কি দূর হইবে না, পিতা কি হইবে বল। তোমার শরণ লইলাম।

প্রার্থনা।

পিতা! অহঙ্কারই আমার সর্ব্বনাশ করিল, অনেক আশা করিয়া তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম, এখানে অনেক রত্ন লাভও করিয়াছি; কিন্তু অহঙ্কার শত্রু আমার সহিত কেন এমন বাদ সাধিল, এক্ষণে আমি এক জন উপযুক্ত ব্রাহ্ম হইয়াছি এই বিষময় দম্ভ চূর্ণ কথাটী শিক্ষা দিল। ইহাতেই একবারে আমার সকল পুণ্য বিনয় বিশ্বাস কোমলতা ও সৌন্দর্য্য কোথায় পলায়ন করিল। আমার মুখ দগ্ধ ও কঠোর হইয়া পড়িল, আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, আমার প্রতি তোমার করুণা স্রোতঃ শুকাইয়া গেলে, আমার সর্ব্বনাশ হইল। সেই সমস্ত পুরাতন পাপ যাহা তোমার নামের মোহিনী শক্তিতে একেবারে চলিয়াগিয়াছিল, একে একে আবার ফিরিয়া আসিতেছে। সেই পুরাতন কাম ক্রোধ লোভ সুখপ্রিয়তা স্বার্থপরতা অসত্যপ্রিয়তা ও অবিশ্বাস আমাকে মারিয়া ফেলিতেছে। দীননাথ! যথেষ্ট হইয়াছে। আপনার পাপের যথেষ্ট শাস্তি আপনিই পাইয়াছি, এখন রক্ষা কর, আর দিন চলে না, আবার সেই পুরাতন কোমলতা ও সদ্গুণ আনিয়া দেও। তোমার কোমল করুণা হস্ত আমার মস্তকে আবার সংস্থাপিত কর, প্রভু ক্ষমা কর, রক্ষা কর, এই দায় হইতে রক্ষা কর নিস্তার কর।

DIVINE COMMUNION AND PRAYER.

BRAHMOS may differ in other things, but they must all admit the pre-eminent necessity of Prayer and Communion with the Spirit. This constitutes the life of their religion, the one essential law of salvation. Unhappily prayer has grown into a cant in other religions, and a real communion with the Divine Being a sort of mysticism and myth. The ordinary religious wants of mankind are supplied from other sources than this, are supplied by priests, and ordinances, charities, and a mechanical faith in established forms of doctrine. Brahmos do not recognise these means, as having any power to save the soul. Salvation with them is nothing more than eternal life, to attain which there must be union with Him in whom that life is centred. This union is the object of the Brahmo's of devotions. The spirit must be at one with that of God in order that Divine communion in any sense may take place. How can this happen when there are so many sins in the heart, how can the impure be at one with the Infinitely Pure? Who can purify himself so as to be worthy of the presence of God? How can the sinner whose heart is full of foulness and defilement, make himself sinless by his own exertions? Does light come out of darkness, or do men gather grapes out of thorns? These are questions difficult to answer from the stand point of reason and experience. Everything is impossible when the means of accomplishing it are unknown or unheeded, but the strangest effects are often produced when the relations of cause and effect, and the laws that guide them are known and fulfilled. This subject of Divine communion presents at first sight almost insuperable difficulties, and has led men to arrive at the most opposite conclusions, giving rise to systems of error and superstition very mischievous. Now the key to the whole subject lies in the theistic doctrine of prayer. If the spirit of true prayer is once conceived, apparently the most impossible effects are seen to take place in the spiritual world. If it is neglected the theist degrades himself into the level of the followers of false religions, and often becomes much worse. It is of the utmost consequence therefore that though praying for a long time, we still humbly reflect, and try to get light on the sublime theme of Divine communion, and pay special attention to the means whereby not only this, but all other subjects, connected with our religious life, become intelligible and attainable by us.

The doctrine of prayer has been expounded by the Brahmo Somaj in a variety of ways. Let us here try to summarize the substance of the doctrine. Prayer is the language of spiritual want, prayer is the cry of the sin-laden, sorrow-striken heart, seeking help. Prayer is the effort of nature to lay out man's diseased soul before the healing, ministering sunshine of Divine goodness. Man prays best when he cannot contain his prayer, when faith in God's grace over-masters him past self-dependence. Man asks food for his flesh when hungry, and drink when thirty will he not ask the bread of life when his soul hungers and thirsts,—when there is no peace, but sadness and temptation for him in the world? There is a season of prayer therefore to every one; only the prayer of some is uttered and expressed, while in others it rises and subsides unseen. Brahmos never pray to God for worldly gifts, because these are otherwise provided for. But so long as the wants of the spirit remain, so long as the deep wants and profound sorrows of the heart cannot be satisfied by human aid, or any other outward agency, so long as God only can reveal Himself unto us—for Him alone we seek in the spiritual world—we cannot ignore the doctrine or practice of prayer. Prayer is natural and spiritual. it is in the nature of our spirits. Is prayer mere speech, is it mere emotion, a mere determination, the soul active within itself? The theist denies this. Those who speak as if to a God unseen, or whom they do not know, those who express their tenderness to some being whom their fancy pourtrays before them, or form strong resolves and carry them out, do not necessarily pray. They may be eloquent men, tender-hearted men, strong minded men, but they may not at all be prayerful men. Prayer is a relation, it is "an attribute," it is a conscious condition of the soul which can be only realized before an awfully-felt-Presence that is out-side us, though within our hearts. Prayer is possible only by a remembered and realized contrast between the poverty-striken soul and the Infinitely bountiful God. It is this contrast that begets Dependence on the one hand, and Faith on the other, without which no prayer is possible. The "attitude" then to which we have alluded is one of faith and dependence. It has always been a great mistake with some men to suppose that prayer means the breach of some established law in the universe, that when we pray we ask the Deity to suspend the action of some great natural principle on our behalf. This is a notion which theists very strongly condemn. With us prayer is the fulfilment of a great law, the law that regulates the relation between human dependence and Divine grace. It is the one law which keeps like gravitation, the spiritual worlds together. If it were not for prayer the soul would fly off its centre, run lawless throw the fields of life, and end its career in wild conflict, agony, and darkness. If it were not for prayer the light and the warmth of the spiritual world would be gone, the glow and the color of the soul would sink into mere sensual and worldly excitement, man would be nothing more than a refined brute. With prayer the demand and suply of the world of souls are adjusted, the relative position of the heart to its Maker and Saviour is assigned, and kept in balance. By sinners prosperity is ensured, and with that prosperity there flows an abundant return of gratitude and gladness, dependence and faith. Rest assured where there is no prayer, there may be many mental and moral gifts, but there cannot be gratitude, humility, and faith, and where these are wanting, can there be religion? And where the true spirit of religion is absent can there be salvation? You may drag your unwilling heart on and on, towards what you call goodness. Your moral nature often revolts, your energies often stand back, and recoil against your own efforts,

you struggle and toil, and see no end to the temptations before you. Many have thus lived in agony and died in despair, proving consciously false to their own ideal. Alas they set at defiance the law of prayer. Once fulfil that law, and an electric speed is imparted to the sluggish soul; energies revive, hopes brighten and soar up, a strength, a cheerfulness foreign to the constitution, enter it, and overpower fatigue and overthrow obstacle.

Why then do many who pray, so often despond? Why does their life seem to go out of them? Why are they unwilling and afraid to pray? Ah, let those, who have not prayed, or having prayed have forgotten the spirit of prayer, pause and reflect. Speech is not prayer, we have said, tenderness is no prayer. Because they have tried to satisfy God with hollow speech and sentiment, and because they have been baffled in that attempt, must it be concluded that true prayer has no efficacy, and God has lost the power to hear and save the poor sinner? Let us rather believe that the whole world is insincere, false in its devotions, than that true prayer cannot alter, exalt, and save the soul. But the whole world is not insincere, There are many neglected wretched souls in it, many who watch and weep by night, many widows and orphans who feel God only to be their friend and portion, who look up to Him that they may perchance catch a glimpse of His glory and love. Their prayer brings them rest, purity and peace "past understanding."

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৫ শক।

যদি কোন পদার্থ আমাদিগকে একেবারে আশ্চর্য্য এবং অবাক্ করিতে পারে সে পদার্থ আমি আপনি। অথবা যাহার কার্য্য প্রণালী চিন্তা করিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় তাহা আমি। বাহিরে অনেক চমৎকার আছে, কিন্তু অন্তরে আমার ন্যায় চমৎকার এবং আশ্চর্য্য বস্তু আর কিছুই নাই। আমি আপনাকে আপনি শাসন করিতে পারি না, ইহার মর্ম্ম কি? তবে কি আমার মধ্যে দুই ব্যক্তি আছে যাহাদের মধ্যে সংগ্রাম হয়? কিন্তু আমি দুই জন কেহই ইহা স্বীকার করিতে পারে না, অথচ আমি আমাকে শাসন করিতে পারি না ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে যে সেই একই মন সময়ে সময়ে বলিতেছে আমি আমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। কি ধনী, কি দরিদ্র; কি সুস্থ, কি রোগী; কি জ্ঞানী, কি মূর্খ; সকলেই সময়ে সময়ে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া এই কথা বলিতেছে, আমি আর আমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। দেখ মনের মধ্যে এমন একটী নিগূঢ় বস্তু আছে যাহা আমাকে শাসন করিতে চায়। এই যে দুই আমি যাহারা পরস্পর সংগ্রাম করিতেছে এই কথার গভীর অর্থ আছে। ইহাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটী গূঢ় প্রমাণ। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহ আছেন ইহাতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ হইতেছে। মনুষ্য আপনাকে আপনি সুখী করিতে পারে না, এবং আপনি আপনার কর্ত্তা নহে; কিন্তু আর এক জন তাহার উপরে আছেন, যাঁহার নিয়ম সে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না, এই কথাতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নিয়ম ভাঙ্গিয়া অসুখী হইয়াছে সে যদি আপনি আপনার নিয়ন্তা হইত, কখনই তাহার মুখ হইতে এই কথা নিঃসৃত হইত না। মনুষ্য সুখ চায়, শান্তি চায়; কিন্তু নিজের ক্ষমতায় সে সুখী হইতে পারে না, সে দেখিতে পায় তাহার শক্তি এবং তাহার ক্ষমতা এক জন পূর্ণ শক্তিমান্ ঈশ্বরের অধীন। ধর্ম্মরাজ্যের অধিপতি সেই রাজরাজেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সে কুত্রাপি এক বিন্দু সুখ শান্তি পাইতে পারে না। ইহাতেই আমরা দেখিতেছি, মনুষ্যের মধ্যে দুই প্রকৃতি আছে এক দেব প্রকৃতি, আর এক পশু প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতির মধ্যে মনুষ্যের স্বাধীনতা। এবং এই স্বাধীনতা বলে মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই পশু ভাবকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করিয়া দেব ভাবে পরিচালিত হইয়া স্বর্গের দিকে এবং শান্তি নিকেতনে পঁহুছিতে পারে। ইহারই বলে আবার মনুষ্য পাপের অধীন, এবং নরকের কীট হইয়া থাকিতে পারে। স্বর্গের সঙ্গে দেব প্রকৃতির এবং পৃথিবীর সঙ্গে পশু প্রকৃতির সম্পর্ক, মনুষ্য যখন যে প্রকৃতির অধীন হয় সে যদি প্রাণের সহিত চেস্টা করে তথাপি তাহাকে সেই প্রকৃতি ছাড়ে না। যে পশু প্রকৃতির অধীন হইয়াছে সে যদি তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত চেষ্টা করে তথাপি পশুরা তাহাকে ছাড়িবে না, কেন না তাহাদের সঙ্গে সে সন্ধি করিয়াছে। দেব প্রকৃতি লাভ করিবার জন্য যদিও সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়ে ইচ্ছা হয় তথাপি সে সেই শুভ পথে যাইতে পারে না, কেননা পশুভাব তাহার উপর রাজত্ব করে। মনুষ্যের ইচ্ছা সর্ব্বদা স্বাধীন, নরকের মধ্যে থাকিয়াও সে সময়ে সময়ে স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করিতে পারে এবং আবার সাধু সঙ্গে থাকিয়াও নিতান্ত জঘন্য সুখ সকল কামনা করিতে পারে। কিন্তু যে অভ্যাসের দাস হইয়াছে সে ইচ্ছা করিয়াও তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। মনে কর কেবলই টাকা যাহার দৈনিক কার্য্যের মধ্য বিন্দু, এবং যতই টাকা লাভ করে, ততই অধিকতর টাকা পাইবার জন্য যাহার লোভ বৃদ্ধি হয়, সে কি কেবল ইচ্ছা করিয়া সেই রিপু হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে? এই রূপ অন্যান্য রিপু সম্পর্কে। যে ব্যক্তি বহু কাল হইতে কাম, ক্রোধ কিম্বা অহঙ্কার চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে, সে কি ব্রাহ্ম হইয়াছে বলিয়া সহজেই সেই সেই অভ্যস্ত পাপকে দমন করিতে পারে? অভ্যাসের অর্থ কি? বারম্বার কোন কার্য্য করিলে মন যে একটী নিয়মের অধীন হয় সেই অবস্থার নামই অভ্যাস। পশু ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া যে বারম্বার পশুভাব সকল চরিতার্থ করিয়াছে সে পশু প্রকৃতি কিম্বা পাপাভ্যাসের অধীন। পাপাভ্যাস কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে হয় না। প্রতি জনের জীবন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সাধারণতঃ সকলেরই রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। আবার প্রতি জনের মনে বিশেষ বিশেষ রিপুর আধিপত্য রহিয়াছে। প্রকৃতিতে যেমন দুটী পুষ্প কিম্বা দুটী মুখ কোথায়ও এক প্রকার দেখা যায় না, সেইরূপ আবার প্রত্যেকের মনের গঠনও

স্বতন্ত্র। প্রত্যেকেরই অন্তরে কৌতূহল, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা কোমলতা, স্নেহ, দয়া, ন্যায়, পবিত্রতা ইত্যাদি সাধারণ প্রকৃতি রহিয়াছে; কিন্তু তাহারই মধ্যে আবার বিভিন্নতা আছে। কাহারও অনেক সাধন না করিলে ভক্তি পুষ্প ফুটে না, কাহারও মনুষ্যকে দয়া করা অতি সহজ। কেহ স্বভাবতঃ অধিক ন্যায়বান্‌, কাহারও পুণ্যের প্রতি আসক্তি অতি প্রবল। কিন্তু ইহাতে কেহ মনে করিও না, যে ঈশ্বরের ন্যায়-পূর্ণ সিংহাসন পক্ষপাতী। সকলের প্রতি তাঁহার সমান দয়া এবং সমান ন্যায়। তাঁহার সম্বন্ধে দোষ অসম্ভব, কেননা তাঁহার স্বভাব পূর্ণ দয়া এবং পূর্ণ ন্যায়ের আধার। প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন হউক না কেন, তাঁহার অনন্ত দয়া এবং অনন্ত ন্যায়-পূর্ণ সিংহাসন তলে সকলের প্রতি সমান বিচার। প্রত্যেক মনুষ্য অপরাপর সকলের সঙ্গে সমান, ঈশ্বরের চক্ষে কেহই ক্ষুদ্র কিম্বা কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। তাঁহার নিকট সকলেই সমান, কেননা তিনি জানেন, প্রত্যেকেরই কত গুলি বিশেষ বিশেষ অভাব এবং বিশেষ বিশেষ সদ্ভাব আছে। কাহারও মনে হয়ত বল আছে; কিন্তু হৃদয় দুর্ব্বল, অথবা হৃদয়-কোমল কিন্তু পবিত্রতা অল্প। যে অধিক সবল তাহারই নিকট কঠিনতর পরীক্ষা সকল আসিতেছে, এই রূপে প্রত্যেকের জীবনে বিভিন্নতা স্বত্ত্বেও ঈশ্বরের ন্যায় এবং দয়ার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অতএব কেহই বলিও না ঈশ্বর কেন অমুকের মনে ঐ সকল ভাব প্রবল করিয়া দিলেন, যে সমুদায় আমি অতি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি। তুমি যাহাকে শ্রেষ্ঠ অথবা ভাল বলিতেছ তাহার উৎকৃষ্ট গুণ স্বত্ত্বেও মনের হয়ত এমন দুরভিসন্ধি উপস্থিত হয় যাহা দূর করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন। অতএব পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া কদাপি ঈশ্বরেতে পক্ষপাত দোষ আরোপ করিও না। ঈশ্বর পূর্ণ দয়া এবং পূর্ণ ন্যায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া সকলকে গঠন করিয়াছেন এবং তদনুসারে সকলকে শাসন করিতেছেন। এক দিকে যেমন তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ক্রমাগত রিপু সকল চরিতার্থ করিয়া পাপাভ্যাসের অধীন হইতে পার, তেমনি অন্য দিকে তোমার অনেক গুলি সাধুভাব আছে, যাহা সাধন করিলে অনায়াসে তুমি স্বর্গে পঁহুছিতে পার। যদি হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে অভ্যাসের দ্বারা লোক সহজে পশু প্রকৃতি ছাড়িতে পারে না, সেই অভ্যাসের দ্বারাই আবার মনুষ্য চিরকালের জন্য দেব প্রকৃতির বশীভূত হয়। কাহারও পক্ষে কাম, ক্রোধ এবং অহঙ্কার ইত্যাদি দমন করা যেমন কঠিন, কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে সাধু সঙ্গ, সৎ গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি পরিত্যাগ করাও তেমনি দুঃসাধ্য। কাহারও পক্ষে ঈশ্বর দর্শন এবং তাঁহার দেব মুখের বাণী শ্রবণ অতি সুলভ কাহারও পক্ষে এসমুদায় স্বর্গীয় ব্যাপার নিতান্ত দুর্ল্লভ। কেহ কেহ কঠোর সাধনের দ্বারা কিছুকাল সেই দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের উপর আধিপত্য লাভ করিল, কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে সেই পুরাতন পাপ আসিয়া আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, দুই বৎসর সেই গরিব আত্মা প্রাণপণে পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিল, কিন্তু যাই আত্মার উদ্যম একটু শিথিল হইল, অবকাশ পাইয়া সেই পুরাতন শত্রু সকল আসিয়া তাহাদিগকে সংসারের কোন্‌ কুটিল পথে লইয়া গেল আর তাহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে দেখাও যায় না। দুই বৎসর তাহারা চিন্তাতে, বাক্যেতে, কার্য্যেতে সাধনের বল দেখাইয়াছিল; কিন্তু বিপদের সময় সেই দীনাত্মা গুলির উপর এমনই ভয়ানক রূপে পাপের দৌরাত্ম্য হইল যে আর কোন মতে তাহারা পুণ্য পথে অগ্রসর হইতে পারিল না; সেই পুরাতন পাপাভ্যাসে তাহাদের মন এমনই জড়ীভূত যে কোন মতেই তাহারা উত্তেজিত রিপুকুলকে পরাস্ত করিতে পারিল না। এই রূপে কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদির অত্যাচারে যে কত শত শত ব্রাহ্মের মৃত্যু হইয়াছে তাহা ভাবিলে অন্তরে ভয় হয়। ভাল উপাসনা হয় না, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম সঞ্চারিত হয় না, ইহার প্রধান কারণ কি? রিপুদিগের আধিপত্য! অতএব যদি এ সকল রিপুকুল হইতে মুক্ত হইতে সংকল্প করিয়া থাক তবে আর সেই পশু নিয়মের অধীন থাকিও না। যেমন কাপড় অগ্নি মধ্যে রাখিলে নিশ্চয়ই উহা দগ্ধ হইবে, সেই রূপ পশু নিয়মের বশীভূত থাকিলে কোন মতেই তোমাদের পশুভাব দূর হইবার নহে। ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া কি তোমরা ভৌতিক এবং পশু নিয়মের অতীত হইয়াছ? পশু প্রকৃতি চরিতার্থ করিলে নিশ্চয়ই তদনুযায়ী অভ্যাসের অধীন হইবে। কিন্তু সেই অভ্যাসের মূল তুমি। কেননা তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে পাপের তরঙ্গে ভাসাইয়াছ। যে নির্ব্বোধ নৌকা হইতে আপনাকে তরঙ্গে নিক্ষেপ করে, এবং অবশেষে ভাসিতে ভাসিতে যদি বলে, হেঁতরঙ্গ! আর আমি তোমার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর, তরঙ্গ কি তাহার কথা শুনে? সেই রূপ যে ব্যক্তি কাম অথবা অন্য কোন রিপুকে বারম্বার উত্তেজিত করিয়া জঘন্য কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কি সহজে অভ্যাসের বল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে? যদি নীতি-শাস্ত্র বিশ্বাস কর তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে ব্রাহ্মই হও আর যাহাই হও, প্রত্যেকের উপর অভ্যাসের বল থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু বন্ধুগণ! ভয় নাই যেমন পাপাভ্যাসের বল দুর্জ্জয়, তেমনি পুণ্যাভ্যাসের বল অখণ্ড এবং অনতিক্রমণীয়। এক দিকে যেমন নিরাশা, অপর দিকে তেমনই আশা। অতএব যাহাতে নিকৃষ্ট অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া দেব প্রকৃতির অধীন হইতে পার ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! প্রাণপণে তোমরা সেইরূপ সাধন আরম্ভ কর, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক।

মনুষ্য স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলেই জানা যায় আমাদের সকলের অন্তরে নিকৃষ্ট ভাব সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোথা হইতে এ সমুদয় নিকৃষ্ট ভাব আসিল ইহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই ইহার মূল রহিয়াছে। বোধ হয় মনুষ্য যেন স্বভাবতঃই আপনার পশু ভাব সকল চরিতার্থ করিতে ব্যাকুল, কেহ কেহ আবার এমনই জঘন্য রূপে এক একটী বিশেষ রিপুর অধীন, যে তাহাদের দুর্দ্দশা

দেখিলে নিতান্ত কঠোর হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। মনুষ্য বারম্বার এ সমুদয় নিকৃষ্ট ভাবে উত্তেজিত হইয়া অবশেষে এরূপ অভ্যাসের অধীন হইয়া পড়ে যে আর কখনও সে ঐ পশু ভাব হইতে মুক্তি পাইবে তাহার এরূপ আশাও থাকে না। ক্রমাগত ইচ্ছা পূর্ব্বক রিপু গুলিকে পোষণ করিলে তাহারা যথা সময়ে এমনই প্রবল হয়, যে সহস্র চেষ্টা করিলেও আর তাহাদিগকে দমন করা যায় না। কেহ কেহ হয়ত অনেক কঠোর সাধনের পর দুই একটী রিপু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে; কিন্তু কিছু কাল পর সেই পাপ আসিয়া পুনরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করে, আবার কোন কোন ব্যক্তির এমন সকল পাপ আছে যাহা অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। অনেক ধর্ম্মোৎসাহী যুবা যে অবশেষে নাস্তিক হইয়া পড়ে তাহার প্রধান কারণ এই যে তাহারা বারম্বার সংগ্রাম করিয়াও রিপু পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমাদের প্রতিদিনের দুঃখ কষ্টের মূলে এ সকল রিপু এবং সমুদয় পতনের মূল কারণ এই রিপুদিগের প্রবলতা। এ সমুদয় আন্তরিক শত্রুর অত্যাচার দেখিলে যে নিরাশার অন্ধকার জগৎকে গ্রাস করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পুরাকালে কঠোর ব্রত-শালী মহার্ষিদিগকেও সময়ে সময়ে এ সমুদয় রিপু পরাজয় করিয়াছে এ সকল কথা শুনিলে যে ধর্ম্ম পথের যাত্রী নিরাশ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তবে কি আর আমাদের পরিত্রাণের আশা নাই? এ সমুদায় রিপুর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কি আমাদের আর কোন উপায় নাই? চিরকাল এ সমুদয় শত্রু দ্বারা নিষ্পীড়িত করিবার জন্যই কি ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন? না, প্রেম সিন্ধু পিতা আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অন্য রূপ বিধান করিয়াছেন। পশু জীবন সম্পর্কে যেমন অভ্যাসের বল অনিবার্য্য এবং অনতিক্রমণীয়, আমাদের উচ্চতর দেব জীবন সম্পর্কে যে নিয়ম তাহাও তিনি সেই রূপ করিয়া দিয়াছেন। পশু ভাব দেখিলে যেমন এক দিকে নিরাশা এবং দুর্ব্বলতা আসিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, অন্য দিকে আমাদের স্বর্গীয় জীবনের নিয়ম দেখিলে আলোক, আশা, এবং আনন্দ আসিয়া আমাদিগকে পুণ্য পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহী করে। এক দিক দেখিলে যেমন ধর্ম্ম সাধন এবং ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িতে ইচ্ছা হয়, অপর দিক দেখিলে আবার জগতের সকলকে ডাকিয়া দয়াময় পিতার গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আত্মা ব্যাকুল হয়। যে মন অভ্যাসের দাস হইয়াছে কিরূপে তাহা ফিরাইব? আমাদের এই এক মাত্র আশা যে নিয়মে ইহা পাপের দাস হইয়া পড়িয়াছে, সেই নিয়মেই আবার ইহা পুণ্যের অধীন হইবে। ঈশ্বরের নিয়ম অখণ্ড এবং অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন জড় জগতে, সেই রূপ আমাদের মনোরাজ্যে, তাঁহার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া কি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপকে প্রশ্রয় দিলেও পাপ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে? কোন রিপু বারম্বার চরিতার্থ করিলে নিশ্চয়ই তাহা, তোমরা ব্রাহ্মই হও, আর ব্রাহ্মিকাই হও তোমাদের উপর আধিপত্য করিবে, কিন্তু সেই রূপ যদি আবার ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমরা ধর্ম্ম সাধন কর, ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। "ধর্ম্মং রক্ষতো রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করে। যেমন বীজ বপন করিবে সেই রূপ ফল লাভ করিবে, যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া থাক তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে। আর যদি বারম্বার অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রতা সাধন করিয়া থাক সেই পুণ্যাভ্যাসের সুধাময় ফল নিশ্চয়ই লাভ করিবে। পুণ্যাভ্যাসের আর একটী প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা পাপাভ্যাস হইতে অসংখ্য গুণে প্রবল। কেননা পাপাভ্যাসের যে বল তাহা তোমাদের নিজের দুর্ব্বলতার ফল; কিন্তু পুণ্যাভ্যাসের মধ্যে যে বল, তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি। যেমন ছায়া অপেক্ষা বস্তুর এবং অসত্য অপেক্ষা সত্যের বল অধিক সেইরূপ পাপ অপেক্ষা পুণ্যের বল অধিক। কেননা পাপে মৃত্যু; এবং পুণ্যেতেই আত্মার যথার্থ জীবন। ঈশ্বরের বল জীবন্ত বল, যিনি সেই বলে বলী মৃত পাপাভ্যাস আর কিরূপে তাঁহার উপর আধিপত্য করিবে? এই জন্যই আমাদের আশা যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই সেই পরিমাণে আমরা পাপের অতীত। কিন্তু এক সময়ে যে পাপ করিয়াছি তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে। এবং এই জন্যই প্রত্যেকের হৃদয়ে চিরকাল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। প্রতি জনের জীবন এক একটী রণক্ষেত্র। যুদ্ধে যে সমুদয় অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহার চিহ্ন থাকিবেই। অভ্যস্ত পাপের বিষময় শাস্তি কে অতিক্রম করিতে পারে? যে কামী, ক্রোধী, অথবা লোভী ছিল, ব্রাহ্ম হইয়াছে বলিয়াই যে ঐ সমুদায় রিপু চিরকালের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে: হয়ত অবসর পাইলেই সে সমুদয় প্রবল হইয়া আবার তাহাদের পুরাতন দাসকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিবে। কে বলিতে পারে, যে আমি সমুদায় পাপ নির্ম্মূল করিয়াছি? যে যত অধিক পরিমাণে পাপ করিয়াছে, তাহার তত অধিক পরিমাণে প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা। যদি পুণ্য বন্ধু অল্প এবং পাপ শত্রু অনেক হয় তবে পদে পদে তাহার বিপদের সম্ভাবনা। অতএব প্রাণপণে পুণ্যাভ্যাস কর। এক বার যদি সেই উচ্চ জীবনের আস্বাদ পাইতে পার, সেই পুণ্য স্রোত তোমাদিগকে ভাসাইতে ভাসাইতে স্বর্গধামে লইয়া যাইবে। আপনাকে পাপের তরঙ্গে নিক্ষেপ করিলে যেমন পাপ মনুষ্যকে গভীরতর পাপে নিমগ্ন করে, সেই রূপ আপনাকে পুণ্যের তরঙ্গে সমর্পণ করিলে, পুণ্য স্রোত আমাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পুণ্যালয়ে লইয়া যায়। ধর্ম্ম সাধনের যথার্থ গূঢ় কথা এই—যেমন পাপের হাতে পড়িলে পাপ আমাদিগকে টানিয়া লয়, তেমনই পুণ্যের উপর নির্ভর করিলে পুণ্য আমাদিগকে টানিয়া লয়। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক দেব জীবনের অধীন হও, দেখিবে ইহার নিয়মে তোমরা সাধু হইয়া যাইবে। যত বার সরল সত্য পথে যাইবে, যতবার স্বর্গের উচ্চ ভাব সকল চরিতার্থ করিবে ততই তোমাদের স্বর্গীয় জীবন সতেজ হইবে। ঈশ্বর দয়া করিয়া ভাল দিকে লইয়া যাইবার জন্য জগতের সকলকেই পুণ্যের প্রতি আসক্তি দান করেন। একবার ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে যাইতে প্রতিজ্ঞা কর, দেখিবে অন্তরের ভয়ানক শত্রু সকলও তোমার সহায়তা করিবে। যদি অন্তরে কাম প্রবল হয়, দেখিবে কে যেন বলিয়া দিতেছে, হে হীনবল মনুষ্য গভীর ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পবিত্র চরণ আলিঙ্গন কর,

দুঃখ দূর হইবে; যদি ক্রোধ প্রবল হয়, দেখিবে ঈশ্বরের তীক্ষ্ণ ন্যায় অস্ত্রে পাপকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য তোমার ব্যগ্রতা হইতেছে; যদি লোভ প্রবল হয়, দেখিবে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সেই পরম ধন লাভ করিবার জন্য তোমার আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। এই রূপে একবার যদি ঈশ্বরকে ধরিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প কর, দেখিবে স্বর্গীয় দূত সকল আসিয়া তোমাকে ঈশ্বরের কাছে লইয়া যাইতেছে। কি আন্তরিক কি বাহ্যিক আর কোন শত্রুই তোমাকে বাধা দিতে পারে না, আগে যাহাদিগকে তুমি দুর্জ্জয় শত্রু মনে করিয়াছিলে, তাহারা এখন তোমার পদানত হইয়াছে। অতএব কেহই মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি কিম্বা নিকৃষ্ট ভাব সকল দেখিয়া ভীত এবং নিরাশ হইও না। কিন্তু ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত সাধু প্রবৃত্তি সকলের অধীন হইয়া নির্ভয়ে স্বর্গধামে চলিয়া যাও। ঈশ্বর আমাদিগকে কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন করিয়া সংসার অরণ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এই বলিয়া আর কখনও তাঁহার ন্যায়পূর্ণ সিংহাসনে দোষারোপ করিও না, তিনি আমাদের প্রত্যেককে স্বাধীন প্রকৃতি দান করিয়াছেন, এবং আমরা ইচ্ছা করিলেই আবার আমাদের পুণ্য এবং শান্তি পথের সহায় হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যে অভ্যাস দোষে আমরা গভীর হইতে গভীরতর পাপে পড়িয়া থাকি, সেই অভ্যাস বলেই যাহাতে আমরা উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর অবস্থা লাভ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইতে পারি এই রূপ বিধান করিয়াছেন। যে অভ্যাসে পাপী আরও জঘন্যতর পাপী হয়, সেই অভ্যাসেই ভক্ত হৃদয় আরও অধিকতর ভক্তি প্রেমে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। এক দিকে যেমন অভ্যাস নরকে লইয়া যায়, অন্য দিকে তেমনই ইহা সবেগে স্বর্গে লইয়া যায়। যে অভ্যাসের দুর্জ্জয় বল পাপীকে ভয় দেখায়, তাহাই আবার সাধু ভক্তকে আশান্বিত করে। আমাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি সমুদয় রিপুর উত্তেজনা আছে কেহই অস্বীকার করিতে পার না, রোগ যদি অন্তরে থাকে, সরল মনে তাহা স্বীকার কর, কিন্তু সাবধান, শত্রু গৃহের মধ্যে থাকিতে কেহই নিশ্চিন্ত হইয়া হাস্য পরিহাস করিও না। কেন না ইহা হইতে তোমাদের প্রত্যেকের এবং ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অতএব প্রাণপণে শাসন করিয়া রিপু সকল দূর করিয়া দাও। আধ্যাত্মিক তেজ এবং বলের দ্বারা পরস্পরের পাপ ব্যাধির প্রতীকার কর। পরস্পরকে পাপের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহাব্রতে আর কেহই নিশ্চেষ্ট থাকিও না। স্মরণ রাখিও, যে অভ্যাসের নিয়মে মনুষ্য অল্পকালের মধ্যেই পাপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, সেই নিয়মেই আবার ধর্ম্ম পথে যাইয়া মনুষ্যাত্মা ঈশ্বরের প্রেমে মোহিত হয় এবং আর তাঁহাকে ছাড়িতে পারে না। স্বাধীন প্রকৃতি মনুষ্যের পক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপী হওয়া যেমন সহজ, ঈশ্বরের কৃপায় পুণ্যবান্ হওয়াও তেমনই সহজ। ঈশ্বর জানেন যে তাঁহাকে ছাড়িলে সহস্র সহস্র প্রলোভন আমাদিগকে প্রতীক্ষা করে, এই জন্যই তিনি আমাদিগকে ধর্ম্মনিয়ম অনুসরণ করিতে আদেশ করেন। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীন হইলেই তিনি স্বয়ং আমাদের হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ পুণ্য ভাব প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পুণ্যরাজ্যে আকর্ষণ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও তাহার প্রতিবন্ধক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়া বা মৃত নিয়মের সমষ্টি নহে, সুতরাং ইহার উন্নতি বাহিরের ব্যাপার দিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে না। জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে এই জীবন্ত ধর্ম্ম রহিয়াছে, ইহার উন্নতির বিচার করিতে হইলে বিশ্বাসের রাজ্যে এবং ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। বাহিরের সমারোহপূর্ণ সামাজিক ও ধর্ম্মানুষ্ঠানেও ইহার শক্তি প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু সে সকল কার্য্য আবার ধর্ম্মশূন্যও হইতে পারে। একদিকে দেখিতে গেলে ধর্ম্মরাজ্য সংসারেরই প্রতিরূপ। বিশ্বাসকে পৃথক্ করিয়া লইলে ইহাকে কেবল সংসার কেন অতি নীচতম সংসার বলা যাইতে পারে। বিশ্বাসই এ রাজ্যের আরম্ভ এবং বিশ্বাসই ইহার শেষ। বিশ্বাস নয়নে না দেখিলে ইহার গুরুত্বের কণা মাত্রও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি যাঁহারা গভীররূপে পর্য্যালোচনা করিয়া না দেখিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ তাহা যাঁহারা বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে পরীক্ষা না করিয়াছেন, তাঁহারা কখন ইহার অলৌকিক গতি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কোন বিষয়ের উন্নতি অবনতি এবং পরাক্রম জানিতে হইলে অগ্রে তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করা আবশ্যক, তদ্ব্যতীত তাহার জয় পরাজয় নিত্য অনিত্যতার বিষয় স্থির করা যাইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষাবস্থা কিরূপ হইবে, এবং ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে ভবিষ্যৎ জয়ের কোন আশা পাওয়া যায় কি না, এ সকল জানিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান সভ্যতা ও জনসমাজের উন্নতির কি প্রকার সম্বন্ধ এবং ইহার প্রকৃতি কিরূপ, এবং ঈশ্বরের সহিতই বা এ ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধ এ সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক।

সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিত্য এবং সাময়িক উন্নতির দৃশ্যমান ব্যাপার সকলের অন্তর্ভেদ করিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থ মূলভাব নিচয়ের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি দর্শন করেন এবং সেই মূলভাব সমূহের নিত্যতা এবং বিকাশ দেখিয়া ইহার উন্নতি অবনতির বিচার করিয়া থাকেন। সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছাই ঐ সমস্ত মূলভাবের প্রসূতি স্বরূপ, সুতরাং প্রাণাধার অনন্ত ঈশ্বরেতে যে ধর্ম্মের মূল সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার আর বিনাশ কিরূপে হইতে পারে। মানবাত্মার অন্যান্য ভাব ও চিন্তা সকল যেমন তাহাদের স্ব স্ব নিয়তির দিকে তাহারা ক্রমে উত্থিত হইতেছে, জনসমাজের জ্ঞান নীতি সভ্যতা যেমন নানাবিধ প্রতিকূল ও সংজড়িত অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া দিন দিন বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতেছে, তেমনি বিধাতার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্বভাবের গতি অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলভাবের প্রভাবও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। জগতের প্রত্যেক বিষয় নৈসর্গিক নিয়মের অধীন হইয়া আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যেমন তাহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই রূপ করিতেছে। এই জন্য কখন আমরা ইহার উন্নতির পথে রাশি রাশি প্রতিবন্ধক সকল দেখিতেছি, কখন বা অনুকূল অবস্থা দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি। কিন্তু বাহিরের অস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা সকলের মধ্যে প্রবেশ করিলে দৃষ্ট হইবে যে ইহার

নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় মূল উপাদান সকল প্রেমময় ঈশ্বরের শান্তি ক্রোড়ে অবস্থিতি করত দিন দিন পুষ্টিতা লাভ করিতেছে। সৃষ্টিকাল হইতে ধর্ম্মের এই মূলভাব সকল কত কত জাতির মধ্য দিয়া যে বর্ত্তমান উন্নতাবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল তাহা গণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? ঐ সকল ভাব নূতন আকার পরিগ্রহ করিয়া বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যে সকল সুমধুর ফল প্রসব করিল তাহাও একত্রিত করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মের আত্মার মধ্য দিয়া ইহা চলিয়া আসিল, কত শত আত্মাকে পুনরায় ভগ্ন যন্ত্রবৎ পরিত্যাগ করিল, কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যেই ইহার উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। যে সকল মূল্যবান্ সাহিত্য ইহা দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহা এক সময় অতি সমাদরে ধর্ম্মের সাহিত্য ভাণ্ডারে পরিগৃহীত হইবে। স্থূলদর্শী ব্যক্তিদিগের নয়নে এ সকল সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে" এই মহাবাক্য যাঁহাদের গুরু মন্ত্র, তাঁহারা ইহাতেই প্রচুর আশা ভরসা ও শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এক সুন্দর পদ্ম পুষ্প বিশেষ। অতি দুর্গন্ধময় মলিন পঙ্কিল হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া বিমল সূর্য্যালোক ও নির্ম্মল সমীরণের স্নিগ্ধতা পান করিয়া পদ্ম যেমন প্রকৃতির ক্রোড়কে শোভান্বিত করে, এবং নরকতলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে যেমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করে, ব্রাহ্মধর্ম্মও তদ্রূপ এই বিকৃত কলঙ্কিত মানব সমাজের দুর্গন্ধময় ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া বিচিত্র শোভার সহিত ঈশ্বরের চরণাভিমুখে উত্থিত হইতেছে। এই স্বর্গীয় কমল কুসুম যতই বিকশিত হইবে ততই ইহার সৌরভে ভুবন মোহিত হইবে। ইহার পবিত্র গন্ধে পৃথিবীর পাপ দূষিত বায়ুমণ্ডল এক দিন পবিত্র হইয়া যাইবে। কত সুধা ইহার মধ্যে নিহিত আছে, কত সৌন্দর্য্য ইহা বিস্তার করিবে তাহা কি কেহ বলিতে পারে? কেবল সেই কৃতাত্মা প্রেমিক কবিগণ তাহা মানস পটে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন। পরম মনোহর পদ্ম পুষ্পের উৎপত্তি স্থান অবলোকন করিলে কি সহসা অনুভূত হয় যে এই পঙ্কিলময় স্থান হইতে এমন অপরূপ পদার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে? কিন্তু যে ঈশ্বর এমন কদর্য্য স্থান হইতে পবিত্র কমল কুসুমকে রচনা করিলেন, তিনিই এই হিন্দুসমাজের বিকৃত অবস্থা হইতে অমৃতের আধার ব্রাহ্মধর্ম্মকে উৎপন্ন করিয়াছেন। পদ্ম পুষ্পের উৎপত্তির আশ্চর্য্য প্রণালী যেমন কেহ অবধারণ করিতে পারে না, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির গতিও কেহ অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না। অব্যবহিত কারণের সঙ্গে এখানে কার্য্যের কি অসদৃশ ভাবই আমরা দেখিতেছি! হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী, জ্ঞান নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের যখন তুলনা করিয়া দেখা যায় তখন মনে হয় যে কেমন করিয়া এই বঙ্গদেশের হীনাবস্থার মধ্যে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইল! জ্ঞান সভ্যতায় যে জাতি পৃথিবীর প্রথম স্থানীয় হইয়াছে, আমাদের শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যাহারা আমাদিগকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতেছে, তাহাদের মধ্যে ইহা জন্মগ্রহণ করিল না, কিন্তু হীন দুর্ব্বল পরাধীনা বঙ্গভূমির মধ্যে মানবীয় চেষ্টা নিরপেক্ষ হইয়া অভ্যুদিত হইল। জনসমাজের পার্থিব উন্নতির সঙ্গে যদি ইহার অবশ্যম্ভাবী কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম এ দেশের লোকের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অধুনাতন যে সকল প্রসিদ্ধ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দেশ কাল নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সহিত পরবর্ত্তী ফলের নিত্য সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও মনুষ্যের স্বাধীন ক্রিয়াকে অস্বীকার করিতে চাহেন, এস্থলে তাঁহাদের সেই অভ্রান্ত মত কিরূপে সংলগ্ন হইবে? যে দেশের লোক বিজ্ঞান বলে কত অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিল, তন্ন বিতন্ন করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিল, তাহারা কেন তবে ধর্ম্ম বিষয়ে অতি অসার মত সকল অদ্যাপি পোষণ করে? ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে মনোরাজ্য এবং ধর্ম্মরাজ্যের ব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী অবধারণ করা অনেক সময় মানবীয় শক্তির অসাধ্য কর্ম্ম। শুভ্র সুন্দর পঙ্কজের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অতি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যের কথা সেই জন্য আমরা বলিতেছি। কিন্তু ইহাদিগকে কি কেহ কল্পনা সম্ভূত বলিতে পারে? পরম ন্যায়বান্ ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বরের হস্ত ইহার মধ্যে স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। বাহ্যদর্শী আত্মবিস্মৃত পণ্ডিত কেবল বাহ্য পদার্থের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ভাবিলেন তাঁহার সকলই বুঝা হইল। কিন্তু অলৌকিক শক্তি দ্বারা যাহা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচরে সাধিত হইতেছে, গণিতশাস্ত্র এবং পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায় না, বিজ্ঞানান্ধ মানব তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবে? বহুল প্রতিকূল ঘটনা ও বাধা বিপত্তির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ পদ্ম পুষ্পের যে কএকটী দল বিকশিত হইয়াছে তাহা কিরূপে হইল কেহ জানে না, কিন্তু হইয়াছে ইহা সত্য। ইহার মধুপান করিবার নিমিত্ত অনেকানেক পিপাসু ভ্রমরগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই ইহার রসাস্বাদনে কৃতকার্য্য হই য়াছেন। সকল প্রমত্ত অলিকুলের মধ্যে ইদানী অনেকেই এখানে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া পুরাতন স্পৃহনীয় সেই দুর্গন্ধময় সংসারে তাঁহারা পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। যাঁহারা নবোদ্যম পূর্ণ ভ্রমরদলের সঙ্গে উৎসাহে পড়িয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কালক্রমে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সুধার ভাণ্ডার যেমন তেমনিই রহিল। অল্প যে কএকটী তাহা লাভের আশায় এখনও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্প সংখ্যকের আশা জীবিত আছে। কিন্তু অলিবৃন্দ বিচ্ছিন্ন হইয়া যিনি যে দিকে গমন করুন, সেই সুধাপূর্ণ স্বর্গীয় কমল অনন্ত জীবন সিন্ধুতে প্রফুল্ল মুখে হাস্য করিতেছে। কেবল সেই মধুলোভী প্রেমিক মহাজনেরা ইহার বর্ত্তমান শোভা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ইহার ভাবী পূর্ণসৌন্দর্য্য মানস নেত্রে অবলোকন করিয়া আশা ও আনন্দে পুলকিত হন। তাঁহাদের আশার বস্তু পশ্চাতের দিকে নয়, কিন্তু সম্মুখে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ধর্ম্মের সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক উন্নতির উপর তাঁহাদের জীবনের সুখ শান্তি আশা উৎসাহ নির্ভর করে না, কিন্তু তাঁহারই অভ্রান্ত অখণ্ডনীয় মঙ্গল সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করে যাঁহার ইচ্ছা ইহলোক ও অনন্তলোকে পরিপূর্ণ হইবে। প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু বিশ্বা-

সীর আশা কিছুতেই বিচলিত হইবে না; কারণ ইহার মূল সেই নিত্য জীবন্ত ঈশ্বরে সম্বন্ধ আছে। আমরা যে রূপে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে মনে করি এবং যাহাকে আমরা উন্নতির উপায় বলি, ঈশ্বরের বিধান তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু ভূত বা বর্ত্তমান কালে যাহা হয় নাই তাহা যে ভবিষ্যতের অনন্ত গর্ভে জন্মিতে পারে না ইহা কে বলিবে? নাস্তিকতা যথেচ্ছাচারের আধিপত্য দেখিয়া যাহারা সিদ্ধান্ত করে যে জ্ঞান সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাদের ন্যায় ভ্রান্তমতি আর কেহ নাই। মনুষ্যের সংখ্যা গণনা করিয়া এবং মনুষ্যসমাজের যাবতীয় ক্রিয়ার তালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে কতিপয় সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করত যাহারা একবারে কালত্রয়দর্শী হইতে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তদ্দ্বারা ভাবী বিপদ সকলের হস্ত হইতে বাঁচিতে চাহে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের সহিত অবশ্যম্ভাবী পরবর্ত্তী ফলের নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বত্রে স্থাপনপূর্ব্বক জগতে মানবীয় অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করত পার্থিব সভ্যতার দ্বারা পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্য করিতে উৎসাহী হয়, এক দিকে দেখিতে গেলে তাহাদিগকেও অতি প্রবীণ অজ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়। পৃথিবীর বিখ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত মনুষ্যদিগকে পাপাচরণ করিতে কিম্বা ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন হইতে দেখিয়া যাহারা পাপ পথ আশ্রয় করে তাহারাই বা ঈশ্বরের হস্তরচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির দুর্ব্বোধ্য প্রক্রিয়া কেমন করিয়া বুঝিবে? মনুষ্যের মুখ চাহিয়া যাহারা এ রাজ্যে আগমন করে তাহারা মনুষ্যেরই পশ্চাদ্গামী তাহাদের জীবনে উচ্চ উদ্দেশ্য কিছুই নাই। ধর্ম্মের উন্নতি এবং আশা ও আনন্দ শান্তি বিশ্বাসের মধ্যে, কিন্তু কেবল বাহিরের জনতাপূর্ণ লৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে নহে। সমস্ত বিশ্ব এক দিকে আর আপনার আত্মার রাজ্য অপর দিকে। মানবের আত্মাই অনন্ত রত্নের আকর, সুখ দুঃখ স্বর্গ নরক উন্নতি অবনতি সেই খানে। আপনাকে এবং ঈশ্বরকে লইয়া যাহাদের ধর্ম্মব্রত আরম্ভ হয় মধ্যে আর কোন প্রকার ব্যবধান থাকে না, তাহারা বাহিরের ফলাফলের উপর অতি অল্পই নির্ভর করে। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে ঈশ্বরের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহার জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, কিন্তু তোমার সঙ্গে ঈশ্বরের এবং জনসমাজের যে সম্বন্ধ আছে তাহাই পালন করিতে থাক। এই পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবার পূর্ব্বে কি রূপ ছিল এবং কিরূপ প্রণালীর মধ্য দিয়া ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা কেবল সেই সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরই জানেন। তেমনি আমরা দেখিতে পাই আর না পাই, বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ ভবিষ্যৎ ধর্ম্মসমাজে পরিণত হইবার জন্য কি প্রকার প্রণালীর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহা কেবল তিনিই জানেন। ঐশিক ক্রিয়া অতি অদ্ভুত, ইহা আমাদের জানিবার ক্ষমতা অতি অল্পই আছে। এই জন্য কথিত হইয়াছে যে স্বর্গরাজ্য এখানে নয় ওখানে নয়, কিন্তু হৃদয়ে। আমাদের চক্ষু যখন বিশ্বাসের জ্যোতিতে অনুরঞ্জিত থাকে তখন আমরা সকল দিক্ মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ দেখি, যখন সংসারের স্বার্থ ও সুখাসক্তিতে নয়ন অন্ধ হইয়া যায়, তখন কেবল চারিদিকে পাপেরই জয় পতাকা উড্ডীয়মান দেখি। সহস্র সহস্র মনুষ্যকে একত্রিত হইয়া প্রভূত উৎসাহ সহকারে ব্রহ্মোপাসনা করিতে দেখিলেও যেমন তাহা দ্বারা আমরা ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতির বিচার করিতে পারিনা, যেখানে ধর্ম্মজীবন ঈশ্বরসাধনা সত্যনিষ্ঠা সেই খানেই উন্নতি দেখি; তেমনি আবার সহস্র সহস্র জ্ঞানী সুসভ্য গণ্য মান্য লোকদিগকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন দেখিয়াও ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে ইহাই যথার্থ উন্নতির লক্ষণ; এবং এইরূপ উন্নতির পূর্ণাবস্থায় পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন বিচার থাকিবে না। ধর্ম্মসমাজের উন্নতি এক, ধর্ম্মজীবনের উন্নতি অন্য প্রকার; ইহার মধ্যে গভীর প্রভেদ অবস্থিতি করিতেছে। সমাজের উন্নতি আপাততঃ লোকের চক্ষে অতিশয় গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের যথেষ্ট আড়ম্বর দেখিতে পাইলেই মনে হয় বুঝি ইহা উন্নতির লক্ষণ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত ইহার যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ তাহার দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে। বিশুদ্ধ রীতিতে সমাজ সংস্কারের কার্য্য সকল আমরা যদিও ধর্ম্মোন্নতির পরিচায়ক এক দিকে বলিতে পারি, কিন্তু সে সকল কার্য্য যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অকৃত্রিম ফল এ কথা স্বীকার করা যায় না। অতএব যেখানে ধর্ম্ম এবং সমাজ উভয়েরই উন্নতি দেখিব সেই খানেই আমরা যথার্থ উন্নতি বলিয়া গ্রহণ করিব। কিন্তু এ প্রকার উন্নতি অতি বিরল, সুতরাং তাহার গতিও অতিশয় মৃদু। আমরা যদি সেই নিরতিশয় মৃদুমন্দ গতিতে এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে পাই, তাহা এজন্য নহে যে পাপ অসত্যের জয় হইবে, কিন্তু এই জন্য যে ঈশ্বরের বিধানই এই রূপ। কারণ সার বস্তু যাহা তাহা অল্প অল্প করিয়াই সঞ্চিত হয়। সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পূর্ণধর্ম্ম সারধর্ম্ম বিধিবদ্ধরূপে বিস্তৃতি হইতে যে বহুকাল বিলম্ব হইবে তাহা আমরা মনুষ্য প্রকৃতি আলোচনা করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারি। সৃষ্টিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ব্যাপী সময়ে যে প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছে তাহাকে পবিত্র সত্য ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শের অনুগামী করিতে হইলে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ও ভাব সকল যেমন নানা জাতি ও দেশ হইতে আহরণ করিয়া একত্রিত করা হইয়াছে, তেমনি ব্রাহ্মজীবনের একাধারে সমস্ত সাধুগুণ সন্নিবেশিত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সহজে সম্পাদিত হইবার নহে। সমুদায় সত্য, সমস্ত সাধুভাব, যাবতীয় বিশুদ্ধ অনুষ্ঠান প্রণালী একত্র করিয়া একটী ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করত তাহাকে বর্ত্তমান মনুষ্যমণ্ডলীর গ্রহণীয় করা যেমন কঠিন কার্য্য, তেমনি সাধুকার্য্য, পবিত্রভাব, বিশুদ্ধজ্ঞান এই তিনের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া একটী ব্রাহ্মজীবন প্রস্তুত করা ততোধিক কঠিন কার্য্য। এই কারণেই ইহার মৃদুমন্দ গতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আংশিক উন্নতির আদর্শ অনুসারে যাহারা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির বিচার করিতে যায় তাহারাই মহাভ্রমে পতিত হয়। মনুষ্য জীবনের সমগ্র উন্নতি ইহা এ পৃথিবীতে একটী নূতন বিষয়; এই জন্য ইহা অতিশয় কঠিন। এই পৃথিবীতে সম্প্রদায় বিশেষে ধর্ম্মোন্নতির যে সকল দৃষ্টান্ত আছে সে অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইতে পারে না। যাহার মধ্যে অন্ধতা যত বেশী তাহার মধ্যে তত হঠাৎ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেরূপ উন্নতি আমাদের মধ্যে হইলেও যে

থাকিবে না, বর্ত্তমান অবস্থা কেবল তাহাই বলিয়া দিতেছে। এ প্রকার উন্নতি আমাদের প্রার্থনীয়ও নহে। সে যাহা হউক, ইহার মধ্যে আমরা একবারে অধিক উন্নতি দেখিতে পাই আর না পাই, অল্প কালের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হউক আর না হউক, অক্ষয় অবিনশ্বর বীজ হইতে যদি এ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং যাহারা ইহা প্রাণপণ যত্নে পালন করিবে তাহারা পরিত্রাণ পাইবে এরূপ বিশ্বাস যদি সকলে মনোমধ্যে স্থান দেন, তবে উহার উন্নতির জন্য আর ভাবিবার আবশ্যক রাখে না। আমি হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকারপূর্ব্বক ব্রাহ্ম হইলাম, হইয়া আমার পল্লিস্থ বা দেশস্থ সদ্বিদ্বান্ ভদ্র সন্তানদিগের আশায় রহিলাম যে তাঁহারাও আমার মত হইবেন, কিন্তু যখন দেখিলাম যে তাঁহারা সেরূপ হইলেন না, প্রত্যুত জড়বাদী এবং স্বার্থবাদী হইয়া সুখে অবস্থিতি করত জনসমাজে গণ্য মান্য হইলেন, তখন আর আমিই বা কেন অল্প জন কতক সমাজচ্যুত ব্রাহ্মের সঙ্গে থাকিয়া প্রাণ হারাই? অতএব অবস্থার সঙ্গে যোগ দিয়া যে দিকে অধিক সংখ্যক লোক যাইতেছে সেই দিকেই আমার যাওয়া কর্ত্তব্য। ঐ সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা যদি পাপী বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে আমি একজন সামান্য লোক হইয়া পুণ্যবান্ হইতে চেষ্টা করিলেই কি হইবে? অতএব সকলের যে গতি আমারও সেই গতি হইবে। মদ্যপায়ী যে যুক্তিতে "নরক গুলজার" বলিয়াছিল, ইহারও যুক্তি সেইরূপ। এরূপে বিচার করিলে কি ঐশী শক্তির মহিমা কখন জানা যাইতে পারে? বহুসংখ্যক লোক এই প্রকার বিচার করিয়া ধর্ম্ম ছাড়িতে বাধ্য হয়। কিন্তু সত্যের জয় দেখিতে কাহার যদি বাসনা থাকে, তবে তাঁহাকে কিছু দিন—হয়তো চিরজীবন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। এই আমাদের সার কথা যে, যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে কেহই ইহার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না। কিন্তু ইহা যদি তোমার আমার মনঃকল্পিত হয়, তবে কত দিনই বা আমরা ইহাকে মানবীয় শক্তি দ্বারা রক্ষা করিতে সক্ষম হইব? অগণ্য অগণ্য বিদ্বান্ লোক নাস্তিক ও সংশয়বাদ হউক, তথাপি যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না ইহা কে বলিবে? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার সাধনা করিবে, সেই ত্রাণ পাইবে। চতুর্দ্দিকে পাপের প্রাদুর্ভাব যতই কেন থাকুক না, পঙ্কিলময় হ্রদ হইতে উত্থিত পদ্মের ন্যায় সরল সাধকদিগের জীবন পুষ্প বিকশিত হইবে। অতএব যাহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম তাহা তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে উন্নতি লাভ করিবে; সে ধর্ম্মকে লৌকিক ধর্ম্মের উন্নতির আদর্শের দ্বারা যেন আমরা বিচার করিতে না যাই। পর্ব্বত সমান প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কিরূপে এই ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইবে তাহা কি মানুষ ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারে? মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশল যতই কেন অধিক হউক না, তথাপি ইহার দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের নামে সকলই সম্ভব ইহা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারাই কেবল বলিতে পারে যে ঐ পর্ব্বত তাঁহার নামে স্থানান্তরিত হইয়া জগতে সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া কেহ একথা বলিতে সাহস পায় না তাহা যথার্থ, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিতে পারে। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সহায় না হইলে তোমার আমার কি সাধ্য যে এক পদও ধর্ম্মপথে আমরা অগ্রসর হইতে পারি? এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যে পৃথিবীর পাপ মলিনতা অন্যায় অত্যাচারের দিকে দৃষ্টি না করিয়া যেন সেই পবিত্রতা ও মঙ্গলের পূর্ণ আদর্শ পরমেশ্বরের প্রতি চাহিয়া ধর্ম্মসাধনে অনুরাগী হই। কেন না এখানকার অবস্থা দর্শন করিলে আমাদের আশা নির্জ্জীব হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

— শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বিগত ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার ব্রাহ্মবন্ধু সভায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি এবং তাহার প্রতিবন্ধক" বিষয়ে একটী সারবান্ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, বক্তৃতাটী স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল।

— আমাদের "বৃদ্ধ ব্রাহ্ম" শ্রীযুক্ত রাজনারায়ন বসু নিজেতো হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে যাইতেছেন এ কথা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে অন্যান্য পলাতক ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারও এত শীঘ্র মতের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা দুঃখিত ও আশ্চর্য্য হইয়াছি। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের শত্রুদিগের ন্যায় তিনিও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজে না যাইলে কি ঘরে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া ব্রাহ্ম হওয়া যায় না? এই মিথ্যা কুযুক্তির দ্বারা, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তিনি কোন একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যিনি আপনার সহধর্ম্মিণীকে ব্রহ্মমন্দিরে আনিয়া ব্রাহ্মপরিবার বর্দ্ধিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহার পৌত্তলিক আত্মীয় বন্ধুর সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে নিরস্ত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। সংশয়বাদীদিগের ন্যায় এ প্রকার কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া তাঁহার উচিত নহে। যাঁহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছেন, তাঁহারা যে ঈশ্বরের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন তাহার বিচিত্রতা কি? "বন্ধুদিগের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর" দুঃখের বিষয়, এখনি ব্রাহ্মসমাজকে এই কথা বলিতে হইল।

— প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত কটক হইতে শীঘ্রই বালেশ্বরে যাইতেছেন। কটক ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে তিনি উপস্থিত থাকিয়া উপাসনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। পুরির একজন মহন্ত পৌত্তলিক হইয়াও পাথেয়াদি প্রদানপূর্ব্বক আমাদের প্রচারক ভ্রাতার কার্য্যে সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। ডিঙ্কানালের মহারাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত যত্ন ও সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬ষ্ঠ ভাগ।
১৪ সংখ্যা।

১৬ ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম
মফস্বল ঐ ৩।

দৈনিক উপাসনা।

ধর্ম্মরাজ্যের বাক্য সকল পুরাতন এবং কণ্ঠস্থ কিন্তু তাহারই মধ্যে আবার নূতনত্বের অনন্ত প্রস্রবণ আছে। উপাসনার ন্যায় পুরাতন কথা এ জগতে আর কিছুই নাই, কিন্তু ইহার তুল্য নূতন সরস বস্তুও আর কিছু নাই। অন্ন পুরাতন হইয়াও যেমন প্রতি নিয়ত নূতনের ন্যায় আস্বাদিত হয়, তেমনি সেই পুরাতন উপাসনাই নিত্য নূতন ভাব প্রদর্শন করিয়া ভাবুক সাধকদিগকে বিমোহিত করিয়া রাখে। শরীরের পীড়া হইলে অন্নে অরুচি হয়, আত্মার পীড়া হইলে উপাসনায় অরুচি জন্মে। অন্নে অরুচি হইলে কেহ তাহা সহজে পরিত্যাগ করে না, নানাবিধ নূতন নূতন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা ভোজন করে, কিন্তু উপাসনায় অরুচি হইলে মনে বৈরক্তি জন্মে; বৈরক্তি হইলে লোকে তাহা একবারে পরিত্যাগ করে; আর কোন রূপ নূতন বিধ বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার মিষ্টতা সম্পাদনে চেষ্টা করে না। রোগীর রসনা বিকৃত হইয়া যায় বলিয়াই অন্নে [illegible] রুচি থাকে না, কিন্তু ইহাতে কি কেহ অন্নের প্রতি দোষারোপ করে? উপাসনা [illegible] এ প্রকার ভাব কেহ স্বীকার করিতে [illegible] সাধনত্যাগীদিগের মতে উপাসনা নিজেই যেন নীরস বস্তু, উপাসকের রসনায় আর কোন দোষ নাই। এই বিশ্বাসে অনেক ব্রাহ্ম নিত্য উপাসনাব্রত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু উপাসনাশূন্য জীবনে বুদ্ধিগত কিম্বা হৃদয়গত বিশ্বাস যে কিরূপে থাকে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অথবা সে বিশ্বাসের জন্যও তাঁহারা তাদৃশ উৎকণ্ঠিত নহেন; একবার জগতে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট।

উপাসনাত্যাগী ব্রাহ্ম হয়তো বলিবেন প্রতিদিন অন্ন আহার করিয়া শরীর মনে যেরূপ স্ফূর্ত্তি ও বল লাভ করা যায় উপাসনায় কি প্রত্যক্ষ রূপে সেরূপ স্ফূর্ত্তি ও বল লব্ধ হইতে পারে? উপাসনা না করিয়াও পরমানন্দে ব্রাহ্মজীবন অতিবাহিত করা যায়, কিন্তু এক দিন বা এক সন্ধ্যা ভোজন না করিয়া কি কখন সেরূপ হইতে পারে? প্রথমতঃ ব্রাহ্মের মুখে উচ্চারিত এ প্রকার প্রশ্নে আমাদের কর্ণপাত করিতেই ইচ্ছা হয় না। তথাপি যদি কেহ নিলর্জ্জ হইয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে দৈনিক উপাসনায় প্রতিদিন নূতন বল নূতন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সে স্ফূর্ত্তি এবং বল শর্করবাহী বলিবন্ধের

দৈনিক পরিশ্রমের জন্য নহে, অবিবেকী সংসার-সর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের পরিবার প্রতিপালনের জন্যও নহে, কিন্তু যাঁহারা ন্যায় ও দয়ার অধীন হইয়া ভদ্রভাবে জীবন কর্ত্তন করিতে অভিলাষী হন তাঁহাদের জন্য। এই পাপদগ্ধ জীবনে যে দিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরার্চ্চনা হয় সে দিন এই সংসারই ধর্ম্মের সংসাররূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। অন্ন ভোজন করিয়া যেমন জীবন পাওয়া যায়, উপাসনাতে তাহা অপেক্ষাও প্রতিদিন জীবন লাভ করা যায়। ইহাতে আত্মা অতি গভীর আরাম সম্ভোগ করে, আশা আনন্দ উৎসাহ নিয়ত হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে। সংসারের কার্য্য করিতে করিতে মন যখন অবসন্ন এবং স্ফূর্ত্তি-বিহীন হয় তখন মধ্যে মধ্যে এক একবার সেই চরমলক্ষ্য পরমগতি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া দেখ, প্রত্যক্ষরূপে বল পাইবে। উপাসনাশূন্য হইয়া অবিবেকীর ন্যায় দিন অতিবাহিত করা আর পশুদিগের ন্যায় আহার নিদ্রা সন্তান প্রতিপালন করা উভয়ই প্রায় সমান।

নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম প্রতিদিন উপাসনা না করিয়া অনায়াসে অকৃতজ্ঞের ন্যায় পান ভোজন ও আহ্লাদ আমোদে জীবন কর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহারা দ্যূতক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু সৎগ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিতে পারেন না। তাঁহাদের সকল কার্য্যের সময় আছে, এমন কি দিবসে নিদ্রা যাইবারও সময় আছে, তথাপি উপাসনার জন্য একবার সময় হইয়া উঠে না। যদিও হয় তাহা প্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবেশন মাত্রেই পর্য্যবসান হইয়া থাকে। আমরা কিছুতেই ইহা বুঝিতে পারি না যে তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন করিয়া আপনাদের পরিচয় দেন অথচ দিনান্তে একবার ব্রহ্মকে স্মরণও করেন না। ব্রাহ্ম-জীবনে যে নানা প্রকার কলঙ্ক দৃষ্ট হয় ইহাই তাহার প্রধান কারণ। এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার কিছুই নাই। যাঁহারা উপাসনা করেন না তাঁহারা ইহার গুরুত্ব বিলক্ষণ অবগত আছেন। কেবল তাঁহাদের স্মরণার্থ মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এ বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। অনেকবার ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া যেন কেহ নিরাশ না হন। উপাসনা অতি গভীর বস্তু; ইহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইবে। পুনঃ পুনঃ নবোদ্যম সহকারে সকলে সেই পুণ্যের প্রস্রবণ, প্রেমের উৎস খনন করুন, প্রতি দিনের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য।

ব্রাহ্মসমাজের কুশলের জন্য যাঁহারা ঈশ্বরের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, ইহার উন্নতি না দেখিলে কোন মতেই তাঁহাদের মন সুস্থির হইতে পারে না। জগতের যে আশা পূর্ণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল, ব্রাহ্মদিগের জীবনে তাহা কত দূর সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আলোচনা না করিয়া ব্রাহ্ম হৃদয় কোন মতেই উদাসীন থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক এবং রক্ষক ঈশ্বর ইহার নিকট কি প্রত্যাশা করেন? কি উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করিতেছেন? এ সমুদয় প্রশ্নের দ্বারা যখন ব্রাহ্মসমাজের কোন সেবক, প্রতি জনের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে অধিকাংশ ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকারা প্রভুর ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতেছে, তখন দুঃসহ বেদনায় তাঁহার প্রাণ অস্থির হয়। বিশেষতঃ যখন তিনি দেখেন যে যাঁহাদের জীবন ব্রাহ্মদিগের পক্ষে দৃষ্টান্ত

স্বরূপ এবং যাঁহারা অনেকের নিকট ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপথে যাইতেছেন, তখন হৃদয়ের দুঃখ সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এ প্রকার দুই একটী ঘটনা দেখিয়া অনেকেই যার পর নাই ভীত এবং ব্যথিত হইয়াছেন। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই। যেহেতু ২৫। ৩০ বৎসর আশ্চর্য্য প্রতিভা এবং জ্বলন্ত উৎসা-হের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া যাহারা আবার পাপ এবং পৌত্তলিকতার পদ-চুম্বন করিলেন তাঁহাদের জীবনের দ্বারা ঈশ্বর আমা-দিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে জীবনের লক্ষ্য স্থির না থাকিলে দুর্ব্বল মনুষ্য কদাচ আজীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যদিও মনুষ্য অন্তর্যামী নহে, এবং সম্পূর্ণরূপে কোন ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নীর গূঢ় অভিসন্ধি জানা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের আলোকে আলোকিত হইয়া তাঁহার ভক্তেরা জগতের নর নারীদিগের জীবনের গতি দেখিয়া অনেক পরিমাণে তাহাদের হৃদয়ের লক্ষ্য অনুভব করিতে পারেন; কেন না হৃদয় হইতেই জীব-নের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। প্রখর বুদ্ধি কৌশলের সহিত ঈশ্বরের সত্য সকল প্রচার করিয়া জগতের সুখ্যাতি, সম্ভ্রম, এবং ভক্তি-ভাজন হওয়া, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করা, এই দুইটী পরস্পর হইতে এত ভিন্ন যেমন অন্ধকার এবং আলোক। হৃদয়ে অপবিত্রতা পোষণ করিয়া জগতে কে কখন সাধু কিম্বা সাধ্বী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে? আমাদের মধ্যে কে তাঁহার বিশ্বস্ত সন্তান, এবং কে বিশ্বাসঘাতক তাহা কি তিনি জানেন না? আমাদের হৃদয় প্রতিদিন তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছে, না তাঁহার নামের আড়ম্বর করিয়া নিজের স্বার্থ এবং মনুষ্যের অনুরাগ ভিক্ষা করিতেছে তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। আমাদের প্রাণ কাহাকে চায়, মন কি চিন্তা করে, হৃদয়ের আসক্তি কাহার দিকে ধাবিত হয়, এবং আত্মা কাহার সঙ্গে বাস করিতে অভিলাষ করে, সকলই তিনি দেখি-তেছেন। অতএব যদি আমাদের মন ঈশ্ব-রকে না চায়, তবে নিশ্চয় জানিতে হইবে আমরা বিপথগামী হইয়াছি। ঈশ্বর ভিন্ন যদি আমাদের প্রাণ অন্য কোন ব্যক্তিকে অধিক ভাল বাসে, মহা ব্যাধি আত্মাতে প্রবেশ করি-য়াছে, ইহা জানিয়া সাবধান হইতে হইবে। সময়ে সময়ে যে আমাদের উপাসনার ভাব নিস্তেজ এবং মলিন হইয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ এই যে আমরা জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া যাই। এবং মনে করি যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়াও অন্যত্র সুখ শান্তি পাইতে পারি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে ঈশ্বর ভিন্ন আমরা আর কাহাকেও অন্বেষণ করিব না। ঈশ্বরও আমাদের নিকট এই প্রত্যাশা করেন, যে আমরা এই অঙ্গীকার অনন্ত জীবন পালন করিব। অতএব সকলের আত্ম পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, যে আমরা কত দূর এই ব্রত পালন করিয়াছি। যে পরিমাণে ইহা পালন করিয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের উন্নতি; এবং যে পরিমাণে ইহা লঙ্ঘন করিয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের জীবনের অধোগতি। *

ধর্ম্মচিন্তার আবশ্যকতা।

অনেকের এই রূপ সংস্কার যে ধর্ম্মবিষয়ে চিন্তা করিবার আর কিছু নাই, সেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ উপদেশই ধর্ম্মযাজকগণ পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন; ধর্ম্মরাজ্যের সীমা এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল বহু দিন পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে; অতএব এখানে জানিবার এবং অনুসন্ধান করিবার নূতন কিছুই নাই; কেবল পুরাতন উপদেশ শ্রবণ

দ্বারা ধর্ম্ম ভাবকে নূতনরূপে উদ্দীপন করা মাত্র। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের রুচিপ্রদ নূতন জ্ঞাতব্য যাহা কিছু তাহা উন্নতিশীল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে; আধুনিক সভ্যতার যতই উন্নতি হইবে, বাহ্য জগত ও মনুষ্যসমাজের মধ্য হইতে তত নূতন সত্য ও নিয়মশৃঙ্খলা সকল আবিষ্কৃত হইবে; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের সীমা অতি সঙ্কীর্ণ, সেখানে আবিষ্কার করিবার বিষয় সকল নিঃশেষিত হইয়াছে। এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কার ও অভ্যাসের পরতন্ত্র হইয়া সেই চির নূতন জীবন্ত ঈশ্বরকেও কত লোকে পুরাতন বলিয়া স্থির করে। ধর্ম্মকে এইরূপে প্রণালীগত বদ্ধ স্বভাব জ্ঞান করিয়া শত সহস্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্জ্জীব হইয়া এক্ষণে কেবল কতকগুলি প্রাণহীন বাহ্যক্রিয়া লইয়া অবস্থান করিতেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জীবন্ত যোগের স্রোতঃ এককালে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও অনেক স্থানে এই স্রোতঃ বিহীন মৃতাবস্থা সন্দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হই। এখানে কত শত নূতন ভাব ও সত্য প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু কয় ব্যক্তি সে সকলের উপর চিন্তা করিয়া স্বীয় স্বীয় বিশ্বাসকে সজীব করেন? এক কর্ণে অতি সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিলেন, অপর কর্ণ দিয়া যেখানকার উপদেশ সেইখানে চলিয়া গেল। এ সকল আধ্যাত্মিক গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে অনেকের নিদ্রা আকর্ষণ হয়। কেহবা অসম্ভব মনে করিয়া কত কত উচ্চ বিষয়ের প্রতি উপহাস করেন। সাধারণতঃ লোকের এ বিষয়ে ধারণাশক্তি এত অল্প যে নিরতিশয় হৃদয়ভেদী উপাসনাতেও তাঁহাদের জীবনের অন্তস্তল আন্দোলিত হয় না। কিন্তু যাঁহাদের মানসক্ষেত্র সমধিক উর্ব্বরা, একটী সাধুভাবের দ্বারা তাঁহাদের জীবনে প্রচুর ফল প্রসূত হয়। যাঁহাদের চিত্ত সরবর নির্ম্মল এবং চেতন শক্তিবিশিষ্ট কর্ম্মশীল, তাঁহাদের হৃদয়দ্বারে ব্রহ্মকৃপা সমীরণ যোগে একটী মাত্র ধর্ম্মভাব প্রবেশ করিলে অচিরে সেখানে শত শত ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়। আগতকম্পিত স্থির সমুদ্রের বিশাল বক্ষস্থল যেমন অত্যল্প বায়ু হিল্লোলে সহজেই চঞ্চল হয়, চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শীদিগের জীবনও তদ্বৎ। একটী জীবন্ত সাধুভাব "ভাবযোগের" নিয়মানুসারে তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রকাণ্ড এক সাধুভাবের শৃঙ্খল আনয়ন করে। কিন্তু যে হৃদয় সর্ব্বদাই কেবল অসার কল্পনার অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, সেখানে ধর্ম্মচিন্তার আনন্দ লহরী উত্থিত হয় না। অতএব ধর্ম্মচিন্তা বিহীন জীবন মৃত্যুরই প্রতিকৃতি বলিতে হইবে। যেখানে অনন্ত গুণধারী ঈশ্বর বিবিধ গুণের আধার জীবাত্মার রাজ্য শাসন করিতেছেন, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুতে অরুচি এবং বিতরাগ জন্মিলে যথায় গিয়া আমরা শান্তি লাভ করি, কোলাহলপূর্ণ অসার সংসারের উৎপীড়নে বিক্ষিপ্তচিত্ত পাপী যেখানে গিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়, সেই অসীম অনন্তরাজ্য ধর্ম্মরাজ্যে কত আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহা কি আমরা এখানে বসিয়া অনুভব করিতে পারি? আগাদের অনন্ত জীবনের উপজীবিকা যেখানে সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই রাজ্য অতি সুন্দর। উদারাত্মা সাধকের সতৃষ্ণ নয়ন সেই দিকেই অনুক্ষণ ধাবিত হয়। প্রকৃত সাধকের জীবন সীমাবদ্ধ পুরাতন নির্জ্জীব ধর্ম্মভাবের মধ্যে থাকিতে পারে না। তাঁহারা একটী ভাব হইতে শত সহস্র ভাবকে উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন। অত্যাশ্চর্য্য সুকৌশলসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ্য তাঁহাদিগের নিকট প্রতিক্ষণে নূতন শোভার সহিত প্রকাশ পায়। আমাদের চিত্ত যাহাতে সেইরূপ উন্নতিশীল ও নিত্য নব ভাবের আকর হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৫ শক।

আমরা কেন পাপ করি? পাপের উৎপত্তি ভূমি কোথায়? যাহার মনে সামান্য পুণ্য ভাবও আছে, সময়ে সময়ে তাহার হৃদয়ে এই প্রশ্ন উত্থিত হইবেই হইবে। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভাবধি অনেক বৎসর হইতে আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি। আমাদের অপবিত্রতার মূল কি? প্রত্যেক ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাঁহাদের আপন আপন জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুসারে ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কঠোর কিম্বা সহজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম জগতে নানা প্রকার সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু যত দিন এই প্রশ্নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত না হইবে, তত দিন জগতে কাহারও সুখ নাই। পাপের মূল কি, এবং পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি, এই বিষয় স্থির না হইলে কেহই পরিত্রাণ পথে অগ্রসর হইতে পারে না। কেননা মতের দোষ চরিত্রের নির্ম্মলতা অপহরণ করে। পাপের মূল কি, যদি নিশ্চয়রূপে জানিতে না পার, শত্রুর ঘর যদি নির্ণয় করিতে সক্ষম না হও তবে শত্রুর প্রতি সহস্র অস্ত্রাঘাত করিলেও তাহা বিফল হইবে, এবং শত্রুকে নিপাত করিতে যত কৌশল করিবে সকলই ব্যর্থ হইবে। কেননা তোমার অস্ত্র সকল শত্রুর ঘরে না যাইয়া অন্যত্র যাইবে, সুতরাং তোমার সমুদয় লক্ষ্য বিফল হইবে। যাহারা বলে, ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কত কাঁদিলাম, কত সৎগ্রন্থ পড়িলাম, কত সাধু সঙ্গ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই মনের দুর্দ্দান্ত রিপু সকল বশীভূত হইল না, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধকারে ঢিল ছুড়িয়াছে, বাস্তবিক, পাপ কোথায় বাস করে তাহা তাহারা জানে না। অতএব প্রত্যেক পুণ্যার্থীর জানা কর্ত্তব্য কোন্ স্থান হইতে কালসর্পরূপ পাপ বাহির হইতেছে। যতদিন না পাপ নির্ম্মূল হইবে ততদিন ইহার শাখা প্রশাখা ছেদন করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। উপরে উপরে ঔষধ সেবন করিলে; কিন্তু ভিতরে, যেখানে রোগের আদি কারণ রহিয়াছে, তাহার সুচিকিৎসা হইল না, এইরূপে জগতের কেহই যথার্থ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না।

মনুষ্যের ইচ্ছাই পাপের মূল, এই ইচ্ছা হইতেই জগতের সমুদয় পাপ স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! তোমরা সকলেই কি এই মতে বিশ্বাস কর? প্রত্যেক পাপ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা সম্ভূত, ইহা কি তোমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কর? হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যবশতঃ প্রলোভনে পড়িয়া পাপ করিয়া ফেলি, অথবা স্বভাবতঃই কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতা ইত্যাদি রিপুর পরতন্ত্র হইয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার উপর ইচ্ছার কোন ক্ষমতা নাই, তোমাদের মধ্যে অনেকেরই কি এই প্রকার সংস্কার নহে? কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, কি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, কি সাধারণ ব্রাহ্মগণ, ইঁহাদের অনেকেই কি সময়ে সময়ে এই কথা বলেন না যে মনুষ্য অবস্থার অধীন, যাহার যেমন অবস্থা তাহার চরিত্র তদনুরূপ সংগঠিত হয়। সাধু সহবাসে রাখ স হইবে, কুসংসর্গে রাখ সে মন্দ হইবে। অথবা পিতা মাতা যেরূপ, তাহাদের সন্তানদিগেরও সেইরূপ চরিত্র হয়। কিম্বা যদি জনসমাজ মন্দ হয় মনুষ্য সহস্রবার ইচ্ছা করিলেও সেই দেশাচারের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহার জঘন্য দুর্নীতি এবং কুরীতি সকল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; সাধারণ জনসমাজের যেরূপ অবস্থা, মনুষ্য কোন মতেই তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে উঠিতে পারে না; অথবা যেরূপ অদৃষ্ট কিম্বা নিয়তি আছে, মনুষ্য জীবনে তাহাই ঘটে, পাপ সম্পর্কে কি অনেকের এরূপ মত নহে? কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এ সমুদয় মতের উচ্চতর স্থানে থাকিয়া, গম্ভীরস্বরে এই বলিতেছেন, "পাপের মূল আর কিছুই নহে, ইচ্ছাই মনুষ্যের পাপের মূল।" কেহই অপরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পাপ করে না, কেন না মনুষ্য যদি আপনাকে আকৃষ্ট হইতে না দেয়, কাহার সাধ্য যে তাহাকে আকর্ষণ করে? পাপি! তুমি সহস্রবার পাপ করিয়াছ, কিন্তু তোমাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, কে তোমাকে প্রত্যেকবার পাপে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। যদি তুমি সরল হও, অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, যে সমস্ত পাপের মূল তোমারই নিজের ইচ্ছা। অন্য কাহারও দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে; কিন্তু স্বাধীন ভাবে মনুষ্য আপন ইচ্ছার পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করে। সত্য বটে, মনুষ্যের দুই দিকে দুই আকর্ষণ রহিয়াছে। একদিকে ঈশ্বর এবং অনন্তকালের পুণ্যশান্তি, অন্যদিকে সংসার ও ইহার অনিত্য নীচ সুখ। মানিলাম সংসারের প্রবল স্রোত সকলকেই ভয়ানকরূপে টানিতেছে; কিন্তু যতক্ষণ না আমার ইচ্ছা তাহা দ্বারা আমাকে আকৃষ্ট হইতে অনুমতি দেয় ততক্ষণ যতই কেন প্রখর হউক না কোন স্রোতের সাধ্য কি যে আমাকে আকর্ষণ করে। ইচ্ছা না থাকিলে পৃথিবীতে পাপ আসিতে পারিত না। কেন মনুষ্য পাপের সুখ কিম্বা পুণ্যের শান্তি ইচ্ছা করে? কারণ তাহার ইচ্ছা, কেন আমরা এইরূপ ইচ্ছা করি? পৃথিবী ইহার উত্তর দিতে পারে না। আমাদের প্রকৃতিই এই যে আমরা চাই ভাল, কিম্বা চাই মন্দ ইচ্ছা করিতে পারি। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু সকলকে ডাকিয়া বলিতে পারি, এস, এই তোমাদের হস্তে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দিতেছি, তাহা দ্বারা আমাদিগকে বধ কর। অথবা পাপের তরঙ্গকে বলিতে পারি, হে তরঙ্গ! দেহ মনকে তোমার চরণে নিক্ষেপ করিলে আপাততঃ সুখ হয়, অতএব এই তোমার পদতলে পড়িলাম, যথা ইচ্ছা তুমি আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাও। এইরূপে যদি আমরা আপনারাই শত্রুদিগকে ডাকিয়া আনি এবং ইচ্ছা করিয়া পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাই, তবে শত্রুদিগের এবং স্রোতের দোষ কি? আমাদের নিজের ইচ্ছাই আমাদের পতন এবং বিনাশের মূল। অনেকের মুখে শুনা যায়, যে হিন্দুসমাজ যেমন প্রবল পরাক্রান্ত, দুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগের ক্ষমতা নাই যে ইহার উৎপীড়ন সহ্য করে; কিন্তু আমি বলি যাহারা হিন্দুদিগের ভয়ে ভীত এবং অবসন্ন হইয়া অসত্য এবং পাপের শরণ লয়, তাহারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদের অন্তর হইতে সত্য এবং পুণ্যের বল দূর করিয়া দেয়। নতুবা যে মনুষ্যের অন্তরে সত্য স্বরূপ পবিত্র ঈশ্বর বাস করেন, পাপা-

সক্ত পৌত্তলিক দিগের সাধ্য কি যে তাহাকে বিপথে লইয়া যায়? মনুষ্য যেমন ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বরের সহায়তা অগ্রাহ্য করে, তেমনি আবার ইচ্ছা করিয়া সে পাপে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আমাদের পতনের জন্য আমরা আর কাহার ও উপর দোষারোপ করিতে পারি না। অনেকে দুঃখের সহিত এই কথা বলেন, যে আমাদের অপেক্ষা চন্দ্র, সূর্য্য এবং পশু পক্ষী ভাল, কেনমা তাহারা পাপ করিতে পারে না। হায়! ঈশ্বর কেন মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিলেন? ইহাতেই মনুষ্য জাতি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভয়ানক পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইতেছে! ইহারই বলে ক্ষুদ্র মনুষ্য-সন্তান ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত সংগ্রাম করিতেছে এবং ইহাতেই আমাদের এত দম্ভ এবং এই অহঙ্কার। কিন্তু আমরা কখনই ইহা মানিব না যে ঈশ্বর আমাদিগকে কেবল তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেই প্রবৃত্তি দিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হস্তে রাখিয়াছেন, আমরা যখন নিজের ইচ্ছায় তাঁহাকে অমান্য করি, তখনই পাপ গরল আমাদের আত্মাকে বিনাশ করিতে যায়, নতুবা পাপের সাধ্য কি যে ব্রহ্মসন্তানকে আক্রমণ করে? যখন ব্রাহ্ম দেখিতে পান যে তাঁহার মধ্যে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন, তখন পাপ অসম্ভব। ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যখন আমরা পাপের সুখ অন্বেষণ করি, তখনই পাপের মোহিনী শক্তিতে আমরা ভুলিয়া যাই এবং পাপ তখন সহজেই আমাদিগকে নরকের পথে টানিয়া লয়। অতএব হে মনুষ্য! একবার যদি তুমি উৎসাহপূর্ণ হইয়া বলিতে পার, পাপ দূর হও, এই দেখ পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়াসনে বিরাজ করিতেছেন, দেখিবে বলিতে না বলিতে পাপ কম্পিত হইয়া বলিবে, হায়! কেন, এমন দুর্জ্জয় ব্রহ্মসন্তানের নিকট আসিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম আমি ইহাঁকে বধ করিব, এখন যে ইনিই আমাকে সংহার করিতে উদ্যত এই কথা বলিতে বলিতে পাপ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে তাহার আর চিহ্নও থাকিবে না। পাপের কি বল আছে? টাকা, যশঃ, মান, কাম, ক্রোধ, লোভ, ইহাদের আবার বল কি? আমাদের বস্তু এবং আমাদের বৃত্তি কি আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে? কেবল তখনই পারে যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমরা তাহাদিগকে বল দান করি। অতএব যদি জানিলাম যে আমার সমুদয় পাপের মূল আমারই ইচ্ছা, তবে কেন আমাদের নিজের কুপ্রবৃত্তির জন্য পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির উপর দোষারোপ করিব? পাপ আমাদিগকে কখন আচ্ছন্ন করে? যখন আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই। কিন্তু দেখ যখন মহাপাপী আর কুপথে যাইব না এই বলিয়া ঈশ্বরের দ্বারে ক্রন্দন করিল, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ পিতার যে বল তাহার অন্তরে গূঢ় এবং লুক্কায়িত ভাবে কার্য্য করিতেছিল, পিতার কটাক্ষ দর্শন মাত্র সেই ব্রহ্মানল অগ্নির ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই মনুষ্য যে পূর্ব্বে পাপের নামে সশঙ্কিত এবং মৃতপ্রায় হইত, আজ সে-ব্যক্তি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া বলিল, প্রকৃত ব্রাহ্ম জীবনে পাপ অসম্ভব। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে, ইহাই বাস্তবিক যথার্থ বিনীত এবং সরল সাধকের কথা। ব্রহ্মসহবাসে পাপ অসম্ভব, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মত। "তব বলে কর বলী যে জনে কি ভয় কি ভয় তাহার।" ইহা দর্পের কথা নহে, কেননা ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া যে পাপকে দলন করে, তাহাতে তাহার নিজের আর দম্ভ করিবার কি আছে? তবে কেন আমরা পাপার্ণবে ডুবিয়া মরিতেছি। এই জন্য যে সেই বল আমরা চাই না, ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া আমাদের পাপ সকল বিদায় করিয়া দিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। সমুদায় রিপু গুলি শাসন করিতে যত বলের প্রয়োজন, এখনই আমাদিগকে সেই বল দিতে ঈশ্বর প্রস্তুত রহিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিয়া তাহা গ্রহণ করি না, এই জন্যই আমরা মরিতেছি, ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। পাপ একটী বল নহে, ইহার অন্য নাম দুর্ব্বলতা। আমার অন্তরে পাপ প্রবেশ করিয়াছে গূঢ়ভাবে আলোচনা করিলে ইহার অর্থ এই হইবে, যে আমার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র বল নাই। অথবা আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই বল দূর করিয়া দিয়াছি। যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার এবং স্বাস্থ্যের অভাব রোগ, সেই রূপ ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের অভাব আমাদের পাপ। স্বর্গ হইতে দিবা রাত্রি ঈশ্বরের পবিত্র স্রোতঃ আসিতেছে, যাহারা বলিল আমরা সেই নির্ম্মল জল চাই না, পৃথিবীর মলিন রসাস্বাদেই আমাদের যথেষ্ট আনন্দ হয়, স্বর্গের বারি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না। জীবনের রণক্ষেত্রে শত্রু সকল পরাস্ত করিবার জন্য সেনাপতি ঈশ্বর সর্ব্বদাই অস্ত্র সকল দান করিতেছেন; কিন্তু যাহারা বলিল আমরা শত্রুদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিব, সুতরাং আমাদের অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাহারা যে বিনাশের পথে যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তোমরা কি দেখ নাই, যাঁহারা এক দিন উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া জয় দয়াময় বলিয়া কটাক্ষে রিপুকুল ধ্বংশ করিতেন তাঁহারা আজ বলিলেন আর আমাদের উপাসনা করিতে রুচি হয় না, টাকার মোহিনী শক্তি অতিক্রম করিতে আর আমাদের বল নাই, এবং অপবিত্র সুখের ইচ্ছা সকল এত প্রবল যে সে সকল কোন মতেই আমরা দমন করিতে পারি না। যে সকল মহাপাপী এক সময় হুঙ্কার করিয়া পাপ সকল দূর করিয়া দিত, এখন কি না তাহারা বলিল আর আমাদের পুণ্য পথে যাইবার ইচ্ছা নাই। ইহার অর্থ কি? এই যে আর তাহাদের ভাল হইবার ইচ্ছা নাই। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য পূর্ব্বে যাহারা কত ত্যাগ স্বীকার এবং কত বড় বড় প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছে; একটী সামান্য যাহা তাহারা পদ দ্বারা দলন করিয়াছে এখন অসুরের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া তাহাদিগকে পাপের দিকে টানিয়া লইতেছে। অতএব যদি ভাল হইতে চাও, তবে ভাল হইতে ইচ্ছা কর। মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমরা ভাল হই, আমরা যদি ভাল হইতে চাই, আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইচ্ছার অনন্তশক্তি দ্রুতবেগে আমাদিগকে পরিত্রাণ পথে অগ্রসর করিবে। সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়। ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা কর, দেখিব তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে তিনি তোমার নিকটে আসিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার পরিবার বদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, দেখিবে তোমার প্রার্থনার পূর্ব্বে তিনি তোমাকে তাঁহারই পরিবার মধ্যে রক্ষা করিতেছেন। ইচ্ছা করিলেই যদি স্বর্গ লাভ হয়, কেন আর তবে বন্ধুগণ! তোমরা নিজের দোষে তাহাতে বঞ্চিত হও।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও তাহার প্রতিবন্ধক।

(গত প্রকাশিতের পর)

এখন দেখা যাউক ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার ও তাহা জীবনে স্থায়ী হওয়ার পক্ষে বিশেষ প্রতি বন্ধক কি কি? প্রথমতঃ ইহার বাহিরের বিশেষ প্রতিবন্ধক, অবস্থা। যিনি যতই কেন স্বাধীন হউন না, কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাকে অবস্থার দাসত্ব করিতেই হয়; অন্ততঃ তাহার সহিত প্রাণপণে দৃঢ় রূপে সংগ্রাম করিতে হয়। যতই কেন সৎ এবং হিতকর বিষয় হউক না, তাহার উপর পুরাতন প্রচলিত অবস্থার কর্ত্তৃত্ব কিছু না কিছু থাকিবেই। পুরাতন শিক্ষা ও সংস্কার এবং বহুকাল স্থাপিত আচার ব্যবহার এ সকল নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও আমাদের শোণিতের সঙ্গে সে সকল এমনি মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে তাহা দ্বারা আমাদের প্রকৃতিকে অন্য রূপে সংগঠন করিয়া রাখিয়াছে। এক দিকে দেখিতে গেলে সাধরণতঃ মনুষ্যসমাজ অবস্থার স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। এক জন মনুষ্যের স্বভাব পাঠ করিয়া এমন কি তদ্দ্বারা সমস্ত মনুষ্য জাতির স্বভাব অনেক দূর নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে অবস্থার যে ফল, যে কারণের যে কার্য্য, এক স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহার সদৃশ কারণ ও অবস্থায় সদৃশ ফল সর্ব্বত্রই প্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে। ভালই হউক আর মন্দই হউক, যখন স্বভাব এক প্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিয়া সংগঠিত হইয়াছে, তখন তাহাকে সংস্কার করিয়া তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধনপূর্ব্বক কোন নূতন ভাব তাহাতে শীঘ্র রোপণ করা বড় কঠিন কার্য্য। মনুষ্য যখন যে অবস্থার মধ্যে পতিত হয় তখন তাহার সেই রূপ অবস্থা হইয়া যায়। এক তরল বস্তু যেমন বিভিন্ন পাত্রে পতিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করে, সাধারণতঃ মনুষ্য সমাজেও সেই রূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। সমাজের ও পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় প্রতিপালকগণের স্বভাবের প্রভাব আমাদের স্বভাবের উপর অনেকটা কার্য্য করে। সংসর্গের সংক্রামিত দোষ গুণ সহজে অতিক্রম করা যায় না। কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে পুরাতন ভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না। স্বভাবের এই পুরাতন বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিতে হইলে আপাততঃ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এবং তজ্জন্য সুখ শান্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। এক জন পুরাতন প্রণালীতে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া এক প্রকার নিরাপদের অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে, নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন হইলেও সে এরূপে সকল ঠিক করিয়া লইয়াছে যে যাহা ভাঙ্গিয়া পুনরায় সেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার মহা কষ্ট উপস্থিত হয়। যদি অট্টালিকার স্থায়ী সুখ তাহার না জানা থাকে তবে সে কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পর্ণকুটীর ভাঙ্গিতে সে স্বীকৃত হইবে না। ভগ্ন পর্ণকুটীর বাসী দরিদ্র তাহার প্রভুর ও সুন্দর অট্টালিকায় থাকিয়া ও সুখী হইতে পারে না, তাহার পক্ষে আপনার অধিকারস্থ সেই কুটীরই শান্তির আলয়। প্রত্যেক পুরাতন আয়ত্তাধীন, অভ্যস্ত, পরিচিত বিষয়ের সঙ্গে নূতন অনায়ত্ত অপরিচিত অজ্ঞাত বিষয়ের এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়। তবে এই পৃথিবীতে কোন সুখপ্রদ নূতন বিষয় যদি সাংসারিক কার্য্য সৌকার্য্যার্থে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপকারিতা সহজেই লোকে গ্রহণ করে। অসুবিধাদায়ক পুরাতন সংস্কার ছাড়িয়া যখন সে দেখে নূতনে অনেক সুখ ও সুবিধা আছে, তখন আর তাহাকে বলিতে হয় না যে তুমি পদব্রজে যাবে কেন, লৌহবর্ত্মে বাষ্পীয় শকটারোহণ করিয়া চলিয়া যাও। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুরাতন ভাব পরিত্যাগ করিয়া নূতন কোন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম মত গ্রহণে এরূপ তৎপরতা দেখা যায় না। কারণ পুরাতন ধর্ম্ম সাংসারিক সুবিধার সহিত সংযুক্ত হইয়া এক প্রকার বেশ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং কেহ উন্নত নীতি এবং ধর্ম্মের উপকারিতা লাভের জন্য তাদৃশ পিপাসু নহে। যাহা সুবিধা তাহাই সাধারণতঃ সকলের অবলম্বনীয় হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম প্রথমতঃ পুরাতন অবস্থার সম্মুখে অনেক বিষয়ে সুবিধা দিতে পারে না। এই নিমিত্তে কোন স্বার্থ না থাকিলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন শীঘ্র সম্পাদিত হয় না।

হিন্দুগণ বহু কাল হইতে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে সমস্ত নিয়মপ্রণালী রীতি নীতি স্থাপন করিয়া সুখে চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের সরসতা সাধনের জন্য তাহার মধ্যে অনেক আমোদের ব্যাপার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতার সমস্ত উপকরণ গ্রহণ করিবার জন্যও তাহার একটী দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং পুরাতন ও নূতনের সঙ্গে এখানে আর কোন প্রতিঘাত হইতেছে না। তাঁহারা এইরূপে সমস্ত ঠিক করিয়া লইয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে এ সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তোমরা পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত কর। পুরাতন প্রণালী দ্বারা তোমাদের পরিত্রাণ ও সামাজিক বিশুদ্ধ শান্তির অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব তোমরা আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমি যাহা আদেশ করিতেছি তাহা কর। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অভূতপূর্ব্ব আদেশ কৃতবিদ্য জ্ঞানী হিন্দু যুবাদের মনে লাগিল না। তাঁহারা ভাবিলেন সমাজ মধ্যে কেন আমরা এক প্রকাণ্ড বিপ্লব আনিয়া পরিবারের শান্তি ভঙ্গ করিব? ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্যকে আমরা কাল্পনিক এবং অসত্য বলিয়া জানিয়াছি, শান্তির অনুরোধে তাহাদিগকে মান্য করিলামই বা তাহাতে ক্ষতি কি? সদসৎজ্ঞান তো আর কোন অভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয় মূলক জ্ঞান নয় যে তাহার আদেশে সুখ স্বার্থ সকল বিসর্জ্জন দিতে হইবে; যাহা জীবের কল্যাণদায়ক, যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, বহু দিনের বহু দর্শনের দ্বারা যাহার কার্য্যকারিতা অনুভূত হইয়াছে তাহাই সদসৎ বিবেকের অনুমোদনীয়; তবে বিবেকের অনুরোধে কেনই বা আমরা নিজের ক্ষতি স্বীকার করিব? অতএব স্বার্থের অনুগামী বিবেক, কিন্তু বিবেকের অনুগামী স্বার্থ নহে। এইরূপে মীমাংসা করিয়া তাঁহারা নূতন বিধ ধর্ম্মসংস্কারের আবশ্যকতা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। যিনি এই সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরাতন জীর্ণ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহাকে প্রভূত বিঘ্ন ও বাধার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইল। এক দিকে চির অভ্যাস, কুসংস্কার, ভ্রমান্ধতা এবং সুখস্পৃহা, অপর দিকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

এইরূপে প্রতি পদে অবস্থার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। কিন্তু এই সংগ্রামেই আবার

ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। যে দিন এই সংগ্রামের শেষ হইবে সেই দিন ইহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। উন্নতিশীল ধর্ম্মের সংগ্রামই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সুতরাং ইহার উন্নতিরও শেষ নাই সংগ্রামেরও বিরাম নাই। ব্রাহ্ম এই প্রবল পরাক্রান্ত অবস্থার প্রভাবকে কিছুতেই পরাভব করিতে পারিতেছেন না। বিস্তৃত সাগর সমান হিন্দুসমাজের স্থানে স্থানে কেহ কিছু ক্ষণের জন্য জলবিম্ববৎ উত্থিত হইয়া পুনরায় আবার অগাধ সলিলে বিলীন হইয়া যাইতেছেন। কত কত তেজস্বী পুরুষ প্রভূত উদ্যম সহকারে মস্তক উত্তোলন করিতেছেন, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা সকল কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় সাধারণ সমতল ক্ষেত্রে আনিয়া স্থাপন করিতেছে। এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া অগত্যা এক দল লোক বিপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কোন রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, যাঁহারা একটু অধিক সাহসী ছিলেন তাঁহারা প্রথমে কিছু কাল উৎসাহের সহিত সংগ্রাম করিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। এখনও কেহ কেহ হাবুডুবু খাইতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে আবার তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি নিজ মুখে স্বীকার করুন আর না করুন, তাঁহার বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া সকল জানা যাইতেছে। কতক্ষণ তিনি সংগ্রাম করিয়া আপনাকে বাঁচাইবেন? সংসারের শত সহস্র ঘটনা তাঁহাকে প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ইহলোকে ব্রাহ্ম যুবা যাঁহাকে জীবনের অর্দ্ধাংশভাগিনী করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা কেবল এই চেষ্টায় আছেন যে কেমন করিয়া পাগল ব্রাহ্ম স্বামীকে শীঘ্র শীঘ্র দেশ প্রচলিত সাধারণ রীতির পদানত করিবেন। শত্রুমণ্ডলীতে বাস করিয়া কয় ব্যক্তি আপনাকে অধিক দিন রক্ষা করিতে পারে? বরং তিনি পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধুগণেরও মায়া কাটাইয়া কিছু দিন দূরে গিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু এমন পোষিত শত্রু তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছে যে যাহার হাতে তাঁহার এক দিন মৃত্যু হইবে। ব্রাহ্মের জীবনের স্বাভাবিক অভাব পূরণের উপকরণ সকল পুরাতন সমাজে অবস্থিতি করিতেছে; যদি তিনি কেবল মাত্র ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া উদাসীনের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে তিনি অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন পুরুষ, কিন্তু তাহা অসম্ভব। মানব প্রকৃতির বৈধ অভাব ও ইচ্ছা তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে পরিপূর্ণ করিতেই হইবে। সে সকল অভাব পূর্ণ করিতে হইলে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক রাজ্যের বহির্ভাগে সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে যাইতে হইবে। কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তথায় স্বীয় আদর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে প্রচলিত পুরাতন বন্দোবস্তের সহিত সংগ্রামও করিতে হইবে। দৈব বল ব্যতীত সেই প্রবল সংগ্রামে জয় লাভ করে কাহার সাধ্য? অতএব ব্রাহ্মের, জীবন মৃত্যু এই খানেই অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা যদি ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল না হইত তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি অধিক দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তাহা আপাততঃ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। সমাজ এক ভাবে, সংগঠিত হইয়া রহিয়াছে, ধর্ম্ম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রত্যাশা করে, তবে এ স্থলে সামাজিক জীব মনুষ্য এক কালে কেমন করিয়া আপনার স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে? পতনশীল ব্রাহ্মগণ কিরূপে নিম্ন সোপানে অবতরণ করেন সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিছু বর্ণিত হইতেছে। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক হইতে ব্রাহ্মের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক অপেক্ষাকৃত বয়ঃক্রম বুদ্ধি বিবেচনায় পরিপক্কতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, অপর শ্রেণীর যাঁহারা, তাঁহরা বিদ্যালয়ের ছাত্র। এই উভয় প্রকার ব্যক্তিদিগের অবস্থার ভিন্নতানুসারে পরীক্ষার বিভিন্নতা আছে। উভয়েই প্রথম উদ্যমে অনেক জীবনের চিহ্ন প্রদর্শন করেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে হীন বল হইয়া পড়েন। পরিণত বয়স্কেরা পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এবং পরিবার ও প্রতিবাসীর মন রক্ষার্থে বাধ্য হইয়া আন্তরিক বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় কাল যাপন করেন, কিন্তু তাঁহাদের গর্জ্জন অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। তাঁহারা মনে করেন আমরা যেখানে এ সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হইলাম না, তবে আর কে ইহা পারিবে? অতএব সকলেই আমাদের সমান। অধিক বিবেচনা বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতা ইহাঁদের পতনের মূল। সামাজিক প্রতিবন্ধকেই তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের বিনাশ সাধন করে। একবার পতিত হইলে ক্রমে তাঁহারা নীচের দিকেই চলিয়া যান।

ছাত্রাবস্থার ব্রাহ্মদিগের পরীক্ষা ও প্রতিকূলতা ইহাঁদের অপেক্ষা অনেক অধিক। যুবা প্রকৃতি বশতঃ সাংসারিক উচ্চাভিলাষ তাঁহাদের মনে অতিশয় প্রবল। যখন তাঁহারা সাধারণের অপরিচিত হইয়া অসহায় অবস্থাতে থাকিয়া দীনভাবে কায় ক্লেশে জীবন যাপন করেন, তখন তাঁহাদের স্বভাবতই বিনয় শীলতা, সরলতা অধিক হয়। কিন্তু বয়ঃক্রম ও বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন অভিলাষ সকল প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, এবং মান সম্ভ্রম কিছু কিছু বৃদ্ধি হয়, তেমনি ধর্ম্মের উৎসাহ উদ্যম ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসে। কোন উপাধি লাভ করিতে পারিলে আহ্লাদের অতিশয় প্রবল হয়, সুতরাং তখন ব্রাহ্ম নামে পরিচয় দেওয়া অপমানের বিষয় হইয়া পড়ে। ঈশ্বরোপাসক বলিলে কৃতবিদ্য সম্প্রদায়েরা পাছে তাঁহাকে কুসংস্কারী মনে করে, এই লজ্জায় তিনি ঈশ্বরের নামে তখন লজ্জিত হইতে থাকেন। যাহাদের সঙ্গে এক মাত্র মানুষ হইলেন, তাহাদিগকে তিনি তখন স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন এই কালে লোকানুরাগপ্রিয়তা বিষয় লালসা ও আত্মগরিমার তেজে তাঁহাদের ধর্ম্মভাব সকল শুষ্ক হইয়া যায়। তখন তিনি উপাসনা ছাড়িয়া দিয়া প্রবৃত্তির অধীন হইয়া নিজেই নিজের প্রতিবন্ধক হন। পূর্ব্বে পিতা মাতা প্রতিবাসীর উত্তেজনায় আপনার মতানুসারে তিনি চলিতে পারিতেন না, এখন সেই সকল লোক যদি তাঁহাকে ধার্ম্মিক হইতে অনুরোধও করে তথাপি তাহাতে তিনি সম্মত হন না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে যেখানে সম্ভ্রম ও স্বার্থ থাকে সেখানে তাঁহার ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। যেখানে সে সকল কিছু থাকে না, সেখানে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভয়ানক বিরোধী। যে মাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া তিনি ভদ্র সমাজে গণ্য মান্য হইলেন, তখন তাঁহার পানে এক বার ফিরিয়াও চাহেন না। এইরূপে কোন একটী আপত্তি প্রদর্শন করিয়া তিনি

বিজ্ঞ পরিণামদর্শী লোকদিগের দল ভুক্ত হন। একে অবস্থা প্রতিকূল, বাহিরে শত শত কুদৃষ্টান্ত, তাহার উপর সাধন ভজনের অভাব, এ অবস্থায় এত পুণ্য বল কাহার আছে যে দণ্ডায়মান থাকিবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ কালে কিম্বা তাহার নিম্ন সোপানে অবতরণ কালে ইঁহারা কোন একটী বৃথা অসার অযৌক্তিক কারণ দেখাইয়া অপরের স্কন্ধে দোষ ভার অর্পণ করেন। কেহ বলেন বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে কিছু শান্তি পাওয়া যায় না, এখানে সাধারণের স্বাধীনতা নাই, অতএব ইহার সঙ্গে যোগ রক্ষা করা অসম্ভব। এক দিকে এই কথা বলিতেছেন অন্য দিকে অল্পে অল্পে পশ্চাবর্ত্তী হইতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে সকল ত্রুটি ও সহানুভূতির অভাবের কথা বলেন তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাও নহে; কিন্তু ইহা বলিয়া তাঁহারা যে নিজেদের পথ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন, এইটী কিছু অধিকতর আমোদ জনক। এই সকল শোচনীয় পতনশীল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অবস্থার যে বিলক্ষণ আধিপত্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা দুই বৎসর কি পাঁচ বৎসর যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহারা পুনরায় নিতান্ত কৃপাপাত্র হইবেন না ইহা প্রকৃতির নিয়ম নহে। তাঁহাদের উপর চতুঃপার্শ্বের অবস্থা সমূহের এত দূর আধিপত্য আছে যে তাহা অতিক্রম করা সামান্য ধর্ম্ম বল কিম্বা সাময়িক উৎসাহের কর্ম্ম নহে। ইচ্ছা থাকিলেও প্রতিজ্ঞার শিথিলতা ও বলের অল্পতা বশতঃ কার্য্যোদ্ধার হওয়া কঠিন হয়। সুতরাং ক্রমে ঐ সকল সদিচ্ছা সম্পন্ন হীনবল পতনশীল ব্রাহ্ম সংগ্রামে পরাঙ মুখ হইয়া এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। কত দিনে যে তাঁহাদের এই আত্মপ্রতারিত রোগের উপশম হইবে তাহা কেহ জানে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রোগের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, কোন চিকিৎসাও করিবেন না।

এ স্থলে কয়েকটী রোগেরও নামোল্লেখ করা যাইতেছে। এ সকল রোগের আধিপত্য অল্পাধিক সকলেরই উপর কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সুখপ্রিয়তা। যাঁহারা অতি কষ্টে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছেন, সে জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া আহার পরিচ্ছদ অবস্থান বিষয়ে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া পরীক্ষা দিয়াছেন, পৃথিবীতে সুখের অধিকারী কেহ যদি থাকে তবে তাঁহারাই প্রকৃত রূপে সুখের অধিকারী। কেনই বা তাঁহাদের চির পোষিত সেই সকল সুখের ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে না? কিন্তু সচরাচর ইহার সীমার বাহিরে গিয়া তাঁহারা ছাত্রাবস্থার উৎসাহ পূর্ণ ধর্ম্মভাব সকল বিসর্জ্জন দেন। অনন্ত সুখ বাসনার অধীন হইয়া শেষ তাঁহারা সুখেরই উপাসক হইয়া পড়েন। ক্রমে এত অধিক অভাব সকল সৃষ্টি করিয়া লন যে ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে তাহা পরিপূর্ণ হওয়া অসম্ভব হয়। এই সুখাসক্তিতেই ক্রমে তাঁহাদিগকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ লোকানুরাগপ্রিয়তা। বিদ্যা এবং ধন কিঞ্চিৎ হইলেই তখন সাধারণের মধ্যে একটু গণনীয় হইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এখনকার কালে সাধারণ গুণবিশিষ্ট কোন লোককে গণ্য মান্য হইতে হইলে তাঁহাকে ধর্ম্মের নিকট অগ্রে বিদায় লইতে হয়। তার পর ধর্ম্মকে একটু পরিহাস করিয়া আপনাকে কোন ধর্ম্ম বিশেষে আস্থাশূন্য উদার প্রকৃতি মহানুভব বলিয়া পরিচয় দিতে হয়। ইহার উপর আধুনিক চিন্তাশীল ইয়োরোপের দুই এক জন পণ্ডিতের নাম গুণ গাণ করিতে পারিলে আরও কিছু অধিক মান্য থাকে। এই আশু সুখ প্রদায়িনী মতের অনুগামী হইতে হইলে নাস্তিকতা সংশয়বাদ ও যথেচ্ছাচারিতার সহিত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত সকল প্রকার আচার ব্যবহারের পরিণয় সম্পাদন করিতে হয়। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তখন এই জগতে তাঁহার নামে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। এই রূপে যখন কোন ব্রাহ্ম পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সম্মিলন স্থাপনে সমর্থবান্ হন তখন তাঁহার চরম কাল উপস্থিত হয়। তখন তিনি সংসারের সহিত ধর্ম্মের চিরবিবাদ ভঞ্জন করিয়া আপনাকে আপনি ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৃতীয় রোগ বিবাহ। উপরোল্লিখিত দুইটী রোগ হইতে যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন তাঁহাদিগকে এই তৃতীয় রোগের হস্তে প্রাণ হারাইতে হয়। এমন কি স্বর্গরাজ্যের দ্বারদেশ হইতে কেহ কেহ এ জন্য ফিরিয়া আসিতে পারেন। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজেরও বড় কঠোর চিকিৎসা। কার্য্যতঃ প্রায়ই নিরম্বু উপবাসেরই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান অবস্থায় বিবাহই সমস্ত ধর্ম্ম নাশের কারণ হইয়াছে। সকল কষ্ট ব্রাহ্মেরা সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু বিবাহের আবশ্যকতা একবার তাঁহাদের অনুভূত হইলে আর কাল বিলম্ব সহ্য হয় না। এ বিষয়টী যেমন গুরুতর, মনুষ্য জীবনের সহিত ইহার যেমন গূঢ় সম্বন্ধ, তেমনি ইহা আবার লোকসমাজে বড় উপহাসের বিষয়। কিন্তু যিনি বিপদে পড়িয়াছেন তাঁহার নিকট ইহা আর আমোদের বিষয় নয়। কত দূর গভীর অভাব তিনি অনুভব করিতেছেন তাহা সেইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহ জানে না। এই কারণে বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে অতি অল্পই সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাইলেও তাহা কোন কার্য্যের হয়না। এক জনের বিবাহ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে বলিলেন বিশুদ্ধ মতে অপৌত্তলিক বিধিতে জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত কোন বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর সহিত তুমি পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতে পার; কিন্তু এ উপদেশে বিবাহার্থী ব্রাহ্মকে একবারে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। ধর্ম্মের এই উচ্চ আদেশ শ্রবণ করিয়া ভয়ে ভয়ে এবং লোকলজ্জায় হয় তো কিছু দিন কেহ নিরস্ত হইয়া রহিলেন। যাঁহারা কিছু চতুর লোক তাঁহারা একটু দূরে গমন করিয়া গোপনে গোপনে দায় হইতে মুক্ত হইলেন। যাঁহার মনেতে বাসনা বলবতী হইয়াছে অথচ তাহা বিশুদ্ধ ভাবে চরিতার্থ হইবার কোন আশা নাই, তিনি আর কত দিনই বা লোক ভয়ে আন্তরিক ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে পারেন? কিছু দিন পরে শেষ তিনি বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর অভিসম্পাৎ করিয়া হিন্দুসমাজের শরণাপন্ন হন। একবার যদি তিনি পড়িলেন তবে তাঁহার উপাসনা গেল, বিশ্বাস গেল, ক্রমে ক্রমে সমুদায় তিনি হারাইলেন। অতএব এই বিবাহই এক্ষণে ব্রাহ্মদের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ কঠিন পরীক্ষায় যাঁহারা পতিত হন তাঁহাদিগের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সমহৃদয়তা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তজ্জন্য চির জীবনের সম্বল, বিপদের অবলম্বন ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে কখন

আমরা কাহাকেও পরামর্শ দিতে পারি না। যদিও তাঁহারা আমাদের পরামর্শের জন্য প্রতীক্ষা করেন না, কিন্তু তথাপি তাহাদের যাহা মারাত্মক রোগ তাহা দেখাইয়া দিতে আমরা বাধ্য আছি।

বাহিরের এই কয়েকটী গুরুতর প্রতিবন্ধক ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির পথে অবস্থিতি করিতেছে। অনেকের নিকট বাহিরের প্রতিবন্ধক সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাঁহাদের মতে ধর্ম্মের সঙ্গে বাহিরের জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম মনের মধ্যে, বাহিরের কার্য্য যেমনই কেন হউক না এই তাঁহাদের অভিপ্রায়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে বাহিরের কপট ব্যবহারে অন্তরের ধর্ম্মভাব সকল ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অসরল বাহ্য ব্যবহার সকল জনসমাজের শান্তির পক্ষে আপাততঃ অনিষ্টকর বলিয়া প্রতীত হউক আর না হউক, কিন্তু ঈশ্বর সাধনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়ত প্রতিবন্ধক এ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা। ব্রাহ্মেরা যখন প্রথমোদ্যমে এ রাজ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁহাদের মনে যথেষ্ট উৎসাহ থাকে, পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অন্তরে সংগ্রাম হয়. ইহা দ্বারা তাঁহাদের জীবনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টভাব ধারণ করে। কিন্তু সাময়িক ধর্ম্মভাবে পরিচালিত হইয়া শেষে অনেকে আবার শূন্য হৃদয় হইয়া পড়েন। ইহার আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতম গভীর ভাব সকল সহজে ধারণ করিতে অক্ষম হওয়াতে তাঁহাদের মনের মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। নূতন উৎসাহ জনিত আন্তরিক সংগ্রাম নৈসর্গিক নিয়মে যেমন হ্রাস হইতে থাকে. তেমনি ক্রমে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া আসে। বিশ্বাসের ভূমি সুদৃঢ় না হইলে কেবল উৎসাহ লইয়া অধিক দিন থাকা যায় না, কিন্তু তাহা হওয়াওবড় সহজ ব্যাপার নহে। ধৈর্য্যশীল প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেন এবং সেই দৃঢ় ভূমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া চিরকাল ধর্ম্মরাজ্যে বাস করেন। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিরা শীঘ্র অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কিছু দিন উপরে উপরে শান্তি অন্বেষণ করিয়া যখন দেখে সকল পুরাতন হইয়া গিয়াছে তখন অমনি স্বস্থানে প্রস্থান করিতে থাকে। ঈশ্বরতত্ত্ব ও প্রার্থনাতত্ত্ব তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শেষ সকল ছাড়িয়া দেয়। পুস্তক কণ্ঠস্থ করিবার জন্য তাহারা যত দূর পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, তত দূর পরিশ্রম করিতেও চাহে না। প্রার্থনা করার কোন ফল নাই, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখা যায় না, পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস হওয়া কঠিন, ধর্ম্মসাধনে কোন সুখ নাই, কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব মীমাংসা হয় না, অতএব এ সকল কেবল পণ্ডশ্রম। এইরূপে যাহা যুক্তি তর্ক ন্যায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু স্বাভাবিক বিশ্বাসে প্রতিভাত হয়, তাহাকে বৃথা অসার তর্কের দ্বারা উড়াইয়া দিয়া ঐ সকল অস্থির প্রকৃতি স্থূলদর্শী লোকেরা এই সংসারকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করে। উপাসনায় শান্তি লাভ হয় এ কথা তাহাদের নিকট অর্থশূন্য। ঈশ্বর সেবায় জীবন সার্থক হয়, ইহা তাহাদের নিকট নির্ব্বোধের প্রলাপ বাক্য। জড়বস্তু ভিন্ন আর কিছু আছে ইহা তাহাদের অভ্যাস ও সংস্কারের বিপরীত। অতএব সারগ্রাহী না হইয়া যাঁহারা কেবল অসার অনিত্য আনন্দে স্ফীত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মরাজ্য অন্ধকারময়। সত্য সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব অনেক লোকে বুঝিতে পারে না। বিশ্বাসী আত্মা যে ভাবে প্রার্থনা ও ঈশ্বর গুণানুবাদ করেন, তাহা অবিশ্বাসীর নিকট অসত্য কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। এসকল বিষয় তিনি চেষ্টা করিলেও সহজে বুঝিতে পারেন না। কারণ ইহাতে একটু বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। এই জন্য অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় এধর্ম্মের শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি দেখা যায় না। যাহারা ঈশ্বর বিরহে ব্যাকুল হয়, হৃদয়কে বিনম্র এবং সরল করে, ধর্ম্মরাজ্যে আসিয়া কোন বৃথা আমোদ কিম্বা স্বার্থসাধন করিতে চাহে না, কেবল পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঈশ্বর সমীপে বাস করিতে অভিলাষী হয়; চঞ্চলভাবে বাহ্য ব্যাপারের মধ্যে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকে না, এবং আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, তাহাদের পক্ষে ইহা সহজে উপলব্ধি হইতে পারে। এইজন্য কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহা প্রবীণ জ্ঞানীদিগের নিকটেও অপ্রকাশিত ছিল তাহা সরল হৃদয় দীনাত্মাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে গূঢ় গভীর সম্বন্ধ তাহাতে শীঘ্র দন্তস্ফুট করিবার কাহার সাধ্য নাই। ইহার জটিলতা জ্ঞানাভিমানীদিগের নিকট আরও জটিলভাব ধারণ করে। তিনি যতই ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন, ততই তিনি ঘোর সংশয় জালে জড়িত হইয়া পড়েন। ঈশ্বরের নিকট কি ভাবে গমন করিলে তিনি আমাদিগের নিকট পরিচিত হন তাহা আত্মার স্বভাবে লিখিত আছে। বিকৃতভাবে কৃত্রিম উপায় দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, কিন্তু প্রকৃত্য বস্থাতে তাহা করা যায়।

প্রার্থনা।

হে পবিত্রতার আধার প্রেমের প্রস্রবণ! তোমার স্বর্গরাজ্যের দ্বার পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষীর জন্য সর্ব্বদাই অবারিত থাকিয়া সকলকে গ্রহণ করিতেছে সত্য, কিন্তু নাথ! সময়ে সময়ে তোমার বিশেষ বিধান আসিয়া পাপীর হৃদয়ে এমনি করিয়া আঘাত করে যে নিমেষের মধ্যে তাহার সকল আসক্তি, সকল চতুরতা বিচূর্ণ হইয়া যায়। তুমি এমনি করিয়া বিশ্বাস অগ্নিকে তাহার হৃদয় মধ্যে প্রজ্বলিত করিয়া দেও, যে দেখিতে দেখিতে তাহার সকল পাপ ভস্মাবশেষ হইয়া যায়, ও লৌহ ময় হৃদয় বিগলিত হইয়া জলের ন্যায় তরল ভাব ধারণ করে; এবং তাহার প্রবাহে সমুদায় জীবনকে অভিষিক্ত করিয়া নবীন ভাবে তাহাকে পরিত্রাণের পথে উপনীত করে। হে দীনশরণ! আশ্চর্য্য তোমার কৌশল! তোমার অভয় চরণে যাহাকে তুমি স্বয়ং আনিয়া স্থান দান কর, মাতৃক্রোড়স্থিত জ্ঞানহীন অসহায় শিশুর ন্যায় বাস্তবিকই তাহার সকল ভয়,সকল আশঙ্কা চলিয়া যায়। ধন্য সেই ভক্ত যিনি চিরজীবন [এইরূপ নির্ভরের সহিত তোমার পবিত্র অভয় চরণে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন! হে দীনহীনের গতি জীবন্ত

ঈশ্বর! চিরজীবন—অনন্তজীবন তোমার সেই পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে করিতে দিনপাত করিব এই বাসনাকে তুমি চরিতার্থ কর। তোমার অঙ্গীকারে চির নির্ভর রাখিয়া যেন তোমার চরণ সেবা করিতে করিতে তোমার অমৃতরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারি। যে তোমার চরণের শীতল ছায়ায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে চির আবাস স্থাপন করিতে পারি। হে পাতকীর এক মাত্র সহায়! চিরদিন হৃদয়ের সহিত তোমার পুত্র কন্যাদিগের সেবা করিয়া তৃষিত আত্মাকে চরিতার্থ করিব বলিয়া যেমন তুমি কৃপা করিয়া এই জঘন্য পাতকীকে তোমার পবিত্র গৃহে স্থান দান করিলে, তেমনি হে মঙ্গলময় পিতা! আমার ক্ষুদ্র আত্মাতে চিরদীনতা রক্ষা কর, যেন ভ্রমে পড়িয়া কখন আপনার দীনতাকে বিস্মৃত না হই!

সম্বাদ।

উপাসক মণ্ডলীর সঙ্গতে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। আন্তরিক গূঢ় পাপাসক্তি বিনাশ করিয়া চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য সভ্যেরা বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছেন। প্রত্যহ আত্মানুসন্ধান, সাধুসঙ্গ এবং ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা দ্বারা অনেকেই নূতন উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

নাটোর নগরে ৬ই শ্রাবণে একটী প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি রবিবারে তথাকার সবডেপুটী কালেক্টরের বাটীতে এই সমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

গত ১০ই আষাঢ় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উক্ত সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার, প্রাতঃকাল, অপরাহ্ন এবং সায়ংকালে উপাসনা করেন। কতকগুলি ব্রাহ্মিকাও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল বরিশালে একটী সঙ্গত সংস্থাপিত হইয়াছে।

৭ই শ্রাবণ সোমবার ভারতাশ্রমের প্রাত্যহিক উপাসনান্তে আমাদের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন হইতে প্রচারের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্ম প্রচারকেই তাঁহার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আগামী শনিবারে ঢাকা নগরে গমন করিবেন। সেখানে দুই সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিবেন এই রূপ মনস্থ করিয়াছেন।

একটী মুসলমান জাতীয় স্ত্রীলোক রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকার ব্রাহ্মগণও যথেষ্ট আদরের সহিত তাঁহার সহায়তা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি তাঁহাকে অগ্রে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এক্ষণে বহু লোকের সমাগম হইতেছে। স্থানাভাবে অনেকে বসিতে স্থান প্রাপ্ত হন না। কিন্তু তথাপি তাঁহারা দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন। একটী বিষয়ে উপাসকদিগকে আমরা পুনরায় স্মরণ করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছি। কেহ সে সময় বিকট শব্দের সহিত গৃহের মধ্যে থুঁথু ফেলিবেন না, এবং নমস্কারাদি কোন লৌকিকতা প্রকাশ করিবেন না। আর নিদ্রার সম্বন্ধেও একটু সতর্ক হইবেন। শরীরের অবসন্নতা ও মনের স্থিরতা বশতঃ কেহ কেহ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। কিঞ্চিৎ সাবধানের সহিত সম্মুখস্থ সেই জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া স্বীয় জীবনের দুরবস্থা স্মরণ করিলে আর এরূপ হইবে না।

কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদ্বেষী বাবু প্রায় তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরের নিকটে এক বারয়ারী পূজা করেন। তথাকার ব্রাহ্মগণকে অপমান করিবার জন্য এই উপলক্ষে উপাসনা গৃহেও তাঁহারা অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই জন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যও কি গতিকে পড়িয়া উক্ত তামসিক ভাবপূর্ণ পৌত্তলিক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু অপর ব্রাহ্মগণের উত্তেজনায় তাহার মধ্যে এক জন স্বীয় দোষের জন্য অনুতাপ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি অবশিষ্ট এক জন তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন। এই সকল ব্যবহারের জন্য আমরা সামাজিক শাসনের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করি। যাহা হউক দুই জনের দোষে তথাকার "ব্রাহ্মসমাজ" দোষী হইতে পারে না।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বের "সমাজ সংগঠন প্রণালী" সম্বন্ধে আপনারা যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। ভরসা করি ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী ব্যক্তিগণ মাত্রই ঐ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিবেন। ফলতঃ যত দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে ঐরূপ কোন নিয়ম অবলম্বিত না হইবে, তত দিন ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা জগতের উপকারের প্রত্যাশা

অতি অল্পই করা যায়। সত্য বটে, এক শতের মধ্যে দশ জন থাকেন কি না সন্দেহ, কিন্তু তাহাতেও আমরা তাদৃশ অনিষ্টাশঙ্কা করি না। যদি একশত ব্রাহ্মের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মও পিতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তবে তাঁহাদের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মদের মধ্যে সামাজিক কোন শাসন না থাকায় যে কত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিজ জীবনেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কত সময় সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পিতার স্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করত নিজে পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি ও ভ্রাতৃদিগকে কষ্ট দিয়াছি। জীবনে সর্ব্বদাই জোয়ার ভাঁটা উপস্থিত হইতেছে, ভাঁটার সময় অবিশ্বাস ও নিরাশা আসিয়া হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, তখন ক্ষুদ্র একটী প্রলোভনেই যে মন আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ কি? এই প্রকার অবস্থায় পড়িয়া কত ব্রাহ্মের পতন হইয়াছে। তখন পিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরও করা যায় না। যিনি পিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিতে পারেন তাঁহার মন পাপ প্রলোভনে আকৃষ্টই বা হইবে কেন? তাঁহার উপর সামাজিক কোন শাসনও প্রয়োজন করে না। পাপের অবস্থায় সামাজিক কোন শাসন থাকিলে বোধ হয় অল্প বিশ্বাসী ব্রাহ্মেরা শাসনের ভয়ে পাপ প্রলোভন হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া পিতার প্রেমামৃত পান করিয়া চিরসুখী হইতে পারেন। অপর যখন সকল মনুষ্যের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্টি হয়, তখন কোন নিয়মে আবদ্ধ না হইলে যে একতা স্থাপন হইবে তাহা অসম্ভব। অতএব সমুদয় ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে আমরা সানুনয়ে বলিতেছি যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য রক্ষা হইতে পারে শীঘ্র তৎবিষয়ে সকলে যত্নবান হউন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আসাম নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীমহিমচন্দ্র রায়

কৃতজ্ঞতার সহিত ব্রহ্মমন্দিরের ঋণ পরিশোধার্থ দান স্বীকার।

প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	সাং মোড়পুকুর ...	৮
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		" খুলনা ...	১০
প্যারীলাল রায়	...	" বরিশাল ...	৫
বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন	...	" ঐ ...	৫
দীনবন্ধু সেন	...	" বরিশাল ...	২
যাদবচন্দ্র দত্ত	...	" চুঁচুড়া ...	২
হরনাথ ভট্টাচার্য্য	...	" কটক ...	১০
ব্রজ সুন্দর মিত্র	...	" ঢাকা ...	২৫
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		" ময়মনসিংহ ...	৩
গোবিন্দচন্দ্র দাস	...	" ঢাকা ...	৪
শরচ্চন্দ্র দত্ত	...	" বিথলজ ...	৩
মহেন্দ্রনাথ বসু	...	" এলাহাবাদ ...	৩
লক্ষ্মীকান্ত দাস	...	" বিদ্যনাথ ...	৭
৪ জন ব্রাহ্ম	...	" ঐ ...	৪
ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী		" ...	১
উমেশচন্দ্র ঘোষ	...	" ...	৫

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	
পূর্ব্ব ঋণ				৬০।৶৫
নির্দ্দিষ্ট আসন	৪৭॥০	৩৮৲	৩৭৲	
দানসংগ্রহ	৭৵০	৩⁄১০	৫।৵১০	
	৫৪।৵০	৪১⁄১০	৪২।৵১০	

ব্যয়

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	
প্রচার	৩৩৵৫	২০।⁄	১৬৶⁄	
আলোক	১৬।৵১০	১২৶৶১৫	১৪৶⁄১০	
বেতন	২০॥⁄১৫	৯॥৵১৫	১১৶৫	
দ্রব্যাদি ক্রয়	৫৲			
ক্ষুদ্র ব্যয়	৪৲১০	৩.১০	⁄১০	
	৭৯৶০	৪৬।০	৪৩।৶৫	
আয়	১৩৮৵০			৩৩৸৫
ব্যয়	১৬৮৶৵৫			৯১৲১০

বিজ্ঞাপন।

বার বার ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য চাহিয়াও আমরা আজও যে সকল গ্রাহকদিগের নিকট হইতে মূল্য পাইলাম না আমরা তাঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহারা সদয় হইবেন, বিনীতভাবে আমরা তাঁহাদিগকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুরষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ২রা শ্রাবণ মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩য় ভাগ।
১৫ সংখ্যা।

১লা ভাদ্র, শনিবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফস্বল ঐ ৩।

প্রার্থনা।

হে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের স্বামী পরমেশ্বর! নিকৃষ্ট সুখের চির ক্রীত দাস এই ক্ষুদ্রাশয় পাপীরা তোমার মহিমা কি বুঝিবে বল। আমাদের দৃষ্টি সংসারেই বদ্ধ, ইন্দ্রিয় সুখ বাসনাই আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব; যদিও দুঃখে পতিত হইয়া তোমাকে কখন কখন স্মরণ করি, কিন্তু হে নাথ! আমাদের আশা উৎসাহ চেষ্টা উদ্যম সকল পার্থিব ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকে। তোমার রচিত এই সংসার আমাদের প্রিয়বস্তু হইল, কিন্তু তুমি আমাদের চক্ষে প্রলোভনের সামগ্রী হইলে না। হায়! তোমাকে চিনিতে না পারিয়া আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে। এই পৃথিবী তোমার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া রাখিল, কিন্তু তুমি যে সুখস্বরূপ প্রেমময় পিতা তোমাতে আমাদের মন মজিল না। তোমার ন্যায় সুহৃদ আমাদের আর কে আছে, তুমি যেমন আমাদিগকে ভাল বাস এবং উদার ভাবে চির দিন পুনঃ পুনঃ ক্ষমা কর, তেমন আর কে পারিবে? তুমি যেমন আমাদিগকে জান, এবং তুমি যে ভাবে আমাদিগকে প্রতিপালন কর তেমন আর আমাদিগকে কে জানে এবং প্রতিপালন করে? তথাপি তোমার জন্য হে জীবনের জীবন! আমাদের প্রাণ ক্রন্দন করে না। স্বার্থেতে অন্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ মনে কেবল আমরা নিজেদেরই ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া দিন কাটাইলাম; তুমি যে কি পরমবস্তু, তোমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করা যে কি গৌরবের বিষয়, তাহা জানিলাম না। দয়াময়, তুমি একবার তোমার সেই স্বর্গীয় শোভা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই; এবং এইটী একমাত্র আমাদের প্রার্থনা হউক যে "ঈশ্বরের নিকট আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা, এবং তাঁহারই জন্য আমি চেষ্টা করিব, যেন পরমেশ্বরের আলয়ে যাবজ্জীবন বাস করিয়া আমি তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি, এবং তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করি।"

ফলাফল বিবেকীদিগের নৈতিক মত।

মনুষ্যসমাজ দিন দিন যে পরিমাণে জ্ঞান, সভ্যতা, ও পার্থিব উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতেছে সেই পরিমাণে সহজ জ্ঞানলব্ধ ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে অতি হীন হইয়া পড়িতেছে। মানব স্বভাবের অযত্ন সম্ভূত আদেশ সকল বর্ত্তমান শতাব্দীর অন্তর্ভেদী প্রখর যুক্তি তর্কের করালদন্তে পেষিত হইয়া

যেমন এক দিকে ভ্রম কুসংস্কার হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে, তেমনি অপর দিকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অবিনশ্বর মূল সত্যের প্রতি লোকের চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতেছে। জ্ঞান প্রভাবে মনুষ্য এক্ষণে সন্দেহের দিকেই অধিকতর হেলায়মান হইয়া থাকেন; কি জানি কোন্ অসার ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়া পাছে তাঁহাকে বর্ত্তমান সুখে বঞ্চিত হইতে হয় এই আশঙ্কাই তাঁহার অধিক; কিন্তু ভ্রম কল্পনার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া প্রকৃতিজাত অবিকৃত সহজ সত্য সকল পরিত্যাগ করিতে কেহ তাদৃশ ভীত নহেন। সত্যানুসরণের তুমুল কোলাহলের মধ্যে প্রকৃতির আদেশ আর এক্ষণে কাহার কর্ণগোচর হইতেছে না। জ্ঞানালোচনার স্রোতে আদিমাবস্থার স্বর্গীয় ভাব সকল ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। ইয়োরোপের জড়বাদী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন সাধারণের মনে অতি মারাত্মক সন্দেহ সকল উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মের বন্ধনকে শিথিল করিয়া দিয়াছেন, তেমনি নীতি সম্বন্ধেও একটী নূতন মত সংস্থাপনের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং আশু সুখাভিলাষী স্বার্থের দাস মনুষ্যগণ অতি সহজেই অল্প কাল মধ্যে এই নূতন মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। সত্য পালন, দাম্পত্য প্রণয়, ন্যায় ও পবিত্রতা সম্বন্ধে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কর্ত্তব্যজ্ঞান বিবেক এ সকল সুখের অধীন হইতেছে। বর্ত্তমান কালের প্রধানতম রাজনীতিজ্ঞ এবং জনসমাজের উন্নতির ইতিহাস লেখক পণ্ডিতগণ দ্বারা বিশেষ রূপে এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যদিও ইহা একটী সম্পূর্ণ নূতন মত নহে, কিন্তু কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ইহা এক্ষণে নূতনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

ফলাফলবাদী পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে নীতির কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র মূল অস্তিত্ব নাই। মনুষ্যসমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রকার ঘটনার মধ্যে পতিত হইয়া লোকে যে সকল ঘটনাকে সুখপ্রদ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে তাহাতেই নীতির ভাব আরোপ করিয়াছে। অধিকাংশের যাহাতে অধিক সুখ সাধিত হয় তাহাই নীতির আদর্শ। স্বার্থ ব্যতীত কোন কর্ত্তব্য নাই। যে যে কোন কার্য্য করে তাহাতে তাহার নিজ সম্বন্ধীয় কোন অভিসন্ধি আছে। ন্যায় অন্যায়ের সহিত সুখ দুঃখের অতি অচ্ছেদ্য গূঢ় সম্বন্ধ। যে কার্য্যে নিজের এবং জনসমাজের সুখ বৃদ্ধি হয় তাহাকেই ন্যায়ানুমোদিত বলা যায়; আর যাহাতে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হয় তাহাকেই অন্যায় কার্য্য বলা যায়। এই কার্য্যটী ভাল এই কার্য্যটী মন্দ ইহা আমরা কিরূপে স্থির করি? কেবল সুখ দুঃখের তারতম্য অনুসারে তাহা স্থির হয়; তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।

একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে ধূর্ত্ত রাজাগণের দ্বারা প্রথমে ধর্ম্মনীতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা প্রজা শাসনের জন্য যথেচ্ছাচারীকে নিন্দা করিত এবং জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক হইলে তাহাকে নানা প্রকার উপাধি ও প্রশংসা দ্বারা পুরস্কৃত করিত। স্বার্থের দাস,প্রশংসাপ্রিয় মনুষ্যের স্বভাবতঃই ইহাতে ক্রমে অনুরাগ জন্মিল, তাহা দেখিয়া অন্যের আবার অনুকরণ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইল, এবং তাহারা দেখিল যে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র হওয়া অপেক্ষা সংযতেন্দ্রিয় হওয়াতে অনেক উপকার আছে এবং তাহাতে কোন দুঃখজনক ফলভোগ করিতে হয় না, এইরূপ শুভ ফল দেখিয়া ক্রমে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মনীতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেকে ইহা যখন দেখিল যে অন্য একজন কোন বিষয়ে কিছু ত্যাগস্বীকার করিলে তাহার নিজের তাহাতে বিলক্ষণ লভ্য আছে, তখন পরস্পর পরস্পরের নিকট ত্যাগস্বীকার মতের উৎকৃষ্টতা প্রচার করিতে

লাগিল। ইহা দ্বারা ক্রমে এই ফল হইয়াছে যে সকলে একমত হইয়া লাভজনক কার্য্যকে "ধর্ম্ম" এবং ক্ষতিজনক কার্য্যকে "অধর্ম্ম" বলিয়া গণ্য করে।

কলাফলবাদীদিগের প্রধান গুরু মেঃ হ্যুম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, কেবল ভাল বলিয়া কোন বিষয়কে ভাল বাসা ইহা অসম্ভব। যখন ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের কথা আমরা বলি তখন আমাদের প্রতি তাঁহার মঙ্গল ভাবের কথা মনে করি। ঈশ্বরভক্তি আর কিছুই নয় কেবল এইরূপ আমরা ভাবি যে যাঁহার ইষ্টানিষ্ট সাধনের উভয় ক্ষমতাই আছে তিনি কেবল আমাদের ইষ্টই সাধন করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সুখ দুঃখ কেবল এই বিশ্বাস হইতে হয় যে আমরা ঈশ্বর হইতে উহা পাইতেছি। ইহাঁদের মতে কোন না কোন প্রকার স্বার্থ ব্যতীত কেহ ভাল কার্য্য করে না। লোকের প্রশংসা,উপকারের বিনিময়ে উপকার প্রাপ্তির আশা, এবং আপনার ও অন্যের ইচ্ছা চরিতার্থ জনিত, আত্মগৌরব এই সকল কারণ দাতার দাতব্য কার্য্যের প্রবর্ত্তক। পরদুঃখকাতরতা কেবল নিজের সম্বন্ধে সেই রূপ কোন ভাবী বিপন্নাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া উদিত হয়। বন্ধুত্ব লাভের স্পৃহাতেই লোকে অন্যের সঙ্গে বন্ধুতা করে। ইহাঁদের মতে মনুষ্যস্বভাবে নীতির কোন স্বাভাবিক মূল নাই, ভক্তি ন্যায় কৃতজ্ঞতা দয়া পবিত্রতা এ সমস্তই বহুদর্শিতা ও ফলাফল বিচার দ্বারা সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছে। যাহারা আপনার সুখচেষ্টায় মগ্ন হইয়া থাকে তাহারাই নিঃস্বার্থ বীর পুরুষ। অর্থাৎ পরের মঙ্গলের সঙ্গে তাহার নিজের মঙ্গল একীভূত হইয়া গিয়াছে। যাহারা চতুরতার সহিত কেবল আত্মসুখ অন্বেষণ করে তাহারাই ধার্ম্মিক। প্লেটোর মতে পাপ কেবল নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। নৈতিক উন্নতির জন্য দুইটী বিষয় আবশ্যক ;—প্রথম নিজের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সমন্বয় করা, দ্বিতীয় আত্মসুখের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানতাকে বিনাশ করা। সমষ্টিতে সত্যপ্রিয়তা এবং পবিত্রতার দ্বারা যদি কষ্ট দূর হওয়া অপেক্ষা আরও অধিক কষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতে মনুষ্য সুখী না হইয়া যদি সে আরও সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, তবে তাহা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি সৎকার্য্যে আমাদের নিজের কোন স্বার্থ না থাকে তবে তাহা তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্যশ্রেণী হইতে বিদূরিত হইয়া যায়।

সামান্যতঃ "এপিকিউরিয়ান" মতাবলম্বীদিগের নিম্নলিখিত এই চারিটী বিধির মধ্যে আধুনিক ফলাফলবাদীদিগের ধর্ম্মনীতি অবস্থিতি করিতেছে। (১) যে সুখে কোন দুঃখের উৎপত্তি হয় না তাহাই গ্রহণীয়। (২) যে দুঃখে কোন সুখ উৎপাদন করিতে পারে না তাহা পরিহার্য্য। (৩) সে সুখ পরিহার্য্য যাহাতে অধিকতর সুখের ব্যাঘাত হয়, অথবা যদ্দ্বারা অধিকতর দুঃখ উৎপন্ন হয়। (৪) সেই দুঃখ বহনীয় যাহা দ্বারা অধিকতর দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, অথবা যাহাতে অধিকতর সুখ লাভ হয়।

দাবাগ্নির ন্যায় এই সাংঘাতিক অধর্ম্মনীতি এক্ষণে শিক্ষিত সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। এই জন্য আমরা বাহুল্যরূপে এ বিষয়ের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। বিপক্ষ পক্ষের যে সকল যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আছে তাহা প্রদর্শন করিয়া পশ্চাতে আমরা ইহার অসারতা প্রতিপন্ন করিব। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী বিশেষ আলোচনার বিষয়, অতএব ভরসা করি আমাদের পাঠকগণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও।

নির্ব্বোধেরা দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান-

দান করিয়া অন্যান্য লভ্য বর্ত্তমান সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। যে আশা চরিতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিম্বা হইলেও যাহার পশ্চাতে নিরন্তর ধাবিত হইবার কোন প্রয়োজন রাখে না, তাহাতে সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিলে কেবল নিরাশা বিষণ্নতাই ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। অধিকন্তু ইহাতে ঐহিক পারত্রিক উভয় দিকই হারাইতে হয়। কল্পনার মুগ্ধকর প্রলোভনে বিভ্রান্ত হইয়া কত লোক এইরূপে এই পৃথিবীতে নিশাগ্রস্ত পথিকের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। মুহূর্ত্ত কালের জন্য তাহাদের অন্তরাত্মা বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। মরীচিকার ন্যায় সুখলালসা তাহাদিগকে একবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সেই আশার বস্তু একবার হস্তগত হইলে তখন আর তাহার কোন আকর্ষণ থাকিবে না; ভূতকালের পুরাতন বস্তুর মধ্যে তাহা গণ্য হইয়া যাইবে। এই জন্য কথিত হইতেছে যে তোমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরেতেই আনন্দিত হও। যে আনন্দ কখন পুরাতন হয় না, এবং যাহা সর্ব্বকালে সর্ব্ব স্থানে লভনীয়, এবং যদ্দ্বারা সকল ক্ষতি, সকল অভাব পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সেই চির আনন্দে আনন্দিত হও। যেখানে ভক্তমণ্ডলী প্রেম বিগলিত হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম গান করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, ভক্তির সহিত তাহাতে যোগ দান করিয়া সেখানে তুমিও আনন্দিত হও। পুণ্যময়ের পুণ্যক্ষেত্রে যাঁহারা নিষ্কামভাবে উৎসাহ অনুরাগের সহিত দিবানিশি পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তুমি আনন্দিত হও। পরব্রহ্মের গুণ শ্রবণ মনন সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দিত হও। তাঁহার অতুল কীর্ত্তি, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, গভীর জ্ঞান কৌশল পর্য্যালোচনা করিয়া আনন্দিত হও। এবং তাঁহার তত্ত্বরসে নিমগ্ন থাকিয়া সদানন্দে কাল যাপন কর।

মনুষ্য এইরূপে যদি ঈশ্বরেতে আনন্দিত হইতে না পারে, তবে তাহার দুঃখ দুর্দ্দশা কোন কালে অপনীত হইবে না। যখন দেহেতে যৌবনের বলবীর্য্য সুখ স্বাস্থ্য আছে, এবং মনেতে ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি উৎসাহ উদ্যম তেজস্বিতা আছে, তখন যদি ঈশ্বরেতে আনন্দিত না হও তবে কি ভগ্ন রুগ্ন ইন্দ্রিয় বিকল শরীরে, এবং দুর্ব্বল পরিশ্রান্ত নির্জ্জীব মনে তাঁহাতে আনন্দিত হইবে? যদি ঈশ্বর-গত প্রাণ প্রিয়তম হৃদয় বন্ধুদিগের সুখময় পবিত্র সহবাসে আনন্দিত হইতে না পারিলে, তবে কি একাকী অসহায় অবস্থাতে পরীক্ষা-পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে পড়িয়া কখন আনন্দিত হইতে পারিবে? অবস্থা যখন অনুকূল আছে, অমৃতধামের যাত্রী সত্যব্রতপরায়ণ সহযোগীরা যখন জীবিত আছেন, শরীর মনে যখন উৎসাহ বল পরিপূর্ণ আছে, তখনইতো ঈশ্বরেতে আনন্দিত হইবার বিশেষ সময়। যখন দুঃখ দরিদ্রতা আসিয়া পরিবেষ্টন করিবে, আত্মীয়গণ একে একে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন, দেহে আর বল থাকিবে না, পৃথিবী পুরাতন হইয়া যাইবে, প্রাণাধিক বন্ধুগণের স্নেহানুরঞ্জিত ধর্ম্মোৎসাহ পূর্ণ সুন্দর মুখ মণ্ডল আর দেখিতে পাইব না, সেই বিষম পরীক্ষার দিনে আমরা দয়াময়ের চরণে পতিত হইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিব; কিন্তু আনন্দময় ঈশ্বর যখন আনন্দধামে বসিয়া তাঁহার প্রিয় সাধকগণের সহিত মহোৎসব করিতেছেন, এবং আমাদিগকেও সেই আনন্দ সম্ভোগ করিতে দিতেছেন, তখন আমরা কেন তাহাতে বঞ্চিত হইব? তিনি যখন আবার আমাদিগকেও সেই ভীষণ ভয়াবহ শ্মশান ভূমিতে লইয়া গিয়া ঘোর বিপদের অন্ধকার মধ্যে ক্রন্দন করিতে বলিবেন, তখন আমরা ক্রন্দন করিব। কিন্তু উৎসবের শান্তি নিকেতনে যখন বাস করিতেছি, এবং নব দম্পতির বাসর গৃহে তিনি বসিয়া আমাদিগকে

থাকিতে দিয়াছেন, তখন কিছুতেই আমরা নিরুৎসাহী বা নিরানন্দ হইব না।

যাঁহারা মনে করেন ভবিষ্যতে আরও প্রাচীন হইয়া চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের আনন্দ সম্ভোগ করিব এক্ষণে সংসারের মধ্যে পাপের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া সুখী হই, তাঁহারা মোহ বশতঃ দেখিতে পাইতেছেন না যে ভবিষ্যৎ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে চিরদিন বর্ত্তমানের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে; এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারা আরও সুপরিপক্ক প্রাচীন পাপী হইবেন। এক্ষণে সংসারের সুখ ভোগ করি, ভবিষ্যতে ধর্ম্মের আনন্দ উপভোগ করিব এরূপ যাঁহাদের মত, তাঁহাদের উভয় দিকই কাল্পনিক সুখের অন্ধকারে পরিপূর্ণ। অতএব ভবিষ্যতের উপর জীবনের কোন আশা স্থাপন করিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। যাহা কিছু করিতে হয় তাহা বর্ত্তমানেই করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি বর্ত্তমান কালে পরিত্রাণ না পাই এবং ঈশ্বরেতে আনন্দিত হইয়া পাপ সকল পরিত্যাগ না করি, তবে সুখের ভবিষ্যৎ, কল্পনার ভবিষ্যৎ আর আসিবে না। জীবের পরিত্রাণের সঙ্গে কালের কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ত্তব্য জ্ঞান বিকসিত স্বাধীন আত্মার সহিত দেশ কালের অতীত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ তাহার মধ্যে কালের কোন ব্যবধান নাই। ঈশ্বরও বর্ত্তমান, আত্মাও বর্ত্তমান, তবে আর ভবিষ্যতে আমরা কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি? ভবিষ্যৎ কি আমাদের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তাই আমরা তাহার আশায় আপনাদিগকে আশ্বাসিত করিব? পাপাভ্যাসের ক্রীত দাস আত্মা কি এই ভাবে দিন কর্ত্তন করিয়া সহসা একদিনে পুণ্যবান্ হইয়া উঠিবে? তাহা অসম্ভব। কাল কখন নিশ্চেষ্ট পাপীর পাপকে ক্ষয় করিতে পারে না, বরং আরও বর্দ্ধিত করিতে পারে। কিন্তু ভজন সাধনে সকল পাপ ক্ষয় হয়। অতএব বর্ত্তমানেই সকলে ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিয়া একবারে পাপের মূল বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। কর্ত্তব্যের সহিত ভবিষ্যতের কোন সম্বন্ধ নাই। পাপী হইয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকা আর মৃত্যু উভয়ই সমান।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

পুরুষোত্তম মহাতীর্থ।

পুরী সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অতি নির্জ্জন ও প্রাকৃতিক শোভাবিশিষ্ট স্থান বলিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন ধর্ম্মসংস্কর্ত্তাগণ জীবনের শেষাবস্থায় তথায় অতিবাহিত করিতেন। ৮০০ শত খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্য্য এখানে আসেন এবং কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া যান। শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বতন ঋষিদিগের পদবী অনুসরণ করেন নাই, তিনি দেশে দেশে, নগরে নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে উপনিষদ্ ও বেদ অধ্যয়নের জন্য এক একটী মঠ স্থাপন করিতেন। পুরীতে তাঁহার স্থাপিত একটী মঠ ও তাহাতে একটী পুস্তকালয় আছে। সেই মঠটী সমুদ্রের উপকূলে বালুরাশির মধ্যে সংস্থাপিত। আমরা তাহা দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম। সেখানে আমরা দুই দিন গিয়াছিলাম। মঠের মহন্তটী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক, এবং বিলক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি অদ্বৈতবাদী, তাঁহার বাড়ী দ্রাবিড়ে, প্রায় দশ বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন। তিনি প্রায় সংস্কৃত কহিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথোপকথন করিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। তিনি মঠেতে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করেন না এজন্য এক শিষ্যের অন্বেষণে আছেন। তিনি বলিলেন যে মাটিয়ারির জমিদার প্রাণনাথ বাবু সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লেখেন। তথায় এখন অনেক দেব দেবীর মুর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। উহার একটী ঘরে প্রকাণ্ড আলমারিতে অনেকগুলি পুস্তক আছে। তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত। এখন সেই সকল পুস্তক পড়া দূরে থাকুক কেবল আলমারিটীর পূজা

হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য এখানে ও বঙ্গে বৌদ্ধদিগের মত বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছিলেন।

১২০০ শত খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যবাসী রামানুজ এখানে আসিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত ভাল ভাল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত। তিনি অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। এবং মূর্ত্তি পূজা উচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

১৩০০ শত খৃষ্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রামানন্দও এখানে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি প্রাণস্বরূপ সত্যস্বরূপ এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে দেশে দেশে, নগরে নগরে, ভ্রমণ করিতেন। তিনি বিশেষরূপে জাতিভেদ অস্বীকার করিতেন। "ঈশ্বরের সকল মনুষ্য সমান," এই মতটী তিনি অত্যন্ত প্রেমের সহিত প্রচার করিতেন। তিনি বারজন শিষ্য লইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নীচ জাতীয়। একজন চামার, একজন নাপিত, ও কয়েকজন তাঁতি ছিল। রামানন্দ ঈশার ন্যায় শিষ্যদিগকে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে এবং তাহাদিগকে মনুষ্যের দয়ার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেন। পুরীতেও তিনি বিশেষ সমাদৃত ছিলেন।

কবির তাঁহারই শিষ্য, পুরীতে এখনও একটী তাঁহার নামে মঠ আছে। তিনি এমন উদার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন যে হিন্দু মুসলমান অবাধে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য তিনি দ্বারে দ্বারে বলিয়া বেড়াইতেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বর একই। ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপী নাম অন্তরাত্মা। সেই অন্তরাত্মাকে মুসলমানদের আল্লা বলিয়াই ডাক, আর হিন্দুদের রাম বলিয়াই ডাক, তাহাতেই তিনি উত্তর দিবেন; এবং সকলের নিকট অন্তরাত্মারূপে প্রকাশিত হইবেন। যদি সেই সর্ব্বস্রষ্টা মন্দিরেই বাস করেন, তবে এই সুবিশাল বিশ্ব কাহার মন্দির? হিন্দু ঈশ্বরের বাসস্থান পূর্ব্ব দিকে, মুসলমান ঈশ্বরের বাসস্থান পশ্চিমদিকে, কিন্তু তোমার হৃদয়ে প্রবেশ কর, সেখানে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে। সকল পদার্থে সেই এক ঈশ্বরকে দর্শন কর, এই পৃথিবী যাঁহার তিনিই সমস্ত উপাসকের পিতা, আলি ও রামেরও পিতা।

উড়িষ্যা অঞ্চলে ধর্ম্মের বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল। এখনও বঙ্গদেশস্থ নদিয়াবাসী চৈতন্যের মঠও এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মঠটী সমুদ্রের অত্যন্ত নিকটে, কিন্তু বালুরাশির মধ্যে ইহার অর্দ্ধেকটা প্রায় বসিয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে যে এই স্থান হইতে তাঁহার তিরোভাব হয়। কিন্তু সকল মঠই এক জগন্নাথের প্রভাবে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মসংস্কর্তাগণ ভারতবর্ষকে বিশেষ ধর্ম্মভাবে আন্দোলিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুরীতে আসিয়া নির্জ্জনে অবস্থিতি করত স্বীয় স্বীয় জীবনে যোগ সাধন করিতেন। এই কারণে পুরী বিশেষরূপে ধর্ম্মসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৫ শক।

আমাদের মধ্যে যে কিছু সাধুতা, তাহা কেবল আমাদেরই ধর্ম্ম সাধনের ফল, যাঁহারা এই প্রকার মত গ্রহণ করেন তাঁহাদের অহঙ্কার এবং পতনের সীমা থাকে না; কেন না তাঁহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। আবার যাঁহারা বলেন, পরিত্রাণের জন্য আমাদিগকে কিছুই করিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরের করুণাই মনুষ্যকে মুক্তি দান করে, তাঁহারাও ভ্রান্ত; কারণ এই মত, আলস্য এবং পাপকেই প্রশ্রয় দেয়, ইহাতে কেহই যথার্থ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বরের কৃপা এবং আমাদের ইচ্ছা ও প্রাণগত উদ্যম এই উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক; যাঁহারা এই অভ্রান্ত এবং নির্ম্মল মত স্বীকার করেন তাঁহারাই ব্রাহ্ম। অন্যথা যদি ইহা সত্য হইত; যে ঈশ্বর দয়া করুন আর নাই করুন মনুষ্য চেষ্টা করিলেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর এবং তাঁহার দয়ার প্রয়োজন হইত না। অথবা ইহা যদি ঠিক হয় যে মনুষ্যকে কিছুই করিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরই দয়া করিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে উদ্ধার করেন, তবে ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীতে কোন সাধন এবং চেষ্টা কিছুই হইত না; এবং ঈশ্বর সম্পর্কে সমস্ত মনুষ্য জাতি নিশ্চেষ্ট এবং নির্জ্জীব থাকিত। অতএব এই দুই দিকেই বিপদ, ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই মীমাংসা করিতেছেন, ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই উভয়ই আবশ্যক, ইহার কোনটী ছাড়িলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় না। এই দুইটী মত ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্ব পশ্চিম, অগ্

তের সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় এই দুই দিগে বিভক্ত. কেবল আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ ইহাদের মধ্য স্থলে সংস্থাপিত। ব্রাহ্মধর্ম্মে কি সুন্দর স্বর্গীয় সন্ধি ! ! এক দিকে ঈশ্বর আর এক দিকে মনুষ্য। উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম হইতেছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়কে সম্মিলিত করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। যদি বল, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" ব্রহ্ম কৃপাতেই জগতের পরিত্রাণ, তাহা হইলে অহঙ্কারী মনুষ্য ধর্ম্ম সাধনে নিরুৎসাহী হইয়া ক্রমশঃ গভীরতর পাপে নিমগ্ন হইবে। আবার যদি বল সাধুতা এবং ধর্ম্ম জীবন আমাদের সাধনের ফল, তবে আর কেহই ঈশ্বরে নির্ভর করিবে না, সুতরাং ঈশ্বর শূন্য ধর্ম্ম সাধনে মনুষ্যের অহঙ্কার এবং কঠোরতা আরও বৃদ্ধি হইবে। এই দুই দিক্ দেখিলে স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্ন হয়, যথার্থ মত কি? কিন্তু ইহা কেবল মতের সংগ্রাম নহে। আপাততঃ ইহা কেবল মতের বিবাদ বোধ হইতে পারে; কিন্তু মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন পাঠ কর, দেখিবে এই দুইটী ভ্রান্ত মত হইতে জগতের কত অনিষ্ট হইয়াছে এবং কত সহস্র লোকের জীবন এই দুই মতের দ্বারা নিতান্ত ঘৃণিত এবং অসাড় হইয়া গিয়াছে। যাহারা মনে করিত ধর্ম্মজীবন কেবল আমাদেরই সাধনের ফল, তাহারা যখন দেখিল যে অনেক কঠোর সাধন এবং বহু কালের অনুষ্ঠানের পরেও তাহাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইল না, অনেক সাধু সঙ্গ এবং শত শত সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়াও মন ভাল হইল না, তখন ক্রমশঃ নিরাশ হইয়া তাহারা ভগ্নোদ্যম এবং নিশ্চেষ্ট হইতে লাগিল, এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিল যে মনুষ্যের চেষ্টাতে কিছুই হয় না, তাহাতে কেবল অহঙ্কারই বৃদ্ধি হয়। ভ্রান্ত লোকেরা মনে করে ইহা বিনয়ের কথা; কিন্তু ইহা প্রকৃত বিনয় নহে। কেন না যাহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট এবং নির্জ্জীব হইয়া, ভাল হইতে ইচ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে তাহাদের অন্তরে নিশ্চয়ই গূঢ়তম অহঙ্কার এবং ভয়ানক পাপাসক্তি প্রবেশ করিয়াছে সুতরাং অবকাশ পাইয়া কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সেই দুর্দ্দান্ত রিপুকুল আবার প্রবলতর হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করে। এই অবস্থায় যাহারা মুখে কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর অথবা দয়াময় দয়াময় বলে, তাহাদের কপট মন আরও গুরুতর পাপে কলুষিত হয়। কেননা যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্তরে পাপ সকল পোষণ করে, এবং গোপনে পাপের সুখ ভোগ করে, তাহারা যে ঈশ্বরের নাম লইয়া ধর্ম্মের ভাণ করে, তাহা তাহাদের আন্তরিক জঘন্যতা ঢাকিবার জন্য কুটিল অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্তরে আহ্লাদের সহিত জঘন্য রিপু সকল পোষণ করিব, অথচ মুখে বলিব যে পাতিতপাবন ঈশ্বর নিজ দয়া গুণে আমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, ইহা বাস্তবিক কপট ধূর্ত্তের কথা। ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিবার অর্থ এই নহে যে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকে আলিঙ্গন করিয়া কেবল মুখে যদি বলি হে ঈশ্বর ! আমাকে উদ্ধার কর, সেই কথাতেই ঈশ্বরের দয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিব, অথচ অন্তরে পাপের সেবা করিব, যাহারা এই রূপ কপট ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, তাহা কখনই পূর্ণ হয় না, ইহাতে কেবল ঈশ্বরের দয়ায় অবিশ্বাস এবং আত্মার গুরুতা বৃদ্ধি হয়। এই জন্য বলিতেছি ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর, এবং মনুষ্যের নিশ্চেষ্টতা অথবা ঈশ্বরের দয়া অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মজীবনের জন্য মনুষ্যের কঠোর সাধন এই উভয় দিকেই ভয়ানক বিপদ। অতএব যে পথে অগ্রসর হইলে ভয় নাই, ব্রাহ্মসমাজকে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। গত বারে [আমরা শুনিয়াছি আমাদের নিজের ইচ্ছাই পাপের উৎপত্তি স্থান। ইহা সামান্য সত্য নহে; ইহা জীবনের একটী অমূল্য রত্ন। প্রকৃত রূপে এই রত্নের ব্যবহার করিলেই অনায়াসে আমরা প্রেমধামে যাইতে পারি। কেননা যদি ইহা নিশ্চয় হইল যে জগতের মধ্যে যাহা কিছু পাপ এবং অপবিত্রতা সমুদয়ই মনুষ্যের ইচ্ছার ফল, এবং মনুষ্য অনুমতি না দিলে পাপের সাধ্য নাই যে তাহাকে স্পর্শ করে, তবে আমরা ইচ্ছা করিলেই তাহার বিপরীত পুণ্য পথে যাইতে পারি। এই পুণ্য পথে অগ্রসর হইবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতা রূপ মহারত্ন দান করিয়াছেন। ইহার বলে একদিকে যেমন মন্দ পথে যাইয়া নিতান্ত জঘন্য রূপে কামী, ক্রোধী স্বার্থপর অথবা অহঙ্কারী হইতে পারি, তেমনি আবার অন্য দিকে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বর্গীয় পিতার সন্নিধানে বসিয়া তাঁহার পবিত্র প্রেম সুধা পান করিতে পারি। ইহাই আমাদের প্রকৃতি, সুতরাং বাহিরের অবস্থা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি আমাদের স্বাধীন কার্য্যের জন্য দায়ী নহে। এই প্রকৃতি অনুসারেই আমাদের বিচার হইবে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যদি মনুষ্য আপনার ইচ্ছাতেই চাই ভাল, কিম্বা চাই মন্দ হইতে পারে, তবে কি তাহার ঈশ্বরে প্রয়োজন নাই? না তাহা নহে! মনুষ্য যদিও নিজের ইচ্ছায় মন্দ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কোন মতেই সে আপনাকে আপনি ভাল করিতে পারে না। ভাল হইতে চাহিলেই তাহাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কুপথে যাইবার জন্য ঈশ্বরের বল এবং সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাঁহার সহায়তা ভিন্ন কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। ভাল হইবার জন্য মনুষ্য যাহা করে, কি অনুতাপ, কি সাধু ইচ্ছা, কি পবিত্র সংকল্প তাহার প্রত্যেক কার্য্যের মূলে ঈশ্বরের দয়া এবং তাঁহার অনন্ত শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে। পাপ ভারাক্রান্ত মনুষ্য ইচ্ছা করিল, আর আমি পাপাচরণ করিব না, ইহার সঙ্গে সঙ্গে অমনই ঈশ্বরের ইচ্ছা কার্য্য করিতে লাগিল, পাপীর সাধু ইচ্ছা সহস্র গুণ বলবতী হইয়া উঠিল। তাহার দুর্ব্বল মন আবার সবল হইল, সেই মলিন আত্মা পিতার প্রেম জ্যোতিঃ পাইয়া আবার প্রফুল্ল হইল। আমাদের পতনের কারণ শুদ্ধ আমাদের ইচ্ছা; কিন্তু কেবল আমাদের ইচ্ছা আমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। আমাদের ইচ্ছা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া কার্য্য করে তখনই আমাদের জীবন পবিত্র হয়। নতুবা কার না ইচ্ছা হয়, ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া জীবন তরি শান্তিধামে লইয়া যাই, কিন্তু আমাদের নিজের কোন বল নাই যে অগ্রসর হই। ঈশ্বরের সাহায্যভিন্ন কাহার সাধ্য রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পুণ্যধামে উপস্থিত হয়? বিশ্বাস, বুদ্ধি, হৃদয়, এবং ভাল হইবার ইচ্ছা সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের বল। যখন পাপ করিতে যাই তখন বলের প্রয়োজন হয় না, কেননা

পাপ দুর্ব্বলতা হইতেই উৎপন্ন হয়। যখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ছাড়িয়া হীনবল হই, তখনই মন পাপ সাগরে নিমগ্ন হয়, হাল ছাড়িয়া দিলে নৌকা জলমগ্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যখন অন্তরের ব্যাকুলতা, প্রার্থনা, উপাসনা এবং সমুদয় সাধু চেষ্টা ছাড়িয়া দিই, তখন যে অধর্ম্ম স্রোত আমাদিগকে টানিয়া লইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব আত্ম চেষ্টা এবং সাধন পরিত্যাগ করিয়া আলস্যে জীবন ক্ষয় করা ঈশ্বর নির্ভর নহে; কিন্তু যাঁহারা শরীর, মন, হৃদয়, এবং আত্মার সমুদয় বল, বুদ্ধি ভক্তি এবং সাধুতা দ্বারা পূর্ণ পরিশ্রমের সহিত ঈশ্বরের পূজা এবং সেবা করেন তাঁহারাই যথার্থ পরিত্রাণার্থী ধার্ম্মিক। তাঁহাদের সমস্ত জীবন স্বর্গীয় পিতার চরণে সমর্পিত। সুতরাং এক মুহূর্ত্তও তাঁহারা অসতর্ক হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। নিত্য উৎসাহ, এবং নিত্য পরিশ্রম ধর্ম্ম-জীবনের একটী প্রধান লক্ষণ। যে জীবন ঈশ্বরে বাস করে স্বভাবতঃই তাহা সর্ব্বদা সতেজ এবং প্রফুল্ল থাকে। কেননা নিরন্তর তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা আসিতেছে। মনুষ্যের আত্মাকে ভাল করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, সকলই ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত হয়। মনুষ্যের নিজের কিছু নাই, তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল সকলই ঈশ্বরের। কিন্তু মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্ব্বলতা, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা এবং পাপের নিতান্ত মলিন দুর্গন্ধ-পথে ভ্রমণ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তের জীবন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও সুস্থির থাকিতে পারে না, ভক্ত দেখিতে পান যে ঈশ্বরের দয়া তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া দিবা নিশি কার্য্য করিতেছে। জগতের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার অন্তরে যে কিছু ব্যাকুলতা, জ্ঞান, প্রেম, এবং পবিত্রতা, সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের সেই কৃপা। যতই তিনি নিজের স্বর্গীয় জীবন অধ্যয়ন করেন, ততই তিনি ইহা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারেন যে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।" এই রূপে ব্রহ্মকৃপা এবং ভক্তের প্রাণগত সাধন ও নিত্যোৎসাহ একত্র হইয়া জগৎকে পরিত্রাণ পথে অগ্রসর করে। ইহাতেই ঈশ্বরের কৃপা এবং মনুষ্যের আত্ম চেষ্টার আশ্চর্য্য সম্মিলন!! কিন্তু যাহারা ধর্ম্মাভিমানী এবং অলস প্রকৃতি তাহারা মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের এই নিগূঢ় যোগ দেখিতে পায় না। তাহারা মনে করে যদিও ঈশ্বর মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্যের দ্বারা তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। মনুষ্য যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক জঘন্যতম পাপে লিপ্ত থাকে এবং ভ্রমেও পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা না করে, তথাপি তিনি তাহাকে পবিত্র করিয়া লইতে পারেন। এইটী ভয়ানক মত। ইহা দ্বারা মনুষ্যকে ইচ্ছা শূন্য অন্ধ যন্ত্রের ন্যায় পরিচয় দেওয়া হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের এই প্রকার সম্পর্ক নহে। আমার ইচ্ছা নাই যে আমি ভাল হই, অথচ ঈশ্বর এক রকম যাদু করিয়া আমাকে ভাল করিয়া দিলেন, স্বাধীন প্রকৃতি মনুষ্য এবং ন্যায়বান ঈশ্বরের পক্ষে ইহা অসম্ভব। ঈশ্বর আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিতে পারেন না তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কে বাঁচিতে পারে? তিনি অব্যবহিত থাকিয়া আমাদের হৃদয়ে সেই অগ্নি জ্বালিয়া দিতেছেন, যাহা অন্তরের ভয়ানক কুপ্রবৃত্তি সকল দগ্ধ হইতেছে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা সত্ত্বেও কিরূপে তিনি আমাদের আত্মার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন ইহা কেবল ভক্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা দেখিলাম সামান্য একটী পক্ষীর গান শুনিয়া এক জন মহাপাপীর মন ফিরিয়া গেল, পূর্ব্বে তাহার পাপেই সুখ হইত, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার ভক্তির উদয় হইল, এবং পাপকে সে বিষবৎ পরিত্যাগ করিল। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে এ ব্যক্তি যদিও ঈশ্বরের করুণায় ভাল হইল, কিন্তু অবশ্যই ইহার স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের দয়ার অধীন হইয়াছিল। সেই নিগূঢ়তম যোগ আমাদের অদৃশ্য। সহস্র উপদেশ শুনিয়া যাহার কিছুই হইল না, ক্ষুদ্র পক্ষীর ডাক শুনিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল, সে দেখিল হঠাৎ কে আসিয়া স্বর্গ রাজ্যের চাবি খুলিয়া দিল, হয়ত সে নিজেও বুঝিতে পারিল না যে কিরূপে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আগে মনুষ্যের ইচ্ছা হইবে তবে ঈশ্বরের দয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে। কখন কি ভাবে হইবে আমরা জানি না। ঈশ্বরের দয়ার বিরাম নাই, মনুষ্যই ইচ্ছা করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করে। সেই দয়া সাধু মুখে, অসাধু মুখে, নগরে, অরণ্যে, সাগরে, পর্ব্বতে, কিন্তু কোথায় গেলে তোমার পরিত্রাণ হইবে কেহ বলিতে পারে না। ইহা নিশ্চয় যে যত দিন ঈশ্বরের দয়া হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে কোথায়ও তোমার পরিত্রাণ নাই। তোমার ইচ্ছার ক্ষমতা আছে যে ঈশ্বরের দয়া পরিত্যাগ করিতে পারে, অতএব সর্ব্বদা ঈশ্বরের দয়া প্রতীক্ষা কর, কেন না তাঁহার দয়ার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার যোগ না হইলে নিস্তার নাই। অহঙ্কারী বৌদ্ধ বুঝিতে পারে না যে দয়াময় আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া ভক্তের জীবনে কার্য্য করেন। ভক্ত কেবল এই কথা বলে, ধন্য দয়াময়! তোমার করুণা!! ধন্য দয়াময় তোমার করুণা!! এই কথা বলিতে বলিতে ভক্ত স্বর্গ ধামে প্রবেশ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও তাহার প্রতিবন্ধক।

(শেষ ভাগ।)

প্রথমে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে প্রচার হওয়া যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয় এবং এ ধর্ম্মের প্রকৃতিতে যদি সেই উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তবে সে জন্য আমাদের ভীত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। ইহা এক সময় ছিল না পরে তাঁহারই কৃপায় যদি প্রচারিত হইয়াছে তবে অবশ্যই ইহা দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আপাততঃ আমাদের আশানুরূপ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না কিম্বা তাহা হইবার বহুতর প্রতিবন্ধক আছে, কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা বিপরীত মীমাংসা করিতে পারি না। আর তাহা যদি না হয়, ইহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত ধর্ম্ম, কেহ যদি এমন মনে করেন, তাহা হইলে এ ধর্ম্ম অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কারণ যাহা ঈশ্বরের কৃত তাহা অবিনশ্বর এবং যাহা মানবের স্বকপোল কল্পিত তাহা মরণ ধর্ম্মশীল। অতএব আপনাপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। পরে বলা হইয়াছে যে মনুষ্য কিয়ৎ পরিমাণে অবস্থার দাস, সুতরাং পূর্ব্বকার প্রচলিত অবস্থা এ ধর্ম্মের উন্নতির সমূহ প্রতিবন্ধক। ইচ্ছা থাকিলেও তার পরে

বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা সাধারণতঃ লোকের শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম হয় না, এই জন্য বহু সংখ্যক লোক অল্প কাল মধ্যে ইহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়; বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেয় না, কেবল চঞ্চলতা প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট ও ধর্ম্মের নিকট পাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। পর্য্যায়ক্রমে এই তিনটী বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে একণে ইহার শেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যাউক।

ঈশ্বরের ধর্ম্ম ঈশ্বরই প্রচার করিবেন এই বলিয়া কি আমরা তবে চেষ্টাশূন্য হইয়া নিদ্রা যাইব? মনুষ্যের উপর অবস্থার কর্তৃত্ব আছে এই বলিয়া কি আমরা অবস্থার দাস হইলাম, আমাদের তবে কি স্বাধীনতা নাই? ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতিশয় দুরধিগম্য বলিয়া কি আমরা দৃশ্যমান জড় পদার্থকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া স্থির করিব, আর কি তাহা ব্যতীত কিছু নাই? ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তাহা সত্য, কিন্তু তথাপি মনুষ্যের উপর কর্ত্তব্যের গুরুভার অর্পিত আছে সামাজিক জীব মনুষ্যের উপর অবস্থার কর্তৃত্ব থাকিলেও তাহার স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব আছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনায়াসে বোধগম্য না হইলেও তাহার অস্তিত্ব আছে, এ সকল স্বীকার করিতেই হইবে। ঈশ্বর যখন কৃপা করিবেন তখন ধর্ম্ম সাধন করিব এ কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে তাঁহার ধর্ম্ম সাধনের সময় আসে না। অবস্থার প্রতিকুলতা দেখাইয়া যিনি আপনার অন্যায় কার্য্যকে নির্দ্দোষী বলিতে চেষ্টা করেন তাঁহার কথা প্রকৃত মনুষ্যের নিকট গ্রাহ্যযোগ্য নহে, ধর্ম্মতত্ত্ব অতি কঠিন এবং জটিল বলিয়া যিনি ধর্ম্মহীন হইয়া থাকিতে চাহেন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে আপনি পশু শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করেন।

মনুষ্যের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা পালন করিতেই হইবে। ঈশ্বরের কৃপা হইলে কর্ত্তব্য পালন করিব ইহা বলিবার কাহারও অধিকার নাই। কোন বিশেষ অবস্থাতে ঈশ্বরের করুণা আমাদের সাধু কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়। কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে না বলিয়া কেহ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মকে অবহেলা করিতে পারে না, কারণ ইচ্ছাই ইচ্ছার প্রবর্ত্তক। অনেক স্থানেই এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রুত হওয়া যায়, যে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু হইবে না, চারি দিকের অবস্থা প্রতিকুল, সংসার চিন্তায় আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত, কেমন করিয়া আমি সাধন ভজন করিব? কিন্তু তাঁহার অন্তরস্থিত বিবেক এই পুরাতন অভিযোগের অসারতা দেখাইয়া দিয়া বলিতেছে যে তাহা কোন কার্য্যের কথা নহে; তুমি কর তাহা হইলেই হইবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হও আশা সফল হইবে। মনুষ্য যতই কেন বিপদও প্রতিবন্ধকের কথা বলুন না এই উত্তরের নিকট তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হয়। চিরকালই তিনি ইহা শুনিবেন যে ধর্ম্মসাধন কর তাহা হইলেই ধর্ম্ম সাধন হইবে। ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষোপদেশ। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পুনরায় এই খানে আসিয়া নির্ব্বাক্ হইতে হইবে। এই উপদেশই সমস্ত তর্কের মীমাংসার স্থল। চেষ্টা নাই উদ্যম নাই, অধ্যবসায় নাই, ব্যাকুলতা ও প্রার্থনা নাই, তবে কেমন করিয়া উন্নতি হইবে? ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইতেছে না এই কথাটী পলায়নপরায়ণ ব্রাহ্মদিগের একটী বিশেষ যুক্তি। তাঁহারা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবার সময় বারম্বার এই কথা বলেন, কিন্তু নিজেরা সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন না। অতএব এ প্রকার বৃথা আপত্তি গ্রাহ্যযোগ্য নহে।

অবস্থার আপত্তি প্রদর্শন করিয়া যিনি আপনাকে এবং অপরকে প্রবোধ দেন তিনি মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দেন। সকল সময়ে তিনি স্বাধীন পুরুষ কেবল এই ধর্ম্ম সাধনের সময়েই কি অবস্থার দাস বলিয়া তিনি আপনাকে অব্যাহতি দিবেন? অবস্থাই যদি তাঁহার একমাত্র নেতা হয়, তবে তাঁহার গৌরব কোথায় রহিল? কোন রাজনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কখন কি কেহ একথা বলিতে পারে যে, আমার স্বাধীনতা নাই, আমি অবস্থার ক্রীত দাস, অতএব ইহাতে আমি দোষী হইতে পারি না। রাজদ্বারে এ প্রকার বৃথা আপত্তি কেহ প্রদর্শন করিতে সাহসই করে না। কিন্তু ঈশ্বরের নাকি বড় উদার শাসন, এইজন্য ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে লোকে যাহার যাহা মনে আসে সে তাহা বলে। স্বাধীন ইচ্ছাকে নির্ব্বিঘ্নে সহজে পরিচালিত করা যাইতে পারে না এইমাত্র বলা যায়, কিন্তু "আমার স্বাধীনতা নাই" একথা বলা অতি অযৌক্তিক। যদি ঐসকল বিঘ্ন বাধাই না থাকিবে তবে ব্রাহ্মধর্ম্মোন্নতির এত ব্যাঘাতই কেন? সে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থাতে কিছু অধিক বীরত্ব এবং পুরুষত্ব আবশ্যক করে। প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত হইয়া যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থার ও ঘটনার দাসত্ব শৃঙ্খল গলে পরিধান করিয়া পদার্থহীন জীবের ন্যায় বসিয়া আছেন তাঁহারা এক এক জন আত্মবিস্মৃত বীর সদৃশ। এ সকল লোক যদি স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ না করিয়া এক দিন ঐ দাসত্ব শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে পারেন তবেই মুক্তস্বভাব হইয়া সুখে বিচরণ করিতে পারিবেন, নতুবা চিরকাল এই ভাবে তাঁহাদিগকে থাকিতে হইবে। কারণ এ পৃথিবী কোনকালে বিঘ্ন বিপত্তি শূন্য হইবে না, সুতরাং তাঁহাদেরও অধীনতার বন্ধন উন্মোচিত হইবে না। সাধু প্রতিজ্ঞার এত দূর শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা বহুকালের অভ্যস্ত রাশি রাশি দোষ এক দিনের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে। এমন কোন কুঅভ্যাস নাই যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে পরিত্যাগ করা না যায়। যে সকল প্রতিবন্ধকের কথা উল্লিখিত হইল তাহা অবশ্য অতি গুরুতর প্রতিবন্ধক, বাল্যকাল হইতে আমরা সে সকলকে জয় করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া উহাদিগের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইলে অনায়াসে জয়ী হওয়া যায়।

সভয় অন্তঃকরণে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে বাস করিবেন, প্রলোভন পরীক্ষাকে ভয় করিয়া যাঁহারা আতঙ্কে মৃতবৎ হইয়া পড়িবেন, তাঁহাদিগের বিরহ জনিত শোকে আমাদিগকে এক দিন নিশ্চয়ই ক্লেশ পাইতে হইবে। কেন না সে সকল ব্যক্তি কেবল লোকলজ্জায় এখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করিতেছেন। ভীরু প্রকৃতি ও দুঃখ ক্লেশ বহনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা এই প্রবল সমর ক্ষেত্রে অধিক ক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবেন না। কোন না কোন সময়ে তাঁহারা পলায়ন করিবেন, এবং পলায়ন করিয়া কেহ কেহ অন্তঃপুরে বসিয়া সংগ্রাম নিপুণ সাহসী সৈন্যদিগকে অবিবেকী অপরিণামদর্শী বলিয়া অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ন্যায় উপদেশও দিবেন। কিন্তু তাঁহাদের কাপুরুষোচিত অসার ভীরু বাক্যে কে কর্ণপাত

উকরিবে? আমরা সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া অনেক দূর আসিয়াছি. ঈশ্বরের শান্তির রাজ্যও সম্মুখে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছে. এ অবস্থায় কে এখানে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারে? এখন সময় আসিয়াছে. বিশ্বাসকে বলিদান দিয়া আত্মঘাতী হইয়া অনেক লোক সংসারে প্রত্যাগমন করিতেছে, আরও অনেকে এরূপ করিবে, কারণ গন্তব্য স্থান এখনও বহুদূরে; কিন্তু এখন আমরা কি করিব? পশ্চাদ্গামী ব্যক্তিদিগের বিকৃতাবস্থা স্মরণ হইলে যুগপৎ মনোমধ্যে ঘৃণা ও ক্লেশ উপস্থিত হয়। তাহারা বিপক্ষের পদ চুম্বন করিয়া সন্ধিবদ্ধ করিল, কিন্তু তাহাতে আমরা বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলাম। সম্মুখে এখনও এমন সকল দুর্গম স্থান আছে, এত দুরতিক্রমণীয় পরীক্ষা সকল আছে, যে যাহা দর্শনে অনেকে ভয় পাইবেন। কাপুরুষের ন্যায় আপনাপন মহত্ত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া এখনও যাঁহারা ফিরিয়া যাইবেন তাঁহারা গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু ধন্য তাহারা যাহারা এক দিন সংগ্রাম করিয়াও এই পুণ্যভূমি সমরভূমিতে দেহ পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু আমরা এখন কি করিব? উপাসনা ঈশ্বরসেবা পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক জীব হইয়া কি কেবল কৃত্রিম সভ্যতার আরাধনা করিব, না ঘোর কপটী বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন হইয়া পরিত্যক্ত ঘৃণিত বোমি পুনরায় ভক্ষণ করিব? আমরা এ দুয়ের কিছুই করিতে পারি না। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া বসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর পাণ্ডিত্য করিতেও পারি না। কিন্তু আবার যেখানে এখন আমরা আছি এখানে থাকিতেও পারি না। একটী প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইবে সেই জন্য চতুর্দ্দিকে মেঘের সঞ্চার হইতেছে, সম্মুখেও অনেক ঘোর নিবিড়ারণ্য ভেদ করিয়া যাইতে হইবে, বিপদের শেষ কোথায় কবে হইবে তাহা কেহ জানে না, কিন্তু সেই সকল বিপদই যে আমাদের মঙ্গল আনয়ন করিবে তাহাও নিশ্চয়। প্রতিজ্ঞা যেখানে করিয়াছি অগ্রসর হইব, একস্থানে বদ্ধভাবে থাকিব না, সেখানে আর চিন্তাইবা কি? সকলে দলবদ্ধ হইয়া গভীর নিনাদে ঈশ্বরের বিশ্ববিজয়ী নাম ধ্বনিত করিতে করিতে চলিয়া যাইব। অন্তর হইতে উৎসাহ ও আশা পাইতেছি ব্রহ্মনামে সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইবে। চিরজীবন সংগ্রাম করিব বলিয়া সেনাপতির নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি আর কি এখন পশ্চাতের দিকে চাহিবার সময় আছে? অনেক দিন হইল আমরা এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, আমাদের সমভিব্যাহারী কত লোক এই স্থানে থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করিল, আর এস্থান আমাদের সহ্য হয় না। প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে চল সকলে আরও আমরা অগ্রসর হই। আশাপূর্ণ হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়া জয় জগদীশ বলিতে বলিতে চল যাই। তাঁহার নামের হুঙ্কারে পরীক্ষা প্রলোভন সকল তিরোহিত হইয়া যাইবে। শরীর মন আত্মা পরিশ্রান্ত হইয়াছে, আলস্য অবসন্নতা নিদ্রা ও দীর্ঘসূত্রতা আসিয়া আমাদিগকে জড়পদার্থ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, দুঃখের অবস্থা মনে হইলে খেদেতে লজ্জাতে প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠে, চল আমরা আরও অগ্রসর হই। পথের সকল কষ্ট সেই দয়াময় পিতার নিকটে গিয়া দূর করিব। এখানে থাকিলে আমরা বাঁচিব না, পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া যাইতেও পারিব না, সেই একমাত্র আরাম স্থান ঈশ্বরের আশ্রয়ে উপস্থিত না হইলে আর কাহারও নিস্তার নাই। অনেক দুঃখ পাইয়াছি এখনও পাইব, কিন্তু পিতার শান্তিময় সহবাসে একবার পৌঁছিতে পারিলে চিরকালের মত সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া যাইবে। সম্মুখে সেই সুখের স্থান, কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই স্থান পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। আশাপূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইতে থাক, নিরাশাকে মনে কদাপি কেহ স্থান দান করিও না। জীবনের অঙ্গীকার স্মরণ হইলে আমাদিগকে অতি হীন বলিয়া বোধ হয়। সেই মহাব্রত সেই চিরব্রত পালনের জন্য যদি আমরা পথের ভিখারী হই, সেও আমাদের গৌরবের বিষয়; কিন্তু ধর্ম্মহীন ভদ্রতা এবং অসার আধুনিক সভ্যতায় যেন কখন আমাদিগকে পার্থিব সুখের দাস করিয়া না রাখে। ব্রাহ্মসমাজে অনেক অভাব লক্ষিত হইতেছে. দুইজন ব্রাহ্ম যেখানে বাস করেন সেখানেও ভ্রাতৃবিরোধ, যতই শান্তি বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে ততই যেন আরও ভ্রাতৃবিরোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কি উপায়ে এই বিভিন্ন স্বভাবের লোকের মধ্যে সমতা স্থাপিত হইবে? উপাসনা প্রার্থনা আত্মদোষ সংশোধনের চেষ্টা কোথায় যে তাই একতা হইবে? এক প্রকার উদ্দেশ্য না হইলেই বা কেন এ বিভিন্নতা দূর হইবে? আমাদের চরমলক্ষ্য সেই পরমগতি পরমেশ্বরের উদ্দেশে সকলে যাই চল, আপনিই মিল হইয়া যাইবে। উন্নতি করিবার যদি সকলের ইচ্ছা থাকে তবে কেনইবা একতা সংস্থাপিত না হইবে? আমরা সাংসারিক ভাবে ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে মিল করিয়া বৃথা লৌকিকতায় ভুলিয়া থাকিতে চাহি না। সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে সকল বিষয় মীমাংসা হইয়া যাইবে। এস্থানে অবস্থিতি করিয়া বৃথা ভ্রাতৃভাব ভ্রাতৃভাব বলিয়া সময় কাটাইলে কিছুই হইবে না। অগ্রসর হইতে থাক, উন্নতির গতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাপনি সকল ঠিক হইয়া যাইবে।

মহম্মদের জীবন রক্ষা।

পৃথিবীর অতি বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা কত সময় অতি সামান্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেই সামান্য অবস্থা হয়তো মনুষ্যসমাজের বিষম বিপ্লব সাধন করিয়া অসংখ্য অসংখ্য জীবের চরিত্র ও জীবনকে নূতন রূপে সংগঠন করে। মহম্মদের ইতিহাস মধ্যে এই রূপ একটী বিশেষ ঘটনার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। মহম্মদ পলায়ন করিলে তাঁহার শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়. তিনি নিরুপায় দেখিয়া একটী পর্ব্বত গহ্বরে প্রবেশ করেন। তাঁহার শত্রুরাও সেই গহ্বর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই কালে গহ্বর সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইতে একটী পক্ষী উড়িয়া গেল। শত্রুগণ স্থির করিল এ গহ্বরে মহম্মদ নিশ্চয়ই আশ্রয় লন নাই, কেন না তাহা হইলে তাঁহার ভয়ে পক্ষী ইতিপূর্ব্বেই উড়িয়া যাইত এতক্ষণ বসিয়া থাকিত না। তাহারা এইরূপে আর মহম্মদের অনুসন্ধান পাইল না। এই পক্ষী মহম্মদকে রক্ষা না করিলে তাঁহার পরাক্রান্ত শত্রু সকল নিশ্চয়ই তাঁহাকে বধ করিত, এবং তাঁহার দ্বারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম প্রচার এবং মুসলমান সমাজ সংস্থষ্ট হইত না।

সম্বাদ।

আগামী ৯ই ভাদ্র রবিবাসরে "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমস্ত দিবস ব্রহ্মোৎসব হইবে। ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই উৎসবের প্রেম স্রোতে আত্মার কুটিল প্রাণনাশক পাপ দূষিত বায়ু সকল নিষ্কাশত্ত করিয়া দিয়া নূতন ভাবে চরিত্র সংগঠনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইবেন। যাহাতে পাপের আধিপত্য এককালে উন্মূলিত হইয়া গিয়া হৃদয় সিংহাসনে পুণ্যময় ঈশ্বরের আবির্ভাব চিরস্থায়ী হয় তজ্জন্য সকলে পূর্ব্ব হইতেই কিছু আয়োজন করিয়া রাখিবেন। উৎসবের পুণ্যালোক জীবনের অন্তস্তলে যদি প্রবেশ করিতে পারে, তবে জীবনের গতি কল্যাণের পথে ধাবিত হইবে।

কলিকাতায় একটী "ব্রাহ্মবোর্ডিং" স্থাপনের যোগ হইতেছে। ভারতাশ্রমের আদর্শানুসারে তথাকার অধিবাসীদিগের নিত্য কর্ম্মের প্রণালী স্থির হইবে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং ইহার ভার গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। অভিভাবক বিহীন হইয়া যে সকল বিদেশী ছাত্র এখানে বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নাগরিক পাপ কুসংসর্গ ও প্রলোভনে পতিত হইয়া অল্প বয়সে উদ্ধত এবং বিকৃত ভাব ধারণ করত পিতা মাতার দুঃখের কারণ হন। যদি আমাদের এই সাধু চেষ্টা সফল হয় তবে ঐ সকল বালকদিগের চরিত্র সংশোধন পক্ষে একটী বিশেষ সুযোগ হইবে। যাঁহারা সেখানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন অবিলম্বে আমাদের কার্য্যালয়ে তাঁহাদের নাম পাঠাইয়া দিবেন। কি পরিমাণে ব্যয় পড়িবে এবং অন্যান্য বিবরণ পরে সকলে জানিতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

গত রবিবারে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভবনে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব বর্দ্ধনের জন্য একটী সভা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত প্রধান সভ্যগণ প্রায়ই তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে মূল মতের প্রভেদ আছে তাহা পরিষ্কার রূপে সকলকে জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রতিনিধি ভাবের একটী সভা থাকিলে যখন যে বিষয়ে কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা অনায়াসে মীমাংসা হইতে পারে। এক দিনের সভার ফল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই; প্রতি রবিবারে ঐ রূপ সভা দ্বারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আছে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঢাকায় গমন করিবেন বলিয়া গত বারে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার দিন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি ভাদ্রোৎসবের অব্যবহিত পরেই তথায় যাইবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুচবিহারে সম্প্রতি একটী ব্রহ্মোপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের উপর তথাকার প্রবাসী কএকটী বারয়ারির পাণ্ডা বাঙ্গালী বাবু অত্যাচার করায় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিছু উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে। জীবনে সংগ্রাম না থাকিলে উন্নতি হয় না। এই জন্য আমরা বলি যে ব্রাহ্মসমাজ একটী সমর ক্ষেত্র বিশেষ, এখানে কেহ নিদ্রা যাইবেন না। এই উপলক্ষে যদি ব্রাহ্মদিগের জীবনের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয় তবে সে উৎসাহে উপকার হইবে; নতুবা কেবল যদি বিপক্ষের নির্যাতনে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা উৎসাহ প্রকাশ করেন তাহাতে কোন ফল হইবে না।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তথাকার জমিদার বাবু যদুনাথ রায় বলপূর্ব্বক একটী স্কুল বসাইয়াছিলেন। উপাসনালয়টীকে বিদ্যালয়ে পরিণত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। এক্ষণে সেই গৃহে নিরাপদে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এ ঘটনাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিছু উৎসাহ হইয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া নিজেদের স্বত্ব স্থির রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু মনোমোহন ঘোষ ব্রাহ্মদিগকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিয়াছিলেন।

বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য দান সংগ্রহ হইতেছে। লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ২০০, টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

উদ্বোধনান্তে কিম্বা একত্রে প্রার্থনার পর সকলে সমবেত হইয়া গান করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে যে একটী 'গাথা' প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা কোন কোন সমাজে এখন সমস্বরে গীত হইয়া থাকে। উপাসনান্তে সকলে মিলিয়া গান করিবার জন্য আর একটী 'ভজন' নিম্নে প্রকাশ করা গেল। সকলে মিল করিয়া গাইতে পারিলে ইহা শুনিতে অতি মধুর ও গম্ভীর হইবে।

উপাসনান্তে ভজন।

আরতির বাদ্য।

জয়দেব জয়দেব জয় জগতাধার, নিরুপম নিরাকার, সর্ব্বোত্তম সার।

স্বয়ম্ভু আদি দেব মঙ্গলময় বিধাতা, বিশ্বজন পালয়িতা, সর্ব্বসুখ দাতা।

জগদীশ জগন্নাথ জয় জয় পরমাত্মন, ভূমা অচিন্ত্য মহান, সর্ব্বশক্তিমান।

কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পাপ তাপ ভয়হারী, ভকত হৃদয়বিহারী, অনন্ত গুণধারী।

প্রাণারাম সুখধাম প্রিয়তম পরমসুন্দর, সদানন্দ নির্ব্বিকার, শান্তির সাগর।

দয়াবান্ অকিঞ্চন জন চির ধন, দুঃখ দারিদ্র্য ভঞ্জন, বিপদ বিনাশন।

জয়ব্রহ্ম ধর্ম্মরাজ নিত্য সত্য পরাৎপর, ভবার্ণবে কর্ণধার, প্রশান্ত উদার।

নিরঞ্জন নিরমল সেবক মনোমোহন, দীনহীন অধম তারণ, পতিতপাবন।

হৃদয়েশ, পরমেশ জয় জয় করুণানিধান, শোক মোহ বিমোচন, জীবনের জীবন।

প্রণিপাত করি নাথ অভয় চরণে দেহ স্থান, জয় প্রভু জগত কারণ, আশীর্ব্বাদ কর দান।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়!

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এত কাল ধর্ম্ম সংক্রান্ত মত ও আধ্যাত্মিক ভাবের সমালোচনা ও উন্নতির প্রয়াস পাইতেছিলেন; কিন্তু ইহার অপর একটী অত্যাবশ্যক বিভাগ চরিত্র সংগঠন বিষয়ে বিশেষ রূপে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ব্রাহ্মেরা বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির আদেশ পরিপালনে যে নিতান্ত উদাসীন ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে কি হইল? যাঁহাদের উপাস্য দেবতা জীবন্ত অপাপবিদ্ধ এবং পবিত্র ঈশ্বর, তাঁহারা যে জড় ও কাল্পনিক দেবতার উপাসকের অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহাতে শ্লাঘার বিষয় কি? তাঁহারা যে সত্য-স্বরূপ পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তদনুযায়ী তাঁহাদের জীবন কোথায়? যদিও চরিত্র সংশোধন বিষয়ে ব্যক্তিগত চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু তৎসম্বন্ধে সামাজিক শাসন কিছুই হয় নাই। ধর্ম্মরাজ্যের আকর্ষণে হৃদয় স্বভাবতঃ মুগ্ধ হইয়া যায়, এবং তাহার দ্বারা বিনা আয়াসে যত দূর জীবন সংগঠন হইতে পারে এত দিন তাহাই হইতেছিল; এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের চরিত্র সংগঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সংগত, ব্রহ্মবিদ্যালয়, ব্রহ্মমন্দির সকল স্থানেই এই বিষয়ের আলোচনা ও উপদেশ হইতেছে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনগত করিতে চান, এবং স্ব স্ব জীবনকে পরিশুদ্ধ করিয়া মন ও কার্য্যেতে ঈশ্বরের সেবা করিয়া ধন্য হইবেন ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এ সময়ে কখনই উদাসীন থাকিতে পারেন না। সময়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই যোগ দান করিতে হইবে, নতুবা তাঁহারা পবিত্র ধর্ম্ম হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর এই পরীক্ষা প্রলোভন পরিপূর্ণ পৃথিবীতে মনুষ্যাত্মাকে প্রেরণ করিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহাতে মনুষ্য আপনার দোষে পাপের বশীভূত হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ঘটাইতে পারে বটে, কিন্তু তেমনি অপরদিকে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মসাধন করিলে তাহার বিমল আনন্দ সম্ভোগপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যেরও অধিকারী হইতে পারে। আবার তিনি কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট নন; তিনি জানেন যে দুর্ব্বল প্রকৃতি মনুষ্য সহজেই পাপের পথে নীয়মান হইবে তজ্জন্য তাঁহার দয়ার বিধান আরও অগ্রসর হইয়া মনুষ্যাত্মার মূলে এমন একটী দেবভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যে মনুষ্য যত কেন প্রবৃত্তির পরবশ হউকনা, তাহার এমন সাধ্য নাই যে কস্মিন্ কালে তাহাকে সে ধ্বংস করিতে পারে। যখন রিপু সকল ভয়ানক রূপে উত্তেজিত হইয়া মনুষ্যকে একবারে পশুতুল্য করিয়া ফেলে, তখন তাহাদের সেই কোলাহলের মধ্যেও যদি সেই হতভাগ্য মনুষ্য একটু শান্ত ও সরলভাবে তাহার আত্মা-নিহিত দেব প্রকৃতির অনুজ্ঞা আকর্ণণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, যে তাহাতে এমন এক স্বর্গীয় বল আছে, যাহা কোনকালে বিনষ্ট হইবার নহে। ঈশ্বরের পরিত্রাণ প্রদ শক্তি তাহার মধ্য দিয়া অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যের অসংখ্য পাপও অসাধুতাকে ভস্মীভূত করিয়া, এক দিন নিশ্চয়ই তাহাকে আপনার আয়ত্তাধীন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই দেবপ্রকৃতিতে আমাদের সমুদায় পরিত্রাণের শাস্ত্র নিহিত রহিয়াছে। তাহার কথা শ্রবণ করিতে হইলে উজ্জ্বল বুদ্ধি বা তক শাস্ত্রের আবশ্যক রাখে না, বরং এ বিষয়ে যত তর্কের অভাব হয় ততই ভাল। ইহা আমাদের সুবিধা বা ইচ্ছার মুখাপেক্ষা করে না; সুতরাং চির কালই আমাদের দোষের জন্য ইহা তীব্রতম তিরস্কার এবং গুণের জন্য পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকে। যখন পুস্তকের নীতি কথা বা উপদেষ্টার সদুপদেশ বিফল হইয়া যায়, তখন একমাত্র অন্তরস্থ সেই আলোকই উপদেষ্টা হইয়া থাকে। যদি আমরা উপস্থিত পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার ইচ্ছা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই হৃদয় নিহিত বিবেক বা সাধু বুদ্ধির অনুজ্ঞা সকল আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিতে হইবে। এবং আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে এ প্রকার সাধনে কেহ নিষ্ফল হইবেন না। তাহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের আদেশ। ব্রাহ্মেরা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহার নিকট অধীনতা স্বীকার করিবেন।

ভ্রাতৃগণ! চির অভ্যস্ত পাপ তাপে আমাদের হৃদয় নিতান্ত অসাড় ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে আর উদ্ধারের উপায় নাই। আপনাদের কত প্রকার চেষ্টা ও উদ্যম বিফল হইয়া গেল সকলই দেখিলাম. শত শত উপদেশ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। অতএব আইস, আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের জন্য যে অভ্রান্ত শাস্ত্র আমাদের হৃদয় মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া তাহা পালনে যত্নবান হই।

বশম্বদ

শ্রী শি, হ, পা

বিজ্ঞাপন।

বার বার ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য চাহিয়াও আমরা আজও যে সকল গ্রাহকদিগের নিকট হইতে মূল্য পাইলাম না আমরা তাঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহারা সদয় হইবেন, বিনীতভাবে আমরা তাঁহাদিগকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ। ১৬ সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, রবিবার, ১৭৯৫ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥ মফস্বল ঐ ৩।

প্রার্থনা।

হে বিপদভঞ্জন লজ্জানিবারণ পরমেশ্বর! তোমাকে হারাইয়া অনেক বার অনেক প্রকারে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিলাম, কিন্তু পিতা, এবার বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা পাইয়াছি। তোমা হারা হইলে দিন চলে না, জীবন রক্ষা হয় না। পাপেতে পাপের বৃদ্ধি, পুণ্যেতে পুণ্যের উন্নতি, ইহা যে প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম তাহা এবার আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তুমি ধন্য হে নাথ! তোমার কৃপা গুণে আমার জীবনের গতি আবার পরিত্রাণের পথে ফিরিয়াছে। কিন্তু হে অগতির গতি! গতজীবন আমার অব্যবহিত পশ্চাতে বিকট বেশ ধারণ করিয়া এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দিকে চাহিলে আতঙ্কে আমার প্রাণ যেন কেমন করে। মনে এই বড় ভয় হয় যে, জীবনের শেষাবস্থায় যদি আবার কোন দুর্গতি ঘটে তবে আর আমি বাঁচিব না। এই রূপ ভবিষ্যৎ আশঙ্কা মনে উদিত হইয়া হে অভয়দাতা ঈশ্বর! আমার বর্ত্তমান আশা আনন্দকে হরণ করে। সেই জন্য বলিতেছি, আহ্লাদিত হইয়া প্রফুল্ল মুখে আর হাস্যামোদ করিব না যদি ইহা চিরস্থায়ী না হয়। বরং আমি ব্যাকুল হৃদয়ে তোমার নিকট দিবানিশি ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা করি, কারণ তাহাতে আমি অধিক শান্তি পাইব। জন্মদুঃখী পাপী আমি, আমাকে যদি পিতা সুখী কর তবে তাহা চির দিনের জন্য কর। তোমার কণা মাত্র প্রসাদ আমার হৃদয়ে থাকুক আর আমি কিছুই চাহি না। বহু ক্লেশের পর হে প্রভু! এবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। নাথ! আমাকে তুমি এই বর দাও যেন আমি প্রতিদিন তোমাতে জীবিত থাকি, এবং তোমাতেই আমোদ ও সুখ সম্ভোগ করি। তুমিই এক মাত্র আমার জীবনের শান্তির স্থল হও সংসারবাসনা আমার পশ্চাতে থাকুক। তোমাতেই আমি সুখী হইতে চেষ্টা করিব, সংসারে কেবল তোমার আদেশ পালন করিব। যদি সেখানে কিছু সুখ শান্তি পাই তাহাতে যেন মোহিত না হই, সে জন্য আমি কেবল তোমাকে ধন্যবাদের সহিত প্রণাম করিব। আর একটী প্রার্থনা আমার এই, যেন তোমার পুত্র কন্যাদিগের বিরুদ্ধে কোন মন্দ ভাব আমি হৃদয়ে পোষণ না করি। এই দুইটী আমার এক্ষণকার প্রার্থনার বিশেষ বিষয়, ইহারই জন্য আমি অবিশ্রান্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিব। পিতা, আশা দাও, এবং বল যে আর আমার কোন শঙ্কা নাই।

ফলাফলবাদীদিগের মতের অসারতা।

মানব প্রকৃতি নিহিত ধর্ম্মনীতির মুল আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া চির অভ্যাসের দাস এই অনুন্নত বহু সংখ্যক মনুষ্যের প্রতি দিনের জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা সকল লইয়া যদি বিচার করিতে হয় তাহা হইলে সহজেই ইহা প্রতীত

হইবে যে নিস্বার্থ দেব ভাব জনসমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। "ধর্ম্ম" বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে মনুষ্যের সুখ এবং স্বার্থই একমাত্র সেই নামের প্রকৃত অধিকারী। এবং "অধর্ম্ম" যাহা তাহা কেবল দুঃখ ও ক্ষতির নামান্তর মাত্র। বস্তুতঃ সাধারণ মানবমণ্ডলীর দৈনিক জীবন ক্রিয়া যদি আমাদের নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ম্মাণের একমাত্র উপাদান হইত তাহা হইলে এই রূপ মত অসংগত বলিয়া বোধ হইত না। ফলাফলবাদী পণ্ডিতগণ সেই রূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আধুনিক নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মানব স্বভাবের অপ্রস্ফুটিত দেবভাব ও প্রস্ফুটিত দৈনিক ক্রিয়ার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন নাই। যে অপ্রস্ফুটিত অলৌকিক শক্তি প্রভাবে জনসমাজের পবিত্রতা ও কল্যাণের বন্ধন পুরাকাল ও বর্ত্তমান সময়ের প্রবল নাস্তিকতা যথেচ্ছাচারের মধ্যেও অদ্যাপী স্থির রহিয়াছে তৎপ্রতি তাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগ দান করেন নাই। সচরাচর লোকে কোন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে সে কার্য্যে তাহার নিজের কত দূর স্বার্থ ও সুখ হইবে তাহা চিন্তা করে ইহা সত্য, কিন্তু ফলাফলের বিচার না করিয়া নিস্বার্থ ভাবে স্বভাবতঃই তাহারা যে কত সময় ন্যায় দয়া পবিত্রতা রক্ষা করিতে ধাবিত হয় ইহাও কি তেমনি সত্য নহে ?

ফলাফলবাদী নীতিজ্ঞদিগের যুক্তি এই যে, প্রথমে লোকে স্বার্থের অধীন হইয়া কর্ত্তব্য পালন করে, পরে স্বার্থ সাধনের উপায়টীকে উদ্দেশ্যের সঙ্গে একীভূত করিয়া ভাবযোগের নিয়মে কার্য্য করিতে থাকে; তাহাই শেষে নিস্বার্থ কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের বোধ হয়। যেমন প্রণয় লাভের জন্য প্রথমে কাহারও সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করা যায়, শেষে যিনি সেই প্রণয় দান করেন, তাঁহার সঙ্গে নিজ স্বার্থের অভেদ্য যোগ সম্পন্ন হইয়া সেই বন্ধুর জন্য নিস্বার্থভাবে আমাদিগকে কষ্ট বহনে প্রস্তুত করে। অর্থের দ্বারা সুখ সচ্ছন্দতা লাভ হয় বলিয়া কৃপণ ব্যক্তি শেষে অর্থের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সেই অর্থকেই একমাত্র প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে। এইরূপে যখন অভ্যাস বলে উপায় উদ্দেশ্য হইয়া অচ্ছেদ্য ভাবযোগকে সংগঠন করে, তখন ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য স্বার্থসাধক হইয়াও নিস্বার্থ রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু স্বার্থ হইতেই প্রথমে তাহা আরম্ভ হয়। অভ্যাসের গুণে লোকে কর্ত্তব্য বিশেষের এমনি দাস হইয়া পড়ে যে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহার মনে অশান্তি ও অবসন্নতা আইসে, সেই অশান্তি ও অবসন্নতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্ততঃ তাহাকে অভ্যস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হয়। শেষে এমন হয় যে উদ্দেশ্য অপেক্ষা উপায়ের প্রতি অধিক প্রীতি ও আসক্তি জন্মে। অধর্ম্মে ক্ষতি ও দুর্ণাম, ধর্ম্মে লাভ ও সুখ, এই ভাবটী শেষে অলক্ষিত ভাবে অন্তরে থাকিয়া কার্য্য করে। শারীরিক, মানসিক এবং সাংসারিক সুখের কোন না কোনটী কর্ত্তব্যের প্রবর্ত্তক রূপে মনেতে অবস্থিতি করে। এইরূপও তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে পরোপকারে মনে সুখ হয়, অতএব সেই সুখই পরোপকারের প্রবর্ত্তক। সৎকার্য্য করিলে, কর্ত্তব্য পালন করিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, অতএব সেই আত্মপ্রসাদই আমাদের মুল উদ্দেশ্য। ধর্ম্মসাধন করিলে সর্ব্ববিধায়ে কল্যাণ হইবে বলিয়া যে ধর্ম্মপ্রচারকগণ লোকের মন আকর্ষণ করেন ইহাকেও এক প্রকার স্বার্থের প্রলোভন বলিতে হইবে। কোন দিকেই যদি নিজের স্বার্থ অতিক্রম করা না গেল তবে কর্ত্তব্যজ্ঞান স্বয়ং কখন কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে না এই তাঁহাদের বলিবার অভিপ্রায়। কার্য্যকারিতা ও সুখের ভুমির উপর কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ইহাঁরা স্থাপন করিতে চাহেন, এবং বলেন শিক্ষা ও ভাবযোগ দ্বারা এই রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব

ইহাকে সম্পূর্ণ রূপে কৃত্রিম বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ স্বাভাবিক নহে। 'বিবেক' কেবল এই সকল জ্ঞানের শাসন কর্ত্তা মাত্র। পাপ পুণ্যের বিচারের সময় যে দিকে সুখ সেই দিকেই বিচার শক্তি পরিচালিত হয়। পাপে যদি অধিক সুখ হইত তবে তাহাই পুণ্য বলিয়া গৃহীত হইত!

এ প্রকার সিদ্ধান্তে বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা ও গভীর চিন্তাশীলতা প্রকাশ পাইতেছে বটে কিন্তু ইহাতে অপরদিকে স্বতঃসিদ্ধ সহজ জ্ঞানকে একবারে অস্বীকার করা হইয়াছে। কারণ একদিকে লোকের দৈনিক কার্য্য দেখিলে যেমন বোধ হয় সকলেই স্বার্থের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেছে, তেমনি ইহাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে দয়া ন্যায় পবিত্রতা বিষয়িণী সৎকর্ম্মের মধ্যে যদি কোন প্রকার অভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত কার্য্য ঐ সকল লোকের নিকটেই আবার গৌরবশূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব সমস্ত স্বার্থ ও নীচ উদ্দেশ্যের মধ্যেও যে নিস্বার্থ কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা স্বার্থ মূলক কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে অভ্যাস ও ভাবযোগের দ্বারা কি কখন নিস্বার্থ কর্ত্তব্যজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে? হইলেও তাহার কোন মূল্য নাই। অবশ্য এমন লোকও পৃথিবীতে অনেক আছে যাহারা কোন স্বার্থের জন্য দেশহিতকর এবং পরোপকার ব্রতে ব্রতী হয়, কিন্তু তাহাদিগকে লোকে স্বার্থপর বলিয়া যে ঘৃণা করে ইহাও নিশ্চয় কথা। ইহাদিগের কার্য্য আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। ন্যায়ান্যায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাল মন্দের জ্ঞান স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়, এবং লাভালাভ বিচার শূন্য হইয়া লোকে সেই অনুসারে কার্য্য করে ইহাই স্বাভাবিক; আত্মপ্রসাদ কিম্বা কোন প্রকার স্বার্থ তখন তাহার বিচার ভূমিতে প্রবেশ করে না; তবে অযাচিত সুখ এবং স্বার্থ সৎকার্য্যের পুরস্কার রূপে অনেক সময় কর্ম্মকর্ত্তার নিকট আসে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যের প্রবর্ত্তক কখনই হইতে পারে না। বিষয় বিশেষে আনুসঙ্গিক পুরস্কার থাকিলেও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ইচ্ছা সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করে। সুখ যদি কেবল উদ্দেশ্য হইত, তবে কি তাঁহারা কখন কর্ত্তব্য পালনের জন্য এত কষ্ট বহন করিতে পারিতেন?

ফলাফলবাদীরা যে বলেন সুখই একমাত্র কর্ত্তব্যের নেতা, এ কথার কোন অর্থ নাই। কেন না পার্থিব সুখ অনাপেক্ষিক বস্তু নহে। একজন যাহাতে সুখী অন্যে তাহাতে দুঃখী বা উদাসীন। যদি ইহা বলা যায় যে যাহার যাহাতে সুখ বোধ হয় তাহাই তাহার কর্ত্তব্যের পরিমাপক, তবে কার্য্যকালে তাহার বিপরীত ভাব কেন দৃষ্ট হইয়া থাকে? একজন লোক ভ্রম কুসংস্কার অজ্ঞানতা ও কল্পনার মধ্যে থাকিয়া যেমন আনন্দ উৎসাহে কাল যাপন করে, তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইয়া দিবানিশি মানসিক পরিশ্রম করিলে কি তাহার তাদৃশ সুখ হয়? চিন্তাশীল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অপেক্ষা পর্ব্বতবাসী চিন্তাশূন্য অসভ্য মনুষ্য কি অধিক সুখী নহে? আবার অজ্ঞান অসভ্য মনুষ্য অপেক্ষা কি ক্রীড়াশীল বনচর মৃগশাবকেরা অধিক সুখী নহে? যদি সুখই একমাত্র কর্ত্তব্যের পরিমাপক হইল তবে বিলোড়িত মস্তিষ্ক পণ্ডিত কেন সর্ব্বদা চিন্তা উদ্বেগে ক্লেশ ভোগ করেন? এখানে সত্য আবিষ্কার করা কি সুখ লাভ অপেক্ষা কর্ত্তব্য হইল না? অতএব ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে যাহা অবশ্য করণীয় তাহা সুখ ও দুঃখের উপর নির্ভর করে না। যাহা সত্য, যাহা স্বাভাবিক, তাহাই কর্ত্তব্য।

নীতির কোন সার্ব্বভৌমিক আদর্শ নাই, জ্ঞান সভ্যতার পরিমাণানুসারে নীতিজ্ঞানের ইতর বিশেষ আছে; তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে ভ্রমণকারীগণের সংগৃহীত অসভ্য জাতিদিগের আচার ব্যবহার সকল ইহাঁরা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ক্ষতি হইতেছে না

প্রথমতঃ ঐ সকল ভ্রমণকারীগণের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস জনক নহে,কারণ তাঁহারা অসভ্য লোক-দিগের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ঐ অসভ্য মনুষ্যেরা অজ্ঞানতা বশতঃ তাহাদের স্বাভাবিক নীতিজ্ঞানকে যথাযোগ্যরূপে কার্য্যেতে সংলগ্ন করিতে না পারিয়া মন্দ এবং অন্যায় কার্য্যকে ভাল এবং ন্যায় বলিয়া স্থির করে। কিন্তু সেই অন্যায় এবং মন্দ কার্য্য তাহারা অন্যায় এবং মন্দ বলিয়া কখন করে না, ভাল বলিয়াই করিয়া থাকে। মিথ্যা বলা অন্যায় ইহা মিথ্যা-বাদীও জানে, সেই জন্য সে মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। অতএব নীতি বিষয়ক মূলমত সকল স্বাভাবিক।

মানব জীবন যদি স্বাধীন না হইত তাহা হইলে সুখ স্বার্থ নৈতিক কর্ত্তব্যের নিত্য সঙ্গী হইতে পারিত, অথবা তাহা হইলে "কর্ত্তব্য" বলিয়া কোন কথাই থাকিত না ; কিন্তু তাহা যেখানে নয়, সেখানে সুখ স্বার্থে কর্ত্তব্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কেবল অবস্থা বিশেষে তাহার আনুসঙ্গিক পুরস্কার হইতে পারে। অতএব কর্ত্তব্যই কর্ত্তব্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য। তথাপি যদি কেহ বলেন কর্ত্তব্য পালনজনিত আত্মপ্রসাদকেও স্বার্থ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ইহাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু আত্মপ্রসাদ কর্ত্তব্য সাধনের পরের অবস্থা। যাহা কর্ত্তব্য তাহাই আমা-দের স্বভাব, না করিয়া পারি না, এই পর্য্যন্ত বলা যায়। ইহার সঙ্গে বাহিরের ফলা-ফল কার্য্য কারণ ভাবে থাকিতে পারে না। কেহ যদি বলেন যে ধর্ম্মনীতির উদ্দেশ্য জন-সমাজে শান্তি বিস্তার করা, এ মতেরও উদ্দেশ্য তাহাই, তবে আর উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ? প্রভেদ এই যে ফলাফলবাদীরা সুখ পাইলে পাপকেও পুণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন প্রাকৃতিক ধর্ম্মনীতিবাদীরা তাহা পারেন না। সমাজের ও পরিবারের শান্তি ভঙ্গ হইলেও তাঁহারা সত্যকেই সার করেন। অস্মদ্ দেশে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে উপরুক্ত দূষিত মতের আধিপত্য বশতঃ কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি-তেছি। এ মতের পক্ষপাতী হইয়া যে কেহই প্রায় সচ্চরিত্র সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অকপট হৃদয় বীর পুরুষ হইতে পারেন না পৃথিবীতে তাহার প্রমাণ বিরল নহে। যদিও তাঁহাদের প্রখর বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা দ্বারা জনসমাজের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং হইবে, কিন্তু তাঁহাদের স্বার্থপর বিকৃত অধর্ম্মনীতি দ্বারা বহু সংখ্যক নরনারী পশুর ন্যায় পাপ কার্য্যে রত থাকিয়া পবিত্রতার বন্ধনকে এককালে ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমতী নর-নারীদিগের চরিত্র ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করি-তেছে। তাহাদের সেই অসচ্চরিত্রই তাহাদের মতের অসারতা প্রকাশ করিতেছে।

আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা।

এই প্রকাণ্ড মনুষ্য পরিবারে বিবিধ প্রকার ভাব ও কার্য্যের বিনিময়ের মধ্যে ভাল বাসার অনেক চিহ্ন সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সেই ভাল বাসা পাইয়া পরিশ্রান্ত নরনারী সম্পদ বিপদ, রোগ সুস্থতা, সুখ দুঃখের মধ্যে জীবন ধারণ করিতেছে। বন্ধুতা ও কুটুম্বিতার বাহ্য ব্যবহার সকল সন্দ-র্শন করিলে আর বোধ হয় না যে মনুষ্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী অসহায় অবস্থাতে এই ভবারণ্যে বাস করিতেছে। বাহ্য বস্তু ও আত্মীয়গণের সহিত তাহার এতদূর সুখের সম্বন্ধ হইয়াছে যে ঈশ্বর হইতে প্রেম গ্রহণ করিতে কিম্বা তাঁহাকে প্রেম দান করিতে তাহার অবসর নাই। স্বামী স্ত্রীকে বলিতেছেন প্রিয়ে! আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তোমার ঐ প্রীতি বিগ-লিত সরল চিত্তই আমার একমাত্র চিরদিনের

আশ্রয় ও অবলম্বন। স্ত্রীও স্বামীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন হে প্রাণপতে! এ অধিনীর ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। তোমাকে না দেখিলে আমি এক দিনও গৃহে থাকিতে পারি না। বন্ধু বন্ধুকে বলিতেছেন সখে! তোমার গুণে আমি বিমোহিত হইয়াছি। পিতা মাতা আত্মীয় কুটুম্বগণ সকলেই সকলকে এই রূপে প্রণয় সম্ভাষণ ও প্রশংসা বাদ করিতেছে। সহসা এ সকল দেখিয়া লোকে বলে যে পরস্পরের মধ্যে যেন হরিহর আত্মা। একের মরণে অন্যের মরণ, একের জীবনে অন্যের জীবন। এই জন্য ধন জন সমুদ্রের বিষম কোলাহলের মধ্যে মনুষ্য আপনাকে কখন অসহায় একাকী বলিয়া বোধ করিতে পারে না। কিন্তু সে যদি দিব্য চক্ষে একবার স্বীয় আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে দেখিবে যে অন্যে যেমন তাহার নিকট অপরিচিত বন্ধু, তেমনি সে নিজেও অন্যের নিকট অপরিচিত বন্ধু, মায়া বশতঃ কেবল আমার আমার বলিয়া প্রতারিত হইতেছে। যাহার অনেক বন্ধু তাহার কেহই বন্ধু নাই।

ভালবাসা ও প্রণয়ের এত আড়ম্বর কিন্তু তথাপি কেহ কাহাকেও চেনে না; যাই পরস্পর পরস্পরের চক্ষের অন্তরাল হইতেছে, অমনি সকল ভুলিয়া যাইতেছে। স্বামী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে পরলোকে বিদায় দিয়া পুনরায় অন্য রমণীতে চিত্ত সমর্পণ করিতেছেন, স্ত্রীও স্বামীকে বিদায় দিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতেছেন। যতক্ষণ নিকটে থাকিয়া বন্ধু বন্ধুকে আত্মীয় আত্মীয়কে ভাল বাসিতেছে, ততক্ষণ সে ভালবাসা পাইতেছে। কিন্তু আত্মার মুক্তির পথের সহায় রূপে কয় জন বন্ধু কাহার নিকটে আছেন? কয় জন বন্ধুর প্রকৃতি আমি জানি, এবং আমিই বা কয় জনকে আপনাকে জানিতে দিয়াছি? যত কিছু চক্ষে দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব থাকিলেও সে সকল এক প্রকার মায়ার ব্যাপার। সমস্ত কেবল শারীরিক সম্বন্ধ। ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া দুইটী আত্মা যখন প্রীতি সূত্রে বদ্ধ হয়, এবং উভয়েই ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন থাকিয়া জীবন যাপন করে, তখনই প্রকৃত প্রণয় হয়। তদ্ভিন্ন এই লোকারণ্য মধ্যে আমাদের নিজের বলিবার কেহই নাই।

এই রূপ ঘনিষ্টতা স্থাপনের জন্য প্রথমে উভয়কে উভয়ে ভাল করিয়া চেনা আবশ্যক। তদনন্তর উভয়ের স্থায়ী চরিত্রের প্রতি উভয়ে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস ও নির্ভর করিবেন। বন্ধু ইহকাল পরকাল যেখানেই কেন থাকুন না, তাঁহার আত্মার ছবি আমার আত্মাতে চির দিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। তাঁহার মূল মত কয়েকটীর সহিত যখন মিলন ও পরিচয় হইল, তখন তাহার সহিত আধ্যাত্মিক চিরসহানুভূতি জন্মিল! তখন দূরে থাকিয়াও বন্ধুর সকল বিষয় আমরা বুঝিতে পারিব। যাঁহাকে ভাল বাসিব তিনি চিরদিন আত্মার সহিত গ্রথিত হইয়া থাকিবেন। নিজ জীবনের গভীর স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সকল সময়ে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে আমি একাকী নহি, আমার সবভাবী বিশ্বস্ত অন্ততঃ একটী বন্ধু সঙ্গে আছেন। তিনি আমার প্রকৃতি জানেন এবং আমিও তাঁহার প্রকৃতি জানি, এবং উভয়ে উভয়কে বিশ্বাস করি। দূরে থাকিলেও যে বন্ধুর প্রকৃতি আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে, স্মরণ করিবা মাত্র যাঁহাকে চিত্ত পটে উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই, তাঁহারই সঙ্গে যথার্থরূপে ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছে। শরীরের বিচ্ছেদে এ প্রকার বন্ধুতার বিচ্ছেদ হয় না। এরূপ আধ্যাত্মিক ঘনিষ্টতা দেশ কালের অতীত। কিন্তু এমন বন্ধু কয় ব্যক্তির আছে, এবং তজ্জন্য কয়জনই বা ব্যাকুল? নানা প্রকার বাহ্য ব্যাপারের মধ্যে লোকে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে বলিয়া বুঝিতে পারে না যে সে কিরূপ দরিদ্র এবং সহায়শূন্য। চিরদিন একত্রে বাস করিয়াও

পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু স্ত্রী পুত্রগণ কেহ কাহাকে চিনিতে পারে না। কেবল মোহ বশতঃ গাভী ও বৎসের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের গাত্র লেহন করে মাত্র। ব্রাহ্মসমাজে বন্ধুতা ও ভ্রাতৃভাবের কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু কেহ কাহাকেও আত্মার নিকটে আসিতে দেন না, হৃদয় দ্বার বন্ধ করিয়া একাকী বাস করেন। একটী বন্ধু অন্ততঃ জীবন পথের সহায় রূপে যিনি প্রাপ্ত না হইয়াছেন তাঁহার ন্যায় অনাথ আর কেহ নাই। তিনি শত শত বন্ধুর মধ্যে বাস করিয়াও বন্ধু হীন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা লৌকিক মায়াময় ভালবাসাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। "আপনার" বলিতে পারেন ঈদৃশ অমৃতধামের সহযাত্রী তাঁহাদের প্রার্থনায়।

ব্রহ্মোৎসব।

অনন্ত জীবনের পথে চলিতে চলিতে আত্মার যন্ত্র সকল মধ্যে মধ্যে যখন শ্লথ হইয়া পড়ে, সংসারের কুটিল চক্র ভেদ করিয়া আর সে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না, তখন জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ ব্রহ্মোৎসবই আমাদের একমাত্র ভরসা। অল্পে অল্পে অজ্ঞাতসারে নানা জাতীয় পাপ সকল সঞ্চিত হইয়া ধর্ম্মসাধনের শক্তিকে যখন দুর্ব্বল করিয়া ফেলে তখন এই উৎসবের সাহায্যেই আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হই। ইহার স্বর্গীয় উপকারিতা আমরা এ জীবনে কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। এক দিনের উৎসবের প্রেম প্রবাহে সন্দেহ নিরাশা ভগ্ন ভাবনা সকল সুদূরে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। এবং সেই প্রেমরসে আশা বিশ্বাস, উৎসাহ অনুরাগ, প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি সাধু ভাব সকল বিকসিত হইয়া হৃদয় উদ্যানকে সুশোভিত করিয়াছে। যে কেহ সেই সদ্য প্রস্ফুটিত পবিত্র ভাব কুসুম রাজির সুখকর মধু গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছেন, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও তিনি ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন।

সাধনের তিনটী অঙ্গ সর্ব্বাঙ্গিনরূপে সাধিত হইলে ব্রাহ্মজীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরপ্রেম এবং ঈশ্বরসেবা। এই তিনটী সমান ভাবে সাধন করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বর তত্ত্ব সংস্থাপনের জন্য আমরা যেমন নির্ভয়ে সংশয়বাদ, জড়বাদ, মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের রচিত গ্রন্থ হইতে সার উদ্ধার করিয়া লইব, এবং তাঁহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিব. তেমনি আবার ব্রহ্মোৎসবে মত্ত হইয়া ঈশ্বর সাধনে সমস্ত দিন কর্ত্তন করিব। ধ্যান আরাধনা, পাঠ আলোচনা, প্রার্থনা সংগীত সংকীর্ত্তনে যেন পলকের মধ্যে দিন রাত্রি কাটিয়া যাইবে। আবার যখন ঈশ্বরসেবায় নিযুক্ত থাকিব, তখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অহর্নিশি কার্য্য সাগরে ডুবিয়া রহিব। কিন্তু ব্রহ্মোৎসবেই আমাদের ইহ জীবন কৃতার্থ হয় এবং তাহা দ্বারা সাধনের সমস্ত অঙ্গ জীবন্ত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। এবারে আমরা যাহা সম্ভোগ করিয়াছি তাহার বিষয় বিশেষ করিয়া কিছু বলিব না,কেন না তাহা বলিতে পারিব না। আমাদের সামান্য বর্ণনা শক্তি সে ভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। উৎসব রজনীর বক্তৃতায় আগামীতে ইহা প্রকাশ পাইবে। পূর্ব্ব প্রচলিত রীত্যনুসারে উক্ত দিবসের কার্য্য সমাধা হইয়াছে। দ্বাদশটী যুবা প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মপরিবার ভুক্ত হইয়াছেন। নূতন রচিত আরতির সঙ্গীত শ্রবণে সকলে আনন্দিত হইয়াছিলেন। লোকের সমাগম যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপই হইয়াছিল। কিন্তু উপাসক ও দর্শকমণ্ডলীর নিস্তব্ধ ভাব অবলোকনে আমরা যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছি। নরনারী সকলেই এই আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। সেই দিন অবধি প্রতি দিন ভারতাশ্রমে এক একটী নূতন ভাবের উৎসব হইয়া যাইতেছে। পরিত্রাণের জন্য এখন অনেকে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। এবার এই ভাবে জীবন সংগঠিত হইলে ভবিষ্যতের আর কোন ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু অযতনে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক যাঁহারা এই দেব প্রসাদ হইতে পুনরায় বঞ্চিত হইবেন তাঁহাদের নিশ্চয় মৃত্যু। আমরা আশা করি ঈশ্বর কৃপায় উৎসবের এই প্রজ্বলিত উৎসাহানল আর নির্ব্বাণ হইবে না।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বক্তৃতার সার।

মনুষ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে তাহার পাপ কার্য্যের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। স্বাধীনতা না থাকিলে মনুষ্যকৃত কোন অন্যায় অনুষ্ঠান পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত না। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সীমা আছে, কারণ মনুষ্য সকল বিষয়েই সীমা বদ্ধ জীব। তথাপি সেই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাকে এত দূর ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে যে এমন কোন পাপ নাই যাহা সে অতিক্রম করিতে পারে না। ঈশ্বর যদি পাপ প্রবৃত্তি ও প্রলোভনের আকর্ষণকে আমাদিগের স্বাধীন শক্তির অনতিক্রমণীয় করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় বিধানে লোকে দোষারোপ করিয়া আপনাদিগকে নির্দ্দোষী করিতে পারিত, কিন্তু তাহা তিনি দেন নাই। উভয় শক্তির সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য কেবল আপনার ইচ্ছাতে পাপে পতিত হয়। তাহার ইচ্ছা কাহারও অধীন নহে। মনুষ্য কখন জন্মপাপী হইতে পারে না, তাহা ন্যায় ও যুক্তির বিরুদ্ধ। পাপ করিবার পূর্ব্বে কি রূপে পাপী বলিয়া সে গণ্য হইবে? যখন সে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীতে গমন করে তখন তাহার পাপ হয়। ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু সকলই নির্ম্মল। পূর্ব্ব পুরুষ বা আদিম মনুষ্যের পাপ কখন বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতে পারে না। কারণ পিতার সঙ্গে পুত্রের স্বাধীন আত্মার পাপ পুণ্যের কোন সম্বন্ধ নাই, উভয়েই স্বতন্ত্র ইচ্ছাবিশিষ্ট পৃথক্ জীব।

প্রবৃত্তি কখন স্বাধীন ইচ্ছাকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত করিতে সক্ষম হয় না। স্বাধীনতা বিচারক, এবং প্রবৃত্তি সকল সৎ ও অসৎ পক্ষের উকীল। বিচারককে বুঝাইয়া দিবার জন্য উকীলেরা নানা প্রকার তর্ক যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু কোন পক্ষের জয় পরাজয়ের জন্য তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না। তবে উকীলদের বাগ্মীতা দ্বারা বিচারক মুগ্ধ হইতে পারেন এই পর্য্যন্ত। অতএব কোন প্রকার অভিসন্ধি বা প্রবৃত্তি স্বাধীন ইচ্ছাকে পাপের পথে ততক্ষণ লইয়া যাইতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজে যাইতে স্বীকৃত হয়। আত্মার মধ্যে পাপের কোন স্বতন্ত্র মূল নাই, ইহা কেবল মনের অবস্থা। অন্ধকার যেমন অপদার্থ পাপ তেমনি অপদার্থ। মনুষ্যের পুণ্যময় প্রকৃতির অভাবকেই পাপ বলা যায়। কিন্তু পাপের ভাবযোগ ও অভ্যাস সকল ভাব পদার্থের ন্যায় মনের মধ্যে কার্য্য করে। পাপ বলিয়া কোন একটী বিশেষ ইচ্ছা কিম্বা প্রবৃত্তি ঈশ্বর আমাদিগকে দেন নাই, স্বাধীনতার সে শক্তি আছে। কিন্তু সে প্রবৃত্তি প্রকৃতির পরিবার ভুক্ত নহে, তাহা বৈদেশিক অপ্রাকৃতিক অবস্থা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

প্রাতঃকাল ৯ই ভাদ্র ১৭৯৫ শক।

ব্রাহ্মদিগের যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহা অতি উচ্চ এবং সুমিষ্ট। এই বিশ্বাসের জন্য যে ঈশ্বরকে আমাদের কত পরিমাণে ধন্যবাদ করা উচিত তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আমাদিগকে কত প্রকারে সুখ দিতেছেন; কিন্তু এই বিশ্বাসের মিষ্টতার তুলনায় আর কোন সুখই সুখ বলিয়া বোধ হয় না। যখন ভাবিয়া দেখি স্বর্গের দেবতা দয়াময় পিতা আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের নিজের আত্মার মধ্যেই কেমন সহজ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাছে যাইবার জন্য, মধুর বিশ্বাসরূপ কেমন সহজ উপায় বিধান করিয়াছেন, তখন মন আপনি প্রেম এবং কৃতজ্ঞতা ভারে অবনত হয়, এবং ইচ্ছা হয়, প্রতি নিমেষে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি। দেব দর্শন করিবার জন্য পৃথিবীর সহস্র সহস্র লোক তীর্থ স্থানে যাইতেছে; আবার কত সাধক ইষ্ট দেবতাকে পরলোকে দেখিতে পাইব কেবল এই আশায় কত কঠোর সাধন করিতেছে; কিন্তু ব্রাহ্মদিগের কেমন সৌভাগ্য, দেবতাকে দেখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক দূর পথ যাইতে হয় না; অথবা কোন ভবিষ্যৎ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না; যখনই তাঁহারা স্বীয় দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁহাকে দেখিতে পান, এবং কিছু মাত্র দূরে যাইতে হয় না; কেন না ব্রহ্ম তাঁহাদের অতি নিকটে। ব্রহ্ম আমার অতি নিকটে, ইহা বিশ্বাস করিলেই আমাদের পরিত্রাণ। আমার অতি নিকটে পরম পিতা বসিয়া আছেন। জ্ঞান, প্রেম, এবং পুণ্য শান্তির অনন্ত আধার, স্বর্গরাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাণ সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহার মধ্যে আমি বাস করিতেছি যিনি ইহা বুঝিতে পারেন তিনি ভক্ত। তিনি শুনিতেছেন, ঈশ্বর বলিতেছেন, "সন্তান! এই দেখ আমি সমস্ত স্বর্গরাজ্য লইয়া তোমার অতি নিকটে রহিয়াছি।" বস্তুতঃ আমাদের ঈশ্বর যে অতি দূরে একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, তাহা নহে। সহস্র বৎসর পরে সেই গৃহে গিয়া তাঁহাকে দেখিব এরূপ ধর্ম্ম তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকটে প্রেরণ করেন নাই। তিনি কাছে না থাকিলে তাঁহার সন্তানগণ নিমেষের জন্য বাঁচিতে পারে না এই জন্যই তিনি তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার হৃদয়ের মধ্যে আপনাকে রাখিয়া দিয়াছেন। ভাই! ভগ্নী! চক্ষু খুলিয়া দেখ কে সম্মুখে আছেন। ইহা অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট অমূল্য রত্ন জগতে আর কি আছে? বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের উচ্চতর অভিলাষের বস্তু আর কিছুই নাই। যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করিলে যেখানে বসিয়া আছি এখানেই ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাহা কি সামান্য ধর্ম্ম? ঈশ্বর আমার অতি নিকটে আছেন ইহা কি স্বপ্নের কথা? আমি কি কল্পনার কথা বলিয়া তোমাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যাইতেছি? কেবল বল এই ঈশ্বর আমার কাছে, সেই ঈশ্বর যাঁহার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিত, কতবার বলিতাম, তাঁহার দর্শন কি পৃথিবীতে পাইব, সেই তিনি আমার নিকটে। চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া যাঁহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলাম সেই পিতার সুন্দর মুখ আমর অতি নিকটে। বরং অন্য বস্তু দেখিতে চক্ষুর আয়াস আবশ্যক, কিন্তু আমার প্রিয়তম পিতা এত নিকটে যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার চক্ষুর পরিশ্রম হয় না। যখন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠি, তখন সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহাকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখি তিনি কে? সেই আমাদের চক্ষুর চক্ষু প্রাণের প্রাণ পরম পিতা। নিদ্রা হইতে উঠিবামাত্র ভক্তের কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়? তাঁহার সেই প্রিয়তম পরমেশ্বর। ইহাকে কি সুলভ দর্শন বলে না? কে বলে ব্রহ্ম-দর্শন আয়াস সাধ্য? ঈশ্বর এখানে, অতি নিকটে, ইহা বলিলেও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নৈকট্য নির্দ্দেশ করা হইল না। কেন না চক্ষু যেখান হইতে দৃষ্টি আরম্ভ করিল সেখানে থাকিয়া ব্রহ্ম বলিতেছেন, চক্ষু! তুমি অন্যের ঘরে কোথায় যাইতেছ, আগে আমার প্রেম জলে ধৌত হইতে হইবে। আমাকে অতিক্রম করিয়া কোন বস্তু দেখিতে পার না। ভক্ত বলেন পিতাকে না দেখিয়া আমি অন্য কোন বস্তু দেখি না। অন্য লোক দেবতার অন্বেষণে দূর পথে যায়, যতই পরিশ্রান্ত হয়, আরও দূরে যাইতে হয়, কিন্তু ভক্তকে ঈশ্বর দূরে যাইতে দেন না। পিতার সংকল্প এই যে ঘরে বসিয়া তিনি পুত্রকে দেখা দিবেন। হয় সর্ব্বাপেক্ষা নিকট এবং আপনার বলিয়া তাঁহাকে দেখ, নতুবা ঈশ্বর কল্পনা ছাড়িয়া দাও, কেন না যে তাঁহাকে দূরে মনে করে তাহার ধর্ম্মের মূলে অসত্য, সুতরাং তাহার সমস্ত সাধন মিথ্যা। সেই অসত্যের ভিতর কিরূপে প্রকৃত ঈশ্বর দেখা দিবেন? ব্রাহ্ম! ব্রাহ্মিকা! সাবধান, কদাচ, পিতাকে দূরে মনে করিও না; কেন না তাহা হইলে আর তাঁহার দেখা পাইবে না; কিন্তু এই আমার ঈশ্বর নিকটে ইহা মনে করিয়া যেখানে একটী বিন্দুমাত্র দাগ দিবে, সেখানেই তিনি তোমাদিগকে দেখা দিবেন। সেই সূক্ষ্মতম বিন্দুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাক, দেখিবে সেই সামান্য স্থানের মধ্য হইতে কোটি কোটি নরনারীপূর্ণ স্বর্গরাজ্য বাহির হইতেছে। তুমি যাহা চাও,—প্রেম চাও, পুণ্য চাও, জ্ঞান চাও, শান্তি চাও, সেই বিন্দুর মধ্যে সকলই পাইবে। সেই বিন্দুর মধ্যে প্রেম সিন্ধু, পুণ্য সিন্ধু, জ্ঞান সিন্ধু, শান্তি সিন্ধু ঈশ্বর বাস করিতেছেন, দেখিয়া তুমি অবাক্ হইবে। যখন ঈশ্বর ভক্তকে দেখা দেন, অনন্ত বিস্তৃত ভাবে নহে; কিন্তু ভক্তের অতি নিকটে আসিয়া তিনি প্রকাশিত হন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ভক্তকে দূরে যাইতে হয় না। কিন্তু তিনিই ভক্তের বক্ষস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। তাঁহাকে নিকটে না দেখিলে কদাচ ভক্তের প্রাণ শীতল হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মধুময় যে ইহা ঈশ্বরকে অতি নিকটে প্রদর্শন করে। যাঁহারা এই ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, অথবা ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরকে অতি নিকটে, হৃদয়ের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মধুরতা আস্বাদ করিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের আত্মীয়; তাঁহার প্রকৃতিই এই যে তিনি কাহারও দূরস্থ কিম্বা পর হইতে পারেন না। যদি বল একদিকে যেমন ঈশ্বর আমাদের অতি নিকটে, অন্যদিকে সেইরূপ তিনি আমাদের অতি দূরে। এক ভাবে ইহা সত্য; কিন্তু যিনি বলেন আমি নিকটে ঈশ্বরকে পাইলাম না, তিনি মিথ্যাবাদী। বিশ্বাস কর আমার অতি নিকটে ঈশ্বর আছেন। কিরূপে আছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিও না; কারণ কেমন করিয়া তিনি তোমার কাছে আসিলেন, তাহা জানিয়া তোমার কি হইবে? তুমি কেবল তাঁহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিয়া পুণ্য শান্তি সম্ভোগ কর। বল, ঈশ্বর কাছে আছেন, দেখিবে বলিতে না বলিতে প্রাণের যন্ত্রণা দূর হইবে। ঈশ্বর কাছে আছেন বিশ্বাস করা, এবং তাঁহার প্রেম সুধা পান করিয়া আনন্দিত হওয়া এক কথা। ঈশ্বর অতি নিকটে, এবং আমার অতি আত্মীয়, ইহা বুঝিলেই পরিত্রাণ। ঈশ্বরের তুলনায় সকলই দূর। পিতা বল, মাতা বল, স্ত্রী বল, পুত্র বল, কিম্বা হৃদয়ের বন্ধু বল কেহই তাঁহার ন্যায় নিকটস্থ নহে। ধন্য তিনি যিনি জীবন, মৃত্যু, সম্পদ বিপদ, এবং সজন নির্জ্জনে পিতার মুখে এই কথা শুনেন, "এই আমি" এই যে সুলভ ব্রহ্মধন, ইহা আমাদের প্রতিজনের নিকটে। ঈশ্বর দর্শন অতি সহজ সাধন। তবে কেন আমরা বহুদূরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে যাই। যতক্ষণ ঈশ্বর নিকটে আছেন ইহা বুঝিতে না পারি ততক্ষণ সাধু সঙ্গ, পুস্তক 'অধ্যয়ন সকলই বৃথা। পিতা আমার কাছে, এবং আমার মধ্যে থাকিয়া আমার সকল প্রার্থনা বুঝিতেছেন, আমি যেখানে থাকি, যে দেশে যাই, তাঁহাকে নিকটে পাইয়া সর্ব্বত্র জীবন সার্থক করিতে পারি। তিনি আমার নিকটতম বন্ধু এবং প্রাণের সহিত গ্রথিত, ইহা উপলব্ধি করিলে কি আর অন্তরে বিষাদ নিরানন্দ থাকিতে পারে? অতএব ভক্তগণ! সেই নিকটস্থ সহবাসে থাকিয়া আনন্দ এবং প্রফুল্লতা সঞ্চয় কর। তাঁহার কাছে থাকিলে হৃদয় উদ্যানে আপনা আপনি নিত্য প্রেম, ভক্তি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইবে। কাহারও দূরে যাইতে হইবে না, নিকটে ঈশ্বর দর্শন পাইয়া শান্তি সুখ লাভ করিবে। তাঁহার সহবাস রূপ অভেদ্য দুর্গ মধ্যে বাস করিলে পাপ তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। সকলে এক চক্ষু হইয়া তাঁহার শুভ দৃষ্টি দর্শন কর, এবং সকলে আনন্দ রবে তাঁহার কৃপার জয় ধ্বনি কর। "বল আনন্দে বদনে ব্রহ্ম নাম, হল নিকটে আনন্দ ধাম ——।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

মাসিক সমাজ।

উপদেশ।

রবিবার ২১শে আশ্বিন, ১৭৯৪ শক।

ঈশ্বরের রাজ্যে নানা প্রকার কৌশল পূর্ণ-সামগ্রী। তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, করুণা এবং পবিত্রতার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই। কিন্তু এক দিকে

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতা দেখিয়া যেমন আমরা আশ্চর্য্য হই, অন্যদিকে আমাদের হৃদয়ের পাপ এবং কদর্য্য ভাব দেখিয়া আমাদিগকে তেমনই আশ্চর্য্য হইতে হয়। জড় জগৎ এবং মনুষ্যের মন উভয়কেই ঈশ্বরের হস্ত রচনা করিয়াছে; কিন্তু জড় জগৎ এবং মনুষ্যের মন এই উভয়ের মধ্যে কত বিভিন্নতা। জড় জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, ইহার একটী বৃক্ষ নাই যাহা অপবিত্র; ইহার সকলই সুন্দর, সকলই পবিত্র, যাহার চক্ষু নিষ্পাপ, সে ইহাতে পাপ অপবিত্রতা দেখিতে পায় না। যে দিকে দৃষ্টি পাত করে, সেই দিকেই সে পুণ্য প্রভা দেখিয়া পুলকিত হয়; কিন্তু মনুষ্য জাতির প্রতি দৃষ্টি কর, এমন একটী মন নাই যাহা কোন না কোন পাপে বিদ্ধ না হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার নিজের প্রকৃতি হইতে স্বর্গীয় উপকরণ লইয়া মনুষ্যকে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্য আপনার দোষে স্বর্গের মধ্যে নরক আনিয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আপনার স্বরূপ হইতে সৌন্দর্য্য প্রেম, এবং সদ্ভাব লইয়া মনুষ্যের আত্মাকে গঠন করিলেন; কিন্তু তাহার চরিত্রে সেই স্বর্গীয় শোভা কোথায়? সে নিজের দোষে তাহার আপনার সৌন্দর্য্যে কলঙ্কিত করিয়াছে। ঈশ্বর দত্ত স্বাধীনতা প্রভাবে, আপনার ইচ্ছায় সে পাপের দাসত্ব করিয়া নিতান্ত কদাকার হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা যতই কেন মলিন এবং অপবিত্র হউক না, ঈশ্বর প্রদত্ত তাহার যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, কিছুতেই তাহা একেবারে বিনষ্ট হইবার নহে। স্বর্ণকে কর্দ্দমে নিক্ষেপ কর এবং তাহা যদি নিজের রূপ ও কান্তি হারাইয়া কর্দ্দমের মত হইয়া পড়ে, তথাপি একটু জল দ্বারা ধৌত করিলে, দেখিবে সেই স্বর্ণ স্বর্ণই রহিয়াছে। সেই রূপ ঈশ্বর-রচিত আত্মার সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা যতই কেন পাপ কলঙ্ক দিক না, তাঁহার কৃপা বারি পড়িয়া এক দিন তাহাকে নিষ্কলঙ্ক করিবেই করিবে। মনুষ্যের আত্মার উপর পৃথিবীর ধূলি যতই কেন রাশীকৃত হউক না, স্বর্গীয় বস্তু স্বর্গীয় বস্তুই থাকিবে। ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার যতই কেন অপব্যবহার হউক না, এক দিন ইহা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবেই। অতএব হে মনুষ্য! তুমি আপনার স্বাধীনতার উপর কদাচ দোষারোপ করিও না। কখনই এই কথা মুখে বলিও না যে আমার মনের স্বাধীনতাই নরক। যে ব্যক্তি স্বর্গকে নরক বলে স্বর্গ তাহার কাছে নরক হয়। যে ব্যক্তি আপনার মনকে পাপের আকর মনে করে, তাহার মধ্যে পুণ্য ভাব থাকিলেও সে তাহা দেখিতে পায় না। যেখানে আমাদের নিজের কার্য্য, সেখানেই স্তুপাকার পাপ। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের ভাব, এবং তাঁহার প্রদত্ত প্রকৃতি, সেখানে নরক গমন করিতে পারে না। আমাদের শরীর মন ঈশ্বর দ্বারা নির্ম্মিত, এই জন্য সাধু ধর্ম্মোপদেষ্টারা বলিয়াছেন তোমরা ঈশ্বরের মন্দির স্বরূপ। আমাদের শরীর এবং মনের সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বর। অতএব যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত সমুদয় শক্তিকে ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন তিনিই ধন্য এবং নিরাপদ। তিনি যেমন এক দিকে আপনার নির্ম্মিত নরক দেখিয়া আপনাকে ঘৃণা করেন তেমনি অন্য দিকে তাঁহার অন্তর মধ্যে ঈশ্বর সংস্থাপিত স্বর্গ দেখিয়া ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। তিনি দেখিতে পান ঈশ্বর তাঁহার আত্মাতে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু হে বিশ্বাসী! সময়ে সময়ে তোমার অন্তরে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিয়া ঈশ্বর আছেন মনে করিলে কি হইবে? যখন তুমি তোমার হৃদয় শূন্য দেখ, অথবা তোমার হৃদয় পাপ পঙ্কে কলঙ্কিত দেখ, তখন কি বলিবে ঈশ্বর তোমার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলেন? তবে তোমার দেখা না দেখার উপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মৃত্যু নির্ভর করে। যত ক্ষণ তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তত-ক্ষণ তোমার পক্ষে তিনি নাই; কিন্তু ইহা কি তুমি জান না, যে তুমি নিতান্ত পাষণ্ড নাস্তিক হইলেও তিনি তোমার আত্মার সিংহাসনে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন? তুমি স্বীকার কর আর না কর ঈশ্বর চিরকালই জগতের ঈশ্বর থাকিবেন। যদি তুমি তাঁহাকে না দেখ তোমারই পক্ষে তিনি অনুপস্থিত। তোমার কল্পনাতে তিনি নাই। কিন্তু আবার ঈশ্বরকে অনুভব না করিয়া ঈশ্বর আছেন বলিলে কি হইবে? যদি বলিতে হয় ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন তবে হৃদয়ে আগে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিলে কি হইল? ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলাম, ইহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলাম, কিন্তু যখন মন্দির ছাড়িয়া পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন দেখি হৃদয়ের মধ্যে আর ঈশ্বর নাই। এই জন্য বলিতেছি, নিজের আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর আত্মার শক্তি সকলকে নরক বলিলে ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই স্বর্গীয় শক্তি সকল আমরা নিজের ইচ্ছায় পাপের মধ্যে আনিয়াছি যথার্থ বটে, কিন্তু সেই জন্য কদাচ এরূপ মনে করিও না যে আর তাহারা ঈশ্বরের নহে। ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি সকল তুমি তোমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বলে যতই কেন পাপ পথে নিয়োজিত কর না, চির কালই তাহারা স্বর্গীয় থাকিবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল এই জন্য আমাদের নরকময় হৃদয় হইতেও তাঁহার উপস্থিতি এবং তাঁহার প্রদত্ত শক্তি সকল প্রত্যাহার করেন না। আমরা চারি দিকে নরক নির্ম্মাণ করি; তথাপি স্বর্গের রাজা পূর্ণ পবিত্রতা লইয়া তাহার মধ্যে বাস করেন। নরকের সাধ্য কি যে তাঁহার সেই পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত করে? আত্মার প্রত্যেক শক্তির মূলে ঈশ্বর, সুতরাং ইহার একটী শক্তিও অপবিত্র নহে। মনের সমুদয় শক্তি এবং সমুদয় প্রবৃত্তির মূলে ঈশ্বর দণ্ডায়মান; কেবল আমাদের পাপান্ধকার তাঁহাকে দেখিতে দেয় না, এবং এই জন্যই আমরা সেই সকল শক্তির উপর দোষারোপ করি। বস্তুতঃ আমাদের সমুদয় শক্তি এবং সমুদয় আসক্তির মূলে ঈশ্বর কার্য্য করিতেছেন। কি পিতৃ মাতৃ-ভক্তি, কি অপত্য স্নেহ, কি দাম্পত্য প্রণয়, কি বন্ধুতা, কি হিতৈষণা ইত্যাদি সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করিতেছে। আমাদের মন পাপে মলিন এই জন্যই এ সমুদয় স্বর্গীয় শক্তি এবং প্রবৃত্তির মূলে আমরা ঈশ্বরের প্রেম মুখ দেখিতে পাই না, এবং আমাদের নিকট সংসার নরক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কর্দ্দম কতক্ষণ স্বর্ণের কান্তি ঢাকিয়া রাখিতে পারে? সেই পৃথিবীর পঙ্কের উপর চক্ষের এক বিন্দু অনুতাপ জল পড়ুক দেখিবে তখনই মনের সমুদয় শক্তি আবার হেমবর্ণে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বরের এই রূপ বিধান না হইলে কখনই এক ঘণ্টার উপাসনায় কাহারও মলিন পঙ্কিল হৃদয় পবিত্র এবং উজ্জ্বল হইত না। যেমন প্রচ্ছন্ন অগ্নি জ্বলন্ত

হইয়া মলিন অঙ্গারকে উজ্জ্বল করে, সেইরূপ মনুষ্য আত্মাতে যখন সেই গূঢ়তম ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন আপনাপনি মনুষ্যের পাপ অপবিত্রতা দগ্ধ হইয়া যায়। পবিত্রস্বরূপ যে অন্তরে বাস করিতেছেন, পাপ ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করে। প্রত্যেকের আত্মাতে গূঢ়ভাবে ঈশ্বরের অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাতে একবার যদি মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার ফুৎকার পড়ে, একবার যদি তাহার উপর উপাসনার বায়ু প্রবাহিত হয়, তখনই তাহা ভয়ানক রূপে জ্বলিয়া উঠে, এবং মনুষ্যের রাশীকৃত পাপ ভস্মীভূত হয়। তখন দেখিতে পাই, যেমন জড় জগৎ এবং ইহার প্রত্যেক বস্তু পবিত্র, তেমনই মন এবং মনের প্রত্যেক শক্তি পবিত্র এবং সুন্দর। উভয়ই পবিত্রতা হইতে বিনিঃসৃত, এবং পবিত্রতার মধ্যে অবস্থিত। নারকীর মনেও ঈশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সমুদায় শক্তি অধিকার করিয়া বসিলেন, যখন সে ব্যক্তি ইহা দেখিতে পায়, তখনই আশ্চর্য্য হইয়া সে এই কথা বলে "কি! আমার এই শক্তি ঈশ্বরের শক্তি!! আমার এই নরকের এত নিকটে স্বর্গের রাজা ঈশ্বর!!" তখনই মহাপাপীর জীবনে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন আসিল। সে মনে করিত তাহার সমুদয় শক্তি তাহারই শক্তি, ঈশ্বরের সঙ্গে ঐ সমুদয় শক্তির কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু এখন এক নূতন রাজ্য দেখিল। তাহার আর কোন শক্তি রহিল না, নিজকৃত রাশি রাশি পাপ অন্ধকার ভিন্ন তাহার আর কিছুই রহিল না। কিন্তু দুর্ব্বল, শক্তিহীন এবং নিতান্ত কাতর হইয়াও সেই অন্ধকার মধ্যে পাপী ঈশ্বরের কাছে দাঁড়াইল। কৃপাসিন্ধু ঈশ্বরের কৃপায় তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল। যেখানে সে নরক দেখিয়াছিল, তাহারই মধ্যে স্বর্গরাজ্য দেখিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল। দেখিল তাহার হৃদয়ের সেই কলঙ্কিত শক্তি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বর দণ্ডায়মান। এক একটী শক্তির প্রতি সে দৃষ্টি করে, দেখে প্রত্যেকের মূলে ঈশ্বর। তাহার জ্ঞান, ভাব, এবং ইচ্ছাতে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, এবং পুণ্যের প্রকাশ। পাপী পূর্ব্বে মনে করিত, কেবল সাধুদিগের ভক্তি সরবরেই ঈশ্বরের চরণ পদ্ম বিকসিত হয়; কিন্তু এখন দেখিল পাপের মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে প্রেম ভক্তি কুসুম সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন, এবং স্বয়ং ঐ সকল পুষ্পোপহার গ্রহণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। যতই সে অনুধাবন করিয়া দেখে, ততই ঈশ্বরের প্রতি তাহার বিশ্বাস ভক্তি বাড়িতে লাগিল; দেখিল ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে তাহার সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে। তখন পাপীর পরিত্রাণ আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার সম্মিলন হইল। ঈশ্বরের বলে তাহার দুর্ব্বলতা ঘুচিল। মহাপাপী মুহূর্ত্তের মধ্যে পুণ্যবান্ হইল। "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় তোমরাও পূর্ণ হও।" পাপী তখন আপনার জীবনে এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল। অতএব হে মনুষ্য! কদাচ তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তির উপর দোষারোপ করিও না। মুক্ত হইবার যদি অভিলাষ থাকে তবে এই যে বিস্ময়কর ব্যাপার, আধ ঘণ্টার মধ্যে পাপী শুদ্ধ হয়, তাহা বিশ্বাস করিয়া আপনার সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বরকে দর্শন কর। তোমার নিজের কোন শক্তি নাই যখন স্পষ্টরূপে তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে, সেই অসহায় দুর্ব্বল অবস্থায় দেখিতে পাইবে, তোমার অন্তরের সমুদয় শক্তি ঈশ্বর স্বয়ং পরিচালন করিতেছেন। এই রূপে যখন দেখিবে তাঁহার হস্তে তোমার সমস্ত জীবনের ভার, তখন পাপ প্রলোভন আর তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে দুর্গ ঈশ্বরের শক্তিরূপ প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত, সেই দুর্গ মধ্যে যদি তুমি লুক্কায়িত হও, কাহার সাধ্য তোমাকে আক্রমণ করে? ঈশ্বর যদি অজেয় হন, তবে হে বিশ্বাসী! তুমিও অজেয়। কেন না ঈশ্বর সন্তান, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়াও ঈশ্বরের বলে বলবান্। ঈশ্বরের দুর্গ আমাদের হৃদয়ে নির্ম্মিত হউক; তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা নিরাপদ এবং পুণ্যবান্ হই।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

পূর্ব্বতন কালে ভারতবর্ষের প্রতি সম্প্রদায়স্থ প্রসিদ্ধ লোকেরা যোগ সাধনের জন্য উড়িষ্যায় আসিয়া চির প্রবাস করিতেন। উড়িষ্যা অতি নির্জ্জন স্থান, কোন প্রকার কোলাহল নাই, বিশেষতঃ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ও পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয় এই স্থান যোগিদিগের পক্ষে বিশেষ মনোনীত হইত। পূর্ব্বকার লোকেরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইতেন। বস্তুতঃ সুন্দরী প্রকৃতি যোগ ও ধ্যানের অতিশয় অনুকূল বলিয়াই তাঁহারা জীবনের শেষাবস্থায় এই সকল স্থানে ধর্ম্মেতেই কেবল অতিবাহিত করিতেন। এই স্থানে পূর্ব্বতন এমন সকল কীর্ত্তি আছে যাহা বাস্তবিক আলোচ্য ও দর্শনীয় বিষয়। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি তন্মধ্যে একটী।

উড়িষ্যা প্রদেশে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে দুইটী পাহাড় আছে, ইহা কটক হইতে ৮।৯ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তরে অবস্থিত। এই পাহাড় দুইটী অধিক উচ্চ নহে, বোধ হয় চারি পাঁচ শত ফিট হইবে। ইহার চতুর্দ্দিক্ পর্ব্বতে আকীর্ণ। এখানে লোকের বসতি বড় নাই, পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমিতে অল্প লোকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতে প্রথমে বৌদ্ধদিগের বিশেষ আধিপত্য ছিল। বৌদ্ধ যোগিগণ সর্ব্বশেষে এখানেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতে প্রায় হাজার বৎসর বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্য ছিল। খৃষ্ট শকের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, ও তাহার পাঁচ শত বৎসর পরে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মই বিশেষ সমাদরণীয় হইয়াছিল। এমন কি তৎকালে উড়িষ্যা প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দর্শন করিলে বোধ হয়, পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের কি প্রতাপ ও আধিপত্যই ছিল! কি পর্য্যন্ত না তাঁহাদের উৎসাহ, ও ত্যাগস্বীকারের ভাব লক্ষিত হইত! এই পাহাড়ে তাঁহাদের অসামান্য কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রায় এক শত কেভ টেম্পল্ রহিয়াছে। আমরা গণিয়া দেখিলাম এখনও ৮০টী বেশ ভাল অবস্থায় আছে বলিলেও হয়। কোনটী এত প্রকাণ্ড যে ঐ মন্দির গুলির তৃতীয় তল পর্য্যন্তও আছে। এই কেভটেম্পল অর্থাৎ গুপোগুলি পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এক একটী ত্রিশ চল্লিশ হাত প্রশস্ত। সকল গুলিতে ধ্যানস্তিমিত-লোচন যোগী বৌদ্ধদিগের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত দেখিতে

পাওয়া যায়। এই সকল প্রকাণ্ড পাহাড় কাটিয়া কি শিল্পনৈপুণ্যই প্রকাশ করা হইয়াছে! এই সকল দেখিলে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মের জন্য কি উৎসাহ এবং কি পর্য্যন্ত না তাঁহাদের ত্যাগস্বীকারের ভাব প্রতীত হয়! প্রসিদ্ধ হন্টার সাহেব ইহার অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন। কিন্তু বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুস্তকে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকটিত হইবে।

কোন্ সময়ে যে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষের এক প্রান্তর উৎকল প্রদেশে আসিয়াছিল অন্য দেশীয় কোন গ্রন্থে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থে ঘটনাবলীসহ ইহার বিশেষ বিবরণ অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সিংহলে পালী ভাষায় এক গ্রন্থ আছে তাহার নাম "দাথাধত্বাংশ" সেই গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথমাবস্থার অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় শকের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। তৎকালে অজাতশত্রু নামে চন্দ্রবংশের এক ব্যক্তি ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন। সিংহলস্থ পালী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে বুদ্ধের এক জন শিষ্য উৎকলস্থ ব্রহ্মদত্ত নামে রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহার মৃত গুরুদেবের পবিত্র দন্ত আনয়ন করেন,। বুদ্ধের সাত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় শকের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে ঐ পবিত্র দন্তটী পুরীতে আনীত হয়। ব্রহ্মদত্ত অতিশয় সমারোহের সহিত ঐ পবিত্র দন্তটী পূজা করিতেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি শেষে ঐ দন্তটীর সম্মানার্থ একটী মহোৎসব দিন স্থির করেন। তৎকালীয় প্রজাদিগকে তিনি উহার পূজাতে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়। ব্রাহ্মণেরা এই অন্যায়াচরণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অজাতশত্রুকে জানান এবং তাঁহার শরণাপন্ন হন। অজাতশত্রু এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীকে উৎকলে প্রেরণ করেন। তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইল তাহা নহে, কিন্তু কেবল সাময়িক বিবাদ মন্দীভূত হইয়া গেল। কিন্তু সে সময়ে বুদ্ধের জন্মস্থান কাপিল দেশে, মগধ দেশের চতুষ্পার্শ্বে, ও সমুদায় উত্তর ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়; তাহাতেই উৎকল বিষম আন্দোলনে আন্দোলিত হয়। তাহাতে কতক গুলি উৎকলীয় রাজা অত্যন্ত অনুরাগের সহিত বুদ্ধের দন্ত পূজা করিতে লাগিলেন, আর সকলে তাহাতে অস্বীকৃত হইল।

সেই বিবাদের সময়েই অনেক বৌদ্ধ তাড়িত ও উৎপীড়িত হইয়া উৎকলে আগমন করে। এই খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি অত্যন্ত নিজ্জন স্থান বলিয়া বৌদ্ধ যোগিগণ সেই সময় হইতে এখানে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা রোমানকাথলিক মঙ্কদিগের ন্যায় সন্ন্যাসী হইয়া এই স্থানে বাস করিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতেন, ধ্যান করিতেন এবং সময়ে সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটী অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় সন্ন্যাস, মধ্যমাবস্থায় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপাদি, সর্ব্বশেষে পার্থিব ভাব। যখন গ্রীস দেশীয় সেলিকস ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন চন্দ্র গুপ্তই ভারতের অধিপতি ছিলেন; সে সময়ে বৌদ্ধ প্রচারকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এ ঘটনা প্রায় খৃষ্টীয় শকের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু অশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হয়। খৃষ্টীয় শকের ২৫০ পূর্ব্বে অশোক সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব জীবনে পরিণত করিয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র ও এসিয়া খণ্ডের অপরাপর স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ অনেক চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এমন কি গ্রীস দেশ হইতে যখন এন্টিয়কস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন তখন বৌদ্ধদিগের উৎসাহ, বিনয়, আত্মসমর্পণ, সহিষ্ণুতা দেখিয়া তাঁহার মন অনেকটা টলিয়া ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। এই খণ্ড গিরিতে এখনও অশোকের মত খোদিত রহিয়াছে।

নিম্নে তাহার কতকটা প্রকাশ করা যাইতেছে। "লোকে পৃথিবীতে বিবিধ প্রকার সুখ অন্বেষণ করে। কেহ স্ত্রী পুত্রে কেহ বা ভ্রমণে; কিন্তু প্রকৃত সুখ কেবল ধর্ম্মে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া ও ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের প্রতি ভক্তি এবং পশুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারেও সুখ আছে। ইহ জীবনে বিষয়ের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া পাপ, ঈশ্বরকে স্বীকার কর ও তাঁহাকে বিশ্বাস কর তিনিই এক মাত্র প্রভু; তোমরা এই অমূল্য রত্ন লাভের জন্য চেষ্টা কর।" কে বলে বৌদ্ধেরা নাস্তিক, ইহার ভিতরে অনেক গভীর ভাব আছে। বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায়ের ভিতরে দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চায়। কিন্তু অশোক সে সম্প্রদায়ের লোক নহেন। তিনি আস্তিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক জন।

সম্বাদ।

বিগত শনিবার বেলা এগার ঘটিকার সময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। মগরার নিকট ট্যালাণ্ড মাইলপাড়া নামক পল্লীতে ইনি জন্ম গ্রহন করেন। প্রথমে খাঁটুরা বঙ্গ বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কর্ম্ম করিতেন। সেই সময় হইতে তাঁহার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। পরে মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রচারিত মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে কিছু দিন নিযুক্ত থাকেন। সেই সময় তিনি ব্রাহ্মমতে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা তাঁহার ভাল রূপ জানা ছিল। বাঙ্গালা লেখাও অতি সুমিষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। মহাভারত অনুবাদ সমাপ্ত হইলে দেবেন্দ্র বাবুর বাটীর বালক বালিকাগণের শিক্ষা কার্য্যে তিনি নিয়োজিত হন। তথায় কিছু দিন পরে তিনি দেবেন্দ্র বাবুর অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রমে দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সমাজের উপাচার্য্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক করিয়া দেন। পাকড়াসী মহাশয়ের লিখিবার ও বলিবার শক্তি ভাল থাকাতে কলিকাতা সমাজের প্রাচীন সভ্যগণ তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। পরে যখন দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বিদায় করেন তখন অনেকেই দুঃখিত হন, এবং তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে পৃথক্ রূপে একটী সমাজ ও একখানি সংবাদ পত্র করিয়া

দেওয়ার আয়োজন করেন। কিন্তু কর্ম্মচ্যুত হওয়ার অল্প দিন পরেই তিনি উদরাময় রোগে কাতর হইলেন এবং সেই রোগেই তাঁহার দেহ পতন হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রোগ দরিদ্রতায় বড় কষ্ট পাইয়াছেন। শ্রুত হওয়া গেল ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত ঋণে আবদ্ধ আছে। যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাও হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর ৩।৪ দিবস পূর্ব্বে তাঁহার বাক্য রোধ হইয়াছিল। কেবল শেষাবস্থায় তাঁহার পুত্রকে একটী সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তিনি এত দিন যাঁহাদের সঙ্গে একত্রে কার্য্য করিলেন তাঁহারা এই বিপদ সময় এক বার চক্ষের দেখাও দেখিলেন না। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য ঘাটে লইয়া যায় এমনও কেহ ছিল না। আমাদের কোন কোন বন্ধু এখান হইতে গিয়া মৃত দেহ সৎকার করেন। দয়াময় ঈশ্বর সেই পরলোকগামী আত্মাকে তাঁহার শান্তি ক্রোড়ে স্থান দান করুন এই মাত্র আমাদের প্রার্থনা।

ঢাকাবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের পঞ্চম কন্যা শ্রীমতী ভুবনময়ীর সহিত গত ১০ই ভাদ্রে তত্রত্য কলেজের বি, এ, উপাধীধারী শ্রীমান রজনীকান্ত ঘোষের ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে নূতন রাজবিধি অনুসারে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর বয়ঃক্রম ষোলো বৎসর, বাঙ্গালা লেখাপড়া একরূপ জানা আছে। পাত্রের বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর। ঢাকা নগরে এই বিবাহটী একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে হইবে। ব্রজসুন্দর বাবুর পরিবারে এইবার প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিল। টাকী নিবাসী বাবু কেদারনাথ রায়ের বিশেষ চেষ্টায় এই শুভ কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে তিনি তাঁহার মনোনীত উক্ত পাত্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না, শেষে তাঁহারই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল। ঢাকার কোন কোন যুবা বিবাহের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আপত্তি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজবিধি ও ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা যখন এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তখন সামান্য কোন বিষয়ের ত্রুটির জন্য এ কার্য্য অগৌরবান্বিত হইতে পারে না। আমরা আশা করি ব্রজসুন্দর বাবু এ বিবাহে সুখী হইবেন।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য ও সমাজ সংস্কার।

মহাশয়!

আমরা কেন ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছি? পরিত্রাণের জন্য, ভক্ত হৃদয়ে চিরজীবন দয়াময় ঈশ্বরের চরণ পূজা করিবার জন্য? না, কেবল সমাজ সংস্কারের জন্য? যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি অবশ্য বলিবেন, উপাসনাশীল হইয়া পবিত্র ঈশ্বরেতে জীবন যাপন করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছি। ইহাই আত্মার লক্ষ্য অন্য কিছুই নয়। সাধু ব্রাহ্মের জীবনে কথায়, কার্য্যে ভাবে তাহাই প্রকাশ পায়। যিনি প্রেমময় ঈশ্বরের ভক্ত দাস, তিনি কি জগতের হিতানুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি বর্ণভেদ, বাল্যোদ্বাহ, অধিবেদনাদি সামাজিক কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন, নারী জাতিকেও শিক্ষা, স্বাধীনতা দান করেন, কিন্তু কেবল সমাজ সংস্কারকের ভাবে সমাজ সংস্কার করেন না। ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপন করাই তাঁহার এই সমুদায় কার্য্যের উদ্দেশ্য। তিনি কার্য্য করিতে যাইয়া হৃদয়কে উপাসনা হইতে দূরে রাখেন বরং উপাসনা, নাতে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তিতে অধিকতর সজীব হন। তিনি সমাজ সংস্কারের একটী বিশেষ বিভাগ মাত্র লইয়া সমুদায় জীবনকে পরিচালিত করিতে সন্তুষ্ট হন না। তিনি আত্মার সমগ্র উন্নতির প্রয়াসী। এক্ষণে অনেক সাধু ব্রাহ্ম ঈশ্বরপ্রাণ হইয়া উপাসনাকে একমাত্র সম্বল করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন বটে, কিন্তু অপর দিকে আবার কতিপয় ব্রাহ্ম কোন একটী বিশেষ সামাজিক সংস্কারকে সর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা এই সমাজ সংস্কারের তুমুল আন্দোলনের স্রোতে নিপতিত হইয়া উপাসনাতে বীতানুরাগ হইয়াছেন, অনেকে সামাজিক উপাসনায় যোগ দেওয়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি উপাসনা সম্বন্ধে উপহাস বিদ্রূপ, ও ভয়ানক অবিশ্বাসের কথা সকল তাঁহাদের মুখে অনেক সময় শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইতে হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য হইতে তাঁহারা বহুদূরে চলিয়া যাইতেছেন, জীবনের ভয়ানক শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহাদিগের এই ধর্ম্মশূন্য সমাজ সংস্কার দ্বারা যে কত যুবক যুবতীর অকল্যাণ সংসাধিত হইতেছে, ইহা তাঁহারা চিন্তা করেন কি না সন্দেহ। এই পরিবর্ত্তনের অবস্থাতে, এই ঘোর বিপ্লবের সময়ে যুবতীগণ উচ্চ ধর্ম্মের ভাবে চালিত না হইলে, উপাসনার ভাবকে হৃদয়ে উজ্জ্বল রূপে রক্ষা করিতে না পারিলে, কেবল বাহ্য সভ্যতার স্রোতে যথেচ্ছনীয়মানা হইলে, পরিণামে তাঁহাদের অবলম্বন ভূমি যে কি হইবে, সেই কোমল প্রকৃতি অবলাদিগের যে কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা কি কেহ চিন্তা করেন? সে জন্য কি কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন? বোধ করি না। এই সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যে কেবল কলিকাতার কতকগুলি লোকের অনিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে শুষ্কতা, অবিনয়, ও কুতর্কের রাজ্য প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, তাহা দ্বারা পূর্ব্ববাঙ্গলার অনেক স্থানের ব্রাহ্মের ধর্ম্মজীবনে ভয়ানক আঘাত পড়িয়াছে। অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া এই পত্র খানি লিখিলাম, সমাজ সংস্কারক ভ্রাতৃগণ বিরক্ত হইবেন না। বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি কিঞ্চিৎ অবহিত ও চিন্তাশীল হইয়া উপাসনাকে মধ্য বিন্দু করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সকল সাধন করুন, সমুদায় পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কোন পূজ্যপাদ মহর্ষি বলিয়াছেন "অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে তোমাদের যাহা আবশ্যক তাহা প্রদত্ত হইবে।" এই মহামূল্য উপদেশ জীবনে অনুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। নাস্তিকদিগের দ্বারাও সমাজ সংস্কার ও দুই একটী দয়ার কার্য্য হইয়া থাকে। পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধুকে দুঃখের জলে ভাসাইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শেষে কি জীবনের চরম সিদ্ধান্ত সমাজ সংস্কার মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে? তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়। ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত সমাজ সংস্কারের দ্বারা কোন দেশের কোন সমাজের কোন জাতির প্রকৃত কল্যাণ কখন হয় নাই, বরং ভয়ানক অবনতি হইয়াছে।

পূর্ব্ববাঙ্গালা নিবাসী।
একজন দুঃখী ব্রাহ্ম।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ২০শে ভাদ্রে মুদ্রিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪ ভাগ।
১০ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফস্বল ঐ ৩।

প্রার্থনা।

হে ভক্তবৎসল বাঞ্ছাকল্পতরু জগদীশ্বর! তোমার মঙ্গল বিধানে ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না যে চির দিন তোমার সন্তানেরা পাপের জন্য কেবল বিলাপ করিবে, এবং অসহ্য দুঃখ ভারে আক্রান্ত হইয়া কেবল নিরাশা ও প্রতিবন্ধকের কথাই চির কাল বলিবে। তোমার জন্য যাহার মুখ একবার বিষণ্ণ হইয়াছে নিশ্চয়ই তুমি তাহাকে প্রসন্নতা দান করিবে। পিতার অনন্ত সুখপূর্ণ রত্ন ভাণ্ডার থাকিতে কি পুত্র কখন পথে পথে ভিখারীর ন্যায় চির দিন ভ্রমণ করে? আমি তোমার রাজ্যে নিরাপদে বাস করিয়া নিরন্তর সুখেতে আনন্দেতে বিচরণ করিব ইহাইতো স্বাভাবিক, পবিত্র হৃদয়ে সদাকাল তোমার পার্শ্বে বসিয়া তোমার যশঃগানে প্রমত্ত হইব ইহাই আমার আন্তরিক অভিলাষ, তবে কেন হে দয়াময় পিতা, আমি বারবার সংসারের পাপ প্রলোভনে পড়িয়া আর লাঞ্ছিত হই। ষড়রিপুর আক্রমণ চিরকালই আছে এবং থাকিবে, সংসার ধর্ম্মসাধনের বিষম প্রতিবন্ধক ইহাতো অতি পুরাতন আপত্তি, এই সকল কথা বলিতে বলিতে কি তবে পাপেতেই আমার জীবন গত হইবে? হায়! তবে আর জীবন ধারণে আমার কি সুখ রহিল। তুমি অনেক বার আশা ভরসা দিয়াছ, প্রভো! তাহা আর আমি কখন ভুলিব না। নিরাশ মনে ভগ্নোদ্যম হইয়া আর যেন পিতা আমাকে কাঁদিতে না হয়। অবিশ্বাস নিরাশার কথাও যেন আর মুখ দিয়া বাহির না হয়। আর পারি না, ধর্ম্ম সাধন হইবে না, গুপ্ত পাপ পরিত্যাগ করা যায় না, এ সমস্ত কথা যেন কখন আর না বলি। তোমার নামে সে সকল চলিয়া গিয়াছে, আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। তোমাকে পাইব, পবিত্র হইব, প্রেম বিগলিত হৃদয়ে তোমার গুণ গান করিব, জগৎবাসী নরনারীকে ভাল বাসিব, আর নিরুৎসাহী হইয়া ভবিষ্যতের দিক্ আঁধার দেখিব না, কিন্তু আশাপূর্ণ হৃদয়ে সম্মুখস্থ সেই শান্তিরাজ্যাভিমুখে অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইব। হে দীনবন্ধু পতিতপাবন ঈশ্বর! উৎসাহ থাকিতে আবার উৎসাহের অগ্নি অন্তরে প্রজ্বলিত করিয়া দাও, বর্ষাকালের পদ্মা নদীর ন্যায় আমার হৃদয়ে অনুক্ষণ প্রেম স্রোতঃ প্রবাহিত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ঈশ্বরের জীবন্ত জাগ্রৎ সত্তা অনুভবই পবিত্রতা সাধনের মূল মন্ত্র।

প্রাণরূপী পরমেশ্বর নিরত আমাদিগের প্রাণের অভ্যন্তরে জীবন্ত, জাগ্রৎ ভাবে বাস করিতেছেন এই উচ্চতর সত্যে যাঁহার নিঃসংশয় বিশ্বাস আছে, কোন প্রকারের বিমোহক জ্ঞানই তাঁহাকে আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। জড়বিজ্ঞান ও প্রাণি-

বিজ্ঞানের দৃষ্ট সুস্পষ্ট সত্য সকলের ভাণ করিয়া জড়বাদীরা যতই কেন এই হৃদয় নিহিত গভীর সত্যের মুল উৎপাঠন করিতে যত্নশীল হউন না, এই সত্য মানবাত্মার এত গভীরতম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ যত্ন প্রয়াস এক কালীন বিফল হইয়া যাইবে। অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বরবাদী হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার সত্যই বলিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি ভীত হয়, কি জানি বা বিজ্ঞান ঈশ্বরকে জগৎ হইতে অন্তর্হিত করিয়া দেয়, তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নহে, ঘোর সংশয়ী। ইহা না হইলে যে সত্য মনুষ্য প্রকৃতির অন্তরতম প্রদেশে নিহিত, সহস্র চেষ্টাতেও মনুষ্য যাহার অপলাপ কোন দিন করিতে পারিবে না, কি প্রকারে বিশ্বাসাভিমানীগণ জগৎ হইতে বিজ্ঞান দ্বারা তাহারই বিলোপ আশঙ্কা করিবে?

একজন অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বরবাদী যাহা বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মের তাহা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। কে কি পরিমাণে ঈশ্বরের জীবন্ত জাগ্রৎ সত্তার উপর নিঃসংশয়ে বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, প্রত্যেকেরই এক একবার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা দেখা উচিত। এই সম্মুখস্থ বাহ্য পদার্থ নিচয় যাহার অস্তিত্ব আমি নিঃসংশয় দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছি, অথচ গভীররূপে আলোচনা করিলে আমার নিজের অনুভব ভিন্ন যাহার আর দ্বিতীয় প্রমাণ নাই, তদপেক্ষা নিঃসংশয় দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যতা অনুভব করিতেছি কি না, এবং সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের মূল যিনি তাঁহাকে আত্মার নয়নে অসংশয়িত জ্ঞানে অবলোকন করিতেছি কি না, এ বিষয় সকলেরই আলোচনা করা উচিত। এক জন অপরিজ্ঞেয় ঈশ্বরতত্ত্ববাদী যদি সমুদায় জ্ঞানাভিমানিগণকে তুচ্ছ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নিঃসংশয়িত রূপে জগতের নিকটে প্রচারিত করিতে পারেন, তবে হে ঈশ্বরজ্ঞানাভিমানী ব্রাহ্ম! তুমি কি বিজ্ঞানের সমক্ষে কম্পিত কলেবর হইয়া উপস্থিত হইবে? তাহার প্রত্যেক আঘাতে তোমার বিশ্বাসের মূল কি ছিন্নপ্রায় হইবে? তুমি যদি এই প্রকার সংশয়িত চিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং তাহার প্রেরয়িতার সেবা করিতে চাও, তবে তোমাকে অতি অল্প দিনের মধ্যে উভয়কেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি কি বিশ্বাস কর যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রেরিত? তুমি কি এ সম্বন্ধে নিঃশংসয়? তবে ইহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। এ সম্বন্ধে সংশয়িত হইয়া আবার কেন পরিত্যক্ত হিন্দুধর্ম্মের পদতলে গিয়া অবলুণ্ঠিত হইবার জন্য প্রয়াস পাও? যাও, আর বিশ্বাসী বলিয়া জগৎকে বঞ্চিত করিও না। এ সম্বন্ধে অপরিজ্ঞেয়ঈশ্বরবাদিগণ কি শিক্ষা দেন, বিনীত মস্তকে তাঁহাদের পদতলে সেই শিক্ষা লাভ কর *।

ব্রাহ্মগণ জিজ্ঞাসা করিবেন অসময়ে এ জিজ্ঞাসা কেন? আমরা ঈশ্বরে নিঃসংশয় বিশ্বাস এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার বিধান ইহা প্রত্যয় করিয়াই ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমরা বলি বাস্তবিক অনেকে সেরূপ বিশ্বাসে ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহাদের সেরূপ নিঃসংশয়িত নয় যেমন বাহ্য পদার্থে। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানে সেরূপ বিশ্বাস করেন না যেমন কোন চিন্তাসাধ্য লব্ধকৃতকার্য্য প্রণালীতে। যদি তাঁহারা বাস্তবিকই যথার্থ বিশ্বাসে ঈশ্বর এবং তাঁহার বিধানকে আলিঙ্গন করিতেন, তাঁহাদের জীবন আজ শোক, অশান্তি, অপবিত্রতার চিহ্ন প্রদর্শন করিত না। তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখকমল দর্শন করিয়া জগতের মনে আশা সঞ্চারিত হইত। তাহা হইলে আজ

* সাধারণে যে সত্যে বিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় না, যে সত্য বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা উচ্চ, ভবিষ্যৎ কালের উপযোগী, "অপরিজ্ঞেয় শক্তি" জ্ঞানিগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া উহা তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের এই মত।

তাঁহারা একথা বলিতেন না যে হৃদয়ে পাপকে কাল সর্পের ন্যায় পোষণ করিয়া আসিয়াছি, তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে নিতান্ত অসমর্থ। আমাদিগের মধ্যে যিনি সেই সর্পকে দৃষ্টিমাত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন, তাঁহার চরণতলেও উপস্থিত হইতে পারি না। ব্রাহ্মেরা যদি সর্ব্বদা তাঁহাকে বিকসিত দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন, সর্ব্বদা তিনি সম্মুখে আছেন বিশ্বাস করিতেন, তবে কি পাপ তাঁহাদের জীবনে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইত? ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান, সেই বিধান যিনি মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতিপদে তাঁহার উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধন জন্য ঈশ্বর তাঁহার সহায় যদি ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন, তবে সেই বিধান যখন যে উপায় আনয়ন করিয়াছে, তৎপ্রতি তিনি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিতেন না; তাঁহার বিশ্বাসে অবিশ্বাসী জগৎ বিশ্বাসী হইয়া যাইত, পাপী জগৎ পাপ দূরে পরিহার করিত, তাঁহার উৎসাহ বীর্য্যে সমুদায় ভারতবর্ষ বিকসিত হইত, এবং তাহার প্রতিধ্বনি সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে তটস্থ করিত।

পাপের আবাসস্থান।

যাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কত প্রকার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা মানব জীবন দুরপনেয় কলঙ্কে চিরকলঙ্কিত হইয়া ভয়ঙ্কর অগ্নিময় অনন্ত নরকে যন্ত্রণা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, কোথায় সেই পাপের জন্ম ভূমি? মনুষ্যের কল্পনা শক্তি যতদূর যাইতে পারে তাহার ত্রুটি করে নাই, অবশেষে ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্যকে বিভক্ত করিয়া পাপাবতার সয়তানকে তাহাতে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে দিয়াছে। কিন্তু কোথায় সেই ভীমবলধারী সয়তানের উৎপত্তি স্থান তাহা অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। যাহাকে সচরাচর আমরা প্রলোভন বলিয়া সম্বোধন করিতেছি তাহা ঈশ্বরের সৃষ্ট অতি নির্ম্মল সামগ্রী, জীবের কল্যাণার্থ তাহা রচিত হইয়াছে। উক্ত প্রলোভনের বস্তু সকলকে তন্ন তন্ন করিয়া নানা ভাগে বিভক্ত কর কোথায় পাপের আবাস স্থান কিছুই স্থির করিতে পারিবে না। শারীরিক কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং আত্মার বৃত্তি সকলের মধ্যে অন্বেষণ কর সেখানেও দেখিতে পাইবে না পাপ কোথায় আছে। আত্মার ও শরীরের কার্য্য নির্ব্বাহক যন্ত্র সকল প্রকৃতির সেবার জন্য সৃজিত হইয়াছে, "পাপ" নামক কোন স্বতন্ত্র শারীরিক কিম্বা মানসিক শক্তি তাহার মধ্যে কেহই নাই। তবে কোথায় সেই ভুবন বিপ্লবকারী বীরের বাসস্থান যাহার শাসনে জনসমাজ বিকম্পিত হইতেছে? অন্তর বাহিরে ন্যায়বান্ পবিত্র ঈশ্বর রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত শক্তি সকল যথা নিয়মে কার্য্য করিতেছে, তবে আর পাপের রাজত্ব কোথায়? দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ সকলেই এখানে পরাস্ত হইল। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বীরা কিছুতেই এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে না পারিয়া শেষে আদম হইতে পাপের মূল প্রস্রবণ আবিষ্কার করত পুরুষানুক্রমে সকলের মধ্য দিয়া সেই স্রোতঃ পরিচালিত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে আদমের পাপে যদি সকলে পাপী হইল তবে আদমের পাপ কোথা হইতে আসিল? সে যদি "নিষিদ্ধ ফল" ভোজন করিয়া স্বাধীনভাবে পাপে পতিত হইতে পারে, তবে তাহার পুত্র পৌত্রগণের সম্বন্ধে সে কারণ কেন সংলগ্ন হইবে না? যে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করিয়া পিতা পাপী হইয়াছেন, সেই ফল ভোজনেই পুত্রের পাপ জন্মিয়াছে; অতএব এখানেও পাপের নিবাস ভূমির কোন অনুসন্ধান হইল না।

পাপ শরীরে নাই, মনে নাই, বাহিরের কোন মুগ্ধকর বস্তুতেও নাই, ইহা উদাসীনের

ন্যায় আসে আবার চলিয়া যায়। আত্মার মধ্যে তাহার স্থায়ী বাসস্থান বা মূল নাই। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার পাপ ইচ্ছা হইলে শারীরিক ও মানসিক শক্তিদিগকে সে বলপূর্ব্বক তাহার অধীন করিয়া লইতে পারে। ভাবযোগ, স্মরণশক্তি ও অভ্যাস ইহারা অনুচর হইয়া পর্য্যায়ক্রমে পাপ ও পুণ্যের সেবা করে। মানসিক শক্তি সমূহ অধীন প্রজার ন্যায় যখন যে রাজা হয় তখন তাহারই আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল প্রবৃত্তি ও বৃত্তি, শারীরিক ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয়, ইহারা সকলেই যদি নির্দ্দোষ এবং পরাধীন হইল তবে পাপকর্ত্তা কে? কে ঐ সকল শক্তিকে পাপ কার্য্যে নিয়োগ করে? কোন্ সকল কার্য্যকেই বা পাপ কার্য্য বলা যায়? এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর হইলেই পাপের জন্ম স্থান আবিষ্কৃত হইবে।

মানব প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট সীমার বহির্ভাগে পাপ বাস করে। যিনি পবিত্রস্বরূপ নির্ম্মল তিনি কি কখন পাপ সৃজন করিতে পারেন? কিন্তু ইহা একটী ঘোর প্রহেলিকা। তবে পাপের উৎপত্তি কি রূপে হইল? এই রূপে হইল যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে জ্ঞানশক্তি ন্যায় দয়া পবিত্রতা ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করিয়া এখানে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে সন্তান! তোমাকে আমি এই পর্য্যন্ত সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম ইহার বাহিরে তুমি কদাপি পদ নিক্ষেপ করিবে না। নির্ব্বোধ সুখলোভী সন্তান সেই সীমার মধ্যে না থাকিয়া যাই তাহা অতিক্রম করিল অমনি পাপ হইল। তবে আমরা এই খানেই পাপের উৎপত্তি স্থান দেখিতে পাইতেছি। স্বাধীন ইচ্ছা যখন অতিলোভে মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বর প্রদত্ত ঐ সকল ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার করত অবৈধরূপে আপন সীমার বহির্ভাগে গমন করিল তখন সে পাপ করিল। প্রবৃত্তিদিগকে ভৎর্সনা কর তাহারা বলিবে আমাদের অপরাধ কি, স্বাধান ইচ্ছা আমাদের কর্ত্তা, তিনি যে দিকে আমাদিগকে যাইতে বলিবেন আমরা সেই দিকেই যাইব। বুদ্ধিকে তাড়না কর সেও বলিবে যে স্বাধীন ইচ্ছা আমাকে পাপের পক্ষ সমর্থনের জন্য বক্তৃতা করিতে বলিল আমি তাহাই করিলাম। বাহিরের প্রলোভনকে বল রে দুষ্ট! তুই আমাকে ঘোর পাপ কলঙ্কে নিমগ্ন করিয়াছিস্, তোর দর্শন মাত্রে আমার চিত্ত বিচলিত হইল। প্রলোভন বলিবে আমি নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বরের হস্ত রচিত বস্তু, জগতের কল্যাণ বিধানের জন্যই আমার জন্ম হইয়াছে, সেই প্রাণরূপী ঈশ্বর নিরন্তর আমার মধ্যে বাস করিতেছেন, স্বাধীন ইচ্ছা প্রবৃত্তিদিগকে নিয়োগ করিয়া আমার অপব্যবহার করিয়াছেন তাই পাপ হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে স্বাধীন ইচ্ছাই পাপের কর্ত্তা, এবং স্বভাবের নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে গমন করাই পাপ কার্য্য, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে পাপের কোন স্বতন্ত্র মূল নাই। স্বাধীনতাকে পুণ্য উপার্জ্জনের জন্য যে সকল শারীরিক ও মানসিক যন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা সে পাপ করিতে পারে। এ ক্ষমতাটী না থাকিলে মনুষ্যের সঙ্গে পশুদের কোন প্রভেদ থাকিত না, এবং "পাপ" এই বাক্যের কোন অর্থও থাকিত না। আত্মাতে পাপের মূল নাই বটে, কিন্তু ভাবযোগ ও অভ্যাসের সহায়তায় সে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়াছে। মূল না থাকিলেও মনের ভয় ও কল্পনাশক্তি তাহাকে ভীষণাকার প্রদান করিয়া থাকে। মনুষ্য স্বহস্তে এক প্রকাণ্ড দৈত্য দেহ নির্ম্মাণ করিয়া শেষে আপনিই ভয়ে হতবুদ্ধি হয়। এই রূপে সেই পাপ বিদেশী অনাত্মীয় হইয়াও এক্ষণে সে আমাদের এতদূর চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে যে আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলে সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। কিন্তু সাহসপূর্ব্বক একবার জয় জগদীশ্বর বলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হও কাল্পনিক বিভীষিকা সকল চলিয়া যাইবে। অভ্যাস

ও ভাবযোগকে বিশুদ্ধ কর, পাপের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। এই পাপের প্রকৃত কার্য্য যাহা তাহা চিন্তাতেই সম্পন্ন হয়, কিন্তু কার্য্যের ইষ্টানিষ্ট ফল অনুসারে তাহার কুটিলতা, জঘন্যতা ও গুরু লঘুর বিচার করা যাইতে পারে। মানব প্রকৃতির জারজ সন্তান এই পাপকে যদি কেহ দূর করিতে অভিলাষী হন, তবে তিনি নির্ভয়ে একবার বলুন যে আমি ঈশ্বরের নামে এই মুহূর্ত্ত হইতে সঙ্কল্প করিলাম আর ঐ অমূলক বিভীষিকাকে ভয় করিব না; এবং উহাকে চিন্তা, কার্য্য বা ইচ্ছাতে কখন স্থান দিব না; তাহা হইলেই জীবনের গতি পুণ্যের পথে ধাবিত হইতে থাকিবে।

উপাসনাই অনন্ত জীবনের প্রস্রবণ।

উপাসনা অতি নিগূঢ় ব্যাপার। ইহা যুক্তির ফল নহে, তর্কেরও বিষয় নহে, বুদ্ধিরও সিদ্ধান্ত নহে, ইহা আত্মার অলক্ষিত অকর্ত্তব্য স্বর্গীয় রসাভাস। মানবাত্মার সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনার ফলস্বরূপ এই উপাসনা বিহীন ভাব, উপাসনাতে গূঢ় রূপে বিতৃষ্ণাই ব্রাহ্মদিগের পতনের কারণ। বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হও, তথাপি উপাসনা করিতে সমর্থ হইবে না; উপাসনা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান উপার্জ্জন ও উপায় অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতে চেষ্টা কর, তাহাতেও মনের আশা পূর্ণ হইবে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানই মনুষ্যকে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলিত করে। ধর্ম্মতৃষ্ণা ঐ স্বাভাবিক জ্ঞান সম্ভূত। হৃদয় যত ক্ষণ ধর্ম্মের স্বাভাবিক জ্ঞানে চালিত না হইবে ততক্ষণ উপাসনাতে রুচি ও প্রবৃত্তি জন্মিবে না। অরুচি অপ্রবৃত্তির সহিত আহার কর, পরিতৃপ্ত হইবে না; অনেক সময় আবার তাহাতে শারীরিক অসুস্থতাও জন্মিয়া থাকে। অতি উপাদেয় আহারীয় আয়োজন করিলে বটে, কিন্তু তোমার ক্ষুধা নাই; প্রত্যুতঃ অরুচি ও অপ্রবৃত্তি। এইরূপে তুমি কত দিন জীবন ধারণ করিতে পার? অধিকাংশ ব্রাহ্মদিগের উপাসনা সম্বন্ধে ঠিক কি এই রূপ অবস্থা নহে? ধর্ম্মের নির্ম্মল স্বাভাবিক জ্ঞান যখন আত্মাকে জাগ্রৎ করিয়া দেয় তখনই মনুষ্যের ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণা হয়; এবং সেই তৃষ্ণাই হৃদয়কে উপাসনাতে প্রবৃত্ত করে। ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞান অবুদ্ধ অতর্কিত ও অযত্ন সম্ভূত ভাবে আত্মার গভীর দেশে কার্য্য করে। ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিকট সকল সংশয় বিদূরিত হয়। বস্তুতঃ মানব জীবনের নিকট উপাসনা একটী অসম্পাদ্য প্রহেলিকা। কি রূপে যে উপাসনা করিব এবং কেন যে করিব ইহা মনুষ্য বুদ্ধির মীমাংসনীয় নহে। তবে যখন ধর্ম্মের নির্ম্মল স্বাভাবিক জ্ঞান অন্তরে প্রবুদ্ধ হয় তখন হৃদয় ঈশ্বরের অন্বেষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐ জ্ঞানালোকেই উপাসনা রূপ প্রহেলিকার প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা যায়, উহার ভাব আর দুর্ব্বোধ্য থাকে না।

উপাসনা সম্বন্ধে আত্মার তিনটী মূলগত বিষয় আছে। প্রথম ধর্ম্মের স্বাভাবিক জ্ঞান; ইহার আলোকে আলোকিত না হইলে ঈশ্বরের জন্য অন্তরে ব্যাকুলতা হইতে পারে না। ধর্ম্মতৃষ্ণা, ঈশ্বরস্পৃহা মনে উদ্বোধিত হওয়া দূরে থাকুক বরং উপাসনা করিতে আরও ভার বোধ হয়। ঐ জ্ঞান যখন আত্মার নেতা হয় তখন ঈশ্বরের প্রয়োজন হৃদয়ে বোধ হয়, তৃষ্ণা ও ব্যাকুলতা মনে স্বভাবতঃ উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ঐ অচিন্তিত অনুপার্জ্জিত অশিক্ষিত স্বর্গীয় জ্ঞান উপাসনার সময় ঈশ্বরের সহিত আত্মার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রতীতি করাইয়া দেয়। উপাসনাতে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যত কথা ব্যবহার কর না কেন সে সকলই ব্যাখ্যা ও বর্ণনা মাত্র। ঈশ্বর সম্বন্ধে বর্ণনা ও ব্যাখ্যাতে আর কত দিন উপাসনার জীবন সতেজ থাকিতে পারে? ক্রমে সে বর্ণনা পুরাতন হইয়া যায়; সে ব্যাখ্যাতেও উৎসাহ অনুরাগ থাকে না; এই রূপে ব্রাহ্মেরা উপাসনা ছাড়িয়া দিয়া সংশয়াবিষ্ট হন। অন্তরস্থ ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রস্ফুটিতাবস্থায় উপাসনাতে ঈশ্বরের সহিত আত্মার সকল সম্বন্ধের প্রতীতি হয়। তখন সকল কথার অর্থ হৃদ্গত হয়। কারণ ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহা চিন্তার বিষয় নহে,

শিক্ষার বিষয়ও নহে, জানিবার বিষয় নহে, ব্যাখ্যা বা বর্ণনার বিষয়ও নহে, ইহা উপলব্ধি করিবার। বিশ্বাস প্রচ্ছন্নভাবে আত্মার এক গূঢ় প্রদেশে অবস্থিত আছে; তাহাতে যখন ঈশ্বরের কৃপা বারি নিপতিত হয় তখনই জীবনে ধর্ম্মবৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়। সেই বিশ্বাসে যখন ঈশ্বর হৃদয়ের নিকটতর হন তখন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জীবন্ত ছবি হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, ঈশ্বর চির কালের ধন সম্পত্তি হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু ইহাতেও উপাসনার শেষ হয় না। হৃদয়ের নিহিত ভাব ঈশ্বর দর্শনে উদ্বেলিত হইয়া প্রবল বেগে তাঁহাতে সংলগ্ন হইবামাত্র হৃদয়ের সকল দ্বার খুলিয়া যায়। ভাব রসে মন মাতিয়া উঠে। প্রেমের লহরী শতধা প্রবাহিত হয়। ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ কি, তখন এ প্রশ্ন আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে যে একটী প্রকাণ্ড আবরণ আছে তাহা তখন চলিয়া যায়; এবং যিনি স্বয়ং অনন্ত ভাবের প্রস্রবণ, পবিত্র কবিতা রসের আধার, তিনিই আত্মার নব নব ভাব ও কবিতা রূপে প্রকাশিত হন। এই উপাসনা কবে জীবনে সাধন করিয়া আমরা চিরকালের জন্য দুঃখ দারিদ্র্য হইতে মুক্তি লাভ করিব। আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভাদ্রোৎসবের আলোচনা।

রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক।

প্রশ্ন। ধর্ম্মরাজ্যে ভাই ভগ্নীর অর্থ কি?

উত্তর। ঈশ্বরের পুত্র আমার ভাই, ঈশ্বরের কন্যা আমার ভগ্নী, যিনি পরস্পরের সঙ্গে এই সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন, তাঁহারই নিকট ভাই ভগ্নীর যথার্থ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই নর নারীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ। ঈশ্বরকে মানিলে তাঁহার সন্তানদিগের সহিত এ সকল স্বর্গীয় অনন্তকাল স্থায়ী সম্বন্ধ সাধন করিতেই হইবে। প্রত্যেক নর নারী আমার ভাই ভগিনী, কেন না প্রতি জনই ঈশ্বরের হস্ত বিরচিত এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার যখন ব্রাহ্ম ভ্রাতার চক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ এবং ব্রাহ্মিকা ভগিনীর হৃদয়ে ঈশ্বরের কোমলতা দেখি তখন মন আপনি মোহিত হইয়া এই কথা বলে, ইনিই আমার ভাই, ইনিই আমার ভগ্নী। এই রূপে যাঁহারা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া নর নারীর মধ্যে পবিত্র ভাই ভগ্নী সম্পর্ক দেখিতে পান তাঁহারাই ধন্য নতুবা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নিম্ন স্থানে কেহই যথার্থ রূপে ভাই ভগ্নীকে চিনিতে পারে না। পিতার প্রেমে পরিচালিত হইয়া আত্মা দ্বারা ভাই ভগিনীকে বরণ করা সামান্য ব্যাপার নহে। হৃদয়ের দ্বারা পৃথিবীর লোকদিগকে বশীভূত করা সহজ; কিন্তু ইহা দ্বারা স্বর্গের দেবতাদিগকে লাভ করা অসম্ভব। কেন না আমরা মনুষ্যের প্রতি প্রেমিক শ্রদ্ধাবান্ অথবা কৃতজ্ঞ হইতে পারি, অথচ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সন্তানদিগের জন্য আমাদের আত্মায় যে সকল আসন আছে তাহা কেবল ঈশ্বর সম্পর্কেই তাঁহারা পাইতে পারেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে চির কালই সে সকল শূন্য থাকিবে। স্বর্গীয় পিতার পুত্র আমার ভাই, স্বর্গীয় পিতার কন্যা আমার ভগ্নী, এই রূপে ঈশ্বরের সম্পর্কে নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া বরণ করিলেই, স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় ভগ্নীভাব প্রকাশিত হয়। অন্যথা স্বর্গীয় পিতাকে ছাড়িয়া যে মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় এবং মমতা তাহাকে যদি ভ্রাতৃভাব কিম্বা ভগ্নীভাব বল, তাহা ঐহিক এবং অস্থায়ী, তাহা আজ আছে কাল নাই। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে, ইনি ঈশ্বরের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের কন্যা, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া যখন কোন আত্মাকে আমার ভাই ভগিনী বলিয়া আত্মার আসনে বরণ করি তাহা চির কালের জন্য, এবং সেই সম্পর্কই যথার্থ স্বর্গীয় এবং পারলৌকিক। এই রূপে যিনি ভাই ভগিনীকে আত্মার আসনে বসাইতে পারেন, পৃথিবীর মায়া, মমতা তাঁহার নিকট বিষবৎ পরিহার্য্য। আত্মার যে স্থানে পিতা বসিবেন, সেই স্থানেই পিতার পুত্র কন্যারা বসিবেন, ইহাই পিতার আদেশ এবং এই জন্যই ভাই ভগিনী সম্পর্ক এক দিকে যেমন পবিত্র অন্য দিকে ইহা তেমনই সুমিষ্ট। ঈশ্বরকে পিতা এবং কখন কখন মাতা বলিলে আমাদের মন অত্যন্ত তৃপ্ত হয়; কিন্তু তাঁহাকে শুদ্ধ ঈশ্বর, স্রষ্টা, পাতা, কিম্বা রাজা বলিয়া ডাকিলে আমাদের মনে তেমন আনন্দ হয় না। ইহার কারণ এই জগতে পিতা এবং মাতার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রিয় এবং মিষ্ট। এই মিষ্টতার অনুরোধেই আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে পিতা মাতা শব্দ ব্যবহার করি। সেই রূপ ভাই ভগিনী শব্দ। নর নারীকে ভাই ভগিনী বলিলেই মনের কঠোরতা এবং অপবিত্রতা চলিয়া যায় এবং অন্তরে একটী মধুর পবিত্র সম্পর্কের উদয় হয়, এবং সমস্ত হৃদয় মন পবিত্র প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হয়, এই জন্যই আমরা পত্র লিখিবার সময় কিম্বা মুখে কথা বলিবার সময় নর নারীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করি। অনন্ত পুণ্যের আধার আনন্দময় যিনি তাঁহার পুত্র কন্যা আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা অনুভব করিলে সহজেই তাঁহাদের প্রতি সুমিষ্ট ভাবের উদয় হয়। জগতের নর নারী সকল আমার প্রিয় এই জন্য যে তাঁহারা আমার প্রিয়তম পরম সুন্দর পিতার পুত্র কন্যা। পৃথিবীতে যদিও কোন কোন স্থানে ভাই ভগ্নীভাব কলঙ্কিত দেখা যায়; কিন্তু স্বভাবতঃ কদাচ ভাই ভগ্নীর প্রতি অপবিত্র ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের এই নিয়ম যে ভাই ভগ্নীকে দেখিলেই কিম্বা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেই পবিত্র প্রেমের উদয় হইবে। ধর্ম্মরাজ্যের ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব, পৃথিবীর এই ভাই ভগ্নী সম্পর্ক অপেক্ষায়ও অনন্ত গুণে পবিত্র এবং সুমধুর; কিন্তু ইহা যেমন পবিত্র এবং সুমিষ্ট, তেমনই সাধনের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি সুকঠিন। সেখানে প্রত্যেকের মুখে ঈশ্বরকে না দেখিলে স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব কিম্বা ভগ্নী

ভাব অসম্ভব। পৃথিবীর লোকেরা দশ জন নর নারীর মধ্যে পাঁচ জনের রূপ গুণে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে বাছিয়া লয়, এবং তাহাদিগকেই ভাল বাসে। তাহাদের স্নেহ প্রেম লোক বিশেষের প্রতি ধাবিত হয়; কিন্তু এই প্রকার সংকীর্ণ অনুরাগ প্রেম ধর্ম্ম ভাবকে বিনষ্ট করে। ঈশ্বর হইতে যে ভ্রাতৃ ভাব, কিম্বা ভগ্নী ভাব প্রেরিত হয় তাহা সমস্ত জগতের জন্য। সেই স্বর্গের প্রশস্ত প্রেম কদাকার রূপ, গুণ, কিম্বা ধন মানের বিচার করে না। তাহা শরীরের দিকে দৃষ্টি করে না; কিন্তু সুন্দর, কদাকার; জ্ঞানী, মূর্খ; সাধু, পাপী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে। সেই প্রেম কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য নহে। স্ত্রীর প্রতি যে প্রণয় তাহা স্ত্রীতে বদ্ধ থাকিবে; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সহোদর, সহোদরা এবং উপকারী বন্ধু ইত্যাদির সঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ মধুর সম্পর্ক, সে সকল চির কালই সংকীর্ণ থাকিবে; কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা কখনই পাঁচ জনকে লইয়া, কিম্বা একটী দেশ লইয়া, অথবা ইহলোকের সমুদয় ভাই ভগ্নীকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; কিন্তু ইহা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, ইহ-পরলোক বাসী ঈশ্বরের সমস্ত পরিবারকে আলিঙ্গন করে। অতএব ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া প্রেম সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য নহে। প্রেম শৃঙ্খলে সমস্ত জগতকে বদ্ধ করিতে হইবে। প্রেমকে ছাড়িয়া দাও, ইহা আপনি অসীম ভাবে জগতে বিস্তৃত হইবে। নিরাকার আত্মারূপ ঈশ্বরের পুত্র কন্যাকে ভাল বাস, পাপকে ঘৃণা কর। কিন্তু পাপীকে প্রেম কর। কে বলে অধার্ম্মিকা স্ত্রীকে ভাল বাসিলে পাপ হয়? সেই পাপীয়সী, পুণ্যময় পিতার কন্যা, যদি ইহা দেখিতে পাও, পাপের সাধ্য কি যে তোমাকে আক্রমণ করে? পিতাকে ভাল বাসিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে ভাল বাস কোন ভয় নাই। সমুদায় ভাই ভগিনীরা যে পবিত্র হইয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু তুমি প্রত্যেককে ঈশ্বরের সম্পর্কে তোমার ভাই ভগিনী বলিয়া অভ্যর্থনা করিলে তোমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গ সাধন সহজ হইবে। চক্ষু খুলিয় সাধন করিও না, কেন না তাহা হইলে বাহিরের রূপ গুণে মোহিত হইতে পার। নিরাকার ভাবে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে আত্মাতে স্থান দান কর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরকে দিয়া ভাই ভগ্নীদের কাছে প্রেম শ্রদ্ধা প্রেরণ কর, স্বর্গরাজ্য আসিবে। নতুবা তুমি আপনি কাছে গিয়া যদি ভাই ভগ্নীদিগকে প্রেম দিতে যাও তাহা হইলে গরল উৎপন্ন হইবে। অতএব দিবা রাত্রি ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া প্রেমরাজ্যের জন্য ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন করিবেন।

দীক্ষিতদিগের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মদিগের গুরু কে, অবশ্যই তোমরা জান, তোমরা যে মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছ তাহা মনে করিও না। যিনি জগতের গুরু তাঁহার হস্তে তোমরা দীক্ষিত হইতেছ। এই যে ভ্রাতৃমণ্ডলী তোমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, ইহাঁরা তোমাদের দুঃখে দুঃখী, তোমাদের সুখে সুখী, তোমরা যে পথে যাইতে অভিলাষ করিয়াছ, ইহাঁরা সেই পথের পথিক। সেই পথের নেতা ঈশ্বর তোমাদিগকে সত্য, প্রেম, এবং পুণ্যের দিকে লইয়া যাইবেন, ইহাতেই আমাদের উল্লাস হইতেছে। ভ্রাতৃগণ! তাঁহাকে গুরু বলিয়া ধারণ কর; জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, যাহা চাও সকলই তাঁহার কাছে পাইবে। প্রার্থনাই ব্রহ্মরাজ্যে অমূল্য পদার্থ। প্রার্থনা রূপ মূল্য দান করিয়া স্বর্গের বস্তু ক্রয় করিতে পারিবে, অতএব প্রার্থনাকে সামান্য মনে করিও না। সংসারে তোমাদের ন্যায় যুবাদের অনেক শত্রু আছে যাহারা সময় পাইলেই ধর্ম্ম ধন কাড়িয়া লয়। রাশি রাশি প্রলোভনের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে, এক মাত্র অস্ত্র প্রার্থনা। প্রার্থনা ভিন্ন এক দণ্ডের জন্যও ধর্ম্ম জীবন থাকে না। যখন যাহা আবশ্যক তাহার জন্য প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। প্রার্থনা করিয়া যদি তোমরা দয়াময়ের অভয় পদ গ্রহণ কর, পাপ দস্যু তোমাদের একটী ক্ষুদ্র কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না। দিবা রাত্রি পিতাকে ডাক, এবং অবিশ্রান্ত তাঁহার আশ্রয়ে বাস কর, তাহা হইলে দুঃখ পাপ আর তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যদি ভ্রাতার উপর নির্ভর করিতে চাও কর, ঈশ্বরেরও এই আজ্ঞা যে আমরা ভ্রাতার সাহায্য গ্রহণ করিব; কিন্তু যাহারা পতিত এবং নিরাশ তাহাদের কথা শুনিও না। যাঁহারা পরীক্ষাতে ব্রহ্ম নামের ক্ষমতা এবং ব্রহ্ম কৃপার জয় দেখিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর, এবং তাঁহাদের ন্যায় উৎসাহী হইয়া চরিত্রকে পবিত্র কর, অচিরে পরিত্রাণ পাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে, ইহা অতি পুরাতন, বেদ, পুরাণের আগে ইহা ছিল। আদি জাতি ব্রাহ্ম জাতি; কিন্তু যদিও ইহা প্রাচীন, ইহার মধ্য হইতে দিন দিন নব নব সত্য এবং নব নব ভাব সকল প্রকাশিত হইতেছে। ইহা হইতে এমন সুন্দর এবং নবীন প্রণালী সকল উঠিতেছে, যে আর কোন জাতি কিম্বা কোন যুগে তেমন দেখা যায় নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা করিতেছি যে দৃশ্য বস্তুকে যত ভাল বাসা যায় তাহা অপেক্ষা নিরাকার ঈশ্বরকে সহস্র গুণে অধিক ভাল বাসা যায়। আগে লোকে বলিত, অরণ্যবাসী না হইলে ধর্ম্ম সাধন হয় না; কিন্তু আজ কাল আমরা বলিতেছি সংসারের তুমুল সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়া পরলোক সাধন করিতে হইবে। পূর্ব্বে তোমরা শুনিয়াছ আত্মবৎ জগৎকে ভাল বাসিবে, এখন আমরা বলিতেছি জগৎকে এত অধিক ভাল বাসিবে, যে তাহাতে নিজের আত্মাকে ভুলিয়া যাইবে। আপনি সহস্র সুখ পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে সুখী করিবে, এবং আপনার প্রাণ দিয়া অন্যের প্রাণ রক্ষা করিবে। আগে লোকে বলিত, আপনাকে ধর্ম্মে উন্নত করিলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়; কিন্তু এখন আমরা বলিতেছি জগতের সমুদয় ভাই ভগিনীকে হৃদয়ে গাঁথিয়া না লইলে কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। এই রূপে দেখ যুগে যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের লাবণ্য বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহার এই ধর্ম্ম তিনিই ইহাকে নব নব ভাবে বিভূষিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। তোমরা কেবল ভক্তি নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাক, দেখিবে তিনি স্বয়ং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া প্রেমরাজ্য বিস্তৃত করিবেন। স্বর্গরাজ্যের সমুদয় কার্য্য তিনি করিবেন, তোমরা কেবল অহর্নিশি তাঁহাকে ডাকিবে।

সাধারণ উপদেশ।

এমন এক সময় ছিল যখন সত্য অল্প; কিন্তু কথা অধিক ছিল। তখন ব্রাহ্মদিগের কথা তাঁহাদের জীবনকে অতিক্রম করিয়া অধিক সাধু হইত। কিন্তু এমন সময় আসিয়াছে, যখন জীবনের সত্য সকল কথার জরায়ু বিদীর্ণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছে। আজ কাল যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, কথার সাধ্য কি যে তাহা প্রকাশ করে? ধন্য ঈশ্বরের দয়া, যে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কথা এখন দরিদ্র এবং সত্য ধনী হইল!! কথা খোসার ন্যায় পড়িয়া রহিল; কিন্তু সত্যের উজ্জ্বল প্রভা চারি দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের এই গৌরব দেখিয়া আজ আমরা পুলকিত হইতেছি; ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন এত উচ্চ হইয়াছে, যে আর শব্দ তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করিতে পারে না। যদি বল ঈশ্বরদর্শন কি, আমরা বলিব ঈশ্বরদর্শন যাহা তাহাই ঈশ্বরদর্শন, কোন শব্দ ইহা প্রকাশ করিতে পারে না। সেই রূপ যদি বল স্বর্গীয় পিতার প্রেম সুধা কি, আত্মার অমরত্ব কি, আমরা বলিব কোন কথা তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। আজ কাল আমরা ঈশ্বরের পরিবার সম্পর্কে ভাই ভগ্নী শব্দ ব্যবহার করিতেছি, এই জন্য যে বঙ্গ ভাষার অভিধানে ইহা অপেক্ষা মধুরতর এবং উৎকৃষ্টতর শব্দ নাই। কিন্তু ইহা কে বলিবে যে কেবল এই দুটী শব্দ স্বর্গের যথার্থ ভ্রাতৃভাব এবং ভগ্নীভাব প্রকাশ করিতে পারে? ভাষা আর ব্রহ্মধর্ম্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। যে রাজ্যে কথা দরিদ্র কিন্তু সত্য ধনী, তাহা সামান্য রাজ্য নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় ভাব এখন ঘটনার দ্বারা ব্যক্ত হইতে চলিল, ইহা আর কেবল কথায় প্রচারের ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্যাপার দেখিতেছি, এই রূপ দ্রুত বেগে যদি কিছু কাল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি হয়, তবে অচিরেই জগতের দুঃখের নিশি অবসান হইবে। কথা দ্বারা যদি আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করা না যায়, তবে পরস্পর দুই জনের মধ্যে কি রূপে ভাব ব্যক্ত হইবে? ভাষা ভিন্ন যে পরস্পরের সঙ্গে প্রেম এবং সদ্ভাবের বিনিময়, ব্রাহ্মসমাজে তাহারই সূত্র পাত হইতেছে। কথা দ্বারা কে হৃদয়ের সমুদয় ভাব ব্যক্ত করিতে পারে? যাহারা কথা দ্বারা কিম্বা পত্র লিখিয়া অন্তরের প্রণয় প্রকাশ করে তাহাদের অধিকাংশ ভাব অব্যক্ত থাকে। কিন্তু যখন ব্রহ্মসন্তান এবং ব্রহ্মসন্তানে মিলন হয়, তখন কথা বলিতে হয় না, তাঁহারা দুজনে কেবল পরস্পরের প্রতি তাকাইতে থাকেন, এবং তাহাতেই তাঁহাদের অন্তরের স্বর্গীয় অগ্নি প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে এই অব্যক্ত নিগূঢ় প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ইহা দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? আমরা এখন ইহারই দৃঢ় প্রমাণ এবং পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় প্রেম স্রোত; আর বাক্যে বদ্ধ থাকিবার নহে। কার সাধ্য বাক্যে নিজের সমুদয় অবস্থা ব্যক্ত করে? ঈশ্বর সম্পর্কে যত ভাবি, তাঁহার নিকট মনে মনে যত অভাব প্রকাশ করি, সমস্ত দিন প্রার্থনার বাক্য বলিয়া কি সে সকল শেষ করিতে পারি? অথবা, জগতের ভাই ভগ্নীদের প্রতি আমাদের অন্তরে যে পরিমাণে প্রেম হয়, মিষ্ট মিষ্ট কথায় কি তাহার পরিচয় দিতে পারি? যে দিন উপাসনা ভাল হয় সে দিন আমরা বলি প্রাণ শীতল হইল; কিন্তু প্রাণ শীতল হইল, এই কতক গুলি কথা দ্বারা কি অন্তরের ঠিক অবস্থা প্রকাশিত হয়? যে স্বর্গের সুখে ঈশ্বর ব্রাহ্মকে সুখী করেন তাহার অনুরূপ শব্দ পৃথিবীর কোন অভিধানে নাই। ঈশ্বরের প্রেম, শান্তি, পুণ্য আসিয়া যখন ভক্তের হৃদয় উচ্ছ্বসিত করে তখন ঈশ্বরই জানেন যে ভক্তকে তিনি এমনই ব্যাপারে ফেলিয়াছেন যে ভক্তের আর ক্ষমতা নাই যে তাহা কথা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে। ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিয়া নিতান্ত হীন বল ব্যক্তি বল লাভ করিল, শত্রুদিগের আর সাধ্য নাই যে তাহাকে আক্রমণ করে, ইহা সাধক কিরূপে প্রকাশ করিবে? পিতাকে দেখিয়া যদি পবিত্র হইয়া থাক, পবিত্রতা কথা কি পবিত্রতার পরিচয় দিতে পারে? পিতার কৃপাতে অন্তরে শান্তি লাভ করিয়াছ; শান্তি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় সুধাময়, ইহা বলিলে কি অন্তরের ভাব স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইল? চন্দ্রের সঙ্গে ভক্ত হৃদয়ের শান্তির তুলনা, ধিক্!! বাস্তবিক কোন ভাষা ভক্তিরাজ্যের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা উচিত? কেবল অবাক্ হইয়া থাকা। অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হও। ঈশ্বর যে সকল সামগ্রী দিতেছেন, পৃথিবীর পরিমিত কথা দ্বারা কিরূপে তাহা প্রকাশ করিবে? স্বর্গের ধন কি কেহ কখনও পরিমাণ করিতে পারে? ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! ঈশ্বর তোমাদিগকে এত দেখাইলেন, এত দিলেন, তোমরা কি স্বর্গ দেখিয়া আবার নরকে যাইবে? আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা!! যাহারা মহাপাতকী, সর্ব্বাপেক্ষা পতিত এবং অপদার্থ তাহাদিগকেই আগে স্বর্গরাজ্য দেখাইলেন। আমাদের ভাগ্যে এত সুখ ইহা ত স্বপ্নেও জানিতাম না। ইচ্ছা হয়, ভাবের ভাবুক যদি পৃথিবীতে কেহ থাকেন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া ইহার অংশী করি। জ্ঞানী যদি কেহ থাকেন, আসিয়া দেখুন ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেমন জ্বলন্ত সত্য সকল অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বাহির হইতেছে। প্রেমিক যদি কেহ থাকেন, আসিয়া দেখুন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রেমনদী বিনিঃসৃত হইয়া কেমন বিস্তৃত ভাবে সমস্ত জগতকে অভিষিক্ত করিতেছে। পিতার দয়াতে আজ উৎসব ক্ষেত্রে এত আনন্দ সম্ভোগ করিলাম, দুঃখের বিষয় হে এই দৃশ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, উৎসব ক্ষেত্রে কেবল পিতা থাকিবেন, প্রাণের ভাই ভগ্নী সকল চলিয়া যাইবেন। সে দিন কবে আসিবে যখন ব্রাহ্ম পরিবারের উৎসব নিত্য স্থায়ী হইবে? কবে নিত্যানন্দ ঈশ্বর আমাদের প্রতি জনের পক্ষে নিত্যানন্দ হইবেন? ভাই! ভগ্নি! একটী কথা বলি, আজ উৎসবে যদি ঈশ্বর স্বহস্তে তোমাদিগকে কিছু ধন দিয়া থাকেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা প্রাণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখ। শূন্য মনে গৃহে ফিরিয়া যাইও না। বল আর পাপের দাসত্ব করিবে না, পিতা বড় দয়াল, তাই তিনি আমাদের পরিত্রাণ সুলভ করিয়া দিয়াছেন। পরিত্রাণের জন্য ভবিষ্যৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। ব্রহ্ম কৃপায় বিশ্বাস করিয়া বল এখনই এই পাপ ছাড়িবে, দেখিবে এখনই তোমাকে সেই পাপ ছাড়িয়াছে। ব্রহ্ম বলে নিমিষের মধ্যে ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের রাশীকৃত পাপ চূর্ণ হইবে। কামই হউক, আর ক্রোধই হউক, হিংসাই হউক, আর স্বার্থপরতাই হউক, ব্রহ্ম নামের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা খণ্ড

খণ্ড হইয়া যাইবে। অন্তরের রিপুকে না কাটিয়া অন্ন গ্রহণ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যতক্ষণ না রিপু বিনষ্ট হইবে ততক্ষণ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধবের মুখ দেখিব না, ঈশ্বরের কৃপায় রিপু বধ করিতেই হইবে। এই রূপে জয় জগদীশ বলিয়া রিপুর মস্তক ছেদন কর। যদি নিমেষের মধ্যে সেই পাপ পশুর বলিদান না হয় তবে তোমরা ঈশ্বরকে জান না। ব্রহ্মবিহীন সাধনে আমরা শত বৎসরেও যে রিপুকে বিনাশ করিতে পারি না, ব্রহ্মাস্ত্রে পলকের মধ্যে সেই রিপু কাটিয়া যায়। এখনও কি তোমরা ব্রহ্ম নামের ক্ষমতা বুঝিলে না? যে নাম সকল রোগের মহৌষধ, তাহা আমরা পাইয়াছি। প্রাণ ভরিয়া সে নাম গ্রহণ কর সকল রোগ দূর হইবে; যাহারা শত্রু, তাহারা মিত্র হইবে। দয়াময় নাম লইয়া ধূলি ধর, স্বর্ণ হইবে, বিষ পান কর, অমৃত হইবে। যদি এমন দয়াল নাম পাইয়া থাক, তবে আর কেন আপনারা শোকার্ত্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ এবং ভারত-মাতাকে শোকার্ত্ত করিতেছ? ঔষধ আসিয়াছে আর ভয় কি? দয়াল নামের সুধা পান করিতে করিতে যাহারা উন্মত্ত হইয়াছে, সে সকল বীরের কাছে অসাধ্য কি? তাহাদের কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভব হয়। তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন উৎসব করিতে পারিব না, আবার বহু-কাল পরে মিলিত হইয়া উৎসব করিব, ইহার মধ্যে কাহার কি হয় জানি না, অতএব আবার অনুরোধ করি-তেছি, শূন্য মনে ফিরিয়া যাইও না; যে সুধা পান করিলে তাহা ঘরে লইয়া যাও; স্ত্রী, পুত্র, প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে একত্র হইয়া তাহা পান কর, সমস্ত পৃথি-বীকে এই সুধা দাও, কেন না যতই ইহা বিস্তার করিবে, ততই অধিক পরিমাণে ইহার আস্বাদ পাইবে। সকলে আনন্দ রবে বল, জয় দয়াময় পিতা! যিনি দুঃখীকে এত সুখী করেন!!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক।

সেই সময় আসিতেছে এবং সেই সময় আরম্ভ হইয়াছে যখন ব্রাহ্মেরা এত অধিক পরিমাণে ধর্ম্মের আনন্দ সম্ভোগ করিবেন এবং সম্ভোগ করিতেছেন যে, তাহা কোন মতে মুখে প্রকাশ করা যায় না। যাঁহার চক্ষু আছে দেখুন এক্ষণে কিপ্রকার সময় আসিয়াছে, যাঁহার মন আছে চিন্তা করিয়া দেখুন এই সময় ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কেমন অনুকূল। যাঁহার রসাস্বাদ করিবার ক্ষমতা আছে তিনি দেখুন এখনকার স্বর্গীয় স্রোত কেমন সুম ধুর। তেমন সুন্দর আর জগতে কেহ নাই যাঁহাকে ব্রাহ্মদিগের হৃদয় এখন দেখিতেছে। তেমন সুমিষ্ট নাম আর কোথায়ও নাই, যে নামামৃত ব্রাহ্মেরা এখন পান করিতেছেন। একদিকে যেমন ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে সেইরূপ ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহারা পবিত্র প্রেম পরিবারের সুখাস্বাদ করিতেছেন। মনে করিতাম এমন সুখধাম কল্পনাতেই থাকিবে; কিন্তু এখন যাহা দেখিতেছি, কল্পনা লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিতেছে, অথবা কল্পনার সাধ্য নাই যে এমন সুন্দর গৃহ চিত্রিত করে। প্রেমময় ঈশ্বর যদি এমন সুন্দররূপে প্রকাশিত না হইতেন, জগতের পরিত্রাণ এত সুলভ হইত না। কতকগুলি ক্ষুদ্র সন্তান লইয়া যে সকল ব্যাপার ঈশ্বর দেখাইলেন, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারে, যে ব্রাহ্মদিগের হস্তে সেই ঔষধ আসিয়াছে, যাহা সেবন করিলে সকলের গভীর দুঃখ দূর হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে পাপীর প্রত্যক্ষ যোগ হয় ইহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উপদেশ। জগতের আর কোন্ ধর্ম্ম বলিয়াছে, মহা-পাপীর ঘরে ঈশ্বর বাস করেন? তোমরা শুনিয়াছ পবিত্রাত্মারা ঈশ্বরকে দেখিতে পায়; কিন্তু মহাপাপীও ঈশ্বর দর্শন লাভ করে। পৃথিবীর আর কোন্ ধর্ম্ম এই সুসমাচার প্রচার করিয়াছে? ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটেই আমরা এই উচ্চ সত্য শিক্ষা করিয়াছি যে, যে মহান্ ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন, তিনিই দয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্রকীট পাপীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হন। পাপীকে দূরদেশে যাইতে হয় না; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার পূর্ণতা লইয়া পাপীর হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। আবার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ঈশ্বর দর্শন বর্ত্তমান কালের ব্যাপার নহে; যাহারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরলোকে যাইবে তাহারাই কেবল সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মেরা বলেন ঈশ্বর দর্শন ভবিষ্যতের ব্যাপার কিম্বা আশার বস্তু নহে, এই ঘরে বসিয়া এখনই যদি ঈশ্বরকে ডাকি, তিনি দেখা দিবেন। কাহাকেও তিনি এই কথা বলেন নাই, যে আমি এখন তোমাকে দেখা দিতে পারি না, সাধন কর, প্রতীক্ষা কর, ২০০ দুই শত বৎসর পর পরলোকে তোমাকে দেখা দিব। যে ব্যক্তি পাপের আগুণে পুড়িয়া হাহাকার করিতেছে, যাহার অন্তরে কিছুমাত্র সুখ শান্তি নাই, তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া যদি তিনি এই কথা বলিতে পারেন, আরও কিছুকাল তুমি ক্রন্দন কর, পরে আমার দেখা পাইবে, তাহা হইলে তিনি পাষাণ নির্ম্মিত কোন নিষ্ঠুর দৈত্য, কদাচ ঈশ্বর নহেন। না, আমাদের ঈশ্বর কোন সাধককে এরূপ বলেন না; কেননা তিনি এমনই দয়াল, যে যেখানে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে সেখা-নেই তিনি বর্ত্তমান এবং যখনই তাঁহাকে ডাকিবে তখনই তিনি তোমার নিকট উপস্থিত। তিনি মনুষ্যের রূপ অথবা অন্য কোন আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যের ঘরে আসেন না; কিন্তু তিনি তাঁহার নিরাকার প্রেম পুণ্যে সুন্দর হইয়া প্রত্যেক পুত্র কন্যার প্রাণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি আপনি আপনার অরূপ রূপে পরম সুন্দর, ভক্তকে ইঁহার রূপ কল্পনা করিতে হয় না, কেবল তিনি যেমন, সেই রূপে তাঁহার দিকে তাকা ইলেই ভক্তের প্রাণ মোহিত হয়। ব্রাহ্মদিগের নিকটে এই সুন্দর নিরাকার ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত। পৃথিবি! বল এই নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিয়া ব্রাহ্মজগতের যে শোভা হইয়াছে, এরূপ সৌন্দর্য্য কি তুমি আর কখনও দেখিয়াছ? প্রেম পুণ্যের অনন্ত আধার নিরাকার ঈশ্ব-রকে দেখিয়া ব্রাহ্মজগতে যে সকল ফুল ফুটিতেছে, এই প্রকার নব নব ফুল আর কি কখন ফুটিত? এখন যে স্বর্গের পূর্ব্বাভাস পাইতেছি, ভূতকালে মনুষ্য জাতির পক্ষে কি ইহা অননুভূত ছিল না? আমরা পাপী ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র গৌরব নাই, সোপান পরম্পরায় ইহার জন্য পৃথিবী এতকাল প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল, যথা সময়ে এখন ইহার অভ্যুদয় হইল। পিতা পুত্রের

এরূপ সম্মিলন কে আশা করিয়াছিল? যাহারা জড়ের পূজা করিত, এবং নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় যাহাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণ রূপে অপ্রকাশিত ছিল. তাহারাই আজ কাল নিরাকার পিতাকে দেখিয়া আনন্দিত। সময়ে সময়ে পৃথিবীতে নানা প্রকার উচ্চতর ভাব প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি পাপী মনুষ্যের এত ভক্তি এবং নিগূঢ় প্রেম হইতে পারে. পুরাতন পৃথিবী ইহার অতি অল্প দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কেহই আর এই কথা বলিতে পারিবে না যে নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা যায় না। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আমাদের ন্যায় মহা পাতকী, যাহারা অনেক দিন হইতে অধর্ম্ম করিতেছে, তাহারাই নিরাকার স্বর্গের শোভায় মুগ্ধ হইল, তখন আর কিরূপে বলিব নিরাকার দেবতাকে ভাল বাসা অসম্ভব? মনুষ্য পাপে মলিন, ঈশ্বর পবিত্র. কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেখাইতেছেন ঈশ্বর মনুষ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, মনুষ্য ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মদিগের জীবনে এই সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হয় না; কিন্তু আশা হইতেছে, শীঘ্রই ইহা চিরস্থায়ী হইবে। এত কাল জগতের যে প্রেমানুরাগ এবং উৎসাহ আকার বিশিষ্ট দেব দেবীর প্রতি অর্পিত হইয়াছে. বন্ধুগণ! সেই প্রেমানুরাগ এবং উৎসাহের সহিত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা এবং সেবা কর, দেখিবে পিতার নামে জগৎ মাতিবে। এখনও কিছু হয় নাই. পিতাকে তোমরা আরও প্রীতি ভক্তি কর, এবং তাঁহার চরণ ধরিয়া এই দৃঢ় সংকল্প কর যে পরিবার তিনি গঠন করিতেছেন, আর কখনও তোমরা অপ্রেম দ্বারা তাহা ভাঙ্গিবে না। প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বল ইন্দ্রিয় দমন করিতে তোমাদিগকে তিনি যে বল দিয়াছেন তাহা আর হারাইবে না। প্রতি জনকে গোপনে ডাকিয়া পিতা আমাদিগের দরিদ্র হৃদয়ে কত বিশেষ বিশেষ ধন রত্ন দিলেন, সাবধান অকৃতজ্ঞ হইয়া কেহই যেন তাহা ভুলিয়া না যাই। তাঁহার রূপে মোহিত হইয়াছি, আরও মোহিত হইব, তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হইয়াছি আরও প্রমত্ত হইব, ইহাই দুঃখীদের আশা। তাঁহার সহবাস ছাড়িলেই আমাদের মৃত্যু এই ভয়ে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিব। কি নির্জ্জনে কি বন্ধু বান্ধবের সহবাসে সর্ব্বত্র তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে বাস করিব। তাঁহার আবির্ভাব সম্ভোগ করাই আমাদের জীবনের আনন্দ হইবে। যে পথে পিতার অনেক প্রেম সুধা পান করিয়াছি, চিরকাল সেই পথে চলিব। যাঁহার কৃপাতে ভাই ভগ্নীদের পবিত্র প্রেমাস্বাদ করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন ভাই ভগ্নীর কাছে যাইব না বল, বন্ধুগণ! আমাদের দুঃখের নিশি শেষ হইয়াছে, এখন উল্লাসের, আনন্দের সঙ্গীত কর। বল, আর দুঃখী থাকিব না। ব্রহ্মসন্তান যদি আনন্দপূর্ণ মনে বলিয়া উঠেন, ব্রহ্ম আমার সর্ব্বস্ব, জগতে কাহার সাধ্য তাঁহার আনন্দ হরণ করে? বন্ধুগণ! দেখ, দুঃখের রজনী শেষ হইয়াছে, প্রাতঃকাল আসিয়াছে, ঐ রথে চড়িয়া স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। যাহারা নিতান্ত পাষণ্ড এবং নাস্তিক ছিল, ঈশ্বর প্রেমে তাহারা উন্মত্ত হইল, যাহারা বিরোধী ছিল, এবং পরস্পরের মধ্যে কখনও সম্মিলনের আশা ছিল না তাহারা বন্ধু হইল। এ সকল দেখিয়া যদি না বল আঃ প্রাণ শীতল হইল, তবে অনাবৃষ্টির সময় তোমরা কি করিবে? সেই শুভক্ষণ আসিয়াছে যখন আমরা সকলে বাঁচিব। এখন ক্রমাগত ঈশ্বরের শ্রীচরণ হইতে পুষ্পের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে প্রেম শান্তি আসিয়া পড়িবে। যাঁহারা এতদিন কাঁদিয়া ছিলেন, পিতার প্রসন্নতায় তাঁহারা এখন জয় দয়াময় বলিয়া ক্ষেত্রে যাইয়া আনন্দের সহিত প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিবেন। তাঁহারা আপনারা সুধা পান করিবেন এবং অপর সকলকে তাহা পান করাইয়া পৃথিবীতে স্বর্গ সংস্থাপন করিবেন।

১৭৯৫শক ৯ ভাদ্র, ব্রহ্মোৎসব।

সার কথা।

১। হৃদয়ের গূঢ় পাপকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিও না, প্রলোভনের যোগে তাহাই প্রবল পরাক্রমে প্রকাশ পাইয়া তোমার জীবনকে ভয়ানক রূপে বিড়ম্বিত করিতে পারে। দূরে আকাশের কোণে যে ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড দেখিতেছ, সময়ে বায়ুর সাহায্যে তাহা গগনময় ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে ঘোর শিলা বৃষ্টি ঝটিকা আনয়ন করিতে পারে।

২। পাপ বহু রূপী, একটী পাপই নানা সাজে আসিয়া লোকের মন আয়ত্ত করিয়া লয়। এক সময় কল্পনার সুন্দর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বিবিধ বিষগর্ভ সুখ সামগ্রী সম্মুখে আনয়ন করে ও নানা মধুর কথা বলে। অন্য সময়ে সেই পাপটীই আবার পরাক্রান্ত দৈত্যের ন্যায় আসিয়া জীবনকে আক্রমণ করিয়া লয়। পাপ কখন মনে কখন জিহ্বায়, কখন অন্য ইন্দ্রিয়েতে, নানা সুযোগে, নানা ছবিতে, কখন ধর্ম্মের কল্পিত বেশ ধরিয়া, কখন বন্ধুর সাজে, কখন বীর মূর্ত্তিতে মনুষ্যের জীবনে প্রকাশ পায়। এই প্রকার পাপের কত লীলা কত অভিনয়। অসাবধান নির্ব্বোধ লোকেরাই এই ছদ্মবেশী দস্যুর কুহকে পড়িয়া মারা পড়ে।

৩। কে বলে ঈশ্বরের দ্বারে ভিক্ষা পাওয়া যায় না? যে ভিক্ষা করিতে যায় না, সেই পায় না।

৪। স্বর্গের সামগ্রী দীনের ঘরে থাকে, ধনীর ঘরে নয়, দীনতাশূন্য হৃদয়ে যেমন দান আসে না, সেই রূপ দীনতা বিহীন হইলে দান থাকে না। যদি ধন পাইয়া রক্ষা করিতে চাও, দীনতাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর।

৫। জগতে কত প্রকার সুন্দর বস্তুই লোকের মন আকর্ষণ করে, কিন্তু তাঁহার ভক্তদের দীনতার মধ্যে, তাঁহাদিগের অশ্রু পূরিত মুখমণ্ডলে যে লাবণ্য ছটা তাহার কাছে সকল সৌন্দর্য্য পরাস্ত হয়।

৬। পিতার চরণ তলে বসিয়া ভক্তি নয়নে তাঁহার পুণ্য মুখ এক একবার দেখ, ভাই ভগিনীদিগকে এক একবার দেখ, তাঁহাদের সকলেরই স্বর্গীয় কান্তি। এ রাজ্যে কেহই কুৎসিত নয়। সকলেরই রূপ হৃদয়কে পবিত্রভাবে আকর্ষণ করে।

৭। সংসারে দাসের গৌরব নাই, দাসকে সকলেই ঘৃণা করে, কিন্তু স্বর্গরাজ্যে ইহার বিপরীত; সেখানে দাসের মস্তকেই উজ্জ্বল মুকুট, দাসত্বেরই মহত্ত্ব। যিনি তথায় প্রভু হইতে চাহেন, তাঁহার জন্য স্থান নাই।

৮। যিনি পিতার চরণে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করেন, তিনি দরিদ্র হন না, ধনী হন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

কেভ টেম্পালের মধ্যে সার্পেণ্টকেভ, টাইগার কেভ, এলিফ্যাণ্টকেভও গণেশকেভ এই কয়েকটী সর্ব্ব প্রধান। ইহার মধ্যে বৌদ্ধ যোগীদের এবং বুদ্ধ দেবের নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। বৌদ্ধেরা ঐ সকল স্থানে নিবাস আশ্রম নির্ম্মান করিয়া কেবল অধিকাংশ সময় ধ্যানেতে নিযুক্ত থাকিতেন। ইতিবৃত্ত লেখকেরা বলেন সাত জন বুদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে জন্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় শকের প্রায় ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রথম বুদ্ধের জন্ম হয়। পুরাবৃত্তবিৎ প্রিন্সেপ সাহেব প্রভৃতিরা বলেন যে, মনুর তিন চারি শত বৎসর পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। মনুর সময় ট্রয় যুদ্ধের সমকালিক। মনুর দ্বারাই হিন্দুসমাজের অত্যন্ত আঁটা আঁটি হয়। তাহাতেই বৌদ্ধ দিগের সময়োচিত প্রকাশ। জাতি শাস্ত্র এবং দেব দেবীর উপাসনা এই তিনের প্রতি বৌদ্ধ দিগের বিশেষ বিদ্বেষ। এমন কি শেষে তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই পালি ভাষার সৃষ্টি হয়। এই জন্য বৌদ্ধ দিগের যত ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে সে সকলই পালি ভাষায় লিখিত দেখা যায়।

সাংখ্য দর্শনই বৌদ্ধ দিগের ধর্ম্মের মূল। সাংখ্য দর্শন হইতেই ঐ ধর্ম্ম মতের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ দর্শন দুই ভাগে বিভক্ত, কাপিল ও পাতঞ্জল। কাপিল নিরীশ্বর বাদের পোষক আর পাতঞ্জল ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। "ঈশ্বরা সিদ্ধে." এই কাপিল সূত্রের মধ্যে এইটী যদিও নিরীশ্বরাদ সমর্থন করিতেছে তথাপি কপিল স্বয়ং অজ্ঞাতসারে একটী নিত্য চৈতন্যের অস্তিত্ব মানিতেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ইন্দ্রিয় ইত্যাদি। যদিও পরমাণু নিত্য, কিন্তু তাহার আকার চৈতন্য হইতে উৎপন্ন। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা নিত্য। কি আশ্চর্য্য বৈষম্য এ দিকে কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল না অথচ আত্মার অস্তিত্ব ও নিত্যত্ব বিশ্বাস করিতে আপত্তি হইল না। পাতঞ্জল এক স্বতন্ত্র অদৃশ্য মহান্ পুরুষকে বিশ্বাস করিতেন। অপরাপর মত প্রায় ঐ রূপই বাহুল্য প্রযুক্ত তাহা উল্লিখিত হইল না।

নেপাল প্রভৃতি প্রদেশের বৌদ্ধেরা আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। যাহারা আস্তিক বৌদ্ধ তাহারা পাতঞ্জলির অনুসরণ করিয়া থাকে। সাংখ্য দর্শনে যোগ শাস্ত্রের বিশেষ ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে বলিয়াই বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধ্যানের ভাব অত্যন্ত প্রবল। এই হেতু বৌদ্ধ যোগীদের প্রতিমূর্ত্তি প্রায় ধ্যানস্তিমিত লোচন দেখা যায়। বৌদ্ধেরা বেদান্ত দর্শনের নির্ব্বাণমুক্তি স্বীকার করিতেন। এই মতের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য নিষ্কাম ভাবে সাধন করিতেন। ধ্যান সেই সাধনের একটী অঙ্গ বিশেষ। তাঁহারা নির্ব্বাণই মনুষ্যের পূর্ণতা বিশ্বাস করিতেন, এবং সেই পূর্ণতা পাইবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ৫০৯ খৃস্টাব্দে কীয়ান হায়েন নামক এক জন চীন দেশীয় পর্য্যটক যখন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আইসেন তখন বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম প্রচারার্থ অত্যন্ত ছিল তাহার বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মের এতদূর আকর্ষণ হইয়াছিল, যে তৎকালে গ্রীস দেশ হইতে যে আইয়োনিয়নেরা ভারতে বাস করিতেন তাহারাও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উড়িষ্যার খণ্ডগিরিতে অনেক আয়োনিয়ন যোগী বাস করিত। তৎকালে অনেক হিন্দু উড়িষ্যা হইতে জাবা দ্বীপে উপনিবেশ করিয়াছিল। কিন্তু আইয়োনিয়নেরা তাড়িত হইয়াই ৭৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করে।

প্রায় সহস্র বৎসর উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু ৫০০ খৃষ্টাব্দে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ললাটেন্দ্র কেশরী উড়িষ্যার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন, তখনই বৌদ্ধধর্ম্ম উড়িষ্যা হইতে তিরোহিত হইল। পুরীতে বুদ্ধের যে দণ্ড অতি ভক্তির সহিত পূজিত হইত তাহা সিংহলে আনীত হইল এবং সমুদায় বৌদ্ধ যোগীরা তাড়িত হইয়া সিংহল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে চলিয়া গেলেন।

বৌধধর্ম্ম ভারতবর্ষের অনেক উপকার করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি ধর্ম্মরাজ তাঁহার রাজ্যের তিনি যে কিছু মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন ইহা আর কে অস্বীকার করিবে।

ছুটির সময় ব্রাহ্মদিগের কি করা কর্ত্তব্য ?

এতদিন বিদেশে থাকিয়া যে সকল ব্রাহ্ম উৎসাহ একাগ্রতার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিলেন, এবং সমবিশ্বাসী বন্ধুগণের সহিত একত্রে বিশুদ্ধভাবে জীবন কর্ত্তন করিলেন, ছুটির সময় দলভ্রষ্ট হইয়া একা একা নানা স্থানে গমন করিয়া তাঁহারা কিরূপে দিন গত করিবেন? আমোদপ্রিয় ও বিশ্বাসী দেবপূজকেরা যে ভাবে ছুটি অতিবাহিত করিবেন তাহা কি ব্রাহ্মের পূজনীয় হইতে পারে? কখনই না। কিঞ্চিৎ মাত্র যাঁহার সত্যানুরাগ আছে, ঈশ্বরোপাসনার মধুরতা যিনি কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ঐ সকল আমোদ কোলাহলে মত্ত হওয়া অসম্ভব। দুর্ব্বল, অল্প বিশ্বাসী, পিতা মাতার অধীন ব্রাহ্ম যুবকদিগের ইহা একটা পরীক্ষার সময়। তাঁহারা সাবধানে এই কয়েকটী দিন কাটাইবেন। আমরা জানি এমন ব্রাহ্মও অনেক আছেন যাঁহারা কেহ কোথায় নাই মনে করিয়া আপনাদের বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করেন, কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে আছেন ইহা জানা উচিত। এ প্রকার লোকের কার্য্যেতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হই। সে যাহা হউক, যে সকল সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছুটির সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কোন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম পুস্তক সঙ্গে রাখিবেন এবং পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে সেই সর্ব্বভুতের অন্তরাত্মা জীবন্ত ঈশ্বরে আবির্ভাব দর্শন করিয়া বিধিমতে তাঁহার পূজা করিবেন। কেবল নিজে ব্রহ্ম পূজা করিলেও তাঁহাদের দিন সুখে গত হইবে না, সেই ভাব যথা তথা প্রচার করিবেন। এইরূপে দয়াময়ের মধুর নাম গান করিয়া, তাঁহার বিচিত্র রচনা সন্দর্শন

করিয়া এবং তাঁহার তত্ত্বালোচনা করিয়া ব্রাহ্মগণ আনন্দে এই অবসর কাল অতিবাহিত করিবেন। এক দিন যিনি ব্রাহ্ম হইয়াছেন তিনি চির দিনই ব্রাহ্ম থাকিবেন। বিদেশে মহানগরীতে যিনি ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত তিনি স্বদেশে, স্বালয়ে, পরিবার, প্রতিবাসীর মধ্যেও ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইবেন। পৌত্তলিকতার বিপুল বাহাড়ম্বরের মধ্যে "এক মেবাদ্বিতীয়ং" ঈশ্বরের জয় সকলে ঘোষণা করিবেন।

সেণ্ট জন এবং তাঁহার শিষ্য।

যাঁহাদের অন্তরে যথার্থ সাধু ভাব বিরাজ করে তাঁহারা কদাপি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সেণ্ট জনের এক ধর্ম্মপরায়ন শিষ্য ছিলেন, তিনি গুরুর অনুগত হইয়া কিছু দিন ধর্ম্ম পালন করিয়া পুনরায় ঘোর পাপ কলঙ্কে পতিত হন। একদা কার্য্যোপলক্ষে জন স্থানান্তর গমন করিলে ঐ শিষ্য ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া মদ্য পান ও ব্যভিচারে এককালে পশুর মত হইয়াছিল। বিদেশে থাকিয়া জন এই কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ ইহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি মহা দুঃখিত হইয়া পতিত শিষ্যের উদ্ধার জন্য সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া কোন লোক মুখে শুনিলেন যে শিষ্য এক বারবনিতার ভবনে মদ্য পান করত নানা প্রকার কুক্রিয়াতে আসক্ত আছে। জন ইহা শুনিয়া সেই স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। জন আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া শিষ্য লজ্জা ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। জনও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে হে পুত্র! হে পুত্র! বলিয়া দৌড়িতে লাগিলেন। অবশেষে সেই শিষ্য আর না পারিয়া ধরা দিল, এবং দয়ালু জনের পদতলে পতিত হইয়া অনুতাপ সহকারে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন জন তাহাকে অতি স্নেহ ভরে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আনিলেন। ঈদৃশ স্নেহ ব্যবহারে সেই শিষ্য পুনরায় পাপ হইতে উদ্ধার হইল এবং আর সে পাপে পড়িল না। আন্তরিক ভাল বাসা থাকিলে শিষ্যকে পুনরায় কোন না কোন সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শিষ্য দুর্গতিতে পতিত হইয়া অনেক সময় তাহার শুভানুধ্যায়ীর মঙ্গল কামনা বুঝিতে পারে না, এবং তাহার নিজ দোষে চক্ষু এমনি বিকৃত হইয়া যায়, যে সে উপকারী বন্ধুকে অবিশ্বাস করে। যাহা হউক, এই পৃথিবীতে জনের মত এক জন অভিভাবক যদি পাওয়া যায় তবে বাঁচিবার অনেক আশা থাকে।

সম্বাদ।

বাবু গৌরগোবিন্দ রায় শ্রীহট্ট হইতে কাছাড় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট সমাজের যেসকল ব্রাহ্ম নিরুৎসাহী হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় উপাসনায় যোগ দিতেছেন। ব্রাহ্মদিগের দৈনিক ও সামাজিক উপাসনাও যদি অন্যের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে তবে আর এত দিনে কি হইল? যে ধর্ম্মের সঙ্গে জীবন মরনের সম্বন্ধ তাহা সাধন করিতে যেন আর কেহ অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকেন। নির্ব্বিবাদ সম্পত্তি চিরসহায় পরমেশ্বরের সঙ্গে কাহারও বিবাদ নাই, তিনি কাহারও পর নহেন, এইটী বুঝিয়া স্বাধীনভাবে আপনার ইচ্ছায় সকলে জীবনের শ্রেয় সাধন করুন।

বিগত বৃহস্পতিবার চন্দননগরের নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে। প্রাতে বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, সায়ংকালে বাবু অমৃতলাল বসু উপাসনা করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে সকলে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে একটী অনাবৃত প্রশস্ত স্থানে উপস্থিত হন; সেখানে অশিক্ষিত সাধারণ ও শিক্ষিততে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় সাত শত লোক উপস্থিত ছিলেন। বাবু অমৃতলাল বসু তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সংক্ষেপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলভাব কিছু বুঝাইয়া দেন, পরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সমাজে প্রত্যাগমন করেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন কোন ভদ্র যুবা বক্তাকে উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ নরনারী সকলেই ভক্তির সহিত উপদেশ ও সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন। স্থানীয় উৎসাহশীল ব্রাহ্ম যুবকেরা সাবধান হইবেন যেন অল্পকালের মধ্যে সিঞ্চিত বারির ন্যায় তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম এইরূপ দুই একটী উৎসবেতেই পর্য্যবসিত না হয়।

ব্রাহ্মেরা যে হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না তাহা হিন্দুরাও মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি কোন একটী সভাস্থলে একটী সামাজিক কুরীতি সংস্কার উপলক্ষে কতিপয় ভদ্র লোক উপস্থিত হন। তাহার মধ্যে খৃষ্টীয়ান, ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান চারি সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। সভা হইতে এই স্থির হয় যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চারিজন করিয়া প্রতিনিধি উক্ত কার্য্য সম্বন্ধে নিযুক্ত হইবেন। কোন এক জন ব্রাহ্মকে উহাতে নিযুক্ত করার জন্য এক জন প্রস্তাব করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, যদিও ব্রাহ্ম নাম গ্রহনে আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি, কিন্তু আমি হিন্দুদের হইতে পৃথক্ হইয়া ব্রাহ্ম প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছা করি না। সেই সভায় "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভার সম্পাদকও ছিলেন, তিনি বলিলেন যে না, ব্রাহ্মেরা হিন্দুদের হইতে স্বতন্ত্র, এক কখনই নহেন ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তখন ব্রাহ্ম মহাশয় ঘোর বিপদে পড়িলেন, কিন্তু তথাপি আপনাকে হিন্দু বলিতে ছাড়িলেন না। হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন না, অথচ তিনি আপনাকে হিন্দু বলিতে ব্যগ্র হন, ইহা বড় কৌতুকের বিষয়!

কলুটোলা ভবানীচরণ দত্তের লেনে "ব্রাহ্ম নিকেতন" এক্ষণে সামান্য রূপে সংস্থাপন করা হইল। সুবিধা মত প্রশস্ত বাটীর অভাবে এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ আপাততঃ পনর জন বোর্ডার লইয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ হইল। ক্রমে আরও বোর্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে অন্য একটী বড় বাটী ভাড়া লইয়া যাইবে।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন কতিপয় সমভি ব্যাহারে আগামী সপ্তাহের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌ, দেরাডুন, লাহোর পর্য্যন্ত গমন করিবার আয়োজন করিতেছেন। বিশেষ কোন ব্যাঘাত না হইলে এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা আশ্বিন মুদ্রিত।

// ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
১৮ সংখ্যা।

১৬ ই আশ্বিন, বুধবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফস্বল ঐ ৩।

ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে প্রাণাধার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর! আমি বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি পুটে তোমার মঙ্গল চরণে বারম্বার নমস্কার করি। তোমার জীবন্ত আবির্ভাব চতুর্দ্দিকে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই তোমার প্রত্যক্ষ সত্তা অনুভূত হয়। তুমি বৃক্ষ মূলে অবস্থান করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত, পল্লবিত, মুকুলিত এবং ফল ভরে অবনত কর; তুমিই কুসুমলতিকা আচ্ছাদিত কানন উপবনের মধ্যে বনদেবতা হইয়া একাকী সদানন্দে বিহার করিয়া থাক। হে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ঈশ্বর! কোথায় না তোমার দর্শন মিলে? তোমার এই বিচিত্র রচনা কি অনির্ব্বচনীয় শোভাতে পরিপূর্ণ! জড় জগতের অন্ধ শক্তির মূল শক্তি হইয়া তুমি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ। স্থূলদর্শী অগভীর চিত্ত মানবের নয়ন সেই অন্ধ শক্তির অন্তরতম স্থানে তোমাকে না দেখিয়া সংশয় অন্ধকারে পতিত হয়। হে জীবনের জীবন! আমাদের পদতলে বিদলিত সামান্য তৃণ খণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি বহু দূর স্থিত সূর্য্যের সঙ্গে তাহার অতি নিকট সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিয়াছ। তোমাতেই সকল বস্তু সরস হইয়া আছে। তুমি এই প্রকাণ্ড বিশ্বের সকল স্থানে কার্য্য করিতেছ, তোমার অনলস শক্তি ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম লাভ করে না, প্রকৃতি নিরন্তর তোমারই আজ্ঞা হে পরম প্রভু! বহন করিতেছে। হে অনন্ত শক্তিশালী গম্ভীরমূর্ত্তে! তোমার মহিমা চক্ষে দেখিয়া এবং তাহা চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই। অহো! কতই যে তোমার ঐশ্বর্য্য, আর কতই যে তোমার পরাক্রম, দেখিয়া শুনিয়া আমি বিমোহিত হইয়াছি। এই যে তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বামী, অগণ্য অগণ্য জীবের পালনকর্ত্তা, তুমিই কি নাথ আবার সেই পাপীর বন্ধু, দীন জনের পরিত্রাতা, দুর্ব্বল মানব সন্তানের জীবন সর্ব্বস্ব ধন? আহা! তবে তুমিই সেই আমারও পাপদগ্ধ হৃদয়ের শান্তিদাতা পিতা। ধন্য পরমেশ্বর তোমার লীলা! আমি যখন আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় কুটীরের দ্বার খুলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তোমার পানে চাহিয়া থাকি, তখন তুমি আমাকে দর্শন দিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দাও। এই অমূল্য অধিকার তুমি যে আমাকে দিয়াছ তজ্জন্য হে দীনবন্ধু আমি কথায় আর কি বলিব, মোহিত হইয়া, অবাক্ হইয়া অবনত মস্তকে তোমাকে বার বার প্রণিপাত করি। আমি যেন হে প্রেমময় জীবনসখা পরমেশ্বর!

আর আর সকল কার্য্য একবারে ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বদা তোমারই আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল দেখি। নাথ! তোমার গুণ গান, তোমার কার্য্য সাধন, এবং তোমার প্রিয় সাধকগণের সহবাস আমার বড় ভাল লাগে। হে প্রভো তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার বুক যে দশ হাত হয়! ভয় ভাবনা, সুখলালসা, নিন্দা অপমান, ভবিষ্যতের চিন্তা আর কিছুই থাকে না। তুমি অনন্ত বিশ্বের অধিপতি, আবার দয়ালু ভক্ত বৎসল পিতা; তবে তোমা ভিন্ন আমার অন্য প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে?

নামসঙ্কীর্ত্তন এবং মৃদঙ্গ করতাল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা যে সকল অভূতপূর্ব্ব নূতন সাধনপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের হৃদয়গ্রাহিণী সরস উপাসনা একটী প্রধান। বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত এবং সহজ স্পর্শনীয় দেব প্রতিমার পূজা অপেক্ষা বাহ্য উপকরণহীন আড়ম্বরশূন্য নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা যে কত মধুর, কত উচ্চ এবং কত প্রকৃত তাহা আর বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ইহার মধ্যে পুরাতন ও নূতন দুইটী ভাব আছে। ঈশ্বরের মহিমা এবং জগতের অনিত্যতা বিষয়ক সঙ্গীত এবং কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক উপাসনা করা যায়, কিন্তু তাহাতে হৃদয় বিগলিত হয় না, অন্তরের শূন্যতাও যায় না, ইহাকেই আমরা পুরাতন বলি। নূতন ভাবের উপাসনার মধ্যে যথার্থ জীবন আছে, তদ্দ্বারা ভক্তিরস উৎসারিত হইয়া সাধককে ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত করে। মৃদঙ্গ করতালের গভীর মধুর ধ্বনি সহকারে একটী সরল ভাবার নামসঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা আরম্ভ কর, একেবারে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। ভক্তিরসে সমস্ত জীবন প্লাবিত হইবে এই গম্ভীর মধুর নিনাদী খোল করতাল সামান্য বস্তু হইয়াও স্বর্গীয় উপকারিতা প্রদান করে। দয়াময় নামের জয়ভেরী ঘোষণা করিবার জন্য উহা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার শব্দে নিদ্রা পলায়ন করে, কোন প্রকার বন্ধুরতা থাকে না। ইহার শব্দান্দোলনে শুষ্ক হৃদয় হইতেও প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভক্তি এবং উৎসাহ ঘনীভূত হইয়া ভক্ত মণ্ডলীর আত্মা সকলকে এক স্থানে আনয়ন করে। ইহা দেখিতে সুন্দর নয়; শিল্প নৈপুণ্য, জ্ঞান কৌশল ইহাতে নাই; ভক্তি যেমন অলঙ্কারশূন্য প্রকৃত বস্তু, ইহাও তেমনি অকৃত্রিম বস্তু। সভ্যতা ও বুদ্ধি তর্কের সুকোমল কর্ণে ইহার আঘাত বজ্রের ন্যায় কঠিন, কিন্তু জীবন্ত উৎসাহশীল সাধকের পক্ষে অতি সুমধুর। সুসভ্য জ্ঞানী যুবকদিগের নিকট বর্ত্তমান সময়ে খোল করতাল অতিশয় অপ্রিয় সামগ্রী, কিন্তু তাঁহারা যদি ভক্তির রাজ্যে একবার গমন করেন, জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহে যদি একবার মাতিয়া উঠেন, তবে তাঁহাদের রুচির পরিবর্ত্তন নিশ্চয় ঘটিবে। কেহ যদি এরূপ তর্ক করেন যে, যে দেশে মৃদঙ্গ করতাল প্রচলিত নাই সেখানে কি তবে উৎসাহ জন্মিতে পারে না? এ কথার কোন উত্তর আমরা দিতে পারিলাম না। যাঁহারা অচৈতন্য হইয়া বিগলিত চিত্তে নাম গান করেন, তাঁহারাই যে যথার্থ সাধক তাহাও আমাদের মত নহে। বরং স্থল বিশেষে ইহার বিপরীত ভাবই লক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি ধর্ম্মসাধনের অপরাপর অঙ্গ গুলি সুস্থ থাকে, তবে মৃদঙ্গ করতালের সহিত ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত দ্বারা ধর্ম্মের প্রগাঢ় আহ্লাদ সম্ভোগ করা যায়; এবং তাহাতে উপাসনার ভাব চির দিন নূতন থাকে। ধর্ম্ম যেমন অতিশয় প্রয়োজনীয়, সার এবং সূক্ষ্ম বস্তু, তেমনি উন্নতির অবস্থাতে ইহার সাধন প্রণালীও অতি সহজ। মহাত্মা চৈতন্য যে দুই অক্ষরের শব্দ "হরি" এই

নামটী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন ইহার কি কোন অর্থ নাই? ঐ ক্ষুদ্র নামের মধ্যে তোমার মনের ভাব রাশিকে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ একাগ্রতার সহিত উহা গান কর, বিশ্বাস থাকিলে তাহাতেই পরিত্রাণ পাইবে। এক্ষণে আমরাও শব্দান্তরে সেইকথা বলিতেছি যে "দয়াময়" নাম ভক্তির সহিত গান কর, মৃদঙ্গ করতালের সহিত উহা গান কর, সহজে তাঁহাকে পাইবে। পৃথিবীতে যতই কেন বাহ্য সভ্যতা বৃদ্ধি হউক না, ভক্তির পথ, মুক্তির পথ চিরকাল একই থাকিবে ইহা বিশ্বাস করিয়া লজ্জা ভয় দূরে বিসর্জ্জন দিয়া "দয়াময় নাম সাধন কর। সাধন কর, সাধন কর, নাম সাধন কর"।

ঈশ্বরের স্বরূপের সামঞ্জস্য।

ঈশ্বরের স্বরূপের সহিত তাঁহার কার্য্য বিধানের সামঞ্জস্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি অযৌক্তিক মত সকল পোষণ করিয়া থাকেন। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ব্রহ্মাণ্ড তিনি যেরূপ প্রণালীতে শাসন করেন, অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী মনুষ্য সে দিকে গমন না করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার কার্য্যের বিচার করে। সে আপনি অন্য লোকের সঙ্গে যেরূপ ভাবে ব্যবহার করে, তাহাই তাহার আদর্শ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের উদার শাসন ক্রিয়া কখন সেই মানবীয় সঙ্কীর্ণ আদর্শের অনুগামী হইতে পারে না। পরমেশ্বর উদার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময়, ন্যায়বান্, আনন্দময়, পবিত্রস্বরূপ, অভ্রান্ত, অপরিবর্ত্তনীয়, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী এবং দয়াময়। যাঁহারা এই সকল স্বরূপের এক একটীকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে জগতের কার্য্যের সামঞ্জস্য বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ঘোর অস্থিরতার মধ্যে পতিত হইয়া ক্রমে অবিশ্বাসী হন। ঈশ্বরের প্রত্যেক স্বরূপ আর আর সমস্ত স্বরূপের সঙ্গে এমনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ যে, কোন একটী শক্তি আর সমুদয় শক্তিকে অতিক্রম করিয়া কিম্বা তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপের মধ্যে আর আর যাবতীয় স্বরূপ গূঢ় রূপে নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং ন্যায়বান্ হইলেই যে তিনি পাপীকে অনন্ত যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিবেন তাহা হইতে পারে না। কারণ ন্যায়পরতা দয়া ও মঙ্গলভাবের সহিত সমভাবে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করে। তিনি যেমন এক দিকে তেজোময় সূর্য্যের ন্যায় পুণ্যের জ্বলন্ত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া ন্যায়দণ্ড হস্তে ধারণপূর্ব্বক বিশ্বকে বিকম্পিত করিতেছেন, ঘোর পাষণ্ড দুরাত্মাদিগকেও পাপ পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতেছেন, তেমনি অপরদিকে শারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় উদার প্রেম ও অনন্ত স্নেহ জ্যোতিতে সুস্নিগ্ধ হইয়া প্রসন্ন মুখে পরম সমাদরে পাপী সন্তানদিগকে এই বলিয়া ডাকিতেছেন যে, "হে শ্রান্ত গুরু ভারাক্রান্ত মনুষ্য সকল! আমার নিকট আগমন কর, আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিব।" ঈশ্বরের প্রত্যেক বিধানের মধ্যে ন্যায় দয়া জ্ঞান শক্তি পবিত্রতা অবস্থিতি করে। কোন শক্তি কিম্বা নিয়মের সহিত পরস্পর প্রতিঘাত উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নির্ব্বিবাদে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বহু দিন কোন একটী বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াও যদি তাহা পূর্ণ না হয়, তবে সে জন্য ঈশ্বরকে নির্দ্দয় বলা উচিত নহে; প্রত্যুত এই বলিয়া বুঝিতে হইবে যে তিনি আমার মঙ্গল কিরূপে হয় তাহা আমা অপেক্ষা ভালই জানেন। পরম দয়ালু হইলেও তিনি অন্ধভাবে প্রশ্রয়দায়িনী জননীর ন্যায় আমার ইচ্ছানুসারে আমাকে কোন বস্তু দান করিতে পারেন না, যদি ইহা জানেন যে তাহাতে আমার ইষ্ট না হইয়া আরও অনিষ্টই হইবে। যাহা তিনি

করিবেন মঙ্গল তাহার শেষ উদ্দেশ্য হইবেই হইবে। অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা তাঁহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অবিশ্বাসী হই। স্থির ও ন্যায় দৃষ্টিতে দেখিলে এ সকল স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর যে প্রণালীতে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন, সাধ্যানুসারে আমাদিগকে তাহারই অনুকরণ করিতে হইবে। আমাদেরও প্রত্যেক কার্য্যে মানসিক প্রবৃত্তি সমূহের সমতা রক্ষা করা উচিত। এই সমতা রক্ষা করিতে না পারাতেই আমরা পাপী হইয়া থাকি। যখন আমরা ন্যায়ের কথা বলিতেছি তখন হয়তো মঙ্গল ভাবের দিকে দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সত্য পালন করিতে নির্দ্দয়তা, পবিত্রতাতে সাম্প্রদায়িকতা, উদারতায় যথেচ্ছাচারিতা, স্বাধীনতায় অহঙ্কার, ভাবুকতায় কর্ত্তব্যবিহীনতা, চিন্তাশীলতায় অকর্ম্মণ্যতা, কর্ম্মশীলতায় শুষ্কতা, বিনয়ে নীচতা, ভক্তিতে ধর্ম্মান্ধতা, উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কোন ক্রিয়া নাই যাহাতে মানসিক বৃত্তি সমুহের কিছু না কিছু করিবার আছে। বিচিত্রতার মধ্যে একতা, সামঞ্জস্য অবস্থিতি করিতেছে; অতএব সর্ব্বত্র সেই এক ঈশ্বরের শাসনের একত্ব সন্দর্শন করিয়া সকলে তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ কর।

কম্‌ট প্রচারিত মানবধর্ম্ম।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা কমটকৃত দর্শন পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অবশিষ্ট অংশ প্রস্তুত হইলেও কোন কারণ বশতঃ আমরা তাহা ধর্ম্মতত্ত্বস্থ করিতে পারি নাই। অদ্য কম্‌ট প্রচারিত মানবধর্ম্ম সংক্ষেপতঃ পাঠকগণকে বিদিত করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। জিজ্ঞাসা হইতে পারে এ সময়ে কম্‌ট প্রচারিত মানবধর্ম্ম জানিয়া কি উপকার হইবার সম্ভাবনা? উপকার এই, কমট উনবিংশ শতাব্দির ভাবজ্ঞ ছিলেন ইহা দ্বারা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। সত্য, তিনি ধর্ম্মকে মুলশূন্য করিয়া আপনাকে অতি শোচনীয় কুসংস্কার জালে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার অতিমাত্র মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য জন্মিয়াছিল বলিয়া যাঁহারা তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও সরল হৃদয়ে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কি, ইহার মধ্যে মানব প্রকৃতির একটী অতি আশ্চর্য্য সত্য বিনিহিত রহিয়াছে ইহাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। অনেকে মনে করিয়া থাকেন ক্লোটিল্‌ডার মৃত্যুতেই তাঁহার ঈদৃশ মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছিল। আমাদিগের এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত। কঠোর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় অতিমাত্র কঠোর হইয়া গিয়াছে, ইহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে তাঁহার দর্শনের শেষভাগ লিখিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি সংবাদপত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন না। ইহাতে তাৎকালিক অনেক আবিষ্কার তিনি স্বীয় গ্রন্থে বিনিবিষ্ট করিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য উহা অপূর্ণ এবং সদোষাবস্থ রহিয়া গিয়াছে। এই সময়ে তিনি নিজের হৃদয় যাহাতে উন্নত হয় তৎকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, কবিগণের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিতেন। কম্‌ট জানিতেন শুষ্ক কঠোর জ্ঞান মানব জাতির নেতা হইতে পারে না। হৃদয়বিহীন হইয়া মানবজাতি দুই দিনও অবস্থান করিতে পারে না। তিনি জানিতেন তাঁহার হৃদয় নিতান্ত শুষ্ক, সুতরাং তাহার কোমলতা সাধন জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সামাজিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিয়া মনুষ্যমণ্ডলীকে কিরূপে একত্র নিবদ্ধ রাখিতে পারা যায়, তাহার উপায়ের প্রতি তিনি অন্ধ ছিলেন না। ধর্ম্ম ভিন্ন মানবজাতি এক হৃদয় হইতে পারে না, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। কম্‌টের একজন প্রধান শিষ্য লুইস, তাঁহার আচার্য্যের চিরদিনই যে ধর্ম্মের প্রতি সমান আস্থা ছিল, ইহা অনেক স্থলে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাস্তবিক যে মূল অবলম্বন করিয়া কম্‌ট মানবধর্ম্ম সংস্থাপন করি-

য়াছেন তাঁহার দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাদিগের প্রতীত হইয়াছে যে উহা সেই দর্শনশাস্ত্রের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। বাস্তবিক লুইস যাহা বলেন, তাহাই সত্য। কম্‌টের দর্শন, ধর্ম্মের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল নহে।

সে যাহা হউক, কম্‌ট কি প্রকার মূলের উপরে স্বীয় মানবধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন একবার আলোচনা করা যাউক। আমরা সকলেই বুঝিতেছি, আমরা প্রত্যেকে রাসায়নিক, জ্যোতিষী এবং প্রাণ সম্পর্কীন নিয়মের অধীন। কিন্তু গূঢ় দৃষ্টিতে দর্শন করিলে আমরা দেখিতে পাই এতদপেক্ষা আরো একটী প্রবলতর শৃঙ্খলের অধীনে আমরা নিয়ত বাস করিতেছি। এই শৃঙ্খলকে অত্যল্প পরিমাণে ইতর বিশেষ করিবার আমাদের সাধ্য আছে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদিগের ইহার অধীনতা কোন প্রকারে খর্ব্ব নয়। ইটী স্থায়ী এবং প্রবল সামাজিক নিয়ম। অন্যান্য নিয়ম সকলের ন্যায় ইহা প্রথমতঃ শরীরের উপরে, দ্বিতীয়তঃ মনের উপরে, তৃতীয়তঃ নীতির উপরে, স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সভ্যতার আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সকলের নিকট প্রতীত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়তি, সমকালবর্ত্তী, এমন কি তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণের সঙ্গে গাঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ। পরিশেষে যতই বিবিধ সামাজিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেকের জ্ঞান সম্বন্ধে অবশেষ মানবমণ্ডলীর সঙ্গে নিতান্ত আশ্রয় আশ্রয়িত্ব সম্বন্ধ। অতি অবিবেকীও কাল এবং দেশের প্রভাবের বিষয়ে অস্বীকার করিতে পারে না। মানুষ যখন আরো চিন্তা পথে অগ্রসর হয়, তখন দেখিতে পায়, পর পর যে সামাজিক ভাব উপস্থিত হয়,তাহার সাধারণ প্রকৃতি অনুসারে আমাদিগের নৈতিক অবস্থা সকলও হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পাওয়া যায় মনুষ্য মনুষ্যত্বের অধীন। সুতরাং নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব প্রাণ সমষ্টি মনুষ্যগণ তাহারই এক একটী অংশ। এক একটি ব্যক্তি সুবহুকোষ্ঠ সমষ্টি হইলেও, যেমন তাহাকে কোষ্ঠ নিচয় হইতে স্বতন্ত্র গ্রহণ করা যায়, এইরূপ এই মনুষ্যত্বকে মনুষ্যগণ হইতে ভিন্ন রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই মনুষ্যত্বই কম্‌টের মতে পুরুষ। ইনিই আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং পূজার বিষয়। প্রত্যেক ধর্ম্মে সকল কালে জ্ঞান এবং নীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমাদিগের বাহ্যে এমন একটী শক্তি আমাদিগের জ্ঞান দ্বারা অনুভব করিতে হইবে,আমাদিগের সত্ত্বা যাহার অধীন। দ্বিতীয়তঃ এমন একটী আন্তরিক অনুরাগে আমাদিগকে উজ্জীবিত হইতে হইবে, যে অনুরাগে অপর সর্ব্ববিধ অনুরাগকে একত্র নিবদ্ধ করিতে পারে। আমাদিগের বাহ্যশক্তির অধীনতা স্বীকার করিলে আন্তরিক বিনীত ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণ লোকে মনে করিয়া থাকে একতা নৈতিক অবস্থার ফল, বাস্তবিক ঈদৃশ একটী নির্ভরের ভাব ভিন্ন তাহা কখন হইতে পারে না। বাহ্য শক্তির উপরে নির্ভর চলিয়া গেলে এই জন্য নীতি কোন কোন কালে সামাজিক। বিশৃঙ্খলা হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

কম্‌ট এই কারণে মানবধর্ম্ম এবং তাঁহার পূজ্য মনুষ্যত্বের পূজা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ প্রমাণের উপরে সংস্থিতি করিতে যত্ন করিয়াছেন, সুতরাং বিজ্ঞানকে তাঁহার ধর্ম্মের মূল করিয়াছেন। বিজ্ঞান হইতে বিজ্ঞানের ক্রমিক পর্য্যালোচনাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমরা এক প্রকার বাহ্য শৃঙ্খলারাজির অধীন। সুতরাং তদুপরি ধর্ম্মের মূল সংস্থিত হইলে সাক্ষাৎ প্রমাণের উপরে ধর্ম্মকে স্থাপিত করা হইল। এবং উহাই শাস্ত্র। কম্‌ট এই শাস্ত্রকে মূল করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে মানবধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যাঁহাদের গভীর দৃষ্টি আছে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, কম্‌টের হৃদয় যদি এই ক্ষুদ্র জ্যোতির্মণ্ডলীতে বদ্ধ না থাকিয়া অসীম বিশ্বের সহিত সহানুভূতি করিতে সমর্থ হইত, তিনি মানবধর্ম্মে আপনাকে কখন আবদ্ধ রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার শিষ্য লুইস এই জন্যই বলিয়াছেন মানবধর্ম্ম কখন সমুদায় বিশ্বের উপযোগী নহে; সুতরাং সমুদায় বিশ্বের যিনি ঈশ্বর তাঁহার পূজা চির দিনই জগতে অবস্থান করিবে। কম্‌ট ঘোরতর জড়বাদী ছিলেন, তিনি আত্মতত্ত্ব

পর্য্যন্ত মানিতেন না। সুতরাং সমুদায় জগতের মধ্যে একটী অদ্ভুত শক্তির কার্য্য দর্শন করিয়াও তাঁহাকে সমুদায় জড়ের সঙ্গে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। হার্ব্বাট, স্পেনসার, লুইস, হক্‌স্‌লে, টিণ্ডাল প্রভৃতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদেরা কম্‌টের এই গাঢ় কুসংস্কার দূরে পরিহার করিয়াছেন। কম্‌ট যাহাকে ধর্ম্মের মূল করিয়াছেন, অথচ বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহাকে বাস্তবিক জানিলে এবং সমুদায় বিশ্বের সহিত তাহার যোগ বুঝিলে ঈশ্বরকে লইয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন।

সে যাহা হউক, আমরা কম্‌টকে এক জন যথার্থ পৌত্তলিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি নাস্তিকদিগের উপরে ঘৃণা প্রকাশ করিতে গিয়া যে অদ্বৈতবাদের উপরে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, পরিশেষে নিজে সেই অদ্বৈতবাদে নিপতিত হইয়াছেন। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, তাঁহার ধর্ম্ম এ দেশীয় প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্ম সহ মূলতঃ অনেকাংশে সমান। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ প্রকৃতিবাদ লইয়া এ দেশের পৌত্তলিক ধর্ম্ম; কম্‌টেরও পরম পুরুষ তদ্রূপই। পৌত্তলিকেরা জগতের অসীমত্ব এমন কি আনন্ত্য মানিলেও সেই জগতের এক অংশকে (১) লইয়া পূজা করে এবং সেই অংশের মধ্যে পুরুষাকার মনুষ্যকেই শ্রেষ্ঠ পূজার বিষয় বলিয়া মনে করে; কম্‌টও তাহাই করিয়াছেন। পরম পুরুষকে মনোমধ্যে আনয়ন করিয়া প্রতিদিন পূজা করে, সুকঠিন নিমিত্ত সামাজিক উপাসনার জন্য তাঁহাকে রাখিয়া প্রতি দিনের পূজার জন্য কোন শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন স্ত্রী বা পুরুষকে গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। পৌত্তলিকগণ সেই স্ত্রী বা পুরুষকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে, কম্‌ট তাহা করেন না। তিনি এ সম্বন্ধে ঠিক সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল সদৃশ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কম্‌ট রোমানকাথলিকগণের অনুকরণে স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সকল দেশীয় পৌত্তলিকতার অনেকাংশে এক মত সুতরাং এ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহিতও তাহার অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার উপাসনা প্রণালী যে লিখিতেছি, তাহাতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে; তৎ পূর্ব্বে তাহার পরপুরুষ সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ করিয়া বলা উচিত। সভ্য উন্নতিশীল, পরস্পরের সহায়ক, শরীর ধর্ম্ম। ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের সমষ্টি এই পরপুরুষ। এই পরপুরুষের এখনও সমগ্র প্রকাশিত হয় নাই। মনুষ্যজাতির অনেকে মরিয়া গিয়াছে, অনেকে এখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই। যাহারা জন্ম গ্রহণ করে নাই; তাহাদিগের এখনও এই পুরুষের অংশীভূত হইবার বাকি আছে, সুতরাং বলা যাইতে পারে এখনও এই পরপুরুষ সমগ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই, যত দিন এই পৃথিবী মনুষ্য বাসোপযোগী থাকিবে ও তত দিন ইহাঁর নূতন নূতন অংশ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। (২) পরপুরুষ গঠন সম্বন্ধে মৃতগণ প্রথম, তৎপরে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানেরা তাহাদের পরিমাণে সংখ্যায় অতি যৎসামান্য এমন কি তাহাদের দাসবৎ এবং পরপুরুষের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবার অনুপযুক্ত। স্ত্রী পুরুষগণের অতি অল্প সংখ্যক আছেন, যাঁহারা পর পুরুষের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। যাঁহারা আছেন বা তাঁহাদিগের মৃত্যু না হইলে তাঁহারা অঙ্গীভূত রূপে গণ্য হইতে পারেন না। মৃত্যুর অন্তে তাঁহাদিগের প্রতিবেশীগণ তৎসম্বন্ধে বিচার করিবেন, যদি তাঁহারা অদ্ভুত বলিয়া পরিগণিত হয়েন পরপুরুষের অঙ্গীভূত রূপে গণ্য হইয়া যাইবেন, পূজার বিষয় হইবেন এবং তখনই তাঁহাদের "পরজীবন" "অমরত্ব" লাভ হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই পরপুরুষকে সামাজিক উপাসনার জন্য রাখিয়া অদ্ভুত গুণ সম্পন্ন কোন স্ত্রী বা পুরুষকে নিত্য পূজার জন্য

(১) পৌত্তলিকগণ এইরূপ উপাসনাকে প্রতিকোপাসনা বলিয়া থাকে।

(২) এই স্থলে আমাদিগের দেশীয় পৌত্তলিকগণের সঙ্গে কম্‌টকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে; বাস্তবিক তাহা নহে। "যচ্চ ভূতং যচ্চ ভাব্যং" "অবতারাহ্য সংখ্যেয়াঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দেশীয় পৌত্তলিকগণ মূলতঃ কম্‌টের অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই জন্য চৈতন্য প্রভৃতি আধুনিক মহল্লোকগণও ঈশ্বর হইয়া গিয়াছেন।

গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্ত্রীই মনুষ্যত্বের যথার্থ প্রতিকৃতি, সুতরাং স্ত্রী জাতিই যথার্থতঃ পূজার্হ, তবে স্ত্রীগণের জন্য পুরুষ ব্যবস্থাপিত হইয়াছেন। এই উপাসনা ত্রিমূর্ত্তিতে করিতে হইবে। মাতা স্ত্রী এবং কন্যা। এই ত্রিমূর্ত্তিতে ভূত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এবং ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ এ তিনেরই বিদ্যমানতা আছে। যে ক্লোটিল্‌ডার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া কমৃটের হৃদয়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, কমৃট তাঁহাতেই মাতা স্ত্রী এবং কন্যা এই ত্রিমূর্ত্তির আরাধনা করিতেন। এরূপ করিবার কারণ আছে। ক্লোটিল্‌ডার নিকট হইতে তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ হইয়াছিল। অতএব তৎ সম্বন্ধে তিনি মাতা, ক্লোটিল্‌ডা তাঁহার প্রশ্রয়াবনত প্রিয়শিষ্য ছিলেন। অতএব তৎসম্বন্ধে তিনি কন্যা ছিলেন। এমন কি তিনি এত দুর বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, যাঁহারা মানবধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী হইবেন, তাঁহারা তাঁহার পূজা করিবেন।

পূজার নিয়ম এই, প্রাতে উপাসক মাতার আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইলেন, হয়তো মাতার এখন মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে হৃদয়ে সন্নিহিত করিতে হইবে। প্রথমতঃ চক্ষু নিমীলিত করিয়া উপযুক্ত আসন কল্পনা করতঃ তদুপরি তাঁহাকে সংস্থাপিত করিতে হইবে। সেই আসনে উপাসকের মনোমত ভঙ্গীতে উপযুক্ত পরিচ্ছদে সচল মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। পৌত্তলিকগণ এক একটি আলোক প্রত্যাহার করিয়া পরিশেষে মহাকাশে মন সংস্থাপন করে, তেমনি তাঁহাকে পরিশেষে মনের ভাব মাত্রে পরিণত করিতে হইবে। স্ত্রী এবং কন্যাকে ইঁহার পার্শ্বস্থ রূপে ধ্যান ধারণা করিতে হইবে।

উপাসনা এই রূপ প্রথম অর্দ্ধ ঘণ্টা তাঁহার কল্যাণ গুণের অনুধ্যান, তৎপরে এই অনুধ্যানে যে ভাব উদ্গত হইবে তাহাতে অভিনিবেশ। মধ্যাহ্নে পোয়া ঘণ্টা সন্ধ্যায় নিদ্রাগম পর্য্যন্ত। দিবার মধ্যে দুই ঘণ্টা কাল ধ্যান আরাধনায় অতিবাহিত করিতে হইবে। নানা সময়ে নানা ভাব ভঙ্গীতে উপাসনা করা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সামাজিক উপাসনা অনেক গুলি মহদ্ব্যক্তির সমষ্টি লইয়া, এই সকল মহদ্ব্যক্তির একটি নির্দ্দিষ্ট পূজার সময় লিপিবদ্ধ থাকিবে তদনুসারে বার্ষিক পূজা হইবে। এ দেশীয় পৌত্তলিকগণের পার্ব্বণের ন্যায় কমৃটের পার্ব্বণ চৌরাশিটি মানবধর্ম্মে গঠিত প্রতিমূর্ত্তি আছে। একটি ত্রিংশত বর্ষ বয়স্কা স্ত্রী ক্রোড়ে সন্তান লইয়া আছেন ইহাতে এই রূপ মূর্ত্তি গঠন করিতে হয়। সকল ধর্ম্মেই উপাসনার দিক্ নির্ণীত আছে। পারিস নগরী মানবধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান। অতএব সেই নগরী যে দিকে সেই দিকেই উপাসনার দিক্। কমৃট এই ধর্ম্মের প্রধান যাজক পাশ্চাত্য প্রজা নিম্নস্তরের প্রধান অনুরাগ উজ্জীবিকার আদর্শ ইনি সমুদায় শিষ্যবর্গের নিকট জীবিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর পোষণোপযোগী দান ভিন্ন যে গৃহে ক্লোটিল্‌ডা বাস করিতেন, যেখানে তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ হইয়াছে তাহার সংস্করণ জন্য অধিক ব্যয়ও তিনি শিষ্যবর্গের নিকটে চাহিয়াছিলেন। যাঁহারা এই অধিক দান দিতে অসম্মত হইবেন, তাঁহাদিগকে তিনি অকৃতজ্ঞ বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের উপকার লাভ করিলেন অথচ তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন, ইহা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ। এই গৃহ যত দিন হইল ক্লোটিল্‌ডার মৃত্যু হইয়াছে পরপুরুষ সংগঠনে সমূহ সহায়তা করিয়াছে, অতএব সর্ব্বদা তীর্থ রূপে রক্ষীতব্য।

আমরা সংক্ষেপে কমৃট প্রচারিত মানব ধর্ম্মের বিষয় লিখিলাম। তাহাতে শোক দুঃখ প্রকাশের অনেক বিষয় আছে। কিন্তু ইহা নুতন নয়। মানবাত্মা ঈশ্বর ও ধর্ম্মের জন্য স্বভাবতঃ ক্ষুধিত ও তৃষিত। কোন না কোন প্রকারের পূজা উপাসনা না করিয়া কখন থাকিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্ম এই জন্য পরিশেষে মনুষ্য পূজাতে পরিণত হইয়াছে। কমৃট সম্বন্ধেও তাহা হইবে। ইহা অতি স্বাভাবিক। আমরা ভরসা করি এই শোক দুঃখ করিবার বিষয়ের মধ্যে অনেকে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

বাঁকিপুরস্থ ব্রাহ্মদিগের প্রতি প্রচারকদিগের নিবেদন।

মঙ্গলবার, ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য আমরা বাড়ী হইতে বাহির হই নাই; কিন্তু যাহাতে ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ের গভীর অভাব সকল দূর হয়, তাঁহা-

দের উপাসনা সুমিষ্ট হয়, পরলোকে দৃঢ় নিষ্ঠা হয় এবং সকলের চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, সেই সমুদয় বিধানে যোগ দান করাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। অনেক দিন হইতে ব্রাহ্মেরা সাধন আরম্ভ করিয়াছেন ; কিন্তু অদ্যাবধি অনেকের নিকট সাধনের নিগূঢ় নিয়ম সকল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপর সংস্থাপিত,তাহা সাধন করা নিতান্ত সহজ নহে। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন ; কিন্তু মিষ্টতা শূন্য উপাসনা কয় দিন অন্তরে স্থান পাইতে পারে ? বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, অথচ ব্রাহ্মদিগের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন হইল না, কাহারও অন্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতর উপাসনা এবং উচ্চতর জীবনের প্রত্যাশা নাই. নীরস উপাসনাই ইহার একমাত্র কারণ। ধর্ম্মরাজ্যে এমন একটী উচ্চ স্থান আছে, যাহা অধিকার করিলেই সাধকের সঙ্গে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যোগ হয় এবং উপাসনা তখন স্বভাবতঃই সরস হয়। যাঁহারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া সেই মিষ্টরস আস্বাদ করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। অন্যথা যাহারা ধর্ম্মের উপরিভাগে সন্তরণ করে অথবা যাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব সন্নিবেশিত হইতে পারে না, তাহারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। এই জন্যই তাহাদের উপাসনা শুষ্ক হয় এবং ঈশ্বর সাধন তাহাদের নিকট অতি কঠোর বোধ হয়। বাহিরে কোন সুন্দর দেব দেবী নাই, অথচ প্রতি দিন নিরাকার দেবতার ধ্যান করিয়া সুখী হইতে হইবে ইহা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যে দিন আমোদ, আহার অপেক্ষা ব্রাহ্মদিগের নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা মিষ্টতর হইবে সে দিন বুঝিব যে আমাদের দেশ বিদেশে ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে। এই জন্য যাঁহারা উপাসনায় তেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না তাঁহাদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যাহাতে শীঘ্রই মরুভূমিতে স্বর্গের নদী প্রবাহিত হয় এই আশা করিয়া তাঁহারা প্রেমের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করুন। যদি তাঁহারা বলেন অনেক দিন আমরা এ সকল করিয়া দেখিলাম ; কিন্তু ঈশ্বরের নামে তেমন মিষ্টতা পাই না, তাঁহাদের কথা মানিতে পারি না, কেননা কলিকাতায় আমরা ধর্ম্মভাবের যেরূপ মধুরতা আস্বাদ করিয়া আসিয়াছি তাহাতে স্পষ্টরূপে বলিতে পারি এ ধর্ম্মে অনেক সুধা আছে যাহা এখনও তাঁহারা পান করেন নাই, ইহার মধ্যে অনেক নবীন সত্য নিহিত আছে, যাহা এখনও তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। অতএব বলিতেছি, আর কেহই বিলম্ব করিবেন না ; কিন্তু ৪।৫ দিনের মধ্যে সকলেই উপাসনার মধুরতা এবং পবিত্রতা সম্ভোগ করিতে প্রতিজ্ঞা করুন। যাহা ৪।৫ বৎসরে হয় নাই, তাহা ৪।৫ দিনে হইবে। কেননা ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার বিশেষ প্রণালী দ্বারা প্রতি জনকে তাঁহার শান্তি নিকেতনে লইয়া যাইবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। শুভক্ষণ আসিয়াছে, আমরা তাহার পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। যাঁহারা ধর্ম্ম-পিপাসু, শীঘ্রই তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। অতএব কেহই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিবেন না। বক্তৃতার প্রয়োজন আছে সত্য, ইহা দ্বারা ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রচার হয়, এবং অনেকের হৃদয় উত্তেজিত হয় ; কিন্তু এখন সাধনের সময় আসিয়াছে, বক্তৃতা এখন ঠিক সময়ের উপযুক্ত নহে। এখন যাহাতে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া সাধন করিতে পারেন সকলে তাহার আয়োজন করুন। ঈশ্বর সাধনের সার মর্ম্ম এই:—"হে ঈশ্বর তুমি আছ।" এই কথা বলিবা মাত্র শরীর মন রোমাঞ্চিত হইবে। ইহাই সাধকের জীবন মন্ত্র, যাহা সাধন মাত্র মৃত আত্মায় জীবন সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বর যদি মৃত শব হইতেন তাহা হইলে সহস্রবার সেই বস্তুর সাধন করিলেও তোমাদের জড়তা দূর হইত না ; কিন্তু তিনি জীবনপূর্ণ, জাগ্রৎ ঈশ্বর। কেবল তুমি এই কথা বল "ঈশ্বর তুমি বর্ত্তমান।" বলিবা মাত্র তোমার আত্মাতে নূতন রাজ্য প্রকাশিত হইবে এবং সহজেই মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া তোমার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে। তখন ব্রহ্ম প্রকাশে তোমার হৃদয় অনুরঞ্জিত হইবে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং বলিবা মাত্র সেই বন্ধুর বন্ধু পরম বন্ধু এবং মাতার মাতা পরম মাতাকে দেখিয়া হৃদয়ের প্রেম ভক্তি উথলিয়া পড়ে। অপাপবিদ্ধং বলিবা মাত্র ঈশ্বরের পুণ্যে তোমার সকল পাপ ভস্মীভূত হইবে। যাহারা ঈশ্বর, ঈশ্বর বলে চিৎকার করে, অথচ কেহ কাছে আছে দেখিতে পায় না, সম্মুখে কেবল শূন্য ধূধূকার করিতেছে দেখে, সে মৃত ঈশ্বরের সাধক ; কিন্তু ভক্তের নিকট জীবন্ত ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন কাতর প্রাণে ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন। ঈশ্বর সম্পর্কে যেমন পরলোক সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ জীবন্ত সাধন।

এই যে ঈশ্বরকে সম্মুখে জীবন্ত দেখিতেছি, ইহাঁরই কাছে আমার মৃত বন্ধুরা জীবিত আছেন। যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সেই জীবনের জীবন ঈশ্বরের ক্রোড়ে বাঁচিয়া আছেন। কোথায়, কি অবস্থায় রহিয়াছেন তাহা আমরা জানি না, সেই বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন নাই ; কিন্তু এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে এই জ্ঞান দিয়াছেন যে ইহলোকে আমি যাঁহার কাছে বাঁচিয়া আছি, পরলোকে আমার সমুদয় বন্ধুরা ইহাঁরই কাছে বাঁচিয়া আছেন। এই জ্ঞানে আমাদের কত আনন্দ হয়, ইহলোকে আমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, ইনিই পরলোকবাসী সকলের ঈশ্বর। সকলেই এক ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহ পরলোক দুইই আমার কাছে। ইহাই পরলোক সম্পর্কে জীবন্ত সাধন। যম নামে কোন জীব নাই, মৃত্যু বলে কিছুই নাই, এ ব্যক্তি মৃত, ইহার অর্থ নাই, কেননা দুইই জীবিত। আত্মার পক্ষে কেবল পাপই মৃত্যু।

অপর চরিত্র শোধন। বিশুদ্ধ চরিত্র সংগঠন করা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। পৃথিবীর নীতি শাস্ত্রে তাহা হয় না। পৃথিবীর নীতি এই বলে, সদা সত্য কথা বলিবে মিথ্যা বলিও না, ইন্দ্রিয় দমন কর, শত্রুকে ক্ষমা কর ইত্যাদি, কিন্তু অন্তরে বল না থাকিলে কাহার সাধ্য এ সকল নিয়ম পালন করে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে ষড় রিপু পরাজয় করিয়া, জিতেন্দ্রিয় এবং নির্ম্মল হও, জগতের কে না এ সকল বিষয়ে শত সহস্র উপদেশ শুনিয়াছে ? কিন্তু কয় জন লোক এ সকল সাধন করিতে পারে ? যত দিন মনুষ্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিতে না পায়, তত দিন নীতি তাহার পক্ষে

মৃত। যাহার ভিতরের বিবেক নিদ্রিত সে কিরূপে জীবন্ত নীতি সাধন করিবে? বিবেক কর্ণে যখন শুনিবে, ঈশ্বর স্বয়ং তোমার নাম ধরিয়া বলিতেছেন, সন্তান! ঐ পাপ ছাড়, আমার নিকট থাক, আমি তোমাকে সুখ শান্তি দিব, তখনই কেবল তুমি নীতি সাধন করিতে পার। আমাদের নীতি নিতান্ত হীনাবস্থায় রহিয়াছে। প্রাতঃকালে আমরা ব্রহ্মোপাসনায় উন্মত্ত হই; কিন্তু উপাসনা সমাপ্ত হইতে না হইতে সমস্ত দিন অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, হিংসা, লোভ, ইত্যাদি রিপু সকল প্রবল বেগে উত্তেজিত হইয়া আমাদের মন কলঙ্কিত করে, ইহার এক মাত্র কারণ আমরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনি না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদের রিপুকে রোগ বলিয়া বোধ হয় না, এবং পাপের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় আমাদের প্রাণ অস্থির না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদের মন ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে প্রস্তুত নহে। রোগের যন্ত্রণা যখন সহ্য হয় না, তখনই কেবল রোগী চিৎকার করিয়া বলে, দয়ালু চিকিৎসক! এখনই আমাকে বাঁচাও। সেই রূপ পাপীর যখন অন্তরের জঘন্যতা অসহ্য হয়, সে ঈশ্বরের আজ্ঞা আর না শুনিয়া থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ চরিতার্থ করিয়াছে, একবার যদি সে আপনার মনের দুর্গতি দেখিতে পায়, সে কি আর হস্তে ঈশ্বরের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিতে তখন তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজে এখনও শতের মধ্যে প্রায় ৯০ জন মৃত প্রায়। এই জন্য হিতেচ্ছা এবং অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া সকলের হস্ত ধরিয়া এই অনুরোধ করিতেছি আর নিরাশ নিরুৎসাহ এবং মৃত ভাবে দিন ক্ষয় করিও না। শুভক্ষণ আসিয়াছে, গঙ্গাতে যেমন জল প্লাবন হইলে কোন বাঁধ মানে না, স্রোত তেজের সহিত দেশ বিদেশে চলিয়া যায়, সেই রূপ যখন ভক্তি স্রোত আসিবে, আর তোমরা মৃত বদ্ধ ভাবে থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বরতত্ত্ব পরলোক তত্ত্ব, এবং নীতি তত্ত্ব জীবন্তভাবে তোমরা এই তিনটী সাধন কর, দেখিবে অচিরে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, এবং যে জন্য আমরা বাড়ী হইতে আসিয়াছি তাহা সুসম্পন্ন হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩রা আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

পুষ্করিণীতে অল্প জল, ইহা অতি কৃপণ। স্রোতস্বতী নদীতে প্রচুর জল, ইহা অতি উদার। নদীর সঙ্গে পুষ্করিণীর উপমা হয় না, কেননা নদী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া অনবরত বহিতেছে, এবং উদার ভাবে কোটি কোটি জীবের প্রাণ শীতল করিতেছে। ২।৪ জন লোক পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেছে; কিন্তু নদীর দুই পার্শ্বে শত সহস্র লোক নিত্য স্নান করিতেছে। সামান্য কারণে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায়; কিন্তু নদীর জলের অভাব কি? যত দিতেছে, ততই ইহা পাইতেছে। কৃপণতা কি নদী জানে না। উদারতাই ইহার ধর্ম্ম। আবার নদীর জল যখন উথলিয়া পড়ে, চারি দিকে লৌহময় প্রাচীর বাঁধিয়া দাও, কিছুতেই বাধা দিতে পারিবে না। নদী সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কার্য্য করিবেই করিবে। নদী যে সহস্র সহস্র ক্রোশ ধাবিত হইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিতেছে, এবং শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, ইহাই নদীর স্বভাব। নদী উৎস হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাইব? কোথায় যাইব? যেখানে একটী সামান্য প্রণালী আছে কিম্বা যেখানে কেহ একটী কলস রাখে, নদীর জল আপনি সে সকল স্থানে গড়াইয়া পড়ে। ব্রাহ্ম, প্রচারক, এবং ভক্তবৃন্দের হৃদয় এই রূপ। ঈশ্বরের প্রেম রূপ সেই অটল উচ্চ পর্ব্বত হইতে তাঁহাদের অন্তরে যে প্রেমরস আসিতেছে তাহা বদ্ধ থাকিতে পারে না; কিন্তু সে সকল প্রেমবিন্দু সিন্ধুর ন্যায় হইয়া সকল প্রকার স্বার্থপরতারূপ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাল বৃক্ষের ন্যায় উচ্চ হইয়া সমস্ত জগতে উথলিয়া পড়ে। যখন ভক্ত পরিবারে এই রূপ প্রেমের উচ্ছ্বাস হয় তখন জগদ্বাসীরা কি হইল বলিয়া মহা কোলাহল করে; এবং বিষয়ীরা পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইল, পাপ সুখ ভোগের শেষ হইল, এই বলিয়া ক্রন্দন করে। কিন্তু ভক্তেরা স্বর্গ হইতে ঢেউ আসিয়াছে, স্বর্গ হইতে ঢেউ আসিয়াছে এই বলিয়া আনন্দে নৃত্য করেন এবং নর নারী, বালক বালিকা পরিবারের সকলে মিলিয়া সেই জল গ্রহণ করে। যতই গ্রহণ করে ততই সেই জল বৃদ্ধি হয়, কিছুতেই তাহা নিঃশেষ হয় না। কোথায় হইতে সেই ঢেউ আসিতেছে তাহা তাহারা দেখিতে পায় না; কিন্তু প্রবল বেগে সেই ঢেউ আসিতেছে ইহা তাহারা দেখিতে পায়, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা সুবিজ্ঞ এবং সুচতুর, তাহারা গভীর রূপে সেই জল পান করিয়া জীবনের দুঃখ তাপ দূর করে। এক এক জন ধর্ম্ম প্রচারক এই রূপ এক একটী নদী স্বরূপ। এই রূপ প্রেম স্রোত ভিন্ন নিজের বুদ্ধি বলে কেহ যথার্থ প্রচারক হইতে পারে না। হরিদ্বারে গিয়া দেখ ভাগীরথীর স্রোত কেমন পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেই রূপ ভক্ত প্রচারক বুঝিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে যে স্রোত আসিতেছে, কাহার সাধ্য তাহা রুদ্ধ করে? জড় প্রকৃতির সামান্য নদীর দ্বারা যখন আমাদের এত উপকার হইতেছে তখন ভক্তের হৃদয় মধ্যে যখন ঈশ্বরের গভীর প্রেম উথলিয়া পড়ে, তাহা দ্বারা যে জগতের পরিত্রাণ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? মনুষ্যের হৃদয় যখন ব্রহ্মাশ্রয় গ্রহণ করে সেই সাধকও তখন বুঝিতে পারে না কোন্ নিম্ন দেশ হইতে এত গভীর জল উঠিতেছে। এই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে জ্ঞান, প্রেম, এবং উৎসাহ শুষ্ক হইয়াছিল, ব্রহ্ম হ্রদে ডুবিবামাত্র কোথা হইতে উৎস সকল ছুটিতে লাগিল ভক্ত নিজেই বুঝিতে পারেন না অপরে কিরূপে বুঝিবে? ব্রহ্ম পদের সঙ্গে যদি ভক্তের প্রেম নদীর যোগ না থাকিত তবে জগতের কি দুর্দ্দশা হইত। কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর এরূপ বিধান করেন নাই। তিনি প্রকৃত ভক্তগণের হৃদয়ং তাঁহার অগাধ অতুলস্পর্শ প্রেম হ্রদে নিমগ্ন রাখিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই ছোট ছোট পুষ্করিণীর জলের ন্যায় ভক্তের প্রেম স্রোত বদ্ধ থাকিতে পারে না। সামান্য বদ্ধ জলে ব্রহ্ম-পিপাসু ভক্তের তৃষ্ণা দূর হয় না। তাহাতে না তাঁহার

নিজের না তাঁহার পরিবারের না জগতের কাহারও দুঃখ হরণ হয় না। এই জন্য ঈশ্বর বলিয়াছেন পৃথিবীতে পুষ্করিণী থাকিবে না, কিন্তু সর্ব্বত্র নদ নদী হইবে। প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে ঈশ্বরের এক একটী প্রেম নদ নদী প্রবাহিত হইবে। অবিশ্বাসীরা বলিবে সেই দিন অনেক দূর, কিন্তু ভক্ত বলিতেছেন নিশ্চয়ই সেই দিন আসিতেছে, যখন ধর্ম্ম জলের জন্য আর কাহাকেও পুষ্করিণীতে যাইতে হইবে না। তখন প্রতি জনের হৃদয়ে স্বর্গ হইতে এত প্রচুর জল আসিবে, যে অপরের কূপ অন্বেষণ করিতে হইবে না, এবং প্রত্যেকের আপনার হৃদয় বাগানে এত ফুল ফটিবে, কাহাকেও আর অপরের বাগানে যাইতে হইবে না। ধন্য তাহারা যাহারা আয়াস কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের পুষ্করিণীতে ধর্ম্ম জল অন্বেষণ করে; কিন্তু দুর্ব্বল চিত্ত মনুষ্য কত দিন এরূপ কঠোর সাধন করিতে পারে? পরের প্রেম ভক্তি এবং উপাসনার উপর যাহাদের নির্ভর অবশেষে তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া কষ্ট হয়। চিরকাল পরের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে ভাই ভগ্নীরা বাঁচিবে? ধর্ম্ম সাধনের প্রথমাবস্থায় বরং ইহা চলিতে পারে, কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি হইতে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি নিগূঢ় এবং গভীরতর প্রেম ভক্তি বৃদ্ধি না হইলে, সাধকের বাঁচিবার উপায় নাই। যখন দেখিতে পাও সাধকের মুখশ্রী ক্রমশঃ উজ্জ্বল এবং সুন্দর হইতেছে, তখন নিশ্চয় জানিবে সাধকের হৃদয়ের সঙ্গে স্বর্গের সেই প্রকাণ্ড নদীর যোগ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য!! ঈশ্বরের স্পর্শে মহাপাপীর সংকীর্ণ হৃদয় প্রশস্ত এবং অতল স্পর্শ জলের আধার হইল!! তখন সাধক আপনি আপনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইল। এবং আপনি আপনার প্রেমের অন্ত না পাইয়া অবাক্ হইল। ঈশ্বরের ক্রোড় হইতে সেই প্রেম বাহির হইতেছে, এবং সাধকের হৃদয় মধ্য দিয়া আবার তাঁহারই চরণে সেই প্রেম সমর্পিত হইতেছে। "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।" দুই দিকেই ঈশ্বরের প্রেম, মধ্য স্থলে সাধকের হৃদয়। মূঢ় ব্রাহ্ম! মনে করিও না, তুমি আপনার বলে আপনি প্রেমিক এবং পুণ্যবান্ হইতে পার, তোমার নিজের কিছুই নাই; কিন্তু যখন স্বর্গ হইতে তোমার অন্তরে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হয় তখন তুমি ব্রহ্ম পদ-স্রোতের জল তুলিয়া ব্রহ্ম পদ ধৌত কর, এবং ব্রহ্ম রূপ পুষ্প লইয়া ব্রহ্মকে উপহার দেও, ইহাই ভক্তি রাজ্যের গূঢ়—তত্ত্ব। তুমি কে? প্রভুর হস্তের উপায় স্বরূপ। অতএব যখন সুন্দর রূপে ভক্তি উপহার লইয়া তাঁহার পূজা কিম্বা তাঁহার সেবা কর, তখন বিনীত দাসের ন্যায় তোমার এই কথা বলা উচিত, দেব! তোমার দ্রব্য তোমাকে দিলাম, ইহাতে আমার কোন গৌরব নাই। বন্ধুগণ! তোমরা মত্ত হও, ব্রহ্মের নদ নদী সকল তোমাদের মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হউক, প্রত্যেকে এক একটী ব্রহ্ম প্রেম এবং ব্রহ্ম শান্তির নদী হও। ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম প্রেম, ব্রহ্মের পুণ্য তোমাদের হৃদয় মধ্য দিয়া সমস্ত জগতে স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হউক। যদি স্বার্থপর হইয়া তোমরা প্রচারক না হও, তবে তোমরা ব্রহ্মের নও। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম উথলিয়া পড়ে, তাঁহার সাধ্য কি যে তিনি কেবল ঘরে বসিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে প্রচারক বলিয়া গ্রহণ করিল কি না, জগতের লোক তাঁহাকে ঐ শ্রেণীভুক্ত মনে করিল কি না, তিনি আর সে সকল বিষয় ভাবিতে পারেন না; কিন্তু এই জন্য তিনি প্রচারব্রত অবলম্বন করেন, যে সেই স্বর্গীয় স্রোতের অনিবার্য্য বেগ তিনি আর সম্বরণ করিতে পারেন না। ইচ্ছা করিয়াও তিনি আর সেই স্রোত বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না, তাহা আপনি উথলিয়া পড়ে। জগতের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে তিনি কি আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার প্রেম জলে সমস্ত জগতের অধিকার। তিনি আর নিজের বুদ্ধিবলে ধর্ম্ম প্রচার করেন না; কিন্তু তাঁহার অন্তরের প্রেম নদীর ধর্ম্মই এই, যে তাহা স্বভাবতঃ বাহির হইয়া পড়ে। সেই জল উদার প্রশস্ত হইয়া সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করে। ভাই, ভগ্নি! এই স্রোতের অধীন হও, তোমরা সহস্র সহস্র লোকের শান্তির কারণ হইবে। প্রত্যেকে এক একটী নদ নদী হইয়া অন্তর একটী নগর এবং একটী পল্লীর দুঃখ মোচন কর। যখন সহস্র সহস্র লোক তৃষ্ণায় প্রাণ গেল, তৃষ্ণায় প্রাণ গেল বলিয়া চিৎকার করিতেছে, তখন কিরূপে তোমর কৃপণ হইয়া থাকিবে? স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসিল আনন্দ মনে সেই ভাব বিস্তার কর। যে ভক্তি ভাবের মূলে স্বভাবের বেগ তাহা আপনি জলের বেগের ন্যায় হুহু করিয়া বাহির হইতে থাকে। বুদ্ধি তর্ক করিয়া কেহ প্রচারক হইতে পারে না। বুদ্ধি যাহার নেতা এবং রাজা তাহার সাধ্য কি যে স্বর্গের ন্যায় সেই উচ্চ প্রচারব্রত পালন করে। যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম রস পান করে দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় প্রকাণ্ড নদী রূপে পরিণত হয়। তিনি ঘরে বসিয়া আছেন; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী এসিয়া ইউরোপ তাঁহার হৃদয় হইতে জল তুলিয়া লইতেছে, তিনি দেখিয়া মনে মনে হাঁসিতেছেন, ইহাতে তাঁহার কিছু মাত্র অহঙ্কার নাই। কেননা তিনি দেখিতেছেন, ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার দ্বারা সকল কার্য্য করিতেছেন। ধন্য ব্রহ্ম যিনি জীবের দুঃখ দেখিয়া এই প্রেম স্রোত প্রেরণ করিলেন!! ধন্য তাঁহারা যাঁহাদের দ্বারা ইহা বিস্তৃত হইতেছে। আজ কাল সমাজের যে সৌন্দর্য্য দেখিতেছি ইহাতে মুগ্ধ হইয়া বিনীত ভাবে ব্যাকুল অন্তরে তোমাদের পদতলে পড়িয়া এই মিনতি করিতেছি, ভাই ভগ্নি তোমরা প্রত্যেকে প্রচারক প্রচারিকা হও। ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম তরঙ্গে জগৎকে ভাসাও। বল আর ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচিতে পারি না, পিতাকে অন্তরের নিগূঢ় প্রেম দাও, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহা হইলে তোমাদের এক এক জনের দ্বারা সহস্র সহস্র লোকের পরিত্রাণ হইবে। জগৎকে বল কত সুধা তাঁহার কেমন সুমিষ্ট তাঁহার নাম এবং তাঁহার স্নেহে জগৎ কেমন বশীভূত, তাঁহার প্রেমের ক্ষমতার কি তুলনা আছে? স্বর্গ হইতে তাঁহার প্রেমের ঢেউ এই দেশে আসিয়াছে, এবারে বিলম্ব নাই। ভারত জানিবে পৃথিবী জানিবে, সেই ঢেউ কেমন। ভাই ভগ্নি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, শুভ দিন আসিয়াছে, আর নিদ্রা যাইও না, প্রেমে মাত প্রেমধামে পিতার সুমিষ্ট প্রেম গ্রহণ কর, পিতার মিষ্ট প্রেম দেশ বিদেশে প্রচার কর।

বিশ্বাসের জয়।

দেশ দেশান্তরে যে আছ যেথায়
দূর হতে সবে করি আহবান!
থাকিও না আর আলস্য নিদ্রায়
বারেক জাগ্রৎ হও ব্রাহ্মগণ!

সাধন বিহনে সব শুকাইল,
বিশ্বাসের শিখা ক্রমে যে নির্ব্বাণ
ভারতের নিশি আন্ধারে রহিল।
প্রিয় ধর্ম্ম হলো মৃতের সমান।

বিশ্বাসের বলে টলে কি ভূধর'
সত্য যদি হয় চাই দেখিবারে,
ব্রহ্ম নামে কাঁপে দিক্ দিগন্তর
উঠে ব্রাহ্মগণ দেখাও সবারে।

বিশ্বাসের শিখা যার যে প্রকার
সব শিখা এস একত্রিত করি;
উজ্জ্বলিবে বিশ্ব প্রভায় তাহার
দিবা দ্বিপ্রহর হবে বিভাবরী।

বিশ্বাসের জয় বিশ্বাসের জয়
গাও ব্রাহ্মগণ হইয়া নির্ভর;
ভারত দুর্দ্দিন দেখি কিসে রয়
বিশ্বাসের জয় বিশ্বাসের জয়।

যেবা যায় যাক্ যেবা থাকে থাক্
যে মন্ত্র লয়েছি করিব সাধন;
কাঁপুক মেদিনী গিরি টলে যক্
দিয়াছিত মাথা কি আর রোদন।

অবিশ্বাস দেখে শুকাল সবাই।
একের মরণে মরে পরিবার;
মরিও না কেহ, মারিও না ভাই,
বেঁচে উঠ সবে বাঁচি আর বার।

ঈশ্বরের সেনা জাগ রে আবার,
ওই'রে ভারত পড়ে ঘুমাইয়া,
ব্রহ্ম নামে ভেরী বাজাও আবার
পুন দেশবাসি উঠুক জাগিয়া।

গভীর গর্জ্জনে কাঁপায়ে সংসার
কর ব্রহ্ম নাম, ভুলুক ভুবন;
অবিশ্বাসী দেখে হোক চমৎকার,
দেখে ব্রহ্ম যশ করুক কীর্ত্তন।

বিশ্বাসের জয় বিশ্বাসের জয়।
গাও ব্রাহ্মগণ হইয়া নির্ভর;
ভারত দুর্দ্দিন দেখি কিসে রয়
বিশ্বাসের জয়, বিশ্বাসের জয়।

ওই ব্রহ্ম নাম কণ্ঠেতে ধরিয়া
ব্রহ্ম ভক্তগণ হইল বাহির;
ভাই ভগ্নীগণ এস রে ছুটিয়া
আর গৃহে কেহ থাকিও না স্থির।

সংসার সেবায় সব দিন যায়,
ব্রহ্ম জয় ধ্বনি উঠিছে আবার
বিহঙ্গের রবে বিহঙ্গের প্রায়;
ব্রহ্ম জয় ধ্বনি কর একবার।

বাঁধিয়া হৃদয় কঠোর সাধনে
আবার সকলে করি প্রাণপণ,
সঞ্চারিবে প্রাণ অসাড় জীবনে,
সকল অসাধ্য হইবে সাধন।

বিশ্বাসে জ্বলিয়া প্রেমেতে গলিয়া,
কোথা স্বর্গ রাজ্য করিব সন্ধান,
মোহাবৃত চক্ষু আনন্দে খুলিয়া
দেখিবে ভারত, পাবে পরিত্রাণ।

বিশ্বাসের জয়, বিশ্বাসের জয়
গাও ব্রাহ্মগণ হইয়া নির্ভর;
ভারত দুর্দ্দিন দেখি কিসে রয়,
বিশ্বাসের জয়, বিশ্বাসের জয়।

সম্বাদ।

লণ্ডন নগরে আমাদের কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু জাতীয়ভাব রক্ষা করিবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন। তাহাতে ইংরাজিতে কথা কহিলে দণ্ড দিতে হয়। ইহাঁদের জাতীয়ভাবের প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ দর্শনে আমরা যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি ঐ সকল যুবকেরা তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তাহার নিয়মাবলী প্রকাশার্থ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল।

লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজ।

স্থাপিত জুলাই ১৮৭৩।

নিয়মাবলী।

১। এই ব্রাহ্মসমাজ "লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হইবে।

২। এই সমাজের সভ্যগণ প্রত্যেক রবিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।

৩। যাঁহারা এক ঈশ্বরে উপাসনার উপকারিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।

৪। সভ্যেরা দুইমাস অন্তর আপনাদিগের মধ্য হইতে একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন।

৫। সম্পাদক আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিবেন; পুস্তকাদি সম্পত্তির রক্ষক হইবেন; সভার আলোচিত বিষয় গুলি প্রয়োজন হইলে অনুপস্থিত

সভ্যদিগকে জানাইবেন ও আবশ্যকমতে অন্যান্য ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সংযোগ রাখিবেন।

৬। সভ্যেরা পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা কার্য্য করিবেন এবং আলোচনার বিষয় নির্দ্ধারণ করিবেন। কোন সভ্য উপাসনা না করিলে, তাঁহার পরের ব্যক্তি উপাসনা কার্য্য করিবেন।

৭। প্রত্যেক সভ্য সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ দান করিবেন।

৮। এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সম্পাদক সভ্যদিগের মত গ্রহণ করিবেন।

পূজার অবকাশ কালে ভারত আশ্রমের কয়েকটী ভ্রাতা দক্ষিণ মজিলপুরে যান। সেখানে সপ্তমী পূজার দিন প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। বহুকর কয়েক জন ভ্রাতা উপাসনায় যোগ দেন। উপাসনাটী অতি সুন্দর হইয়াছিল। বহুকর ভ্রাতারা সমস্ত দিন ইহাঁদের সঙ্গে সদালাপে অতিবাহিত করেন। পর দিন ব্রহ্মোৎসব হয়। প্রাতে, সন্ধ্যায় উপাসনাও অপরাহ্নে আলোচনা হইয়াছিল ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার নিদর্শন বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট উপদেশ হইয়াছিল। বহুকর ভ্রাতাদিগের মধ্যে একটী উৎসাহের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা বিশ্বাসের সহিত জীবনের ঐক্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন সম্প্রতি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, আরও কয়েক জন তাঁহাদের অনুসরন করিবেন এমত প্রত্যাশা আছে। যে দুই জন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এক জনের উপর আত্যন্তিক অত্যাচার হইতেছে। তিনি পিতৃ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। তিনি জয়নগর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক। তাঁহার সে কার্য্যটী যাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। আর একজন কলিকাতার সিবিল ইংজিনিয়রিং কলেজে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অধ্যয়ন বন্ধ হইবার উপক্রম। দয়াময় ঈশ্বর ইহাঁদের অন্তরে নিগূঢ় প্রেম ও জীবন্ত বিশ্বাস প্রেরণ করুন।

আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলক্যনাথ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার মহাশয়দিগের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থান করিতেছেন সেখান হইতে দেরাদুনে যাত্রা করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস ও সাধনের অভাব দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় কিছুদিন মনে মনে বড় ক্লেশ পাইতেছিলেন। মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে পুনরায় জাগ্রৎ করিবার জন্য তিনি বহির্গত হইয়াছেন। এ সময়ে বিশ্বাস ও ভক্তির পুনরুদ্দীপনের জন্য আমরা সকল ভাই ভগ্নীদিগকে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথগুপ্ত মহাশয় সপরিবারে আলাহাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন। সেখান হইতে আলাহাবাদে গমন করিবেন। আলাহাবাদকে প্রচার-ক্ষেত্র করিয়া সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার সংকল্প আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় শ্রীহট্ট হইতে সম্প্রতি কুমিল্লাতে গমন করিয়াছেন। গৌর বাবুর উৎসাহ শাস্ত্রদর্শিতা ও অটল বিশ্বাসের গুণে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের ভ্রাতারা বিশেষ রূপ জাগ্রৎ হইয়াছেন। প্রচারকেরা যেমন প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন আমরা অনুরোধ করি সাধারণ ব্রাহ্ম ভ্রাতারাও এই সময়ে একটু অগ্রসর হউন।

বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল আজও অনেকের নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য পাওয়া গেল না। আমরা এত সস্তা মূল্যে কাগজ দিয়া যদি মূল্য না পাই তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া কার্য্য করিব। গ্রাহকগণ আপনারা দয়া করিয়া এ বিষয়ে একবার কি চিন্তা করিবেন?

সংকীর্ত্তন।

দয়াময় নাম সাধন কর।
সাধন কর, সাধন কর, নাম সাধন কর।
নামে মুক্তি ঘাট নিকট হল।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে।
নামে মহা পাপী সব তরে যায়।
নামে আমরাও সব তরে যাব।
নাম সাধনের এই সময় বটে।
সময় গেলে আর তো হবে নারে।
যদি ভব নদী পারে যাবে, তবে ভাই
ভগ্নী মিলে সবে, সাধন কর (বন্ধুগণে মিলে সবে)
যদি ধনী হতে চাও ও সেই নিত্য ধনে,
তবে কপট ত্যাজে সরল মনে সাধন কর।
যদি সুখী হতে চাও এই পৃথিবীতে
তবে অলস ত্যাজেসরল চিতে সাধন কর।

ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ।

শুভ কর্ম্মের দান
শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র রায় ... ... ৫৲

আয়।

	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র
নির্দ্দিষ্ট আসন	৩৭৲	৬৮৲	৫৪৲
দান সংগ্রহ	৫৷৴১০	১৭৷৷/০	৩৮৴১০
	৪২৷৴১০	৮৫৷৷/০	৯২৴১০

ব্যয়।

	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র
প্রচার	১৬৶/০	২৩৶/১০	৩০৴০
আলোক	১৪৶/১০	১১।৫	১৩৶৫
বেতন	১১।৶৫	৩৩৷৴০	৩৫/০
দ্রব্যাদি ক্রয়		১০৲	১০৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	৷/১০	৩৷৶১০	৪৷/০
	৪৩৷৶৫	৮২৶৫	৯৩৷৫

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৯ সেআশ্বিন মুদ্রিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩য় ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।
মফস্বল ঐ ৩।

প্রার্থনা।

হে দেব! হে ভক্ত-হৃদয়-বিহারী প্রেমময় অমৃতময় পরম পুরুষ! তোমার ন্যায় সুন্দর ও প্রলোভনের বস্তু আর কি আছে! তোমার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য রসে জগৎ অভিষিক্ত, তাই সে সকল এত সুন্দর দেখায়। কিন্তু হে প্রাণাধার সুখসিন্ধু ঈশ্বর! তোমার অদর্শনে সকলই অন্ধকার, সকলই নীরস। যখন তোমাকে হারাই তখন প্রাণের মধ্যে যেন হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তুমি একবার যাহাকে সুখ দিয়াছ, প্রেম হিল্লোলে যাহার হৃদয় সরোবরকে উথলিত করিয়াছ, সে যে আর অন্য কোথাও গিয়া সুখী হইবে তাহার আর কোন সম্ভাবনা নাই; চিরকালের মত তুমি তাহার মন প্রাণ এক বারে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ। পিতা! তোমার প্রেম ভাণ্ডারে যে কত সুখের সামগ্রী আছে, তাহা অধম পাপী সন্তান কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারে না। এমন সুখ, এমন আনন্দ তুমি দাও যাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা একবারে ভুলিয়া যাইতে হয়। তোমার প্রেমাবির্ভাব যখন অন্তরে প্রকাশিত হয় তখন চক্ষু খুলিতে ইচ্ছা করে না! হায়! কোথা হইতে সে পবিত্র সুখ সমীরণ আসে আর কোথায় যে চলিয়া যায়; কি স্বর্গীয় নিয়মে যে জীবন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয় আর কেমন করিয়াই আবার যে তাহা অন্তর্হিত হইয়া আমাকে দুঃখ অন্ধকারে ফেলিয়া পলায়ন করে তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না! আমি বুঝিতে চাহি না, হে প্রাণসখা! সে সকল গভীর কৌশল আমি আর বুঝিতে চাহি না। তুমি কেবল নিরবধি আমাকে সেই মত্ততার মধ্যে ফেলিয়া রাখ, আমি আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া উজ্জ্বল রূপে তোমাকে দেখি, আর যেন কোন দিকে নয়ন না ফিরাই। নয়ন ফিরাইয়াই বা আর কি দেখিব? চক্ষু মেলিয়া বাহিরে যদি তোমাকে দেখিতে পাই তবে চক্ষু খুলিয়া দাও, নতুবা আর তাহাতে কাজ নাই। হে হৃদয়রঞ্জন, আমার চক্ষে তুমি প্রেমের অঞ্জন মাথাইয়া দাও, আমি সেই চক্ষে অন্তর বাহিরে তোমাকে এবং জগৎকে নিরীক্ষণ করিয়া চির-দিনের জন্য সুখী হই।

প্রকৃতির সহিত কথোপকথন।

মানব প্রকৃতি জ্ঞাতসারে ঈশ্বরের উপাসনা করে, কিন্তু প্রকৃতি অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের পূজা করে। অর্থাৎ মানব হৃদয় জ্ঞাতসারেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, পবিত্রতা ও দয়ার সৌন্দর্য্যে আপনাকে সুশোভিত

দেখিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, আর প্রকৃতি অজ্ঞাতসারে সেই জ্বলন্ত সত্তা, জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও দয়াতে আপনাকে পরিশোভিত দেখিয়া সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত। প্রকৃতিকে কেবল এক মাত্র সঙ্গী করিয়া সেই দেবাধিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হও, ধর্ম্মের নূতন সৌন্দর্য্য ও উপাসনার নব নব ভাবে অবাক্ হইবে। মানব প্রকৃতি দেখ, এখানে কপটতা মিশ্রিত সরলতা, অপবিত্রতা সংস্পৃষ্ট পবিত্রতা, কলঙ্ক সংযুক্ত নির্দ্দোষভাব, নিরানন্দ ও দুঃখ মিশ্রিত প্রফুল্লতা; কিন্তু প্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ কর, সেখানে সম্পুর্ণ সরলতা পবিত্রতা নির্দ্দোষভাব ও নির্ম্মল প্রফুল্লতা দেখিয়া তুমি মোহিত হইয়া যাইবে। সে অবস্থায় তোমার ঈশ্বরের সম্বন্ধ নূতনতর ও নিকটতর হইবে। ইহার ভিতরে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য অতি প্রচ্ছন্ন, ঈশ্বরের বাণী অতি গোপনীয়; যাহার চক্ষু আছে সে দেখিল, যাহার কর্ণ আছে সে শুনিল। প্রকৃতির মনোহর উদ্যানে পরম সুন্দর পরমেশ্বরের বিবিধ ভাব কুসুম প্রস্ফুটিত, তাহার সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত, ভাবুক জন কেবল সে উদ্যানের কুসুমরাজি চয়ন করিতে পারে। নির্জনে প্রকৃতির সহিত বাস কর, ঈশ্বর সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিবে। যখন হৃদয় প্রকৃতির জড়ত্ব ভেদ করিয়া ঈশ্বরকে সন্দর্শন করে, তখন তাহার সহিত উপাসনার হৃদয় যোগ না দিয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

তুমি প্রকৃতি দেবীর যে মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া থাক, তাহার ভিতরে আর এক জন যে বসিয়া আছেন তাহাকে কি দেখিতে চাও? সেই অলৌকিক লাবণ্যের ভিতরে, সৌন্দর্য্যের সার পরমেশ্বর নিজের অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী প্রকাশ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা কি তুমি দেখিয়া থাক? কে বলে মানব হৃদয় কাব্য রসের আধার? চক্ষু থাকিতে তুমি অন্ধ, কর্ণ থাকিতে তুমি বধীর। প্রকৃতির শব্দ বিহীন সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন শুনিলে কৈ? দেখ না সেখানে কতই ভাবলহরী উত্থিত হইতেছে। পৃথিবীর কোন কবি তাহার ব্যাখা করিলেন না, সকলই কেবল বাহিরের নিয়ম শৃঙ্খলা ও প্রণালীর তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন! প্রকৃতি স্বয়ং নির্ব্বাক্ বটে, কিন্তু নির্জ্জনে আপনার আত্মাকে সমাহিত করিয়া তাহার জীবনী শক্তির সহিত আলাপ কর, তাহার নির্ব্বাক্ শব্দ শুনিতে পাইবে। তুমি মনে করিতেছ প্রকৃতি নির্জ্জীব কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহার অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত সজীবতা আছে, ভাবুকের মন তাহারই সহিত কথোপকথন করে। পুস্তক যাহা বলিতে না পারে, মনুষ্য যাহা শিক্ষা দিতে অসমর্থ, প্রকৃতি তাহাই শিক্ষা দেয়। প্রকৃতির শিক্ষা স্বতন্ত্র, এ ভাষাবিহীন শিক্ষা, অথচ মনের ভিতর অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, সে ভাবে হৃদয় পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গে বাস করে।

প্রকৃতিকে লইয়া ভাবসাগরে নিমগ্ন হও, তোমার ভাব শতধা প্রবাহিত হইবে। সে ভাবের তরঙ্গে তোমার চিত্ত নৃত্য করিতে থাকিবে, তখন আপনি আপনার নিকট মোহিত হইবে। প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য, মহত্ত্ব ও পবিত্রা অতি অদ্ভুত, ক্ষণকাল তাহা প্রতীতি-কর, চিত্তের চঞ্চলতা দূর হইবে, ঈশ্বরের ভাব সাগরে হৃদয় ডুবিয়া যাইবে। প্রকৃতির সহিত আত্মা স্থির প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিবে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ এই কারণে নদীতটে, সাগরোপকূলে, পর্ব্বত গহ্বরে, নির্জ্জন কাননে বাস করিয়া জীবনের মধুরতা সম্ভোগ করিতেন। বৃক্ষরাজি, হরিণ শিশু, ও গাভীযূথ কেবল তাঁহাদের সঙ্গী, নর নারী সকলেই সেই পবিত্র সুখস্বচ্ছন্দতায় দিন যাপন করিতেন। এই অবস্থা মানব জীবনের প্রকৃত কবিত্ব। প্রকৃতি যেমন মানব হৃদয়কে কবিতার সুমধুর রসে নিমগ্ন করিতে পারে, এমন আর কোন্ পদার্থের ক্ষমতা আছে? বাস্তবিক

প্রকৃতি হৃদয়ের মুলগত কবিত্বের উদ্দীপক. ঈশার মনে প্রকৃতির মধ্য দিয়া স্বাভাবিক সরল বিশ্বাসের আলোক প্রবিষ্ট হয়। পৃথিবীর সকল ভক্তই প্রকৃতির চক্ষু দিয়া ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য আলোক দর্শন করিয়াছিলেন। প্রকৃতি সরস উপাসনা সাধনের একটী বিশেষ উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মেরা সাধনের পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করিলে অত্যন্ত উপকার লাভ করিতে পারিবেন। আমরা সকল ব্রাহ্মকেই অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন নির্জ্জনে প্রকৃতির সহিত ক্ষণকাল অতিবাহিত করেন। উপাসনার গভীরতা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বাণীর গূঢ় তাৎপর্য্যও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বের সহিত মনুষ্যের স্বাধীনতার সামঞ্জস্য।

ঈশ্বর যদি সকল জানিতেছেন এবং তিনি যাহা জানিতেছেন তাহা কখন ভ্রমাত্মক হইতে পারে না, তবে মনুষ্যের স্বাধীনতা কেমন করিয়া রহিল ? এই প্রশ্ন অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মীমাংসা অতি সহজ। আপাততঃ ইহা শুনিতে যেরূপ কঠিন বোধ হয় বাস্তবিক তাহা নহে। অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, ঈশ্বরের কার্য্যের সঙ্গে মনুষ্যের কখন কোন বিষয়ে প্রতিঘাত উপস্থিত হয় না। ন্যায় ও যুক্তির দ্বারা সহসা ইহার মীমাংসা না হইলেও আপনাপন স্বাধীনতাকে কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, এ বিষয়ের প্রকৃত উত্তর আমরা যথা সম্ভব নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমতঃ ইহা সকলের স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞান যে সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা অবগত থাকিলেও আমরা স্বাধীন ভাবে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি। তিনি আমাদের প্রকৃতিকে সংগঠন করিয়াছেন এবং তাহার নিয়তি স্থির করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং আমরা যে সেই প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিব তাহা তিনি অবশ্যই জানেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, কি আমাদিগের নিয়তি স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহা বলিয়া কি তবে আমরা জড়ের ন্যায় পরিচালিত হইতেছি ? আমাদিগকে তিনি যে স্বাধীন ভাবে সেই নিয়তির পথে চলিতে অধিকার দিয়াছেন এ জ্ঞান আমরা প্রত্যেক কার্য্যেতেই অনুভব করিয়া থাকি। আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াও এমন একটী স্থান পাইয়াছি যাহার সীমার মধ্যে আমরা স্বাধীন ভাবে বিচরণ করি। অধীন হইয়াও কতক পরিমাণে আমরা স্বাধীন এই ভাবটী পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিলেই উপস্থিত বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইহা সকলের জানা কর্ত্তব্য যে কাহারও প্রকৃতি অবগত থাকিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন জানিতে পারা, আর স্বাধীনতার অপলাপ করা ইহা কখনই এক নহে। এক জনের স্বভাব আমি জানি এবং সেই জন্য তিনি কোন্ অবস্থায় কি রূপ কার্য্য করিবেন তাহাও আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু এস্থলে আমার অবগত থাকা কিম্বা বুঝিতে পারা কি সেই ব্যক্তির কার্য্যের কারণ হইবে ? পাঠক হয়তো বলিবেন ঈশ্বর অভ্রান্ত অতএব তিনি হবে বলিয়া যাহা জানিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই হইবে। এ কথা বলিলেও আমাদের স্বাধীনতার প্রতি কোন আঘাত আসিতেছে না। জানা কোন কার্য্যের নিয়ন্তা নহে, তাহা জ্ঞানের কার্য্য। যে পরিমাণে যাঁহার জ্ঞানের সীমা প্রশস্ত তিনি সেই পরিমাণে ভবিষ্যৎ তত্ত্ব সকল জানিতে সক্ষম। কার্য্যের নিয়ন্তা ইচ্ছা; আমি যে কোন কার্য্য করিব তাহার কারণ আমার স্বাধীন ইচ্ছা, সুতরাং ঈশ্বর জানেন বলিয়া আমি কোন কার্য্য করি না। আমাদের কোন্ অবস্থায় কি প্রকার

কার্য্য হইবে তাহা তিনি অনন্ত-জ্ঞান প্রভাবে অবগত আছেন, কিন্তু আমরা অমুক কার্য্য করিবই ইহা তাঁহার ইচ্ছা নাও হইতে পারে। ইচ্ছা যেখানে আমাদের হস্তে রহিল সেখানে কেহ আমাদের কোন কার্য্য অবগত থাকুন আর না থাকুন তাহাতে স্বাধীনতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিতেছে না। কোন বিষয় জানা এবং তাহা ইচ্ছা করা যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ইহা বুঝিতে পারিলেই আমাদের কথিত প্রশ্নের মীমাংসা হইল। অতএব ঈশ্বর সকল জানিয়াও আমাদিগকে যত টুকু স্বাধীন করিয়াছেন সে পরিমাণে আমাদিগকে স্বাধীনতা ব্যবহার করিতেও দিয়াছেন এবং কখন তাহার উপর হস্তক্ষেপ করেন না ইহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

পরিত্রাণের ধর্ম্ম ও প্রচলিত ধর্ম্ম।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম বলিয়া যে সকল মত ও কার্য্য প্রচারিত হইয়া থাকে তাহাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দিকে ধর্ম্মশাস্ত্রের তর্ক বিতণ্ডা, অনুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বর, ধর্ম্ম নিয়ম প্রতিপালন, জপ তপ দান শৌচ সংযম প্রভৃতি বহুল ক্রিয়া কলাপ। অপর দিকে জীবন্ত ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের উপদেশ শ্রবণ, স্বাধীন ধর্ম্ম চিন্তা, গভীর প্রার্থনা, পাপ মগ্ন জগৎবাসী নর নারীগণের পরিত্রাণের জন্য ক্রন্দন, ত্যাগ স্বীকার, অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ প্রভৃতি উচ্চতম সাধন। এক দিকে ঠিক সময় মত ধর্ম্মালয়ে উপস্থিতি,যন্ত্রবৎ নিয়মাধীনথাকা, প্রবৃত্তি-সমূহের সামঞ্জস্য সাধন ভাবে সংসারের সমুচিতসেবা। অন্য দিকে বিশ্বাস এবং ভাবের অনুগমন, সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ, অবিচ্ছেদে ঈশ্বর সহবাস, পৃথিবীর সেবার জন্য আত্মবিক্রয়, সংক্ষেপতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মত্ততা। এই দুইটী ভাব পরস্পর বিরোধী। সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের যেমন চির শত্রুতা, প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে পরিত্রাণের ধর্ম্মেরও তেমনি চির শত্রুতা। নির্ব্বিঘ্নে সংসারের সুখ ভোগ করিবার জন্যই প্রচলিত ধর্ম্ম; এই জন্য জনসমাজে উহার বড় আধিপত্য। যে দেশে যে জাতির মধ্যে গমন কর এই পার্থিব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইবে। এ ধর্ম্মের নীতি জ্ঞান অনুষ্ঠান ঈশ্বর তত্ত্ব মনুষ্যতত্ত্ব সকলই এই পৃথিবীর সুখের উপযোগী। জ্ঞানের আড়ম্বর ইহাতে বিলক্ষণ আছে, কিন্তু সে জ্ঞান ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবার জন্য নহে, প্রত্যুত সংসারের গভীর কূপে নিমগ্ন করিবার জন্য। পরিত্রাণ ইহার উদ্দেশ্যও নহে। প্রচলিত ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের মতে সংসারের নিরাপদতাই পরিত্রাণ। পরমেশ্বর স্বয়ং আসিয়া যদি কাহাকেও বলেন "বৎস। আইস আমি তোমাকে আমার সহবাসে রাখিয়া শান্তি দিব," তাহাতেও তিনি বিশ্বাস করেন না। হৃদয়ের বৈরাগ্য ও সাধুভাব সকল তিনি মানসিক পীড়া মনে করিয়া আরও বলের সহিত বিষয় হ্রদে ডুবিতে থাকেন। হৃদয় তাঁহাকে বলে তুমি ব্রহ্মপদে জীবন উৎসর্গ কর, বুদ্ধি তাহা খণ্ডন করিয়া কুটিল যুক্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে থাকে তুমি আমার পথের অনুসরণ কর। এই মৃত ধর্ম্মরাজ্যের সীমার মধ্যে উৎসাহ নাই, ঈশ্বরাদেশ নাই, বৈরাগ্য নাই, প্রেম ভক্তি নির্ভর প্রভৃতি উচ্চতর স্বর্গীয় ভাব কিছুই নাই, কেবল ক্ষতি লাভ গণনা। এ ধর্ম্মের উপাসনাতেও রস নাই; মনুষ্য আপনার পরিত্রাণ আপনার হস্তে লয়, আপনিই আপনাকে পুরস্কার প্রদান করে। কিন্তু তাহাতে কি কেহ সুখী হয়? কখন এ কথা মনে ধরে না। ধর্ম্মের নাম দিয়া, ঈশ্বরের নিয়ম বলিয়া তিনি ঘোর বিষয় বাসনা চরিতার্থ করেন, এবং পরিণামে তাহার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হন। যে সকল নিকৃষ্ট সুখের তিনি বশীভূত হইয়াছেন, সেই গুলিকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ বলিয়া তিনি বিবিধ তর্ক যুক্তি সহকারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পরিত্রাণার্থীর নিকট তাহা অতি অসার, যেমন সংসার তাঁহার নিকট অসার।

পরিত্রাণের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাধকের পরিত্রাতা, তিনি নিত্য নূতন ভাবে তাঁহার সন্তানকে মোহিত করেন। এ রাজ্যে প্রেম সমীরণ নিরন্তর প্রবাহিত হয়, মনুষ্যের সঙ্গে

ঈশ্বরের গুপ্ত সহবাস হয়। প্রতিবারের উপাসনায় সাধক সংসারের উপরে উঠিতে থাকেন। আশা, আনন্দ, সুখ শান্তি অবিশ্রান্ত উত্থিত হইয়া তাঁহার জীবনকে সর্ব্বদা সরস করিয়া রাখে। স্বর্গবাসী ঈশ্বর যদি নিকটে থাকিলেন তবে আর অভাব কি রহিল? কোন ধর্ম্ম পুস্তক, ভজনালয়,কিম্বা কোন বাহিরের ব্যাপারে সে ধর্ম্ম পাওয়া যায় না। এই জন্য প্রকৃত পরিত্রাণার্থী সাধক কোথাও সহানুভূতি প্রাপ্ত হন না। তাঁহার ভাবের ভাবুক পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। এই জন্যই সহজ কথায় উক্ত হইয়াছে যে "অনুরাগী প্রেমবৈরাগী মিলে কেবল দুই এক জন"। কিন্তু সকলেই ইহার অধিকারী। অন্তরস্থ পাপের সেই পুরাতন বাসা ভাঙ্গিয়া কেবল ঈশ্বরকে লাভ করিবে। সেই পরিত্রাণের জন্যই আমরা ব্যাকুল হইতে চাই। সভ্যতার ব্রাহ্মধর্ম্ম সুদূরে পরিত্যাগ করিয়া আমরা দয়াময় ঈশ্বরের দাস হইতে চাই। যে ধর্ম্মে পরিত্রাণ দিতে পারে না তাহা লইয়া আমরা কি করিব? আমরা সেই "দুই এক জনের" মধ্যে গণ্য হইতে চাই।

স্বাধিনতা এবং সম্মিলন।

যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে বিরোধ নাই, যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে সম্মিলন নাই। যেখানে স্বাধীন ইচ্ছা কার্য্য করে সেখানে বিরোধ হইবার সম্ভাবনা, আবার যেখানে স্বাধীন ইচ্ছা, সেখানেই কেবল সদ্ভাব এবং সম্মিলনের আশা। এই জগতে কত প্রকার বিচিত্র পদার্থ রহিয়াছে, ইহাদের পরস্পর কাহারও সঙ্গে বিবাদ নাই, বিরোধ নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল, সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেছে, ইহাদিগকে দেখিলে আপাততঃ বোধ হয় যেন সকলেই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একমত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা বহন করিতেছে। সকলেই সম্মিলিত ভাবে এক নিয়মে বদ্ধ হইয়া এক রাজার কার্য্য করিতেছে; কিন্তু এই একতাকে কেহই বন্ধুতা কিম্বা সম্মিলন বলে না। এই জন্য যে; ইহাদের স্বাধীনতা নাই। তবে প্রকৃত সম্মিলন কোথায়? মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছাতে। এই স্বাধীন ইচ্ছাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্মিলন ও সুখ শান্তি, এবং ইহাই আবার মনুষ্যে মনুষ্যে ঘোরতর বিবাদ, বিসম্বাদ এবং অশান্তির কারণ উৎপাদন করে। একদিকে যেমন এই স্বাধীন ইচ্ছাই মনুষ্য জাতির কলঙ্কের মূল,অপর দিকে ইহাই আবার আমাদের পক্ষে স্বর্গারোহণ করিবার সোপান। ইহাতেই আমাদের পতন এবং অধোগতি, ইহাতেই আবার আমাদের উন্নতি এবং পরিত্রাণ। এই স্বাধীনতা বলে মনুষ্য নাস্তিক এবং দুশ্চারিক হয়; কিন্তু ইহাই আবার ঈশ্বরের অস্তিত্বের অখণ্ড প্রমাণ। এই স্বাধীন ইচ্ছাই নানা প্রকার ধর্ম্ম মত উদ্ভাবন পূর্ব্বক নানা সম্প্রদায় উৎপন্ন করিয়া মনুষ্য জাতিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই স্বাধীন ইচ্ছারূপ আশ্চর্য্য খনি আমাদের প্রতি জনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, ইহা হইতে আমরা কালকূট বিষ উত্তোলন করিয়া নিজের এবং সকলের সর্ব্বনাশ করিতে পারি, অথবা ইহা হইতে অমৃত গ্রহণ করিয়া আপনাকে এবং জগতকে সুখী করিতে পারি। পৃথিবীতে এক দিকে, যত নাস্তিকতা, পাষণ্ডতা, দুঃখ, পাপ এবং বিরোধ, অশান্তি, এবং অন্য দিকে যত ভক্তি, প্রেম, অনুরাগ, এবং ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব সকলই এই স্বাধীন ইচ্ছা সম্ভূত। ঈশ্বর বল, তাঁহার স্বর্গরাজ্য বল, এই স্বাধীন ইচ্ছা ভিন্ন সে সকল রত্ন লাভ করা যায় না। প্রত্যেকেরই এক একটী স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে; কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীনতা সত্ত্বে, জগতে কিরূপে ঈশ্বরের প্রেম পরিবার সঙ্গঠিত হইবে? যাহার আলোকে পৃথিবী হেম বর্ণে অনুরঞ্জিত হইল, সেই সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা কর, সূর্য্যের যদি জানিবার ক্ষমতা থাকিত তবে এই কথা বলিত—"নানা দেশে আমি নানা বর্ণ এবং নানা রূপবিশিষ্ট নর নারী দেখিতেছি; আবার ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব দেখিতেছি; কিন্তু সকল জাতি এবং সকলের মধ্যে এক বিষয়ে একতা দেখিতেছি, সকলেই এক আদি সত্যের পরিচয় দিতেছে, একজনের নাম উচ্চারণ করিতেছে। সেই সত্য কি? "ঈশ্বর আছেন।" ইহার মধ্যে জ্ঞান, ঈশ্বর আমাদিগকে জানেন, ইহার মধ্যে প্রেম, ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করেন, ইহার মধ্যে পুণ্য ঈশ্বর আমাদিগের পরি-

ত্রাতা। এই রূপে সমস্ত মনুষ্যজাতি, পরস্পরের নিকট এই প্রাণ, জ্ঞান, এবং প্রেম, পুণ্যের অনন্ত আধার ঈশ্বরকে প্রকাশ করিতেছে। সকলেই ইহাঁর কথা বলিতেছে, অথচ ইহাঁর নাম নাই, রূপ নাই, ইয়ত্তা নাই। কে বলিবে তাঁহার নাম কি যাঁহাকে কোটি কোটি লোক ধন্য ধন্য করিতেছে। তাঁহার নাম নাই, অথচ আমাদের প্রাণ জানে তিনি কে। ঈশ্বর আছেন, তিনি চিরবর্ত্তমান, ইহাই তাঁহার নাম। ঈশ্বর জানেন, তিনি জ্ঞান, এই কথা বলিলেই পাপ মন চমকিয়া উঠে। আবার তিনি আমাদিগকে রক্ষা করেন,ইহা জানিবামাত্র ভক্তের হৃদয় নিহিত প্রেম সিন্ধু উথলিয়া উঠে। তিনি পুণ্য, আমাদের পরিত্রাতা, ইহা শুনিলেই মহা পাপীর অন্তরে আশার সঞ্চার হয়। এইরূপ প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, এ সমুদয় ভাব এবং বর্ণ মিলিয়া ঈশ্বররূপ মহা আলোকে পৃথিবীকে আবরণ করিয়াছে। আকাশে ঘূর্ণায়মান এই পৃথিবীর সকল জাতি, কি ল্যাপলেণ্ডের সেই তুষারময় গিরি মধ্যে, কি আফ্রিকার অগ্নিময় উত্তপ্ত বালুকা রাশির মধ্যে সেই এক প্রাণ, এক জ্ঞান, এক প্রেম এবং এক পুণ্য। আমার ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র প্রেম এবং ক্ষুদ্র পুণ্য যদি সমুদ্র তলে নিমগ্ন হইয়া সেই অনন্ত প্রাণ, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্যের আধার ঈশ্বররূপ মহা রত্ন উত্তোলন না করে তবে বন্ধ্যা নারীর ন্যায় আমার জীবন নিষ্ফল। স্বভাবতঃ মনুষ্যের আপনার প্রাণ, জ্ঞান, এবং প্রেম, পুণ্যই সেই পূর্ণ প্রাণ, জ্ঞান, এবং প্রেম, পুণ্যের প্রমাণ দিতেছে। সেই একই প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্যের হিল্লোলে সমস্ত মনুষ্যজগৎ ভাসিতেছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, এত বিরোধ এবং বৈষম্য অথচ সকল জাতির মধ্যে একই স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ঈশ্বরের চন্দ্র, সূর্য্যের ন্যায় সভ্য, অসভ্য, ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, জ্ঞানী, পাপী সাধু, এই অপক্ষপাতী স্রোত সকলকেই আলিঙ্গন করিতেছে। সেই দিন আমরা ধন্য হইব যে দিন আমার, তোমার এবং সকলের প্রাণ সেই অতলস্পর্শ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া একটী প্রাণকে চিনিয়া লইবে। সেই দিন জগতে শান্তি গৃহ নির্ম্মিত হইবে, যে দিন সকলেই দেখিব যে এক অটল পর্ব্বত হইতে, আমাদের প্রাণ, জ্ঞান এবং প্রেম পুণ্য আসিতেছে। জগতের লোক ইহা দেখিতে পায় না, এই জন্যই পৃথিবীতে এত অমিল এবং অশান্তি। এই জন্যই পণ্ডিত পণ্ডিতের বিপক্ষ এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর শত্রু। এই জন্যই ধর্ম্ম যুদ্ধের কোলাহল জগতের মূঢ়তা আরও বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। এই জন্যই এক এক সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন পুণ্যের প্রণালী প্রচার করিতেছে। এক জন বলেন জীবহত্যা করা মহা পাপ, আর এক জন বলেন পশু কিম্বা নর হত্যা করিলে পুণ্য হয়। এই রূপে যাহাদিগের প্রাণ, জ্ঞান, এবং প্রেম পুণ্যের চতুর্সীমা আপনাদিগের মধ্যেই বদ্ধ তাহারা এ সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না এবং সেই জন্যই তাহাদের মধ্যে মিলন হয় না। কিন্তু প্রতি জনের অন্যান্য বিভিন্নতা অনুসারে যদি ঈশ্বর সম্পর্কেও তাঁহার জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছা স্বতন্ত্র হইত, তাহা হইলে জগৎ চিরকালই যুদ্ধ, বিদ্রোহ এবং রক্ত পাতের ভূমি থাকিত। ধন্য ঈশ্বরের দয়া!! যে তাঁহার সম্পর্কে তিনি মনুষ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা সকলেই এক প্রাণ, অভিন্ন হৃদয় এবং এক আত্মা। আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান, এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসক, এই জন্যই কোন মনুষ্যকে আমি ছাড়িতে পারি না, এবং অন্যেরাও আমাকে ছাড়িতে পারেন না। যখন আমরা সকলেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিয়া তাঁহার আরাধনা করি তখন একই দেবতা আমাদের সকলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং যখন সকলেই তাঁহাকে দেখি তখন পরস্পরের মধ্যে বিরোধ, বিচ্ছেদ আর থাকে না, এত গুলি স্বাধীন ইচ্ছা, একই ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত হইয়া যায়; কিন্তু এই উপাসনার বাহিরে আবার ঘোর বিপদ। সেখানে আর পরস্পরকে চিনিতে পারি না। তখন পরস্পরকে দেখিয়া আর বোধ হয় না, যে সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক এবং এক মাতার সন্তান। এই জন্য বলি আর কেহ উপাসনার বাহিরে থাকিও না, চিরকাল এই উপাসনাতে বসিয়া হৃদয়ের চক্ষু মেলিয়া দেখ, সকলের সম্মুখে এক জনের প্রেমমুখ। তাঁহাকে দেখিলে সহ-

জেই এই কথা বলিতে ইচ্ছা হইবে।—পিতা! এই যে তুমি আমার প্রাণে, সেই তুমি আমার প্রিয়তম ভাই ভগ্নীদের প্রাণে রহিয়াছ; সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তুমিই ভক্তদিগকে দেখা দিয়াছ, এখনও তুমি ভক্তদিগের নিকট প্রকাশিত হইতেছ—"সেই এক পুরাতন" তুমি সমুদয় জগতের প্রেমসিন্ধু পিতা, তবে কেন আর আমরা পরস্পর বিরোধ করিব? জগদ্বাসীর গৃহে গৃহে, এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে তুমিই বাস করিতেছ, তোমারই অরূপ রূপ এবং দয়া দেখিয়া সকলের চক্ষে জল বিনির্গত হয়, তোমারই প্রেমে জগৎ ভুলিয়া যায়, তোমারই রূপাতে সকলের স্বাধীন ইচ্ছা গলিয়া যাইতেছে। একই সরোবর মধ্যে সন্তরণ করিয়া সকলেই সুখ ভোগ করিতেছি, অথচ আমরা বুঝিতে পারি না, যে একই সরোবর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এক নদীর জলেতে সকলের শরীরের কান্তি প্রস্ফুটিত হইল, যাহারা অন্ধ তাহারা ইহা দেখিল না। হে মনুষ্য! ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া আর এই কথা বলিও না, যে "তুমি আমার ঈশ্বর, আর কাহারও নহ"। কিন্তু যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইবে, দেখিবে ঐ প্রেম মুখে পূর্ব্বকালের এবং এখনকার প্রত্যেকটী ভাই ভগ্নীর নাম রহিয়াছে। একই সময়ে তাঁহার প্রাণ সকলের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। যখন দেখি এক পিতার প্রাণ সমস্ত জগত রক্ষা করিতেছে, তখন মন আপনি বিমোহিত হয়। ভাই ভগ্নীগণ! অতএব বলি আর বিরোধ করিও না, কেননা এক জনের প্রেম সুধা আমাদের সকলের প্রাণ শীতল করিতেছে, তিনি আমাদের সকলকেই সমান ভালবাসেন, আমরাও যদি সকলে তাঁহাকে ভাল বাসি, অচিরে পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। তখন দেখিব আমাদের নিজের কিছুই নাই, এক জনের জ্ঞানে আমরা সকলেই জ্ঞানী, এক জনের প্রেমে আমরা সকলেই প্রেমিক, এবং তাঁহারই পুণ্যে আমরা সকলেই পুণ্যবান। তখন সকলের স্বাধীন ইচ্ছা এক হইবে এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি, "একমেবা দ্বিতীয়ং" এবং "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" বলিতে বলিতে সকল প্রকার পরাধীনতা জয় করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩০শে ভাদ্র ১৭৯৫ শক।

যদি পৃথিবীতে কোন লোক থাকে যাহাকে ভাল করিয়া চিনি নাই, অথবা পৃথিবীতে যদি এমন কোন গ্রন্থ থাকে যাহা আমি ভাল করিয়া পাঠ করি নাই, সে লোক এবং সেই গ্রন্থ আমি আপনি। অথবা ঈশ্বরের রাজ্যে যদি এমন কোন পথ থাকে, যে পথে আমি চলিতে শিখি নাই, সে পথ আমার অন্তরের পথ, এবং পৃথিবীতে যদি কোন খনি থাকে যেখানে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তাহা আমার নিজের আত্মা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত কাল জ্ঞান এবং ধর্ম্ম সাধন করিলাম অথচ আমি আমাকে ভাল করিয়া চিনিলাম না, আমাকে আমি ভাল রূপে পড়িলাম না, আমার ভিতরে আমি প্রবেশ করিলাম না, এবং আমার আত্মাতে যে সকল রত্ন আছে আমি তাহার ব্যবহার জানিলাম না। ধন্য তিনি যিনি আপনাকে চিনিয়াছেন কেন না তিনি এই পৃথিবীতে থাকিয়াও এই পৃথিবীতে বাস করেন না; কিন্তু স্বর্গে আরোহণ করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। আমি আমাকে চিনিলাম না তবে এত দিন আমি কি করিলাম? কেন ধর্ম্ম আমার কাছে মধুময় হইল না? এই জন্য যে আমি আমার নিজের ঘর ছাড়িয়া অনেক দূর দেশে যাইয়া ঘুরিতেছি। গৃহবাসী হইয়া গৃহ মধ্যে সুখ রত্ন অন্বেষণ না করিয়া এত দূরে গিয়াছি যে সেখানে অভিলষিত বস্তু পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুখের জন্য বাহিরে বেড়াইতেছি; কিন্তু সুখ পাইলাম না। বিষয়ীরা এক প্রকারে ধন্য, কেন না তাহারা যে সুখ অন্বেষণ করিতেছে পৃথিবীতে সেই সুখের অসংখ্য পথ রহিয়াছে। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ লাভ করিবার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর হইতে মনুষ্য সন্তান পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে ইহার জন্য তাহারা সাগর অতিক্রম করিতেছে, হিমালয় আরোহণ করিতেছে, এবং পৃথিবীর বক্ষ বিদারণ করিতেছে। পৃথিবীর প্রায় ১৫ অংশ লোক কিসে বাহিক সুখ পাওয়া যায় তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত। প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত কেবলই তাহারা ধন এবং সুখ লোভের সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। তাহাদের চেষ্টা এবং উৎসাহে নানা প্রকার ইন্দ্রিয় সুখের প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং সে সকল অবলম্বন করিয়া কোটি কোটি লোক সুখী হইতেছে। আবার কত লোক কিরূপে সংসারের নানাবিধ সুখ সম্পদ ভোগ করিতে পারা যায়, ইহার প্রচারক হইয়া শত শত পুস্তক লিখিয়া সংসারীদিগকে পার্থিব সুখ তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে। বাস্ত-

বিক এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার বিষয়সুখের এত উন্নতি হইয়াছে, যে এখন বোধ হয়, পৃথিবীতে সুখের আর কোন পথ অনাবিষ্কৃত নাই। এখন বিষয়ীরা এক প্রকার সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে, যে আমরা ইচ্ছা করিলেই ধনী হইয়া বিষয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহারা পৃথিবীর এ সকল মলিন পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন যে পথে চলিলে নিত্য শান্তি, এবং নিত্য সুখে অন্তর পরিপূর্ণ হয়। সেই পথ কোথায়? বাহিরে নহে; কিন্তু অন্তরে। অপবিত্র বিষয় সুখে তাঁহাদের আত্মার দুঃখ দূর হয় না, এই জন্য তাঁহারা হৃদয়ের পথে চলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক এই পথের পথিক এবং তাহার মধ্যে আবার অতি অল্প সাধক ইহার সুখ ভোগে সমর্থ। কেন না এই পথ ক্ষুর ধারের ন্যায় অতি কঠিন এবং সুতীক্ষ্ণ। যাঁহারা সংসারে অনাসক্ত এবং সুখ দুঃখে চিরকাল ঈশ্বরেরই থাকিব, এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই পথে চলেন, তাঁহাদের ভয় নাই। কিন্তু যাহারা কুটিল, অর্থাৎ ঈশ্বরে যাহাদের তেমন অনুরাগ নাই, অথচ ঈশ্বরের নাম করিলে বিষয় সুখের সম্ভাবনা, এই জন্য কিছু দিন উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম সাধন করে, এই পথে তাহাদের ভয়ানক বিপদ, কেন না যাই তাহারা দেখিতে পায় বহু কালেও তাহাদের গূঢ় মনোরথ অপূর্ণ রহিল, আর তাহাদের নিকট ধর্ম্ম ভাল লাগে না। তখন পৃথিবীর অতি সামান্য প্রলোভনে তাহারা আকৃষ্ট হয়, এবং ভিতরের পথ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের ধন এবং সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। যাহারা গর্ব্ব করিয়া এই কথা বলিত যে, আমরা ধর্ম্মরত্নে এত সুখী হইয়াছি যে আর কোথাও এমন সুখ নাই, তাহারাই এখন বিষয় সুখে মত্ত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল, অনেক দিন আয়াস সহকারে ধর্ম্ম সাধন করিলে কিছু সুখ হয় সত্য বটে; কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখে যেমন আমোদ জিতেন্দ্রিয় হইলে কখনই তেমন হয় না, বিবেকযুক্ত অনাসক্ত ব্যক্তি দিগের অক্ষয়পাঠ বিষয়ীদিগের সুখের পরিমাণ যে অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহারা পতিত এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট এই রূপে তাহারা পাপের জয় ধ্বনি করে। তাহারা মহাকষ্ট করিয়া ধনের দ্বারা আপন আপন পরিবারের কুশল বৃদ্ধি করিতে পারে; কিন্তু ক্রমাগত ৫০ বৎসর ধর্ম্ম সাধন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ এবং জগতের সেবা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তোমরা শুনিয়াছ যাহারা পৃথিবীর পরিমাণে ধার্ম্মিক তাহারা ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহে, কিন্তু যাহারা সকল প্রকার পার্থিব সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে তাহারাই বাস্তবিক যথার্থ ব্রহ্মানুরাগী ব্রাহ্ম। বন্ধুগণ! তোমরা কি জগতকে এই কথা বলিবে না, যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে রত্ন আছে তাহার নিকট পৃথিবীর সমুদয় ধন পরাস্ত হয়, এবং ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আর কোন সুখেরই তুলনা হয় না? ভিতরের কথা বল দেখি; হৃদয়ের মধ্যে এমন রত্ন কি পাও নাই যাহা দেখিবা মাত্র বলিতে পার, এই সুখ সম্পদপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হয় তথাপি আমি ইহা ছাড়িব না। পৃথিবীর লোক এই রত্ন দেখিতে পায় না, এই জন্য যাহারা ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হয়, তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া তাহারা ঘৃণা করে, ভক্তের মর্য্যাদা তাহারা বুঝিতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা অন্তরে স্বর্গ ভোগ করেন, পৃথিবীর গ্লানি এবং অপমান তাঁহাদের কি করিতে পারে? ভক্তেরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আত্মা বলিয়া যে পুরুষ আছে, যিনি সেই পুরুষকে চিনিয়াছেন, তিনি নিত্য সুখের আধার পরম পুরুষকে দেখিয়াছেন; কেননা সেই পুরুষের সঙ্গে পরম পুরুষের নিগূঢ় প্রত্যক্ষ যোগ। এই জন্যই সাধুরা বলিয়াছেন, যাঁহারা আপনাকে চিনিয়াছেন তাঁহারাই সুখী যিনি আত্ম পরিচয় পাইয়াছেন, তিনি আপনার মধ্যে ঈশ্বরের অরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। তাঁহার আর বলিবার ক্ষমতা নাই যে একটু একটু ধর্ম্মমধু পান করিব; কিন্তু ধর্ম্মের আনন্দে কখনই উন্মত্ত হইব না। তিনি দেখিয়াছেন হৃদয় রাজ্যে এমন এক স্থান আছে যেখানে বসিলে সেই পরম পুরুষকে দেখা যায়। যাঁহার চক্ষু একবার সেই স্বর্গের শোভা দেখিয়াছে, আর তিনি তাহা ভুলিতে পারেন না। বন্ধুগণ! হৃদয়ের ভূমি খনন করিয়া আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপ দেখিয়াছি, তবে আর কেন তাঁহাকে হারাইব? যে রূপ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা কি সুন্দরতর আর কিছু আছে? তবে কেন নূতন রূপ দেখিব এই রূপ দুরাশা এবং কল্পনা করিয়া, এই পুরাতন ঈশ্বরকে আমরা ছাড়িয়া দিই? আমাদের মন বড় চঞ্চল; তাই এক স্থানে বসিয়া আমরা পিতার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে ভালবাসি না, আমাদের মন যদি শান্ত এবং সুস্থির হইত আমরা অনিমেষ পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতাম না, এবং তাহা হইলে অকিঞ্চনে তাঁহার কত দয়া, প্রত্যেক পুত্র কন্যার প্রতি তাঁহার কেমন নিগূঢ় প্রেম তাহা বুঝিয়া আস্বাদ করিতে পারিতাম না। উন্মাদ কে? যিনি একটী সামগ্রী বারম্বার দেখেন, এবং আর কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কেবল উহারই প্রতি তাকাইয়া থাকেন, অথবা আর

সকলই বিস্মৃত হইয়া কেবল একটী শব্দ কিম্বা একটি মন্ত্র সহস্রবার উচ্চারণ করেন। যদি ব্রহ্ম প্রেমে উন্মত্ত হইতে চাও তোমাদিগকেও সেইরূপ হইতে হইবে। অনিমেষ নয়নে পিতাকে দেখিবে অথচ পিতার রূপ পুরাতন বোধ হইবে না, অবিশ্রান্ত দয়াময় নাম সাধন করিবে অথচ ইহা চির মধুর থাকিবে। যাহারা নিত্য নূতন বস্তু অন্বেষণ করে তাহারা প্রকৃত ঈশ্বরকে চাহে না। ভক্তের নিকট কখনই ব্রহ্ম দর্শন কিম্বা ব্রহ্ম সঙ্গীত পুরাতন হয় না। বাহিরের চাকচিক্য এবং প্রণালীর নূতনতা ভক্তকে ভুলাইতে পারে না। তিনি হৃদয়ের নিম্নতম স্থানে বসিয়া যে সুধা পান করেন তাহার সঙ্গে কি সংসারের সুখের তুলনা হয়? অন্তরের মধ্যে তিনি যে রত্ন এবং যে সৌন্দর্য্য দেখেন, তাহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদয় রূপ লাবণ্য কিছুই নহে। মনুষ্যের পাপকলঙ্কিত আত্মার মধ্যে ঈশ্বর এমন স্বর্গ লুকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা দেখিলে কাহার সাধ্য আর সংসারের দাসত্ব করে? অতএব বন্ধুগণ! আর বাহিরে যাইও না, আত্মার মধ্যে প্রবেশ কর, আত্মারূপ শাস্ত্র পাঠ কর, আত্মারূপ আন্তর্ব্বিক পথে চলিতে থাক, এবং আত্মারূপ খনি খনন কর, আপনি আপনার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে আপনি আপনার ধনে ধনী হইবে। সুখ বল, শান্তি বল, নিত্য ধন বল, বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে না, আপনার মধ্যে সকলই দেখিবে। যাহার নিজের হৃদয়উদ্যানে ফুল ফুটিয়াছে সে কেন পরের উদ্যানে যাইবে? ব্রাহ্ম! ব্রাহ্মিকা! এই রূপে তোমরা সাধন কর, প্রত্যেকে নিজের আত্মার মধ্যে সেই পরম সুন্দর প্রেমময় পিতাকে দেখ, আর তোমাদের দুঃখ পাপ থাকিবে না, তখন সেই প্রেমে তোমরা উন্মত্ত হইবে, যাহাতে তোমাদের এবং জগতের পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি হইবে। তখন তোমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে, জগদ্বাসীগণ দেখ আমাদের সুখ কেমন পবিত্র এবং নিত্য স্থায়ী; কিন্তু তোমাদের পার্থিব সুখ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়, এবং অবশেষে তাহা হইতে দুঃখ এবং গরল উৎপন্ন হয়। তখন জগদ্বাসীগণ তোমাদের কথা শুনিয়া সেই হৃদয়ের সুখ অন্বেষণ করিবে এবং তাহা হইলে এই জগতেই সেই নিত্য সুখধাম স্বর্গরাজ্য শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে।

উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এলাহাবাদ।

আচার্য্যের উপদেশ।

১২ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

অন্ধকার পথে কে একাকী ভ্রমণ করিতে পারে? কাহার এ প্রকার সাহস যে ঘোর অন্ধকার রজনীতে একাকী পর্য্যটন করে? আবার যেখানে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু এবং পদে পদে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা, সেখানে কি অন্ধকার মধ্যে কেহ একাকী যাইতে পারে? যে স্থান দেখিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যেখানে সামান্য বায়ুর শব্দে মন কম্পিত হয়, সেখানে একাকী থাকা কাহারও পক্ষে স্বাভাবিক নহে। এই পৃথিবী সেই অন্ধকার এবং রিপুময় স্থান। ইহার মধ্যে কি আমরা একাকী বাঁচিতে পারি? আমাদের অন্তরে বাহিরে যে সকল রিপুর উৎপাত, এবং জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যে সকল বিপদের সম্ভাবনা, তাহা ভাবিলে কাহার মন না ভীত হয়? এরূপ অসহায় অবস্থায় এমন বলবান সাধু কে যিনি আপনার বলে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন? সৃষ্টি অবধি এপর্য্যন্ত নিজের বলে কেহই এ সকল দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজয় করিতে পারে নাই। এই জন্য বারম্বার বলিতেছি এই ভয়াবহ সংসার মধ্যে সেই অভয়দাতার আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় নাই। বিপদ কালে, হে দয়াময় কোথায় রহিলে; হে দয়াময় কোথায় রহিলে, বলিয়া চিৎকার করিয়া ডাক, দেখিবে ডাকিতে না ডাকিতে সেই বিপদভঞ্জন পিতা আসিয়া তোমাদের সহায়তা করিবেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া, সাবধান, কেহই আর বন্ধুহীন, পিতৃ মাতৃহীন অনাথের ন্যায় এই অন্ধকারময় সংসার জঙ্গলে ভ্রমণ করিও না। নির্জ্জন গহনবনে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে, কোন বন্ধুকে লাভ করিলে যেমন মনুষ্য নির্ভয় হয় সেই রূপ, এই সংসার পথে যিনি সেই ভয়বারণ ঈশ্বরকে লাভ করেন তাঁহার আর আপদের ভয় থাকে না। ঈশ্বর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে বলেন আমি তোমার নিকটে রহিয়াছি, রিপুগণ তোমাকে বধ করিতে পারিবে না। তোমরা যদি ঘোরান্ধকার রজনীর মধ্যে কোন বন্ধুকে পাইয়া আনন্দ মনে জয় ধ্বনি করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া থাক, তবে এই সংসার অন্ধকার মধ্যে পরম সহায় ঈশ্বরকে লাভ করিলে, তোমাদের কত উৎসাহ এবং কত আনন্দ বৃদ্ধি হইবে, তাহা আপনারাই অনুভব করিতে পার। ঈশ্বর আমাদের সহায়, ইহা শুনিলে কাহার মন না প্রফুল্ল হয়। দেশ বিদেশে তিনি ভিন্ন আর উপায় নাই। দীনবন্ধু বলিয়া কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাক, অন্তরের দুঃখ পাপ আপনি দূর হইবে। ধন, মান পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব, এবং বিষয় সুখ কদাচ আত্মার অভাব মোচন করিতে পারে না। ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইলে পাপ ভয় হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে তাঁহাকে ডাকিবে, যাহার মন তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে তাহারই নিকট তিনি আসিবেন। ভক্তের হৃদয় উদ্যানে তিনি আপনি

আসিয়া বাস করেন, এই জন্য ভক্তের পথ নিষ্কণ্টক। অতএব ভ্রাতৃগণ! কেহই একাকী থাকিও না, ব্যাকুল অন্তরে সেই অসহায়ের সহায় ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, হৃদয় প্রাণ সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পন কর আনন্দ মনে তাঁহার জয় ঘোষণা কর। তাঁহারই গুণ গান কর, প্রচুর সুখ শান্তি পাইবে, আর দুঃখ ভয় থাকিবে না। সমুদয় কষ্ট যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া সেই শান্তি নিকেতনে পিত্রালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। আবার বলিতেছি যদি এই "ভব গহনবন রিপুদের স্থান" পরিত্যাগ করিয়া সেই আনন্দধামে প্রবেশ করিতে চাও তবে সেই স্বর্গীয় পিতার সাহায্য গ্রহণ কর, তিনি তোমাদের কাছে আসিয়াছেন, তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দিয়া বরণ কর তোমাদের পাপ ভয় দূর হইবে। তিনি হস্ত ধরিয়া তোমাদিগকে সেই গৃহে লইয়া যাইবেন, যেখানে নিত্য পুণ্যের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, এবং যেখানে ভক্তের হৃদয় নিত্য স্বর্গের আনন্দ জ্যোৎস্নায় পুলকিত হয়।

রবিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১১৯৫ শক।

ধর্ম্ম সাধন কি? দূরের বস্তুকে নিকটে লাভ করা, যাহা দূরে ছিল তাহা ঘরে বসিয়া পাইব ইহাই সাধনের ফল। পৃথিবীর লোকের পক্ষে ঈশ্বর বহু দূরে। সকলেই জানে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং তিনি প্রতি জনের নিকটে আছেন; কিন্তু জগতের অতি অল্প লোক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে পায়। অধিক কি ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও কয় জন ঈশ্বরের নৈকট্য উপলব্ধি করে? মুখে যাহাই বলি না কেন আমাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও সুদূরে অথবা গগনমণ্ডলস্থ কোন মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত মনে করেন। পৃথিবীর লোক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে পায় না, এই জন্যই তাহারা তীর্থ পর্য্যটন এবং তদনুরূপ নানা প্রকার সাধন অবলম্বন করে। ব্রাহ্মেরা জানেন ঈশ্বর যেমন বহু দূরে, তেমনি তিনি আবার অতি নিকটে, এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরকে নিকটস্থ দেখিবার জন্য ভজন সাধন আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত, ইত্যাদি নানাবিধ প্রণালীর অনুসরণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সরল সাধক, যতই তাঁহারা সাধন করেন ততই তাঁহারা ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর, এবং নিকটতর হইতে নিকটতম উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর তাঁহার মহিমা এবং আর আর সমুদয় শক্তিতে জীব হইতে অনন্তগুণ উচ্চ এবং দূরে অবস্থিত; কিন্তু তাঁহার অপার প্রেমের দ্বারা তিনি প্রত্যেক বিনীত ভক্ত সাধকের বশীভূত। মনুষ্য দুর্ব্বুদ্ধি এবং অবিশ্বাস বশতঃ এই হৃদয়বিহারী, অন্তরের ধন নিকটস্থ ঈশ্বরকে আকাশবিহারী দূরস্থ দেবতা মনে করে। কিন্তু ঈশ্বরকে নিকটে না দেখিলে সাধকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সাধনের দ্বারা যতই তিনি পিতাকে ক্রমাগত নিকট হইতে নিকটতর উপলব্ধি করেন, ততই তাঁহার হৃদয় প্রাণ সুশীতল হয়, এবং ততই তাঁহার উৎসাহ এবং প্রেম বাড়িতে থাকে। তাঁহার কাছে, ঈশ্বর যে কখনও দূরে থাকিতে পারেন, ইহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। নির্জ্জনে কিম্বা সজনে একবার ডাকিলেই ভক্তবৎসল বিদ্যুৎ অপেক্ষাও ত্বরায় তাঁহাকে দেখা দেন, ভক্তের ডাক শুনিবামাত্র বায়ু হইতেও দ্রুত বেগে তিনি আসিয়া আবির্ভূত হন। বরং চক্ষু দ্বারা বাহিরের আলোক দেখিতে বিলম্ব হয়; কিন্তু সাধক ভক্তি নয়ন খুলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর দর্শন লাভ করেন। এই রূপে ঈশ্বর সাধন না করিলে জীবনে সুখ শান্তি নাই। অনন্ত জীবনের সঙ্গী, সেই নিত্য ধন ঈশ্বরকে, যদি পরমাত্মীয় রূপে গ্রহণ করিতে না পার, যতই বয়স বৃদ্ধি হইবে, এবং অবশেষে মৃত্যুর সময়ও ভয়ানক রূপে কাঁদিতে হইবে। বাস্তবিক আমাদের প্রিয়তম ঈশ্বর এত নিকটে যে তাঁহাকে " এস দয়াল " বলিয়াও ডাকিতে হয় না, ডাকিবার পূর্ব্বে তিনি আমাদের ভিতরে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। যাঁহাকে দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি, আমাদের ইচ্ছার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে দেখা দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। পিতার এই দয়া দেখিলে ভক্তের মনে কত আনন্দ এবং উৎসাহ হয়।

ঈশ্বরকে যেমন ভক্ত নিকটে উপলব্ধি করেন, সেই রূপ পরলোকও ভক্তের অতি নিকটে। অবিশ্বাসীর নিকট পরলোক অতি দূরে, এবং অন্ধকারময়, অজ্ঞানিত স্থান কিন্তু ভক্ত পরলোক বাসী লোকদিগের সহিত একত্রে বাস করিতেছেন, কেননা তিনি জানেন যেখানে ঈশ্বর সেখানেই পরলোক। ঈশ্বর নিকটে সুতরাং পরলোকবাসী আত্মা সকলও নিকটে। পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা আমাদের উপকার করিয়া গিয়াছেন, পরলোকেও তাঁহারা আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, ভক্ত ইহা স্পষ্টরূপে অনুভব করেন। আমাদের ধর্ম্মজীবন পরলোকবাসী সে সকল সাধুদিগের সঙ্গে গূঢ় ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। চিরকাল আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিব। ইহাতে আর ভক্তের সন্দেহ থাকে না। মনের মধ্যে তিনি ইহলোক পরলোক একত্র দেখেন। নিকটস্থ ঈশ্বরকে লইয়া তিনি সাধন আরম্ভ করেন, কিন্তু অবশেষে তিনি ঈশ্বর, পরলোক, এবং স্বর্গ সকলই হস্ততলে লাভ করেন। যতই তাঁহার ঈশ্বর এবং পরলোক সাধন গাঢ়তর হয়, ততই তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের বিমল পুণ্য শান্তি সম্ভোগ করেন। বিষয় সুখে আর তাঁহার তৃপ্তি হয় না; সর্ব্বদা সেই নিত্য সুখের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুলিত থাকে। সাধন আরম্ভ করিবার

সময় তিনি জানিতেন না যে ঈশ্বরের সহবাসে জীবের এত আনন্দ হয়, এবং সেই আনন্দরস পান করিলে মনুষ্য সহজেই জিতেন্দ্রিয় হয়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রিপু সকল সর্ব্বদাই মনুষ্যের নিকটে রহিয়াছে, শিশুকাল হইতে মনুষ্যেরা ইন্দ্রিয় সুখেই বর্দ্ধিত হইয়া আসে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে হঠাৎ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সুখাস্বাদ করা কঠিন বোধ হয়; এই জন্যই সাধন প্রথমতঃ অতি কঠিন হয়। চিরকাল যাহারা জড় বস্তু দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করা নিতান্ত সহজ নহে। জগতের প্রতি উদাসীন থাকিয়া আজীবন যাহারা স্বার্থ সাধন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে শত্রুকে ক্ষমা করা, এবং সমস্ত জগতকে ভাল বাসা প্রথমতঃ কঠিন হইবেই। কিন্তু যাহারা এই কঠিনতা দেখিয়া সাধনে বিমুখ হয় তাহারা নিতান্ত হতভাগ্য। ব্রাহ্মগণ! সাধনের প্রথমাবস্থা দেখিয়া কেহই ভীত হইও না, কিন্তু আশা পূর্ণ হৃদয়ে এবং ব্যাকুল অন্তরে "দয়াময় নাম সাধন কর"। যতই তাঁহার দয়া অনুভব করিবে ততই দেখিবে, নিজের বলে যাহা দুর্লভ অপ্রাপ্য এবং অতি দূরস্থ ছিল, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা অতি সুলভ এবং নিকটস্থ হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে কাতর প্রাণে ডাক, তিনি পরলোক এবং স্বর্গ তোমাদের নিকটে আনিয়া দিবেন। আমাদের স্বর্গীয় পিতার এমনই নিগূঢ় কৌশল যে ব্রহ্ম সাধন, পরলোক সাধন, এবং পুণ্য সাধন, পরস্পরকে সাহায্য করে। অল্প বিশ্বাসীরা তাঁহার এই নিগূঢ় করুণা দেখিতে পায় না; কিন্তু বিশ্বাসী এই ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে অতি নিগূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পান। তিনি যদি ইহাদের একটী আয়ত্ত করিতে পারেন, আর দুটী আপনা আপনি তাঁহার আয়ত্ত হয়। তিনি সাহস করিয়া বলেন, এই আমার ঈশ্বর এই আমার পরলোকবাসী বন্ধুগণ. এই আমার স্বর্গ, এই আমার মুক্তির অবস্থা। বাস্তবিক, ইহা অহঙ্কার কিম্বা কল্পনার কথা নহে, সাধকের এ সকল বাক্য যথার্থ সত্যময়। ধর্ম্মাভিমানী সহস্র দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া যাহা লাভ করিতে পারে না, বিনীত বিশ্বাসী সাধক নিমেষের মধ্যে ভক্তি নয়নে অতি নিকটে সে সকল স্বর্গীয় পদার্থ দেখিয়া কৃতার্থ হন। দেখিতে না দেখিতে সেই সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হয়, শুনিতে না শুনিতে পিতার সেই মধুর বাণীতে তাঁহার প্রাণ ভুলিয়া যায়। নির্ব্বোধ মনুষ্য! নিকটস্থ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন দূরে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছ? হৃদয়ের প্রেম চক্ষে তাঁহাকে নিকটে দেখ, আত্মার শূন্যতা এবং শুষ্কতা আপনি চলিয়া যাইবে। মূঢ় সে, যে পিতাকে প্রেম নয়নে নিকটে না দেখিয়া, তাঁহাকে দূরে অন্বেষণ করে, যে প্রাণেশ্বরকে প্রাণমন্দিরে না দেখিয়া বাহিরে তীর্থ পর্য্যটন করে। হৃদয়ের মধ্যে তোমার গঙ্গা যমুনা, সেই গঙ্গা যমুনার তটে, বট বৃক্ষ তলে বসিয়া থাক. পিতার দর্শন পাইবে। মনের মধ্যে তোমার গঙ্গা. সেই গঙ্গাতে অবগাহন কর, সমুদয় পাপ মলা প্রক্ষালিত হইবে, এবং তোমার প্রাণ আরাম হইবে। সেই গঙ্গা তটে বটবৃক্ষের মূলে যে অনুরাগী সন্ন্যাসী এবং স্বর্গ রাজ্যের পর্য্যটক বসিয়া আছে সে বলিতেছে যদি প্রাণের মধ্যে প্রাণনাথকে দেখিতে না পাই তবে জীবন বৃথা। প্রাণেশ্বরকে দেখিবার জন্য আকাশের দিকে তাকাইতে হয় না, দেশ ভ্রমণ করিতে হয় না, তাঁহার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, সেই ঘরে বসিয়াই নিজের প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণসখা প্রাণংকে দেখিয়া পুলকিত হয়। ভক্তি নয়ন ফিরাইলেই ব্রহ্ম নয়নের সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। অতএব যাহার অন্তরে প্রেমের উদয় হয়, এবং যে সহজেই ভক্তির পথ অনুসরণ করে, কোথায় গিয়া ঈশ্বর, পরকাল, এবং পুন্য সাধন করিব, তাহার এই চিন্তা করিতে হয় না। কেননা সে দেখিতে পায় নিত্যানন্দ পরমেশ্বর সর্ব্বদাই তাহার ঘরে প্রকাশিত। অন্তরে যাহার শান্তি স্রোতবর্ত্তী সে কেন শান্তির জন্য বাহিরে যাইবে? এই প্রকার অবস্থা যদি তোমরা পাইয়া থাক তবে বুঝিলাম তোমরা ব্রাহ্ম। যদি নিজের ঘরে বস্তু না পাইয়া থাক, তবে, ৫ দিনের পর ৬ দিনের দিন যে তোমরা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া আবার সংসারের মলিন সুখে মত্ত না হইবে তাহার প্রমাণ কি? এই জন্য ভ্রাতৃগণ! বারম্বার অনুরোধ করিতেছি নিত্য প্রেম চক্ষে ঈশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন কর। তাঁহাকে কাছে দেখিলে অন্তরে সুখোদয় হইবে, হৃদয়ের প্রেম সিন্ধু উথলিয়া পড়িবে। দিন দিন প্রীতিপূর্ণ সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর স্থানে প্রত্যক্ষ কর এই রূপে স্বর্গীয় পিতা যখন সাধারণ প্রেমের দ্বারা নিকটস্থ নিত্য ধন হইবেন তখন জীবের সমুদয় উচ্চ আশা এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

সংবাদ।

গত ১৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবারে, অযোধ্যা ব্রাহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতের উপাসনান্তে যে বক্তৃতা হয় তাহা অতীব সুমধুর এবং জীবন্ত। ঈশ্বরেতে প্রকৃত বিশ্বাস যাঁহা, তাহাই ঈশ্বর, দর্শন ইহাই বক্তৃতার বিষয় ছিল। অপরাহ্ণে উৎসব মন্দির হইতে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" এই সঙ্গীত করিতে করিতে সকলে দলবদ্ধ হইয়া ভিত্তি স্থাপন করিতে গমন করেন। তথায় অনেক হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী এবং কতিপয় ইয়ো-

Registered No 25.

রোপীয় ভদ্র লোক এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে প্রার্থনা এবং সঙ্গীতাদি হইলে আচার্য্য, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, যথারীতি ভিত্তি স্থাপন করেন। সায়ংকালে পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়া সাড়ে সাত ঘটিকার সময় উৎসব ভঙ্গ হয়। পরে কাইসর বাগের মধ্যস্থিত বারদুয়ারি নামক প্রশস্ত শ্বেত প্রস্তরের ভবনে ইংরাজী উপাসনা হয়। দশহারার বন্ধ উপলক্ষে ঐ স্থানে তএত্য মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানগণ কএক দিবসাবধি দুই বেলা উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাব এবং উদারতা অতিশয় প্রশংসনীয়। তাঁহাদের ঐ সুসজ্জিত গৃহ ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা মতে তাঁহারা কেশব বাবুকে সেস্থানে উপাসনা করিতে ছাড়িয়া দেন। ঐ দিবস তাঁহাদের উপাসনা সমাপ্ত হইলে সেই সকল উপাসক এবং অন্যান্য বহুতর লোক,এবং তাঁহাদেরই বেদী,হারমোনিয়ম সকলই ব্রহ্মোপাসনাতে ব্যবহৃত হইল। বক্তৃতার বিষয় অতি উচ্চ ছিল।' ঈশ্বরের বাস্তবিকতা এবং মধুরতা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল" ইহা গম্ভীর ও জীবন্ত ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে উপাসনা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎকালকার দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল।

ভগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জ নামক স্থানে চারি পাঁচ জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্ম একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অমৃত ফল প্রসবিত হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা নারায়ণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মিকা স্ত্রীর স্মরণার্থ প্রচার কার্য্যালয়ে ৫০ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিলাম।

সম্প্রতি বাবু অমৃতলাল বসু, কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু সমভিব্যাহারে রাণাঘাট, মঙ্গলগঞ্জ, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, কালনা, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণকে ব্রহ্মনাম শোনান তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা আহ্লাদের সহিত সকলকে সংবাদ দিতেছি, যে এক এক স্থানে ৫০০,৭০০ ১০০০ লোক মহা উৎসাহের সহিত এবং ভক্তিপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছে। মঙ্গলগঞ্জে প্রায় ১০০০ কৃষক এবং সামান্য লোক জড় হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে ভদ্র লোক, স্ত্রীলোক, সামান্য লোক সকলেই সংকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছিলেন। সকল স্থানেই অতি সহজ ভাষায় ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ধনী নির্ধন, বিদ্বান মূর্খ, ভদ্র অভদ্র, নর নারী সকলের মনকে দিন দিন আকর্ষণ করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার শরীরের অসুস্থতার জন্য এলাহাবাদে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে বাবু উমানাথ গুপ্ত ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য করিতেছেন।

আগামী রবিবারে ব্রহ্ম মন্দিরের মাসিক দান সংগ্রহ হইবে।

বাবু গৌর গোবিন্দ রায় পূর্ব্ব অঞ্চলে এখনও কিছু দিন ভ্রমণ করিবেন। তিনি শীঘ্রই ময়মনসিংহে যাইবেন। তথা হইতে বগুড়া, বোয়ালিয়া, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবেন।

গত শনিবার ১৯ কার্ত্তিক শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে; কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কোন ভ্রাতা প্রেরিত হইয়াছিলেন। শনিবার প্রাতে উপাসনা ও নগর সংকীর্ত্তন হয়। নগর সংকীর্ত্তনটী যথেষ্ট উৎসাহের সহিত গাওয়া হইয়াছিল। নগরকীর্ত্তনের সময় বাজারের উপর সাধারণ লোকদিগকে কিছু বলা হয়। পরে বৈকালে আলোচনা পাঠ সায়ংকালীন উপাসনা হইয়া উৎসব সমাপ্ত হয়। পর দিবস প্রাতে হিজলাবট নিবাসী শ্রদ্ধেয় চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা হয় চতুঃপার্শ্বের ও সমানপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভ্রাতা আসিয়া উপাসনাতে যোগ দিয়াছিলেন। রবিবার বৈকালে পুনরায় কুমারখালির বাজারে প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা হয়। এই খানে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ইতর ও অনেক ভদ্র লোক সমাগত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার পর আবার নিয়মিত সামাজিক উপাসনা হয়। প্রেরিত ভ্রাতা কুমারখালির ব্রাহ্মবন্ধুদিগের উৎসাহ সদ্ভাব ও বিনয় দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া আসিয়াছেন। কুমারখালির ভ্রাতারা আপনাদিগের মধ্য হইতে ১২০০ শত টাকা তুলিয়া একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুমারখালি সমাজের আর একটী বিশেষ চিহ্ন এই, যে এখানকার উপাচার্য্য, সম্পাদক ও সভ্যদিগের অধিকাংশই বয়স্থ ও বিজ্ঞ লোক।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা কার্ত্তিক মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ।
২০ সংখ্যা॥

১৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফস্বল ঐ ৩।

পর্ব্বত শিখরে ব্রহ্মস্তোত্র।

হে জগতাধার বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ পরমেশ্বর! তোমার অচিন্তনীয় অপার মহিমা সন্দর্শন করিয়া কাহার চিত্ত না বিস্ময় রসে নিমগ্ন হয়। ঐ শুভ্র বর্ণ তুষার মণ্ডিত হিমাচলের অত্যুচ্চ শিখরে তোমার জ্বলন্ত সত্তা দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। হে দেব! পাষাণভেদী শীতল সলিল রাশি নিস্তব্ধে গিরিকন্দরে গভীর শব্দে তোমারই গুণগান করিতেছে। পার্শ্বস্থ কানন-বিহারী পরম সুন্দর পক্ষী সকল কেমন সুখের সহিত ইতস্ততঃ ক্রীড়া করত নির্ঝর নীর পান করিতেছে। প্রভু! এই রমণীয় স্থানে তোমার পূজা করিয়া জীবন কৃতার্থ হইল। এই জন কোলাহল শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে এক সময় হয়তো কত যোগী ঋষি তপস্বিগণ তোমার ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। পিতা! এখানে অন্তর বাহিরে তোমার অনুপম সুন্দর রচনা অবলোকনে মন মোহিত হইল! কি বলিয়া, হে জীবনসখা! আমি কি বলিয়া তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিব তাহা জানি না। কিন্তু নাথ! এ সকল দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় যে আপনা হইতেই কবিত্ব রসে প্লাবিত হয়। হে অতুল-কীর্ত্তি! তোমার অনন্ত কীর্ত্তি দেখিয়া নয়ন জুড়াইল। এমন যে কঠিন পাষাণ তাহা হইতেও নির্ম্মল বারি ধারা নিঃসারিত হইতেছে; তবে হে প্রেমময় ঈশ্বর! মানবের হৃদয় কি পাষাণ হইতেও কঠিন হইবে? পিতা, তুমি এখানে পরমানন্দে বিরাজ করিতেছ, আমি তোমাকে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করি। এই মনোহর বৃক্ষলতাবৃত পর্ব্বত শৃঙ্গে বসিয়া তোমার প্রিয় ভক্ত সন্তানগণ যখন তোমাকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তখন তাঁহাদের মুখ মণ্ডলে যে শোভা হয় তাহা আবার আরও সুন্দর। গিরি গহ্বরে নির্ঝর তীরে শীলাতলে বসিয়া মৃদঙ্গ করতালের সহিত তোমার মধুর নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পিতা যেন স্বর্গের সুখ উপভোগ করিলাম। এই মর্ত্ত্যধামকেই তুমি বিশ্বাসী সাধুদিগের নিকট স্বর্গধাম রূপে প্রকাশ করিয়া থাক। প্রভু! জীবনের প্রধান উপভোগ্য আর ইহা অপেক্ষা অন্য কোন্ বস্তু আছে? অন্তর বাহিরে নাথ তুমি বিরাজ করিতেছ। চারিদিক্ সুধাময়, পবিত্রতার বসনে আচ্ছাদিত! চক্ষু খুলিয়া বাহিরে তোমাকেই দেখিতে পাই। তুমি এমন মধুময়, তোমার রাজ্য এমন শোভাময় তাহা যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তাহা হইলে কি এত দিন পিতা তোমাকে কখন ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম? এখন বুঝিলাম এবং আভাস পাইলাম যে আরও

ভিতরে প্রবেশ করিলে অনেক সুখশান্তি পাইব। অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ যে এই পাপগ্রস্ত হৃদয়ের মধ্যেই আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে করুণাসিন্ধু! তুমি মনুষ্যকে যে এত উচ্চ সুখের অধিকারী করিয়াছ, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমার চরণে প্রণিপাত করি।

ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ততা।

তত্ত্বরসপিপাসু প্রেমিক হৃদয় সাধু সজ্জনেরা মত্ততা ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারেন না। সংসারের দুষিত অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুর মধ্যে ক্ষণকাল থাকিতে হইলে তাঁহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। পার্থিব সুখ ভোগে কিম্বা অসার আমোদ প্রমোদে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা কখন সেই প্রাণের দেবতা জীবন সহায়কে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। প্রেমময় ঈশ্বরেতেই তাঁহাদের জীবন এবং সংসারে তাঁহাদের মৃত্যু। ভক্ত চূড়ামণি মহর্ষি চৈতন্য সেই প্রেমের অভাবে হতচেতন হইয়া ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত হইতেন, কখন অধৈর্য্য হইয়া সমুদ্রজলে ঝম্প দিতেন। যাহারা এক বার সেই পবিত্র সুধা পান করিয়াছে তাহারা আর তাহা ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। তাঁহাদের সমস্ত জীবনের উপজীবিকা একমাত্র সেই ঈশ্বর প্রেগামৃত। একবার তাহার মত্ততা তিরোহিত হইলে বিশ্বাসী সাধক অবসন্ন হইয়া পড়েন, জগৎ সংসার শূন্য বোধ করেন। মত্ততার অবসান হইতে না হইতে এই জন্য তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সেই সুধা পান করিতে হয়। সেই মত্ততার অবস্থাতে সাধক পর্ণ কুটীরে বাস করিয়াও স্বর্গরাজ্য উপভোগ করেন, তখন তাঁহার ভয় ভাবনা কিছুই থাকে না! প্রথমে অতি সংগোপনে নির্জ্জনে বসিয়া পান করিতে আরম্ভ করেন, পরে যখন ক্রমশঃ পিপাসা বাড়িতে থাকে এবং মত্ততা যত বৃদ্ধি হয় ততই গোপনীয় ভাব চলিয়া যায়, লোকলজ্জা ভয় চিন্তা দূরে পলায়ন করে। তখন প্রকাশ্য ভাবে জগৎবাসী নর নারীগণের সম্মুখে বাহির হইয়া অসার সভ্যতার মস্তকে পদাঘাত করত তিনি সকলকে নিজের মত্ততার অংশভাগী করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে থাকেন। তখন আর বাহিরের লৌকিক রীতি নীতি সামাজিক ভদ্রতা তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। সেই প্রেম রসের এমনি মাহাত্ম্য যে তাহা একাকী পান করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না, অন্যকে তাহার ভাগী করিতে না পারিলে মত্ততার বিষম অভাব অনুভূত হয়। এই জন্য সুধাসক্ত প্রেমিক ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যকে আপনার পথের পথিক করিতে না পারেন ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হন না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এজন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়। অন্যকে যেমন সঙ্গী না করিয়া থাকিতে পারেন না, তেমনি আবার এক পরিমাণ চিরদিন স্থির রাখিতে পারেন না। দিবসের পর দিবস পানের পরিমাণ বৃদ্ধি না হইলে মত্ততা জন্মে না। অবশেষে জীবন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তিনি সেই সুধা পানেই বিহ্বল হইয়া থাকেন, সুধা সাগরেই দিবানিশি সন্তরণ করেন। যখন এই রূপ সুধা পান ও বিতরণ করেন, এবং অবিচ্ছেদে মত্ততা সম্ভোগ করেন তখন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। অবশেষে তিনি স্বয়ংই প্রেমরসের প্রস্রবণ রূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। আমাদের মধ্যে যদি কাহার সুখী হইতে ইচ্ছা হয়, যদি কেহ সদানন্দে প্রমত্ত হইয়া মৃত্যু ভয় শোক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে অভিলাষী হন, তবে তাঁহাকে ঐরূপে মত্ত হইতে হইবে। দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে, একবার কিম্বা এক দিন উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে সে আমোদ পাওয়া যাইবে না। উৎসাহ থাকিতে উৎসাহ, ভাব থাকিতে ভাব, অনুরাগ থাকিতে অনুরাগ,

মত্ততা থাকিতে মত্ততা এবং ব্যাকুলতা থাকিতে ব্যাকুলতা যাহাতে আরও ক্রমাগত বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মত্ততা একবার চলিয়া গেলে যদি আর তাহা না আসে তবে সকলই বৃথা হইল। এক্ষণকার দিনে আর প্রেম না হইলে চলিতে পারে না। চক্ষু যদি অন্তর বাহিরে কেবল শূন্য আর জড় দরশন করে তবে আর ব্রাহ্ম কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন? পাপের ভয়েই যদি সর্ব্বদা তাঁহাকে শঙ্কিত থাকিতে হইল তবে কি আর পাপ কখন বিনষ্ট হইবে? দয়াময় নামের আনন্দ ধ্বনিতে পাপ অপবিত্রতা চলিয়া যাউক। উন্মত্ত সাধকের নিকট পাপ কখন অগ্রসর হইতে পারে না। যাঁহার চিন্তা ইচ্ছা বাসনা কল্পনা প্রবৃত্তি নিরন্তর সাধুতার মধ্যে মগ্ন হইয়া আছে, তাঁহার মনে পাপ প্রবিষ্ট হইবার পথ এককালে বন্ধ। অতএব পুণ্য ও আনন্দে জীবনের সকল স্থান পরিপূর্ণ করিয়া রাখ, তাহা হইলে শত্রুরা পরাস্ত হইবে।

মুক্তির সহজ ব্যবস্থা।

ধর্ম্মরাজ্যে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। বিপুল বাহ্যাড়ম্বরে সে রাজ্য পরিপূর্ণ। ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিতগণ দিবানিশি শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিতেছেন, কিন্তু রত্ন অতি অল্পই পাইয়া থাকেন। বিবিধ প্রকার মত অনুষ্ঠান সাধন-প্রণালী পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব, প্রেমের মাহাত্ম্য, জীবনমুক্ত ভক্তবৃন্দের জীবন চরিত, সাধু দৃষ্টান্ত, পরি-ত্রাণের উপায় প্রভৃতি অতি উচ্চ বিষয় সকল দেশ ভেদে, অবস্থা ও কাল ভেদে নানা ভাষায় নানা দেশীয় লোকদিগের মধ্যে বর্ণিত আছে। এ সমস্ত অধ্যয়ন করিলে বহুদর্শিতা জন্মে, ভূত কালের ধর্ম্মের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়; বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সহিত পুরাকালের ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া উভয়ের মধ্যে মুলগত একতা উপলব্ধি করিতে পারিলে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের অনেক কঠিন ও কুটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয়; কিন্তু পরিত্রা-ণার্থী দীনাত্মাদিগের হৃদয়ের বলবতী পিপাসা তদ্দ্বারা নিবারিত হয় না, এবং যে প্রস্রবণ হইতে পূর্ব্ব কালের মহা পুরুষেরা প্রেম বারি পান করিতেন, ঐ সমস্ত বাহিরের সাহায্য দ্বারা তাহার নিকটস্থ হওয়া যায় না। কিঞ্চিৎ ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া লোকসমাজে পাণ্ডি-ত্যের পরিচয় দেওয়া ইহা অতি সহজ কার্য্য; এবং কোন কোন প্রশংসনীয় ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাধারণ সমীপে ধার্ম্মিকের উপাধিও অতি অল্প আয়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বর বিরহে ব্যাকুলচিত্ত নিস্পৃহ সাধকের নিষ্কাম ধর্ম্মভাব অতি অল্প লোকের জীবনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুষ্ক জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের রাজ্য অতিক্রম করিয়া পরিত্রাণের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। স্বয়ং দেবাদিদেব ঈশ্বর যাঁহাদের কামনার বস্তু তাঁহাদের শাস্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত, বাহিরের ব্যাপার অতি সামান্য। জীবন্ত বিশ্বাসের প্রার্থনা সুদীর্ঘ নহে, ভক্তির সাধনে কথা অতি অল্প, মুক্তিপথের সম্বল কেবল প্রভুর নাম। এক কণা মাত্র বিশ্বাস বীজের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত ঈশ্বর বিদ্যমান। সার-গ্রাহী ভক্তের উপাস্য দেবতা, শাস্ত্র, উপদেশ, প্রার্থনা এবং সাধনের বিধি সকলই সারবত্তাতে পরিপূর্ণ।

বিশ্বাস ভক্তি যাঁহাদিগের তরল সুতরাং চঞ্চল, তাহারা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইবার স্থির ভূমি না পাইয়া কেবল বাহিরের প্রমাণ অন্বেষণ করে। তাহারা অনেক উপদেশ শ্রবণ করিতে যায় কিন্তু কিছুই মনে করিয়া রাখিতে পারে না। সুদীর্ঘ প্রার্থনা, সুদীর্ঘ বক্তৃতা জ্ঞান যুক্তি এবং ঐতিহাসিক প্রমাণযুক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব, মনুষ্যতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও বুঝিবে, কিন্তু পরক্ষণে আবার সমস্ত ভুলিয়া যাইবে

পুনরায় যখন তাহাদিগের নিকট গমন করিবে তখন আবার ঐরূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও। মত ও যুক্তি জ্ঞান ও তর্ক সমুদ্রের অকূল পাঁথারে পড়িয়া তাহারা কোন দিকই অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং বাহিরের রাশীকৃত জঞ্জাল ভেদ করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসন সন্নিধানে উপস্থিত হইতে তাহাদিগের অনেক কাল বিলম্ব হয়। এতাদৃশ ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুদিগের নিকট উপদেষ্টা, ধর্ম্মাচার্য্য অবশেষে পরাস্ত হন। বহু উপদেশ শ্রবণকারী কত ব্রাহ্ম বন্ধুকেও এই ভাবে বর্ষে বর্ষে ধর্ম্মালোচনা করিতে দেখা যায়। সার উদ্ধার করিয়া লইয়া যে বিধিপূর্ব্বক তাহার সাধনে রত হইবেন তাহা নয়, কেবল অনুসন্ধান করিতেই তাঁহাদিগের জীবন গত হইল। ধর্ম্মসাধনের গভীর তত্ত্ব তাঁহারা জানিতে চান না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ের তর্কেতে ধাবিত হন। ক্ষুদ্র জীব মনুষ্য অনেকানেক বিষয় জানিবার অধিকারী হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐসিক শাসনের সমুদায় অভিপ্রায় অবগত হইয়া যে কোন কালে কেহ পরিত্রাণ লাভ করিবেন তাহা অসম্ভব। পরিত্রাণের বিধি জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের পক্ষে শেষাবস্থায় একই প্রকার হয়। রাশি রাশি ধর্ম্মোপদেশের মধ্য হইতে প্রকৃত সার উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনেরা জগতে সংক্ষেপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যিনি ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে পথ অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাকে প্রচলিত ধর্ম্মাড়ম্বরের মধ্যে রাখিলে কি তাঁহার প্রাণ বাঁচিবে? এই জন্য ঈশ্বরের নামের প্রাধান্য সকলে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেই অনন্ত জ্ঞানময় ঈশ্বরের নিকটে পৌঁছিতে পারিলেই কামনার সমুদয় বস্তু লাভ করা যায়। সাধক যখন সারাৎসার ব্রহ্মপদ প্রান্তে উপনীত হন, তখন তিনি সেই বিশ্বাধিপের সমুজ্জ্বলিত গম্ভীর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করত অসার ধর্ম্মব্যাপার সকলকে নিষ্পেষণ করিয়া তন্মধ্য হইতে চারি অক্ষরের এই মধুময় "দয়াময়" নাম গ্রহণ করেন। আমরা যদি সেই সার বস্তু পরম পদার্থ পরমেশ্বরকে চাই, তবে চির প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়াই তথায় যাইতে হইবে। চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন; বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে; অধিক বাক্য বলিবার ও শুনিবার প্রয়োজন নাই। বিশ্বাসের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া যদি চারিদিক্ নিরীক্ষণ কর, তবে সেখানে সকলই দেখিতে পাইবে? অতএব অল্প কথায় ঈশ্বরকে ডাক। নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সকলে ডাক। বৃথা জল্পনায় যেন দিন চলিয়া না যায়। এই "দয়াময়" নাম যপ কর, কীর্ত্তন কর, ইহাই মুক্তির সহজ ব্যবস্থা।

কুসুমাবলী।

ঐ যে বিচিত্র রসানুরঞ্জিত, নয়ন রঞ্জন, হৃদয়ের আহ্লাদকর স্বর্গীয় লাবণ্য পরিশোভিত অপূর্ব্ব পদার্থ গুলি দেখিতেছ, উহা সেই সৌন্দর্য্য সিন্ধুর বিন্দু লাবণ্য। ভূমণ্ডলে সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সিন্ধুর বিন্দু নিপতিত হইয়া কুসুমাবেশে প্রকৃতি দেবীর নির্ম্মল সহাস্য বদনোদ্ভাসিত এক অত্যাশ্চর্য্য কান্তি রূপে প্রতীত হইতেছে। মানব হৃদয়ে যেমন ঈশ্বরের কতকটা সৌন্দর্য্য অবতীর্ণ হইয়া তাহা কখন ভক্তি, কখন প্রেম, কখন কোমলতা রূপে প্রকাশ পায়, সেই রূপ প্রকৃতির ভিতরে পুষ্পগুচ্ছে ঈশ্বরের কতকটা সৌন্দর্য্য আবির্ভূত হইয়াছে। ভাবুক জন যদি কেহ থাক তবে এক বার প্রস্ফুটিত কাননের কুসুমকলি দর্শন কর, কি অপূর্ব্ব শোভাই সেখানকার! কলি গুলি ধ্যান স্তিমিতলোচনে পরম সুন্দর পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শনে ভাব গোপন করিতে না পারিয়া অবশেষে আনন্দে হাস্য করিয়া ফেলে, তাই কলিকাগুলি ফুটিয়া প্রকৃতিকে আনন্দ স্রোতে ভাসাইয়া দেয়।

মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ও প্রেম কলঙ্ক-মিশ্রিত, কিন্তু এই কুসুমরাজির মধ্যে নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য ও প্রেম দেখিতে পাও য়াযা য় ঐ লাবণ্য যত দেখিবে

তাহার ভিতরে আর একটী সৌন্দর্য্য দেখিয়া তত মোহিত হইবে। উহার পরাগ সম্পৃক্ত বায়ু হিল্লোলে যখন চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হয়, তখন সে স্থানে এক অপূর্ব্ব পবিত্রতার আলোক যেন বিস্তৃত লক্ষিত হয়, সেই হিল্লোলে মনের ভিতর যে এক আশ্চর্য্য বিমলানন্দ উপস্থিত হয় তাহা স্বর্গীয়। পুষ্পের সহিত ঈশ্বরের মধুর ভাবের এমন অদ্ভুত যোগ যে উহা দেখিবামাত্র হৃদয় মধ্যে সেই স্বর্গীয় মাধুর্য্য ও কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সকলেরই সুরভিপুষ্পের আঘ্রাণে মনে এক নির্ম্মল সুখানুভব হয়, কিন্তু কেন যে হয় তাহার তত্ত্ব প্রকাশ করিতে অতি অল্প লোক সক্ষম। তুমি যে তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত ও সুগন্ধে পরিতৃপ্ত হও তাহার কারণ কি বলিতে পার? ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য অজ্ঞাতসারে তোমার মনকে আকর্ষণ করে, তুমি তাহা বুঝিতে পার না। সৌন্দর্য্য কি পদার্থ, ইহা কি বাহিরের পদার্থে না আর কোন স্থলে আছে? হৃদয়ের ভিতরে চাহিয়া দেখ সেখানে তোমার এক সৌন্দর্য্যের আদর্শ আছে, সেই আদর্শে তোমার বাহিরের সুসৃঙ্খলা ও সুচিক্কণ বিলাসের পদার্থ সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ যে পুষ্প গুচ্ছ দেখিতেছ উহার সমস্ত অংশ একবার বিশিষ্ট রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, সমুদয় দল গুলি কি সম্মিলিত, কি সুচিক্কণ রূপে বিন্যস্ত, তাহাদের কি আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, তুমি যত বার চাহিবে ততই ঐ বাহ্য পদার্থ ভেদ করিয়া এক অলৌকিক বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন হইতে থাকিবে, ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের শোভা দেখিতেই সব ভুলিয়া যাইবে। হায়! মনুষ্য নানা বর্ণে রঞ্জিত, সুচিত্রিত, সুবেশ বিন্যস্ত প্রতিমার চরণে কুসুমাঞ্জলি দিয়া ভক্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐ কুসুমাবলীর ভিতর হইতে এক পরম সুন্দর জীবন্ত পুরুষের অনির্ব্বচনীয় শোভা ও রমনীয়তা বিনির্গত হইতেছে তাহা কেহই দেখিল না। হা নির্ব্বোধ মনুষ্য! তুমি এমন পদার্থ কি না এক মৃত দেবতার চরণে সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলে। পুষ্পদলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমিক ব্যক্তি আহ্লাদ রাখিতে না পারিয়া হাঁসিয়া ফেলে। শত বার দেখিলেও তোমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইবে না। বাস্তবিক উহার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে নয়নের তৃষ্ণা আর নিবারিত হয় না।

ইন্দ্রিয়াসক্ত মনুষ্য! তুমি কি না এমন স্বর্গীয় পদার্থকে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার উদ্দীপক উপায় করিয়া লইলে? হায়! পাপী হৃদয়ে সকলই সম্ভব তাহার আর অসাধ্য কিছুই নাই। স্বর্গে নরক ভোগ ইহাকেই বলে। বাস্তবিক এক বার ভাল পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ কর, তোমার নয়ন পবিত্র হইবে, হৃদয় সৌন্দর্য্যের উৎস পরমেশ্বরে মাতিয়া যাইবে, প্রত্যেক পুষ্প আত্মার প্রেমফুলকে ফুটাইয়া দিয়া ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে চারিদিক্ আমোদিত করিয়াছে দেখিয়া অবাক্ হইবে। যদি সরস সুললিত মনোহর কবিত্ব কোথায় দেখিতে চাও তবে পুষ্পের ভিতরেই দেখিতে পাইবে। কুসুম কলি দর্শন কর তোমার হৃদয়ের গোপনীয় প্রেম ফুল ফুটিয়া তোমাকে হাসাইবে, বিবিধ ভাব লহরী উত্থিত হইয়া তোমাকে বেগে স্বর্গে লইয়া যাইবে। পাপী মনুষ্য! তোমার কলঙ্কিত হস্তে এই দিব্য লাবণ্যযুক্ত স্বর্গীয় পদার্থ সংস্পর্শ করিও না. সাবধান যেন তোমার অপবিত্র সংস্পর্শে ইহার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য বিরূপ হইয়া না যায়। ব্রাহ্মেরা কি এই নির্জীব পরম সুন্দর পদার্থের নিকট ঈশ্বরতত্ত্ব কিছু শিখিতে চান? তবে ইহার ভিতরে পুণ্যময়ের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে ব্রাহ্মেরা এই সুমধুর সাধনটী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ মধুরতা আস্বাদন করুন। মধ্যে মধ্যে পুষ্পোদ্যানে নির্জ্জনতা সম্ভোগ করিয়া প্রেমে বিগলিত হউন।

আখ্যায়িকা।

যৎকালে বুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয় তখন কোন ব্যবসায়ী বণিক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। ইহাতে তাঁহার সন্তান ক্রোধান্ধ হইয়া পিতাকে ঘৃণা করিয়া পাপী বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। সে এই বলিতে লাগিল যে তুমি বেদের ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বিধিহীন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে? নিতান্ত নীচ জাতীয় লোকেরা এই ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া থাকে।

যাহারা সন্ন্যাসীদিগের আশ্রয়ে স্থান পাইবার জন্য লালায়িত হয়, যাহারা কটির বসন সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া আপনাদিগকে সুখী মনে করে, এবং যাহারা ধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপ কিছুই করে না কিন্তু যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই ভোজন করে, তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করার ফল কি?

পিতা বলিলেন যে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। যথার্থ হিন্দু ধর্ম্মে ইন্দ্রিয় শাসন, সত্যপ্রিয়তা, সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া, অবিবেকী হইয়া জাতি নাশ না করা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দান করে; অতএব তুমি আমার ধর্ম্মকে অপমান করিও না যে ধর্ম্মে সকল জীবকে আশ্রয় দান করে। ইহা নিশ্চয় যে দয়ালু হওয়া কখন অবৈধ কর্ম্ম নয়, এবং সমস্ত জীবন্ত জীবদিগকে রক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোন দয়ার কার্য্য আমি জানি না। অতএব হে সন্তান! যদি সেই প্রেম এবং পরিত্রাণের ধর্ম্মে আমি অতিমাত্র আসক্ত হই তাহাতে আমার পাপ কেমন করিয়া হইল।

তথাপি পুত্র পিতাকে অপমান করিতে ক্ষান্ত না হওয়ায় বণিক তাহাকে রাজ সদনে লইয়া গেল, রাজা তাহারা প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে তাহাকে দুই মাস সময় দিলেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে রাজা তাহাকে পুনরায় আহ্বান্ করিলেন এবং তাহাকে শীর্ণ মলিন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক সন্তান বলিল মহারাজ! মৃত্যু দিন দিন নিকটস্থ দেখিয়া আমি আহারাদির বিষয় ভাবিতেও পারি নাই। পরে রাজা বলিলেন আমি এই জন্য তোমার প্রাণ বধের আজ্ঞা দিয়াছিলাম যে তুমি প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ ভয়ের যে কি যন্ত্রণা তাহা বুঝিতে পারিবে, এবং যে ধর্ম্মে সকল জীবকে দয়া করিতে বলে তাহাকে মান্য করিতে পারিবে। মৃত্যুর ভয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া এক্ষণে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভে চেষ্টা করিবে এবং কদাপি তোমার পিতার অবলম্বনীয় ধর্ম্মকে হতাদর করিবে না।

রাজার উপদেশ শ্রবণে বণিক সন্তান মুগ্ধ হইল এবং কিরূপে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সেই সময় নগরে একটী মেলা হইয়াছিল। রাজা বণিক সন্তানের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই আদেশ করিলেন যে তুমি একটী তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া মেলার লোক পূর্ণ রাজ পথের মধ্য দিয়া গমন কর, কিন্তু এক বিন্দু তৈল যেন উছলিয়া ভুমিতে পতিত না হয়। এই বলিয়া সশস্ত্র নরঘাতক দুই জন লোককে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন যে এক বিন্দু তৈল উছলিয়া পড়িলেই তৎক্ষণাৎ তাহারা বণিক যুবার মস্তক ছেদন করিবে। তদনন্তর এই ভাবে সমস্ত রাজ পথ ভ্রমণ করিয়া এক বিন্দু তৈল না ফেলিয়া যখন সে পুনরায় রাজসদনে প্রত্যাগত হইল, তখন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য যখন তুমি রাজপথে ভ্রমন করিতেছিলে তখন কি কাহাকেও তুমি দেখিয়াছিলে?" বণিক যুবক বলিল "আমার মন তৈলপাত্রে বদ্ধ ছিল সেই জন্য আমি অন্য কিছু শ্রবণ ও দর্শন করি নাই।" তখন রাজা বলিলেন "এই রূপে তুমি পরমেশ্বরেতে চিত্ত সম্বদ্ধ করিয়া রাখ। সংযতমনা হইয়া যিনি বাহ্য বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত হন তিনিই সত্যকে দর্শন করেন; এবং দর্শন করিয়া কর্ম্ম ফাঁশ হইতে বিমুক্ত হন। অতএব সংক্ষেপে আমি তোমাকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পথে যাইবার এই শিক্ষা দিলাম।

বহুলোক সমাকীর্ণ রাজপথে গমন করিয়া বণিক যুবা কিছুই শুনিতে এবং দেখিতে পাইল না ইহার কারণ কি? প্রাণ বিনাশাশঙ্কায় তাহার সমস্ত মনোযোগ তৈলপূর্ণ পাত্রে বদ্ধ ছিল এই জন্য জন কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও সে কিছুই শুনিতে এবং দেখিতে পায় নাই। এই রূপ স্থির অবিভক্ত একাগ্রতা সাধন করিতে না পারিলে কোন সত্যই দর্শন করা যায় না। অতএব ঈশ্বর দর্শনের এই পুরাতন উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত অতিশয় মুল্যবান্। বর্ত্তমান ও পুরাকালের বিখ্যাত তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইহাই ধর্ম্ম সাধনের সার। এরূপ একাগ্রতা ব্যতীত সাধন ভজন জীবন শূন্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৭৯৫ শক।

যদি পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া ধার্ম্মিক হইতে চাও, যদি মনে করিয়া থাক এতদূর ধর্ম্ম সাধন করিব ইহার অতিরিক্ত আর যাইব না, অথবা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক যাহা সংসারের সুখের অনুকূল, কেবল সেই পথেই অগ্রসর হইব, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমাদের প্রয়োজন নাই। কেন না ইহাতে সে সকল সুখ পাইবার প্রত্যাশা নাই, ইহার সাধন এবং তপস্যা অনেক সময় মনুষ্যের সুখ বাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি অসার সুখ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধন যায়, মান যায়, সর্ব্বস্ব যায়, তথাপি ঈশ্বর যে দিকে নেন সেই দিকে যাইব, কোন মতেই তাঁহাকে ছাড়িব না, এই দৃঢ় সংকল্প করিয়া থাক, তবে এস ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরয়িতা ঈশ্বর তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। এই ধর্ম্ম সাধন করিলে হয়ত অনেক সময় তোমাদের ইচ্ছার বিপরীত, ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে এবং এমন সকল কার্য্য করিতে হইবে যাহা দেখিয়া পৃথিবীর স্বার্থপর এবং বুদ্ধিমান্ লোকেরা তোমাদিগকে উপহাস এবং নির্য্যাতন করিবে; কিন্তু ব্রহ্ম হস্তে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ হইবে, সহস্র দুঃখ নির্য্যাতনের মধ্যেও ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে পুণ্য শান্তি বিধান করিবেন, যদি এই আশা করিয়া ঈশ্বরের দয়ায় নির্ভর করিতে পার, তবে নির্ভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন কর, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। যাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগত হইতে প্রস্তুত নহে, তাহারা নিজের বাসনা কিম্বা নিজের বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া হয়ত সাংসারিক সুখ ভোগের উপায় বলিয়া এক প্রকার পার্থিব ধর্ম্ম সাধন করে, অথবা সংসারকে ধর্ম্মের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত করিয়া স্ত্রী পুত্র, জন সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে জীবন যাপন করে। কিন্তু এই উভয় দিকেই বিপদ এবং উভয়ই ভক্তের একান্ত পরিহার্য্য। এই সভ্যতার সময় বিরাগী হইয়া প্রায় কাহাকেও অরণ্যে যাইতে দেখা যায় না; অতি অল্প লোকই এখনও এতদূর অনাসক্ত যে ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে সংসার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সংসারাসক্তি যেমন ধর্ম্ম জীবনে মহা বিপদ, অরণ্যেও তেমনি রাশি রাশি বিঘ্ন। সেখানে কেবল জড় প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে অনেকের মন নিস্তেজ হয় এবং উপদেষ্টা কিম্বা পাঁচজন সাধু বন্ধু না থাকাতে মনের অন্ধকার এবং নিরুৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া নানা প্রকার কুচিন্তা এবং পাপাভ্যাসে জীবন কলুষিত হয়। এ সমুদায় বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধু ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র এবং ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিবার মধ্যে বাস করেন; কিন্তু দেখিতে পান, পরস্পরের মধ্যে অপ্রেম, অশান্তি বৃদ্ধি হইতেছে, এবং পাপের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে হৃদয়ের পুষ্প সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে, আর তাঁহারা একত্র থাকিতে পারেন না। এই রূপে তাঁহারা কখনও সজন হইতে নির্জ্জনে, এবং কখনও নির্জ্জন হইতে সজনে যাতায়াত করেন; কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তন কদাচ ভক্তের নিরাপদ অবস্থা নহে। ভক্ত সন্ধিস্থলে বাস করেন, সজনতার মধ্যে তাঁহার নির্জ্জনতা, এবং নির্জনতার মধ্যে তাঁহার সজনতা। তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের এমন এক খণ্ড ভূমির উপর দণ্ডায়মান, যাহা অবলম্বন করিলে সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাইতে হয় না। সেই ভূমি কি? ঈশ্বরের অভয় চরণ। যেখানে নর নারী কেহই নাই, ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া ভক্ত সেই গভীর নির্জন স্থানে তাঁহার অসংখ্য ভাই ভগ্নীকে নিকটে দেখিতে পান; আবার যেখানে গভীর জনতা এবং ভয়ানক কোলাহল, তাঁহার সম্মুখস্থ সেই শত শত নর নারীর শরীর এবং শারীরিক রূপ লাবণ্যের প্রতি ভক্তের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই—সেখানে ভক্ত কেবল এই অনুভব করিতেছেন যে, তিনি এবং তাঁহার নিরাকার স্বর্গরাজ্য ভিন্ন আর কিছুই নিকটে নাই। যে সকল সাধক এই স্থানের আশ্রয় পায় নাই, তাহারা কখন ২।৪ সোপান উপরে উঠিতেছে, এবং কিছু কাল থাকিয়া আবার পড়িয়া যাইতেছে, কখন তাহারা নির্জনে যাইতেছে, কখন তাহারা সজনে আসিতেছে, কখন কয়েক জন বন্ধু লাভ করিয়া হাঁসিতেছে, কখনও আবার তাহাদিগকে হারাইয়া কাঁদিতেছে, এই রূপে তাহাদের জীবনে কেবলই পরিবর্ত্তন। বন্ধুগণ! এই অবস্থায় কি তোমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পার? আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেহই এই অবস্থায় থাকিতে চাও না, অতএব তোমাদিগকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, আর তোমরা নিজের বাসনা এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্ম সাধন করিও না, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ কর, অভয়পদ লাভ করিবে। যাহারা নিজের রুচি এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নী এবং বন্ধু বান্ধব সকলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া অবশেষে সুচারু নিয়মে ধর্ম্ম সাধন করিব এই রূপ মনে করে, জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা তাহারা অবগত নহে। সাংসারিক ভাবে সকলকে আমাদের বন্ধু করিয়া দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হয় নাই। সাংসারিকতা যে পাপ তাহা চিরকালই পাপ থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিলে সাংসারিক লোকদিগের প্রসন্নতা পাইব, ইহা মনে করা নিতান্ত দুরাশা। নিরাকার ঈশ্বরের

পূজা করিলে পৌত্তলিক জগৎ আমাদিগকে উন্মাদ, ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহাস করিবেই; এবং স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি সকলের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে, তাঁহাদের হস্তে আমাদিগকে কঠোর ব্যবহার সহ্য করিতেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সকল দিক্ অনুকূল হইবে, কদাচ এরূপ মনে করিও না। যাহারা মনে করে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিলে এ সকল সাংসারিক সুখ পাইব, তাহাদের আশা কখনও সুসিদ্ধ হইবে না, কেন না যাহারা ঈশ্বরের বিরোধী এবং সংসারাসক্ত তাহারা চিরকালই বিষ পান করাইয়া ভক্তের প্রাণ বধ করিতে উদ্যত। তুমি দু দণ্ড উপাসনা কর, তাহারা উপহাস করিয়া বলিবে এ ব্যক্তি কি করিতেছে? কেহ কোথাও নাই, শূন্য মধ্যে কাহাকে ডাকিতেছে? কি বলিতেছে? এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে। এ সকল কথা শুনিয়া কি তুমি উপাসনা করিতে পার? যেখানে তোমার নিজের পিতা মাতা, এবং নিতান্ত আত্মীয় এই রূপে তোমাকে আঘাত করিতেছেন, সেখানে কিরূপে তুমি তোমার মন সুস্থির রাখিবে? যাহারা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, কিম্বা ঘোর সংসারী, তাহাদের নিকট বসিয়া কি দুর্ব্বল মনে সেই উচ্চ ব্রত উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু ভাই! জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি লোকভয় নহে? কেন, লোকের নিকট উপাসনা করিতে তেমন ইচ্ছা হয় না? ইহার কারণ কি এই নহে লোকে যে আমাকে ক্ষিপ্ত বলিবে ইহা আমার সহ্য হয় না? নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান করিতে তোমাদের ইচ্ছা হয় ইহা মানি; কিন্তু অধিক ক্ষণ ধ্যান কর লোকে তোমাদিগকে দেখিয়া হাঁসিবে। তাহারা পরিহাস করিয়া বলিবে এ ব্যক্তি এতক্ষণ কি ভাবিতেছে? আধ্যাত্মিক নিরাকার বস্তুতে এমন কি শোভা আছে, যাহা মনুষ্যকে এতক্ষণ ভুলাইয়া রাখিতে পারে? কিম্বা প্রাতঃকালে ৬ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মোৎসব কর, এবং অবশেষে "গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর" এই ভাবের সঙ্গীত কর, লোকে বলিবে ইহারা নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর লোকে এই চায়, ধর্ম্ম সাধন কর ক্ষতি নাই কিন্তু যাহাতে সংসারের সুখে বঞ্চিত থাকিতে হয় এরূপ কোন কার্য্য করিও না। যদি উপাসনায় উন্মত্ত হইয়া অন্ন বস্ত্র না পাও এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার হারাইতে হয়, তবে সে উপাসনায় প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মের অনুরোধে সংসার পরিত্যাগ করিও না, কিন্তু সংসারের আজ্ঞা লইয়া অল্প অল্প ধর্ম্ম সাধন কর, ইহাই পৃথিবীর পরিমাণে ধার্ম্মিকতা; কিন্তু আমি আরম্ভেই বলিয়াছি, যদি পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া ধার্ম্মিক হইতে চাও তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমাদের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর কেমন সুন্দর, যদি একবার তোমরা জীবনে দেখিয়া থাক, তবে অবশ্যই তোমরা পৃথিবীর এই পরিমাণ ঘৃণা করিবে। আমরা যে পথে যাইতেছি ইহা উন্মত্ততার পথ। ঈশ্বরের প্রেমসুধা পান করিয়া কি কেহ সংসারী কিম্বা অপ্রেমিক থাকিতে পারে? প্রেমসিন্ধু পিতার এই নিয়ম যে, তাঁহাকে দেখিলেই পুত্র কন্যার মন প্রেমে মত্ত হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের দয়া দেখিয়া যদি আমাদের মন মোহিত না হয় তবে কিরূপে আমরা তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব? সমস্ত দিন রাত্রি যদি পিতার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা সাগরে নিমগ্ন থাকিতে না পারি, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া আমাদের কি লাভ হইল? যে পরিমাণে তোমরা ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইবে, সেই পরিমাণে জগতের লোক তোমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহাস করিবে, কিন্তু যে পরিমাণে জগৎ তোমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে সেই পরিমাণে তোমরা ঈশ্বরের নিকট আদরণীয় হইবে এবং যে পরিমাণে সংসার তোমাদিগকে শত্রু জানিবে, সেই পরিমাণে ঈশ্বর তোমাদিগকে মিত্র জানিবেন। ইহাতে এই কথা বলা হইতেছে না, যে তোমরা সংসারের লোকের প্রতি শত্রুতা করিবে। তাঁহারা হয়ত তোমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিবেন; কিন্তু তোমরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে স্বর্গের প্রেমামৃত দান করিতে প্রস্তুত থাকিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এত ভাল বাসেন, যে সেই সংসারকে তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করিতে ব্যাকুল। মায়ার সংসার আর থাকিবে না; তাঁহার অনুগত সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকাদিগের চেষ্টায় পৃথিবীতে ধর্ম্মের সংসার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই শুভ দিন আসিয়াছে, যখন নর নারীর হৃদয়ে আর পাপাসক্তি থাকিবে না; কিন্তু সকলে স্বর্গীয় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পুণ্যের সংসারে বাস করিবেন এবং আনন্দ মনে ধর্ম্মের পরিবার সঙ্গঠন করিবেন। যাঁহারা এখন খড়্গ লইয়া আমাদিগকে কাটিতে আসিতেছেন, তাঁহারাই এক দিন ব্যাকুলিত হইয়া এই পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিবেন। তখন ঈশ্বরের দয়ায় শত্রুমুখে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং," এই জয়ধ্বনি শুনিয়া আনন্দে আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবে।

হয়! এমন দিন কি হবে যখন জগদ্বাসী সকলেই, এক হৃদয় হইয়া ব্রহ্মের জয় ধ্বনি করিবে? নিশ্চয়ই এক দিন জগতে সেই শুভ সময় আসিবে যখন সমস্ত পৃথিবী স্বর্গ হইবে। আমরা হয়ত মৃত্যুর সময় তাহা দেখিয়া যাইতে পারিব না; কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে এখন যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, ইহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি যে আমরা স্বর্গের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া যাইব, অন্ততঃ

কতকগুলি ভাই ভগ্নীকে পিতার প্রেমে উন্মত্ত দেখিয়া যাইব। বন্ধুগণ! বারম্বার তোমাদিগকে বলিতেছি, আর সংসারের দাস, দাসী থাকিও না, ধন যায়,মান যায়, সর্ব্বস্ব যায়, ক্ষতি নাই, লোকে ক্ষিপ্ত বলিতে চায় বলুক, পিতার প্রেমে উন্মত্ত হও! যদি সংসারের অনুরোধে পিতাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, বিষবৎ সেই সংসার পরিত্যাগ কর। প্রিয়তম ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া, শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা চরিতার্থ করিলে যদি জগৎ আমাকে সুপণ্ডিত বলে, সে সুখ্যাতি আমি চাহি না। আমার আত্মা ঈশ্বরধনে বঞ্চিত রহিল, আত্মার দরিদ্রতা ঘুচল না, কিন্তু শরীর পুষ্ট এবং সুন্দর হইল, ইহাতে যদি কেহ আমাকে ধনী বলে, সে ব্যক্তি অন্ধ। যদি ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত হইলে সংসার হারাইতে হয় সে সংসারে আমার কায নাই, যদি সর্ব্বদা উপাসনা করিলে মানুষ আমাকে বধ করিতে চায় করুক, পিতার কাছে থাকিলে আমার ভয় কি? পৃথিবীর লোক এই উন্মত্ততা সহ্য করিতে পারে না; এই কথা লইয়া তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার আন্দোলন, বিবাদ হইবে আমি জানি, কিন্তু পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া আমরা ধার্ম্মিক হইতে চাহি না। সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের হইলে পৃথিবী আমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে, কেন না পৃথিবীর লোক জানে না ব্রহ্ম কেমন বস্তু এবং ব্রহ্ম নামে কত সুধা। আবার বলি পিতার প্রেমে উন্মত্ত হও, ভক্তি সুধা পান করিতে করিতে অন্তরের সমুদয় দুঃখ পাপ দূর কর। কেহ যদি বলে যথেষ্ট হইয়াছে আর পান করিও না; তাহার কথায় ভুলিও না, কারণ সে তোমার মহা শত্রু। এই রূপে পিতার প্রেমে প্রেমিক হইলে আমরা সকলেই সুখী হইব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

২৩শে আষাঢ়, রবিবার, ১৭৯৫ শক।

পাপের মূল আমাতে, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরেতে। পাপ করিবার সময় শুদ্ধ আমার নিজের ইচ্ছাই যথেষ্ট; কিন্তু ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন লাভ করা অসম্ভব। নরকের পথিক হইলে আমিই আমার পথ প্রদর্শক; কিন্তু ধর্ম্ম পথের নেতা ঈশ্বরের সহায়তা ভিন্ন কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসার রজ্জুতে বদ্ধ হইতে হইলে কেবল আমার নিজের বুদ্ধি এবং নিজের চেষ্টার প্রয়োজন; ঈশ্বরকে লইয়া সংসারের মধ্যে স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করিতে হইলে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার সাহায্য আবশ্যক। অপবিত্র এবং নিরানন্দ থাকা আমার অধিকার, কিন্তু আমাকে পবিত্র এবং প্রফুল্ল রাখা সম্পূর্ণরূপে দয়াময়ের কার্য্য। যেখানে কেবল 'অহং' সেখানেই পাপ এবং অপবিত্রতা, আর যেখানকার সকলই 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' সেখানেই পরিত্রাণ। আত্মাকে ব্যাধিগ্রস্থ এবং বিকৃত করা আমার হাতে, ইহাকে প্রকৃতিস্থ এবং অমর করা ঈশ্বরের হাতে। সংক্ষেপে এই বুঝিয়া লও পাপের মূল আমি, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর। মহাপাতকীও প্রতিদিন দেখিতেছে, যে মরিবার ক্ষমতা তাহার হস্তে; কিন্তু তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার যে শক্তি তাহা ঈশ্বরের, কেন না সে জানে যে ইচ্ছা করিলেই সে মরিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন, সে নিতান্ত ইচ্ছা করিলেও বাঁচিতে পারে না, সেই রূপ ইচ্ছা করিলেই আমি পাপ করিয়া ফেলিতে পারি; কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন ইচ্ছা করিলেই আমি সাধুভক্ত জীবন লাভ করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার অর্থ এই নহে, যে আমি নিশ্চেষ্ট থাকিলেও অথবা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি দয়া গুণে আমাকে উদ্ধার করিবেন। কেহ কেহ এই কথা বলে, যে আমি ভাল হইতে চাই আর না চাই, যখন ঈশ্বরের দয়া হইবে তখন আপনি ভাল হইয়া যাইব, আমার প্রতি এখনও ঈশ্বরের করুণা হয় নাই,তাই আমার কুমতি যাইতেছে না। ইহা একটী নিতান্ত ভয়ানক ভ্রম। ঈশ্বরের করুণার কি বিরাম আছে? তাঁহার করুণা কি কখন হয়, এবং কখন হয় না? ব্রাহ্ম নাম লইয়া কিরূপে মানিব যে ঈশ্বর এক সময় দয়া করেন, আর এক সময় দয়া করেন না। তবে কি ইহা সত্য যে ঈশ্বরের দয়ার বিরামই আমাদের পাপের কারণ? ইহা অসম্ভব, কেন না ঈশ্বর নিজে যেমন সময়ে বাস করেন না, তাঁহার দয়াও সময়ে বদ্ধ নহে। তাঁহার অনন্ত দয়া সময় নির্ব্বিশেষে সমস্ত মনুষ্য জাতির উপর বর্ষিত হইতেছে। রাজা, প্রজা, মূর্খ, জ্ঞানী, সাধু অসাধু সকলেরই ঘরে সেই প্রেম আসিতেছে। প্রত্যেকের উপর সেই প্রেম চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িতেছে, যাহারা চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাকে, তাহারা কিরূপে ইহা দেখিবে? অতএব পাপে অন্ধ হইয়া, সাবধান কেহই এই কথা বলিও না, যে ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করিলেন না, তাই তুমি পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছ। দয়াময়, তাঁহার বিপথগামী, বিপন্ন সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য দিবা রাত্রি, সর্ব্বত্র বেড়াইতেছেন, পাছে কোন পাপী তাঁহার আশ্রয় না পাইয়া মরিয়া যায়, এই জন্য তিনি প্রেম-সিন্ধু হইয়া প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে বাস করিতেছেন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁহার পূর্ণ অবিভক্ত প্রেম। যখন উপাসনা করিতে পারি না, আমার হৃদয় নিতান্ত নীরস এবং প্রেম শূন্য হয়, তাঁহার দয়া তখনও নিবৃত্ত হয় না। যে দিন আমাদের উপাসনা ভাল হয়, সেই দিন ঈশ্বরের করুণা

দেখিয়া আমাদের প্রেম উথলিয়া উঠে, এবং বলি যে আজ আমার উপর ঈশ্বরের বড় দয়া হইল; কিন্তু অন্য দিন যখন পাপে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাই; সে দিন যে ২৪ ঘন্টা আমার ঘরে বসিয়া তিনি কত দয়া করিলেন তাহা দেখি না অথবা দেখিয়াও কিছু মাত্র তাঁহার মর্য্যাদা করি না। অতএব আমার প্রতি ঈশ্বরের করুণা হয় নাই, কেহই এরূপ মিথ্যা কথা মুখে আনিও না। ঈশ্বরের করুণা নিমিষের জন্যও অবরুদ্ধ হইতে পারে না, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ এবং দুর্ম্মতির অধীন হইয়া সেই প্রেম সুধায় বঞ্চিত হই। যাঁহারা সাধু তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমে মোহিত থাকেন। এবং নিমিষের জন্যও সেই প্রেম অস্বীকার করিতে পারেন না, তাঁহাদের সমস্ত জীবন 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' এই মহা সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দান করে। যেখানে বিনয়, প্রেম, ভক্তি এবং আনুগত্য সেখানেই দিবানিশি ঈশ্বরের পুণ্য এবং শান্তি বাস করে। 'প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে ভকত হৃদয় জাগে।' যে হৃদয়ে অহঙ্কার এবং ধর্ম্মাভিমান, সেখানে কেবলই অন্ধকার এবং অশান্তি। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যখন আমরা নিজের বুদ্ধিতে জীবন ধারণ করি তখনই আমাদের অধোগতি। কেন না আমাদের যাহা কিছু উন্নতি এবং সাধুতা সেই সমুদয়ের মূলে ঈশ্বর, আমাদের নিজের কিছুই নাই। সাধক কেবল ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া থাকেন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মজীবন গঠন করেন। ইহাই পরিত্রাণের মূল শাস্ত্র। সুতরাং আমরা যখন উদ্ধত হইয়া মস্তক উন্নত করি, আমাদের দুর্ব্বিনীত হৃদয় আর তখন ঈশ্বরের দয়া উপভোগ করিতে পারে না। যখনই আমরা অবিনয়ী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে বাধা দিই, তখনই আমাদের সম্পর্কে সেই স্বর্গীয় স্রোত রুদ্ধ বোধ হয়। সেই অবস্থাতেই আমাদের হৃদয় দুর্ব্বল হয়, এবং সহজেই রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে। তখন মনে করি আর বুঝি আমার উপর ঈশ্বরের দয়া নাই। আবার যখন সেই দুরবস্থা দূর হয়, তখন বলি ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় হইলেন। ইহার অর্থ কি এই যে তিনি পূর্ব্বে সদয় ছিলেন না। ঈশ্বরের দয়া কি কখনও রুদ্ধ থাকিতে পারে, না ইহা কদাচ বিচলিত হইতে পারে? আমরা সাধু হইলে তিনি দয়া করিবেন, নতুবা আমাদের প্রতি নির্দ্দয় থাকিবেন, ঈশ্বর কি কখনও এরূপ করিতে পারেন? আমাদের চরিত্রের দোষ গুণে কি তাঁহার দয়ার হ্রাস বৃদ্ধি অথবা উন্নতি অবনতি হয়? পূর্ণ প্রেমের আধার ঈশ্বরে কোন পরিবর্ত্তন নাই, আমরাই নিজের চক্ষের দোষে তিনি যেমন ঠিক সেই রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার দয়া যেমন, চিরকাল তেমনই রহিয়াছে; আমরাই মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া কখন কখন সেই প্রসন্ন বদন দেখিতে পাই না। কিন্তু যাই পাপান্ধকার চলিয়া যায় তখনই সেই প্রেমমুখ দেখিয়া প্রফুল্ল হই। তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সাধকের ইচ্ছার যোগ হয়। একবার সেই অতুল প্রেমানন দেখিলে আর ভক্তের ভয় থাকে না, তখন তিনি মহা পরাক্রান্ত বীরের ন্যায় বলেন, কাম রিপু! তুমি এখনিই বশীভূত হও। ক্রোধ! তুমি দূর হও। এই ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনির ন্যায় নিদারুণ কথা শুনিবা মাত্র সেই রিপু দ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া যায়। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে; কিন্তু ইহাই যথার্থ বিনীত ব্রাহ্মের কথা। মনুষ্যের আন্তরিক দুর্দ্দান্ত রিপু সকল বধ করিয়া জগৎকে তাঁহার কথার বল দেখাইবার জন্য এই রূপে ঈশ্বর সাধকের মধ্যে কথা রূপে প্রকাশিত হন। ভক্তের হৃদয় মধ্যে থাকিয়া যখন ঈশ্বর কথা বলেন তখন অসম্ভব সম্ভব হয়। এক কথাতে পর্ব্বত চূর্ণ হয়, ঘোর নারকীর মহাপাপরূপ পাষাণময় পর্ব্বত বরফের ন্যায় গলিয়া যায়। সেই কথা শুনিয়া যখন ভক্ত বলেন, হে অলজ্জ্য পর্ব্বত! তুমি দূর হও, ইহা অমনই স্থানান্তরিত হয়। পৃথিবীর লোক বলিবে, ইহা সাধকের কথা; কিন্তু ভক্ত বিলক্ষণ জানেন যে ইহা তাঁহার কথা নহে। কেন না মনুষ্যের সাধ্য কি যে সে আপনার বলে ব্রহ্মের কথা বলে? হিমালয়ের যিনি রাজা তাঁহার কথাই হিমালয় শুনে; যে সাগর রাজা কেনিউটের কথা অমান্য করিয়াছিল, তাহার সাধ্য কি যে ঈশ্বরের কথা অবহেলা করে। শিশুকাল হইতে পর্ব্বত সমান রাশি রাশি পাপ করিয়াছি; কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যদি বলিতে পারি, ঈশ্বরের আজ্ঞা হইয়াছে আর পাপ করিব না এখনিই ঈশ্বরের পবিত্রতায় আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইবে। ঈশ্বরের প্রেম এবং অনন্ত ক্ষমা গুণে সকলই সম্ভব হয়, তিনি ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন করেন। ভক্তের হৃদয় হইতে ঈশ্বরের বল বিনিঃসৃত হয়। ব্রহ্ম বলে যিনি বলী তাঁহার কথায় পর্ব্বত স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যিনি অহঙ্কারী, সেই পর্ব্বত তাঁহার মস্তক চূর্ণ করে। সাধক দয়াময় নাম লইয়া যদি সমুদ্রকে কিছু বলেন, সমুদ্র তাহা শুনে, কেন না ভক্ত সাধকের দ্বারা ঈশ্বর স্বয়ং কথা বলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্র পাপও ঈশ্বরের কথা বুঝিতে পারে। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম কথা শুনিতেছে এবং তাহা পালন করিতেছে, পাপের সাধ্য কি যে তাহাকে স্পর্শ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মমন্দিরে যায়, ব্রহ্ম সঙ্গীত করে, ব্রহ্ম পূজা করে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে, সাধু সঙ্গ করে, এবং নির্জ্জন সাধনও করে অথচ মনে মনে ঈশ্বরের কথা অগ্রাহ্য করে, এবং সর্ব্বদাই বলে যে আমি কাম, ক্রোধ, পরিত্যাগ করিতে পারি না, পাপ তাহাকে আরও গাঢ়-

তর রূপে আলিঙ্গন করে। অতএব যদি পাপ হইতে বাঁচিতে চাও তবে কাল্ নয়, আজ্, এ রাত্রেই, এখনই সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বল, আর এই পাতকপূর্ণ নরকময় জীবন রাখিব না। আর এই দুর্গন্ধময় পাপের মধ্যে বাস করিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, এই মুহূর্ত্ত হইতে ঈশ্বর আমার হইলেন আমি ঈশ্বরের হইলাম। নতুবা যে ব্যক্তি ১২ ঘন্টা পাপের মধ্যে বাস করিতে চায়, সে কদাচ কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারে না। যদি তোমরা ব্রহ্ম সহবাসে থাকিতে সংকল্প না কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এখন পর্য্যন্ত তোমাদের ইচ্ছা হয় নাই। যদি তোমাদের মনে স্বর্গে বাস করিবার জন্য পবিত্র ইচ্ছা বলবতী হয়, পাপের সাধ্য নাই যে তোমাদের অন্তর কলঙ্কিত করে। পাপের মূল তোমার ইচ্ছা, ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর। তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া বল, পাপ! তুমি এস, আর খানিক ক্ষণ তোমার সেবা করি, পরে ধর্ম্ম সাধন করিব, তাহা হইলে পাপ কেন তোমাকে ছাড়িবে। অতএব এই মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও এবং জয় জগদীশ বলিয়া এক এক বার ব্রহ্মাস্ত্র ঘুরাও, দেখিবে রিপু যতই কেন মহাবীর হউক না ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পরাস্ত হইয়া যাইবে। একবার ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং বলিয়া রণ ক্ষেত্রে অবতরণ কর, দেখিবে ক্ষণেকের মধ্যে ব্রহ্মাগ্নি সংস্পর্শে রিপু সকল আপনাপনি দগ্ধ হইবে। উপাসকগন! তোমরা কি ব্রহ্মোপাসনার বল দেখ নাই, কত যত্ন করিয়া তোমরা যে পাপ দূর করিতে পার নাই, ব্রহ্ম নামে তাহা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়াছে, জীবনে কি ইহার শত সহস্র প্রমাণ পাও নাই? তবে কেন আর কল্পিত বিনীত ভাবে বলিবে যে আমি কিছুই করিতে পারি না। যিনি বলেন যে পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না তিনি অহঙ্কারী নহেন, তিনি বাস্তবিক বিনীত ব্রহ্মসন্তান। কেন না, তিনি তাঁহার নিজের বলে কথা বলেন না, কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় পিতার কথা শুনিয়া তিনি দুর্জ্জয় পাপকে দমন করেন। ব্রহ্ম নামের জয় ধ্বনি করিতে করিতে তিনি রিপুকুল ধ্বংশ করেন। তিনি জানেন তাঁহার পিতার বলে সকলই সম্ভব হয়, এই জন্য তিনি প্রাণপণে ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং বলিয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতার জয় ধ্বনি করেন! এই রূপে ভক্তের প্রাণগত চেষ্টা এবং ঈশ্বরের কৃপায় পাপ পরাজিত হইয়া মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়।

ধর্ম্ম শিক্ষা।

মানব জাতি, চিরকাল স্বীয় স্বীয় বিশ্বস্ত ধর্ম্মের মত আচার প্রণালীই কেবল শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বহুদর্শী উপদেষ্টাগণও কতক গুলি ঘটনা ও বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান ভাব ও অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের মত শিক্ষা দেওয়াই পৃথিবীর সাধারণ ধর্ম্ম শিক্ষা ও প্রচারের প্রণালী। কিন্তু এরূপ উপায় জীবনশূন্য, উপদেষ্টার জীবনও মৃত ও যাহারা উপদেশ পায় তাহাদের হৃদয়ও কিছু জীবন লাভ করিতে পারে না। কতকগুলি মতের দ্বারা কিম্বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারা জীবনের কোন অংশে আর বিশেষ উপকার দেখা যায় না। বুদ্ধির উদ্ভাবনী শক্তিতে মতের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় সত্য এবং অপরের নিকট সত্য শিক্ষা করিলে কেবল বুদ্ধিই সুমার্জ্জিত হয় এবং মনের প্রশস্ততা ও বিকাশ হয় মাত্র কিন্তু তাহাতে হৃদয় উত্তেজিত হয় না। ইহাও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীর সমুদায় তত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ লোক জীবন সমর্পণ করে না, কিন্তু অতি অল্প লোকই কোন বিষয়ের উচ্চতা উপলব্ধি করিতে উদ্যত হয়। যাঁহারা সেই সেই বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব পান তাঁহারাই জগতে সাধারণ লোকের নিকট শিক্ষক ও উপদেষ্টা রূপে পরিগণিত হন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও লোকে এই রূপে উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তিগন আবার পূর্ব্বতন মহানুভবদিগের চিন্তা, ভাব জ্ঞানালোক লইয়া আপনাদিগকে সমুন্নত করিয়া উপদেষ্টার পদ গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন। যাহারা বিদ্যাতে অধ্যয়নে অভিজ্ঞতা ও চিন্তা শক্তিতে বিশিষ্ট রূপে পরিণত, পৃথিবীতে তাঁহাদিগকেই প্রকৃষ্ট রূপে ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া সম্ভ্রম ও ভক্তি করে। তাঁহারা কেবল মনুষ্যকে পুরাতন জীবন শূন্য মত ভিন্ন আর কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন না; সত্য কেহ শেখাইতে পারে না; সুতরাং যাহারা শিক্ষা পায় তাহারা সেই মতের মধ্যে জীবন কি অমৃত অথবা নূতনত্ব কিছুই অনুভব করিতে পারে না। অতএব এরূপ শিক্ষা প্রণালী জীবন্ত ধর্ম্মের অনুমোদনীয় নহে। কেন না অপরের নিকট হইতে ধর্ম্ম মত শিক্ষা করিলে, বিশ্বাসের অলৌকিক অ লোকে কেহ আলোকিত হইতে পারে না এবং ঈশ্বরের সহিত আত্মার জীবন্ত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধও প্রতীতি করিতে সমর্থ হয় না। সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যাহাতে আত্মা এমন ভাবে প্রস্তুত হয় যে সত্য তখন আপনিই উপলব্ধি করিয়া আনন্দে প্লাবিত হয়, সই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যাহাতে হৃদয় এরূপ ভাবে গঠিত হয় যে সহজেই আত্মা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সত্যের প্রস্রবণ নিজেই সম্ভোগ করে। সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, যাহাতে ধর্ম্ম জীবন আপনিই পরিবর্দ্ধিত হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হয়, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যাহাতে

মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত এরূপ যোগ উপলব্ধি করে যে স্বয়ং ঈশ্বরই সকল সত্য শিক্ষা দেন। আত্মার যে অবস্থা হইলে ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওয়া যায় সেই শিক্ষা প্রণালী যথার্থ। হৃদয় এমন ভাবে পরিপুর্ণ হইবে যাহার মধ্য দিয়া সত্য চিরকালই নূতন বলিয়া প্রতীত হয়; ইহাই ধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী। বাস্তবিক তাঁহারাই প্রকৃত গুরু ও উপদেষ্টা, তাঁহারাই যথার্থ ধর্ম্ম প্রচারক যাঁহারা মনুষ্যকে শিক্ষা দিতে চাহেন না, কিন্তু এমন ভাব লোকের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেন যে তাহারা আপনার আত্মার ভিতরে চাহিলে সকলই প্রকাশিত দেখিতে পায়। তাঁহারাই প্রকৃত গুরু যাঁহারা শিক্ষা দিতে চাহেন না, কিন্তু নিজে শিক্ষিত হইতে চাহেন। প্রকৃত উপদেষ্টারা শিষ্যদিগের মন এরূপে প্রস্তুত করিয়া দেন, যে তাহারা আপনারাই ঈশ্বরকে চিনিয়া লয়, নিজেই সত্য দেখিয়া গ্রহণ করে, ঈশ্বরের আলোকে আপনিই সকল মত স্থাপন করিয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করে। তাঁহারাই যথার্থ গুরু যাঁহাদের বাক্যে কেবল জ্বলন্ত অগ্নিময় বিশ্বাস ও স্বর্গীয় বল, যে বাক্য শুনিলে লোকের মন উৎসাহিত হইয়া উঠে, মৃত জীবনে জীবন সঞ্চার হয়, হৃদয়ের ভিতরে এক স্বর্গীয় আলোক প্রবিষ্ট হয়। যাঁহারা ঈশ্বরের চিহ্নিত প্রচারক তাঁহারা লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া গুরু-মন্ত্র প্রচার করেন না, কেবল ঈশ্বরের ভাবের নিকট কোন রূপে মনুষ্যকে লইয়া যাইতে কৃতার্থ হন। বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ প্রচার প্রণালী না হইলে মৃত নিদ্রিত জগৎ জীবন্তও জাগ্রৎ হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মেই কেবল এই রূপ শিক্ষা প্রণালী লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল এই রূপে মনুষ্যকে শিক্ষা দিতে চাহেন। অতএব যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারক তাঁহারাও এই রূপে শিক্ষা দিন এবং যাঁহারা শিক্ষিত হইতে চাহেন তাঁহারাও এ প্রকার শিক্ষা লাভ করুন।

সম্বাদ।

গত কল্য চুমুরি পুকুর ব্রাহ্মসমাজের ৪র্থ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত উপাসনার কার্য্য করেন। ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মের বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই বিমুগ্ধ থাকেন বলিয়া এমন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিয়াও প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে পারেন না, এ ধর্ম্মের যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় ততই অতুল আনন্দ সম্ভোগ হয়। এই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট হৃদয় গ্রাহী উপদেশ দিয়াছিলেন! কলিকাতার ব্রাহ্মেরা সম্বৎসর কাল অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসব উপভোগ করেন।

প্রচারক ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণ হিমাচলে পিতার প্রসাদ বারিতে স্নান করিয়া তাহা হইতে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহারা গুপ্ত বারি নামক এক ক্ষুদ্র স্রোত কূলে বসিয়া উপাসনা করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। দুই বৃহৎ পর্ব্বত প্রাচীরের মধ্যে এই স্রোত এবং স্থানটী অল্প অন্ধকারাবৃত অতি নির্জ্জন।

আমাদের আচার্য্য মহাশয় বন্ধুগণ সহিত গত পরশ্ব দিবসে ডেরাডুন হইতে লাহোর যাত্রা করিয়াছেন।

বাবু গৌরগোবিন্দ রায় ময়মনসিংহ হইয়া সিরাজগঞ্জে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমালয়ে পাচম্বা নামক পর্ব্বতের উপরে বাস করিতেছেন। তিনি কি ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ের প্রতি নিরাশ হইয়া এই রূপে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া, একাকী ঈশ্বর সাধনে নিযুক্ত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন? তিনি একবার কলিকাতা সমাজের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যান। বাবু কেশবচন্দ্রের সহিত ঐ নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার একবার দেখা হইলে আমরা সুখী হই।

কড়কিতে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

ভাগলপুরের ব্রাহ্মগণ উপাসনার প্রতি ক্রমে ক্রমে অতিশয় শিথিল ভাব ধারণ করিতেছেন। যখন পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মগণ পুনর্ব্বার জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়া, উপাসনার মধুরতা সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ভাগলপুর যদি মৃত শুষ্ক ভাব ধারণ করেন তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়।

বিদেশস্থ যে সকল যুবা ব্রাহ্মগণ কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বহুদিন হইতে উপাসনার প্রতি বিশেষ অনাদর লক্ষিত হইতেছে। অনেকে নিত্য উপাসনা করেন কি না সন্দেহ স্থল। তাঁহারা আর কতদিন এইরূপ উপাসনা বিহীন ও জীবনশূন্য হইয়া কাল যাপন করিবেন?

জিয়াগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু থান সিংবয়দ প্রচারের সাহায্য জন্য ১০) দশ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞার সহিত এই দান স্বীকার করিতেছি। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থার কথা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আমরা প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কলিকাতা ও বিদেশস্থ সকল ব্রাহ্মদিগকে জানাইতেছি যে, এ বৎসর অধিকাংশ প্রচারকই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য নানা স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরিবারেরা প্রায় সকলেই কলিকাতায় আছেন। যাহাতে প্রচারকদের পরিবারেরা অন্ন বস্ত্র অভাবে কষ্ট না পান ব্রাহ্ম মহোদয়গণের সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইয়াছে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই কার্ত্তিক মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ। ২০ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৭৯৫ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।৶ মফস্বল ৩৷

প্রার্থনা।

হে আনন্দময় অমৃত নিকেতন হৃদয়েশ্বর! তোমার পবিত্র সহবাসে থাকিলে যেমন পাপ মলিনতা বিদূরিত হয় তেমনি আবার সুখ হিল্লোলে চিত্ত উল্লসিত হয়। তদীয় পুণ্য প্রভাবে আত্মার কূটস্থ কলঙ্ক পর্য্যন্ত নিষ্কাশিত হইয়া যায়। হে অগতির গতি! তোমার আনন্দে মন আনন্দিত হইলে পৃথিবীর নিকৃষ্ট সুখ বাসনায় আর তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। মোহ কোলাহলপূর্ণ এই সংসার মধ্যে যখন তুমি মানব হৃদয়ে সমুদায় স্বর্গরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের সহিত আসিয়া অবতীর্ণ হও, তখন কি সুন্দর দৃশ্যই হয়! পিতা, তোমার দর্শনে যে আনন্দ তাহার উপমা আমি আর কোথাও দেখিতে পাই না। ইচ্ছা হয় নিরন্তর সেই আনন্দেই অবস্থান করি। সুখের জন্য, শান্তির জন্য, হে পরম প্রভু! আমি আর কোথাও যাইতে চাহি না। কেন না আমি বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা ইহা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার নিকটেই জীবনের স্পৃহনীয় যাবতীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমার মধুর নাম গানে, তোমার তত্ত্বকথা শ্রবণে এবং তোমার স্বরূপ চিন্তনে অন্তরে যে প্রেমরস নিঃসৃত হয় তাহাই আমার প্রার্থনীয়। সদা সর্ব্বদা আমি তোমাকে ডাকিয়া সুখী হইব। হে শান্তিরসের প্রস্রবণ! আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার প্রেমের প্রসাদ যাচ্ঞা করিব। আমি ভৃত্য হইয়া সদা প্রফুল্ল মনে তোমার সেবায় দিন কাটাইব। হে ভক্তবৎসল! আমি ভক্তি যোগে একান্ত মনে ভক্ত হইয়া তোমার নাম সাধন করিব। হে পরমাত্মন্! আমি অনিমেষ নয়নে তোমার গম্ভীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া অনুক্ষণ আধ্যাত্মিক জগতে বাস করিব। নির্জ্জনে বন্ধু বলিয়া তোমাকে ডাকিব। হে জীবিতেশ্বর! আমি গোপনে সময়ে সময়ে তোমার সহিত মধুরালাপে সুখী হইব। তুমি যেমন সাধারণের সম্পত্তি, তেমনি তুমি আবার আমার নিজস্ব ধন। আমি তোমাকেই সর্ব্বস্ব ধন জ্ঞান করিয়া পরম ধনে ধনী হইব।

সাধনের সহজ উপায়।

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্ম্মসাধনের এক একটী সহজ ব্যবস্থা, নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মনুষ্য ধর্ম্মরাজ্যের বিবিধ আড়ম্বরের মধ্যে পতিত হইয়া কি করিবে কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। কখন জ্ঞান কাণ্ড, কখন ধর্ম্মকাণ্ড,

কখন বা ভক্তিকাণ্ড, পর্য্যায়ক্রমে এই সকল লইয়া কাল যাপন করে। ক্ষুদ্র জীব, মনুষ্য, একাকী কিরূপে এত বিষয় আয়ত্ত করিবে। এই জন্য বহু দেব পূজক হিন্দুরাও গুরুর নিকট এক একটী বিশেষ উপাস্য দেবতার পূজার জন্য সংক্ষেপে দুই একটী কথায় বীজ মন্ত্র গ্রহণ করে। তাহারা আর কিছু বুঝিতে সক্ষম হউক আর না হউক, সেই গুরুদত্ত বীজ মন্ত্রটীকে অভ্রান্ত বলিয়া তাহারই সাধন করিতে থাকে। বিশ্বাসের একত্ব ভিন্ন মানবের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারে না তাহা ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। এরূপ সহজ প্রণালী লোকে স্বভাবতঃই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। জীবনের একটী বিশেষ অবলম্বন না থাকিলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করে। কারণ রাশীকৃত শাস্ত্র কিম্বা ধর্ম্ম বিধি, অথবা গুরু ও উপদেষ্টা, এ সকল আত্মার চির সহায় বা সঙ্গী কখন হইতে পারে না। মুক্তি পথের যাহা সম্বল তাহা অতি সার বস্তু, মোক্ষ ধামে যাইবার যে সাধন প্রণালী অতি তাহা সহজ, তাহা আত্মার সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় বিশ্বাস ভক্তি কৃতজ্ঞতা ইচ্ছা চেষ্টা যদি ঐ সার বস্তুর মধ্যে গিয়া একত্রিত হয়, তাহা হইলে আর ধর্ম্ম সাধনে কোন ক্লেশ থাকে না।

কিন্তু এ প্রকার ব্যবস্থা সংশয়াত্মার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক ব্রাহ্মের নিকটেও ব্রাহ্মধর্ম্মের আত্মপ্রত্যয় মূলক বিশ্বাস সকল এ পর্য্যন্ত বিচারাধীনে রহিয়াছে। এখন তাঁহারা যে সকল বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করিতেছেন তাহা হয়তো কালেতে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে, এরূপ তাঁহাদের বিশ্বাস। চিরকালের মত ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম, চিরকাল তাঁহার উপাসনা করিব, মূল মত সকল চিরদিন অভ্রান্ত জ্ঞানে পালন করিব, দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন। এক্ষণকার অবলম্বিত সমস্ত সত্য যদি সময়ে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে আমরা অম্লান বদনে এ সকল পরিত্যাগ করিব, বর্ত্তমান কালের বৌদ্ধ ধার্ম্মিক মহোদয়েরা এই রূপ বলিয়া সত্যপ্রিয়তা ও উদারতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সত্যের প্রতি ঈদৃশ অস্থায়ী যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা নাস্তিকতার অব্যবহিত নিম্ন সোপানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা সরল হৃদয় বিনীত ব্রহ্মোপাসকদিগের জন্য কোন বীজ মন্ত্রের আবশ্যকতা দেখিতেছি। এমন একটী সার কথা তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করুন, যাহা চিরজীবনের সম্বল হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তির দ্বার দেশে লইয়া উপস্থিত করিবে। কত কত ব্রাহ্ম কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে একা একা বাস করিতেছেন; তাঁহাদের পক্ষে সাধু সঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা, ভাল উপদেশ শ্রবণ এ সকল সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না। এক বার কোন গতিকে কোন ভাল লোকের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হইল তবে তাঁহাদের কিছু দিনের জন্য যৎসামান্য উপকার হইল। কিন্তু তাহাতে আর এখন চলিতে পারে না। এই জন্য আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, তাঁহারা একটী কিছু ধরিয়া থাকেন যাহাতে চির দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন। "তিনি নিকটে আছেন" এইটীকেই আমরা বীজমন্ত্র স্বরূপ ধরিয়া রাখিতে অনুরোধ করি। যিনি অনন্ত গুণের আধার, জীবন্ত জ্ঞানময় সর্ব্বব্যাপী পবিত্র স্বরূপ, প্রেমময়, দয়ার সাগর পিতা, "তিনি নিকটে আছেন।" যাঁহাতে আমি বাস করিতেছি, যিনি আমার প্রাণের প্রাণ, "তিনি নিকটে আছেন।" যিনি আমাকে একাকী এ জগতে আনিয়াছেন, অসহায়াবস্থায় রক্ষা করিয়াছেন, এবং যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া পরলোকে লইয়া

যাইবেন, পিতা, মাতা, পরিত্রাতা হইয়া সর্ব্বদা পালন করিবেন, এবং যাহার জন্য চিরকাল ভক্তেরা প্রাণপণে কত তপস্যা করিয়াছেন, একবার অনন্যমনে চাহিলেই যথা তথা "যাঁহাকে দেখিতে পাই" তিনি নিকটে আছেন, । এই কথা বারম্বার জপ কর, এই ভাব সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণা কর, ইহাকে পরিত্রাণের মুল মন্ত্র জানিয়া সেই পরম গুরু প্রেমময়ের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত কর।

ধর্ম্মহীন সমাজ সংস্কার।

প্রত্যেক বিষয় সংস্কার করা, বিশুদ্ধ করা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদেশ, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। পুরুষেরা জ্ঞানী হইবেন, ধার্ম্মিক হইবেন, আর স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে থাকিয়া চিরদিন কেবল অসার জল্পনা এবং অসঙ্গত কল্পনার ব্যাপার সকল লইয়া বাল্য ক্রীড়া করিবেন, ইহা কখন হইতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা, আধ্যাত্মিক সাধন এবং বিশ্বাস, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা পরিত্যাগ করিয়া কিম্বা ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া যদি কেহ ধর্ম্মশূন্য জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, তবে তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই গরল উৎপন্ন হইবে। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পুরাকালে ও বর্ত্তমান কালে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক ব্যক্তি বাহ্য সভ্যতার সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিধি পালন করিতে পারেন, সামাজিক ব্যবহারে ভদ্রতার একশেষ প্রকাশ করিতে পারেন, নারী জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা আলোচনা করিয়া অশ্রু জল বিসর্জ্জন করিতে পারেন এবং স্ত্রী শিক্ষার জন্য অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার এ সকল কার্য্যে যদি ধর্ম্মভাব ও পবিত্রতা প্রকাশ না পায়, তবে, অচিরে তদ্দ্বারা অমঙ্গল হইবে। সমাজ সংস্কারের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধনই এক্ষণকার প্রধান বিষয়। কারণ অনেকানেক বিষয়ে নারী-সমাজ পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কিন্তু কেবল ধর্ম্ম হইলে কি সে কার্য্য হইতে পারে না? জীবন যদি সংস্কৃত হয়, তবে কি এ সকল সংস্কৃত হইতে অবশিষ্ট থাকে? সামাজিক কর্ত্তব্য সকল কি ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য শ্রেণীর একটী অংশ নহে? যিনি ঈশ্বরোপাসনা করেন, বিবেক যাঁহার জাগ্রৎ তিনি কোন বিষয়েই অন্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যদি কেহ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সমাজ সংস্কারক হইতে চাহেন, তবে তাঁহার জন্য এখানে স্থান নাই। তিনি জ্ঞানী হইয়া সভ্য হইয়া আহার পরিচ্ছদ এবং লৌকিক রীতি পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে পারেন, কিন্তু যদি ইহার উপর কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিতে অভিলাষী হন, অথচ প্রার্থনা, উপাসনা, চরিত্র সংশোধন এ সকল উচ্চতর বিষয় কিছুই চাহেন না, প্রত্যুত সে সকলকে কুসংস্কার বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তিনি সশিষ্য আপনাকে বিনাশের পথে লইয়া যাইবেন। ব্রাহ্মের সামাজিক কার্য্য ধর্ম্মসাধনেরই একটী অঙ্গ। পরিবার মধ্যে যদি তিনি কেবল আহার পরিচ্ছদ এবং অসার আমোদের কোলাহল সর্ব্বদা শ্রবণ করেন, মাতা, ভগিনী, কন্যা, স্ত্রীদিগকে যদি নাস্তিকের ন্যায় কঠোর হৃদয় অস্বাভাবিক হইয়া থাকিতে দেখেন, তবে তাঁহার শান্তি লাভের স্থান আর কোথায় রহিল? যে ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে দিনান্তে অন্ততঃ একবারও ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত না হয়, পৌত্তলিক হিন্দু পরিবার হইতে তাহা অতি নীচ এবং অশ্রদ্ধেয়। দয়াময় ঈশ্বরের উপাসনার মিষ্টতা একবার যিনি আস্বাদন করিয়াছেন তিনি আর তাহা ছাড়িয়া কখন সমাজ সংস্কার করিতে ইচ্ছা করেন না। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির রসনা হইতে যদি তিনি সেই পিতার সংবাদ শুনিতে না পাইলেন, তবে আর সংসারে সুখ কি, আছে? যে পরিবারে ঈশ্বরের পবিত্র বেদি সংস্থাপিত

হয় নাই; সেখানে পাপ অপবিত্রতার স্রোতঃ অবাধে প্রবাহিত হইবে। সমাজসংস্কারক ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে একটু বিশেষ বিবেচনা করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। বাহ্য সভ্যতার নূতনত্ব চলিয়া গেলে আর কি তাহা ভাল লাগিবে? ঈশ্বরের পরিবারে অগ্রে তাঁহারা উপাসনা প্রচার করুন, তাহার পর আর আর যাহা কিছু প্রার্থনীয় সকলই হইবে। পরিবারের সকলকে লইয়া প্রেমময় পিতার সেবা কর, তাঁহার কথা সকলকে বল, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কর, তবে সেই পরিবার মধ্যে শান্তি ও পবিত্রতা নিত্য বিরাজ করিবে। সভ্যতার অসার আমোদে কোন শান্তি নাই। ধর্ম্মের দ্বারা এই রূপে পরিবার সংস্কার হইলে আপনিই সমাজ সংস্কার হইবে।

অবাক্ উপাসনা।

যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিয়া নিরস্ত হন, তাঁহাদের উপাসনার গভীরতা বা মধুরতা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ উপাসনা প্রায় সকল ধার্ম্মিক দিগের মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহারা কেবল আপনার ভাবে ও জ্ঞানেতেই ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ঈশ্বরের আলোকে ও তাঁহার ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ নহেন। এইরূপ উপাসনাতে মনুষ্যের পরিত্রাণেরও সম্ভাবনা নাই, জীবনের পরিবর্ত্তনেরও আশা নাই। বিচিত্র জ্ঞান, ভাব ও চিন্তা সংগ্রহ করিয়া বাহিরে তাঁহার উপাসনার সরসতা প্রকাশ করিলে কি হইবে, কিন্তু তোমার জীবনের অতলস্পর্শ গভীর স্থান আর রূপান্তরিত হইতে চাহে না, সেই স্থান হইতে কেহই আর চলিতে ইচ্ছা করে না, কি আশ্চর্য্য প্রতারণা উপাসনার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই মায়া জাল পৃথিবীর সমুদায় উপাসকদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে।

ফলতঃ ঈশ্বর যখন হৃদয়ে প্রকাশিত হন তখন আর তিনি আপনার সৌন্দর্য্য সাধকের নিকট ঢাকিয়া রাখিতে পারেন না, আপনার প্রেম আর আপনি প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন না। সে অপরূপ রূপমাধুরী কি, তাহার আর প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা নাই; সে অস্তিত্ব ও জীবন কি, যাহা সমুদায় প্রাণ ও জীবন স্রোতের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। যাহা দেখ তাহাই কেবল অবাক্। সেই পরম মনোহর পরমেশ্বর অনুপম লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যে প্রকাশ পান, ইহা দেখিয়া হৃদয় অবাক্, প্রেম আর উথলিত হইবে কি, অবাক্ হইয়া নিস্তব্ধ থাকে; ভক্তি আর উচ্ছ্বসিত হইবে কি, অবাক্ হইয়া সেই ভক্তবৎসলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। হৃদয়ের ভাবসিন্ধু আর উদ্বেলিত হয় না, অনন্ত ভাবের যিনি আধার তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্, তিনি সত্য ও বাস্তবিক ইহা প্রতীতি করিয়া মন আপনা হইতেই অবাক্ হইয়া যায়। কোন ব্যাখ্যা আর মনের অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি যে কি সুধাসিন্ধু ও অমৃতময় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরাত্মা অনন্ত শান্তি আরামে প্লাবিত হইবার অবকাশ না পাইয়া কেবল নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পুণ্যময়ের পবিত্র শোভাই বা কি, তাহা ব্যক্ত করিবার আর আত্মার প্রবৃত্তি হয় না। ঈশ্বর বস্তুতঃ মনুষ্যের নিকট অবাক। তিনি স্বয়ং আপনার জীবনের জ্যোতিতে এমন সুশোভিত, যে সাধক দেখিলেই নির্ব্বাক্ হইয়া যায়। তাহাতে আবার তিনি কতপ্রকারে সুন্দর হইয়াছেন। প্রেমে, পুণ্যে, সত্যে, আনন্দে ও শান্তিতে, কি সৌন্দর্য্যই ধারণ করিয়াছেন। এই অবাক্ উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। এখানে তাঁহার বিষয়ে চিন্তা পরাস্ত হয়, ভাব নিরস্ত হয়, কথা লজ্জিত হয়, জ্ঞান অপ্রতিভ হয়। অন্তরিন্দ্রিয় সকল আর কোন বিষয় ব্যক্ত করিতে অভিলাষ করে না, কোন বিষয় ভাবিতেও প্রবৃত্ত হয় না, একেতেই মোহিত, একেতেই ভাবে গদগদ, একেতেই আকৃষ্ট। যাহারা তাঁহার প্রথম দর্শনে আনন্দ ও অদ্ভুত রসে ডুবিয়া যায়, তাঁহারা ক্ষণ কাল পরে তাহাতেই আপনাকে হারায় এবং সে প্রসন্ন বদন, পবিত্র লাবণ্য আর দেখিতে পায় না। এই কারণেই মনুষ্যের উপাসনা ও জীবন স্বতন্ত্র থাকিয়া শেষে কল্পনার পথে বিচরণ করে, ঈশ্বরের দর্শনজনিত যে আনন্দ তাহাতে

ভুলিলে সাধকের তপস্যা সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরকে দেখিয়া অবাক্ হও, কিন্তু সেই দর্শনে আপনার উথলিত আনন্দ ও প্রেমে ভুলিয়া মোহিত হইও না। অবাক্ উপাসনাতে জীবনের গভীর দেশ্ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহাতেই প্রকৃত আত্মবিস্মৃতি। নতুবা প্রায়ই ঈশ্বর বিস্মৃতি হইয়া পড়ে, আপনার ঐ উথলিত ভাবে ভুলিয়া গেলে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতে হয়। উপাসনার ভিতর এই প্রলোভন অত্যন্ত ভয়ানক। তিনি যে কি অদ্ভুত পদার্থ তাহাই কেবল সম্ভোগ করিয়া অবাক্ হইতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়। এই উপাসনা কি সুন্দর কি মনোহর। তাঁহার দর্শনে সমুদায় আত্মা অবাক্ হইয়া থাকে।

প্রচারকদিগের ভ্রমণ ও কার্য্য বৃত্তান্ত।

আমরা কতিপয় বন্ধু একত্রিত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঁকিপুর আসিয়া উপনীত হইলাম সেখানে দুই দিন কোন ব্রাহ্মের বাটীতে উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। কোন কোন ব্রাহ্ম উপাসনা প্রার্থনার নিয়মাবলম্বন সম্বন্ধে পুরাতন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন; কিন্তু সেরূপ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ এবারকার বিশেষ এবং প্রধান উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে ব্রাহ্মেরা ভাল করিয়া উপাসনা করেন, চরিত্রকে উন্নত করেন, পরস্পরকে প্রেমের শাসনে শাসন করেন। "শাসন" শব্দ তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ভাল লাগিল না। এখানে শাসন অর্থে কেবল পরস্পরকে ধর্ম্মপথে পরিপালিত করা এবং প্রকৃত রূপে ভালবাসা ইহাই প্রযুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর কলেজের কয়েকটী যুবক প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিলেন যে তাঁহারা যাবজ্জীবন নিয়মিত রূপ ব্রহ্মোপাসনা করিবেন। আসিবার দিন তাঁহাদের সঙ্গে আর একজন ব্রাহ্মের আলয়ে উপাসনা করিয়া আমরা এলাহাবাদের জন্য যাত্রা করিলাম। ষ্টেসনে আসিয়া দেখি গয়ার যাত্রীতে চারিদিক পরিপূর্ণ, দুইখানি ট্রেণে সে সকল যাত্রীর স্থান হয় কি না সন্দেহ। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিলাম। ষ্টেসন মাষ্টার দয়া করিয়া আমাদিগকে একবারে প্রথম শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন। কি করা যায়, ভয়, আহ্লাদে, ও অস্থিরতার সহিত প্রথম শ্রেণীতেই আসিতে হইল। গয়ার যাত্রী সকলকে "গুড্‌স্ ওয়াগানে" উঠাইয়া দেওয়া হইল। পরে মঙ্গলসরাই আসিয়া আমাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামাইয়া দিল, কেহ বা প্রথম শ্রেণীতেই থাকিলেন। এলাহাবাদে পৌঁছিয়া তথায় রবিবার পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলাম। সেখানে কর্ণেলগঞ্জে এবং উপাসনালয়ে ও কোন ব্রাহ্মের ভবনে কয়েক দিন উপাসনা ও একটী কন্যার নামকরণ হয়। অত্রত্য কোন কোন ব্রাহ্ম বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাদের উদ্দেশ্যের সহিত যোগ দিয়া উপাসনা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর রবিবার রজনীর সামাজিক উপাসনান্তে আমরা লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলাম। সেখানে ব্রহ্মোৎসব ও অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হইল। উপাসনার প্রগাঢ় ভাব গ্রহণের জন্য কয়েক জনের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। অনেকেই উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ নগরে এই উপলক্ষে গাজিপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, বাঁকিপুরের কয়েকজন ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন। "কৈশর বাগ" নামক চিচিত্র রাজপ্রাসাদের এক অংশে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থিত পুষ্পোদ্যানে জ্যোৎস্নালোক এবং প্রাতঃকালের সুশীতল সুসমীরণ সেবন করিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম। লক্ষ্ণৌবাসী প্রধান, শিক্ষিত ও পদস্থ বঙ্গবাসী ভ্রাতাগণ প্রায় সকলেই এই ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন। তথায় আচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে যে দুইটী সারগর্ভ সুমিষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা অতিশয় হৃদ্য হইয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে ক্রমে আমাদের দল বৃদ্ধি হয়। পরে তথাকার কোন ব্রাহ্মের দুইটী পুত্র ও একটী কন্যার নামকরণ করিয়া আমরা বেরেলী আসিলাম। বেরেলী আসিতে সমস্ত পথ তখন রেলওয়ে প্রস্তুত হয় নাই। "অযোধ্যাও রহিলখণ্ড" রেলওয়ের মৃদুমন্দগামী বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া সাজীহানপুর নামক ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। সেখান হইতে আর রাত্রিতে ট্রেণ চলে না। তথায় আমাদের নামিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কোন রূপে "অপেক্ষা করিবার ঘরে" আসিয়া অবতরণ করা গেল। কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়া ষ্টেসেন মাষ্টারের সাহায্যে আমরা রেলগাড়িতে রাত্রি বাস করিলাম। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, এক বৃক্ষ মূলে বসিয়া অড়হরের দাউল রন্ধন করা গেল। পরে গাড়ির মধ্যেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। পর দিবস প্রাতে আমরা ফরিদপুর ষ্টেসেনে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে বৃষভ শকটে বেরেলী আসিতে প্রায় সমস্ত দিন গত হইইল। বেরেলী রহিলখণ্ড দেশের প্রধান নগর। এই দেশ অতিশয় স্বাস্থ্যকর, পল্টনের দেশীয় সিপাহী সকল এই স্থানেই প্রায় জন্মিয়া থাকে। এই স্থানেই বর্ষে বর্ষে রামলীলাও মহরমের প্রতিমাতে অনেক হিন্দু

ও মুসলমানের অপমৃত্যু হয়। এদেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত বলীয়ান্ ও তেজীয়ান, কথায় কথায় লোকের প্রাণবধ ও আত্মহত্যা করে। এখানে অনেক দিন হইতে একটী ব্রাহ্মসমাজ আছে। অনেক শিক্ষিত হিন্দুস্থানী এখানে বাস করেন। বেরেলীনগরে রাজা রামমোহন রায়ের সম্পর্কীয় বাবু কেশবচন্দ্র রায়ের বাটীতে আমরা ছিলাম। তিনি এবং আর আর সকলে আমাদিগকে যথেষ্ট আদরের সহিত কয়েক দিন তথায় রাখিয়াছিলেন। "সিটি হলে" ইংরাজীতে দুইটী বক্তৃতা হয়, তাহাতে ৩। ৪ শত হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে এক জন প্রধান পদস্থ লালা উর্দ্দুতে তাহার ভাব সকলকে বুঝাইয়া দেন। তথায় উক্ত কেশব বাবুর ভবনে প্রতি দিন একত্রে উপাসনা হইত। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে দলবদ্ধ করিয়া তথা হইতে দেরাদুনে যাত্রা করা গেল। কেহ রথে, কেহ পাল্কীতে, কেহবা বইলীতে আরোহণ করিয়া আমলা নামক নূতন ষ্টেসনে আসিলাম। আসিতে পথে রাত্রি হইল। আচার্য্য মহাশয় আবার কোথায় হারাইয়া গেলেন। আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া বিপদে পড়িলাম! উদ্বিগ্ন হইয়া কেহ কেহ ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলাম আচার্য্য মহাশয় আহারাদির যোগাড় করিতেছেন। সেখানে এক জন বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান ছিলেন, আরও একজন বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে আহার করাইয়া রেলগাড়ীতে শয়ন করাইয়া দিলেন। তখন আমাদের দলে ১১। ১২ জন লোক। ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে আসা গেল। আলিগড়ে আসিয়া একজন সমভিব্যাহারীকে হারাইলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে তিনি পড়িয়া রহিলেন। সে দিন আর কাহার আহার হইল না। গাজিয়াবাদ আসিয়া পাঞ্জাব রেলওয়ে প্রবেশ করিলাম। সেখানে স্নান ও হস্ত পদ প্রক্ষালন করিবার উত্তম সুবিধা আছে। কয়েকটী ব্রাহ্মভ্রাতা সেখানে থাকেন, তাঁহারা অতি আদরের সহিত সেই অল্প কালের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিলেন। এখানে ঐ সকল ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যাঁহারা নানা স্থানে আমাদিগকে প্রীতি ও আদরের সহিত নানা বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। পরে তথা হইতে সাহারানপুরে আসিয়া তথায় রাত্রি বাসান্তে দেরাদুনে আসিলাম। পথে আসিয়া শুনা গেল আমাদের কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আর দুই জন বন্ধু দেরাদুনে গিয়াছেন। সঙ্গের এক জন লাহোরে চলিয়া গেলেন। আমরা দেরাদুনে পৌঁছিয়া এক ব্রাহ্ম পরিবারে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। এ স্থান মুশুরি ও মোহন পাশ উপত্যকার মধ্যে। পর্ব্বতের নির্ঝর বারি নগরের নানা স্থানে পয়প্রণালীর মধ্যে দিয়া ক্রমাগত চলিতেছে। এখান হইতে আমরা পর্ব্বতের উপরিভাগে গিয়া কিছু দিন ছিলাম। রাজপুর নামক পর্ব্বতের নিম্ন সোপানে উপস্থিত হইয়া কেহ ঝাঁপানে কেহ ডাণ্ডীতে, মেডিকেল কলেজের মৃত দেহ যাহাতে লইয়া যায় কেহ অশ্বে, কেহ পদব্রজে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। সাত খানি ঝাপান, পাঁচটী ঘোড়া, দুই খানি ডাণ্ডী, ৬৭ জন মুটে, সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় ৬০।৭০ জন লোক আমাদের সঙ্গে হইল। অশ্বারোহীদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় অপটু। তবে এক সুবিধা এই যে ঘোড়া এখানকার প্রায় মেষের মত বিনীত এবং শান্ত। তথাপি যখন ঘোড়া রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া চলিতেছিল, তখন কোন বন্ধু "যেন অন্ধকার না দেখে এ নয়ন" এই নিদান কালের সঙ্গীতটী ধরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একে ভয় তাহাতে আবার তিনি হিন্দী বলিতে জানেন না, অশ্ব পালক বাঙ্গালা ও হিন্দী মিশ্রিত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়া আমাদের হাস্য রস উদ্দীপনের একটী প্রধান উপাদান হইয়াছিলেন। তিনি নাপিতাকে বলেন "খেজামত" পেড়কে "পাঁড়" তেঁতুলকে "এংলী"; এই রূপ অনেক প্রকারের আশ্চর্য্য শব্দ সকল ব্যবহার করেন, আর হিন্দুস্থানী লোকেরা হাসিয়া উঠে। তিনি "শর স্থানে কেবল" "ছ," ব্যবহার করিয়া আর সকল বাঙ্গালা কথা দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহেন। যখন সেরূপ হিন্দীতে কাহাকেও বুঝাইতে পারেন না, তখন মনের ব্যগ্রতার সহিত স্পষ্ট বাঙ্গালা কথায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেন। তাঁহার হিন্দী যথা-তোম্ ছিঁয়া থাক, হামি চলে যাই। উপরে উঠিতে উঠিতে রাত্রির অন্ধকার আসিয়া ঘেরিল। সেই অন্ধকারে পথ অন্বেষণ করিতে করিতে এমন এক স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল যেখান হইতে আর কেহ পথ চিনিতে পারিলেন না। অল্প ক্ষণ পরে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিলাম। উপরে শীত বিলক্ষণ; তাহার উপর আবার শীতল বায়ু বহিতেছে, শীতে খর্ব্বাকৃতি হইয়া আমরা একটী গৃহে প্রবেশ করিলাম জল হাতে লাগিলে অঙ্গুল অসাড় হইয়া যায়। পর দিন প্রাতে আমরা একটী পৃথক্ বাটীতে গমন করিলাম। তাহার ঘর সকল সুসজ্জিত, কিন্তু তিন হপ্তার ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। যাহাহউক সেখানে আমরা বাসা স্থির করিলাম। বারেন্দায় বসিলে সম্মুখে অত্যুচ্চ ধবলাগিরির বদর পাঁচ যমুনোত্রী প্রভৃতি কতিপয় শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীর উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখবর্ত্তী স্থান অতি গম্ভীর, হরিদ্বর্ণ নানা জাতীয় বৃক্ষ লতায় আবৃত, তাহার মধ্যে পক্ষী সকল ডাকিতেছে। এ পর্ব্ব-

তের বিশেষ দেখিবার বিষয় তুষারাবৃত হিমাচল। দেখিতে অতি নিকটে, কিন্তু যাইতে ৭ দিন লাগে। ক্রমে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ জন একত্রিত হইয়াছিলাম। আমাদের ঘর অনেক গুলি, থাকিবার কোন কষ্ট ছিল না। এসময়ে পাহাড় জলকষ্ট হয়। আমাদের প্রতিদিন প্রায় বার আনার জল লাগিত। ৩। ৪ ঘটি জলে স্নান করিয়া ৯। ১০ টার সময় কিঞ্চিৎ শুকনা পাঁউরুটী কিম্বা ছোলা খাইয়া পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় স্থানে অবতরণ করিয়া আমরা পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিতাম। পরে ১। ২ টার সময় আসিয়া আহার হইত। পাহাড়ের মধ্যে সকল দ্রব্য অপেক্ষা উপাসনাই অতিশয় মিষ্ট, সেখানে চারিদিকের বিচিত্র শোভা দর্শনে মন যেমন পুলকিত হয়, উপাসনা করিতে করিতে হৃদয় মধ্যেও তেমনি প্রেমের উদ্যান প্রকাশিত হইয়া চিত্তকে আহ্লাদিত করে; এই রূপে প্রায় দশ দিন আমরা সেখানে ছিলাম। রবিবারের দিবস সকলে একত্রিত হইয়া এক সুন্দর গহ্বরে জল স্রোতের উপর উপাসনা হয়। দেরাদুনের কয়েকটী বাবু আমাদের সঙ্গে সেখানে মিলিত হইয়া কিছুদিন ছিলেন। রবিবারের সেই উপাসনা বড় চমৎকার হইয়াছিল। তথায় জলস্রোতঃ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বদা বায়ুরগুলকে আন্দোলিত করিতেছিল। সে স্থানটী প্রায় এক মাইলের উপর হইবে। কিন্তু পরিশ্রমে চারি মাইলের মত। যিনি হাঁটিতে পারিতেন না তিনিও গিয়াছিলেন। জলের গভীর শব্দের সহিত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই পুরাতন শব্দ উত্থিত হইয়া গিরি গুহাকে প্রতিধ্বনিত করিল। মৃদঙ্গ কর করতালের বাদ্য সহকারে ঈশ্বরের নাম সেখানে সঙ্কীর্ত্তিত হইল। এই রূপে আমরা উপাসনা করিতেছি, একটী পুণ্যবতী ধর্ম্মপরায়ণা প্রাচীন হিন্দু মহিলা দুইটী ব্রাহ্মিকার সহিত অদূরে ক্ষুদ্র পাদপ তলে ধ্যান যোগে বসিয়া আছেন, পার্শ্ব দিয়া নির্ম্মল নিঝরনীর ঝম্ ঝম্ কল্ কল্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে, দুই একটী বনচর বিহঙ্গম প্রফুল্ল মনে নির্ঝর বারি পান করত আনন্দে নৃত্য করিতেছে, এমন সময় যিনি আমাদের মধ্যে হাঁটিতে অশক্ত ছিলেন তিনি বাহকস্কন্ধে আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। ক্ষণকাল পরে যখন আরাধনান্তে "আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে" এই সঙ্গীত হইতেছিল, তখন দেখি কলিকাতার দুইটী ভ্রাতা হঠাৎ আসিয়া সেখানে বসিলেন। প্রকৃতির শোভার মধ্যে নরনারীর সমাগমে সেই স্থান উৎসব মন্দিরের ন্যায় হইয়া উঠিল। মহানন্দে প্রভূত উৎসাহ সহকারে সকলে মিলিয়া মৃদঙ্গ করতালের সহিত ঈশ্বরের নাম গান করা গেল। দিবাবসানে আমরা তথায় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সন্ধ্যাকালে আশ্রমে আসিলাম। সেই নির্ঝর তীরে উপাসনান্তে যে একটী সুন্দর পক্ষী দেখিয়াছিলাম সেরূপ আর কখন দেখি নাই। তাহার বিচিত্র অঙ্গরাগে বনস্থলী যেন শোভান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। নৃপতনয়দিগের বহুমূল্য বসন, সুচিক্কণ কান্তির কি ইহার সঙ্গে তুলনা হয়? দেহাভিমানী এবং সৌন্দর্য্যাভিমানীদিগের দৈহিক গর্ব্ব ইহার নিকট পরাস্ত হইবে।

সন্ধ্যাকালে আবার এক নূতন শোভা ধারণ করিত। শীতের প্রভাবে আমরা বাহিরে বড় বসিতে পারিতাম না, কিন্তু তখন সম্মুখস্থ স্থান অতিশয় গম্ভীর হইত। দূর হইতে জল প্রবাহের শব্দ এবং নিকটে এক প্রকার পাখীর খেদসূচক শব্দ অতি চমৎকার। সন্ধ্যার পর আমরা একত্রিত হইয়া নিতান্ত সার ও জীবন্ত বিষয়ের আলোচনা এবং সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করিতাম। এখানে সাধনের বিশেষ সঙ্কল্প এই ছিল, যে স্বর্গস্থ পিতা ও পৃথিবীস্থ ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সহিত সম্মিলন স্থাপন করা। এই সম্বন্ধেই বিশেষ কথাবার্ত্তা হইত। তথায় ক্রমে শীতল বায়ুর প্রাবল্যে আমাদের মুখ নাসিকা গণ্ডস্থল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া বিদীর্ণ হইতে এবং শুষ্ক হইতে লাগিল, অর্থের সমূহ অপ্রতুল এবং সময়ের অপ্রতুল হইল, সুতরাং আমরা কিছু অনিচ্ছার সহিত 'প্রাণ চায় না হে আর, চাহেনা আর ফিরে যেতে সংসারে। তোমার ছেড়ে ফিরে যাবই কোথা, তাই চায় না হে আর"। এই মনোহরসাহী কীর্ত্তন মনে মনে গান করিতে করিতে ধবলাগিরির নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় দেরাদুনে অবতীর্ণ হইলাম। এখানে মিসন স্কুলে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা হইল। রবিবারের দিন তীর্থযাত্রীর ন্যায় নরনারী বালক বালিকা সকলে দলবদ্ধ হইয়া প্রায় তিন ক্রোশের মাথায় "গুহাপানি" নামক প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করিলাম। এখানে আবার যাহা দেখিলাম তাহা উপরে দেখি নাই। চারিহস্ত পরিমিত প্রশস্ত একটী জল প্রবাহ দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড পাষাণময় প্রাচীরের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেখানকার কার্য্য কোলাহল দর্শন করিলে আর বোধ হয় না যে ইহা কোন মৃত স্থান। এই রূপ প্রায় এক পোয়া পথ দীর্ঘ হইবে। যাঁহারা রেলওয়ের টানেল এবং জামাল পুরের "ওয়ার্কসপ" দেখিয়াছেন তাঁহারা কতকটা ইহার জীবন্ত ভাব বুঝিতে পারিবেন। স্রোতোবেগে সেই পাহাড় ভেদ হইয়া গিয়াছে। কোথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈল খণ্ড সকল পতনোন্মুখ হইয়া কত কাল একই অবস্থায় রহিয়াছে। চারিদিকে কঠিন শুষ্ক পাষাণ, তাহার মধ্যেও একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বারি নিঃসারিত হইতেছে। জলপ্রবাহের উপরিভাগে কারপেটের ন্যায় এক প্রকার লতা

উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বত গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। উভয় পার্শ্ব এবং মস্তকোপরি নানা জাতীয় লতা সমাচ্ছন্ন। বন পক্ষী ও পুষ্প সকল চারি দিকে অবস্থিতি করিতেছে। এই অরণ্য মধ্যে বন্য কুক্কুট থাকে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। স্থানে স্থানে জলের এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ যে বোধ হয় যেন অতি নিকটে রেলওয়ে ট্রেণ গম্ গম্ শব্দে আসিতেছে। বিশ্বাধিপের গাম্ভীর্য্য সেখানে মূর্ত্তিমান্। এক স্থানে ক্ষণকাল একা বসিয়া রহিলাম, এক একবার মন সচকিত হইতে লাগিল। নিম্নে গভীর জল শব্দ, উপরে এবং পার্শ্বে পতঙ্গ দলের ঝিল্লীরব, উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যেন ক্রমাগত শত সহস্র তানপুরা বাদন করিতেছে; দিবালোক আছে, কিন্তু ঐ সকল শব্দেতে যেন রাত্রি করিয়া তুলিয়াছে। আমরা তিন চারি দলে বিভক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে উহার আদ্যোপান্ত দর্শন করিলাম। যখন সকলে একত্রিত হইলেন তখন তাঁহারা "হুররে" হিপ্ হিপ্ হুররে, দিয়া গিরিকন্দরকে মহা কোলাহলে আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে ঈষৎ নীল জলের উপর শুভ্রফেণ রাশি প্রবাহ বেগে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। কয়েকটী হিন্দু মহিলা এবং ব্রাহ্মিকা মিলিত হইয়া তাহার মধ্যে চলিয়া গেলেন। একটী দুঃখের বিষয় এই হইল যে আমাদের সমভিব্যাহারিণী ধর্ম্ম পিপাসু পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনার দুর্ব্বল পদ বক্ষুর জল তলে স্খলিত হইয়া অতিশয় ব্যথা পাইল। অতঃপর প্রাণ ভরিয়া স্নান করিয়া উক্ত সুড়ঙ্গের প্রবেশ দ্বারে উপবেশন পূর্ব্বক আমরা জগদীশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইলাম। এক প্রকাণ্ড শীলাতলে হিন্দু ও ব্রাহ্মিকা মহিলাগণ, তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে আচার্য্য মহাশয়, সম্মুখে ব্রাহ্ম ও দর্শকগণ এই রূপে সকলে বসিলাম। মধ্য স্থলে নির্ম্মল নির্ঝর প্রবাহ, উপরে ও পার্শ্বে মনোহর কানন, মস্তকোপরি স্বাভাবিক প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান, আমরা তাহার নিম্নে এই রূপে উপাসনা আরম্ভ করিলাম। উদ্বোধনান্তে নিম্ন লিখিত এই নূতন সঙ্গীত গীত হইল।

কত স্থানে কত ভাবে করিছ বিহার। (হে নাথ)
অনন্ত কীর্ত্তি তোমার অতি চমৎকার।

গভীর গিরিকন্দরে, নির্ম্মল নির্ঝর নীরে, নির্জ্জন কাননে উপবনেরই মাঝার।

বিশাল জলধি জলে, প্রকাণ্ড ধবলাচলে, সুনীল নভ মণ্ডলে মহিমা অপার; ভকত হৃদয় ধামে, সতীর পবিত্র প্রেমে, তব প্রেম আবির্ভাব রয়েছে বিস্তার।

ভাবুকের মন দেখে, অবাক্ হইয়ে থাকে, কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমায় করে নমস্কার।

উপাসনান্তে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া কেহ কেহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, আমরা কয়েক জন পুনরায় ঐ গম্ভীর স্থানে গিয়া ক্ষণকাল বসিলাম, তদনন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রবিবারের সায়ংকালীন উপাসনা করিলাম। সোমবার সেখানে অবস্থিতি করিয়া মঙ্গলবারে আহারান্তে আমরা ৭৮ জন সাহারানপুরে আসিলাম। পর দিন রজনী দশ ঘটিকার সময় তথাকার ষ্টেসন হইতে দিগ দিগন্তরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। অধিকাংশ অম্বরসহরে গেলেন, কেহ আগরায় গেলেন, তিন জন কোন কারণ বশতঃ সেই খানেই থাকিতে বাধ্য হইলেন। আমিও এই স্থানে বিদায় লইলাম।

গাজিয়াবাদ, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৭৯৫ শক। | ভ্রমণকারীদিগের মধ্যের এক জন

রোহিল খাণ্ড ব্রহ্মসমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

বেরিলী।

রবিবার, ২০শে আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন, এখন আমরা চারি দিকে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দীপন দেখিতেছি। যে ব্রহ্মসাধন নিতান্ত কঠিন বলিয়া বহু কাল হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সেই ব্রহ্মসাধনের পুনরুদ্দীপন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। নিরাকার ঈশ্বর সাধন করা সামান্য নহে, মনুষ্যের মন বাল্য কাল হইতে বহির্বিষয়ে আসক্ত। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু সকল যেমন মনুষ্য অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয়াতীত নিরাকার ঈশ্বরকে সেই রূপ দেখিতে পায় না। মনুষ্যজীবনে যে এখন শরীর সাধনই প্রধান হইয়াছে কে ইহা অস্বীকার করিবে? বাহিরের বস্তু মনুষ্য সহজেই সম্ভোগ করিতে পারে, সুতরাং বাহিরের বস্তুর জন্যই তাহার মন সর্ব্বদা লালায়িত হয়। বিষয় রসে তাহার মন এমনই গূঢ় ভাবে মুগ্ধ যে অতীন্দ্রিয় সামগ্রী তাহার লালসা উদ্দীপন করিতে পারে না। এই জন্যই কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি দরিদ্র সকলেই সংসার সাধন করিতেছে। এই অবস্থায় কিরূপে মনুষ্য নিরাকার ঈশ্বরের সাধন করিবে? কিরূপে নিরাকার ব্রহ্মের সাধন করিতে হয়, চারিদিকে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে শত সহস্র উপদেশ হইতেছে; কিন্তু তথাপি দেখিবে সেই সকল উপদিষ্ট ব্যক্তি কার্য্যেতে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে পারে না। ধ্যানের সময় পৃথিবীর সেই পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া প্রকাশিত হয়;

অন্তরের অভ্যন্তরে নিরাকার পর ব্রহ্মের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিতে পারে না। চক্ষু খুলিলে যে রোগ চক্ষু নিমীলন করিলেও তাহাদের মনের মধ্যে সেই রোগ। এবং সেই সকল পার্থিব সুখের আন্দোলন।" "এই জন্য যদিও পুর্ব্বকালে ঋষিদিগের মধ্যে ব্রহ্মসাধন প্রচলিত ছিল, এখন নানা কারণে সেই উপাসনা প্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এই ভারতবর্ষেই আবার আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের সমালোচনা দেখিতেছি। যে দেশের লোকেরা নিরাকার ব্রহ্মসাধনে অক্ষম বলিয়া পৌত্তলিক হইয়াছে সে দেশে কেন আবার ব্রহ্মসাধন আরম্ভ হইল? যে দেশে চারিদিকে পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপের আড়ম্বর সে দেশে কেন আবার ব্রহ্মজ্ঞানের সমালোচনা? ইহার এক মাত্র উত্তর—মনুষ্য স্বভাব চিরদিন মিথ্যা দ্বারা প্রবঞ্চিত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং পাপ শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনার স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। পরলোক, এবং অনন্তকালের অধিকারী ঈশ্বরের অমর সন্তান, মনুষ্যকে পাপ এবং পৌত্তলিকতার সাধ্য কি যে, চির কাল আবদ্ধ করিয়া রাখে? অজ্ঞান হইতে উন্মুক্ত হইয়া মনুষ্য এক দিন সত্যের জয় ঘোষণা করিবেই করিবে। "সত্যমেব-জয়তে" জগতে সত্যের জয় নিশ্চয় হইবে। এই জন্য আমরা দেখিতেছি ভ্রম কুসংস্কার এবং পাপ, পৌত্তলিকতা ভস্মীভূত করিবার জন্য চারি দিকে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। কার সাধ্য এই অগ্নি নির্ব্বাণ করে? এই জন্যই ভারত সন্তানগণ, স্বাধীন চিত্ত নর নারীগণ বলিতেছি, আমরা এই ভারতবর্ষেই আবার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিব। আমরা নিজে নিজে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিব এবং জগতের সকলকে ডাকিয়া তাঁহাকে দেখাইব। অবিশ্বাসীরা বলিতেছে, যে ভারতবর্ষ অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া এত কাল পৌত্তলিক রহিয়াছে তোমরা আবার কেন ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছ? কিন্তু যাহারা যথার্থই ব্রহ্ম পিপাসু, কাহার ক্ষমতা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করে? তাহারা কোথায় অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর, কোথায় অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর বলিয়া উৎসাহের সহিত ব্রহ্মান্বেষণ করিতেছে। ঈশ্বরের জন্য যে জীবাত্মার প্রকৃতির মধ্যে ক্ষুধ তৃষ্ণা নিহিত রহিয়াছে মনুষ্য কি তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে? মিথ্যা দ্বারা সেই ব্রহ্মক্ষুধা চরিতার্থ হয় না। এই জন্যই ঈশ্বরের কৃপায় এখন চারিদিকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। কিন্তু ইহা দেখিয়া কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারিন, কেন না কবার যদি মনুষ্যগণ এই ভারত ভুমিতেই নিরাকার ঈশ্বরকে পাইয়া আবার হারাইয়া থাকে, কে বলিতে পারে আমাদের সেই দুর্দ্দশা না হইবে, অতএব এই ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ পর্য্যন্ত না যাইতে পারিলে আমাদের নির্ভয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মসাধনের পথ প্রথমতঃ দুর্গম এবং কণ্টকময়; কিন্তু শেষ ভাগ অতি সহজ এবং সুধাময়। প্রথমে সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে যাওয়া কঠিন। প্রথমাবস্থায়, কি নির্জ্জনে, কি পর্ব্বত গহ্বরে প্রবেশ কর, মনকে স্থির করা নিতান্ত কঠিন, কেননা তোমার মনের সঙ্গে সংসারের সেই স্ত্রী, সেই সন্তানগণ সংযুক্ত রহিয়াছে। এই জন্যই পুর্ব্বকার সাধুরা বলিয়াছেন ধর্ম্ম পথ শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দুর্জ্জয় বিষয় বাসনা সকল বারম্বার জয় করিতে হইবে, কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি অন্তরের দুর্দ্দান্ত কুপ্রবৃত্তি সকলকে বধ করিতে হইবে। এই জন্যই সাধককে প্রথমাবস্থায় অনেক কঠিনতা, এবং বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হয়। বিশেষতঃ যাহারা বহুকাল কাম, ক্রোধ ইত্যাদি জঘন্য রিপুদিগকে চরিতার্থ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অতি কঠিন ব্যাপার। পাপ দমন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে হইবে, মায়া বন্ধন ছেদন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইতে হইবে, এই দুই প্রকার সাধন কঠিন বলিয়া অনেক পাপাচারী শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে। চিরকাল যাহারা ইন্দ্রিয় সেবা করিয়া আসিয়াছে হঠাৎ জিতেন্দ্রিয় হওয়া তাহাদের পক্ষে অতি কঠিন। এই জন্য বারম্বার বলিতেছি ধর্ম্ম পথের প্রথমাবস্থায় অনেক ভয়, নিরাশা এবং নিরুৎসাহ দেখিবে; কিন্তু ভীত না হইয়া অগ্রসর হও, দেখিবে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপথ অতি সুলভ এবং আলোকময় হইবে। আমাদের এই দোষ যে শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য থাকে না। আমরা মনে করি নদীর উপরিভাগে মুক্তা, কিন্তু তাহা নহে, মুক্তা লাভ করিতে হইলে গভীর জলে নিমগ্ন হইতে হইবে। যতই গভীর হইতে গভীরতর সাধনে নিযুক্ত হইব ততই ধর্ম্ম মধুময় হইবে। এখন সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের হওয়া কঠিন, তখন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে আসক্ত হওয়া কঠিন হইবে। যখন ধর্ম্মের মধু আস্বাদন করিব তখন উপাসনা না করা অসম্ভব হইবে। তখন জানিব ব্রহ্ম কেমন সুমিষ্ট নাম। এখন সংসারের মোহে অচেতন থাকা সহজ তখন ব্রহ্ম প্রেমে মোহিত হওয়া নিতান্ত সহজ হইবে। এখন যেমন অনায়াসে বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করি, তখন এই রূপ সহজে আত্মা ঈশ্বরে জীবন ধারণ করিবে। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে এখন চিন্তা করা কঠিন; কিন্তু আত্মা প্রকৃতিস্থ হইলে ব্রহ্মধ্যান অতি সহজ। পরিবার পরিত্যাগ করিতে ব্রাহ্মসমাজ কি উপদেশ দেন না, কিন্তু ব্রাহ্মের

এই বলেন, যদি দুই মিনিট প্রেমের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরকে ডাকিতে না ডাকিতে পরিবারের মধ্যেই তাঁহার পবিত্র সিংহাসন দেখিতে পাই, তাঁহাকে ডাকিলে পাপ যন্ত্রণা দূর হয়, যদি ঈশ্বরের নাম গান করিয়া সুখী হই ত পারি, তবে কেন আর নিত্য সুখে বঞ্চিত হই। সুখ এই পৃথিবীতে নাই, অসার বিষয় সুখে জীবের তৃপ্তি হয় না, প্রকৃত ঈশ্বরকে না জানিলে আত্মার শান্তি নাই। যদি দুটী পয়সা লাভ করিবার জন্য আয়াস এবং সাধন আবশ্যক, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ঈশ্বর রূপ পরম ধন তাঁহার জন্য কি পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না? সাধন কর, নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী হইবে। পরিবার রক্ষা করিবার জন্য জীবনের রক্ত শেষ করিতেছ, ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য কি কিছুই করিবে না? প্রেম ফুল লইয়া প্রতি দিন ঈশ্বরের চরণতলে উপহার দেও, সকল দুঃখ পাপ দূর হইবে। স্ত্রী পুত্র সকলকে লইয়া তাঁহার পূজা কর, পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ ভোগ করিবে। মনের চক্ষু যদি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দেখিতে পায় তবে সকল অবস্থাতেই নিত্য সুখে সুখী থাকিবে। যদি উপদেশ চাও, তিনি গুরু, তাঁহার নিকট যাও; যদি পরিত্রাণ চাও তিনি পরিত্রাতা, তাঁহার শরণাপন্ন হও; যদি পরিবার চাও তিনি পিতা মাতা তাঁহার সন্তানগণ ভাই ভগ্নী, তাঁহার গৃহে প্রবেশ কর। বাহিরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিও না। তিনি হৃদয়ের ধন, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখ। ৫ দিন সাধন কর, নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয় পিতাকে দেখিয়া সুখী হইবে। অমৃত পাত্র হাতে লইয়া হৃদয়ের মধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দগ্ধ মনের উপর প্রেমের শীতল জল বর্ষণ করিবেন এই তাঁহার সংকল্প। কি কলিকাতা, কি বেরিলি, কি হিমালয়, কি ভারতের অন্য স্থানে, কি নির্জ্জনে, কি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যেখানে তাঁহাকে ডাকিবে, সেই খানেই প্রেমময় দেখা দিবেন। একবার যদি তাঁহার মুখের প্রেম জ্যোতিঃ দেখিতে পাও, ইচ্ছা হইবে চিরকাল সকলে একত্র হইয়া দয়াময় দয়াময় বলিয়া দিন যাপন করি।

হিমাচল মশুরা পর্ব্বত।

আচার্য্যের উপদেশ।

২৫শে আষাঢ়, রবিবার, ১৭৯৫ শক।

এই পর্ব্বত হইতে কত নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে বহির্গত হইয়া কত দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছে; কিন্তু সমুদয় নদীর উৎপত্তি স্থান এক পর্ব্বত। এই রূপ এক পিতার প্রেম আমাদের সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার শ্রীচরণ হইতে এক প্রেম গঙ্গা বহির্গত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া জগতের কত লোকের কল্যাণ সাধন করিতেছে। আমাদের জীবনে অন্য সহস্র প্রকার প্রভেদ থাকে থাকুক; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আমাদের সকলেরই হৃদয়ে সেই এক অটল পর্ব্বত হইতে প্রেম নদীর জল আসিতেছে, ইহা দেখিলে আমাদের জীবনের অন্য সহস্র প্রকার অনৈক্যের কারণ আমাদিগকে ভীত করিতে পারে না। যিনি আমাদের সকলের সাধারণ দয়াময় পিতা তাঁহার মধ্যে আমাদের মিল হইলে আমাদের জীবন কদাচ বিবাদের ভূমি হইতে পারে না। সমুদায় জগতের কর্ত্তা সেই ভক্ত বৎসলের চরণে সম্মিলিত হইলে সকল অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া যাই, এবং তাঁহার প্রেম সকলের অন্তরে আসিতেছে ইহা অনুভব করিলে হৃদয়ে আর আনন্দ শান্তির সীমা থাকে না। অতএব ভাই! ভগ্নি! সকলে এস, যেখান হইতে সেই প্রেম বাহির হইতেছে সেই উচ্চ অটল পর্ব্বতরূপ ঈশ্বরের কাছে বসিয়া সকলে একপ্রাণ হইয়া তাঁহার পূজা এবং সেবা করি। সেই সময় শীঘ্রই আসিতেছে যখন আর আমরা ভিন্ন থাকিতে পারিব না। ভিন্নতা মহাপাপ। এতকাল একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিয়াও যদি আমরা পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারি তবে মহা পাতকী বলিয়া অচিরেই আমরা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব। পিতার নামে এক না হইলে কদাচ আমাদের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার হইবে না, অদ্যাবধি আমরা পিতার চরণে এক প্রাণ হই নাই। ইহা ভাবিলে অন্তর দুঃখে বিদীর্ণ হয়। ভাই ভগ্নিরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এবং আমরা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে বাস করি ইহা আমরা ইচ্ছা করি না; কিন্তু যত দিন আমরা এইরূপ অভিন্ন হৃদয় না হইব, ততদিন স্বর্গ পরিত্রাণ আমাদের পক্ষে মিথ্যা। যে দিন সকলের জ্ঞান বুদ্ধি একত্র হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিবে, এবং সকলের প্রেম ভক্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহার পূজা করিবে এবং আমাদের সমুদয় বল শক্তি এক হইবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবে, সে দিন দেখিব যে পৃথিবীতেই ঈশ্বরের প্রেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রকারে যদি একপ্রাণ, একাত্মা এবং অভিন্ন হৃদয় হইয়া পৃথিবীতে, প্রভুর কার্য্য করিতে পারি অনতিবিলম্বে আমাদের মধ্যেই তাঁহার স্বর্গরাজ্য দেখিয়া সুখী হইব। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই আমাদের পক্ষে ঘোর বিপদ এবং পরীক্ষা। ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যবিন্দু; আমাদের সকলের আত্মা যদি সহজেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একতা হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মধ্যে যাহা কিছু সার এবং স্বর্গীয়, সকলই ঈশ্বরের, কেননা আমরা সকলেই পিতার সাধারণ সম্পত্তি, সুতরাং আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। এই রূপে যখন বিশ্বাস এবং প্রেম নয়নে আমাদের মধ্যে পিতাকে দেখিব, এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক সকলেই তাঁহার অধীন হইব, তখন আমরা সহজেই এক প্রাণ হইব। এবং আমাদের মধ্যে আপনাপনি শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। অতএব যদি এ জীবনে সুখ শান্তি চাও তবে ত্বরায় এক প্রাণ হও, অভিন্ন হৃদয় হও। এক ঈশ্বরকে যদি সকলে দেখ, সকলের চক্ষু এক হইবে; এক ঈশ্বরের কথা যদি সকলে শ্রবণ কর, সকলের কর্ণ এক কর্ণ হইবে, এক ঈশ্বরের প্রেম

যদি সকলে আস্বাদন কর সকলের প্রেম এক প্রেম হইবে, এক নামামৃত যদি সকলে পান কর, সকলের রসনা এক রসনা হইবে। এই রূপে যখন সকলের জীবন অদ্বিতীয় ঈশ্বরে এক হইবে তখন সেই জীবন গঙ্গা নদীর ন্যায় চারিদিকে ধাবিত হইয়া জগতের কল্যাণ হইবে, এবং যাঁহারা এক প্রাণ এবং অভিন্ন হৃদয় হইবেন, তাঁহারাও তখন সহস্র গুণে ধন্য এবং কৃতার্থ হইবেন।

দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

১১ই কার্ত্তিক, ১৭৯৫ শক।

পৃথিবীতে এমন সময় ছিল যখন সাধন প্রণালী অতি বিস্তৃত ছিল; কিন্তু মনুষ্যের আত্মা যতই ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইতেছে, সাধন প্রণালী ততই সহজ এবং সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। এই সামান্য সূক্ষ্ম সূত্র যদি আমরা অবলম্বন করিতে পারি তবেই আমাদের পরিত্রাণ। যাহারা অল্প বিশ্বাসী, যাহারা ধর্ম্মের প্রথম সোপানে অবস্থিতি করিতেছে তাহারা সহজে এই ক্ষুদ্র উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারেনা, তাহাদের জন্য দীর্ঘ প্রণালী আবশ্যক; কিন্তু যাহারা অধিক দিন সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অতি সামান্য একটী শব্দই যথেষ্ট। দয়াময় কিম্বা প্রেমময়, কি পিতা এই রূপ একটী নাম কিম্বা শব্দ উচ্চারণ মাত্র তাঁহাদের অন্তরে ভক্তি প্রেম উথলিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থা না লাভ করিলে বাঁচিবার আর অন্য পথ নাই। জগতের সমুদায় ভক্তবৃন্দেরাই এই সহজ পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদেরও ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। বহু কাল কঠোর সাধনের সময় অতীত হইয়াছে। এখন জীবন্ত বিশ্বাস এবং জীবন্ত প্রেমের সময়, এ সময় ভক্তি প্রেম এবং কৃতজ্ঞতা ভরে কেবল ঈশ্বরের নাম করিলেই জীবের পরিত্রাণ হইবে। তাঁহার নাম গ্রহণ করিবামাত্র যদি নিতান্ত জঘন্য হৃদয়ের মধ্যেও স্বর্গ প্রকাশ হইল দেখিতে না পাই তবে ঈশ্বরের নামে বিশ্বাসের উপর আর জগতের বিশ্বাস থাকিবে না। যথার্থ সাধক যাঁহারা তাঁহারা নাম করিতে করিতে স্বর্গ রাজ্যে উপনীত হন। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র ভক্তের অন্তরের দুষ্প্রবৃত্তি এবং পাপ সকল নিস্তেজ হয়। তাঁহার নাম স্মরণ মাত্র ভক্তের অন্তরে দিব্য জ্ঞান প্রেম, এবং পুণ্য জ্যোতি প্রকাশিত হয় এবং সকল প্রকার অন্ধকার আপনা আপনি চলিয়া যায়। তাঁহার নাম করিবা মাত্র কিরূপে আত্মার মধ্যে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন হয় সাধক নিজেই বুঝিতে পারেন না, অন্যকে কিরূপে বুঝাইবেন। ভক্ত ঈশ্বরকে ডাকিবা মাত্র কেবল তাঁহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পান তাহা নহে; কিন্তু ইহ পরলোকবাসী সমুদায় ভক্ত মণ্ডলীকে তিনি তাঁহার হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী দেখিতে পান। যিনি নাম গ্রহণ করিবামাত্র ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য নিকটে দেখিতে পান, পাপ, দুঃখের সাধ্য কি তাঁহাকে সন্তাপিত করে। অতএব যদি বিশ্বাস ভক্তি পরীক্ষা করিতে চাও, আত্মার মধ্যে গভীর স্বরে ঈশ্বরের নাম করিও, যদি নাম করিবা মাত্র তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া অন্তরের প্রেম ভক্তি উথলিয়া না পড়ে; সমুদয় দুঃখপাপহারী ঈশ্বরকে ভাবিলেও যদি অন্তরের রিপু সকল অবসন্ন না হয়, তাঁহার নামে যদি কঠিন পাষাণ তুল্য অপবিত্র হৃদয় প্রেমের উদ্যান না হয় তবে জানিও এখনও তোমার সেই বিস্তৃত দীর্ঘ সাধন প্রণালীর সময় অতীত হয় নাই। অতএব পরিশ্রান্ত অল্প বিশ্বাসীগণ বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের একটী নাম গ্রহণ করিবা মাত্র তাঁহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পাইবে, এবং তাঁহার শ্রীচরণে একটি প্রণাম করিলেই তোমাদের আত্মা তাঁহার পবিত্র সিংহাসন স্পর্শ করিবে।

দীক্ষিতদিগের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ।

মঙ্গল বার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৭৯৫ শক।

পরিশ্রান্ত পথিক পথে রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যখন বৃক্ষতলে ছায়া লাভ করে তখন তাহার যেমন আনন্দ হয়, তোমরাও সেই রূপ অনেক দিন সংসার পথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা প্রকার কষ্ট ক্লেশ পাইয়া আজ ব্রাহ্ম পরিবার রূপ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আনন্দিত হইলে। সংসারের নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা এবং বাধা বিপত্তি বহুকাল তোমাদের সুখ হানি করিয়াছে, অনেক প্রকার পাপ অপরাধে তোমাদের মন বিদ্ধ হইয়াছে, সংসারের কণ্টকে তোমরা অনেক কষ্ট পাইয়াছ, তোমাদের দুঃখ দেখিয়া দয়াময় ঈশ্বর বিশেষ সময়ে তোমাদিগকে পুত্র কন্যা বলিয়া তোমাদের হাত ধরিলেন। বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখ কে তিনি, যিনি দয়া করিয়া তোমাদের হস্ত ধারণ করিলেন, ভাল করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লও, এরূপ দৃঢ় করিয়া তাঁহার চরণ বাঁধিয়া লও। যে কখনও তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যিনি পাপ দুঃখের অবস্থা হইতে তোমাদিগকে পুণ্য এবং সুখ সম্পদের অবস্থায় লইয়া যাইতে আসিয়াছেন সাবধান, কখনও তাঁহাকে ভুলিও না। যিনি এত দয়া করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে স্থান দিলেন কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া এই পরিবারে কলঙ্ক আনিও না। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অতি আশ্চর্য্য সময় আসিয়াছে, দেশ দেশান্তরে এখন সত্যের জয় বিস্তার হইতেছে, শত সহস্র আত্মাতে এখন স্বর্গরাজ্য হইতে প্রেম নদী প্রবাহিত হইতেছে। তোমাদের বড় সৌভাগ্য যে এ সময়ে তোমরা দীক্ষিত হইলে, এই যে সম্মুখে পুষ্প গুলি, যদিও ইহারা অতি সুন্দর; কিন্তু পিতার কৃপায় এখন তোমাদের মনের মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রেম ভক্তি ফুল সকল ফুটিবে, সেই সৌন্দর্য্যের তুলনায় ইহাদের সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। পিতার দয়া গুণে আমাদের ব্রহ্মমন্দিরের অনেক গুলি ভাই ভগ্নীর অন্তরে এসকল মধুময় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, চক্ষুনিমীলন করিলেই সেই স্বর্গের উদ্যান দেখিয়া প্রেম ধারা বহিতে থাকে। দয়াময়, আমাদের ন্যায় পাতকীদিগকে এত দয়া করিবেন ইহাত জানিতাম না। তাঁহার করুণাগুণে যে সকল স্বর্গের ব্যাপার দেখিয়াছি তাহা বাক্যে বলিতে পারি? বলিতে বলিতে, আচার্য্যের বাক্ রুদ্ধ হইল, এবং ক্রমাগত প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল, আমাদিগকে স্বর্গের পিতা কিজন্য এমন সৌন্দর্য্য

দেখাইতেছেন ? স্বর্গের শোভা দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রেমে একেবারে ভুলাইয়া রাখিবেন এই কি তাঁহার অভিপ্রায় নহে? যদি চক্ষু থাকে খুলিয়া দেখ কেমন সুন্দর তিনি যিনি তোমাদের হাত ধরিয়াছেন, একবার দেখিলে কি কাহারও ইহাঁকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয়? ইনি যে পথে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, ক্রমাগত ইহাঁর সঙ্গে সেই পথে চলিয়া যাও, ভয় নাই বিপদ নাই। যাহাদিগকে তোমরা আত্মীয় এবং আপনার লোক বল, তাহারা তোমাদিগকে পাপ পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, সাবধান তাহাদের কথায় ভুলিয়া পিতাকে ছাড়িও না। জগতকে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে যে দয়াময় নাম দিয়াছেন তাহা পাপী তাপীর এক মাত্র ধন। এই নাম দিন দিন সাধন কর, সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে এই নামের কত মহিমা। এহ ত সামান্য একটী ক্ষুদ্র নাম ইহাতে কত পাষাণ হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, ভাবিলে মন স্তব্ধ হয়। ঈশ্বর আপনি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন ইহা কি তোমরা দেখিতেছ না ? ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তোমরা ডাকিবা মাত্র স্বর্গ ছাড়িয়া তিনি তোমাদের কাছে আসিয়া বসিবেন। তাঁহাকে ডাকিলে আমাদের ঈশ্বর এই কথা বলেন না, যে এখন তুমি কিছুকাল কষ্ট পাও, পরে দেখা দিয়া আমি তোমাকে সুখী করিব; আমাদের ঈশ্বরের মুখে কেহই কখনও এই কথা শুনেন নাই। যখনই তাঁহাকে ডাকিবে তখনই তিনি দেখা দিয়া তোমাদের আত্মাতে প্রেমামৃত বর্ষণ করিবেন, এবং মাতার ন্যায় পুণ্য সুধা পান করাইবেন। তাঁহার কৃপায় কদাচ নিরাশ এবং ভগ্নোৎসাহ হইও না। প্রতিদিন মনের সহিত প্রাণের সহিত তাঁহাকে ডাকিও, তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া তোমাদিগকে দেখা দিবেন। মানুষ তাঁহার পরিচয় দিতে পারে না। কেবল উপাসনার সময় তিনি তোমাদের কাছে আসিবেন তাহা নহে, যেখানে তোমরা থাক, কি সজনে, কি নির্জ্জনে, কি সংসারিক কোন কার্য্যে, সর্ব্বদাই তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। যখন দেখিবে কেহই কাছে নাই, সেখানেও দেখিবে এক জন কাছে বসিয়া আছেন। পৃথীবির মধ্যে যাঁহারা অতি আত্মীয়, এমন কি পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা তাঁহারাও পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু ঈশ্বর কখনও তাঁহার পুত্র কন্যাকে দূরে ছাড়িয়া যান, ইহা কি তোমাদের মধ্যে কেহ শুনিয়াছ ? তিনি যেমন নিমিষের জন্য তাঁহার কোন সন্তানকে ছাড়িয়া যান না, তোমারাও চিরকাল অবিশ্রান্ত তাঁহার সাধন কর। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল মন্ত্র "দয়াময় পিতা আমার কাছে বসিয়া আছেন" প্রত্যহ তোমরা এই মহা মন্ত্র সাধন কর। ইহা সাধন করিতে করিতে গভীর প্রেম তরঙ্গে এবং মহানন্দে তোমাদের প্রাণ গলিয়া যাইবে। যদি অন্তরে রিপু প্রবল হয়, তৎক্ষণাৎ কোথায় দয়াময় বলিয়া তাঁহাকে ডাকিবে, দেখিবে ডাকিবা মাত্র তোমাদের নিস্তেজ মন পুণ্য বলে পরিপূর্ণ হইবে। আজ তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিলে ইহা সামান্য ব্রত নহে, ইহকাল পরকাল অনন্তকাল জীবনের এই মহা ব্রত সাধন করিতে হইবে। ভাই ভগ্নী সকলে মিলে সদ্ভাবে থেক। আজ যাঁহারা স্বামী স্ত্রী সর্ব্বসাক্ষী পিতার নিকটে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্ম পরিবার ভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপায় আজ নূতন স্বর্গীয় সম্পর্ক সংস্থাপিত হইল। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা আজ পবিত্র ভাবে ঈশ্বরের কাছে স্বামী স্ত্রী বলিয়া মিলিত হইলেন। এই রূপে যদি দুই আত্মার মিলন হয় ইহা হইতে আর পৃথিবীতে সুন্দরতর দৃশ্য কি আছে ? ভাই, ভগ্নি! বিনীত হৃদয়ে তোমাদিগকে বলিতেছি, এক ধর্ম্মকে পরস্পরের প্রাণ করিয়া চির কালের জন্য ঈশ্বরের দাস দাসী হইয়া থাক। দয়াময় তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন! যেখানে পঁহুছিলে পাপ যন্ত্রণা থাকিবে না ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই পবিত্র শান্তি নিকেতনে লইয়া যাউন! তাঁহার কৃপায় আজ তোমরা আমাদের হইলে এবং আমরা তোমাদের হইলাম। বল চিরকাল আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের সেই এক দয়াময় পিতার পবিত্র প্রেম গৃহে বাস করিব। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

সম্বাদ।

ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় লাহোর গিয়া ইংরাজীতে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার আগমনে অনেক শিক্ষিত পাঞ্জাবী ধর্ম্মে উৎসাহিত হইয়াছে। অনেকের মধ্যে একটী বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আশা করি যে পাঞ্জাবী ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করিয়া স্বদেশীয় লোকের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। আমাদের আচার্য্য মহাশয় আগামী ২৮শে নবেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হইতে মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৬ই নবেম্বর দেরাদুন হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত রবিবার হইতে তিনিই মন্দিরের কার্য্য করিতেছেন।

৮ই নবেম্বর এখানে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ, নিবাস চন্দনগর, এখন তিনি এলাহাবাদেই বাস করেন, বয়ঃক্রম ৩৩।৩৪ হইবে। পাত্রীর নাম সারদাসুন্দরী, নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বাগমারি, বয়স ১৯ বৎসর। পাত্রিটী পাঁচ বৎসরের সময় বিধবা হন। আমরা আশা করি এই নব দম্পতী ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাবে জীবন যাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করিবেন।

এখন ব্রাহ্মসমাজ যে রূপ উপাসনা ও ধ্যানের মধুরতা প্রদর্শন করিতেছেন এমন আর কোন সময়ে হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতার এখনও অনেক ব্রাহ্মেরা এই ভাবের সহিত বিশেষ যোগ দিতেছেন না, প্রায়ই বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আমাদের নিতান্ত অনুরোধ তাঁহারা এবার এই ভাবের সাধন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে পরিণত করুন। এই সময়ে যেন কেহ শিথিলতা প্রকাশ না করেন।

"ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" বলেন আণ্ডামান দ্বীপে পুঞ্জে এক জন ব্রাহ্ম দায়মাল আসামী হইয়া আছেন। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম ইনি এক জন বাগবাজার নিবাসী অতি অল্প বয়সে রিসির আফিসে কেরাণী, ছিলেন, ৬০।৭০ টাকা মাহিনা পাইতেন, বৎসরে হাজার হাজার টাকা মদে উড়াইতেন, পরে একবার চুরিতে ধরা পড়িয়া শেষে আণ্ডামানী বাসহইয়াছেন। ইনি মাতাল এবং চোর ছিলেন, কোনকালে ব্রাহ্মছিলেন না। তবে এক্ষণে যদি তাঁহার মতি ভাল হইয়া থাকেসুখের বিষয়।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে, ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৮ম ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রাহয়ণ, রবিবার, ১৭৯৫ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।।
মফস্বল ঐ ৩।

স্তোত্র।

হে গুণের সাগর পরমেশ্বর! ইচ্ছা হয় তোমার গুণের কথা সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে ঘোষণা করিয়া রসনাকে চরিতার্থ করি। কিন্তু হে অনন্ত দেব! যখন তোমার বিষয় ভাবিতে যাই তখন তোমার মহিমা তরঙ্গে মন ভাসিয়া যায়। অতুল ঐশ্বর্য্য পূর্ণ এই বিশাল বিশ্বের অধিপতি হইয়া তুমি তৃণসম পাপীর প্রার্থনায় যে কেবল কর্ণপাত কর তাহা নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে থাকিয়া সদাকাল তাহাকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় প্রতিপালন কর। কত শত মানব জীবনে তুমি আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল সংঘটন করিতেছ, তোমার উদার প্রসাদে কত মহাপাতকী পবিত্রাত্মা সাধু হইয়া গেল, এ সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কে আর তোমার করুণায় নিরাশ হইবে? জীবের পক্ষে তুমি যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি তুমি আপনাকে তাহার এত নিকটে রাখিয়াছ যে, ডাকিতে না ডাকিতে সে তোমার দর্শন পাইতে পারে। তুমি নিকট হইতেও নিকটে, প্রাণের মধ্যে বাস করিতেছ। তোমাকে দেখিবার জন্য হে পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর ঈশ্বর! সাধককে আর কোন কষ্ট পাইতে হয় না। যেখানে যাই সেই স্থানেই তোমার রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। হে অনন্ত গুণের আধার! ধূলি কণার ন্যায় যে আমি, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ধন্য তোমার মহিমা যে তুমি প্রত্যেক প্রাণীর অভাব সকল মোচন কর। জীবনের সকল দিক্ নিরাশ অন্ধকারে যখন পরিপূর্ণ হয়, একাকী সংসারের দুর্গম পথে পতিত হইয়া যখন হাহাকার করি, তখনও দেখি যে তুমি অন্তরে বাস করিতেছ। হে বিপদের বন্ধু! পৃথিবীর ঘৃণিত পরিত্যক্ত মনুষ্যের উপরে তোমার এই অনুপম দয়া স্মরণ করিয়া আমি বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার চরণে প্রণিপাত করি। তুমি আমাকে সর্ব্বক্ষণ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজেই তুমি সন্তানকে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন কর, তোমার এ সকল সুমিষ্ট ব্যবহার দর্শন করিয়া হৃদয়ে আপনা হইতে প্রেম উথলিত হয়। আমার যখন আর অন্য কিছুই থাকিবে না তখন তুমিই আমাকে রক্ষা করিবে, এই বিশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া আমি আশা ও আনন্দের সহিত তোমাকে নমস্কার করি। হে অভয়দাতা ঈশ্বর! তোমার গুণের কথা যত শ্রবণ করি, ততই মনে আহ্লাদ হয়, আশাতে জীবন সজীব হয়।

ঈশ্বর সুলভ।

ভৌতিক জগৎ বায়ু পরিপূর্ণ, বায়ু সাগরে সমুদায় বিশ্ব আচ্ছাদিত। প্রতি মনুষ্য প্রতিক্ষণ কেবল তাহাতেই জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, অথচ কেহ তাহা ভাবিয়াও দেখে না, তাহার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতেই চায় না। সেই বায়ুতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সহজেই কার্য্য করিতেছে, কোন চেষ্টা বা বলের প্রয়োজন হয় না, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অন্য প্রদর্শিত উপায়ও অবলম্বন করা আবশ্যক করে না, স্বভাব অপ্রতিহত ভাবে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে। চিন্তাহীন মূর্খ ব্যক্তিগণ একবার মনেও ভাবে না যে প্রতিদিন এই রূপে শারীরিক জীবন সঞ্চারিত হইতেছে। ইহা অনেক চিন্তা করিয়া বা ন্যায় শাস্ত্র আলোচনা করিরা জানিতে হয় না যে আমি বায় রাশিতে পরিবেষ্টিত, বায়ুতেই আমার জীবন সঞ্চারিত হইতেছে। প্রতি নিঃশ্বাসে বায়ু গ্রহণ কর, অথচ তুমি মনে কর না যে বায়ু তোমার পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে তাহার অভাব হইলে তোমার শারীরিক অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ঈশ্বরও এই রূপ সুলভ। তিনি প্রচ্ছন্ন নহেন, গোপনীয় কোন পদার্থ নহেন; সুদুর্লভও নহেন। তাঁহার দর্শন কত সহজ, কত সহজ রূপে তিনি মনুষ্যের সহিত গ্রথিত। এক চৈতন্য এক জীবন, সমুদায় ভৌতিক ও চৈতন্য জগতের অস্তিত্বের মূল। বায়ু যেমন সুলভ, সকলের জীবন হইয়া আছে, ঈশ্বরও সেইরূপ সমুদায় প্রকৃতির মধ্যে জীবনীশক্তি হইয়া বসতি করিতেছেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বায়ু যেমন সকলের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ভিতরে চলিতেছে, ঈশ্বর তেমনি সকলের ভিতরে প্রত্যক্ষ থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। মূর্খ লোক যেমন জানে না যে বায়ুতে সে প্রতি নিঃশ্বাসে বাঁচিতেছে অথচ এ কথা বলিলে সে উপহাস করিবে। ঈশ্বর সকলের নিকট কত সুলভ, অথচ লোকে বলে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার দর্শন অত্যন্ত সুলভ। তিনি চারি দিকে, আমরা এত নিকটে, এত তাঁহার কাছে যে আর তাঁহাকে ছাড়িবার যো নাই। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য জীবন, অস্তিত্ব, প্রেম ও পবিত্রতা, সকলই সেই সৌন্দর্য্য,জীবন,অস্তিত্ব, প্রেম পবিত্রতার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব তাঁহার দর্শন কত সহজ। সরল মনে ডাকি আর দেখি তিনি হৃদয়ে আচ্ছাদিত। তাঁহার সহবাস আর দুর্লভ নহে। তিনি যেমন সহজে প্রাপ্য এমন আর কোন পদার্থ নহে। কারণ তিনি মনুষ্যের চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্য নহেন, তিনি স্বয়ংই আপনাকে সকলের প্রাপ্য করিয়া রাখিয়াছেন। যে দিকে যাও সে জীবন অতিক্রম করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। আপনার জীবনের প্রতি চাও সেই জীবনকে দেখিতে পাইবে। আমরা ব্রাহ্মদিগকে এই জন্য অনুরোধ করি যেন কেহ তাঁহাকে দুর্লভ মনে না করেন। তিনি আর আপনাকে দুর্লভ করেন নাই, তাঁহার দর্শন অতিশয় সুলভ।

পাপের মূল উৎপাটন।

পাপ যদিও প্রকৃতিগত কোন ভাব পদার্থ নহে, তথাপি সে নিত্য অভ্যাসের দ্বারা এত দূর পুষ্টিতা লাভ করিয়াছে যে সে জীবনের অতি গূঢ় স্থানে গিয়া বাস করিতেছে। ইহার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কাণ্ড ও শাখা পল্লব সকল কর্ত্তন কর, পুনরায় আবার তাহা দ্বিগুণ তেজের সহিত কোথা হইতে শত সহস্র শাখা প্রশাখা উৎপন্ন করিয়া বিষময় ফল সকল প্রসব করিবে। অবস্থা বিশেষে কখন কখন ইহার গুরুত্ব অনুভব হয় না, কিন্তু তখনও ইহার মূল গুপ্ত ভাবে অবস্থিতি করে। পাপ আলোচনা ও পাপ কার্য্যের দ্বার অবরুদ্ধ হইলেও আমরা নরক

ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি না এবং নিরাপদে পুণ্যময় ঈশ্বরের সহবাসে থাকিয়া শান্তি সম্ভোগ করিতে সক্ষম হই না; কারণ পাপের মূল উন্মূলিত না হইলে তাহা অসম্ভব। বরং ব্যক্তি বিশেষের জীবনে পাপ কার্য্যের দ্বার বন্ধ হওয়াতে আরও প্রবলতার সহিত পাপের ইচ্ছা সকল তাহার অন্তরে সংগ্রাম করে; সুতরাং তাহাতে মন সর্ব্বদা অসুখী এবং ভয়াতুর হইয়া থাকে। উৎসাহ ও ভক্তির সহিত যখন ব্রহ্মোপাসনায় চিত্ত নিমগ্ন হয়, তখন বোধ হয় যেন দেবগণের সহিত জীবন্মুক্ত হইয়া প্রেমনীরে সন্তরণ করিতেছি, সে সময় পাপের আধিপত্যের কথা আর মনেও থাকে না; কিন্তু উপাসনান্তে যখন পুনরায় কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করা যায়, তখন আবার সেই পুরাতন পাপ প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে মস্তক উত্তোলন করে। ধর্ম্মাচার্য্যের প্রাণভেদী উপদেশে চক্ষু হইতে অজস্র ধারে বারিধারা বহিয়া বক্ষ স্থল ভাসিয়া যাইতেছে, 'সংগ্রামকুশল সাধু যুবা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া করুণস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ প্রবাহে উপাসক মণ্ডলীর জীবন প্লাবিত হইয়া মর্ত্ত্যধামকে স্বর্গধাম করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু চিরপোষিত পাপের সুদৃঢ় মূল যেখানে, এ সমস্ত স্বর্গীয় ব্যাপার তাহার নিকট দিয়াও যাইতেছে না। জীবনের উপরিভাগে কত মহা মহা ধর্ম্ম বিপ্লব সংঘঠিত হইতেছে, কিন্তু পাপের মূল স্থির অটলতার সহিত নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া আছে। দেবতারা আনন্দোৎসব করিয়া চলিয়া গেলেন, পুণ্যের উজ্জ্বল দীপমালা ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, অল্পে অল্পে প্রেমের কোলাহলধ্বনি গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বিলীন হইতে লাগিল; এ দিকে কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি অসুরেরা আত্মার এক অন্ধকারময় কুটীর হইতে ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া লইল, সেখানে তাহারা একত্রিত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিল, দেবতাদিগের রচিত সেই প্রেমের উদ্যান তাহারা পদ দ্বারা বিদলিত করিল, পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্য জীবনে, পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্ম জীবনে এইরূপ ঘটিতেছে। যে পর্য্যন্ত অন্তরস্থিত গঢ় পাপ একেবারে সমূলে উৎপাটিত না হইবে, তত দিন কাহার জীবন নিরাপদ নহে, তত দিন ধর্ম্মের সুখ অন্বেষণ করাও নিষ্ফল।

এক্ষণে সেই বিষময় পাপ মূলকে কিরূপে উৎপাটন করা যায় তাহার উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। লোক ভয়ে, রাজ শাসনে এবং স্বার্থানুরোধে গুরুতর পাপ কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিতে আমরা অনেক সময় বাধ্য হই। কিন্তু যেখানে এ সকল প্রতিবন্ধক কিছুই নাই সেই মানব চক্ষুর অগোচর অন্তররাজ্যে পাপের আধিপত্য একবার দেখ। ইচ্ছা সেখানে পাপের বিষয় সকল লইয়া কল্পনাতে কত পাপানুষ্ঠান করিতেছে। সাধু সহবাসে থাকিয়াও এরূপ জঘন্য ব্যাপার মনোমধ্যে হইয়া যাইতেছে। ইচ্ছায় যখন পাপ রহিল তখন বহির্ভাগ পরিষ্কার রাখিলে আর কি হইবে? এই রূপে মনুষ্য আপনি বিষ উদ্গীরণ করিয়া পুনরায় তাহা পান করত শোকে তাপে দগ্ধ হইতেছে। সময়ে সময়ে সে পুণ্য সঞ্চয় করে, কিন্তু পরক্ষণে তাহা বিষাক্ত হইয়া যায়। তিনি এই ভাবে কত দিন জীবন ধারণ করিতে পারেন? এই রূপ করিতে করিতে বিলম্বে কিম্বা অবিলম্বে তাঁহাকে নিরাশ হইতেই হইবে। অতএব কেহ পাপানুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিবেন না। পাপের ইচ্ছা যাহাতে উদয় না হয় তাহা করিতে হইবে। স্বর্গ নরক এক স্থানে চির দিন থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের চক্ষে আমরা নিষ্পাপী হইতে পারি আর না পারি, যত দিন পর্য্যন্ত সজ্ঞানে পাপী থাকিব, তত দিন শান্তির আশা বৃথা। আমাদের মন পাপকে ভাল বাসে বলিয়াই তাহা উন্মূলিত হয় না।

কিন্তু পাপ ইচ্ছাকে পোষণ করা আর পাপ অনুষ্ঠান করা মুক্তির ব্যাঘাতের পক্ষে উভয়ই সমতুল্য। যে পরিমাণে পাপ কামনা ও কল্পনা দুর্ব্বল হইবে সেই পরিমাণে মুক্তির আশা বলবতী হইবে, এবং যতই মুক্তির আশা বর্দ্ধিত হইবে ততই ধর্ম্ম বল সঞ্চিত হইবে। এক কালে পাপের প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবে না, প্রথমে এত দূর আশা করা যাইতে পারে না কিন্তু পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ার কারণ যদি আমরা স্বয়ং না হই এবং উত্তেজিত হইলে যদি আমরা তাহাকে বাধা প্রদান করি এবং চির অভ্যস্থ প্রবল এবং দুর্ব্বল পাপ ইচ্ছার জন্য যদি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তবে আমরা নিশ্চয়ই ইহাতে কৃতকার্য্য হইব।

সম্রাট্ আক্‌বর।

যবনাধিপতি সুবিখ্যাত বাদসাহ আক্‌বর পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যেরূপ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট রাজর্ষির ন্যায় যেরূপে পূজনীয় হইয়াছিলেন তাহারই বৃত্তান্ত এস্থলে কিছু বিবৃত হইবে। আবুলফজল ও বদাউনি নামক পরস্পর বিরোধী এবং সমকালিক দুইজন জ্ঞানী তাঁহার সভাসং ছিলেন। "আইন আকবরি" "ও দেবিস্তান" প্রভৃতি তাঁহাদেরই কতিপয় গ্রন্থে এই সমস্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কালের ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিজ্ঞান সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী পণ্ডিতগণ যে বিষয়ে গূঢ় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, সেই গুরুতর বিষয়ে বহু পূর্ব্বকালে আক্‌বর বাদসাহ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ইহা অতি আশ্চর্য্যকর বলিতে হইবে। উল্লিখিত গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ হইতে আকবরের ধর্ম্ম ভাব আমরা কিছু প্রকাশ করিতেছি।

বুদ্ধি বিধাতাও জড়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর ইচ্ছানুসারে মানবজাতিকে নির্ম্মাণ করেন। তিনি কাহাকে অধিক কাহাকে বা অল্প বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। এইজন্য মনুষ্য সমাজে দুইটী বিভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি "দিন" অর্থাৎ ধর্ম্মের দিকে, আর কতক গুলি "দুনিয়া" অর্থাৎ সংসারের দিকে আকৃষ্ট হয়। উভয়ে উভয় পক্ষের নেতা ধর্ম্মগুরু ও রাজাকে মনোনীত করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হয়। ইহাতে কেবল তাহারা আপনাপন অজ্ঞতা এবং অন্ধতাই প্রকাশ করে। কদাচিৎ তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বিষয়ী এবং ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে কি কোন সাধারণ ভূমি নাই? সহস্র সহস্র গুপ্ত প্রদেশে কি সেই হৃদয়ানন্দকর সৌন্দর্য্যের একই জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতেছে না? ধ্যানশীল এবং কর্ম্মশীল উভয় ব্যক্তিদিগের দ্বারাই ঈশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা তাঁহার সারবত্তা চিন্তা করে, শেষোক্ত ব্যক্তিরা সংসারের সৌন্দর্য্যে আনন্দিত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করে। আপাততঃ দেখিতে বোধ হয় যেন তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ পথাবলম্বী, কিন্তু তাহা নহে, উভয়েই ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। অতএব সকলের জানা উচিত যে দিন ও দুনিয়ার মধ্যে প্রভেদ নাই; উভয়ের মধ্যে একটী সাধারণ ভূমি আছে। যখন চিন্তা শক্তির অভ্যুদয় হয় তখন ধর্ম্মান্ধতা এবং কুসংস্কার ভেদ করিয়া মানবগণ সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য ভাব দেখিতে পায়। কিন্তু সকলের মনোমন্দিরে সমান ভাবে সে জ্ঞানালোক প্রকাশ পায় না। আবার যাহারা জ্ঞানবান্ এবং উন্নত তাহারা লোক ভয়ে আত্মমত গোপন করে। যাঁহার যথেষ্ট সাহস আছে তিনি প্রকাশ্য রূপে উন্নত মত ও ভাব সকল প্রচার করেন, কিন্তু অজ্ঞানান্ধ ধার্ম্মিক মনুষ্যেরা তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া দূর করিয়া দেয় এবং পাষণ্ডেরা তাঁহাকে বিধর্ম্মী ও নাস্তিক বলিয়া বিনাশ করিতে বাধিত হয়।

আক্‌বর যখন স্বীয় অলৌকিক মহত্ত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন, তখন বুঝিলেন যে তিনি প্রজাদিগের গুরু. তখন তিনি ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ গুরুর গুরুভার পালন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করত তত্ত্বপিপাসু শ্রান্ত পথিকদিগের আশা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

কখন প্রার্থীদিগকে শিষ্যপদে বরণ করিয়া কখন বা অপর প্রার্থীদিগকে শিষ্য হইতে নিষেধ করিয়া উভয় পক্ষকেই শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইবার সহায় হইলেন। সম্রাটের জ্ঞানালোকে এবং পবিত্র নিশ্বাসে অনেকানেক সরল চিত্ত ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ঈদৃশ চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে লাগিল, যে অন্য ধর্ম্মোপদেষ্টারা উপাসনা ও চল্লিশ দিন উপবাস করাইয়া তাহা উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না। সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী, ফকির, হকিম, বনিক, কৃষি ও বিষয়ী লোক সকল আত্মজ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। নানা জাতীয় এবং নানা দেশীয় যুবা,বৃদ্ধ, মিত্র,অপরিচিত সকলেই সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানসা করিত, এবং প্রার্থনীয় বস্তু লাভার্থে আকবরের পদতলে পতিত হইয়া উপাসনা করিত। লোকের জনতার গতিকে অথবা দূরতা বশতঃ যাহারা রাজসভায় প্রবেশ করিতে অক্ষম হইত তাহারা বাদসাহের উদ্দেশে গৃহে থাকিয়াই গোপনে ঐ রূপ করিত। আকবর যখন কোন রাজকার্য্যে, কি দেশ জয় অথবা ক্রীড়া করিবার জন্য রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতেন তখন গ্রাম ও নগর হইতে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ সকলে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণামপূর্ব্বক বিবিধ প্রশংসাবাদ ও ধন্যবাদ প্রদান করিত। স্থায়ী সুখ, উন্নত বিশুদ্ধ হৃদয়, সৎপরামর্শ, শারীরিক বল,মানসিক জ্ঞান, দীর্ঘ আয়ু, সন্তানের মুখ দর্শন, পরলোকে বন্ধুদিগের সহিত পুনঃসম্মিলন, ধন ও পদের উন্নতি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিষয় তাহাদের প্রার্থনীয় ছিল। সম্রাট্ যাহা আপনি মঙ্গল জানিতেন তাহাই করিয়া সকলকে সন্তোষ জনক উত্তর দিতেন এবং সংশয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। এমন দিন ছিল না যে দিন লোকে একটী পাত্র জল লইয়া তাঁহার নিকট না আসিত আর তিনি উহা লইয়া সূর্য্য রশ্মিতে রাখিয়া পবিত্র করিয়া তাহাদের আশা পূর্ন না করিতেন। এইরূপে অনেকানেক রোগীকে তিনি অলৌকিক শক্তি দ্বারা আরাম করিতেন। কথিত আছে কোন উদাসীন আপনার জিহ্বা ছেদন করিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করত সম্রাটের নিকট হত্যা দিয়া ছিল, দিবস গত হইতে না হইতে তাহার জিহ্বা পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। মুসলমানের আচার ব্যবহার যদিও তিনি মানিতেন না, কিন্তু তাঁহার বিনয়, দয়া, ন্যায়পরতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততা দেখিয়া লোকে সে সকলের প্রতি বড় দৃষ্টি করিত না। অনেককে তিনি তাঁহার শিষ্য শ্রেণী মধ্যে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন,এবং বলিতেন"আমি নীত হইবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া অন্যের নেতা হইব," কিন্তু প্রার্থীদিগের মধ্যে তিনি যখন কাহার ললাটে ব্যাকুলতার চিহ্ন দেখিতেন তখন তাহাকে গ্রহণ করিতেন। রবিবার তাঁহার ধর্ম্মদীক্ষার দিন ছিল। সম্রাট্ এ বিষয়ে সতর্ক থাকিলেও বিভিন্ন জাতীয় সহস্র সহস্র লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রার্থী ব্যক্তি শিরোভূষণ হস্তে লইয়া বাদসাহের চরণে মস্তক রাখিত। ইহা দ্বারা এই প্রকাশ পাইত যে সে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত জীবন লাভের জন্য লালায়িত হইয়াছে। তদনন্তর ঈশ্বরের চিহ্নিত আকবর ঐ ব্যক্তির হস্ত ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া মস্তকে পুনরায় ঐ ভূষণ পরাইয়া দিতেন, এবং ঈশ্বরের নামাঙ্কিত এক অঙ্গুরী দান করিয়া তাহাকে প্রকৃত জীবনের পথে পরিচালিত করিতেন। "আল্লা আকবর" এইটী তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। সম্রাট্ প্রতি দিন প্রাতে এক গৃহের গবাক্ষে বসিতেন আর লোকেরা তাঁহার সম্মুখে ভূপতিত হইত। স্ত্রীলোকেরা বিবিধ উপহার ও রোগগ্রস্ত সন্তানাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইত।

বাদসাহ বলিতেন আলোক এবং অগ্নির উপাসনা করা ইহা ধর্ম্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরারাধনা, নির্ব্বোধেরা ইহাকে ঈশ্বর বিস্মৃতি এবং অগ্নি পূজা বলিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরদর্শী ব্যক্তিরা ইহা ভাল জানেন। আলোকও উত্তাপ মনুষ্যের জীবনোপায়, তিনি অগ্নি-উপাসক পারসীদিগের ধর্ম্মেও যথেষ্ট আস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এমন কি সে জন্য রাজসভার মধ্যে অগ্নি সংস্থাপন করা হইয়াছিল, সেখানে প্রতিনিয়ত অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। ঈশ্বর পিপাসু আকবর ধর্ম্মের জন্য অনেক কঠোরতাও সহ্য করিতেন। কিন্তু লোক ভয়ে তাঁহাকে মুসলমানদিগের প্রকাশ্য উপাসনায় যোগ দিতে হইত। যে বিশুদ্ধ নীতির জন্য যোগী ও শান্তচিত্ত সাধুগণ লালায়িত, এবং যাহা দ্বারা ধর্ম্মান্ধ সঙ্কীর্ণ চিত্ত ব্যক্তিদিগের শ্লেষ বাক্য নিস্তব্ধ হয়, তাহাই

করা আক্‌বরের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিবিধ ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকল সঙ্কলন করিয়া এক বৃহৎ পুস্তকালয় করিয়াছিলেন এবং প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত সে সকল শ্রবণ করিতেন। জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। হিন্দুধর্ম্মের অনেক গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

বদাউনির মতে আবুলফজলের বৃত্তান্ত অনেক অত্যুক্তি। বাদসাকেও তিনি অনেক বিষয়ে ভ্রমাত্মক এবং গর্ব্বিত মনে করেন। কিন্তু ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তিনিও যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আক্‌বরের প্রশংসাই বর্ণিত হইয়াছে।

আক্‌বর সাহা অনেকানেক দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মনীতি এবং ব্যবহার শাস্ত্র লইয়া সর্ব্বদা ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রকারদিগের সহিত সদালাপে কাল যাপন করিতেন। কখন কখন সমস্ত রাত্রি ঈশ্বর চিন্তাতে তাঁহার অতিবাহিত হইত। "হে ঈশ্বর, হে গুরু" এক জন সন্ন্যাসী এই নাম অনুক্ষণ উচ্চারণ করিত আর তিনি শুনিতেন। তাঁহার হৃদয় ঈশ্বর ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাতঃকালে রাজপ্রাসাদের নিকট এক বৃহৎ শৈল খণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া তিনি স্বীয় বর্দ্ধিত গৌরব স্মরণপুর্ব্বক কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে ধর্ম্মালোচনার জন্য সভা হইত। তাহাতে সেখ, সৈয়দ, গ্রাত্তী ও আলমাস্ নামক চারি সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদিগকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের সঙ্গে বিচার করিতেন। উহারা পরস্পরে মহা গণ্ডগোল লাগাইয়া দিত বলিয়া পরে তাহাদিগকে সভাগৃহের চারি কোণে পৃথক্‌রূপে বসাইয়া দেওয়া হইত। আক্‌বর এক এক করিয়া চারি কোণে যাইয়া কথা বার্ত্তা কহিতেন। স্ত্রীদিগের সহিত কিরূপে ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে তদ্বিষয়ে তিনি এক দিন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছিল। শেষ বদাউনি এইরূপ মীমাংসা করিলেন যে, কাজির বিচারে যাহা স্থির হয় তাহাই গ্রাহ্যযোগ্য, ইহাতে বাদসাহ সন্তুষ্ট হন।

নানা দেশীয় ও নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের সমাগমে বাদসাহের মনে এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়ায় মুসলমান ধর্ম্মের আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। সকল ধর্ম্মের মতই তিনি সংগ্রহ করিতেন এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্মপুস্তকের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেন। মুসলমান ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। যাহা মনের সঙ্গে ঐক্য হইত তাহা গ্রহণ করিতেন। বালক কাল হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত তিনি বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম নিয়ম আচার ব্যবহার পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং যে খানে যাহা কিছু পাইতেন বিচক্ষণতার সহিত তাহা সঙ্কলন করিতেন। এইরূপে আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ সহজ জ্ঞানে এবং বাহিরের অন্যান্য সাহায্যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, "সমস্ত ধর্ম্মে এবং সমস্ত জাতির মধ্যেই জ্ঞানবান্ ও অলৌকিক শক্তিশালী লোক আছে। যদি প্রত্যেক স্থানেই প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া গেল তবে কেন অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মেতেই সত্য বদ্ধ থাকিবে? তবে কেনই বা লোকে আপনাপন ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিয়া অন্যের নিন্দা করে"? ব্রাহ্মণেরা বাদসাহের মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ বদ্ধমুল করিয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য আক্‌বর সাহা শেষে মুসলমান ধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম যাজন করিতেন। দেবী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। বাদসাহ অন্দর মহলের বারান্দায় বসিতেন, ঐ ব্রাহ্মণকে এক চারিপায়ার উপর বসাইয়া রশি দ্বারা উপরে টানিয়া তোলা হইত; এই জন্য যে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে ব্রাহ্মণ যেন পতিত না হন। আক্‌বর পুনঃজন্মে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। ইয়োরোপ হইতে কএক জন (মক্ক) সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মের দিকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই জন্য রাজপুত্র মুরাদকে বাইবেল শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। বিরবার নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে ব্রাহ্মণের পৈতা, ফোটা এবং গোক ও তাহার বিষ্ঠা সকলই শ্রাদ্ধার বস্তু জ্ঞানীরা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাদসাহকে এইরূপে আপনার দিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন একবার জন্মতিথি উপলক্ষে বাদসাহ প্রকাশ্যরূপে সর্য্যের

পূজা করিয়াছিলেন এবং কপালে ফোটা পরিয়া-ছিলেন। তাঁহার সময়েই মুসলমানদিগের মধ্যে রখি বন্ধন প্রচলিত হয়। এবম্বিধ কুসংস্কার তাঁহার অনেক ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে তিনি উদার এবং ধার্ম্মিক ছিলেন।

প্রচারকদিগের ভ্রমণ ও কার্য্য বৃত্তান্ত

(গত প্রকাশিতের পর॥)

সাহারাণপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে সকলে বিচ্ছিন্ন হওয়া গেল। পাথেয় নিঃশেষ হওয়াতে আমরা তিন জন সে রাত্রি তথায় থাকিতে বাধ্য হইলাম। যামিনী এগার ঘটিকার সময় বন্ধুগণ হইতে বিদায় লইয়া আমরা বিষণ্ণ বদনে তত্রত্য প্রবাসী এক বাবুর আলয়ে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। এক জন উৎসাহশীল সম্বলবিহীন বন্ধু অভিভাবক হইয়া আমাদিগকে পাহাড় হইতে লইয়া আসিতেছিলেন, আমরাও বিদেশে নিরুপায় হইয়া তাঁহারই স্কন্ধে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার স্বভাবটা কিছু সেকালকার লোকের মত ছিল বলিয়া আমাদের মনে বড় ভরসা ছিলনা। সে যাহউক; ফলতঃ, তিনি বিজ্ঞ ও অটল বিশ্বাসীর ন্যায় আমাদিগকে সে দায় হইতে যে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার গুণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। দেরাডুন হইতে প্রথমতঃ তিনি আমাদিগকে নগর মধ্যস্থিত এক পান্থশালায় লইয়া গেলেন। যে গৃহে অবস্থিতি হইল তাহা প্রচুর রজ রাশিতে পরিপূর্ণ, লক্ষ লক্ষ নাগরিক মক্ষিকা কৃষ্ণবর্ণ আকারে চতুর্দ্দিক্‌ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে সম্মুখে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডোত্তাপ দিবাভাগে সেই স্থানেই থাকিতে হইল। দুই তিন খানি "চতুষ্পদের" উপর বস্ত্রাদি রাখিয়া ইক্ষু দণ্ড চর্ব্বণ-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা গেল, কিন্তু তাহাতে মক্ষিকার দল আরও বৃদ্ধি হইল। তদনন্তর খেচড়ান্ন ভক্ষণ করিয়া অভিভাবক মহাশয় ভদ্র বসন পরিধানান্তর তাঁহার মাতুলের অন্বেষণে বাহির হইলেন। ক্ষণকাল পরে আবার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মাতুল লোক ভাল, পরোপকারী এবং অতি অমায়িক স্বভাব। বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু পরিচ্ছদ কিছু নূতন প্রকারের। অভিভাবক মহাশয় তাঁহাকে মামা বলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে অনেক "সাধুভাষায়" সম্বোধন করিতে লাগিলেন। মাতুলের সেখানে বিলক্ষণ আধিপত্য আছে। সকলকেই প্রায় তিনি শ্বশুরালয়ের সম্বন্ধে আহ্বান করেন। পর দিন প্রাতে তাঁহার নিকট কিছু ঋণ করিয়া আমরা পুনরায় ষ্টেসনে আসিলাম অভিভাবক লাহোরাভিমুখে গেলেন, আমি এবং আমার এক পীড়িত শ্রদ্ধেয় বন্ধু গাজিয়াবাদের দিকে যাত্রা করিলাম। কএকটী ব্রাহ্ম গাজিয়াবাদে বাস করেন তাঁহাদিগের সহিত দুই দিবস ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনাদি করা হইল। কিন্তু দলভ্রষ্ট হইয়া আমরা সেখানে কিছু দুঃখ অনুভব করিতে ছিলাম। সমভিব্যাহারী বন্ধুও কিছু অধিক পীড়িত হইলেন। এইরূপে আমরা ক্রমে প্রত্যাগমনের আয়োজন করিতেছি, ইত্যবসরে দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় লাহোর হইতে তাড়িত যোগে নিমন্ত্রণ আসিল, সেই নিমন্ত্রণ পাইবা মাত্র আমাদের মনের গতি সহজেই বিপরীত দিকে ধাবিত হইল। ক্ষণ কাল পরেই অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে আরোহণ করিয়া পর দিবস দ্বিতীয় প্রহরের সময় লাহোরে পৌঁছিলাম। সেই দিন রবিবার ছিল। প্রাতের উপাসনান্তে বাবু নবীনচন্দ্রের বাটীতে বন্ধুগণ একত্রিত ছিলেন এমন সময় আমরা উপস্থিত হইলাম। সকলেই আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দান করিলেন। তাহাতে আমাদের পথের সকল ক্লেশ দূর হইয়া গেল।

ঐ রবিবার রজনীতে লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইল। মন্দিরটী দেখিয়া আমি বড় আনন্দ লাভ করিলাম। উহা দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ন্যায় হইবে। চারি শত লোকের সমাবেশ হইতে পারে এমন স্থান তাহাতে আছে। স্থানটী অতি নির্জ্জন. দুই সহস্র মুদ্রাতে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গঠন প্রনালী দেশীয় ভাববিশিষ্ট। উপাসনা বাঙ্গালায় এবং উপদেশ সে দিন ইংরাজিতে হইল। "ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি" উপদেশের বিষয় ছিল। তথায় এক দল সঙ্গীত ব্যবসায়ী গায়ক মন্দিরের জন্য নিযুক্ত আছে। ঢোলক, তানপুরা, রবাব্‌ ও সারঙ্গের সহিত নানক কবির ফরিদা প্রভৃতি ভক্ত প্রণীত ভজন সকল তাহারা গান করে। সে ভজন শুনিতে অতি মধুর, মধ্যে মধ্যে ভাবও অতি উৎকৃষ্ট আছে। ইহা ব্যতীত পাঞ্জাবী ব্রাহ্মগণ সমস্বরে গান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয় ধর্ম্ম ভাবপূর্ণ এবং তাঁহারা সরল জিজ্ঞাসু। পরে উক্ত মন্দিরে আচার্য্য মহাশয় "থিইষ্টিক্‌ আইডিয়া অব্‌ গর্ড" এই বিষয়ে ইংরাজিতে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন; তাহাতে ইংরাজ বাঙ্গালী পাঞ্জাবী অনেকে উপস্থিত ছিলেন বক্তৃতা যদিও নিরাকার বস্তু; কিন্তু তাহা এমনি সুস্বাদু সারবান্‌ হইয়াছিল যে বোধ হইতে লাগিল যেন কোন সুমিষ্ট উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি। অনেকেই তাহাতে বিমোহিত হইয়াছিলেন। আমার মতে সেই বক্তৃতা দ্বারা পাঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষ রূপে ধর্ম্মোৎসাহ উদ্দীপন করিয়াছিল। উৎসাহী পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম

যুবকদিগের স্বভাব বাঙ্গালীর সঙ্গে অনেকটা মিল হয়। আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহারা বিশেষ রূপে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে কোন না কোন বিষয়ে এক একটী সভা হইত। প্রতিদিন প্রাতে তথাকার কএকটী দীনাত্মা ব্রাহ্মের সহিত আমরা উপাসনা করিতাম। গুরুভক্তি, সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা সেদেশে কিছু অধিক। সাধনের উপায় স্বরূপ যাহা কথিত হইয়াছিল তাহা বিনীত ভাবে সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। তদনন্তর "লরেন্স হলে" আর একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে অনেক সাহেব বিবি উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সে বক্তৃতা হয়। দ্বিতীয় রবিবারে নগরের তিন ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে "শালেমার বাগ" নামক মনোহর উদ্যানে আমরা সমস্ত দিন ছিলাম। অনেক পাঞ্জাব ও সেখানে গিয়াছিলেন। এরূপ সুন্দর সুশোভন দৃশ্য উদ্যান অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর জল তাহার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে শত শত ফোয়ারা বিচিত্র আকারে সলিল উদ্গীরণ করিতেছে, চারি দিকে নানা জাতীয় ফল পুষ্পে সুসজ্জিত বৃক্ষ রাজি তাহাতে ঝাঁকে ঝাঁকে টেয়া ও চন্দনা পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে, বিবিধ বর্ণের গোলাপ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া স্থানে স্থানে আলো করিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে বিলাতি গোলাপ গুলিন অতি বৃহৎ এবং সুন্দর। উদ্যানের সকল স্থানেই জল স্রোতঃ বহিতেছে। উহা মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের এক অপূর্ব্ব বিলাস উদ্যান ছিল। এরূপ সুন্দর স্থান আমরা আর দেখি নাই। সরোবর ও পয়ঃপ্রণালী দ্বারা ইহার শোভা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। সমস্ত ফোয়ারার জল উত্থিত হইয়া সময়ে সময়ে অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। আমরা ঐ ফোয়ারার জলে স্নান করিয়া ঘন নিবিড় শাখা পল্লবাবৃত এক রমণীয় স্থানে সকলে মিলিয়া উপাসনা করিলাম। একত্র উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনের পর উদ্যানের নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে আবার উপাসনা করিলাম। ক্ষণকাল পরে পাঞ্জাবী গায়কেরা রবাব ও তানপুরা সহকারে নানকের ভজন গান করিতে লাগিল। সে দিন প্রায় আমাদের এক প্রকার উৎসবের মত হইয়াছিল। অপরাহ্নে আহারান্তে পুনরায় ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীত হইল। সন্ধ্যাকালে আমরা নগরে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মিত উপাসনায় উপস্থিত হইলাম। সে দিন বাঙ্গালা উপাসনা হইয়া হিন্দিতে বক্তৃতা হইল। আচার্য্য মহাশয়ের এই হিন্দি বক্তৃতা প্রথম।

পরদিবস সোমবারে আমাদের বাসায় সঙ্গতসভা হয় তাহাতে কজন কুকা সম্প্রদায়ের লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা শ্রবণ করিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। গুরু রাম সিংহকে যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত করিয়া রেঙ্গুনে লইয়া গিয়াছেন তাহার পর হইতে ইহারা রক্ষকবিহীন মেষের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। রামসিংহ একজন সামান্য ছুতরধরের সন্তান, অশিক্ষিত, কিন্তু কি এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল যাহা দ্বারা বিগত দশ পনেরো বৎসরের মধ্যে তিনি প্রায় তিন লক্ষ শিষ্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। নানক প্রচারিত শিখধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তাঁহার দলের মধ্যে সকলেই প্রায় সামান্য লোক। অনেক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত তাহারা পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা রাম সিংহকে এত দূর ভক্তি করে যে তাঁহাকে এক্ষণে অবতারের ন্যায় অভ্রান্ত জ্ঞান করে। ইহাদের উপর গুরুর যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। পত্রাদি প্রেরণের এমনি বন্দোবস্ত ছিল যে, রাম সিংহের চিঠি শুনিলেই যে যে ভাবে থাকুক তৎক্ষণাৎ ডাক লইয়া দৌড়িতে থাকিবে। তাহারা কোন দেব দেবীর পূজা করেনা। অতিশয় বিনীত এবং উৎসাহী। এক প্রহর রাত্রি থাকিতে শয্যা হইতে উঠিয়া স্নান করিয়া ভজন সাধন করা তাহাদের ধর্ম্মের আদেশ। এখন কিন্তু ইংরাজদের ভয়ে অনেকে ধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এমনি কঠিন আজ্ঞা যে পাঁচজন কুকাকে একত্রিত হইতে দেখিলেই পুলিসে ধৃত করিবে। যে কোন কার্য্য হউক, চারিজনের বেশী এক স্থানে মিলিত হওয়া নিষেধ। কেহ কোন স্থানে যদি যাইতে চায় তবে তাহাকে স্থানীয় পুলিসে প্রথমতঃ সংবাদ দিতে হইবে, পুলিস আবার সে ব্যক্তি যেখানে যাইবে তথাকার পুলিসে সংবাদ প্রেরণ করিবে, তদনন্তর যখন ঐ কুকা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া সেখানকার পুলিসকে তাহার পৌঁছা সংবাদ দিবে। এইরূপে একটা প্রশস্ত কারাগারের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে উগ্র স্বভাবের লোকও আছে।

বুধবারে প্রার্থনাতত্ত্বের উপর আর একটী ইংরাজি বক্তৃতা হয় তাহাতে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। ঘন চিকুর কৃষ্ণ ও শুক্ল কেশ শ্মশ্রুধারী বীরাকৃতি সুদীর্ঘ কলেবর পাঞ্জাবী রইস ও ভদ্র লোকেরা বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ বন্ধনপূর্ব্বক যখন সভামণ্ডপে উপবেশন করে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়। প্রার্থনা বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃগণ বিশেষ রূপে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে কেহ কেহ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তাকে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ দিতেন এবং সেই উপলক্ষে নিজেও একটু বক্তৃতা করিয়া লইতেন। আমার বোধ হয় পাঞ্জাবিদের মধ্যে যখন বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে

বৃদ্ধি হই ব তখন ইহারা ভারতের অন্যান্য জাতিকে ধর্ম্মোৎসাহেও বাহ্য সৌন্দর্য্যে এবং জাতীয় সম্ভ্রমে অতিক্রম করিবে। পর দিবস কতিপয় সম্ভ্রান্ত পাঞ্জাবী এবং এক জন ভদ্র ইংরাজ একত্রিত হইয়া শিক্ষাসভার গৃহে আচার্য্য মহাশয়কে এক প্রশংসা পূর্ণ অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন এবং তিনিও ইংরাজিতে তাহার উপযুক্ত উত্তর দেন। বৃহস্পতিবারে পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরে "আত্মাতে ঈশ্বরের বাণী." এই বিষয়ে এক ইংরাজি বক্তৃতা হয় তাহাতেও শ্রোতৃবর্গ যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেন।

এবার লাহোর নগরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সংবাদ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছে। তথাকার ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। শুক্র শনি দুই দিবস বিশেষ কিছু হয় নাই। রবিবারে সাধারণ লোকদিগের জন্য পঞ্চম গুরু গুরু অর্জ্জুনের বাউলিতে অনাবৃত স্থানে এক সভা হইয়াছিল। সে দিন সংস্রাধিক লোক উপস্থিত হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের বিশুদ্ধ হিন্দি বক্তৃতা নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় নগর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা রাজপথে বাহির হইলাম। বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের সহিত নানকের রচিত ভজন গান করিতে করিতে পঞ্জাবী গায়কেরা একদল অগ্রে চলিতে লাগিল, তাহার পশ্চাতে আমরা ব্রহ্ম নামের বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" এই গান গাইতে গাইতে চলিলাম, আর একদলে পঞ্জাবী ব্রাহ্মেরা. এইরূপে সভাস্থলে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। আচার্য্য মহাশয় সহজ হিন্দি কথায় মুক্তির পথ সকলকে উৎসাহের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। সেই বক্তৃতা এবং জ্বলন্ত ভাব সুস্পষ্ট পূর্ণ হইয়াছিল। বরং বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দি বক্তৃতা আরও সরল এবং উৎসাহকর বোধ হইল। পরম ভক্ত মহাপুরুষ নানক যে কি এক আশ্চর্য্য ভক্তি রস সেখানে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, চারি শত বৎসর অতীত হইল তথাপি বোধ হয় যেন তাহা দ্বারা একটী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন জীবন নূতন রূপে সংগঠিত হইয়া রহিয়াছে। প্রেমিক চৈতন্য যেমন প্রেমস্রোতে বঙ্গদেশকে ভাষাইয়াছিলেন, নানকও তেমনি পাঞ্জাব দেশে স্বীয় স্বর্গীয় জীবনের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। শিখ ও অন্যান্য পাঞ্জাবীদিগের বিনীত স্বভাবে, সাধু ভক্তিতে এবং ধর্ম্মানুরাগে তাঁহার জীবনের প্রভাব জাজ্জ্বল্য তর নিরীক্ষিত হয়। গ্রন্থসাহেবের মধ্যে তাঁহার একটী বচন আছে; "ঠাকুর এসো নাম তোমারো। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার, সকলে করত নমস্কার। (ও প্রভুজী) জাত বরণ কো পুছে নেহি, বাছত চরণার বার"। ইহার অর্থ এই যে, হে ঠাকুর! এমনি তোমার নামের গুণ যে পতিত ব্যক্তিকে পবিত্র করিয়া তাহাকে তুমি আপনার করিয়া লও এবং তাহাকে সকলে নমস্কার করে। জাতি বর্ণ কি তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া লোকে তাহার চরণ ধূলি যাচঞা করে। বস্তুতঃ এই ভাব তাহাদের জীবনে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় রবিবারের দিন আচার্য্য মহাশয়কে লইয়া তাহারা যেরূপ করিল তাহা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক একটী বৃদ্ধ আর একটী শিক্ষিত যুবা কতই বিনয় করিল। ধর্ম্মের কথা শুনিতে তাহারা বড় ভাল বাসে। হিন্দি বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে আমরা দলবদ্ধ হইয়া পুনরায় নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই দিন আমাদের লাহোরের শেষ দিন। মন্দিরে নবীন বাবু "ঈশ্বর রসস্বরূপ" এবং আচার্য্য মহাশয় "শ্রবণ দর্শন ও প্রাণ যোগের বিষয় হিন্দিতে বক্তৃতা করিলেন। আধ্যাত্মিক গূঢ় ভাবের কথা বার্ত্তা সেখানকার লোকে সহজেই বুঝিতে পারে। রজনীতে বাসায় আসিয়া পুনরায় ধর্ম্মালোচনা হইল। সেই রাত্রিতে আবার এক জন অদ্বৈতবাদ সাধু আমাদিগকে তাহার বাটীতে আহ্বান করিয়া বড় গণ্ডগোলের মধ্যে ফেলিয়াছিল। অনেক রাত্রিতে আমরা শয়ন করিলাম, পাঞ্জাবী বন্ধুগণ অভিনন্দনপূর্ব্বক সকলের নিকট বিদায় লইলেন। তাঁহারা আমাদের পাথেয় ইত্যাদির জন্য এবার অর্থও ব্যয় করিয়াছেন। পরদিন প্রাতে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া আমরা অমৃতসরে আসিলাম। লাহোরে প্রবাসী কএকটী বাঙ্গালী ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে অমৃতসর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সেখানে এক ব্রাহ্মপরিবারে সকলে একত্রে উপাসনাদি করা গেল। রজনীতে তথাকার টাউনহলে "ধর্ম্মের পুনরুত্থান" বিষয়ে এক বক্তৃতা হয় তাহাতে তথাকার প্রধান প্রধান পাঞ্জাবীও ইংরাজগণ আসিয়াছিলেন। আর কএক দিন থাকিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহা হইল না। সারদার দয়াল সিংহ নামক জনৈক রহিস আমাদের এক জন বন্ধু তথায় আমাদিগকে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন।

অমৃতসরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। হিন্দুদিগের কাশী যেমন তীর্থ স্থান, শিখদিগের পক্ষে অমৃতসর তেমনি। সুবিখ্যাত গুরুদরবার দর্শনের জন্য আমরা গিয়াছিলাম। ঈশ্বরের নাম সেখানে দিবা রাত্রি ঘোষিত হইতেছে। এক পুষ্করিণীর মধ্যে এক পরম সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের মন্দির, তাহার মধ্যদেশ ও বহির্ভাগ সুবর্ণ পত্রে মণ্ডিত, তাহা আবার নানা বর্ণে চিত্রিত। ষোলো দল গায়ক নিযুক্ত আছে তাহারা পর্য্যায় ক্রমে দিবা নিশি সঙ্গীত করিয়া থাকে। ঈদৃশ রমণীয়

যথার্থ বস্তু অন্বেষণ কর। বিশ্বাস চক্ষুতে তাঁহাকে না দেখিয়া যদি পাঁচ জন মিলিয়া মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত কর, তাহাতেও যথার্থ পরিত্রাণ এবং সুখ শান্তি নাই। একটী দিন যদি ঈশ্বর দর্শন না হয়, প্রতিজ্ঞা কর, যতক্ষণ না তাঁহার দেখা পাইবে, তত ক্ষণ কিছুতেই সাধন ছাড়িবে না। এই বিশ্বাস করিবে, জীবনে অবশ্যই কোন পাপ হইয়াছে, তাহা না হইলে সন্তান কেন পিতাকে না দেখিবে? পৃথিবীর সকলকে দেখিলাম; কিন্তু যিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, বন্ধুর বন্ধু কেবল তাঁহারই সঙ্গে দেখা হইবে না, ভক্ত ডাকিলে ভক্তবৎসল দেখা দিবেন না, কদাচ ইহা হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলেই যদি তাঁহার দর্শন না হয় তবে কেন ব্রাহ্ম হইয়াছি? ঈশ্বরদর্শনে যদি সামান্য পরিমাণেও সংশয় থাকে, তবে সেই কালসর্পের দংশনে একদিন সমস্ত ধর্ম্ম জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব বন্ধুগণ! বিশেষ সাবধান হইয়া নিঃসংশয় বিশ্বাস সাধন কর, কোন ভয় থাকিবে না। কেবল উৎসবে একদিন ঈশ্বরকে দেখিলে হইবে না, কিন্তু প্রতিদিন কি নির্জ্জনে কি সজনে, দীন নাথ বলিয়া ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন, এই রূপ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। "পিতা আমার নিকটে," এই মূল সত্যই পরিত্রাণ শাস্ত্রের মূল মন্ত্র; দীর্ঘ উপাসনা এবং আড়ম্বরে মুক্তি নাই। লোককে দেখাইলে কি হইবে? বাহিরের চাক চক্যে বাহিরের লোক ভুলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি ঈশ্বরকে ভুলাইতে পার,? তিনি যে অন্তরের বিশ্বাস দেখেন। গোপনে তাঁহাকে ডাক। বল এই ঘরে, এখনই এখানে ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিবে। এইরূপে যদি একবার তাঁহাকে দেখ, অনুমান, সন্দেহ অসম্ভব হইবে, অবিশ্বাস ত দূরের কথা। যেখানে বাহিরের কোন অবস্থা অনুকূল নহে, বিশ্বাসী হইলে সেখানেও তাঁহাকে দেখিবে। আর যদি বিশ্বাস না থাকে, সহস্র ভক্তমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইলেও তাঁহাকে দেখিবে না। মন যদি বলে ঈশ্বর নাই, মধুর সঙ্গীত কি ঈশ্বরকে দেখাইতে পারে? অতএব পূর্ণ বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট রূপে ঈশ্বরকে দেখিবে। প্রতিজ্ঞা কর প্রতিদিন অন্ততঃ একটীবার প্রেম চক্ষে পিতাকে দেখিব। দেখিবে স্বর্গের শোভা আসিয়া তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারস্থ সকলের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। তখন যে দিকে ফিরাও আঁখি—কি দক্ষিণে, কি বামে, কি ভ্রাতার প্রতি কি ভগ্নীর প্রতি, কি নিজের প্রাণ মন্দিরে, সর্ব্বত্র সেই প্রেমময়কে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

লাহোর ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৭৯৫ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগকা ধর্ম্ম হ্যায়। যোগ তেন প্রকার। পহেলা দর্শন যোগ দুসরা শ্রবণযোগ, তীসরা প্রাণযোগ। জ্যায়সী শরীরমে আঁখ হ্যায় ভিতর ভী বেসীহী আঁখ হ্যায়, জিসমে ঈশ্বরকী শক্তি, প্রেম, জ্ঞান আওর পুণ্য দেখনেকী শক্তি হ্যায়। উসী শক্তিকা নাম বিশ্বাস হ্যায়। উসী আঁখীসে ভক্ত ব্রহ্মকা বর্ত্তমানতা আওর উসকী খুবী দেখতা হ্যায়, আওর আঁখ চরিতার্থ হোতা হ্যায়। ইসকা নাম দর্শনযোগ যব পূর্ণ দর্শনযোগ হোবে তব ব্রহ্মকা আদেশ মালুম হোতা হ্যায়, ইসকা নাম শ্রবণযোগ, আত্মাকী জিস শক্তিসে ব্রহ্মকে উপদেশকী উপলব্ধি হোতীহায়, উসক নামাবিবেক। বিশ্বাস আত্মাকী আঁখ, ঔর বিবেক আত্মাকা কান্‌হায়। বিশ্বাসছে আত্মা ব্রহ্মকো দেখতা হ্যায়, আওর বিবেকসে, উয়ো উসকী দেববাণী শুন্‌তা হ্যায়। পরন্তু ইয়ে দর্শন আওর ইয়ে শ্রবন ভৌতিক নেহি। ব্রহ্ম নিরাকার, ইন্দ্রিয়াতীত হ্যায়। উসকা কোই জড় আকার অথবা মূর্ত্তি নেহি। উসকো কোই ভৌতিক মুখ নেহি জিসসে উয়ো শব্দ উচ্চারণ করতা হ্যায়। উসকো সারা স্বভাব আধ্যাত্মিক হ্যায়। বেদ, বাইবল, কোরাণ ঈশ্বরনে আপনে মুহসে কহে থে কি ইসে গলদ হ্যায়। পরন্তু বিবেকছে যে ঈশ্বরকী বাণী শুনি যাতী হ্যায়, ওহী অভ্রান্ত শাস্ত্র হ্যায়। যব পূর্ণ দর্শন আওর পূর্ণ শ্রবণ যোগ হোতা হ্যায় তব প্রাণ যোগ আরম্ভ হোতা হ্যায়। প্রান যোগসে ঈশ্বর চির ধন হো যাতে হ্যাঁয়, ইয়ে যোগ অনন্তকাল স্থায়ী হ্যায়। দর্শন আওর শ্রবণ যোগকা বিচ্ছেদ হো সকতা হ্যায়; পরন্তু প্রাণ যোগকা বিচ্ছেদ নেহি হোতা। যব কিসী ভক্তমে প্রাণযোগ পয়দা হুয়া উয়ো ঈশ্বর বিনা জী নেহি সক্‌তা। দর্শন আওর শ্রবণ যোগকা পীছে প্রাণ যোগ হোতাহ্যায়, জেসী মছলী জলছে অলগ হোকে স্থল মে নেহি রহ সেকতী, প্রাণযোগ হোনেকে পীছে ভক্ত ঈশ্বর বিনা প্রাণ ধারণ নেহি কর সকতা। ঈশ্বর ভক্তকা জীবন সর্ব্বস্ব হ্যায়। ঈশ্বরসে যুদা হোকে উয়ে আধ সন্টাভী জীবন ধারণ নেহি কর সকতা দর্শন। আওর শ্রবণ যোগোমে আনন্দ হোতা হ্যায়; পরন্তু প্রাণ যোগছে নিত্যানন্দ হোতা হ্যায়। সবকেওয়াস্তে প্রাণ যোগ দরকার হ্যায় ইহ সারে উপদেশকা সার হ্যায়। সবসে শ্রেষ্ঠ যোগ প্রাণ যোগ হ্যায়। ব্রহ্মভক্ত আওর ব্রহ্মপ্রেমী যোগী হ্যায়, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মযোগী হোতা হ্যায়। উয়ো ব্রহ্মকো ছোড়কে এক পল প্রাণ ধারণ নেহি কর সকতা। জিসকা ইয়ে অবস্থা হুয়ী, উয়ো পুণ্যবান্ হোতা হ্যায়। জিসকা প্রাণযোগ নেহি হুয়া থোড়ে দিন পীছে পাপ প্রলোভন মে গিরতা হ্যায়। যো যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম জানতা হ্যায়, উয়ো ইস প্রাণযোগকে লিয়ে ব্যাকুল হোতা হ্যায়। ব্রহ্মকী কৃপাসে উয়ো পূর্ণানন্দ পাতা হ্যায়, এ ভাইয়ো! ইস প্রাণযোগকেওয়াস্তে যতন্ করো দুঃখ পাপ নেহি রহেগা।

সম্বাদ।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথায় গমন করিয়াছেন। দুই হপ্তা কাল সেখানে তাঁহার অবস্থিতি হইবে।

লাহোর নগরে সাধারণ লোকদিগের সভায় যে হিন্দি বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা প্রকাশার্থ প্রস্তুত আছে। এক খণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে দেবনাগর অক্ষরে উহা মুদ্রিত করা আমাদের মানস। তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে যোগ বিষয়ে যে বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালী পাঠকগণ ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু হিন্দি করিয়া তাহা পাঠ করিতে হইবে, কারণ বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইল।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৯শে অগ্রহায়ণ মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪র্থ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।	১লা পৌষ সোমবার, ১৭৯৫ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥ মফস্বল ঐ ৩।

প্রার্থনা।

হে উদার স্নেহবান্ সমদর্শী পরমেশ্বর! প্রত্যেক মনুষ্য সন্তানের প্রতি তোমার নিরপেক্ষ করুণা সন্দর্শন করিয়া কে আর অহঙ্কারে স্বীয় মস্তককে উত্তোলন করিবে। আমি যাহাকে দীনহীন বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে যাই, তুমি তাহাকে তেমনি ভাল বাস যেমন তুমি আমার প্রিয়তম ভক্তিভাজন ব্যক্তিদিগকে ভাল বাস। তবে আর আমি কি সাহসে, কোন্ লজ্জায় তোমার দুঃখী সন্তানদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব। দীনবন্ধো! তুমি যে আমার অভিমান করিবার আর কিছুই রাখ নাই। তুমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এই বিশাল বিশ্বের অধিপতি হইয়া যদি পথের ভিখারী দরিদ্রদিগকে এত স্নেহ করিলে তবে আর আমার অহঙ্কার করিবার কি রহিল? হে নাথ! হে দীনজন পরিত্রাতা ঈশ্বর! তুমি আমার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ কর। আমি বিনীত হইয়া যেন তোমার পুত্র কন্যাগণের পদধূলিতে মিশাইয়া থাকি। এই পৃথিবীতে যাহারা জ্ঞান ধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া অতি ক্লেশে দিন যাপন করিতেছে, যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অহর্নিশি পরিশ্রম করিয়াও দিবসের অভাব পূর্ণ করিতে পারে না, হে দয়ার সাগর ঈশ্বর! আমি যেন তাহাদের সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হইতে পারি। শান্তিপ্রদ, মুক্তিপ্রদ মধুর দয়াময় নামে ভক্তি এবং জীবের প্রতি দয়া ইহাই যেন আমার হৃদয়ের ভূষণ হয়।

ঈশ্বরের সহিত গুপ্ত সহবাস।

যাঁহাকে সর্ব্বস্ব ধন, জীবন মরণের এক মাত্র অবলম্বন বলিয়া জানিয়াছি, নির্জ্জনে তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া তাঁহার মধুর স্বভাব পাঠ করিতে না পারিলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। সময়ে সময়ে একাকী সেই প্রেমময় পিতার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক ভক্তি চক্ষে তাঁহাকে উপলব্ধি করা, বিবেকের দ্বারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করা, এবং তাঁহার সহবাসের আনন্দ উপভোগ করা ইহা ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে একটী অমূল্য অধিকার। এই অধিকার হস্তগত না হইলে ধর্ম্মপথে অধিক দিন স্থিতি করা যায় না। ধর্ম্মজীবন পোষণের পক্ষে ইহা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ঈশ্বরের বাণী শুনিবার এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া পূর্ব্বকালের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিরা কত প্রকার কুসংস্কারের হস্তে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা এই একটী সত্য বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে দর্শন

করা এবং তাঁহার জীবন্ত প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা ইহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক নিয়মে ইহা চরিতার্থ না হওয়াতে লোকে পুস্তককে অভ্রান্ত, মনুষ্যকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গ্রহণ করে। ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণ স্পৃহা চরিতার্থ না হইলে প্রকৃত ভক্তিও জন্মিতে পারে না। আপাততঃ এ কথা শুনিলে অসম্ভব বিবেচনা হয় যে, মনুষ্য কেমন করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবে? কিন্তু পরিত্রাণ যদি এই ক্ষুদ্র মানবের জন্য হইয়া থাকে, তবে আর ইহা কেনইবা অসম্ভব হইবে। এরূপ ভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে আত্মার গভীর স্থানে অবতরণ করিতে হয়। বিবেককে নির্ম্মল, ইচ্ছাকে প্রবল, আশাকে উন্নত করিতে হয়। আত্মা যখন অতি সংগোপনে তাহার দেবতাকে প্রাপ্ত হয় তখনই সে পরম সুখে সুখী হয় এবং হৃদয় মন্দিরে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া মনের সাধে তাঁহাকে লইয়া আনন্দোৎসব করে। ধৰ্ম্ম সাধনের যে পুরস্কার এবং আরাম তাহা এই অবস্থাতেই হইয়া থাকে। দুই জন প্রণয়ী যেমন নির্জ্জনে বসিয়া পরস্পরের স্বর্গীয় প্রেম সম্ভোগ করে, তেমনি ভক্ত যিনি তিনি ভক্তবৎসলকে নির্জ্জনে পাইয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে আনন্দ সুধা পান করেন। সামান্য সাধনে কিম্বা প্রচলিত ধৰ্ম্ম নিয়মাবলম্বনে সে অবস্থা উপস্থিত হয় না। কিন্তু আন্তরিক প্রগাঢ় অনুরাগে অন্ধ হইয়া এক জন মনুষ্য যেমন অপরের জন্য প্রাণ দানে প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ এবং তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ থাকা আবশ্যক। এখনও আমরা ভবারণ্যে একাকী বাস করিতেছি, বিপদে পড়িলে চারিদিক্ অন্ধকার দেখি, কখন বা জনতার মধ্যে এক একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু প্রাণের যোগে আকৃষ্ট হইয়া যখন তখন একাকী তাঁহার নিকটে বসিবার অধিকার এখনও হয় নাই। সেই অধিকার লাভের জন্য উচ্চ সাধন, প্রাণগত চেষ্টার প্রয়োজন।

সভ্যতার সহিত বৈরাগ্যের সমন্বয়।

এই সংসারই যদি ধৰ্ম্মক্ষেত্র বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইল, এবং অরণ্যবাসী না হইয়া এই স্থানে থাকিয়া ইহ জীবনেই মুক্তি লাভ করা যদি সম্ভব হইল, তবে আধুনিক সভ্যতার সহিত ধৰ্ম্মজীবনের সমন্বয় রক্ষা করাও নিতান্ত আবশ্যক। সংসারকে ধৰ্ম্ম হইতে পৃথক্ করিতে গিয়া সাধকেরা পুনঃ পুনঃ বিপদ ও প্রলোভনে পতিত হইয়াছিলেন। স্বভাবের মঙ্গল নিয়মকে অবহেলা করিয়া একাল পর্য্যন্ত কেহই প্রকৃত বৈরাগ্য উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্ব কালের মুনি ঋষিরা এবং রোমান্‌-কাথলিক সম্প্রদায়ের নান্‌ ও মঙ্কেরা ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহারা পৰ্য্যায়ক্রমে কখন ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া যোগ সাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, কখন বা প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ জনিত পাপে যোগ ভ্রষ্ট হইয়াছেন। অতএব ইহা দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে সংসার পরিত্যাগ করিয়াও ঈশ্বরভক্ত হওয়া যায় না, আবার সংসার কূপে নিমগ্ন থাকিলেও কখন ঈশ্বরপ্রেমে বৈরাগী হইয়া মুক্তির পথ অবলম্বন করা যায় না। সংসারে থাকিতে হইলে সুতরাং সামাজিক এবং লৌকিক আচার ব্যবহার সকলও রক্ষা করিতে হইবে। পরিবারবর্গের প্রতি যে অবশ্য পালনীয় কৰ্ত্তব্য আছে তাহাও পালন করিতে হইবে। গৃহধৰ্ম্ম এবং বৈরাগ্য এই দুই বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে তাহা মীমাংসার উপর পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে।

সভ্যতার শাস্ত্র দিন দিন অতি বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে। বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই ইহার নূতন নূতন বিধি ও উপবিধি সকল সংস্থাপিত হইতেছে। এ সকলের উপযোগী বাহ্যোপকরণেরও কোন অভাব নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতার নামে যে সকল কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত

হইত এক্ষণে তাহা পুরাতন, অশাস্ত্রিক ও অপ্রচলিতের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। যে পরিমাণে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে সেই পরিমাণে কর্ত্তব্যপরায়ণ ভক্তের কর্ত্তব্যের ভারও গুরুতর হইতেছে। কিন্তু দৈনিক জীবন নির্ব্বাহের জন্য এক্ষণে যে সকল শারীরিক ও সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় তাহাতেই আবার ঘোর সংসারাসক্তি বৃদ্ধি হইয়া লোককে সহজেই পাপের পথে পরিচালিত করে। এরূপ স্থলে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত এই বচন কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা একটী বিষম চিন্তার বিষয়। যথা—"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয় মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে বাস করেন না; কিন্তু নির্ব্বোধেরা বিষয় মধ্যে থাকিয়া কেবল অসদ্বিষয়েতেই অবস্থান করে।" যদি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মভাবে নিমগ্ন থাকিতে হয়, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভক্তকে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অনেকানেক গুরুতর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিরত থাকিতে হইবে। সেরূপ মৌনব্রতাবলম্বন কেবল ক্রীয়াহীন ধ্যানধারী যোগী যাঁহারা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক গিরি গুহাভ্যন্তরে বাস করেন তাঁহাদেরই পক্ষে সম্ভব। কিন্তু কেবল নিজের এবং পরিবারবর্গের ঐহিক সুখ স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন থাকিলেই প্রকৃত বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি কখন উপার্জ্জিত হয় না। প্রত্যুত তাহা অনেক স্থলে কর্ত্তব্যবিমুঢ়তা ও অলসতার পরিচায়ক বলিয়া প্রতীত হয়। আবার যদি চারি দিক্ রক্ষা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে কৃতসংকল্প হওয়া যায় তাহাতেও বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। এক দিকে ঘোর কুসংস্কার, আত্মবিনাশ, অপর দিকে সাংসারিকতা, ঈশ্বরবিস্মৃতি, এই দুই প্রকাণ্ড স্রোতের মধ্য দিয়া অতি সাবধানে পরিত্রাণের পথে চলিতে হইবে। জীবন্মুক্তির অভিলাষী বর্ত্তমান শতাব্দীর ভক্ত এই দুইয়ের একটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটীকে অবলম্বন করিতে পারিবেন না। তাঁহার দেহ বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত থাকিবে, কিন্তু আত্মা ভক্তিজটাভারে অবনত, বিনয় ভূষণে ভূষিত, প্রেমবিভূতি রাগে অনুরঞ্জিত এবং পবিত্রতার শুভ্র চিরবসনে আবৃত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় পরম বৈরাগীর বেশ ধারণ করিবে। কখন তাঁহাকে মহাসভায় উপস্থিত হইয়া সম্ভ্রান্ত সভ্যমণ্ডলীর সহিত বিশুদ্ধ ভাবে পান আহার ও সদালাপ করিতে হইবে, কখন সাধারণ অশিক্ষিত লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া পথে পথে ব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে। কখন তিনি তুষার মণ্ডিত গিরি গহ্বরে বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন, কখন সমাজ সংস্কার, স্ত্রীজাতির উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রভৃতি মস্তিষ্ক বিলোড়িত কার্য্যকোলাহলের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। কখন তাঁহাকে বাষ্পীয় শকটের প্রথম শ্রেণির কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আরামের সহিত জগতের হিত সাধনোদ্দেশে দূর দেশে যাইতে হইবে, কখন অনাহারে অনিদ্রায় ক্লান্ত হইয়া চতুর্থ শ্রেণির দুঃখী মলিন বসনধারী আরোহীদিগের সহবাসে কাল যাপন করিতে হইবে। সমস্ত কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা তাঁহার লক্ষ্য ইহা স্মরণমাত্রেই তাঁহার সুখ হইবে। এক্ষণে সার কথা এই হইতেছে যে ঈদৃশ কার্য্যাড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়া আসক্তিবিহীন মনে কিরূপে ধর্ম্ম সাধন সম্ভব হইতে পারে? পৃথিবীতে এবং ভূত কালে ইহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করা বৃথা। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজর্ষি জনক এইরূপ ভাবের সাধক ছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাতে ইহার দৃষ্টান্ত নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সে যাহা হউক, এই অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক বৈরাগ্য সাধন ভিন্ন কিন্তু মুক্তি লাভের আর অন্য কিছু উপায়ও নাই। বিষয়ীদিগের ন্যায় প্রায় সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, লৌকিক

রীতি পদ্ধতিকে মান্য করিতে হইবে, কিন্তু আসক্তি থাকিবে না। সভ্যতার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে, কিন্তু আহার বিহার বসন ভূষণ ধন মান জীবনের যথাসর্ব্বস্ব হইবে না। প্রলোভনের বস্তু সমূহকে পবিত্রতা ও বৈরাগ্যপূর্ণ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে হইবে। দয়াময় পিতার কার্য্যক্ষেত্র বাহিরে, কিন্তু আত্মার চির আরাম স্থান অন্তরে। ঈশ্বর যখন কার্য্যক্ষেত্র হইতে আমাদিগকে বিদায় দিবেন তখন আমরা আত্মার রাজ্যে চলিয়া যাইব। সংসারের কার্য্য সকলই ঈশ্বরের আদিষ্ট,সুতরাং তাহা পালন করিতেই হইবে, কিন্তু আমাদের বিশ্রাম স্থান পিতার পদতলে। এইরূপে ভক্তের যে সভ্যতার শাস্ত্র তাহা বৈরাগ্য শাস্ত্রেরই একটী শাখার ন্যায় হইয়া উঠিবে। কারণ আমাদের বৈরাগ্যের অর্থ সংসার ত্যাগ করা নয়, কিন্তু সাংসারিকতা পরিত্যাগ করা; গৃহত্যাগী হইয়া বৃক্ষ লতা সমাচ্ছন্ন কোন অরণ্য মধ্যে বাস করা নয়, কিন্তু নরনারী বালক বালিকা সমাকীর্ণ লোকারণ্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের অলোক সামান্য সৌন্দর্য্য ও কৌশল সন্দর্শন করা। প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা দেখিয়া সুসভ্য ভক্ত হইতে হইবে। কিন্তু সেই সভ্যতা যদি পরিত্রাণের পথে দণ্ডায়মান হয় তবে তাহাকে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করত জয় জয় ব্রহ্ম বলিয়া আমরা জীবন পথে চলিয়া যাইব। এই গূঢ় গভীর সাধন মুক্তির অব্যর্থ উপায়। যতই ইহা দুরূহ হউক, পরিত্রাণ পাওয়া যদি আবশ্যক হয় তবে ইহা সাধন করিতেই হইবে। অন্তরে নিঃসঙ্গ হইয়া যদি আমরা এই সংসারে কখন ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে সক্ষম হই তবেই মুক্তি, তদ্ভিন্ন নিশ্চয় অধোগতি হইবে। এই রূপে বৈরাগ্য অভ্যাস কর, এ বিষয় চিন্তা কর, অন্তর ও বাহ্য জগতের নিত্য অনিত্যতা উপলব্ধি কর, সভ্যভক্ত,গৃহস্থ যোগীর অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যোগী সন্ন্যাসীরা বাহিরে সাধারণ ভদ্র লোকের ন্যায় থাকিয়াও সর্ব্বত্যাগী ভক্ত হইতে পারিবেন ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত কেহ একত্রে এই বৈরাগ্য ও সভ্যতার সাধন না করিবেন তত দিন "ইহা হইতে পারে না" এ কথা বলিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। কোটি লোকের মধ্যে এক জনও যদি সেরূপ বৈরাগী কেহ হন এবং তিনি যদি বলেন যে আমি অনেক পরিমাণে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা হইলেই আমাদের মতের সত্যতা প্রমাণিত হইল।

অসরল কপটতা।

আন্তরিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলে তাহাকে কপটতা বলে অথবা যাহা প্রকৃত অবস্থা নয় তাহাকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করাকে কপটতা বলে। ভয়ে প্রলোভনে, স্বার্থানুরোধে, উৎপীড়নে, কিম্বা সম্ভ্রম বিনাশাশঙ্কায় লোকে এরূপ কার্য্য সচরাচর করিয়া থাকে। কিন্তু বিশ্বাস ও সত্যের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া যখন কেহ সেই কার্য্যকে ন্যায়সংগত বলিয়া প্রকাশ করিতে যান তখনই তাহা অসরল কপটতা অথবা কপটতার কপটতা হইয়া উঠে। কপট ব্যবহারের প্রকৃত বিবরণ এবং স্বরূপ অবস্থা শুনিলে আমরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে এই কারণে এই কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কারণকে গোপন করিয়া যখন কোন চতুর চূড়ামণি অন্যায়কে ন্যায়, অসত্যকে সত্য, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, এবং ঘৃণিত কপট ব্যবহারকে সরল ব্যবহার বলিয়া প্রচার করেন তখন আমরা মনুষ্যের কুটিল বুদ্ধির যে কত দূর গভীরতা এবং তাহার দুর্ভেদ্য চক্র সকল কেমন বক্র তাহা দেখিতে পাই। কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য্যের যথার্থ অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন আর না করুন, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকট কখন অপ্রকাশিত থাকে না।

অসরল কপটতা কাহাকে বলে দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা তাহাও বর্ণন করিতেছি। এক ব্যক্তি তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্মেতে বিশ্বাস করেন না, অথচ দুর্গা প্রতিমার চরণে গঙ্গা জল দিবার

অর্পণ করতঃ ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতেছেন। জিজ্ঞাসা কর মহাশয় এ কি! আপনি তো দেবদেবীর পূজা করেন না, তবে যে এ প্রকার ভাব প্রদর্শন করিতেছেন? তাহার উত্তর এই যে, আমি কি প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছি? তাহা নয়, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই উদ্দেশে আমি প্রণাম করিলাম। এক জন তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহা করিতে পারেনও না; কিন্তু তাঁহার গলদেশে উপবীত লম্বমান। জিজ্ঞাসা কর, মহাশয়! আপনি তো জাতিভেদ স্বীকার করেন না, তবে ব্রাহ্মণের চিহ্ন যজ্ঞসূত্র কেন ধারণ করিয়াছেন? উত্তর,—আমি কি ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছি? তাহা নয়, ইহা আমাদের বংশের চিহ্ন, পারিবারিক সম্ভ্রমের নিদর্শন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পাঠক, তুমিও জান আমিও জানি, তিনি কি জন্য গলায় উপবীত রাখিয়াছেন। হিন্দুসমাজ তাহা আরও পরিষ্কার রূপে জানেন। কাল ক্রমে মনুষ্য বুদ্ধি বলে এখন এই সকল কার্য্যের নূতন অর্থ প্রদান করিয়াছে। কিন্তু সে নূতন অর্থ কেবল তিনিই দিয়াছেন আর তিনি নিজেই তাহা বুঝিয়াছেন। তোমার আমার নিকট তাহা বিশুদ্ধ ভাষায় কপটতা রূপে প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এরূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া তাঁহারা কাহাকে প্রবঞ্চনা করেন? কেবল আপনাকে। তাঁহাদের অন্তরস্থিত বিবেক এবং ঈশ্বর ইহার গূঢ় সংবাদ অবগত আছেন। আমরা কাহাকেও স্পষ্টাক্ষরে উপবীত ও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে বলি না, এবং এরূপ অসরল কপট ব্যবহারও আর দেখিতে পারি না। সকলই দেখিয়া যাইতেছি, অসত্যকে সত্য বলিতে চাও বল, কে তোমার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যাহা তাহা দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছি। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে সত্যের আদর থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ আমাদের এত দূর সাহায্য করা উচিত যাহাতে আমাদের অবর্ত্তমানে ভাবী বংশেরা সত্যকে সত্য বলিয়া অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে। আমরা তাহাদিগকে আর কিছু শিক্ষা দিতে পারি আর না পারি, সত্য মিথ্যা, সরলতা কপটতার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা যেন স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতে পারি।

(বঙ্গ হইতে প্রাপ্ত।)

প্রেম-পরিবার।

ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি পৃথিবীতে যত প্রকার সাংসারিক সুখের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, পরিবারের সুখের সঙ্গে ইহার একটীরও তুলনা হয় না; পারিবারিক সুখ সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠা ও এক মাত্র শান্তির হেতু। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত পৃথিবীর সম্রাট্ যিনি নিজ বাহু বলে সমস্ত পরাক্রমশালী রাজগণকে পরাস্ত করিয়া বুদ্ধি কৌশলে পৃথিবীস্থ সমুদয় লোককে আপন আজ্ঞাকারী করিয়া রাখিয়াছেন, পরিবার মধ্যে সদ্ভাব ও প্রেমের অভাব হইলে তাঁহার হৃদয় সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও সুখ সম্ভোগে অসমর্থ হইয়া পড়ে। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা লইয়া যে গৃহস্থ প্রেম ও সদ্ভাবের সহিত অতি সামান্য অবস্থাতেও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তিনিই প্রকৃত সুখ সম্ভোগ করেন; সাংসারিক দুরবস্থা তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে না। প্রাচীন গৃহস্বামী আপন পুত্র কন্যাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের সরল প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাসে আপনার হৃদয়ে সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করিতেছেন, এবং পিতার স্নেহ ও শুভাকাঙ্খায় বিগলিত হৃদয় পুত্র কন্যাগণ প্রাণপণে তাঁহার সেবা ও অভিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সুখী হইতেছেন; ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে পরস্পরে কিছুমাত্র বিরোধ নাই, কেন না তাঁহারা সকলেই স্বাধীন ভাবে কখন একত্রে কখন বা স্বতন্ত্র রূপে সেই পিতারই আজ্ঞাধীন হইয়া সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন; আপনাপন শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে, যে প্রণালীতেই হউক, সকলে সেই বৃদ্ধ পিতারই ইচ্ছা পালন করিতেছেন; সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সকলেই সমভাবে গৃহস্বামির মুখাপেক্ষী করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র ব্যগ্রতার সহিত সকলেই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন, এবং আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন

করিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে আবার সকল ভ্রাতা ভগিনী একত্রিত হইয়া পিতার সহবাস সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সুখেতে দুঃখেতে সকলে এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া নির্ব্বিরোধে পারিবারিক সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, এবং বৃদ্ধ পিতা ও প্রাণসম প্রিয় সন্তানদিগের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। এই রূপ আদর্শ পরিবারে যে সুখ, পৃথিবীর আর কোন স্থানেই তাহা লাভ করা যায় না। সাংসারিক জীবনে ইহা শ্রেষ্ঠতম সুখ। ধর্ম্মজীবনে সাধক যেমন সময়ে সময়ে সংসারের সকল প্রকার সাংসারিক সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিবিড়ারণ্য মধ্যে বা নির্জ্জন গিরিগহ্বরে অবস্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরেতে আত্মা সংলগ্ন করতঃ আত্মার মধ্যে তাঁহার নিগূঢ় নির্জ্জনতা সম্ভোগ করিবেন, তেমনি আবার ঈশ্বরের পারিবারিক ভাবের সাধন নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি যেমন প্রতি জনের ঈশ্বর তেমনি সমুদয় সংসারের মুলাধার। তিনি পিতা সমস্ত নরনারী ভ্রাতা ভগিনী। সমুদয় পৃথিবী তাঁহার পরিবার তিনি তাহার গৃহস্বামী। তিনি কর্ত্তা হইয়া এই বৃহৎ পরিবারকে পালন করিতেছেন, আমরা সকল ভাই ভগিনী তাঁহার কর্ত্তৃত্বের অধীন হইয়া রহিয়াছি, এই ভাবেরও বিশেষ সাধন নিতান্ত আবশ্যক। এক জন গৃহস্বামী বহু পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি লইয়া বাস করিলে যেমন সেই পরিবার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পুত্র কন্যাগণের স্ব স্ব সন্তান সন্ততির দ্বারা এক একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী এবং তাহার মধ্যেও আবার ঐ রূপে ক্ষুদ্রতর মণ্ডলী সকল সংগঠিত হইয়া থাকে, এই ভূমণ্ডলব্যাপী বৃহৎ পরিবারও সেই রূপ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে; বাহিরে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা বশতঃ সকলের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও সকলে এক পরিবার ও এক গৃহস্বামীর অধীন।

এই পরিবারের লোকদিগের পরস্পরের সঙ্গে যেমন পরস্পরের শারীরিক সম্বন্ধ আছে, তেমনি আত্মার সঙ্গে পরস্পরের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। শারীরিক চক্ষু দ্বারা যেমন মনুষ্যের শরীর অনুভূত হয়, আধ্যাত্মিক চক্ষু দ্বারা তেমনি মনুষ্যের আত্মা অনুভূত হইয়া থাকে। স ম্বন্ধটী পার্থিব নহে, পৃথিবীর বস্তু ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং পৃথিবীর জীবনের সঙ্গেও ইহার পরিসমাপ্তি হইবে না, কিন্তু পরকালে ইহার জ্ঞান অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করিবে। সাধারণ লোক সম্বন্ধেও যে রূপ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধেও সেই প্রকার নিয়ম। ঈশ্বরজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য যাঁহাদিগের হৃদয় একান্ত ব্যাকুল হয়, ঈশ্বর নানা স্থান হইতে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে একটী প্রেমপরিবারে সম্বদ্ধ করেন; এবং স্বয়ং সেই পরিবারের স্বামী হইয়া রীতিমত তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সাধকেরা তাঁহার করুণা কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিবারের স্বামী ও পিতা এবং পরস্পরকে ভাই ভগিনী জানিয়া এক হৃদয়ে নিত্য নিত্য তাঁহার ধ্যান ধারণা,সেবা ভক্তিতে নিযুক্ত থাকেন, ও পরস্পরের সাহায্যে সকলে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন; এবং পিতার সকরুণ ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া পরস্পরের প্রেমে অনুরক্ত হইয়া নির্ব্বিরোধে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে পরস্পরের সহবাসে যখন যোগ ও সহানুভূতি জন্মিয়া যায়, তখন তাঁহাদিগের সহজেই পরস্পরের আত্মার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, এবং নিয়ত একত্র বাস, একত্র উপাসনা, একত্র সাধনের দ্বারা পরস্পরের আত্মার ভাব পরস্পরের আত্মার চক্ষুতে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন কেহ ঈশ্বরের চরণে আপনার আত্মাকে সংলগ্ন করেন তখন সেখানে ভ্রাতা ভগিনীর আত্মাকেও তিনি দেখিতে পান। এইরূপে তাঁহারা ভ্রাতাকে ছাড়িয়া ঈশ্বরকে কিম্বা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ভ্রাতা ভগ্নীদিগের দেখিতে পারেন না। তখন পরস্পরের মধ্যে একটী গূঢ় অভেদ্য আধ্যাত্মিক পারিবারিক যোগ নিবদ্ধ হইয়া যায়; এই যোগকেই সাধকেরা "প্রেমপরিবার" বলিয়া থাকেন। অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে সেই আধ্যাত্মিক পরিবারের দৃঢ়যোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং মৃত্যু তাহার নিকটেও আসিতে পারে না; কেবল ইহ জীবন নহে, কিন্তু চির জীবন সেই পরিবার মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের

চরণে বাস করিয়া চিরসুখ সম্ভোগ করিতে থাকে। যে সেখানে মতের বিরোধ নাই, স্বাধীনতা বিনাশের আশঙ্কা নাই, কেবল পিতার চরণতলে দাঁড়াইয়া সকল আত্মা এক হৃদয়ে তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন। আমরা যদি সেই প্রেম পরিবারের সুখাস্বাদনে একান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকি তাহা হইলে সরল হৃদয়ে পরস্পরের প্রেমে সম্বদ্ধ হইয়া নিত্য সেই প্রেমময়ের চরণে এই ভাবে উপস্থিত হইলে আশা সফল হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৩০ শে আষাঢ়, ১৭৯৫ শক।

যতই আমরা পাপ এবং অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিব, ততই আমাদের হৃদয় নিরাশ এবং বিষাদে আচ্ছন্ন হইবে। কেবলই অনুতাপ দ্বারা পরিত্রাণ হয়, ইহা যথার্থ নহে, কেন না অনুতাপের মধ্যেও অহঙ্কার এবং ঘোরতর অন্ধকার থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি মনে করে আমি অনুতাপ মূল্য দিয়া স্বর্গে যাইব অথবা কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরকে কাঁদাইয়া মুক্তি লাভ করিব, সে যে নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অহঙ্কারী ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব অন্যান্য অহঙ্কারের ন্যায় অনুতাপের অহঙ্কারও একান্ত পরিহার্য্য। অনুতাপের মধ্যে যেমন অহঙ্কার আসিতে পারে, সেইরূপ আবার ইহার মূলে অন্ধকার। যে ব্যক্তি মনে করে যে আমার মধ্যে সত্য নাই, পবিত্রতা নাই, তাহার মন যে গভীরতর অন্ধকার, ভ্রম, এবং অধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার মধ্যে সাধুতা নাই, এবং কখনও যে জীবনে আমি সাধু হইব, তাহার সম্ভাবনাও নাই, ক্রমাগত এইরূপ আলোচনা করিলে কেনমা অন্তর নিরাশা এবং বিষাদে জর্জ্জরিত হইবে? দয়াময় নামের গুণ মানিলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিলাম, দয়াময় নাম যতই কেন পবিত্র হউক না, আমার পাপ এত গভীর এবং গূঢ় যে কিছুতেই তাহা যাইবার নহে। ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের দয়াতে অবিশ্বাস করিয়া অনেকের আত্মা এইরূপে নিরাশ এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ঈশ্বরের দয়ায় সন্দেহ করিয়া কেবল অনুতাপ দ্বারা কেহ সাধু হইতে পারে তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। অনুতাপে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়; কিন্তু সেই অনুতাপ মনুষ্য আনিতে পারে না। মনুষ্য চেষ্টা করিয়া যে অনুতাপ করে তাহাতে কেবল সে অন্তরে বাহিরে অন্ধকারই দেখিতে পায়, তাহা দ্বারা কোন মতে পুণ্যবান্ হইতে পারে না। কেন না যাহারা আপনার বলে হৃদয় পবিত্র করিতে চায়, তাহারা আরও গভীরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহারা নিজের অশ্রু বিন্দু দ্বারা স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের যত্ন কদাচ সফল হইতে পারে না। কল্পিত বিনয়ের মধ্যে যেমন অবিনয় এবং অহঙ্কার থাকে, সেইরূপ কৃত্রিম অনুতাপের মধ্যেও পাপ পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছা এবং অপ্রবৃত্তি থাকে। পাপ ছাড়িতে আমার ইচ্ছা নাই, অথচ আমার সমস্ত জীবন অনুশোচনা, বিলাপ ধ্বনি এবং আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ ইহার অর্থ কি? যদি প্রত্যেক অনুতাপ বিন্দু হৃদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, তবে সেই অনুতাপের প্রয়োজন কি? যদি যে পাপের জন্য বারম্বার ক্রন্দন করিতেছি, কোন মতেই তাহা দূর না হয় তবে সেই ক্রন্দনে লাভ কি? কাম, ক্রোধ প্রভৃতি নিশ্চয়ই ছাড়িব, যদি অন্তরে এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না হয় তবে সে সকল পাপের জন্য সময়ে সময়ে অনুতপ্ত হইয়া কি হইবে? বাস্তবিক, যে অনুতাপে চিত্ত শুদ্ধ না হয়, তাহা কখনই ঈশ্বর প্রেরিত অকৃত্রিম অনুতাপ নহে। পাপাত্মাকে সংশোধন করিবার জন্য ঈশ্বর যে অনুতাপ প্রেরণ করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রিপু দমন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এবং দুর্জ্জয় বল সমাগত হয়। সেই স্বর্গীয় অনুতাপ আমাদের নিজের পাপের জন্য যে পরিমাণে আমাদিগকে কাঁদাইবে, সেই পরিমাণে আবার আমাদিগকে পিতার পুণ্যালয়ে লইয়া গিয়া হাঁসাইবে। স্বর্গ হইতে এরূপ অনুতাপ না আসিলে কোন পাপীর পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরের কৃপা বলে যখন সেই অনুতাপে আমাদের অন্তর দগ্ধ হয়, তাহার প্রত্যেক অশ্রু বিন্দুতে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম জঘন্যতা ধৌত হয়। কেন না সেই জল স্বর্গের জল। কিন্তু আমাদের চক্ষু হইতে অনেক জল পড়ে যাহা স্বর্গের জল নহে, এবং যাহা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের গূঢ়তম পাপ প্রক্ষালন করিতে সম্পূর্ণ রূপে অসমর্থ। যিনি ধর্ম্মাভিমানী, তিনি মনে করেন আমি অনুতাপ করিতে করিতে, নিজের ক্রন্দনের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইয়াছি; কিন্তু যিনি ভক্ত এবং ঈশ্বরপ্রেমিক, তিনি বলেন, আমার নিজের অনুতাপ এবং ক্রন্দনে কিছুই হয় না, যখন দেখি দয়াময় ঈশ্বর আমাকে কাঁদাইতেছেন, তখনই আমার আত্মার কল্যাণ হয়, তখন সহজেই আমার মন পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য প্রভায় সমুজ্জ্বলিত হয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেন আমার সমুদয় সাধনের মূলে ঈশ্বরের কৃপা। যাই আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই,

তখনই আমার আত্মা দুর্ব্বল এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, এবং পবিত্র জীবন সম্ভোগ করিবার জন্য আমার সকল আশা এবং সকল উদ্যম চলিয়া যায়। অতএব ঈশ্বরের পথে যাইতে হইলে ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। যাহারা নিজের বলে ঈশ্বরকে লাভ করিতে অভিলাষ করে, তাহাদের ক্রন্দনেও অহঙ্কার; কিন্তু ব্রহ্মকৃপায় নির্ভর করিয়া যাঁহারা অত্যন্ত সাহসপূর্ণ এবং অলৌকিক ভাবে কথা বলেন তাঁহার মধ্যেও স্বর্গীয় বিনয়। ভক্ত বলিতে পারেন এই যে পৃথিবীতে পাপের ভয়ানক তরঙ্গ উঠিতেছে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই; আমি নির্ভয় এবং নিরাপদ। তিনি দেখিতেছেন, যদিও তাঁহার নিজের কোন বল নাই; কিন্তু তিনি যাঁহার শরণ লইয়াছেন তাঁহার বলে নিমেষের মধ্যে মহা পাপ সকল চলিয়া যাইতেছে। এই জন্য তিনি বারম্বার "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" ইহা বলিয়া ঈশ্বরের দয়ার জয়ধ্বনি করিতেছেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন পুণ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার আপনার কোন বল নাই। যথার্থ অনুতাপ মধ্যে যেমন অহঙ্কার নাই, সেইরূপ আবার ইহার মধ্যে অন্ধকারও থাকিতে পারে না। যাঁহার অন্তরে সরল অনুতাপ আসিয়াছে, তিনি অকপট এবং সুদৃঢ় হৃদয়ে বলিতে পারেন, এই যে আমার সম্মুখে এত অন্ধকার এবং মেঘ, ঈশ্বরের কৃপায় এ সকল কিছুই থাকিবে না, পলকের মধ্যে এ সমুদায় ভেদ করিয়া সেই অনন্ত কালের সূর্য্য প্রকাশিত হইবেন। অন্ধকারের মধ্যে রাখিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করেন নাই। এবং শুদ্ধ আমাদিগকে কাঁদাইবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হয় নাই। কিন্তু অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া গিয়া আমাদের আন্তরিক গভীর বিষাদ দূর করিবার জন্যই ঈশ্বর দয়া করিয়া এই পৃথিবীতে তাঁহার স্বর্গের ধর্ম্ম পাঠাইয়াছেন। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি জঘন্য রিপুদিগের উত্তেজনা এবং অত্যাচার দেখিয়া দিবানিশি তোমরা কাঁদিতেছ, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তোমাদের এ সকল ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া জগৎ বলিবে একি অপরূপ ব্যাপার! তোমাদের নিজের মলিন কুৎসিত দৃশ্য দেখিয়া কাহার মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে? ইহাত এই পৃথিবীর ব্যাপার। পাপ করিলেই কাঁদিতে হইবে ইহা যে তোমাদেরই কার্য্য। অতএব তোমাদের কার্য্য দেখিয়া কে ঈশ্বরের সন্নিধানে আসিবে? কিন্তু তোমাদের রোদনের মধ্যে যদি স্বর্গীয় অর্দ্ধভাগ দেখাইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জগৎ তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এক দিকে আমার নিজের অন্ধকার এবং পাপ দেখিয়া কাঁদিতেছি, কিন্তু অন্য দিকে এখনই স্বর্গ হইতে আলোক এবং আনন্দ আসিয়া আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিতেছে, জগৎকে যদি এই পার্থিব এবং স্বর্গীয় উভয় ভাগের সামঞ্জস্য দেখাইতে পারি, জগৎ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বশীভূত হইবে। এক দিকে যেমন আমার পাপের জন্য আমি অনুতপ্ত হইব, অন্য দিকে তেমনই ঈশ্বরের দয়ায় পাপ হইতে উন্মুক্ত হইয়া আমি পবিত্র হইব, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস চাই। যদি বল আমি অনুতাপ করিব, কিন্তু এখনই আমি ভাল হইতে পারি না, তবে মূঢ় ব্রাহ্ম! তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর না। অনুতাপের সঙ্গে যদি বিশ্বাস এবং সাহস না থাকে তবে কোন মতেই পরিত্রাণ নাই। আমি পাপী; কিন্তু ব্রহ্ম বলে বলী হইয়া আমি স্বর্গধামে যাইব অন্তরে যদি এরূপ সাহসপূর্ণ বিশ্বাস না থাকে, তবে অনুতাপ দ্বারা কেবল নিরাশা এবং নির্জ্জীবতাই বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বরকে ভুলিয়া যতই তুমি তোমার পাপের বিকৃত মুখ দেখিবে, যতই তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতি আলোচনা করিবে, ততই তুমি ভয় এবং বিষাদে অবসন্ন হইবে; কিন্তু ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিয়া যতই তুমি এক একটী পাপের প্রতি দৃষ্টি করিবে, ততই তুমি সাহসপূর্ব্বক সেই পাপের দুর্গন্ধ দূর করিয়া তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে পারিবে। এইরূপে যিনি ঈশ্বরের অগ্নি লইয়া পাপের নিকট গমন করেন, পাপ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহারই দ্বারা পাপ ভস্মীভূত হয়। অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিবে তবে পাপ দগ্ধ হইবে; নতুবা শত বৎসর ক্রন্দন করিলেও পাপ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে না। ঈশ্বরের পুণ্যাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মলিন চক্ষু হইতে যদি এক ফোটা জল পড়ে, তাহা দ্বার ঘোর নারকীর চিত্তেও পরিবর্ত্তন হইবে, তাহার নূতন জীবন দেখিয়া দেশের সকল লোক বলিবে, এই ব্যক্তি স্বর্গে চলিল। এই ভাবে যদি পাপী এক দিন পিতার কাছে ক্রন্দন করে, তখনই তাহার পরিত্রাণ আরম্ভ হয়। দয়াময় সর্ব্বদাই আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে ব্যাকুল রহিয়াছেন, আমরাই ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার দয়ার কার্য্যে বাধা দিতেছি। তথাপি তিনি কেন এত দয়া করিতেছেন? এই জন্য যে, তিনি জানেন, এক দিন আমরা পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরা দিব। আমরা পাপী ইহা তিনি জানেন; কিন্তু কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা আর আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না, এই জন্যই তিনি প্রতি রবিবারে বিশেষরূপে তাঁহার নূতন নূতন করুণার বিধান প্রেরণ করিতেছেন। ঈশ্বর মহাপাপীকে পরিত্রাণ করেন, বন্ধুগণ! ইহা আর কেবল মুখে বলিলে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দ্বারা সপ্রমাণ

করিতে হইবে। এক দিকে যেমন আমরা বিশ্বাস করিব, আমরা কিছুই নহি, তেমনি অন্য দিকে বলিব ঈশ্বর আমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহার নামে পাপ ভস্মীভূত হয়। যাই বলিব 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' তখনই দেখিব আমার অন্তরে যে পাঁচটী পাপ ছিল তাহা চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম বলে যদি হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা এবং ঈশ্বর জগতের পরিত্রাতা, ইহা ধর্ম্মের প্রবঞ্চনা। যদি ঈশ্বরের ক্ষমতায় বিশ্বাস থাকে তবে ব্যাকুল অন্তরে বল, পিতা! যদি এখনই আমাকে ভাল না কর তবে আমি মরিব, দেখিবে বলিতে না বলিতে যে আত্মা মৃতপ্রায় ছিল তাহা উঠিয়া সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া রিপু সকলকে দূর করিয়া দিল। মহাপাপী ব্যভিচার এবং পানদোষ ছাড়িল। পাপীর আর কোন সম্বল নাই, কেবল এক ব্রহ্ম নাম। যতই বিশ্বাস করিয়া সে এই নাম বলে ততই তাহার অন্তর পবিত্র হয়। যে মুখে সে কাঁদিয়া বলিতেছে আমি মহাপাপী সেই মুখেই আবার পবিত্র ব্রহ্মনামের সুধা পান করিতেছে সে দেখিতেছে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরই তাহাকে কাঁদাইতেছেন এবং পুণ্যপথে লইয়া গিয়া তিনিই তাহাকে হাসাইতেছেন। আমরা সকলেই পাপে অচেতন, অতএব হে বন্ধুগণ! চল সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি কাঁদান কাঁদিব, তিনি হাসান হাসিব। তাঁহার প্রেমমুখ ভুলিয়া যেন আর কখনই পাপের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া নিরাশ এবং বিষণ্ণ না হই।

প্রচারকদিগের ভ্রমণ ও কার্য্য বৃত্তান্ত।

(শেষ ভাগ।)

অমৃতসর ষ্টেসনে পূর্ব্বোল্লিখিত রোদনকুল বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্নেহার্দ্র চিত্তে তাঁহাদের গুণ আলোচনা করিতে করিতে আমরা ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। নানা স্থানে নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে আমাদের দল ক্রমে কমিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আমরা পাঁচ জন মাত্র এক সঙ্গে রহিলাম। পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিলাম বটে কিন্তু ভক্ত নানকের মহৎ জীবন আমার চিত্তপটে বিরাজ করিতে লাগিল। সাধু-জীবন কি আনন্দের সামগ্রী! ঈশ্বর-পিপাসার্থ আত্মার পক্ষে ইহা কি সুখকর প্রীতি-রসাস্বাদ ভোগ্য বস্তু! এক জন ধার্ম্মিক মনুষ্যের জীবন হইতে কাল সহকারে অসংখ্য অগণ্য মঙ্গল ঘটনা উৎপন্ন হইয়া কত বড় সুদীর্ঘ এক ঘটনা শৃঙ্খল সংগঠন করিতে পারে তাহা এই মহাত্মার জীবন পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। বহু দিন হইল তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় প্রভাব এখনও শিখ জাতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার ভক্তি ও বিনয়ের স্নিগ্ধ প্রতিভা এখনও তাহাদের প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। যে সকল ভক্তিরসাসিক্ত প্রেম রসোদ্দীপক বন্দনমালা তিনি সে দেশে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা বালক বৃদ্ধ নরনারী সকলে মিলিয়া চিরদিন যথা তথা গান করিতেছে। অনাথ বালকগণ মধুর কণ্ঠে তাহা গান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। যখন তাঁহার সেই সুধাময় ভজন সকল কর্ণে প্রবেশ করে তখন হৃদয় আনন্দ রসে উদ্বেলিত হয়। প্রেমিক চৈতন্যের ন্যায় তিনিও নানা প্রকারে নামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাহা শ্রবণ এবং কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পবিত্রাত্মা সাধুর প্রতি ভক্তি উথলিয়া উঠে। বাস্তবিক ভক্তজীবন পৃথিবীর সার বস্তু। সে জীবনের সৌন্দর্য্যে মানবকুল গৌরবান্বিত হয়, তাহার সুধাময় সৌরভ আঘ্রাণে দীনাত্মার চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য আমরা আগরায় অবতরণ করিলাম। সে স্থান তখন রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লর্ড নর্থব্রুক ও অপরাপর গৌরাঙ্গীয় লোক এবং ভারতীয় রাজগণের সমাগমে নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে। দিগন্তব্যাপী নিবিড়ান্ধকারের মধ্যে দীপালোকের ন্যায় একটী ব্রাহ্ম পরিবার তথায় বাস করেন, আমরা তাঁহারই ভবনে উপস্থিত হইলাম। প্রধান রাজপ্রতিনিধির শিবির হইতে আচার্য্য মহাশয়ের নামে নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। পর দিবসেও তাঁহাকে তদ্দেশীয় রাজ প্রতিনিধির পটগৃহে যাইতে হইল সেই জন্য আমরা তথায় প্রায় দুই দিন আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম। সেই দিন প্রাতে একত্রে বন্ধু গৃহে পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা হইল। অপরাহ্নে পুনরায় প্রধান রাজপ্রতিনিধির ভবন হইতে আবার ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল, কিন্তু রজনীতে সে স্থান পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প থাকাতে আচার্য্য মহাশয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সে নিমন্ত্রণ আমরা যে রক্ষা করি এমনও সম্ভব নয়, সুতরাং তাহা প্রান্তরে বিনষ্ট হইল। সেই রাত্রিতে তাজমহল ও তাহার সম্মুখস্থ উদ্যান আলোকিত হয়। আমরা আহারান্তে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছি এমন সময় আচার্য্য মহাশয় তাজ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন যামিনী দ্বিপ্রহরা, ট্রেণ ছাড়িবার সময় অতি অল্প বাকি আছে, আমরা নিদ্রায় আকুল, মুহূর্ত্তেকের মধ্যে সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিলেন। কেহ পড়িয়া রহিলেন কেহবা চলিয়া গেলেন। পরে আমরা কানপুরে আসিয়া সকলে একত্রিত হইলাম। সেখানেও অন্ধকারের মধ্যে একটী মাত্র আলোক। দুই দিবস সেখানে উপাসনা হয় তাহাতে বাঙ্গালী বাবুগণ ও কএকটী হিন্দু মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

মানব জীবনে শীতলতার প্রাধান্য সর্ব্বত্রেই সমান। উৎসাহবিহীন শিক্ষিত যুবাদিগের ব্যবহার দেখিলে অঙ্গ যেন অবসন্ন হইয়া আসে। বহু মূল্য হীরক খণ্ডের যেমন সাধারণ লোক সমাজে কোন আদর নাই, অমূল্য ধন পরশমণি ধর্ম্মেরও অবস্থা তদ্রূপ। মহামূল্য মণিময় রত্নের গুণের প্রশংসা কে না করে? কিন্তু সামর্থ্য থাকিলেও তাহা কেহ ক্রয় করিতে চাহে না। তেমনি ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান কর লোকে শুনিবে, শুনিয়া তাহার প্রশংসাও অনেক করিবে, কিন্তু বলিবে যে ইহা আমাদের জন্য নয়। তাহাদের কথার ভাবে বোধ হয় যেন ধর্ম্ম ধার্ম্মিকের জন্য, আর পাপী ও বিষয়ীদের জন্য কেবল পাপ ও সংসার। এ সম্বন্ধে কোথাও নূতন ভাব দেখা যায় না; একই কথা সর্ব্বত্রে।

কানপুর হইতে আমরা জব্বলপুরে চলিলাম। সেখানকার সমাজে কতিপয় বঙ্গবাসী ভ্রাতা আছেন। অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক গুলিন ভদ্রলোক দেখিতে পাওয়া যায়। জব্বলপুর পর্ব্বতময় স্থান। ইহার অনতি দূরে শ্বেত প্রস্তরের এক পর্ব্বত আছে তাহা অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। তথায় ভীষণ শব্দায়মান এক প্রকাণ্ড জলপ্রপাত আছে। জব্বলপুরস্থ আমাদের কোন বন্ধু ঐ মনোহর স্থান দেখাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাদিগকে এবার তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। জব্বলপুর পৌঁছিয়া পর দিবস প্রাতে আমরা সেই স্থানে গিয়াছিলাম। পর্ব্বত বেষ্টিত নর্ম্মদা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আমরা জলপ্রপাত দেখিতে যাই। পথে যাইতে যাইতে দূর হইতে তাহার শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। নিকটে গিয়া দেখিলাম নদীর পাষাণময়ী শয্যার উপর দিয়া নির্ম্মল সলিল রাশি প্রবাহিত হইয়া এক নিম্ন ভূমিতে আসিয়া পতিত হইতেছে। ঘন গভীর গর্জ্জনে সমীপবর্ত্তী স্থান সমূহকে কম্পিত করত ভীম বেগে ঐ জল রাশি নিম্নে পতিত হইয়া পুনরায় আবার যখন বীর পরাক্রমে সমস্ত জল রাশি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক উর্দ্ধে উঠিতেছে তখন অসংখ্য অসংখ্য শুভ্রবর্ণ বুদ্ বুদ্ সকল উৎপন্ন হইয়া তদ্দ্বারা বিচিত্র ফেণপুঞ্জ রচনা করিতেছে। পতন স্থানের মধ্যভাগটী নীল রেখা এবং উভয় দিক্ প্রবাহ বলে দুগ্ধের ন্যায় হইয়া ঐ জল পড়িতেছে। প্রতিঘাতে তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু সকল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া গগণমণ্ডলে উত্থিত হইতেছে। সেখানে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিলে সমস্ত শরীর আর্দ্র হইয়া যায়। জল কণা সমূহে সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হইয়া রামধনুক প্রস্তুত করিতেছে। এইরূপে এক জল হইতে সেই বিশ্বশিল্পী পরমেশ্বর যে সেখানে কত প্রকার সৌন্দর্য্য ছটা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। লক্ষ লক্ষ মোন দুগ্ধ-পূর্ণ এক প্রকাণ্ড কটাহ অগ্নি উত্তাপে যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, ঐ জল রাশি তদ্রূপ। উহার নিকটে দণ্ডায়মান হইতে বড় মনে ভয় হয়। আমরা তাহার এক পার্শ্বে সুখে স্নান করিলাম। জব্বলপুরস্থ বন্ধু সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। স্নান করিয়া সেই ভয়ঙ্কর শব্দ কোলাহল-পূর্ণ স্থানের চারিদিকে ইতস্তত: ভাবে উপাসনা করিলাম। উপাসনায় সে দিন হৃদয় অপূর্ব্ব সুখ ও শান্তি সম্ভোগ করিয়াছিল। তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে পথে একটী ইংরাজের সমাধি স্থান দেখিলাম। তাহাতে লেখা রহিয়াছে যে ২৬।২৭ বৎসর বয়স্ক কোন ইংরাজ যুবক জি, আই, পি, রেলওয়ের এক জন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি ঐ স্থান দেখিতে আসিয়া পাহাড়ের মধ্যে বন্দুকের শব্দ করেন, সেখানে মধুমক্ষিকাদিগের আবাস স্থান ছিল, বন্দুকের শব্দে তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ সাহেব এবং তাঁহার সমভিব্যাহারীদিগকে আক্রমণ করে। তাহাতেই সাহেব অস্থির হইয়া ঘোড়া শুদ্ধ একবারে নর্ম্মদার জলে পতিত হন। সেই জন্য লিখিত আছে যে মধু মক্ষিকার দংশনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। উহা দেখিয়া আমরা সোপানবিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর উঠিয়া বহু কালের পুরাতন ভগ্ন কতকগুলি প্রস্তরময়ী পুত্তলিকা দেখিলাম। ঐ স্থানের নিকট অনেক গুলি মন্দিরও আছে, বৎসর বৎসর সেখানে মেলা হইয়া থাকে। উহা যে প্রাচীন হিন্দুদিগের তপস্যার স্থান, ছিল দেখিলে তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। তদন্তর আহারান্তে প্রসিদ্ধ মার্ব্বেল রক্ দেখিতে চলিলাম। এক ক্ষুদ্র তরণীর উপর আরোহণ করিয়া দুই পার্শ্বে পর্ব্বত মধ্যে ঘন নীল সলিল বেগবতী নর্ম্মদা নদী, তাহার মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিয়াই বোধ হইল যেন এক নূতন রাজ্যে আসিয়াছি। সেই শোভাময় শ্বেত পর্ব্বত দর্শনে দর্শকবৃন্দের মনে নানা ভাবের উদয় হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণানুবাদ বাহির হইতে লাগিল। একই প্রস্তর নানা স্থানে নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। নদী সে স্থানে অতি অপ্রশস্ত, কিন্তু তাহার গভীরতা এক শত আশি ফিট। এই জন্যই সাগরের ন্যায় জল নীল বর্ণ হইয়া থাকিবে। যে জলপ্রপাতের কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাই প্রবল বেগে ঐ স্থান দিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমরা সেই স্রোতের প্রতিকূলে তরণী বাহিয়া কিছু দূর গিয়া আর পারিলাম না। দুই দিকে শাদা পাহাড় ধব্ ধব্ করিতেছে মধ্যে নীল জল, দেখিতে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। উভয় পার্শ্বের প্রাচিরবৎ পর্ব্বত উচ্চও কম

নয়। দুই এক স্থানে অবতরণ করিয়া আমরা উপলখণ্ড সকল সংগ্রহ করিলাম। এক স্থানে দেখিলাম যেন সোপান শ্রেণীর ন্যায় হইয়া রহিয়াছে; তাহার উপরে আমরা উঠিলাম সেখানে বসিলাম, শুইলাম এবং শুইয়া "কত স্থানে কত ভাবে বরিছ বিরাজ হে নাথ!" পর্ব্বতে রচিত এই গান গাইলাম। তাহা দ্বারা চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইল। আমাদের কোলাহলে দলে দলে বন্য কপোত সকল উড়িতে লাগিল। সেই শুভ্র শীলাতলে শয়ন করিতে বড় আরাম। তথা হইতে আমরা তটে প্রত্যাগমন করিলাম। মহিমার সাগর ঈশ্বরের কি অনন্ত কীর্ত্তি! এরূপ শোভনীয় স্থান সকল যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারা জীবনের এক প্রধান সুখে বঞ্চিত আছেন। ধন্য তাঁহাকে যে তিনি নির্জ্জনে বসিয়া এই সকল রচনা করত নিজেই তথায় বিহার করিতেছেন! সেখান হইতে সন্ধ্যা কালে আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ক্ষণকাল পরে কোন প্রকাশ্য স্থানে ইংরাজিতে এক বক্তৃতা হইল, তাহাতে নগরের অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। পরদিন এক জন ব্রাহ্মের গৃহে উপাসনা করিয়া আমরা এলাহাবাদে আসিলাম। জব্বলপুরস্থ বন্ধুগণ আমাদিগকে যে সুন্দর দৃশ্য দেখাইলেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। এলাহাবাদে এক দিন মাত্র থাকা হইয়াছিল। আর আমার বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। এক্ষণে আমি সেই মঙ্গলদাতা পিতা এবং প্রিয়তম ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম করিয়া এই স্থান হইতে বিদায় হইলাম।

——

প্রেরিত।

প্রচারের প্রতি ব্রাহ্মদের অমনোযোগ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ এই যে, সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এক পরিবারে মিলিত হইয়া তাঁহাদের পরম পিতা পরমেশ্বরকে ভক্তির সহিত পূজা করিবেন। তাঁহাদের সকলেরই এই চেষ্টা হইবে কিসে সমস্ত ভ্রাতা ভগিনী দিন দিন উন্নত হইয়া ধর্ম্মের উচ্চ সাধনে সকলে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, এবং ঈশ্বরের যে সমস্ত সন্তান তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া ঘোর সংশয়, পৌত্তলিকতা ও পাপ জালে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন কিসে তাঁহাদের বন্ধন কাটিয়া গিয়া তাঁহারাও তাঁহাদের পরিবারের অন্তর্ভূত হইবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রচারের প্রয়োজন। ইহা দ্বারা প্রতি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার কল্যাণ হইবে এবং দেশের মঙ্গল হইবে। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রচার প্রণালী আপনিই ব্যবস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে প্রচারকেরা যত আপনাদের জীবন পবিত্র করিতে পারিবেন, এবং জন্ম সার্থক করিবার জন্য যত লোকের দুঃখ মোচন করিবেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মেরা যত ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত এই উপায়ের সহিত যোগ দিয়া ইহার বিশেষ সাহায্য করিবেন, ততই ইহা অমৃত ফল সকল প্রসব করিবে, ততই ইহা ব্রাহ্মসমাজের অশেষ কল্যাণের হেতু হইয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিবে।

দুঃখের বিষয় প্রচারকেরা তাঁহাদের জীবনকে এখনও সেরূপ পবিত্র করিলেন না, যে তাঁহাদের ভাবে বিমোহিত হইয়া সকল ব্রাহ্ম তাঁহাদিগের সাংসারিকতা, শিথিলতা ও উপাসনার প্রতি অমনোযোগ ছাড়িয়া দিয়া উপাসনাশীল ও ভক্তিপরায়ণ হইবেন; এবং আরও দুঃখের বিষয় যে ব্রাহ্মেরা সাধারণতঃ প্রচারের সহিত কোন সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেন না। উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে, আত্মার বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী তত্ত্ব সকল সমালোচিত হইয়া বাহির হইবে, দেশ বিদেশে প্রচারকেরা ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র মত ও ভাব সকল প্রচার করিবেন, ইহার জন্য অতি অল্প ব্রাহ্মই চিন্তিত। আশ্চর্য্য অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপন ও বিস্তারের জন্য কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে, কিন্তু যে ধর্ম্ম সকল দেশের ধর্ম্ম হইবে, যে ধর্ম্ম চিরকাল থাকিবে, যে ধর্ম্ম ঈশ্বরের সকল পাপী সন্তানকে পরিত্রাণ করিবে, তাহার প্রচারের জন্য ব্রাহ্মেরা আপন অন্ন হইতে এক মুষ্টি অন্ন দিতেও কাতর। প্রচারকেরা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া আপনাদের পরিবারদিগের ভরণপোষণ করিতেছেন অতি সুখের বিষয়, কিন্তু পুস্তক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রভৃতি প্রচার, প্রচারকদের দেশ বিদেশে গমন এ সমস্ত বিষয়েও যদি ব্রাহ্মেরা যথোপযুক্ত সাহায্য না করিলেন, তবে সমুদায় কার্য্য সুশৃঙ্খলামত চলে কিরূপে? কত দুঃখের বিষয়, "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা খানি চলিতেছে, তাহা দ্বারা ব্রাহ্মমণ্ডলীর বিশেষ উপকার হইতেছে, কিন্তু তাহার মূল্য অগ্রিম দেওয়া দূরে থাকুক, সে টাকা আদায় করিতে যে কত কষ্ট হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রচারকদিগের কি ইহাও কর্ত্তব্য যে নিজে কোনরূপে টাকা উপার্জ্জন করিয়া এই পত্রিকা খানি সম্পাদন করিবেন? "শ্লোক সংগ্রহ" প্রভৃতি কত উৎকৃষ্ট পুস্তক অমুদ্রিত রহিয়াছে, কিন্তু অর্থের অভাবে সে সমস্ত কার্য্যে সহজে হস্তক্ষেপ করা সুকঠিন। প্রচারকেরা দেশ বিদেশে গমন করেন; আমরা অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলি যে অনেকে সে সময়ে বিশেষ সাহায্য করেন, কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে অনেকে বিরক্ত হইয়াও অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। "ইণ্ডিয়ান মিরর" নামক একখানি দৈনিক কাগচ চলিতেছে, তাহা দ্বারা এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের ও দেশের কতদূর যে কল্যাণ হইতেছে তাহা মনে করিতেই পারা যায় না, এত বড় একখানি পত্রিকা চলা যে কি ব্যয় ও কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে, তথাপি কিরূপে যে এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত হইতেছে তাহার সংবাদ গ্রহণে প্রায় কাহাকেও মনোযোগী দেখা যায় না। সকলেই এই ভাবে চলিতে প্রস্তুত যেন এ কার্য্য গুলি তাঁহাদের নহে, তাঁহাদের সহিত ইহার কোন সংস্রব থাকিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মেরা অতিশয় গরিব ইহা সত্য, কিন্তু যদি তাঁহারা ভিক্ষুককে এক মুষ্টি অন্ন দিতে সমর্থ হয়েন তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় প্রচারের জন্য কি আর এক মুষ্টি অন্ন রাখিয়া দিতে পারেন না? ফলে আমাদের অদ্য বলিবার উদ্দেশ্য এই যে প্রচারের সহিত সকল ব্রাহ্মের যোগ স্থাপন একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। সকলে আপন দেয় মূল্য শীঘ্র দান করুন, যাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব, রবিবারের মিরর প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করুন, যাহাতে ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার জন্য সাহায্য করুন। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রচার কেবল জন কতক প্রচারকের কার্য্য না হইয়া সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর এ কার্য্য হয়, তাহা হইলে প্রচার ক্ষেত্র দিন দিন যে অধিক ফল প্রসব করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে বিশেষ অনুরোধ কখনই কিছু করি নাই, কিন্তু প্রচারের শুভ কামনা করিতে হইলে আর মৌনাবলম্বন যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। যদি তাঁহারা আপনাপন কল্যাণ ইচ্ছা করেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে ভারতমাতার সকল সন্তান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক পরিবার হইয়া ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি সম্ভোগ করিবে, তবে তাঁহারা প্রতি জনে প্রচারকদিগকে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করিতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না। আমরা আশা করি প্রত্যেক ব্রাহ্ম এরূপ দেখিবেন যে বৎসরান্তে অন্ততঃ একটা পয়সাও তাঁহাদের ধনাধার হইতে সাধারণ প্রচার স্থানে গিয়া নিয়মিতরূপে পতিত হইতেছে।

এক জন প্রচারক।

সংবাদ।

"বঙ্গবন্ধু" পাঠে অবগত হওয়া গেল ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে গত ২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার হইতে রবিবার পর্যন্ত তিন দিন উপাসনা হইয়াছে। ইহ ব্যতীত শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথাকার ভদ্র লোকদিগের জন্য ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে দুইটী এবং সাধারণ লোকদিগের জন্য চকের বাজারে একটী সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে সকল শ্রেণীর লোকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা আশা করি ইহা দ্বারা সুফল প্রসূত হইবে।

বরাহনগরে একটী দরিদ্র যুবা কোন ব্রাহ্মের আশ্রয়ে কিছু দিন ছিল, তাহার নাম রজনীকান্ত ঘোষ, সে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে আসিত, এখানেও কয়েক বার আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, সে ব্যক্তি কাহার একটী ঘড়ি চুরি করিয়া এক্ষণে কারাবদ্ধ হইয়াছে। কোন ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়া দিয়াছেন যে সে এক জন উন্নতিশীল এবং পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যত দিন তাহার কোন দোষ প্রকাশিত হয় নাই তত দিন কেহ তাহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত না, এখন চুরি করিয়া ধার্ম্মিক হইয়া গেল। মনুষ্যের দুষ্ট বুদ্ধির চক্রান্ত দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয়। যিনি লিখিয়াছেন তিনি অবশ্য ইহা বিশ্বাস করেন যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে, সুতরাং এক জন ব্রাহ্মনামধারী ব্যক্তিও যে চুরি করিতে পারে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু পরনিন্দাপ্রিয়তার যে কি আকর্ষণ, এ সকল সহজ সত্য জানিয়াও লোকে উদারভাবে তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না। এক্ষণে শুনিতেছি সে আপনার শ্রীধর নাম লুক্কায়িত রাখিয়া রজনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। আমরা তাহাকে কখন বিশ্বাস করিতাম না। সংবাদপত্রের লেখক যদি আমাদের নিকট আসেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা আরও অনেক গুরুতর অপরাধে অপরাধী ব্রাহ্মের চরিত্র প্রদর্শন করিতে পারি। যাহা হউক, ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাইলাম যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের জীবনকে কিরূপ উচ্চ আদর্শ দ্বারা বিচার করিয়া থাকে।

আমাদের প্রচারকদিগের মধ্যে এক্ষণে অনেকে হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। কেহ কেহ শিখিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারও করিতেছেন। ভরসা করি আগামী বৎসরের মধ্যে তাঁহারা অনেক পরিমাণে ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন। হিন্দি ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাস এবং উপাসনা সম্বন্ধে কএকখানি পুস্তকেরও বড় অভাব আছে।

আমাদিগের কার্য্যালয়ের পার্শ্বে কএক মাস গত হইল একটী সংগীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে এ সম্বন্ধে যেরূপ অপুষ্টতা তাহাতে আর এ বিষয়ে এখন আমাদের উদাসীন থাকা উচিত বোধ হয় না। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহারা ইহার উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা কালে এই স্কুলে আসিয়া শিক্ষা করিবেন। শিক্ষা কার্য্য উত্তম রূপে চলিতেছে। মাসিক বেতন এক টাকা মাত্র। কএক জন ব্রাহ্ম সেখানে নিয়মিতরূপে যাইয়া থাকেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে "ভারত আশ্রম" ও "ব্রহ্মনিকেতনের" উদ্দেশ্য সফল এবং স্থায়ী হইবার অনেক আশা লক্ষিত হইতেছে। আশ্রমে স্থানের অল্পতা বশতঃ অনেকের অসুবিধা হইয়াছে এবং সেই জন্য অন্যান্য যাঁহারা এখানে পরিবার রাখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদেরও আশা পূর্ণ হইতেছে না। একটী প্রশস্ত ভবন হইলে এবং সুচারু রূপে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলে ইহা দ্বারা অচিরে স্থাপয়িতার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবে। নিকেতনেরও সমস্ত কার্য্য উত্তম রূপে চলিতেছে। সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে আর একটী বড় বাড়ী না হইলে কোন মতেই চলিতে পারে না। ব্রাহ্মগণ এই দুই শুভানুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতে যেন ত্রুটি না করেন। ইহা দ্বারা জ্ঞান ধর্ম্ম উভয়েরই অভাব পূর্ণ হইবে, ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্মসন্তানদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

সাম্বৎসরিক উৎসব আগত প্রায়, এ সময় পুস্তক মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকগণ এ সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাপন দেয় শীঘ্র প্রেরণ করিলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইব। আমাদের যদি অন্য কোন পৈত্রিক সম্পত্তি থাকিত তাহা হইলে বার বার এজন্য তাঁহাদিগকে তত বিরক্ত হইতে হইত না; প্রচার কার্য্যের নিতান্ত ক্ষতি হয় বলিয়াই নিলর্জ্জ ভাবে এই অসুখকর বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে আমরা সময়ে সময়ে বাধ্য হই।

বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ প্রচারকদিগকে লইয়া যাইবার জন্য নানা স্থান হইতে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্র এত দূর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা আর কোন মতে তাহা চলে না। এই নগরে ও নগর প্রান্তরে যে সকল উপাসনা সমাজ আছে তাহারও কার্য্য এই জন্য ভাল চলিতেছে না। মফস্বল হইতে সাম্বৎসরিক উৎসবে যাইবার জন্য যে সকল নিমন্ত্রণ আসিয়াছে তাহা আমরা কত দূর রক্ষা করিতে পারিব বুঝিতে পারিতেছি না।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৩রা পৌষ মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তুবৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩য় ভাগ। ১৮ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ মঙ্গলবার, ১৭৯৫ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে অনন্তগুণাকর আনন্দময় ঈশ্বর! হে বিশ্বজনপ্রতিপালক পরম প্রভো! তুমি স্বহস্তে এই নয়নরঞ্জন চিত্তবিনোদন প্রকৃতিকে কত বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত করিয়াছ, আবার মনুষ্যের হস্ত দিয়া তাহার উপর কত আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছ। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম শোভা একত্রে মিলিত হইয়া এই জগৎ কি সুন্দর বেশই ধারণ করিয়াছে! মনুষ্য ও পশু পক্ষীদিগের দৈহিকসৌন্দর্য্য, নানা বর্ণের প্রফুল্ল কুসুমরাজি, নদী পর্ব্বত সমুদ্র কানন, বিবিধ প্রকার ফলপুষ্পসুশোভিত তরু লতা সমন্বিত মনোহর উপবন ও অদ্ভুত অগণ্য রত্নরাজিখচিত নীলাম্বর আকাশ এসকল যে কেবল তোমার জ্ঞান কৌশল রচনা নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, আমাদের জীবনের সহিত তাহাদিগের উপযোগিতা, কার্য্যকারিতা, এবং তাহাদিগের মনোহর লাবণ্যে, উল্লাসকর সুঘ্রাণে, এবং সুখময় রসাস্বাদনে তোমার অপরিসীম স্নেহ বাৎসল্য এবং মঙ্গলোদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্যই যে তুমি কুসুম রেণুতে গন্ধ দান করিয়াছ, প্রাণপোষক খাদ্য সামগ্রীতে তৃপ্তিকর অমৃতরস নিহিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা আর কে অস্বীকার করিতে পারে? বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইতেছে, নির্দ্দিষ্ট কালে অখণ্ড নিয়মে তাহা ফল ফুলে সজ্জিত হইতেছে, এই সমস্ত জীবন্ত ক্রিয়ার মধ্যে তুমি স্বয়ং উপস্থিত রহিয়াছ। হে সর্ব্বব্যাপী অমৃতনিকেতন জাগ্রৎ দেবতা! আমি তোমাকে এখানে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান জানিয়া ধন্যবাদ প্রদান করি। তোমার পবিত্র প্রকাশে সমস্ত ধরাধাম পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বত্র তুমি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছ, আমি তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। সৃষ্টির পরমোজ্বল স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়া হে অনন্তজ্যোতিঃ! তোমার প্রেমজ্যোতিঃ উদ্ভিন্ন হইতেছে, আমি তোমার জীবন্ত সত্তা সম্মুখে জানিয়া বারম্বার প্রণিপাত করি। প্রকৃতি যেন নানা জাতীয় ফল পুষ্প সাজাইয়া তোমাকে উপঢৌকন দান করিতেছে আর তুমি আপনার মহৎ কার্য্যের দৃশ্যমান শোভা অবলোকন করিয়া জগৎকে আনন্দ জ্যোৎস্নায় অনুরঞ্জিত করিতেছ। এই অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়া আমি আহ্লাদ ও বিস্ময়ের সহিত তোমাকে প্রণাম করি।

পরিত্রাণার্থী অতি বিরল।

ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় দয়ার সাগর হইয়া প্রতিনিয়ত জীবগণের কল্যাণ চিন্তা ও শুভ কামনা করিতেছেন, তবে আমাদের পরিত্রাণ হয় না কেন? ইচ্ছা নাই এই জন্য। তবে ইচ্ছাইবা কেন হয় না? ইচ্ছাই তাহার

শেষ কারণ। জীবন্মুক্ত সাধু হইতে সময়ে সময়ে অনেকের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু পাপ সংসারাসক্তি ছাড়িয়া নহে, তাহাদিগকে লইয়াই তাঁহারা সাধু হইতে চাহেন। প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাঁহারা "হে ঈশ্বর! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু স্বর্গদূত যখন নিকটে অবতীর্ণ হয়, এবং তাঁহাদিগকে উজ্জল মণিময় পুণ্য সিংহাসনে বসাইয়া স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান্ করে, তখন কেহ ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহেন না। বিশ্বাসী সাধকের মুখে সহসা মুক্তি মার্গ্যের দুইটী জীবন্ত কথা শুনিলে যেখানে লোকে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া স্থির করে, পরিবারের কাহাকেও একটু অধিক ভক্তিমান্ ও ধর্ম্মোৎসাহী দেখিলে যেখানে অপর আত্মীয়েরা সংসারের বিষম অমঙ্গল হইল বলিয়া হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে সলিল সিঞ্চন করে, সেখানে কার্য্যতঃ যে লোকে মুক্তিলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অল্প বিশ্বাসী মনুষ্য স্বর্গে যাইতে পারে, যদি এই সংসারটী সমস্ত তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। স্পষ্ট কথায় ইহার অর্থ এই যে, সে পরিত্রাণ প্রার্থনা করে না।

অতিশয় কৌতুক ও আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, মনুষ্য যাহার জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিতেছে, যে জন্য হয়তো কত সময় ক্রন্দন পর্য্যন্ত করিতেছে, অথচ তাহা গ্রহণের জন্য তাহার অন্তরে ব্যাকুলতা নাই। প্রার্থনীয় বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত নহে অথচ প্রার্থনা করে ইহা এক গভীর রহস্য। ধর্ম্মরাজ্যে কেন এ রূপ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে? অধিক দূরে যাইবার আবশ্যকতা নাই, আমাদেরই নিজ নিজ জীবনে ইহা ঘটিতেছে। কিঞ্চিৎ কাল স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে ইহা অনেকগুলি কারণের ফল। প্রথমতঃ এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মুক্তির জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করেন, কিন্তু মুক্তি যে কি তাহা জানেন না। সুতরাং কোন ভাবুক যদি সে রাজ্যের কোন নূতন সমাচার ব্যক্ত করেন এবং মুক্তির আভাস নিজ জীবনে কিছু প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ইহাঁরা অবিশ্বাসের সহিত চমৎকৃত হন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, সংসারের সাধারণ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া আমাদের এমন এক প্রকার অভ্যাস জন্মিয়াছে যে, অন্য কোন নূতন অবস্থায় যাইতে হইলে মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কি জানি ধর্ম্মেতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া শেষ কি পরিবারের প্রতি উদাসীন হইব, এই ভয়ে কণ্ঠ অবরোধ হইয়া আইসে। ঈশ্বরপ্রেমিক ভক্তেরা মুক্তি রাজ্যের যে সকল অদ্ভুত কথা বলেন, সেখানকার অলৌকিক শোভার বিষয় যেরূপ বর্ণন করেন, ঘোর মোহাসক্ত বিষয়ী লোকেরা তাহা শুনিলে হয়তো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে। এ জন্য নহে যে, তাহারা সে কথা শুনিয়া বিগলিত হয়, স্ত্রীপুত্র পরিবারের দশায় কি হইবে এই ভাবিয়া ভয়ে ক্রন্দন করে। মুক্তি সম্বন্ধে উন্মাদ হইয়া যাওয়ার ভয়টাই কিছু অধিক। সুতরাং দেবতাদিগের যাহা স্পৃহণীয়, আমাদিগের পক্ষে তাহা অমঙ্গলের হেতু হইয়া রহিয়াছে। কোন এক দরিদ্রকে হঠাৎ কোন সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদে রত্নসিংহাসনের উপর স্থাপন করিলে তাহার পক্ষে যেমন সে অবস্থা নিতান্ত অসুখকর ও অসহ্য হয়, ক্ষুদ্রাশয় মানবের পক্ষে পরিত্রাণও তদ্রূপ। আন্তরিক গূঢ় অবিশ্বাস বশতঃ সে যেমন আপনার মহত্ত্ব অনুভব করিতে অক্ষম, তেমনি সে তাহার স্রষ্টার মহত্ত্ব অনুভব করিতেও অক্ষম। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর যখন কাহারও হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত দেখেন তখন তাহাকে প্রেমতরঙ্গে এক কালে অস্থির করিয়া দেন। দীন দুঃখী মানব যখন এই রূপে স্বর্গের মহাবিভবশালী অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের

জ্যোতিঃ দর্শন করে তখন সে ভয়েতে স্তম্ভিত এবং সচকিত হইয়া সংসারের দিকে নয়ন ফিরায়। কোথায় আসিলাম বলিয়া তখন সে আস্তে ব্যস্তে গৃহাভিমুখে পলায়ন করিতে থাকে। সাধ্য কি যে সেই পাপদগ্ধকারী জ্বলন্ত জ্যোতিঃ কেহ অধিক ক্ষণ সহ্য করিবে! ঈশ্বরবিরহে ব্যাকুল চিত্ত যোগীরা কেবল নির্ভয়ে সে দিকে ধাবিত হইতে পারেন। সংসার আপনিই তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করে, কিন্তু অগ্রগামী হয় না।

এক্ষণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ঈশ্বরের পক্ষে পরিত্রাণ দান করা কিছুই কঠিন নহে, মনুষ্যের পক্ষে তাহা গ্রহণ করাই কেবল কঠিন! যদি কেহ নির্ভয় হৃদয়ে সেই প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হইতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি রত্ন লাভে কৃতকার্য্য হইবেন। তাহা আমরা চাহি না, সুতরাং পাই না। যেমন আমাদের প্রার্থনা, তাহার উপযুক্ত ফল ফলিয়া থাকে। ইহ জীবনেই যে ঈশ্বর আমাদিগকে জীবন্মুক্ত সাধু করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, কিন্তু কয় জন তাহা প্রাপ্ত হইবার অভিলাষী? এই জন্য প্রাচীন কালের কোন সাধু বলিয়া গিয়াছেন যে " দাতা দান করিতেছেন, কিন্তু গৃহীতারা গ্রহণ করিতে পরিশ্রান্ত হয় "। সত্য সত্যই ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিতে মনুষ্য শ্রান্ত হইয়া পড়ে। মুক্তির দ্বারে যখন কেহ দণ্ডায়মান হয় তখন তাঁহার করুণার স্রোতঃ আসিয়া নিমেষের মধ্যে তাহাকে ভাসাইয়া একবারে অকূল মহা সমুদ্রে লইয়া ফেলে। সেই প্রবল স্রোতে তাঁহারাই ভাসিয়া যাইতে সক্ষম, যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার হস্তে জীবনের ভার দিয়া চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। হায় আমাদের কি দুর্দ্দশা! কোথায় আমরা দয়াময়ের প্রেম স্রোতে ভাসিয়া মুক্তিধামের দিকে যাইব তাহা নহে, যখন সে স্রোতঃ অন্তরে উন্মুক্ত হয় তখন তাহাকে আমরা বাধা প্রদান করি। আমরা নিজেরাই নিজকে পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি। ধন্য সেই সকল ধর্ম্মবীরদিগকে যাঁহাদের জীবনে ঈশ্বরের করুণাস্রোতঃ অবাধে প্রবাহিত হয়। সুখী তাঁহারা যাঁহারা সেই স্রোতের আনন্দ লহরীতে সমস্ত জীবন ভাসাইয়া দিয়া দয়াময়ের সুধাময় নাম গান করিতে করিতে স্বর্গধামে চলিয়া যান।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ত্রিবিধ গতি।

মানব প্রকৃতি রূপ অচল শিখর হইতে পুণ্য সলিলা ব্রহ্মাণ্ডউদ্ধারকারিণী ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ স্রোতঃস্বতী নিঃস্যন্দিত হইয়া বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল। কিয়দ্দূর প্রবাহিত হইয়া সংসারের প্রতিঘাতে উহা অল্প কালের মধ্যে ত্রিধা হইয়া গেল। একটী স্রোতঃ হিন্দুসমাজকে পবিত্র করিব বলিয়া বাহির হইল, কিন্তু মূল প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাকে আর অধিক দূর যাইতে হইল না; যাইতে যাইতে পথি মধ্যে হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইল। যদিও সে এক্ষণে আপনাকে হিন্দু-ঔরসজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দুসমাজপতিদিগের পদ প্রক্ষালন করিতেছে, কিন্তু সেই বিপদগ্রস্ত ত্যজ্য পুত্র পুনঃগৃহীত হইবে কি না, যদি হয় তবে কিরূপ দণ্ড বিধান প্রয়োজন হইবে, তদ্বিষয়ে এখনও কিছু স্থির মীমাংসা হয় নাই।

দ্বিতীয় স্রোতটী প্রভূত উৎসাহের সহিত সামাজিক নীতি ও জ্ঞান সভ্যতার উন্নতি সাধনের জন্য অগ্রসর হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীতে পার্থিব বিষয়ের মধ্যে তাহা সম্বদ্ধ। সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্যকে সুখী করিয়া জ্ঞান সভ্যতায় তাহাকে সজ্জিত করিবার জন্য ইহার সমস্ত শক্তি উৎসর্গিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যের প্রায় সমস্ত স্থানই ইহার অধিকৃত। মুক্তি প্রদ ধর্ম্মের প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও ইহা আপ নাকে মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে।

জ্ঞান নীতি সভ্যতা ইহার শাস্ত্র, নাস্তিক হইতে পৌত্তলিক পর্য্যন্ত সকলকে একত্রিত করিয়া স্বাধীন ভাবে তাহাদের সমস্ত মত ব্যক্ত করিতে দেওয়া ইহার সাধন ভজন। সংসারের প্রচুর উন্নতি সাধন ও কতিপয় সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য প্রতি পালন ইহার অনুষ্ঠান। সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই অনুভূত হয় যে দুইটী উপরুক্ত স্রোতই সংসার গতিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ধর্ম্মের বিপরীত পথে ধাবিত হইতেছে। এই মাত্র প্রভেদ যে একটী সভ্যতার ও পার্থিব নীতির আলোকে আলোকিত, অপরটী দূষিত দেশাচার মিশ্রিত এবং সাংসারিক কুশলের প্রতি পোষক। যে প্রবাহটী জ্ঞান সভ্যতা ও পার্থিব নীতির সহিত অপেক্ষাকৃত প্রবল বেগে চলিতেছে, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য রূপে অধিকাংশেরই গতি সেই দিকে।

তৃতীয় স্রোতটী মূল প্রস্রবণ হইতে বিনির্গত হইয়া সরল ভাবে একবার মুক্তিধামের দিকে অতি বিক্রমের সহিত খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। জ্ঞান সভ্যতা পার্থিব নীতি ও দেশীয় ভ'ব সমস্ত সেখানে আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই মুক্তি স্রোতের অনুগামী। কোন বিশেষ পার্থিব ভাবের প্রাধান্য ইহার মধ্যে নাই, এই নিমিত্ত সেই পরিত্রাণ বাহিনী তরঙ্গিনীর উপর দিয়া সহজে বড় কেহ যাইতে চাহেন না। ইহার গতি কোন দিকে ফিরে না, কিন্তু অপ্রতিহত ভাবে অনন্ত প্রেমজলধির অভিমুখে ক্রমাগত প্রধাবিত হইতেছে। আত্মার স্বর্গীয় কাম্য বস্তু বিধান করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানব হৃদয় নিহিত সাধু ভাব কলিকা সকলকে বিকসিত করিয়া সেখানে প্রেমময় ঈশ্বরের প্রমোদ কানন প্রস্তুত করা ইহার দৃঢ় সঙ্কল্প। অনন্ত জীবনের প্রয়াসী অমৃতধামের যাত্রীদিগকে মুক্তির দ্বারদেশে লইয়া যাইবার জন্য ইহা বাহির হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বতন ঋষিরা ইহাকেই শ্রেয়ের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই গতিত্রয় ধর্ম্মরাজ্যে প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের মধ্যে জনসমাজের অবস্থানুসারে এই ভাবত্রয়ের প্রতিনিধিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাপন অভিনয় সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ তিনেরই প্রকৃত ব্যবহার আছে, যথা পরিমাণে তাহাদিগকে নিয়োগ করিতে পারিলে একে তিন তিনে এক হইয়া যাইতে পারে। স্বদেশীয় প্রকৃতি যখন জ্ঞান সভ্যতা পার্থিব নৈতিক কর্ত্তব্য ঈশ্বরভক্তির সহিত সম্মিলিত হয় তখন এই প্রকার শুভযোগ সম্পাদিত হয়, এবং সেই মানবাত্মার পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। কেবল লোচনের সম্মুখে সচ্চরিত্র ভদ্র এবং জ্ঞানী না হইয়া ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করা যদি ব্রাহ্মদিগের চরম লক্ষ্য হয়, তবে উপরোক্ত ভাব ত্রয়ের সামঞ্জস্য অনায়াসে হইতে পারে। কিন্তু পরিত্রাণ ব্যতীত যদি অন্য কোন হীন উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে আশা বৃথা। এই তিনটী গতির মধ্যে একটী পুরাতন প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে অচিরে বিলীন হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট দুইটী সমান্তরাল রেখার প্রতিযোগীতা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অবস্থিতি করিবে। যখন অন্য কোথাও আর শান্তি মিলিবে না, তখন সকলকে সেই প্রেম পীযুষ বাহিনী ভক্তিনদীর শান্তিনীরে অবগাহন করিয়া প্রাণ শীতল করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত শান্তিলাভের আর দ্বিতীয় স্থান নাই। অতএব ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও চিন্তাশীল ধীরেরা দেখিতে পাইবেন যে একটি স্রোতঃ কতকগুলি পার্থিব ধনরত্ন লইয়া পুনরায় সংসারের দিকে রূপান্তরিত ভাবে প্রতিগমন করিতেছে, আর একটি পৃথিবীর পাপ জঞ্জাল সকল ভাসাইয়া লইয়া স্বর্গের দিকে দৌড়ি-

তেছে। যাঁহারা উন্নত এবং বিলাসপূর্ণ সংসার চাহেন তাঁহারা প্রথম স্রোতটী অবলম্বন করিবেন, যাঁহারা ঈশ্বর এবং স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় স্রোতটী অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমটী সুন্দর, উজ্জ্বল এবং সুখপূর্ণ হইলেও সংসার ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বিতীয়টী সকলে অবলম্বন করেন ইহাই আমাদের আকিঞ্চন।

ধৰ্ম্মবিজ্ঞান সংস্থাপনের উদ্যোগ।

পৃথিবীতে এক দিকে যেমন পৌত্তলিকতা, উপধর্ম্ম, কুসংস্কার এবং নাস্তিকতা, সংশয়বাদ ও জড়বাদের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, অপরদিকে প্রকৃত সত্যধর্ম্মের উন্নতির আশাজনক অনেক মঙ্গল চিহ্নও লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক ঘোর বিপ্লবের মধ্য হইতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমৃত উত্থিত হইতেছে তাহা বিশ্বাসীর নয়ন ঈশ্বরের পদতলে বসিয়া দর্শন করিতেছে। যাঁহারা উদার ভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধর্ম্মের বাল্যাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থার বিচিত্র ঘটনা রাজির পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত মোক্ষমুলার এ বিষয়ের এক জন প্রকৃত রসজ্ঞ। তিনি যে কেবল এত দিন পরিশ্রম করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিলেন কিম্বা ভাষাবিজ্ঞান সংস্থাপন করিয়া তাহার মধ্যে শব্দের একত্বের সহিত মনুষ্য জাতির সাধারণ ঐক্য স্থল আবিষ্কার করিলেন তাহা নহে; পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মমত ও অতি পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিয়া তাহা হইতে ধর্ম্মের সাধারণ মূল সত্য সকল সংগ্রহ করত একটী ধর্ম্মবিজ্ঞান স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সম্প্রতি তাহার উপক্রমণিকা এক খণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহা ইংরাজি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে "ফ্রেজারস্ মেগাজিন্" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জারমন্ ইটালী ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হয়। আমেরিকার লোকেরা ইহা মুদ্রিত করিয়া দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়াছেন। পুস্তক খানি পাঠ করিলে এক জন ব্রাহ্মের লেখা ভিন্ন আর অন্য কাহারও বোধ হয় না। ফলতঃ লেখক ইহাতে আপনার অসাধারণ ধৈর্য্যশীলতা ও মহানুভাবকতার পরিচয় দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসী জনসন্ ও ফ্রিম্যান ক্লার্ক প্রভৃতি কতিপয় বহুদর্শী ব্যক্তি,—কেহ বিংশতি কেহবা পঞ্চ বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই সত্যপ্রিয়তার সাধারণ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রশস্ত হৃদয় ব্রাহ্মের ন্যায় এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অন্যান্য বিজ্ঞান বিভাগে যে রূপ সাধারণ ঘটনা সকল লইয়া তাহাদিগের প্রকৃতি পর্য্যালোচনার দ্বারা নিয়ম প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে, জনসমাজের নানাজাতীয় ঐতিহাসিক সত্য সঙ্কলনপূর্ব্বক ধর্ম্মবিজ্ঞানকেও ইহাঁরা সেইরূপে প্রণালী বদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রকৃতি কত প্রকার পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রচারিত অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশও ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ধর্ম্মের প্রত্যেক অবস্থাতে যে সত্য আছে তাহা ঐ সকল পুস্তকের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

পণ্ডিত মোক্ষমুলার বলেন পৃথিবীর কোন মনুষ্যসমাজই ধর্ম্মশূন্য নহে। কোন না কোন আকারে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য তাহাদের মধ্যে হইয়া থাকে। ভ্রমণকারিগণ যে সকল অসভ্য জাতিকে ধর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিয়াছিলেন, কিছু কাল পরে ঐ সকল জাতির ভাষা শিক্ষা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে তাহারা বাস্তবিক ধর্ম্মশূন্য নহে। এই জন্য তিনি বলেন, কোন জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে তাহাদের ভাষা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অপর কোন উপায়ে যাহাদের ধর্ম্মভাব বুঝিতে পারা যায় নাই, তাহাদের সুখ এবং দুঃখের কালে ঈশ্বরের নাম প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ভাষার সহিত ধর্ম্মের যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা তিনি বিস্তারিত রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার অপূর্ণ-

তাই বহুদেবদেবী পূজা প্রচলনের একটী অন্যতর কারণ। তিনি এক স্থানে এই রূপ লিখিয়াছেন যে অজ্ঞতা বশতঃ অনেকে মনে করে খৃষ্টধর্ম্ম অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত লোক ধর্ম্মশূন্য ছিল। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ দ্বারা যদি প্রত্যেক খৃষ্টিয়ান হৃদয় হইতে অন্ততঃ কেবল এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথাটী তিরোহিত হইত, এবং পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসে জীবের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় যদি প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহা হইলে ইহা দ্বারা একটী বিশেষ মঙ্গল ফল হইত সন্দেহ নাই।

উক্ত অধ্যাপক মহাশয় অতি উৎসাহের সহিত আর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে আমরা অন্যান্য জাতির প্রাচীন কালের প্রবর্ত্তিত কবিতা শিল্প রাজনীতি ও বিজ্ঞানের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি, এমন কি এ সকল ব্যাপারের শৈশবাবস্থাকেও আমরা মূল্যবান্ জ্ঞান করি, কিন্তু অন্য কোথাও হইতে নহে কেবল ইতিহাস হইতেই আমরা এরূপ শিক্ষা পাইয়াছি। ইজিপ্ট ব্যাবিলন ও গ্রীশ প্রভৃতি দেশে পুরাকালের নির্ম্মিত যে সকল সুন্দর দেবমন্দির আছে তাহাদিগের রচনা কৌশলকে আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু ঐ সকল দেশবাসী লোকদিগের তৎকালকার ধর্ম্মভাব প্রকাশক মিনার্ভা ও জুপিটারের প্রতিকৃতি যখন আমরা সেই মন্দির মধ্যে অবলোকন করি তখন তাহাদিগকে কেবল মাত্র পুত্তলিকা বলিয়া আমরা অন্য দিকে মুখ ফিরাই। আমি ইহা অস্বীকার করি না যে ঐ সকল জাতির ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ ধর্ম্মের দ্বারাই তাহারা আপনাদিগকে উন্নত করিয়াছে, বিজ্ঞান বা শিল্প অথবা রাজনীতি দ্বারা কদাপি নহে। ধর্ম্ম ভিন্ন এ সকল পার্থিব উন্নতি কখন সম্ভব পর হইত না। আমার এ প্রকার মতে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইবে তাহা আমি জানি; কিন্তু তথাপি ইহাকে চিরকাল দৃঢ়তা সহকারে আমি ধরিয়া থাকিব। মানবজাতির সমুদায় ইতিহাস যদি ঈশ্বর প্রদত্ত উপদেশ না হয়, এবং ধর্ম্মোন্নতির পরিবর্ত্তনের মধ্যে যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে সেই ঈশ্বরহীন ইতিহাসকে আমি দূর করিয়া দিব; এবং মনুষ্য জাতিকে আমি তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিব। কিন্তু তাহা হইলে যে চটক পক্ষী অপেক্ষাও মনুষ্যের মূল্য কম হইল! কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্যের উপযোগী আহার্য্য বস্তু শিশু সন্তানের সম্মুখে মাতা প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু শিশু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। তেমনি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সত্য দান করিবার ঈশ্বরের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু মনুষ্য তাহা গ্রহণে সমর্থ হয় নাই, কারণ তখন তাহার শৈশবাবস্থা।

উপকল্লিখিত বিষয়ের বাস্তবিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমার আর অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই, প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থ সকলের লিখিত বিষয় যদি সরল ও প্রশস্ত হৃদয়ে আমরা পাঠ করি, তাহা হইলে সকল বুঝিতে পারা যাইবে। এই কথা বলিয়া তিনি নানা সম্প্রদায়ের প্রচারিত সাধারণ সত্যপূর্ণ অনেক গুলি উপদেশ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৭ ই শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক।

ঈশ্বরের অগ্নি যখন কোন সাধকের জীবনে প্রবেশ করে, সেই সাধকের কি তখন ক্ষমতা থাকে যে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখে? যদি সাধকের এই ক্ষমতা থাকিত তবে কোন কালেই জগতে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইত না। ব্রহ্মাগ্নির এরূপ প্রকৃতি যে তাহা প্রকাশ করিতেই হইবে। যাহা দ্বারা ঈশ্বর জগতের দুঃখ পাপ দগ্ধ করিবেন, সহস্র চেষ্টা করিলেও তুমি তাহা ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না। ঈশ্বর সাধকের ঘরে আসেন, এই জন্য, যে তাঁহার পবিত্র প্রেম মুখ দেখিয়া, সাধক এতদূর উন্মত্ত হইবেন যে, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি জগতের সকলকে ডাকিয়া আনিবেন। ঈশ্বরকে দেখিয়া ভক্ত এমনই পবিত্র এবং আনন্দিত হন, যে সেই পবিত্র আনন্দ জগতকে বিতরণ না করিয়া কোন মতেই তিনি সুস্থির থাকিতে পারেন না। স্বর্গীয় পিতাকে দেখিয়া ব্রাহ্মের হৃদয়ে যে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহা সামান্য অগ্নি নহে। সাধ্য কি যে তুমি তাহা লুকাইয়া রাখিবে? তোমার বুদ্ধি, কৌশল, বিনয়, গাম্ভীর্য্য সকল আবরণ দগ্ধ করিয়া সেই অগ্নি বাহির হইবে। মনুষ্যের সাধ্য কি যে ঈশ্বরের অগ্নি প্রচ্ছন্ন রাখে? ঈশ্বরের অগ্নি যেখানে যাইবে সেই স্থান ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অগ্নিময় ঈশ্বর ভক্তের হৃদয় ভেদ করিয়া জগতের নিকট প্রকাশিত হন।

অতএব যদি কেহ ব্রাহ্ম ভক্তি বলে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, সাবধান, কেহই তাহা ভক্তের নিজগুণে হইল এরূপ মনে করিও না। ভক্তের দ্বারা ঈশ্বর আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। এই জন্যই ঈশ্বরের একটী নাম স্বপ্রকাশ। যিনি সরল সাধক, তাঁহার জীবনের সকল ভাগে স্বভাবতঃই ব্রহ্মাগ্নি প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। দেশ দেশান্তরে সেই ব্রহ্মালোক প্রকাশ করিবার জন্য সাধকের প্রাণ ব্যাকুল। ঈশ্বর যখন একবার স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া সাধকের ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তাহার শরীর, মন, হৃদয় এবং আত্মার সমুদয় বিভাগ তিনি অধিকার করেন। সাধুর সমস্ত জীবনে জগৎ যখন ঈশ্বরের কার্য্য দেখিতে পায়, তখন সহস্র সহস্র লোক অলৌকিক মনে করিয়া সেই জীবন লাভ করিতে ব্যাকুলিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় ধর্ম্মই বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়ার উপর সংস্থাপিত। কোন সাধু বলিলেন, সূর্য্য স্থগিত হও, সূর্য্য অমনই অর্দ্ধ পথে থামিল। অথবা কোন সাধু ইচ্ছা করিলেন এবং তখনই তিনি অনায়াসে সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। কিম্বা তাঁহার কথায় মৃতব্যক্তি সকল পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল, অথবা কোন ঋষির চরণ স্পর্শে পাষাণ মনুষ্য হইল, এইরূপ নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার কল্পনা করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই তাহাদের ধর্ম্মের স্বর্গীয় ক্ষমতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অনেকের এই সংস্কার যে অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইলে জগতের কেহই ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। পবন প্রবল বেগে প্রাচীন বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া শত সহস্র মনুষ্যের মস্তক চূর্ণ করিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নগরের শত শত গৃহ ভস্মীভূত করিতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র নর নারী ভয়ানকরূপে দগ্ধ হইতেছে; যদি তুমি ব্রহ্মসন্তান হও বল, পবন! তুমি স্থির হও, অগ্নি! তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার কথা শুনিয়া যদি দুর্জ্জয় পবন এবং অগ্নি তথাস্তু বলিয়া চলিয়া যায়, জগৎ তবে জানিবে যে তুমি যথার্থই ঈশ্বরের ধর্ম্ম পাইয়াছ। সকল যুগে এবং সকল দেশে নানা প্রকার অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতাপেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রচারকেরা ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বলিয়া দেশ দেশান্তরে তাঁহাদের আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যাহা দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়, অবশ্যই তাহা ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম, এই বলিয়া জগৎ তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ব্রাহ্মেরা ঐ সকল অলৌকিক ক্রিয়া মানেন না, এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এবং প্রায় ৪০ বৎসর পরেও যে আমাদের ধর্ম্ম আশানুরূপ বিস্তৃত হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে ব্রাহ্মেরা এখনও তাঁহাদের জীবনে তেমন অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতে পারেন নাই। আমরা বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়া স্বীকার করি না; কিন্তু জগৎ কেন অলৌকিক ক্রিয়া দেখিতে চায়, ইহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা ধর্ম্মের স্বর্গীয়তা প্রমাণিত হয়, এই কথার নিম্নে যে গূঢ় সত্য রহিয়াছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। অলৌকিক ক্রিয়া কি? যাহা লোকের নহে কিন্তু ঈশ্বরের; ধর্ম্ম অলৌকিক, অর্থাৎ ইহা মনুষ্যকৃত নহে: কিন্তু ঈশ্বর প্রণীত, এই জন্য যে ইহাতে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার চিহ্ন আছে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক, অন্ততঃ তাঁহাদের জীবনে জগৎ অলৌকিক শক্তি দেখিতে প্রত্যাশা করে। তোমার কথার বলে যদি সাগর শুষ্ক হয়, এবং হিমালয় স্থানান্তরিত হয়, জগৎ তবে স্বীকার করিবে যে তুমি ব্রাহ্ম। অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ হয়, জগতের লোক কেন এই রূপ বিশ্বাস করে? ইহার কারণ এই, যাহা অলৌকিক, অর্থাৎ লোকের নহে, তাহ ঈশ্বরের। ঈশ্বর যখন মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, সেই মনুষ্য তখন অলৌকিক শক্তি লাভ করে, এবং সেই শক্তি দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়। যে সাধক ঈশ্বরের কাছে অগ্নি পাইয়াছেন তাহা দ্বারা তিনি অনায়াসে অসাধ্য সাধন করেন। যাঁহার জীবনে ধক্ ধক্ করিয়া ব্রহ্মাগ্নি দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহার দ্বারা নিশ্চয়ই জগতের অসত্য, কুসংস্কার এবং পাপ দগ্ধ হইবে। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের দয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, জগৎ যে তাঁহার বশীভূত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ভক্ত যাহা করেন, তাহাই অলৌকিক, কেন না তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা কার্য্য করিতেছে। তাঁহার অলৌকিক চিন্তা, অলৌকিক প্রতিজ্ঞা, এবং অলৌকিক কথা দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল প্রকার অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়। ভক্তের নিগূঢ় জীবন পৃথিবীর অতীত। কোথায় হইতে তাঁহার জীবন স্রোতঃ আসিতেছে পৃথিবীর লোক তাহা দেখিতে পায় না। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতা, সকলই ঈশ্বর প্রসূত। তাঁহার সকলই ঈশ্বরের। তাঁহার চিন্তা তাঁহার নহে, তাঁহার প্রেম তাঁহার নহে, তাঁহার পুণ্য তাঁহার নহে; কিন্তু তাঁহার চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা এবং সকলই ঈশ্বরের। জগতের লোকেরা যখন দেখিতে পায় যে ঈশ্বর স্বয়ং এই রূপে সাধু ভক্তের জীবনে অলৌকিক কার্য্য সকল করিতেছেন, তখন তাহারা চমৎকৃত হয়, এবং সকলেই এক বাক্য হইয়া

বলে, এ ব্যক্তি অবশ্যই স্বর্গের ধর্ম্মলাভ করিয়াছে। সাধুজীবনে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলেই জগৎ ধর্ম্মের সত্যতায় বিশ্বাস করে। কোন সাধুর কথায় যদি সূর্য্য নিস্তেজ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, অথবা সমুদ্রের জল শুকাইয়া যায় তাহা হইলেই জগৎ তাঁহাকে অলৌকিক ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু আপনা আপনি যদি সূর্য্য অস্তমিত হয়, অথবা আপনা আপনি যদি সাগরের জল শুকাইয়া যায়, সেই সকল ঘটনা অলৌকিক নহে। কোন মনুষ্য যখন তাহার সাধ্যের অতীত কোন কার্য্য করে, জগতের লোক তাহাই অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করে। কি হিন্দু কি খৃষ্ট উভয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাদের স্ব স্ব প্রবর্ত্তকের মধ্যে এই রূপ অলৌকি শক্তি স্বীকার করেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর যদি এই রূপ কোন অলৌকিক শক্তি না থাকে জগৎ কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? ব্রাহ্মেরাও যখন এক একটী কথা দ্বারা আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল করিতে পারিবেন তখনই সহজে জগতের লোক তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। মনুষ্য তাঁহাদের জীবনে যদি স্বর্গের অলৌকিক ক্ষমতা না দেখিতে পায় জগৎ কেন তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিবে? ভক্তের কথায় পর্ব্বত স্থানান্তরিত হয়, এবং সমুদ্রের তরঙ্গ স্থির হয়। কিন্তু তাহাতে ভক্তের নিজের কোন গৌরব নাই। কেন না পর্ব্বত যখন ভক্তের কথা শুনে, পর্ব্বত বলে যদি ইহা মনুষ্যের কথা হইত এক পদও আমি চলিতাম না; সেইরূপ তরঙ্গ যখন স্থির হয় সে বলে যদি কেবল মনুষ্য কথা বলিত আমি হাসিতে হাসিতে তাল বৃক্ষের মত আরও উচ্চতর হইয়া উঠিতাম; কিন্তু ঐ মনুষ্যের মধ্যে থাকিয়া আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কথা বলিয়াছেন তাই আমি মস্তক নত করিলাম। কিন্তু এ সমুদায় বাহ্যিক পার্থিব অলৌকিক ক্রিয়া। ব্রাহ্মেরা এ সমুদায় বাহিরের সূর্য্য, পর্ব্বত কিম্বা সমুদ্রে অলৌকিক ক্রিয়া সকল দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের অলৌকিক ব্যাপার সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যে সম্পন্ন হয়। তাঁহারা জানেন বাহিরের অলৌকিক ব্যাপার যতই কেন আশ্চর্য্য হউক না, তাহা দ্বারা কাহারও পরিত্রাণ হয় না। কোন সাধুর আজ্ঞাতে বাহিরের পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইল, কিম্বা সমুদ্রের জল শুকাইয়া গেল এ সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিলেও ব্রাহ্মের তৃপ্তি হয় না। কেন না অন্তরে যে পাপরূপ হিমালয় রহিয়াছে তাহা চূর্ণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যাকুল, এবং তাঁহার কুপ্রবৃত্তি সাগর হইতে রিপুর উত্তেজনা রূপ যে সকল তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা দমন করিতে না পারিলে কিছুতেই তাঁহার শান্তি নাই। এক দিকে তাঁহার জীবন ধর্ম্ম সাধনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিল; কিন্তু কিছুতেই মন ভাল হইল না; কোন উপায়েই মন ফিরিল না, ক্রমে ক্রমে আত্মা মৃতপ্রায় এবং নিরাশ হইতে লাগিল। এই রূপ ঘোর বিপদের সময় যদি ব্রাহ্ম জানিতে পারেন, যে একটী কথা বলিলেই এই যে পাপের ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠিতেছে, সকলই অদৃশ্য হইয়া যাইবে, এবং পর্ব্বত সমান পাপ পলকের মধ্যে চূর্ণ হইবে, তখন ভক্তির সহিত তিনি সেই কথা উচ্চারণ করেন। উচ্চারণ করিবামাত্র দেখিলেন, সত্য সত্যই পাপ পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গেল, এবং রিপুদিগের তরঙ্গ অদৃশ্য হইল। কাহার কথায় এই অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হইল? ব্রাহ্মের নিজের কথায় নহে, কিন্তু ব্রাহ্মের মধ্যে ব্রহ্ম একটী কথা বলিলেন তাহাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হইল। সাধক ব্রাহ্ম ১৫ বৎসর সাধন করিয়া পাপ দূর করিতে পারেন নাই; কিন্তু আজ ব্রহ্ম বলে বলী হইয়া বলিলেন, জঘন্য কাম রিপু! এখনই আমার অন্তর হইতে দূর হও। দুর্দ্দান্ত ক্রোধ! এখনই চলিয়া যাও; এই বজ্রধ্বনি শুনিয়া রিপুকুল চির কালের জন্য পলায়ন করিল। ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাধক রিপু দমন করিতে অনেক যত্ন করিল; কিন্তু রিপুদিগের তরঙ্গ কিছুতেই থামিল না; কিন্তু নিতান্ত কাতর হইয়া সাধক যাই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, তখন ভিতর হইতে ব্রহ্ম একটী কথা বলিলেন, অমনই অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, সমুদ্র সমান কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতা শুষ্ক হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ্যে প্রতি জনের জীবনে এ সকল অলৌকিক ব্যাপার হইতেছে, এ সকল ভিন্ন আমরা অন্য অলৌকিক ব্যাপার মানি না। এ সকল অলৌকিক ক্রিয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের জীবন। এ সমুদয় ভিন্ন কোন ব্রাহ্ম বাঁচিতে পারিবে না। কোন দেশে এবং কোন কালে কেহ আপনার পাপ আপনি বিনাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, অথবা পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে কেহই আপনাকে আপনার বলে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই; এবং আমাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং ভবিষ্যদ্বংশের মধ্যে কেহই আপনি আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বাস করিয়া, ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ মুক্তিদাতা ঈশ্বর তাহার সহায় হইবেন। যদি ব্রহ্মকৃপায় বিশ্বাস কর, এখনই, এই ব্রহ্মমন্দির মধ্যেই তোমাদের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া সকল পাপ দগ্ধ করিবে। এখনই ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া কাম, ক্রোধ ইত্যাদির মস্তক ছেদন কর, এখনই তোমাদের অন্তরে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্বলন্ত উৎসাহের ধর্ম্ম। উৎসাহ শূন্য আত্মা

ব্রহ্ম সহবাসে বঞ্চিত। যদি ব্রহ্মধামে বাস করিতে চাও, উৎসাহাগ্নি দ্বারা অপবিত্রতা দগ্ধ কর। উৎসাহ বিনা ব্রাহ্মসমাজ নির্জীব, যেখানে উৎসাহ নাই সেখানে উন্নতি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতনত্ব দেখিয়া অনেকে নবানুরাগ এবং নব উৎসাহে ইহা সাধন করিতে ছিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন প্রায় সকলেই নিরুৎসাহ, আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের রথ চলে না, কাহারও মুখে আশা নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, উৎসাহ নাই। কিন্তু ভয় নাই, তোমরা কি দেখ নাই, পৌত্তলিকদিগের রথযাত্রার সময় যখন চলিতে চলিতে রথ থামিয়া যায়, তখন শত শত লোক বহু চেষ্টা করিলেও তাহা চলে না; তখন নিরাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা চলিয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট ১০ কি ১২ জন যাই উৎসাহের সহিত হরিবোল হরিবোল বলিয়া তাহাদের দেবতার জয়ধ্বনি করে, তখন আবার তাহা বেগে চলিতে থাকে। উৎসাহ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না। অল্পে অল্পে সাধন ব্রাহ্মদিগের জন্য নহে। ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে ধিক্, এমন উৎসাহের ধর্ম্ম পাইয়া এখনও তোমরা নির্জীব রহিলে। রথ চলে না, নৌকা চলে না, কিন্তু যাই কতগুলি লোক একটু উৎসাহে টানিতে লাগিল, অমনই চলিতে লাগিল, কতবার স্থলে এবং নদীর উপর এসকল ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তথাপি কি আমরা উৎসাহের বল বিশ্বাস করিব না। অতএব একবার উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া বল, কামরিপু? এই তোমাকে চিরদিনের জন্য বিদায় করিলাম। স্বার্থপরতা! এই তোমাকে সমুদ্র জলে বিসর্জ্জন দিলাম। বল, "পর ব্রহ্মের জয়" আমার জীবন পবিত্র হইল। আর একজন বল, জয় জগদীশ, আমার পবিত্রতা জগতে বিস্তার হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন জগতকে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাও। এক এক কথার বলে কি হয়, তাহার পরিচয় দাও; আজ নয় কাল হইবে, এই কথা বলিলে হইবে না। এখনই বলিতে হইবে। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর আমাদের অনিচ্ছা এবং কপটতা দেখিতেছেন। একটী সামান্য ব্রহ্মমন্ত্রের কত বল তাহা বন্ধুদিগকে দেখাও। ব্রহ্মাগ্নি স্ফুলিঙ্গে মহাপাপ দগ্ধ হইয়া যায়। মহাজনদিগের এসকল কথা অবিশ্বাস করিও না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক।

ঈশ্বর যন্ত্রী, মনুষ্য যন্ত্র ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এ প্রকার সম্বন্ধ নহে। জড় জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের ঐ সম্বন্ধ, মনুষ্যের সঙ্গে তাঁহার এই প্রকার কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য জাতিকে তিনি স্বাধীন প্রকৃতি দান করিয়াছেন। স্বাধীন রাখিয়া মনুষ্যকে পরিত্রাণ দিবেন, ইহাই তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি। ঈশ্বরের দয়া মনুষ্যের চেষ্টার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিত্রাণ ফল প্রসব করে। ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের স্বাধীন চেষ্টা, এই দুটী স্রোতের একটী অবরুদ্ধ হইলেই পরিত্রাণ অসম্ভব। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে মনুষ্যের স্বাধীনতা সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার করুণা প্রকাশিত হয়। ইহাই মুক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব। ঈশ্বর যখন স্বাধীন প্রকৃতি দিয়া মনুষ্যকে গঠন করিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে মনুষ্য ইহার অপব্যবহার করিবে; কিন্তু তথাপি স্বর্গীয় পিতা বলিলেন, "আমি পাপীর সঙ্গে থাকিয়া আমার স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিব।" জগতের প্রতি দৃষ্টি কর ইহার প্রমাণ পাইবে। কাহার দ্বারা ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে? এক দিকে ঈশ্বরের হস্ত, আর এক দিকে মনুষ্যের হস্ত। এই দুই হস্ত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সমস্ত মনুষ্য জাতির জন্য পুণ্য নিকেতন নির্ম্মাণ করিতেছে। ঈশ্বর দয়া করিতেছেন, মনুষ্য সেই দয়া গ্রহণ করিতেছে! প্রত্যেক বার মনুষ্য ঈশ্বরের সন্নিধানে আপনার ক্ষুদ্র চেষ্টা আনিয়া উপস্থিত করিল, প্রত্যেক বার ঈশ্বর তাহার মধ্যে স্বর্গীয় বায়ু প্রবাহিত করিয়া তাহার দ্বারা প্রকাণ্ড কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মনুষ্য মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধন করিল, স্বর্গের রাজ ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গীয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে, ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের চেষ্টা উভয়ই প্রয়োজন। জড় জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে ইহার স্বাধীনতা নাই, অন্ধযন্ত্রের ন্যায় ইহা ঈশ্বরের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিতেছে। কিন্তু মনুষ্য জগৎ অন্য প্রকার। মনুষ্য স্বাধীন, এবং এই স্বাধীনতাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব। পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এক পরিবার হওয়া মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে একটী সুন্দর প্রেম পরিবার সংগঠন করেন, এই জন্য তাঁহার মনুষ্যের সহায়তার আবশ্যক; মনুষ্যদিগকে লইয়া তিনি স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সুতরাং তাহাদিগের সাহায্য ভিন্ন, অথবা তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর একাকী কিছুই করিতে পারেন না। এই জন্য একদিকে যেমন তিনি গূঢ়ভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের সহায় হইয়া প্রত্যেকের অন্তরে বল, কৌশল, জ্ঞান এবং ধর্ম্মভাব প্রেরণ করিতেছেন, তেমনই অন্যদিকে তাঁহার প্রেম গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি প্রত্যেক সন্তানের নিকট তাহার নিজের দেহ, মন, হৃদয় এবং আত্মার সমুদয় শক্তি ভিক্ষা করিতেছেন। যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বস্ব স্বর্গীয় পিতার হস্তে উৎসর্গ করিলেন তিনি ধন্য, কেননা তাঁহার দ্বারা পিতার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইল। জগৎ মনে করিল সেই মনুষ্য দ্বারা ধর্ম্মরাজ্য বিস্তৃত হইল; কিন্তু ভক্তেরা দেখিলেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার কৃপাগুণে সেই মনুষ্যকে উদ্ধার করিলেন, এবং তাঁহার প্রেমগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাহার হস্তে স্বর্গীয় অধিকার দিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করেন না; কিন্তু তিনি স্বাধীন নর নারী চান। তাঁহারই

শক্তি, দয়া এবং পবিত্রতা মনুষ্যের আত্মাতে প্রবাহিত হইতেছে ইহা সত্য; কিন্তু যিনি স্বাধীনভাবে আবার ঐ সকল ঈশ্বরের চরণে প্রত্যর্পণ করেন তিনিই ভাগ্যবান, কেননা তিনি ভিন্ন আর কেহই স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। যে স্বাধীনভাবে ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানদিগকে আপনার জীবন দিতে পারে না সে কোন মতেই প্রেমরাজ্যের উপযুক্ত নহে। যদি স্বর্গরাজ্যের প্রজা হইতে অভিলাষ থাকে তবে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেমনিয়মের অধীন করিতেই হইবে। কেবল মনুষ্য যাহা করে তাহা স্বর্গীয় কিম্বা অলৌকিক হইতে পারে না; কিন্তু মনুষ্য যখন ঈশ্বরের প্রেমনিয়মের অধীন হয় তখনই তাহার দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। যাহা দ্বারা জগতে পূর্ব্বে কেবল পাপ অশান্তি বৃদ্ধি হইত এখন তাহারই দ্বারা স্বর্গরাজ্য বিস্তৃত এবং সংস্থাপিত হয়। স্বর্গরাজ্যে একদিকে যেমন ঈশ্বরের কৃপাবল, তেমনি অন্যদিকে মনুষ্যের আনুগত্য আবশ্যক। মনে কর আমাদিগকে না লইয়া ঈশ্বর একটী স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কি আমরা তাঁহার মহিমা এবং প্রেম বুঝিতে পারিব? আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহার স্বর্গরাজ্য. আমরাই যদি তাঁহার পবিত্রতা এবং সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইলাম, তবে আমাদের গতি কি হইবে? যখন আমাদের আত্মা পাপের জন্য অনুতপ্ত হই। তাঁহার মন্দির মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য দেখিবার জন্য ব্যাকুলিত হয়, তখনই আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি, এবং তখনই তাঁহার জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, এবং প্রেম উদ্দীপ্ত করে। তখন আমরা তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, তাঁহার আরাধনা তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহাকে প্রার্থনা ভিন্ন বাঁচিতে পারি না; তিনিও আমাদের কাতরতা দেখিয়া, অচিরে আমাদের নিকট তাঁহার পবিত্রধাম প্রকাশিত করেন, এবং আমাদিগকে লইয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্য বিস্তার এবং সংস্থাপন করেন। অবশেষে যখন জগৎ দেখিবে যে আমাদের ন্যায় দীন দুঃখীরা স্বর্গে যাইতেছে, যাহারা অশ্রুপাত করিয়া বপন করিতেছিল, ঈশ্বর প্রসাদে এখন তাহারা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতেছে, তখন তাহারা বলিবে আমরাও কাঁদিব, এই বলিয়া তাহারাও তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিবে। ঈশ্বর এইরূপে মনুষ্য সন্তানদিগকে তাহাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত করিয়া তাঁহার পবিত্র রাজ্যের জন্য উপযুক্ত করেন। পাপী মনুষ্যকে ছাড়িয়া যদি ঈশ্বর আকাশে একটী স্বর্ণের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার প্রেমধাম হইত না। স্বাধীন আত্মা সকল লইয়া তিনি একটী প্রেমরাজ্য বিস্তার করিবেন, সুতরাং তিনি কি রূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। সেই রাজ্যে তিনিই পিতা রাজা এবং প্রভু হইয়া বর্ত্তমান; কিন্তু পুত্র কন্যা, প্রজা এবং দাসদাসী না হইলে রাজ্য পূর্ণ হয় না, তিনি আর নিজে তাঁহার সন্তান, প্রজা এবং দাসদাসী হইতে পারেন না, তিনি আপনি যাহা তাহাই আছেন এবং চিরকাল তাহাই থাকিবেন। সন্তান, প্রজা এবং দাসদাসী না থাকিলে পিতা, রাজা, এবং প্রভুর মর্য্যাদা কে বুঝিবে? কে তাঁহার সেই দয়া উপভোগ করিবে? এই জন্য তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পিতা, রাজা, প্রভু বলিয়া ডাকিব ইহা তিনি বড় ভাল বাসেন। আমাদিগকে ছাড়িয়া তিনি পরিবার গঠন করিতে পারেন না, আমরাও তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন অপদার্থ। আমাদিগকে তাঁহার কাছে যাইতে অধিকার দিয়াছেন ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব এবং গৌরব। পাঁচটী ভক্ত তাঁহার নিকট আসিল অমনই পারিবারিক সৌন্দর্য্য হইল, তাহারা জগতে তাঁহার প্রেমের তত্ত্ব প্রকাশ করিল. ভক্তদিগের মুখে প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন শুনিয়া মৃত জগত জীবিত হইয়া উঠিল। ভক্তবৃন্দের মুখে প্রভুর নাম সংকীর্ত্তন শুনিয়া কোথায় আমাদের পিতা কোথায় আমাদের রাজা, কোথায় আমাদের প্রভু বলিয়া জগৎ ব্যাকুল হইল। দেখ একটী ক্ষুদ্র ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল করিতেছেন। ঈশ্বর নিজে তাঁহার দয়াময় নাম গান করিয়া শুনাইতে পারেন না, তাঁহার নাম গান করিয়া নিদ্রিত জগৎকে জাগাইবার জন্য আমাদের প্রয়োজন এই জন্য দয়াল প্রভু আমাদের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল। দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কেমন আশ্চর্য্য সম্পর্ক। আমাদের এই ধূলি নির্ম্মিত রসনা তাঁহার নাম গান করিয়া জগৎ মাতাইতেছে। ধূলি লইয়া তিনি ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিতেছেন ধূলি না হইলে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হয় না। কেননা গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য নির্ম্মাতা এবং সামগ্রী দুয়েরই প্রয়োজন। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ভিন্ন যেমন মনুষ্যের কোন স্বতন্ত্র মহত্ত্ব নাই, তেমনই আবার মনুষ্য যদি জড় যন্ত্রের ন্যায় ঈশ্বরের অধীন হইত, তাহার মনুষ্যত্ব থাকিত না। ঈশ্বর যখন মনুষ্যকে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দেন, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁহার নিকট যাইতে অধিকার দেন। অতএব স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন চেষ্টাকে কেহই সামান্য মনে করিও না। ইহাতে তুমি নিজে অতি মহৎ তাহা বলিতেছি না, তুমি অতি সামান্য তৃণ তুল্য, আবার নিজের দোষে তুমি অতি জঘন্য; কিন্তু তুমি উপকরণ হইয়া স্বাধীন ভাবে যখন ঈশ্বরের হস্তে নিয়োজিত হইবে, তখন তোমারই দ্বারা তাঁহার অমূল্য স্বর্গ রাজ্য বিস্তৃত হইবে। অতএব কদাচ আপনাকে নিকৃষ্ট ভাবিয়া ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিও না, যতই কেন তুমি নিকৃষ্ট হও না, ঈশ্বরের নিকট তোমারও সহায়তা আবশ্যক। দেখ তাঁহার ইঙ্গিতে দেশ বিদেশ হইতে শত শত কারীকর আসিয়া তাহাদের হস্ত বিস্তৃত করিল, তাহাদের মধ্যে তিনি তাঁহার হস্ত দিলেন। এইরূপে ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের হস্ত একত্র হইয়া সেই স্বর্গীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। বিশ্বাসী সাধু তিনি, যিনি জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার রাজ্য স্থাপন করেন। মনুষ্য যখন সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের চরণে আত্ম সমর্পণ করে, তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র কার্য্য করিলে জীবন কেমন পবিত্র এবং মধুময় হয়, তাহা তাহার পরীক্ষার বিষয় হয়। তখন ঈশ্বরের দয়া এবং মনুষ্যের ইচ্ছা এক হয়। পিতা পুত্রের এমনই নিগূঢ় ঐক্য হয় যে কোন্টুকু পিতার এবং কোন্টুক পুত্রের কোন্টুক পার্থিব এবং কোন্টুক স্বর্গীয় তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন হয়। কোন্ স্থানে ঈশ্বর এবং মনুষ্যে সম্মিলন হয় কে তাহা বলিতে পারে?

মনে কর, এক জন পর্ণ কুটীরবাসী তাহার রসনার ঈশ্বরের বড় বড় কথা সকল বলিতেছে. বলিতে বলিতে তাহার মুখশ্রী স্বর্গীয় কান্তিতে উজ্জ্বল হইতেছে, চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতেছে, সেই সকল কথা শুনিয়া সহস্র লোক ঈশ্বরপ্রেমে প্রমত্ত হইল, তাহাদের চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। সামান্য লোকের কথা শুনিবার জন্য এত গুলি লোকের সমারোহ, এবং সকলের চক্ষে ভক্তি ধারা এ সমুদয় অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া জগৎ যে ঈশ্বরের অবতার বিশ্বাস করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মগণ! কেবল তোমরাই জগতের এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ; কিন্তু অবিশ্বাসী হইয়া এই কথা বলিও না যে যাহা কিছু দেখিলে সকলই পার্থিব। ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলিলেন, ভক্তের ভক্তির মূলে ঈশ্বরের দয়া কার্য্য করিল। অর্থাৎ সাধকের হৃদয় ভূমিতে স্বয়ং ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়া তাহা দ্বারা অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন। জড় জগতে ঈশ্বর তাঁহার মহিমা দয়া এবং সৌন্দর্য্য স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু স্বাধীন প্রকৃতি মনুষ্যদিগের দ্বারা যখন তিনি তাঁহার স্বর্গীয় শোভা এবং পবিত্রতা বিস্তার করেন, আর কোথায়ও সেই সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। যাহার কিছুই নাই, ধন নাই, বিদ্যা নাই, প্রেম নাই, পুণ্য নাই এবং পাপ বিকারে নিতান্ত কলুষিত, সেই ব্যক্তি যখন কেবল সরল ভাবে তাঁহাকে চায়, রাজা হইতেও তাহাকে তিনি বড় করেন। তাহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হয়। মনুষ্যকে যদি যন্ত্রের ন্যায় তিনি অধীন করিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহার দয়া এবং অলৌকিক ক্ষমতা কাহারও নিকট প্রকাশিত হইত না। যখন স্বাধীন মনুষ্য বলিল, এই ব্রহ্মনাম করিলাম, আমার পাপ দূর হইল, আমার জীবনের আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া জগৎ কাঁপিল; স্বাধীন হইয়া ঈশ্বরের অধীন হইলাম, ইহা দেখিয়া দেবতারা আমার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিলেন। ব্যভিচারী শঠ ছিলাম; কিন্তু ঈশ্বরের নামে মহাপাপী পরিত্রাণ পাইল। এই দেখ এখন আমার জীবনের ভিতর দিয়া কেমন প্রবল বেগে ঈশ্বরের করুণা এবং পুণ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, এক একটী কথা দ্বারা পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং সমুদ্র শুষ্ক হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের সাধ্য কি যে এরূপ জ্ঞাতসারে এত সতেজ ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। এ সকল অহঙ্কারের কথা নহে। এ সমুদায়ই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রকৃত বিনয়ের কথা। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ! ভক্তির বল দেখাইতে তোমরা পৃথিবীতে আসিয়াছ। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমরা বলিতে পার না যে মনুষ্য কিছুই করিতে পারে না। 'আমি পারি না' ইহা অবিশ্বাসের কথা। ব্রহ্মসন্তান কিছু করিতে পারে না কে এই কথা মানিবে? ব্রহ্ম নাম লইয়া বজ্রদেহী হইয়া মহা বীরের ন্যায় রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম কর, যদি প্রয়োজন হয় রক্তপাত হইতে দেও। ঈশ্বরের কার্য্যে যেমন শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িবে, প্রত্যেক রক্ত বিন্দু কথা বলিবে "এই আমি ঈশ্বরের চরণে পড়িতেছি, আমা হইতে দেখিবে সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম উৎপন্ন হইবে।" যে রক্তে ঈশ্বরের দয়া প্রকাশিত হয়, তাহা সামান্য রক্ত নহে। ঈশ্বরকে যখন একবার পিতা বলিয়াছ, তখন তোমা দ্বারা কিছুই হইবার নাই, এই কথা মুখে আনিতে পার না। তুমি ক্ষুদ্র, তোমার জ্ঞান, প্রেম, এবং পবিত্রতার সীমা আছে; কিন্তু ঈশ্বর যিনি তোমার পিতা এবং নিত্য সহায়, তিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যের উৎস। তাঁহার কাছে থাকিলে, তোমার অভাব কি? প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা স্বাধীন ভাবে সেই অনন্ত উৎসের পরাক্রম দেখাইবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

সম্বাদ।

গত বৃহস্পতি বার মুদলিয়া গ্রামে একটী ব্রহ্মোপাসনালয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

গত শুক্রবার মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেহারবাসীদিগের জন্য হিন্দি ভাষায় উপাসনা ও বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধ শত হিন্দুস্থানী তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। সেখানে নিয়মিত রূপে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ত্রিশ জন হিন্দুস্থানী উপস্থিত হন। সম্প্রতি জামালপুর ও মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একত্রিত হইয়া যথেষ্ট উৎসাহের সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। জামালপুরে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, কিছু দিন গত হইল রীতিপূর্ব্বক তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বাবু দীননাথ মজুমদার উভয় স্থানে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

বাবু অমৃতলাল বসু গাজিপুর নগরে হিন্দি ভাষায় এক প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তথাকার অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। কেবল এক জন বঙ্গবাসী তাঁহাদিগের উৎসাহদাতা আছেন। অমৃত বাবু গাজিপুর হইতে গয়া ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়াছেন।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ব্রহ্মমন্দিরের উপরকার গ্যালারিতে দর্শকদিগের গমনাগমনে এবং তাঁহাদিগের চঞ্চল পদাঘাতে ও বাক্যালাপে উপাসনার অনেক ব্যাঘাত হয়, এবং মন্দিরের গাম্ভীর্য্য [illegible] পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য স্থিরভাবে উপাসনা করা অসাধ্য হইয়া উঠে। উত্তর দিকে যাঁহারা বসেন তাঁহারা এই যন্ত্রণা বিশেষ রূপে সহ্য করেন। এই জন্য আমাদের প্রস্তাব যে বিনামূল্যে নির্দ্দিষ্ট আসন স্থির করিয়া দিয়া কতকগুলি চিহ্নিত উপাসককেই যেন উপরে বসান হয়। যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত স্থির ভাবে থাকিতে পারেন তাঁহা-

দিগকেই উপরে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। বরং উপরের দ্বার বন্ধ করা ভাল, কিন্তু এরূপ হট্টগোল আর সহ্য করা যায় না।

ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বাবু উমানাথ গুপ্ত তথায় গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবে তথাকার পাঁচ ছয়টী ব্রাহ্ম প্রত্যহ উপাসনা করিবেন এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। প্রচারক মহাশয়েরা যখন যেখানে যাইবেন প্রাত্যহিক উপাসনা সম্বন্ধে যেন ব্রাহ্মদিগকে বিশেষ রূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতে অনুরোধ করেন। নিতান্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয় যে পুরাতন প্রবীণ ব্রাহ্মদিগকেও এখন এ সকল বিষয়ে অনুরোধ করিতে হয়।

সিমলা প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে। পল্লীবাসী দুষ্টমতি যুবকেরা উপাসনা স্থলে অতিশয় গণ্ডগোল করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্য বন্ধ রাখিতে পারে নাই। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকারী ব্রাহ্মদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য যে উৎসবের সময় যেন তাঁহারা পুরাতন বর্ষের একটী কার্য্যবিবরণ প্রস্তুত করেন। সে বিবরণে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উন্নতির আমূল বৃত্তান্ত সকল সন্নিবেশিত থাকিবে। অর্থাৎ সভ্য সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ও তাহার কারণ, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কি প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং কে কি পরিমাণে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই সমস্ত বিষয় তাহাতে বিস্তারিত রূপে থাকিবে। এ কার্য্য সম্পাদকদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত। বর্ষে বর্ষে অন্ততঃ এইরূপ একখানি পুস্তক যদি মুদ্রিত হয় তদ্দ্বারা অনেকের উপকার হইবে। আর যদি কিছু না হয় তবে ইহা পাঠে ভাবী ধর্ম্মসংস্কারকেরা বুঝিতে পারিবেন ধর্ম্মরাজ্যের কিরূপ গতি।

প্রেরিত।

মাননীয় শ্রীযুত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
মহাশয়েষু

ব্রাহ্মদিগের নিকট আমার এই নিম্ন লিখিত নিবেদন আপনার পত্রিকায় যদি প্রকা[illegible] করিয়া বাধিত করিবেন।

মহোৎসবের সময় আগত প্রায়। এই সময় নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মেরা উৎসবে যোগ দিবার [illegible] আসিবার মানস করিতেছেন ইহা ভাবিয়া দেখিলে অতিশয় আনন্দ হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বিষয় আছে তাহার জন্য ব্রাহ্ম মাত্রেরই যত্ন করা আবশ্যক। প্রচারকার্য্যালয় অর্থ সাহায্য অভাবে এক প্রকার ঋণ গ্রস্ত তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। সে জন্য নিবেদন, মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতারা পাথেয়র জন্য যেমন অর্থ ব্যয় আবশ্যক জানেন তেমনি এই উপলক্ষে প্রচার কার্য্যালয়ে অন্ততঃ আপনাদের আহারীয় খরচ বিবেচনায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা উক্ত কার্য্যালয়কে ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া আমাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করুন। উপযুক্ত সময় জানিয়া এই নিবেদন করিয়া রাখিলাম, যদি উচিত বোধ হয় অনুগ্রহ করিয়া ইহা পালন করিলে কৃতার্থ হইব।

পঞ্জাব
১৫ ই ডিসেম্বর ১৯৭৩
অনুগত
আপনাদের এক জন

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রেয় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক।

পুস্তক		মূল্য
সংগীত সংকীর্ত্তন ১ম ভাগ ভাল বাঁধান*	...	১
ঐ ঐ ২ য় ভাগ*	...	✓০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বাঁধান*	...	১
ঐ ঐ কাগজের মলাট*	..	৸০
ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ একত্রে ৯ খণ্ড	...	।✓০
ঐ প্রতি পৃথক	...	/০
ব্রহ্মোৎসব	...	/০
নির্ম্মলার উপাখ্যান	...	।✓০
ব্রহ্মময়ী চরিত	...	৶০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	...	।০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	...	১০
প্রার্থনা মালা (পার্কারের অনুবাদ	..	।✓০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা	...	।০
প্রচার বিবরণ	...	✓০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী (নূতন সংস্করণ)	...	৶০
ঐ ঐ হিন্দি	...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার	...	/০
ঐ ঐ (সংস্কৃত	...	/৬
[illegible]	...	১০
সংগীত মঞ্জরী	...	।০
গত বৎসরের ধর্ম্মতত্ত্ব একত্রে বাঁধান	...	২
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ ম হইতে ৪ র্থ পর্য্যন্ত		।০

* নগদ মূল্যে শত করা ১২। হিসাবে এবং ১২ খানার বেশী লইলে শত করা ২৫ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই পৌষ মুদ্রিত হইল।